আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস: আদি-অত্যন্ত

দশম খণ্ড

আহুরা বিদা হামি ইরুন কাশার আল-কাযমেশকি (র)
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

dশম খণ্ড

মূল
আবুল ফিদা হাফিজ ইবুন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়
※ ড. আহমদ আবু মুলাহিম ※ ড. আলী নজীব আতাবী
※ প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়েদ ※ প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
※ প্রফেসর আলী আবদুদ্দুল্লা সাহিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ঈসলামিক ফাউন্ডেশন
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (দশম খণ্ড)
মূল : আবুল ফিয়া হাফিজ ইবন কাসির আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনুীদিত
সম্পাদকনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা : ৫৯৮
ইয়া অনুবাদ ও সংকলন : ৩৩৫
ইফা পাঠানা : ২৪৫৯
ইফা প্রস্তুতার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1201-8
প্রযুক্তি : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ২০১০
আবিন ১৪১৭
শাওয়াল ১৪৩১
মহাপরিচালক
সাদীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
মুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৭৩২৪
প্রচ্ছদ : জাসিম উদ্দিন
কম্পিউটার কম্পোজ ও মেসার্স এ.এ.নিক. কম্পিউটার্স
২৪৬, বাসাবো, ঢাকা-১২১৯
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোহাম্মদ হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৯২.০০ (দুইশত বিশাখাবাই টাকা মাত্র)

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (10th VOLUME) [Islamic History : First to Last]: Written by Abul Fida Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya & published by Director, Translation & Compilation Dept., Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133334 September 2010

E-mail : islamifoundationbd@yahoo.com
Website : www.islamifoundation.bd.org

Price : Tk 292.00 ; US Dollar : 10.00
মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্সার ও ইতিহাসবেজা আল্লামা ইবনে কাসিমের
(র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুর্সী, নাভোমজ়ল,
কুমিল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নেশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহানাম প্রভৃতি সমূহের
আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসিম (র) তাঁর এই গ্রন্থের তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আরশ,
কুর্সী, কুমিল, নাভোমজ়ল এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী তথা কেরেশাতা, জিন, শয়তান,
আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবি-রাসূলগণের ঘটনা, বলি ইসরাইল, ইসলাম-পূর্ব
যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলগুলো (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সূনীর্ধ
কলের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিন্না,
ফাসাদ, যুদ্ধ-বিবি, বিয়ামতের আলামত, হাশর-নেশর, জান্নাত-ই-জাহানামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতি আলোচনা পরিত কুরআন, হাদিস, সাহাবগণের বর্ণনা,
তাবেদন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবনে হাজরা আসকালানী (র), ইবনুল
ইমাম আল-হাজরা (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূমিকা প্রাপ্ত ছেন। বদরদীন
আইনী (র) এবং ইবনে হাজরা আসকালানী (র) গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন।
বিজ্ঞানের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইবনে কাসিম (র) ইমাম তাবরিজ, ইবনুল আসর, মাসুদী
এবং ইবন খলিদুল নায় উক্তদের ভাষাবিদ, সাহিতিক ও ইতিহাসবেজা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের দশম খণ্ডের পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে পেরে আমরা
আল্লাহ তা'আলার শুরুরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থোদ্ধুর অনুবাদ ও সম্পাদকমূলকে আন্তরিক
মুদ্রকর্মকর্তা জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মরতা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থের
প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যারা সাহায্য-সহযোগী করেছেন তাদের সবাইকে মুবারকতাদের।

পরম করুণাময় আল্লাহ তা’আলা আমাদের এ প্রম করূণ করন। আমীন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুরু সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সৃষ্টিকর্তা নবী। আল্লাহ তাইআলা মানুষের সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আবিষ্কারের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রসূলগণ সহায়তা করিবার নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আবিষ্কারের আগমন ও তাঁদের কর্মচার জীবন সম্পর্কে পবিত্র কৃত্তিক ও হানাদে বিশ্বাস্বাক্তকে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কৃত্তিক- হানাদেই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎক্ষেপের মুখেও কৃত্তিক- হানাদের তথ্য ও তথ্য প্রশালীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা হাফিজ ইবন কাসীর (৪) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' এর অধীনে আল্লাহ তাইআলার বিশাল সৃষ্টিগত জগতসমূহের সৃষ্টিসত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিসত্ত্ব এবং আবিষ্কারের সৃষ্টিতৃত্ব ইতিহাসের তথ্য সমূহ করা হয়েছে। ১৪ এর সমান এই বৃহৎ প্রশিক্ষণ অনুসরণে নির্ভুল ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস প্রকাশ করে হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস চরকাদর্শীর জন্য এই প্রকাশ দিক-নির্দেশিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলামের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারের খোঁ অনুবাদের উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। বর্তমানে দশম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষায় পাঠকদের সুবিধায় 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ৪ আদি-অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এখন অনুবাদের মাধ্যমে নাইলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহর, হাফিজ মাওলানা ইসমাইল, মাওলানা হাবিবুর রহমান নদিয়া ও মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন। আর সম্পাদনা করেছেন একাদশ আব্দুল মানুন ও অধ্যক্ষ আবুদুল্লাহ মালেক। প্রকাশ অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সৌভাগ্য প্রতি রইলো আমাদের অন্তর্জাতিক মোকাবেলায়।

অনুরূপে এই প্রকাশের দশম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তাইআলার শুক্রিয়া আন্দায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কর্মক্ষেত্রে অযুক্ত রয়েছে। আমরা এই প্রকাশ নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করছি। তবুও এই প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কেখো তুল-ক্রেট থাকতে পারে। সচেতন পাঠকদের নিকট কোন তুল-ক্রেট ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরূপ রইল।

আমরা আশা করি এই প্রকাশ মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা করব। আমাদের প্রচেষ্টা করব! আমাদের নির্ভুল ইসলাম মানিক

পরিচালক
অনুবাদ ও সংকল্পন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
অনুবাদক মণ্ডলী

☐ মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন
☐ মাওলানা আবু তাহের
☐ হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল
☐ মাওলানা হাবিবুর রহমান নদভী
☐ মাওলানা মহিউদীন

সম্পাদকবৃন্দ

☐ অধ্যাপক আবদুল মালেক
☐ অধ্যাপক আবদুল মানান
<p>| সূচিপত্র |<br />
|--------|---|
| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
| ওয়ালীদ ইবন ইয়ায়িদ ইবন আবদুল মালিকের খিলাফতকাল | ৫ | ওয়ালীদ ইবন ইয়ায়িদ ইবন আবদুল মালিকের খিলাফতকাল ও পতন | ২২ |
| এই হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় | ২১ | ১২৬ হিজরী সন | ২২ |
| ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ড ও পতন | ২৩ | ইয়ায়িদ ইবন ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের শাসন পরিচলন | ৩২ |
| ইয়ায়িদ ইবন ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান | ৪০ | ১২৬ হিজরী সন খোরাক ইন্তিকাল করেন | ৪৩ |
| ১২৭ হিজরী সন | ৫১ | মারওয়ান আল-হিমারের দামেকে প্রবেশ ও খিলাফত লাভ | ৫২ |
| ১২৭ হিজরী সন যাদের ওফাত হয় | ৫৯ | ১২৯ হিজরী সন | ৬৪ |
| ১২৯ হিজরী সন | ৬৪ | আবু মুসলিম খুরাসানীর আত্মগুরু | ৬৫ |
| আবু মুসলিম খুরাসানীর আত্মাবলম্বন | ৬৫ | ইব্বুল কিরমানীর হতকাণ্ড | ৬৬ |
| ১২৯ হিজরী সন নেতৃস্থানীয় যাদের মৃত্যু হয় | ৭৩ | ১৩০ হিজরী সন | ৭৪ |
| ১৩০ হিজরী সন | ৭৪ | শায়বান ইবন সালামা হাবিবী-এর হতকাণ্ড | ৭৪ |
| আবু হাময়া খারিজীর পরিবার মধ্যে প্রবেশ - - - - | ৭৫ | ১৩০ হিজরী সন যাদের মৃত্যু হয় | ৭৮ |
| ১৩১ হিজরী সন | ৭৮ | ১৩১ হিজরী সন | ৮০ |
| ১৩২ হিজরী সন | ৮০ | ইমাম ইব্বারাইম ইবন মুহাম্মদের হত্যাকাণ্ড | ৮১ |
| আবু আব্বাস আল-সাফাফাহের খিলাফত | ৮৩ | মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ ইবন মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড | ৮৭ |
| মারওয়ান হত্যার বিবরণ | ৯১ | মারওয়ান আল-হিমার সম্পর্কে কিছু কথা | ৯৪ |
| উমারী খিলাফতের সমাপ্তি ও আকবরীয় খিলাফতের সূচনা সংক্রান্ত হাদিস | ৯৭ | আবুল আকবর সাফাফাহ-এর খিলাফত লাভ এবং তার খলিফা চরিত | ১০৩ |
| এ বছরে বে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন | ১০৯ |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>বিষয়</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৩৩ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১১০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১১১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১১২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১১২</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রথম আবাসীয় খলীফা আবু বকর আব্বাস সাফ্ফাহ-এর জীবন চরিত</td>
<td>১১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু জাফার মানসুরের খিলাফত</td>
<td>১১৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৭ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু মুসলিম খুরাসানীর হত্যাকাণ্ড</td>
<td>১২১</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু মুসলিম খুরাসানীর জীবন চরিত</td>
<td>১২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৮ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩৯ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪০ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪১ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪২ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৪৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৩ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের হত্যাকাণ্ড</td>
<td>১৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের বিদ্রোহ</td>
<td>১৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বসরায় ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহের বিদ্রোহ</td>
<td>১৬১</td>
</tr>
<tr>
<td>এ বছর যে সব বিশিষ্টকরণ ইনতিকাল করেন</td>
<td>১৭১</td>
</tr>
<tr>
<td>এ বছর যে সব প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনতিকাল করেন</td>
<td>১৭২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>১৭৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাগদাদ নগরীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছার</td>
<td>১৮১</td>
</tr>
<tr>
<td>বাগদাদ নগরীর ভাল-মন বিষয়ে বিশিষ্টকরণের অভিমত</td>
<td>১৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>বাগদাদের সৌন্দর্যরাজির ও ক্রিপ্টসমূহ</td>
<td>১৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৭ হিজরীর প্রার্থণ</td>
<td>১৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৮ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪৯ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫০ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৯১</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আবু হানীফা (ক)-এর জীবনী</td>
<td>১৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫১ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৯৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫২ হিজরীর প্রার্থণ</td>
<td>১৯৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৩ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৯৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিবরণ</td>
<td>পৃষ্ঠা</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৪ হিজরীর আগমন</td>
<td>১৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৫ হিজরীর আগমন</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রসিদ্ধ শহর আর-রাফিকা এর নির্মাণ</td>
<td>২০১</td>
</tr>
<tr>
<td>হামাদ আর-রাফিকা</td>
<td>২০২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৬ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>২০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৭ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>২০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>আল-আওয়াঈ (র)-এর জীবনী থেকে কিছু কথা</td>
<td>২০৫</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৮ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>২১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>মানসুরের জীবন কাহিনী</td>
<td>২১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>মানসুরের সত্ত্বা-সূত্র</td>
<td>২২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আল-মাহদী ইবুন আল-মানসুরের খিলাফতঘাল</td>
<td>২২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৫৯ হিজরীর আগমন</td>
<td>২২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬০ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>মুসা আল-হাদীর জন্ম বায়াআত গ্রহণ</td>
<td>২৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬১ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>আরু দলামা</td>
<td>২৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬২ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>ইবরাহীম ইবুন আলহাম</td>
<td>২৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৩ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৪ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৫ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৬ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৭ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৬১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৮ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৬৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৬৯ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আল হাদীর জীবনীর হল নিমন্ত্রণ</td>
<td>২৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>মূসা আল-হাদীর ইবুন মাহদীর খিলাফতঘাল</td>
<td>২৭৪</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭০ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৭৬</td>
</tr>
<tr>
<td>আল-হাদীর জীবনীর কিছু অংশ</td>
<td>২৭৭</td>
</tr>
<tr>
<td>হুসেনুর রশীদ ইবুন আল-মাহদীর খিলাফতঘাল</td>
<td>২৭৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭১ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭২ ও ১৭৩ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>২৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৪ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৫ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৮৮</td>
</tr>
</tbody>
</table>

অল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃঃ) – ২
<table>
<thead>
<tr>
<th>বিবরণ</th>
<th>পৃষ্ঠ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>১৭৬ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৭ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৮ হিজরীর আগমন</td>
<td>২৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৭৯ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩০১</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম মালিক (র)</td>
<td>৩০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮০ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>৩০৪</td>
</tr>
<tr>
<td>সীরুযোয়াহ</td>
<td>৩০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮১ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮২ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>৩১১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৩ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৪ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩১৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৫ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩২১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৬ হিজরীর প্রারম্ভ</td>
<td>৩২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>কবি সালিম আল-খাসিদ</td>
<td>৩২৪</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৭ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>এই সনে যাদের ইনতিকাল হয় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তির</td>
<td>৩৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>একটি আশ্চর্য ঘটনা</td>
<td>৩৪২</td>
</tr>
<tr>
<td>হযরত ফুয়ায়াল ইবন ইয়ায় (র)</td>
<td>৩৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৮ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আরু ইসহাক আল-ফায়ারী</td>
<td>৩৪৭</td>
</tr>
<tr>
<td>ইবরাহীম আল-মাওসিলি</td>
<td>৩৪৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৮৯ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>এ বছরে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইনতিকাল হয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা</td>
<td>৩৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবন মুফার (র)</td>
<td>৩৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯০ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>ইয়াহিয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাক</td>
<td>৩৫৩</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯১ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৫৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯২ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তির</td>
<td>৩৫৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বকর ইবনুন নাততাহ</td>
<td>৩৬০</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৩ হিজরীর আগমন</td>
<td>৩৬৮</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফা হারুনর রশিদের ইনতিকাল</td>
<td>৩৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>জীবন বৃহত্ত</td>
<td>৩৭০</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফা হারুনর রশিদের স্ত্রী, দাসী ও সম্প্রদায়-সম্পত্তি</td>
<td>৩৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বিবরণ</td>
<td>পৃষ্ঠা</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>মুহাম্মদ আল-আমীনের বিলাফত</td>
<td>৩৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আমীন ও মামুনের বিলাফত</td>
<td>৩৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসমাইল ইবুন উলায়ায়া</td>
<td>৩৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৪ হিজরির আগমন</td>
<td>৩৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু বাহার সালিম ইবুন সালিম আল-বাল্যায়ি</td>
<td>৩৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৫ হিজরির আগমন</td>
<td>৩৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসহাক ইবুন ইতুসফ আল-আয়রাক</td>
<td>৩৯১</td>
</tr>
<tr>
<td>কবি আবু নুওয়াস</td>
<td>৩৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৬ হিজরির আগমন</td>
<td>৪০৮</td>
</tr>
<tr>
<td>আমীনের উৎখাত ও ভাই মামুনের - - - -</td>
<td>৪০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>কায়াহ হাফস ইবুন গিয়াছ</td>
<td>৪১১</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৭ হিজরির আগমন</td>
<td>৪১২</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৮ হিজরির আগমন</td>
<td>৪১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আমীনের নিহত হওয়ার বিবরণ</td>
<td>৪১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বালীফা মুহাম্মদ আল-আমীনের জীবনপঞ্জী</td>
<td>৪১৭</td>
</tr>
<tr>
<td>১৯৯ হিজরির আগমন</td>
<td>৪২১</td>
</tr>
<tr>
<td>২০০ হিজরির আগমন</td>
<td>৪২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২০১ হিজরির আগমন</td>
<td>৪২৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২০২ হিজরির আগমন</td>
<td>৪২৭</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৩ হিজরির আগমন</td>
<td>৪২৯</td>
</tr>
<tr>
<td>বাগনাদারেরা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীকে - - - -</td>
<td>৪৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>ইসমীর ইবনুল মুসা রিয়া</td>
<td>৪৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৪ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৩১</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৫ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু মুহাম্মদ দারানী</td>
<td>৪৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৬ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৪৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৭ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৪৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৮ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৪৮</td>
</tr>
<tr>
<td>নাসরিয়া (র) -র ওফাত</td>
<td>৪৪৯</td>
</tr>
<tr>
<td>উহের ফাতেমা ইবনুল রাবেহ</td>
<td>৪৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>২০৯ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৫১</td>
</tr>
<tr>
<td>২১০ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৫২</td>
</tr>
<tr>
<td>২১১ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৫৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২১২ হিজরির আগমন</td>
<td>৪৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>বিবরণ</td>
<td>পৃষ্ঠ</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৩ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৫৭</td>
</tr>
<tr>
<td>কবি আক্কাক</td>
<td>৪৫৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৬০</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৬১</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৬২</td>
</tr>
<tr>
<td>হারুনুর রবীন্দ্র স্বীক্ষিত পৃষ্ঠা না প্রতিষ্ঠিত</td>
<td>৪৬৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৭ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৮ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৬৫</td>
</tr>
<tr>
<td>আব্দুল্লাহ আল-মামুন</td>
<td>৪৬৯</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু ইনহাক ইবন্‌ এলুর মুতাসিম বিবাহর খ্যাতনামা</td>
<td>৪৮১</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশার আল-মুরায়িসী</td>
<td>৪৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মালিক ইবন্‌ ইসাম</td>
<td>৪৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>২১৯ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২২০ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৮৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২২১ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২২২ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>বাবকের হৃদয় হওয়ার অলোচনা</td>
<td>৪৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৩ হিজরীর আমামন</td>
<td>৪৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফা মুতাসিমের হাতে আমুরিয়া জয়</td>
<td>৪৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>আব্দাস ইবন্ন মা’মুনের হত্যাকাণ্ড</td>
<td>৪৯২</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৯৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৪৯৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫০০</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু দিনাফ আল-আজালী</td>
<td>৫০১</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৭ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫০২</td>
</tr>
<tr>
<td>খলিফা মুতাসিমের জীবন চরিত</td>
<td>৫০৩</td>
</tr>
<tr>
<td>হারুন ওয়াছিক ইবন্‌ মুতাসিমের খ্যাতনামা</td>
<td>৫০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>পরিক্ষা যাহিদা বিশার হাফিজ</td>
<td>৫০৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৮ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫০৯</td>
</tr>
<tr>
<td>কবি আবুু তাহামাম আততাঙ্গ</td>
<td>৫০২</td>
</tr>
<tr>
<td>২২৯ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫১৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩০ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫১৪</td>
</tr>
<tr>
<td>আবদুল্লাহ ইবন তাহির ইবন হুসাইন</td>
<td>৫১৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩১ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫১৬</td>
</tr>
<tr>
<td>বিবরণ</td>
<td>পৃষ্ঠা</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩২ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫২৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৩ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫২৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩০</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩৩</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৭ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৮ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২৩৯ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আহমদ ইবন আসিম আল-আনতাকী</td>
<td>৫৩৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪০ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৩৯</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর জীবন চরিত</td>
<td>৫৪০</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪১ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৪১</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আহমদ ইবন হাফশল (র)</td>
<td>৫৫০</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আহমদ ইবন হাফশল (র)-এর তাকরা,</td>
<td>৫৫৪</td>
</tr>
<tr>
<td>মুতাসিম-এর সম্প্রথা ইমাম আহমদ ইবন হাফশলকে প্রহর</td>
<td>৫৬২</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আহমদ ইবন হাফশল (র)-এর প্রশস্তীয় ইমামগণ</td>
<td>৫৬৭</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্মাতনের পর ইমাম আহমদ-এর অবস্থান</td>
<td>৫৭০</td>
</tr>
<tr>
<td>ইমাম আহমদ ইবন হাফশল (র)-এর ইনতিকাল</td>
<td>৫৭৫</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪২ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮০</td>
</tr>
<tr>
<td>আবু হাসান আল-বিয়াদী</td>
<td>৫৮১</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৩ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮২</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৪ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৫ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮৪</td>
</tr>
<tr>
<td>ইবনুল রায়াননী</td>
<td>৫৮৫</td>
</tr>
<tr>
<td>মুন্ন আল-মিসরী</td>
<td>৫৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৬ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮৬</td>
</tr>
<tr>
<td>দাবাল ইবন আসী</td>
<td>৫৮৭</td>
</tr>
<tr>
<td>আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারীর বাণী</td>
<td>৫৮৮</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৭ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৮৯</td>
</tr>
<tr>
<td>মুতায়ামাতিল আলালপ্র-এর জীবন চরিত</td>
<td>৫৯০</td>
</tr>
<tr>
<td>মুহাম্মদ আল-মুনতাসার ইবনুল মুতায়ামাতিল-এর খিলাফত</td>
<td>৫৯৪</td>
</tr>
<tr>
<td>২৪৮ হিজরীর সূচনা</td>
<td>৫৯৮</td>
</tr>
</tbody>
</table>
সম্পাদকবৃন্দ

★ মাওলানা ফরীদুদ্দীন আতার
★ অধ্যাপক আবদুল মালেক

অনুবাদকমণ্ডলী

★ মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
★ মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান নদভী
★ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
★ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল
★ মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
ওয়ালাইদ ইবন ইয়াহীদ ইবন আবদুল মালিকের
খিলাফতকাল

ঈতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন যে, ওয়ালাইদের চাচা হিশাম ইবন আবদুল মালিকের যেদিন মৃত্যু হয়েছে সেদিনই ওয়ালাইদের খলিফারপ্রের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর খিলাফতের পক্ষে গণ-আত্মা ও সীকৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। ওই দিনটি ছিল ১২৫ হিজরী সনের রবিউসনাই মাসের সাত তারিখ বৃষ্টির দিন।

হিশাম ইবন কালবী বলেন, রবিউসনাই মাসের এক শনিবারে তাঁর পক্ষে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন ওয়ালাইদের বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। তাঁর খিলাফত লাভের পটভূমিকা হলো, তাঁর পিতা শায়খ ইয়াহীদ ইবন আবদুল মালিক এটি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিশাম ইবন আবদুল মালিক খলিফা হবে আর হিশামের পর খলিফা হবে আলোচ্য ওয়ালাইদ ইবন আবদুল মালিক।

হিশাম খলিফা হবার পর সে তাঁর অতিং ওয়ালাইদকে ভাল নজরে দেখেছিলেন। কিন্তু ওয়ালাইদ নষ্ট হতে হতে এমন পর্যায়ে নেমে গেল যে, প্রকাশ্যে মনে পান, মন লোকদের সাহচর্য এবং আমোদ-প্রমোদে ডুবে গেল। পরিপূর্ণতে হিশাম চালিয়ে ওয়ালাইদকে খিলাফতের সংপর্কে থেকে সরিয়ে দিতে। তিনি ১১৬ হিজরী সনে ওয়ালাইদকে আমীর-ই-হজ করে মকর শরীরের প্রেরণ করলেন। কিন্তু হজের সফরে সে লুকিয়ে তাঁর শিকারী কুকুরগুলো সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু আছে যে, সিন্দুকের ভেতরে কুকুরগুলোকে ডুকিয়ে সে যাত্রা করে। হাত একটি সিন্দুক সওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে যায়। ওই সিন্দুককে কুকুর ছিল। পড়ে গিয়ে কুকুরটি চীৎকার জুড়ে দেয়। তাতে উটগুলো তায় পেয়ে অস্ফুর হয়ে উঠে। এজন্যে সে উটগুলোকে প্রহার করেন।

ঈতিহাসিকগণ বলেন যে, ওই যাত্রায় ওয়ালাইদ কারা শরীরের সমান মাঝে একটি গুলুজ বানিয়ে নেয়। তার ইচ্ছা ছিল কারা গৃহের ছাদে সোটি স্থাপন করে বৃষ্টি-বার্ষিক সহ সোটির ভিতরে বসবে। আর সাথে নিয়ে যাওয়া মন-সৌরা পান করবে, বাদায়ত ইয়াদি বাজাবে। কিন্তু মকর শরীরের পৌছার পর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সে ভয় পেয়ে যায়। কারা গৃহের ছাদে উঠে জনন তাকে বাধা দিবে, প্রতিবাদ করবে এই আশায় সে আর ওই পথে অগ্রসর হয়নি।

তাঁর মদ্যপান ও না পাপচারিতের কথা অবগত হয়ে তাঁর চাচা হিশাম ইবন আবদুল মালিক তাকে বহুবার বায়ান করেন, বাধা দেন। কিন্তু সে বাধা মানেনি, বিরত থাকেনি। বরং অবিলীলায় সে তাঁর পাপকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চাচা হিশাম তাকে খিলাফতের দাবী থেকে
বিহিন করে আপন ছেলে মসলামা ইবন হিশামকে খিলাফতের উত্তরাধিকার বানানোর সিদ্ধাঁত নেন। তিনি এই সিদ্ধাংশ প্রকাশ করার পর তার মাতুল গোত্র পরিবর্তি মদিনাবাসী এবং অন্যান্য লোকজনকে যে সেনাপতি তার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানায়। তাহার যদি ওই সিদ্ধাংশ বাস্তবায়িত হত তিনি যে এই সিদ্ধাংশ বাস্তবায়িত হবে তাহার জন্য তার পরিবর্তি আহ্বেন। হিশাম একদিন ওয়ালিয়দকে বললেন, ধুরুরী। তুমি কি মুসল্মান আহিস্তি না মুসল্মান নেই, আমি আবু কামাই পরাই না। কারণ, যত প্রকারের মন্দ ও নোঙ্গা কাজ তার সবগুলো তো তুই বিনা খিলাফ-নিংসংকোহে ও নির্ভরে প্রকাশকে করে যাচাই হচ্ছিল।

उत्तরে ओयलीद लिखित हिशामके निकट ।

याइ आयो नाशिनु उसु दिनुसु + दिनुसु उसु दिनु उसु आयबु शाकर।

"हेए याक्रा ये, आमार दीन स्मप्टेक प्रेस उखान करें। तुम्ही जेने नाओ ये, आमी आबो शाकरिके दीने अधिष्ठि आरी।"

न्त्यः हुरकरा तम्रिन्ता + मम्मरजा + कैलिस्तु आह्याना + र्याफाटः

"आमरा खाटी मद धन करी ताकि। किथने ओई मद गोरम पानी मीशिये खाई आर किथने ठांगा पानी�े मिश्रित करे पान करी।"

इई कविता पाठ करे हिशाम तार छे। मसलामार प्रति क्रोधातित हये उठेन। मसलामार उपनाम छो। आबू शाकर। हिशाम ताके बलले, तुइये तो ओयलीदके मत हये यासिस अंधक आमी चेदेशिलम तोके शासन क्षेत्रराय अधिष्ठित करते। ११९ जिज्ञासी सने तिनি मसलामारके आमीर-इ-हजज बानिये। मका शरीफ पांटिये देन। तिनी सेनाने अत्यंत पानीर्घ ओ बिचन्तक्त तार साथे ओই दाय়িত্ব পালন করেন। তিনি মকা শরীফ ও মদিনা শরীফের অনেক মালপত দান করেন। এই প্রেক্ষিতে পত্র মদিনার এক ছোটদাস নিয়ের কবিতা অবৃতিত করেছিল।

যाइ आयो नाशिनु उसु दिनुसु + न्त्यः हुरकरा तम्रिन्ता

"होए प्रश्नकर्ता! आमादेर धर्म स्मप्टेक जानिते चाओ, तुम्ही जेने नाओ ये, आमार आबो शाकरिके धर्मे अधिष्ठि आरी।"

अलवाहिब उद्दे राजस्थानिया + लिस बिनुशिफ तोल काबीर।

"तिनी तार सकल मालपत দান করে দেন এমনকি রশিসহ থলি দান করে দেন। তিনি ধর্মীয় ও নন, কাফইও নন।"

ওয়ालीদ বেপরোয়াহাবে মন্দ করমে দুঃখ থাকার কারণে তার মাঝেও হিশামকের মাঝে তীব্রভাবে ছদ্ম সৃষ্টি হয়। তার অক্ষমগুলো দৃষ্টি দোখে দেখতে থাকে খলিফা হিশাম। এ কারণে তিনি ওয়ালিয়দকে খিলাফতের উত্তরাধিকারিত থেকে অপসারণ করে নিজের ছেলে মসলামাকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করার সিদ্ধাংস নেন। এই পর্যায়ে ওয়ালিয়দ রাজ দরবার ত্যাগ করে গ্রাম্য জনপদে পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে উভয়ের মাঝে চরমপত্ত আদান-প্রদান হয়। হিশাম
শাসাতে থাকেন ওয়ালিদকে। তাকে ধর্ম দিতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে একদিন হিশাম মারা যান। ওয়ালিদ তখন প্রায় এলাকায় অবস্থান করছিল, সেদিন ভোরে ওয়ালিদের নিকট খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ এল তার পূর্ব রাতে ওয়ালিদ তীর্থ অস্ত্রদাতা ও অশ্রুতি অনুভব করে। সে তার জন্য সুলায় বলে যে, এই রাতে আমি তীর্থ অস্ত্রদাতা করেছি। চল আমরা একটু হাতাহাতি করি তাতে যদি একটু শান্তি পাই।

তারা দু’জনে হঠাৎ শুরু করে এবং হিশামের দেওয়া চরমপত্র হ্মকি-ধর্মি ইত্যাদি বিষয়ে তারা আলাপ করছিল। প্রয় দুই মাইল পথ অতিক্রম করার পর তারা প্রায় হৈ-হৈ ঘোড়ার পেল এবং সমুদ্র ধুলি উড়ে দেখল। অনলক্ষণ পরে তাদের নিকট পরিকার হল যে, ওরা সংবাদ ভাল খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ নিয়ে তারা তারাই নিকট আসছে।

ওয়ালিদ তার সাথে কেল বলল, ডুতুরী। এরাতে হিশামের পাঠানো লোকজন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কল্যাণ করুন। সংবাদ ভাল কাফেলা যখন ওয়ালিদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল এবং ওরা চিনতে পারল যে, এই ব্যক্তি ওয়ালিদ, তখন তারা বাহন থেকে নেমে পায়ে হেটে তার সমুদ্রে আসে এবং থেকে জানে তাকে সালাম জানায। এমন সালাম থেকে সে তো হতভাগ হয়ে পড়ে। সে বলল ডুতুরী। কলিফা হিশাম কি মারা গিয়েছে? ওরা বলল, হ্যাঁ, তিনি মারা গিয়েছেন।

তারা বলল, তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে? তারা বলল, ডাকমুল্লী সাদীম ইবনে আবদুর রহমান পাঠিয়েছেন। তারা মুজিব থেকে হস্তক্ষেপ করে। সে চিঠি পড়লে এবং জনসাধারণের অবস্থা জানতে চায়। তারা চাচা হিশাম করে মারা গেলেন এই সর বাবা-বাবা সে ওদের থেকে সংগ্রহ করে। ওরা তাকে সরকিছু জানায। সে তখনই জরুরী নির্দেশ পাঠায় যেন পূর্ব সতর্কতার সাথে হিশামের ধন-সম্পদ ও রূপসাগর অংশে তার বিদ্রোহ সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রস্তাবে সে বললেন:

লিবে হশামা আশা হ'তি ব'রে + মুরিয়ালু আফরে ক্ষুদ্রে।

“আহ! হিশাম যদি জীবিত থাকত তার এটা দেখত যে, তার পরিপূর্ণ মালামাল এখন সীল মোহর করে দেওয়া হয়েছে।”

কলিফা হে পালামাজ তার কাছে, + মাতা ছেল্মনা হে হিসাবে।

“আমারা এই লেখা মেনেছি সেই হাঁ দিয়ে যে পরিমাপ পাত দিয়ে, যেটি দিয়ে সে নিজে মেনে নিত। আমারা এক অন্য পরিমাণ যে তার প্রতি যুদ্ধ করিনি।”

ওমাআনিকা যাতা দাখি বেলু বেলু আলু অফারে লে আজমে।

“কোন মনগড়া ও খাম-খেয়ালী পূর্ব পথে আমারা এটা করিনি। বরং কুরআন মজীদ এটি আমাদের জন্যে হালাল ও বৈধ করে দিয়েছে।”

যুবরী (র) খিলফা হিশামকে উৎসাহিত করিতেন ওয়ালিদকে খিলফের অধিকার থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু জন-সাধারণের আপত্তির আশঙ্কায় এবং সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ) — ৩
প্রতিবাদের বিপক্ষে খলিফা হিসাব তা থেকে বিরত থাকতেন। যুহরীর এই যুক্তি ওয়ালিদের জানা ছিল। এজন্যে সে যুহরীকে গৃহ করত এবং তাকে হমক-হমকি দিত। উত্তরে যুহরী বলত যে, তে পাপিষ্ট! আমাকে হমক দিয়ে লাভ নেই মহান আল্লাহ কেননা তোমাকে আমার উপর বিকৃত্তি ও ক্ষমতা চালাতে দিবেন না। ওয়ালিদ খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে ইমাম যুহরী (র) ইনিক্তাল করেন।

বতুম চাচা হিশামের নামলের বাহিরে গিয়ে ওয়ালিদ গ্রাম জনপদে বসবাস করছিল। চাচা খলিফা হিশামের মূর্তি পর্যন্ত সে গ্রামেই ছিল। হিশামের মৃত্যুর পর তার ধর্মসম্পদ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল ওয়ালিদ। তারপর দৃষ্টি গতিতে সে গ্রাম ছেড়ে দাম্মেরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। রাজধানীতে এসে ওয়ালিদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দেয়। দেশের সকল অঞ্চল থেকে তার প্রতি আনুগত্য আসতে থাকে। অভিনন্দন জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিদিন আসতে থাকে ওয়ালিদের দরবারে।

এদিকে মারওয়ান ইবনু মুহাম্মদ ছিল তৎকালীন আমেরিয়া রাজ্যের পত্নী, সে ওয়ালিদকে লিখেছিল আল্লাহর বাদামদের উপর মহান আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্বের ওয়ালিদের প্রতি মহান আল্লাহ বরত নাযিল করেন। আপন রাজ্যে মহান আল্লাহ তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে দিন। হিশামের মৃত্যু এবং ওয়ালিদের খিলাফত নতুন মারওয়ান ওয়ালিদকে অভিনন্দন জানায় এবং তার মালামাল রক্ষায় তার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। মারওয়ান আরো জানায যে, তার অধিনস্ত রাজ্য সে নতুনক্রমে ওয়ালিদের জন্যে বায়ান করণ করেছে এবং তাতে ওই রাজ্যের জননিয়ন আনন্দিত এবং সুস্থ হয়ে ছিল। বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসঘাত আশঙ্কা না থাকলে কাফেকে স্থলীভিত্তিক করে মারওয়ান সমর্থনের রাজধানীতে এসে খলিফার সাথে দেখা করত বলে এবং সে খলিফাকে জানায়।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ওয়ালিদ গ্রাম-সাধারণের প্রতি সদাচরণ ও বাল ব্যবহার করতে শুরু করে। সে খোঁজা, বিকল্প, কৃষি রোগী এবং সকল অশ্লীল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এটি তারা, বিকল্প, কৃষি রোগী এবং সকল অশ্লীল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এটি তারা, বিকল্প, কৃষি রোগী এবং সকল অশ্লীল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

স্পষ্ট লক্ষ্যের নেয়া সে প্রতিষ্ঠানের আনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি তোমাদেরকে প্রণয়ন করা হয়। আমি তোমাদের বিশেষ নিষ্ঠায় নিষ্ঠা দিয়ে, কেউ যদি আমার বিরোধিতা না করে তাহলে দুর্ঘটনিপ্পন্ন আকাশ তোমাদের উপর থেকে সরে যাবে।

সূরোশ হোক ঔদ্ভাব্য ও লোকিকতা হিসেবে আমি তোমাদেরকে করিব।
মহরোকের দুই নিবন্ধ এবং উপনিবন্ধ নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে।

“তোমাদের পাওনা নষ্ট করা আমার জন্যে নিষিদ্ধ। তোমাদের পাওনা বিশেষ মাসে মাসে

ফতার প্রকৃতি করা হবে এবং ওলা ছাতিয়ে দেওয়া হবে।”

এই হিজরী সনে বিশ্বাসের তার উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে। তার মৃত্যুর পর প্রথমে

তার হেলে হাকাম এবং তাপর পুনর্বার খেলাফা নিযুক্ত হবে বলে সে সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়ে বায়ায়ী বা আলীকার দানের জন্যে সে ইব্রাহি উ খুসাসের গভর্নর ইউসুফ ইবনে উমরের নিকট

বার্তা পাঠায়। সে এই বার্তা প্রেরণ করে খুসাসের উপ-প্রশাসক নাসর ইবনে সাইয়ারের নিকট।

তাপর এই প্রত্যেকের সমর্থনে নাসর ইবনে সাইয়ার একটি আবেদনপত্র এবং আবেদন পূর্ব ব্যক্তি

প্রদান করে। ইবনে সাইয়ার এই ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে উক্ত করেছেন। নাসর ইবন সাইয়ার

পূর্বের দলের সর্ব্বশেষ ও আলীকার দানের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা প্রদান করে দেয় এবং সর্ব্বতোভাবে তার দুই হেলের

পর্বতীয় খলিফা হবার খবরে বায়ামাতে উক্ত করে। পুনর্বার ঘটনা খলিফা ওয়ালী, নাসর ইবন

সাইয়ারকে খুসাসের স্বামীর গভর্নর ঘোষণা করে চিঠি প্রেরণ করে।

এরপর ইউসুফ ইবনে উমর খলিফা ওয়ালিয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে। সে খুসাসের শাসনভার

তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। ওয়ালিয়ে তার করে। খলিফা হিজাবের শাসনভার

যেমনটি ছিল ওয়ালিয়ে তাই পুনর্বার হবে। নাসর ইবনে সাইয়ার পূর্বের নায়ক ইউসুফকে অধীনে

উপ-প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করবে। এ পর্যন্তে শাসনভার ইউসুফ ইবনে উমর নাসর ইবনে সাইয়ারকে এই মর্যাদা ইউসুফ ইবনে উমর নাসর ইবনে সাইয়ারকে এই মর্যাদা চিঠি লিখে যে, কিতাবের প্রচুর হাদিয়া-তুহফা এবং উপহার নিয়ে সে যেন

পরিবার-পরিজনের খলিফার দিবসে উপস্থিত হয়। নাসর ইবনে সাইয়ার ১০০০ জীবনে ঘোড়ার

পিঠে চড়িয়ে ১০০০ তরকারি, প্রচুর স্বার্থ এবং রূপান্তর হাদিয়া-তুহফার বিশাল বহু হিন্দুর

রাজদরবারের উদ্দেশ্যে যায়। খলিফা ওয়ালিয়েকে সে বুদ্ধি তুল্য উপস্থিত হবার এবং

সাথে তন্তুরা, দোতায়-দোতায়, তবলা ইত্যাদি বাদামায় সাথে পিঘলিয়ে আসতে নির্দেশ দিল।

ওয়ালিয়ের এই পদক্ষেপ মানুষের নিকট পদম হয়নি। তারা ওয়ালিয়েকে ধৃতি ও অপরাধ করতে

লাগল।

জ্যোতিষিণী নাসর ইবনে সাইয়ারকে করল যে, অবিলম্বে সিরিয়া অঙ্গলে ফিনাত ও বিশুঁখলা

সৃষ্টি হবে। ফলে নাসর ইবনে সাইয়ার রাজদরবারে মাঝীল বিলোচন করে। পরবর্তীতে তার নিকট

খলিফা ওয়ালিয়ের মৃত্যু সংবাদ পাচ্ছে। বাহক তাকে জানায় যে, খলিফা ওয়ালিয়ে নিহত হয়েছে

এবং সিরিয়ে প্রাপ্ত সাংঘর্ষ্য ও বিশুঁখলা চলছে। নাসর তার সাধী-সাহিত্যি এবং আরবিকথার সাথে পারিপার্থি এক শহরে চুকে যায় এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকে। তার নিকট সংবাদ পাচ্ছে

যে, ইউসুফ ইবনে উমর ইবারক ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে এবং সেখানেও বিশুঁখলা চলছে। এই

সংঘর্ষ্য ও বিশুঁখলা শুধু হল খলিফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়টি আমারা আলোচনা করব।

মহান আলাউদ্দীন সাহায্যকারী।

এই হিজরী সনে খলিফা ওয়ালিয়ে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ছাত্রকে পরিচালনা, মদীনা এবং তাজ়ের প্রশাসক নিযুক্ত করে এবং তার নির্দেশ দেয় যেন ইবারাহীম ইবনে হিশাম এবং

মুহাম্মদ ইবন হিশাম ইবন ইসমাইল মাখায়ীকে পরিচালনা মদিনায় হেয়ারিয়ান পালিয়ে এবং বিশুঁখলা সৃষ্টি করে।
রাখে। কারণ, তারা দুইজন হল পূর্ববর্তী খলীফা হিসামের মামা। এরপর যেন তাদেরকে ইরাকের প্রশাসক ইউসুফ ইবন উমরের নিকট প্রেরণ করে। যে তাদের দুইজনকে ইউসুফের নিকট পাঠায়। যে পদের দুইজনের উপর চরম নির্ভরতা চালায়। এক পর্যায়ে তারা দুইজন মারা যায়। সে তাদের থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও আদায় করে।

এই হিজরী সনে খলীফা ওয়ালাইদ ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়াকে পরিত্যাগ মদানার কার্ত্তি নিয়োগ করে। এই হিজরী সনে ওয়ালাইদ ইবন ইয়াহীদ তার আপন ভাইয়ের নেতৃত্বে একদল সেনাক্তঃ কাবরাস-আধিবাসীদের কিভাবে এবং তাকে এই নির্দেশ দেয় যে, যে তাদের ওদেরকে সিরিয়া কিংবা রোমান অঞ্চলে যাবার ইহুদীর দেয়। ফলে ওদের কেউ সিরিয়া গিয়ে মুসলমানদের প্রতিবেশিত প্রাণ করে আর কেউ কেউ রোমান অঞ্চলে চলে যায়।

ইবন জারির বলেন, এই হিজরী সনে সুলায়মান ইবন কাহনার, মালিক ইবন হায়ারাহ, লাহিদ ইবন কুরায়াহ, কাহতা ইবন সাহবিব প্রমুখ আগমন করে এবং তারা মুহাম্মদ ইবন আলীর সাথে সাক্ষাt করে। তারা আবু মুসলিমের তৎপরতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করে। তিনি বললেন, সে কি স্বাধীন মানুষ না কি মুহাম্মদ অলিকে বললে যে, যে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবী করে, কিন্তু তার মালিক তাকে জীবন দাবাও প্রশ্ন করে। এরপর তারা আবু মুসলিমকে ক্রয় করতো তাকে মুক্তি ও স্বাধীন করে দেয়। তারা মুহাম্মদ আলীকে ২ লক্ষ দরিদ্র এবং ৩০ হাজার দরিদ্রের জামা-কাপড় প্রদান করে। মুহাম্মদ ইবন আলী তাদেরকে বললেন যে, সন্ধ্যার এই বছরের পর তোমরা আমার সাক্ষাত পাবে না। আমি যদি মারা যাই তবে তোমরা আমার মরণ রেখে যে, তোমাদের সাথী ইবরাইম ইবন মুহাম্মদ সে আমারই হলে। তারা প্রতি সন্ধ্যার করার জন্যে আমি তোমাদেরকে ওস্তুর করলাম। বুড়িদি এই বৎসর মুন্ব-কাদাহ মাসের শুরুতে মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ইয়াহুইয়াকে করেন।

তার পিতার মৃত্যুর সাত বছর পর তিনি মারা গেলেন। এই হিজরী সনে ইয়াহুইয়া ইবন যায়দ ইবন আলী জুরাসান অঞ্চলে নিহত হয় হয়। এই হিজরী সনে আমার-ই-হজ্জ হিসেবে পরিবর্ত মক্কা, মদিনা ও তারেকের প্রশাসক ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ ছাকাফী লোকজন নিয়ে হজ্জ সম্পন্ন করেন।

এই সময়ে গভর্নর হিসেবে ইরাকে ছিলেন ইউসুফ ইবন উমর, ঘুরাসানে ছিলেন নাসর ইবন সাইয়ার।

এক পর্যায়ে নাসর ইবন সাইয়ার প্রচুর হাদিস-তুহফা ও উপহার সামগ্রী নিয়ে লোকজনের বিশাল দল সহকারে খলীফা ওয়ালাইদ ইবন ইয়াহীদের নিকট যাত্রা করেন। কিন্তু তারা ওয়ালাইদের সাথে সাক্ষাt করার পূর্বে সে নিহত হয়।
এই হিজরী সনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয়

মুহাম্মদ ইবন আলী

তিনি মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবু ইবন ইবন আবু আবু ইবন আবু ইবন মাদান। তিনি সাফাফাহ এবং মানসুরের পিতা। তিনি তার পিতা থেকে, দাদা থেকে সাহীদ ইবন যুবায়ার এবং অন্য কতক লোক থেকে হাদেস বর্ণনা করতেন। তার থেকে বহু লোক হাদেস বর্ণনা করেছে।

তাদের মধ্যে তার দুই পুত্র খলিফা আবু আব্বাস আবু খলিফা আবু জাফর আবু ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া। তার মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ইবন আলীকে খলিফা মনোনয়নের ওপ্রিয়ত করে যান। তিনি ইতিহাস সম্পর্কে প্রভূত জানার অধিকারী ছিলেন। মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া বলেছিলেন মুহাম্মদ ইবন আলীকে যে খিলাফতের দায়িত্ব অবলম্বে আপনার উন্নয়নের মধ্যে আসেন। ৮৭ হিজরী সনে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে উঠে করেছিলেন। তিনি অনবরত দু'আ করেছিলেন। এক পর্যায়ে এই হিজরী সনে তিনি মারা যান। কেউ বলেছেন তার মৃত্যু হয়েছে ১২৪ হিজরী সনে আবার কেউ বলেছেন ১২৬ হিজরী সনে। মুহাম্মদ ইবন আলীকে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মুহাম্মদ ইবন আলী একজন রূপবান ও সুদর্শন ব্যক্তিছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে ইব্রাহীমের জন্য খিলাফত নির্ধারণের ওপ্রিয়ত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ছেলে সাফাফাহ খিলাফত লাভ করে। তারপর ৩২ বছরের মাধ্যমে বনু উমায়া থেকে তারা খিলাফতের পদ হিসেবে নেয়। এই বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা হবে।

ইয়াহীয়া ইবন যায়দ

এই হিজরী মনে অর্থাৎ ১২৫ হিজরী সনে যারা ইনিক্তিকাল করেছেন তাদের অন্যতম হলেন ইয়াহীয়া ইবন যাইদ ইবন আলী ইবন হুসায়ন ইবন আলী ইবন আবু তালিব। ইয়াহীয়ার পিতা যাইদ যখন ১২২ হিজরী সনে নিহত হলেন তখন ইয়াহীয়া নিজে আয়াগোপন করে রইলেন। তিনি খুরাসানের বালখ শহরে হাফিজ ইবন আমর ইবন দাউদের আশ্রয় লাভের জন্য ব্যর্থ হয়ে অবস্থান করেছিলেন। একই পর্যায়ে খলিফা হিজাবের মৃত্যু হয়। তারপর ইয়াহীয়া ইবন যাইদের অবস্থান জানিয়ে ইউসুফ ইবন উমর নাসর ইবন সাইয়ারকে পত্র লিখে। নাসর ইবন সাইয়ার অক্কাল ইবন মাকাল আজাদের মাধ্যমে বালখের শাসনকর্তার নিকট লিখিত নিদর্শন পাঠায়। হাফিজের হস্তগত করার জন্য। সে হাফিজকে প্রভোত করে নাসরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে হাফিজকে একে একে ছয়শত চারুক আরাম করে। তবুও হাফিজ ইয়াহীয়া ইবন যাইদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি। ইতিহাসে হাফিজের ছোটে সেখানে উপস্থিত হয় এবং ইয়াহীয়া ইবন যাইদের অবস্থান শাসনকর্তার জানিয়ে দেয়। তারপর ইয়াহীয়াকে প্রভোত করে হয়। এই সংবাদ নাসর ইবন সাইয়ার জানিয়ে দেয় ইউসুফ ইবন উমরের নিকট। সে সংবাদটি জানায়।
খলিফা ওয়ালিদ ইবন ইয়াহিয়াকে জেরে দিতে এবং তার সাহেবদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ দিতে। খলিফার নির্দেশ পেয়ে নাসর ইবন সাহিব ইয়াহিয়াকে জেরে দেয় এবং সাথে বহু মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাকে দাম্বরের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু দূর অতিক্রম করার পর নাসর ইবন সাহিব বিশাদবাক্ত করে ইয়াহিয়াকে ও তার সাহেবদেরকে হত্যা করার জন্য একটি সেনা প্রেরণ করে। এই দলে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈন্য ছিল। তারা ইয়াহিয়াকে ও তার অনুসরীদের উপর অতিক্রম চালায়। ইয়াহিয়া পাটফ্যাক্টর অতিক্রম চালায় এবং সরকারী বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ ও পরাজিত করে দেন। তারা ছিলেন মাত্র ৭০ জন। তারা সরকারী বাহিনীর সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেন। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় সেনা ইউনিট পাঠানো হয়। তারা ইয়াহিয়াকে ও তার অনুসরীদেরকে পরাজিত করে এবং ইয়াহিয়ার মাধ্যমে তাদের বিজয় নেন। এ যাত্রায় সরকারী বাহিনী ইয়াহিয়ার সকল সাহেবকে হত্যা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।

১২৬ হিজরি সন

এই হিজরি সনে ওয়ালিদ ইবন ইয়াহিয়াকে ইবন আবদুল মালিক নিহত হয়। বন্ধুর তার বংশ পরিয়া হল ওয়ালিদ ইবন ইয়াহিয়া ইবন আবদুল মালিক মারওয়ান ইবন সাহিব, আবু উমার হাকাম, আবু আবাস ওমাই, দামাকী। তার চাচা হিসাবের মুভার পর ওই বছরই তার খলিফা হবার পক্ষে বায়ুচাল গঠন করা হয়। তার পিতা ইয়াহিয়াদের নির্দেশ তাই ছিল। এই বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তার মাতা হলো হাজারাকের মাতা, মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ হাজারাকের কন্যা, ১০ হিজরি সনে তার জন্ম হয়। কেউ বলেছেন ১২ হিজরি সনে। আর কেউ বলেছেন ৮৭ হিজরি সনে। ১২৬ হিজরি সনের জমাদাল-ঈসা মাসের দুইদিন অবশিষ্ট থাকতে বৃহত্তরিত্ব সে নিহত হয়।

তার হত্যাকাণ্ডে দুষ্টতায় মধ্যে চর্ম বিশ্বাসী ও অপরাজকে সৃষ্টি হয়। তবে কথা হল তার পাপাচারিতা ও নতুনামীর ফলক্ষেত্রে সে নিহত হয়েছে। কেউ বলেছেন তার ধর্মচাচর ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, আবু মুতার উমর ইবন খাতবার (রা) হতে বিদর্ভ। তিনি বলেন, নবী পুত্রী উমর সালামা (রা)-এর ভাইয়ের ঘরে একটি হেফ্যাল সহান জন নিয়েছিল। তারা তার নাম রেখেছিল ওয়ালিদ। এ সংবাদ শুনে রাসূলুরুলহাত (সা) বলেন:

সম্রীমতো হ্যাম ফারাহীন লিকোন নিহত এই আমার রঞ্জির পিয়াল লে ওকাল্দার

লেহ মাহসূদ ফসাদ হলে আমার মৃত্যুর বিদায়ে একুশে আমার বিজয় করিতেই হতে হলে।

খাফিয়া ইবন আসাকির বলেন, ওয়ালিদ ইবন মুসলিম, মা’কাল ইবন বিয়াদ, মুহাম্মদ ইবন কাহিব এবং বিশ্ব ইবন বকর প্রমথে এই হাদিস আওয়াম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা…
বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত উমর (রা)-এর নাম উল্লেখ না করে মুসালাহ পাদতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। ইব্বন কাহার তার সনের সাইদ ইব্বন মুসামিয়েবের কথায় উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি এইসব সনদ উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম বায়হাকি (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন এটি এক উত্তম মুসালাহ হাসাদ। এরপর তিনি মুহাম্মদ যাহান বিনুর উমালাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন, উমালাহ (রা) বলেন, এককাদ রাসূলুলাহ (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার নিকট মুহাম্মদ পরিবারের একটি ছেলে সদ্বান ছিল। তার নাম ছিল ওয়ালীদ। রাসূলুলাহ (সা) বলেন, হে উমালাহ! তার নাম ছিল ওয়ালীদ। রাসূলুলাহ (সা) বলেন যে, কী উমালাহ? উমালাহ (রা) বলেন, হে ওয়ালীদ। রাসূলুলাহ (সা) বলেন যে,

“তোমরা তো ওয়ালীদ নামটাকে ‘ভাল নাম’ রূপে গ্রহণ করেছ। তোমরা তার নাম পরিবর্তন করে দাও। কারণ এই উমালাের মধ্যে একজন ফিরাফিওনের জন্য হবে তার নাম হবে ওয়ালীদ।”

ইব্বন আসারীর বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইব্বন মুহাম্মদ আবু উবাইদ ইব্বন জারাহ সুলেখ- যে বিশ্বাস করেন, ইব্বন মুহাম্মদ আবু উবাইদ ইব্বন জারাহ সুলেখ- যে রাসূলুলাহ (সা) বলেন যে,

লাইজাল হুদাকারা কাপানা বালেকস্তিহ হতে বিলেপে রেলে মন বনী আমেরে

এই বিষয়টি ইসাকা পূর্বদিকে চলতে থাকতে বিকর্ষণ না বনু উমাইয়া গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে ক্ষতি, বিক্ষিত করে ও দুর্ভিক্ষ করে তোলে।

ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ড ও পতন

ওয়ালীদ ছিল একজন প্রাকাশ্যা বাছার পাপাত্মার ও সীমালংকারীর মত লোক। আলাউহ নিষ্ঠুর বিষয়েও লেখেন যে অভাব করে। নিজের নফরমানী ও অপরাধের জন্য তার মধ্যে কেন অনুরোধ ও লজ্জারোধ ছিল না। কেউ কেউ তাকে ধর্মতাত্ত্বিক-মুহতাদ হবার অপবিত্র দিয়েছ। আব্বাস বালাজানেন। তবে বাহ্যিক যা জানা যায় তা হল যে ছিল একজন নফরমান, অবাধা, কাব্যশৈলী, বেহায়া-নির্লজ্জ ও পাপ-নিয়মী। সে পাপ করেছে কাউকে লজ্জা করে না। বিলাকের পুনরায় আসন হবার পূর্বে সে যেমন ছিল তবে তেমন ছিল। বর্ধিত আছে যে, তাকে হত্যার যারা সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তার আপন তারুন সুলায়মান তাদের দল ছিল। সুলায়মান বলেন যে, আমি সাধারণ দিশ্চি সে মদখান মদখান, নির্জন পাপাত্মার। সে আমাকে পাপাত্মার তথ্যে নিতে চেয়েছিল।

মুহাম্মদ ইব্বন বায়হাকি বর্ণনা করেছেন ইব্বন দারিরী ভালতারী হতে বর্ণিত যে, জনক খৃষ্টান পরমা সুন্দী মহিলার উপর ধর্মীয় ওয়ালীদের নজর পড়ে। মহিলাটির নাম ছিল সুলীফা। সে ক্ষমাশীলে ভালবাসে। তাকে নিজের প্রতি লালামভিত্তি ও অলকৃষ্ট করার জন্যে ওয়ালীদ ভালবাসার প্রত্যাক্ষে এক লোকের সুফ্রাট নিকট পাঠায়। সুফ্রাট ওই প্রত্যাক্ষ প্রত্যাখ্যান করে। বিরহে ওয়ালীদ হয়-জতাশ ও পাপাত্মার হয়। তবুও সে রাজি হয়নি। এককাদ ঈদ উপলক্ষে
খুশিবাদন তাদের এক গির্জায় সমবোদম হয়। ওয়ালিদ নিজের পরিচয় লুকিয়ে দেখানে কাহাকাছি এক বাগানে গমন করে। এবং এই তান করে যে, সে বিপদগ্রস্ত। খুন্টা মহিলাগণ গির্জায় হতে বেরিয়ে বাগানে তার নিকট উপস্থিত হয়। তারা তকে বিপদগ্রস্ত ও আহত দেখতে পায়, তারা তার সেবা-শর্যা তুর করে। সে সুফরার সাথে কথা বলতে থাকে। উভয়ে ঘোষ-গল্প ও হস্তাশাস্তি করতে থাকে। সুফরা তাকে চিনতে পারেনি। ইতিমধ্যে সে প্রাণ ভরে সুফরাকে দেখে নেয়।

সুফরা বলে যায় তখন তাকে বলা হল, হায়, তুমি জান কি ওই পুকুড়টি কে? সে বলল, না, চিনি না তো। তাকে বলে হল যে, ওই লোক তো ওয়ালিদ। সে বলে নির্দিষ্ট হল যে, প্রকৃতই সেই ব্যক্তি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং ইতিপূর্বে ওয়ালিদ তার প্রতি যত্ন করে আসক ছিল এখন সে ওয়ালিদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

এই প্রক্ষিপ্তে ওয়ালিদ কতক পার্থি উক্তভাবে করেন।

ফোলেক যারাকা যাই এবং ইচ্ছে হয় + সানা ফোচিনা লাই হস্তাশ ছিলো

"হে ওয়ালিদ! এখন তোমার বন্ধু হয়েছে উঠেছে। নীরব থেকে যে সুন্দরীকে ভালবাসেন তাকে শিকার করতে পেরে তুমি আনন্দিত হয়েছ।"

"আমি তো একজন লাবন্যময়ী সেবা সুন্দরীর প্রেমে পড়েছি। ঈদের দিনে সে গির্জায় এসেছিল।"

"আমি অল্পক নেত্রে তার দিকে গতীর দৃষ্টিতে তাকালে ছিলাম। অম্র তাকে দেখেছি যেন একটি কাঠ খন এগিয়ে আসছে।"

"একটি কাঠের খোদো বেদীর কাঠ। ওই দুঃখ, এমন পূজনীয় বেদী কাঠ তোমাদের মধ্যে কয়েক বা দেখেছে না?"

"আমি তখন আমার প্রতিপাদকের নিকট ভাষার্থ করেছিলাম যে, আমি যেন তার সাথে সম্পৃক্ত হই এবং জাহানারের আওতা জুলাই হয়ে জুলতে থাকি।"

ওই খুন্টা রমণীর প্রতি তার ভালবাসা ও পরিতির কথা জনসাধারণের নিকট জানাজানি হবার পর সে নিম্নের পার্থি উদ্ধৃত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই রমণীর সাথে তার যে ঘটনা ঘটেছিল তা তার থমিয়া পালন অসম হবার পূর্বের ঘটনা।

"যদি আমাকে বলা হয় এক মধ্যে খুন্টা মহিলার দ্বারা তোমার সাকাত ঘটে তবে যত
কষ্টের সকলে হেক তা হবে আমার জন্যে অনন্দময়কৃত ও স্বাদের।”

যখন রাত পর্যন্ত আমারা দিন উপভোগ করব। যুক্তিযুক্ত না আসার নামায় পড়ব না।

এমন পরিস্থিতি আমার জন্যে মায়ুলীলী সহজ হয়ে যাবে।

কার্য আবু ফরাজ আল-মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া জাপানী ওরফে ইবনে তারায় নায়াওয়ানী এসব তথ্য উল্লেখ করার পর বলেছিলেন যে, এ প্রকারের চেহ-চালবান, হেলেমি উনাদানা ও হামের প্রতি অবজ্ঞা বিষয়ক বহু ঘটনা ওয়ালীদের জীবনে ঘটেছে যা বর্ণনা করতে গেলে দীর্ঘ ফিরিতে হয়ে যাবে। তাই তার পীরামারী, কুফী এবং পাপালামীর প্রমাণবর্ধন সৃষ্টি করিতা উল্লেখ করে আমারা ইতি টেনেছি।

ইবনে আলসাকির তার আপন সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হীরাধে একজন অনিষ্ঠ মদ বিক্রেতা আছে এ সরবাদ ওয়ালীদের জন্যে পায়। সে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছে এবং সওয়ারী অবহ্ষুর তিন পোয়া মদ সে পান করে। তার সাথে দুইজন সাহি ছিল। ফিরিতে পথে সে মদ বিক্রেতাকে পচিষন বর্ষ্মুল (নীলবী) প্রদান করে।

কার্য আবু ফরাজ আবু বলেছেন যে, এ সংক্রান্ত বহু ঘটনা ওয়ালীদের জীবনে ঘটেছে।

কার্য আবু ফরাজ আবু ধারন বলেছেন যে, এক পর্যায়ে ওয়ালীদ ইবনে যায়হীদ হজে যাবার নিয়মত করেছিল।

সে বলেছিল, আমি কাঁশার ছাড়ে বয়স মদ পান করব। এ ঘোড়া এবং লোকজন অসাধারণ ছিল যে, এমন জখমে কাজ করার জন্যে সে ঘর হতে সে হলে তারা তাকে আক্রমণ করবে। লোকজন তাদের এই পরিকল্পনা বাতবায়নের অংশ সহ করার জন্যে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাসারিকে অনুরোধ জানার। তিনি তাতে রায়াহ হলেন। তারা বলল, ঠিক আছে তাহলে আমাদের পরিকল্পনার কথার ফাস করবেন না। তিনি বললেন, হ্যা তাই হবে।

খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাসারী এলেন খলিফা ওয়ালীদের নিকট। তাকে বললেন, আপনি হজের উপরের বেদ্ধের হবেন না, কারণ আমি আপনার উপর আক্রমণের আশ্চর্য করেছি। খলিফা ওয়ালীদ বলল, কারণ পক্ষ থেকে আক্রমণের আশ্চর্য করেছি। তিনি বললেন, ওর নাম আমি আপনাকে জানাবো না।

সে বলল, ওদের নাম না জানালে আমি তোমাকে শাস্তির জন্যে ইউসুফ ইবনে উমরের নিকট পাঠিয়ে দিব। খালিদ বললেন, তবুও আমি ওদের পরিচয় জানাতে পারব না। ওয়ালীদ তাকে পাঠিয়ে দিল ইউসুফের নিকট। সে তাকে এমন নির্দিষ্ট করলে যে, তিনি মারা-ই গেলেন।

ইবনে জাদুর উল্লেখ করেছেন যে, খালিদ যখন আক্রমণের পরিকল্পনাকারীদের নাম জানাল না তখন ওয়ালীদ তাকে প্রেক্ষাত করে এবং ইউসুফ ইবনে উমরের নিকট পাঠিয়ে দেয় যাতে সে
তার থেকে ইরাকে অবস্থিত তার ধন-সম্পদ করাইড় করে নেয়। কথিত আছে যে, ইউমুফ ইরান উমর যখন খলিফা ওয়ালাদের নিকট এসেছিল তখন খালিদ ইরান আব্দুল্লাহ তার থেকে পাঁচ কোটি দিয়ে ইরাকে। কিন্তু সম্পত্তি কিনে নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় খালিদকে ইউমুফের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে সে ওই সম্পত্তি তার থেকে দখলমুক্ত করে নিতে পারে। সেখানে ইউমুফ ইরান উমরের তার উপর সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ চালায়। যাতে তিনি ক্ষয়কৃত ইরাকের সম্পদগুলোর মালিকানা ছেড়ে দেন। সে অনবরত তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, এক পর্যায়ে তিনি নিহত হন। এই ঘটনায় ইয়ামানের জনসাধারণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কেপে যায় এবং ওয়ালাদের বিরুদ্ধে বিবেদীকরতা করে।

যুবায়র ইরান বিকার বলেছেন যে, মুসাইব ইরান আব্দুল্লাহ বলেছেন যে, আমি আমার পিতা থেকে তুলেছি—তিনি বলছিলেন, আমি খলিফা মাহদীর নিকট বসা ছিলাম। সেখানে ওয়ালাদ ইরান ইয়ামাহীদ প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। একজন উঠে বলল, সে তো যিনিদের বা ধর্মতাত্ত্বিক ছিল না। তখন মাহদী বললেন, কোন যিনিদের বা নান্দিক ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তার বিলাসকর দেন না।

আহমদ ইরান উমায়র বলেছেন যে, আব্দুর রহমান আবহারী ইরান ওয়ালাদ হতে বিবেদীত। তিনি বলেছেন, আমি উমর দাদার (র) থেকে তুলেছি—তিনি বলছিলেন, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যখন ময়লুম অফহায়া কোন যুবক ইমামী শাসক নিহত হবে তখন থেকে ওই জনপদে আনুষ্ঠানিক ও অনুসরণের খুঁটিনী ঘোরণ হবে। দেশে অন্যায়ভাবে খুন-রহামানী ও নরহত্তা বেড়ে যাবে।

ইয়ামাহীদ ইরান ওয়ালাদের হত্যাকাণ্ড

ওয়ালাদ ইরান ইয়ামাহীদের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্বাসযোগ্য, পাপাচরিতা, ধর্মহীনতা এবং নামায়ের প্রতি অনেকে ইয়ামাহীদ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমার কিছু আলোকপাত করেছি। বিলাসকর লভের পূর্বে যেমন এসব দৃশ্যমান তার মধ্যে ছিল। বিলাসকর পদে আল্লাহর প্ররচনায় সে ওইসব অপকৃত মত ছিল। বরং বিলাসকর লভের পর তার লামপ্পট, বিলাসকর, আমাদুস-মৃত্তি, বেলেন্ডোপান, নির্দোষতা, মদাপান, শিকার করা ও পাপিত লকোন্দের সাহায্য লাভ আরো বেড়ে যায়। বিলাসকর লভ তার সত্যাদর্শিতা ও গোমারাইকে আরো উঁচু দিয়েছিল। এতে দেখে আমির-উমারা, সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ফুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা ইচ্ছায় যুগল গোষ্ঠী বিলাসকর থেকে খলিফার প্রতি। তারা সবচেয়ে নিকট পাস ছিল তার চাচা হিশাম এবং ওয়ালাদের সহজের প্রতি আনুষ্ঠানিক অত্যাচার ও নির্যাতন। সাথে সাথে ইয়ামাহী লকোন্দের প্রতি তার অনুযায় আচরণ ছিল ছিল তার ধ্যানের অন্যতম প্রধান কারণ। বানায় খুশান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লকো ছিল ইয়ামাহীদের নাগরিক।

খালিদ ইরান কাসারিকে বলে করে ইউমুফ ইরান উমরের নিকট পাঠাননর পর সে খালিদের উপর এমন অত্যাচার করে যে, এক পর্যায়ে তার মৃত্যুর ঘটবে। ইউমুফ ইরান উমর তখন ইরাকের উপ-প্রশাসক ছিল। এই ঘটনায় ইয়ামাহী নাগরিকের্নর খলিফার প্রতি থেকে যুগল হয়ে উঠল এবং তার এই কাজকে অপসরণ করে। খালিদের হত্যাকাণ্ড তাদেরকে ব্যাথাতৃত করে তোলে।

ইরান জাতীয় বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালাদ ইরান ইয়ামাহী তার চাচা ভাই সুলায়মান ইরান হিশামকে একবার চারুকাত করে, তার চুল ও দাড়ি কেটে নাড়া করে দেয় এবং তাকে ওমান
রাজ্য পাঠিয়ে ওখানে বদনি করে রাখেন। ওয়ালীদের মূর্ত্তি পর্যন্ত তিনি সেখানে বদনি হয়ে থাকেন।

তার চাতুর্য ভাই ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের এক কৃত্তিবাদীকে কোনো পূর্বে নিয়ে আসে।

উমর ইবন ওয়ালীদ তাদের কৃত্তিবাদী ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে খুশীকর সাথে কথা বলে।

ঈরাচারী ওয়ালীদ বলে যে, না, আমি ওকে ফেরত দিব না। তখন উমর বলেছিল যে, তাহলে বিদ্রোহী জনতার দল আপনার সন্ত্রাসের কথায় পরে দাড়াবে। সে বদনি করে রেখেছিল ইয়াযিদ ইবন হিশামকে এবং নিজের দশ ছেলে হাকাম ও উমমানের পকে জনগণ হতে বাইরে গেছে করে।

ওরা দুইজন তখনও সাবালক হয়নি। এই মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিক্রিয়া সংঘটিত করে। তারা ওয়ালীদকে সুপরিমার্শ দিয়েছিল। কিন্তু সে কোন পরামর্শ গ্রহণ করেনি। তারা তাকে বার্তা করেছিল সে বিরত থাকেন। ফলে আসনি।

মাদাইনী তার বর্ণনায় বলেছেন, ওয়ালীদের কাজ-কর্মে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হাশিম ও ওয়ালীদের বংশধরেরা তাকে কুফী, ধর্মতাক্তি, আপন পিতার উম ওয়ালাদের সাথে শ্যামসী হওয়া এবং সমকামিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

প্রত্যেক শিকলে বনু হাশিম গোত্রের এক একজন লোকের নাম ছিল। সে চেয়েছিল যে, যদি শিকলওলোতে বেঁধে সে বনু হাশিম গোত্রের ওই সকল লোককে হত্যা করবে। প্রতিহাসিকগণ তার ধর্মতাক্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। তার প্রতি সর্বচেয়ে কঠিন মন্তব্য ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছিল ইয়াযিদ ইবন ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক। জনসাধারণ তার বক্তব্যে হংস মধ্যে করে। কারণ, সাধারণ দৃষ্টিকোণ তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি বলেছেন যে, এখন ওয়ালীদের প্রতি অনুজ্ঞাতা প্রদর্শনের আমরা মোটেই রাজি নই। তিনি জনসাধারণকে খলিফা ওয়ালিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে কুদামায়, ইমামনী গোত্রের একজন লোক, সরকারী কর্মচারীদের একটি অংশ এবং ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের পরিবারের কতক লোক খলিফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ বোধ করে। এই সব কিছুর মূল নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াযিদ ইবন ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক। তিনি উমাইয়া বংশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন সৎ, দীনদাত ও পরিহিংসা ব্যক্তিধরূপে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন। তাই জনসাধারণ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তার হাতে বায়াত করে। অবশ্য তার তাই আকবাস ইবন ওয়ালিদ তাকে এ কাজে নিষেধ করেন।

তিনি ওই নিষেধাজ্ঞা দেন নেননি। তাদের তারা তাই আকবাসের ক্ষেপে গিয়ে বেলেছিল, খলিফা তেমনকে দেরে ফেলবেন এই আশঙ্কা না থাকলে আমি তেমনকে বদনি করে খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিতাম।

এসময় হইঠা দামকে মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিণতিতে দলে দলে লোক দামকে ছেড়ে অনাজ পালিয়ে যায়। প্রায় ২০০ লোক নিয়ে খলিফা ওয়ালিদ দামকে ছেড়ে নগরীর এক প্রায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময়টিকে ইয়াযিদ তার লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত সময় মনে করে। লক্ষ্য বাস্তবায়নের অগ্রসর হয়। তার তাই, আকবাস কান্দারভাবে তাকে নিষেধ করছিল।

ইয়াযিদ তা মানেননি। এ প্রসঙ্গে আকবাস বলেছিলেন: —

ইনি ওয়ালাদের সাথে, তাদের প্রতি হানিকার + মিল্লের জীবন নির্মাণ না করার জন্য।
“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে নামে করছি পর্বতসম ফিতনা-ফাসাদ হতে। যা একবার বেড়ে উঠবে তারপর থেমে যাবে।”

"ইনে প্রবীণাতে কীর্তৈ সাসাস্থে পাস্টাসাঙ্গল আর্ডাশর ফাসাসাঙ্গল ফাসাসাঙ্গল। তোমাদের রাজনীতির নেতিবাচকতায় জগত এখন ভীতশুদ্ধ। কাজেই, তোমরা দীনের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বর্তমান অবস্থান থেকে ফিরে আস।"

"লাভন বিজ্ঞান অনেবিত বিজ্ঞান অনেবিত এই যে তুমি হচ্ছ দুর্গত।"

"মানুষের কেন্দ্রে নিজেদেরকে সুস্থতার উপযোগী করা হয় না। কারণ, কোন সুরক্ষিত সৃষ্টিতে মাঝি ও মশা অবতরণ করে তার পর-পর থেকে সব উজ্জ্বল করে থাকে।"

"নিজেদের হাতে নিজেদের পেট চিবে দিও না। কারণ, তাহলে তখন কোনো হায় আফসার ও অষ্ট্রিয়া কোন কাজে আসবে না।!"

ইয়াহীদ ইবুন ওয়ালিদের কোষ্ঠ যখন মোত্তমুটি মজবুত হল এবং যারা তার হাতে বায়াআত করার তারা বায়াআত করল, তখন তিনি দায়েকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ওয়ালিদের অনুপস্থিতিতে তিনি রাজধানী দামকে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাতের বেলা অধিকাংশ নাগরিক তার হাতে বায়াআত করে। তিনি এ সংবাদ পেলেন যে, মায়াহ এর নাগরিকগণ তাদের বয়স্কজীবি ব্যক্তি মুহাবিয়া ইবন মসাদ এর হাতে বায়াআত করে নিয়েছে। এটি অবগত হয়ে ইয়াহীদ ইবন ওয়ালিদ তার কতক সাহ্ব নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলেন। পথে তারা এক কঠিন বিপদের মুখার্থুমি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাতের বেলা তারা মায়াহ এসে পৌছলেন এবং মুহাবিয়া ইবন মসাদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিল। ইয়াহীদ সরাসরি কথা বললেন মুহাবিয়ার সাথে। সেই ইয়াহীদের হাতে বায়াআত করল। ওই রাতেই একটি কাল গাধার পিঠে চড়ে নদীর তীর ধরে ইয়াহীদ দামকে ফিরে আসেন। তার সাধিক্ষণ এবার সম্পূর্ণ করল যে, অক্ষরসিঙ্গ না হয়ে তিনি দামকে প্রবেশ করতে পারবেন না। তিনি অনুসরণ হলেন এবং রাজধানী দামকে প্রবেশ করলেন।

খলিফা ওয়ালিদ তার অনুপস্থিতিতে আবদুল্লাহ মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন হাজাজ ইবন ইবন হাজার ছাত্রারকে তার স্বল্পবিন্যাস ও তারাবাহ খলিফা নিয়োগ করে গিয়েছিল। তখন পুলিশ প্রধান ছিল আরুল আস কাছার ইবন আবদুল্লাহ সুলামায়।

এদিকে জুমুখার রাতে মাগরিবের পর ইয়াহীদের সহযোগী ও সাধিক্ষণ ফারানিস প্রবেশ দ্বারের নিকট সমবেত হয়। ইশার আশার পর তারা মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে যখন সুধু তারাও অস্বচ্ছন্দ করেছিল তখন ইয়াহীদ ইবন ওয়ালিদকে মসজিদে আসার জন্যে সংবাদ পাঠানো হয়। ইয়াহীদ ইবন ওয়ালিদ মসজিদ চতুর্দিকে আসেন। তিনি আল-মাকসুদার দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন। একজন সেকেন্ডে এসে ওই দরজা খুলে দিল। বন্ধুত্ত তারা সকলে মসজিদে
ফেজাইতে তোমাদের হৃদয়ের ভিতরে অভ্যন্তরীণ হয়ে যাওয়া কারণে তোমাদের হৃদয়কে অন্য সত্যের দৃষ্টিতে দেখানো হয়।

তারপর তোর বেলা ওরের সাহায্যকারিগণ এল। সাক্ষাতে গোত্রের বীর ও সাহসী লোকজন ওদের সাহায্যকারণে উপস্থিত হল।

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

কল্লু কল্লু ভিতরে অভ্যন্তরীণ হয়ে যাওয়া। এই হলো তোমাদের হৃদয়ের প্রথম অভ্যন্তরীণ হয়ে যাওয়া দিন।

ফাতুক্তুর বিশ্বাস ও আত্ম-সংযোগ হয়ে পড়ে। তোমরা সাহায্যকারী হয়েছ তোমরা সব সাধ্যমূলক প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়েছ এই সময়ে।

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

শিবায়ন ও আয়ন গোত্র তাদের নিকট এসেছ দলে দলে। আর তাদের সাহায্যে ও প্রতিস্পর্ধায় এসেছে আবাস ও লাঞ্চ গোত্র।

ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ

তাদের সাহায্য এসেছে গাস্সান গোত্র এবং কায়স ও তাগলির গোত্র। আর দুর্বল ও শাড়িয়া গোগোলোর সাহায্যে আগমন করেনি।

ফাং ফাং অভ্যন্তরীণ হয়ে পড়ে এবং অন্য সত্যের দৃষ্টিতে দেখান।

নতুন খলিফা ইয়াহিয়াদ ইবন ওয়ালিদ ২০০ অধ্যায়ের সৈন্যসহ আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদের

কুতুনা শর্তে তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন দায়েরের তৎকালীন শাসক আব্দুল্লাহ মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন

হাজারকে তার নিকট নিয়ে আসার জন্য এবং তাকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য। শাসক আবদুল মালিক ইবনু মুহাম্মদ তখন আসরকারের এক সংক্রিত দূর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

খলিফার প্রচিতি সনদালে এই দুর্গে পৌছে এবং সেখানে দুটি খালি খুঁড়ে পায়। গ্রামের খালের এর ধরে ছিল ৩০,০০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

ফিরতি পথে মায়াহার পৌছার পর ইবনু মুসাদের সাহিত্য বল্লন, চলুন, এই মাল নিন। এটি নিয়ে পালিয়ে যাও। ইয়াহীয়ের ইবনু ওয়ালেদের সাহসী অপেক্ষা স্বর্ণমুদ্রা বা টাকার এই খালি অনেক অনেক গুণ ভাল।

ইবনু মুসাদ বললেন, না, তা হয় না। "আমি প্রথম বিষাদঘটকতা করেছি" আবরণের মুখে এই কুটির ও তিরকার শনতে আমি প্রত্যাহ নই। ওই মালামালে এনে তারা নব নিযুক্ত খলিফা ইয়াহীয়ের ইবনু ওয়ালেদের নিকট হস্তান্তর করে। ইয়াহীয়ে ওই সমকালীন দিনে প্রায় দুই হাজার সৈন্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সনাদাল গঠন করে। অবিলম্বে তিনি তার ভাই আবদুল আমরিয়ের ইবনু ওয়ালেদের নেতৃত্বে ওই সনাদাল পাঠলেন ওয়ালেদ ইবনু ইয়াহীয়ের ধরে আনার জন্য। এদিকে বর্ধমান খলিফা ওয়ালেদের একজন জীবন্ত ও অগ্রণী ব্যক্তি ওই রায়ের দ্বারা অন্য চালিয়ে ওয়ালেদের নিকট পৌছে এবং রাজাতান্ত্রিক পরিসীমা ও এক নিযুক্ত খলিফা ইয়াহীয়ের সমর্পক তাকে অবহিত করে। কিন্তু ওয়ালেদ তার কথা বিখ্যাত করেন। বর্গ তাকে পিটানোর নির্দেশ দিয়েছে। এরপর অনবরত তার নিকট খবরে পৌছাতে থাকেন এই বিষয়ে। তার কোন কোন সাহস তাকে পরামর্শ দিয়েছিল ওই বাসভঙ্গ ছেড়ে হিমস নগরীতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। হিমস নগরী ছিল একটি সুখদীন স্থান।

আবরণ সাইদ ইবনু ওয়ালেদ কাল্পনিক ছিল যে, আপনি গোপনে আমার সম্পদের নিকট চলে আসুন। কিন্তু ওয়ালেদ এর প্রতিক্রিয়া কোনোটিই ব্যাখ্যা করেননি। সে তার প্রয়োজন দুই শতাব্দী অশ্বারোহী সাহসিক নিয়ে ইয়াহীয়ের সৈন্যদের মুক্তিলালের জন্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে “ছাকালাহ” নামক স্থানে উভয় পক্ষে মুখোমুখি হয়। ওয়ালেদ নিজে নুমান ইবনু বায়েসের নির্মিত দুর্গে “বুখারা দুর্গে” আশ্রয় নেয়।

এদিকে নবনিয়োজিত খলিফা ইয়াহীয়ের ভাই আব্দুল ইবনু ওয়ালেদের প্রতিনিধি ওয়ালেদের নিকট সংবাদ দেয় যে, আব্দুল তার সাহায্যে আসছেন। মূলত আব্দুল ছিল আপন ভাই ইয়াহীয়ের বিপক্ষে ওয়ালেদের পক্ষে সাহায্যকারী। ক্ষমতাধর্মী খলিফা ওয়ালেদ তার আসনে পেতে দেওয়ার নির্দেশ দিল। সে ওই আসনে বসল এবং বিক্ষুধ্যুত বলল, আমি সংহের উপর আক্রমণ করি, বিয়োগ জনগণের গলায়ন রোধ করি আর ওই কৌশল মানুষ আমার উপর আক্রমণ করবে?

আবদুল আমরিয়ের ইবনু ওয়ালেদ তার সাহসী সনাদাল সহকারে ওয়ালেদের কাছে এসে পৌছে। ২০০০ সৈন্যের মধ্যে মায়া আত্মসমুদ্র তার সাথে আত্মসমুদ্র পেলেন। এখানে সে আব্দুর সনাবাহিনী ও আবদুল আমরিয়ের সনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় যুদ্ধ তৎক্ষণ হয়, তাতে আব্দুর লোকের একটি বিরাট অংশ নিতে হয়। ওদের কর্তৃত্ব মাথা ওয়ালেদের নিকট পাঠানো হয়। আব্দুর এসেছিল আপন বায়াত ইয়াহীয়ের বিপক্ষে ক্ষমতাধর্মী খলিফা ওয়ালেদের সাহায্যের। আবদুল আমরিয়ে লোক পাঠানো হয় আব্দুলকে ধরে আনার জন্য। তারপর তাকে
জোরপূর্বক ধরে আনা যায় এবং সে আপন ভাই ইয়াহীদ ইবন ওয়ালিদের পক্ষে তার বায়াত ঘোষণা করে। এর আর ভাই তাদের অপর ভাই খলিফা ইয়াহীদের পক্ষে ক্ষমতাচ্যুত শাসক ওয়ালিদের বিরুদ্ধে সমর্থিত যুদ্ধ পরিচালনায় প্রস্তুতি নেয়। লোকজন এই পরিস্থিতি দেখে ওয়ালিদের পক্ষ তার করে তাদের পক্ষে যোগ দেয়। ফলে ওয়ালিদের চূড়ান্ত নিষেধে এক দিন দিয়ে বলল, তোমাদের একজন সম্মুখলোকে মেন আমার সাথে কথা বল। বিষয়বস্তু শিরো হতে ইয়াহীদ ইবন আব্বাস সাকসাকি তার সাথে কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল। ওয়ালিদের বলল, আমি কি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে মুতুর্ক হাত থেকে রক্ষা করিনু? আমি কি তোমাদের দরিদ্র ও অভাবনীত লোকদেরকে সাহায্য করি? আমি কি তোমাদের নারীদের সেবা করি? উত্তরে ইয়াহীদ ইবন আব্বাস, শরীআতের নিষেধাজ্ঞা অনুগামী করা, মদ্যপান করা, আপনার পিতা ইবন ওয়ালিদ পর্যায়ের ক্রিীতদাসীদের সাথে যৌনচারে লিখ হওয়া এবং মহান আহ্লাহর বিধ- বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অহেলার ফলস্ফুলিতে আজ আপনার এই করণ পরিপন্থিত। ওয়ালিদের বলল, ওহে সাকসাকি লোক! ধাম ধাম, তুমি অনেক কঠিন কথা বলেছ। তুমি যে সব অভিযোগ এনেছ মূলত ওইখোলে আমার জন্যে ধীর হবার অবকাশ ছিল। এর সে বলল, আহ্লাহ কসম তোমরা যদি আমার খুন কর তাহে তোমাদের ফিতনা বক্স হবে না এবং তোমাদের বিচ্ছিন্নতায় ঐক্য আসবে না। তোমাদের বেদনা ও মতামত এক হবে না। এর সে বলল ওয়ালিদের ভেরোন চলে যায় এবং সামনে একটি কুরআন শল্পে রেখে বেলে পড়ে। এবং কুরআন মসজিদ খুলে সেটি পত্রিয়ত করতে থাকে। আর বলল যে, আজকের এই দিবস হরত উদ্বুদ্ধ (রা)-এর শাহাদাতের দিবসের নায়। সে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল।

বিষয়বস্তু সৈনিক প্রাচীর তিনটি বেতারে চুক্তি পড়ল। সবার আগে তার নিকট গিয়ে পৌছে ইয়াহীদ ইবন আব্বাস সে ওয়ালিদের নিকট এগিয়ে যায়। তার পাশে ছিল একটি তবার ইয়াহীদ বলল, এটি সাধবে রাখ। ওয়ালিদের বলল, মূলত ওই তবার দুর্বল ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলে আমি তোকে এভাবে রেখে দিতাম না। তবে নেই, সেটি দ্বারা তোমার সাথে লড়াই করব না। ইয়াহীদ গিয়ে ওয়ালিদের হাত চেপে ধরলে। তার উদ্দেশ্য ছিল ওই কর নবনিযুক্ত খলিফা ইয়াহীদ ইবন ওয়ালিদের নিকট ঘুরে দিয়ে। ইতিপূর্বে দশজন সৈনিক সেনাহীন গিয়ে পৌছে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে তারা ওয়ালিদের মাধ্যম ও মুখে তবার আগামি হাতে থাক। এভাবে তারা তাকে হাত্যা করে। এরপর তারা পা চেপে ধরে তাকে টেনে টেনে নিয়ে মেতে থাকে প্রাসাদের বাহিরে আনার জন্য। এটি দেখে মহিলগণ চেঁচমেঁচ ও কাল্কাকাটি চ্যুত করে। তা তাকে ফেলে রাখে। আর ইলাফ কুলাই তার মাধ্যম কেটে নেয়। দশজন সৈনিকের পাশাপাশি তার মাধ্যম খলিফা ইয়াহীদের নিকট ঘুরে দিয়ে। ওই দশজনের অন্যতম ছিল মানসুর ইবন জামমুর, রাওয় ইবন মুক্বিল, বনু কাল্ব গোত্রের কিসান উপগোত্রের ক্রিীতদাস বিশ্ব এবং ওয়াজ়িল ফালাস খাটু আবদুর রহমান। খলিফা ইয়াহীদের নিকট পৌছে তারা তাকে ওয়ালিদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জানায় এবং আর্থিকভাবে তার হাতে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তত্ত্ব করে। তিনি এই দশজনের প্রত্যেককে দশজনের দিয়ে হাতের প্রাদান করেন। তখন রাওয় ইবন
বিশেষ ইবন মুকবিল বলল, হে আমিরল মুমিনীন ! পাপিত ওয়ালিদের নিহত হবার সুসংবাদ স্থান করল। সংবাদ ওন মহান আল্লাহর প্রতি বুদ্ধিমত্তা প্রকাশে তিনি সিদ্ধান্তন হন। সংশিষ্ট সেনাগণ খলিফা ইয়াহিয়াদের নিকট ফিরে আসে। বায়াদের প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম ইয়াহিয়া ইবন আলাহাদের সাক্ষাৎকারকে খলিফা ইয়াহিয়াদের হাতে হাত দেওয়ার কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করব। যারা ক্ষমতাধীন খলিফা ওয়ালিদের কর্তৃত্ব মাথা এনেছিল তিনি তাদেরকে এক লক্ষ দিন পুনরায় দিয়েছিলেন। তারা মাথা নিয়ে ইয়াহিয়াদের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল বৃহৎপরিবর্ধিত দিবারা হতে। কেউ বলেছে বুধবার। এটি ছিল ১২৬ হিজরী সনের জুমাদালু উখ্যা মাসের দুই দিন বাকি থাকা দিনের যুগল।

এই কর্তৃত্ব মাথা একটি বর্ষার মাথায় গেঁষে শহরের রাজায় রাজায় যুদ্ধনার নির্দেশ দেন খলিফা। কিন্তু তাকে বলা হল যে, এজন্যে আচরণ করা হয় খারিজদের ক্ষেত্রে। কিন্তু খলিফা বললেন, আল্লাহর কসম। আমি এই মাথা লাঠিত্বর মাথায় স্থাপন করব। তারপর বর্ষার মাথায় ওই কর্তৃত্ব মাথা গেঁষে শহরে শহরে যুদ্ধনার হয়। তারপর এক মাসের জন্যে ওই মাথা এক বায়াদি তাঁতাবধানে রাখা হয়। এরপর ওই মাথা তার তাই সুলাতীমান ইবন ওয়ালিদের নিকট হস্তান্ত করা হয়। তার সাথে সম্পর্কিততা ইঙ্গিত দিয়ে তার তাই সুলায়মান বলল, আমি সাক্ষাৎ দিয়েছ যে, তুই ছিল মদাপ, লম্পট এবং পাপিত। সে আমাকেও ওই পাপের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

আমি তো তার তাই। বন্ধুর ওয়ালিদ যে কোন পাপের কাজ অনায়াসে করে ফেলত। কেউ কেউ বলেছেন যে, দামেকের জামে মসজিদের মাটি সংলগ্ন পূর্ণ প্রাচীরে তার মাথা বুলিয়ে রাখা হয়েছিল। উমাইয়া শাসনের পতনকাল পর্যন্ত তার মাথা ওখানে বুলিয়ে ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, সেটি তার বুলিয়েছে মাথা নয় বরং সেটি ছিল তার রক্তের চিহ্ন। ওয়ালিদ মতন নিহত হয় তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। কেউ বলেছেন ৩৮ বছর। কেউ বলেছে ৩১ বছর। কেউ বলেছে ৩২। কেউ বলেছে ৩৫। আবার কেউ বলেছে ৪৬ বছর। এনিয়ার অভিজ্ঞ অনুসারে তার শাসনকাল ছিল এক বছর ছয়মাস। কেউ বলেছেন এক বছর তিন মাস।

ইবন জারির বলেছেন যে, উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবন ইয়াহিয়া ছিল একজন শক্তিশালী শাসক। তার পায়ের আলুপালু ছিল লম্বা লম্বা। তার জন্যে মাটিতে লোহার দুটি পুঁতে রাখা হত এবং একটি রশি দ্বারা ওই দুটি তার পায়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হত। এরপর সে যোগার সেই স্পর্শ না করে লাফ দিয়ে যোগার পিঠে চড়ত। তার লাফ দেওয়ার সাথে সাথে প্রচো তানে ওই লোহার দুটি মাটি থেকে উপড়ে এসে পড়ত।

ইয়াহিয়া ইবন ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মারোয়ানের শাসন

পরিচালনা

ইয়াহিয়া ইবন ওয়ালিদের উপাধি ছিল “আল-নাকিছ বা হ্রাসকারী” পূর্ববর্তী খলিফা জননাধিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ভাষায় যততুক্ত বৃদ্ধি করেছিল ইয়াহিয়া খলিফা হবার পর তা ছাটাই ও হ্রাস করে দেন। তাই তার উপাধি হয় আল-নাকিছ বা হ্রাসকারী। ওয়ালিদ দশ দীর্ঘায়মান বৃদ্ধি করেছিল ইয়াহিয়া তা কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং হিজামের শাসনামলে যে পরিমাণ ছিল তাতে
বিনাময় এগিয়ে গেছেলাম। কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম মার্গচালক তাকে এই নিদর্শনে উপাধি প্রদান করে। খলীফা ওয়ালীদ ইবন্ন ইয়ামিয়ের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার পর ইয়ামিয় ইবন্ন ওয়ালীদ আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেটি ছিল এই হিজরী সনের অর্থাৎ 126 হিজরী সনের জুমাদাল-উখরা মাসের দুই দিন অবশিষ্ট থাকার দিন জুমুআবার। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেও ইয়ামিয়ের মধ্যে সততা ও পরিহিতগারী ছিল।

খিলাফতের পরে অফিসিয়াল হবার পর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজ করেছিলেন তা হল সৈনিকদের ভাড়া করিয়ে দেওয়া। ওয়ালীদের আমলে ভাড়ার যে পরিমাণ বর্ধিত করা হয়েছিল অর্থাৎ বার্ষিক দশ দরিদ্র ইয়ামিয় তা করিয়ে দেন। এজন্য তিনি নাকিছ বা ইসলামী নামে পরিচিত হন।

উদাহরণস্পেশ বলা হয়, মার্গচালক বঙ্গীয় খলীফাদের মধ্যে মুক্ত কাটা ও ভাড়াকাঞ্চি এই দুইজন হল সর্বোচ্চ নায়কপরায়ণ খলীফা। অর্থাৎ উমর ইবন্ন আব্দুল আলী এবং আলোচা ইয়ামিয় ইবন্ন ওয়ালীদ এই দুইজন প্রেরিত নায়কপরায়ণ উমাইয়া খলীফা।

ইয়ামিয় ইবন্ন ওয়ালীদের খিলাফতকাল দীর্ঘ হয়নি। এই বছরের শেষ দিকে তিনি মারা যান।

তার শাসনকালে চারিদিকে বিশুদ্ধ লোক সৃষ্টি হয়। ফিডান-ফসাদ দেখা দেয় এবং উমাইয়াদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ জড়িয়ে পড়ে। ফলে একই সময়ে সুলায়মান ইবন্ন হিশাম নিজেকে খলীফাধিকৃত করেন। ওয়ালীদের শাসনকালে তিনি ওমানে বন্ধী জীবন কাটায়।

ইয়ামিয়দের শাসনকালে তিনি বন্ধী দশা হতে মুক্তি পান এবং ওমানের ধন-সম্পদের উপর নিজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দামকে অজ্ঞাত করেন এবং ওয়ালীদের প্রতি লাভ করে বর্ধন, তার দুর্নিম এবং তাকে কুফার অপরাধে অভিযুক্ত করেন। ইয়ামিয় তাকে সমান দেখালেন এবং ওয়ালীদের দখল থেকে উদ্ধার করা তার ধন-সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিলেন। ইয়ামিয় সুলায়মানের এক বৃত্তকে বিয়ে করেন।

এই মেয়ের নাম ইউম হিশাম বিবি হিশাম। হিশামের জন্মস্থান তাদের অঞ্চল অবশিষ্ট আব্দাস ইবন্ন ওয়ালীদের ঘরবাড়ি সব ভেঙে ফেলে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ছেলেদেরকে বন্ধী করে রাখে। আব্দাস হিশাম হতে পালিয়ে দামকে ইয়ামিয়দের নিকট চলে আসে।

এদিকে হিশামের জন্মস্থান সারকে খলীফা ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী তোলে। তারা শহরের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ওয়ালীদের মৃত্যু বেদনায় কাবালাটি আহারি ও বিলাপ জড়ে দেয়। মূলত সেনাদের সাথে তারা লিখিত প্রতিটিবাণ্ড হয় ওয়ালীদ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। সেনাদের একটি বড় অংশ তাদের আহারাত্ম সাড়া দেয় এই শর্ত যে, তারা জয় হলে ওয়ালীদের নির্ধারিত উত্তরাধিকারী হামাম ইবন্ন ওয়ালীদকে খিলাফতের পদে অস্বীকার করবে। 

অভিযোগ সমাধান হলে তারা হিশামের বর্তমান শাসক মার্গচালক ইবন্ন ইবন্ন আব্দুল মালিক ইবন্ন মার্গচালককে বরখাস্ত করে তাকে এবং তার ছেলেকে হত্যা করবে। তাদের পর মুহাম্মদ ইবন্ন ইয়ামিয় ইবন্ন হসাইনকে হিশামের শাসনকর্তৃত্বে গ্রহণ করেন।

তাদের পরিকল্পনার সংবাদ খলীফা ইয়ামিয়ের নিকট পৌঁছে যায়। ইয়ামিয় ইবন্ন হাসান মাধ্যমে তিনি ওদের নিকট একটি পত্র পাঠান। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এই যে, খলীফা তোমাদেরকে পরমাশীলিত কাজ পরিচালনার আহারান জানাচ্ছেন। আমর ইবন্ন কায়স বলল, তবে আমরা খলীফা হিসেবে পূর্বের থেকে নির্ধারিত হামাম ই�ন্ন ওয়ালীদকে গ্রহণ করব।

আল-বিদিয়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র) —৫
হন পত্রাচার ইয়াকুব আমরের দাড়ি চেপে ধরে এবং বলে যে, বিক তোমার জন্য, তুমি যাকে খলীফা বনানোর প্রস্তাব করেছ সে এতই অনুষ্ঠান যে, সে যদি তোমার তত্ত্বধারন থাকা ইয়াতীম হত তখন ওর সম্পাদক ওকে হস্তান্তর করা তোমার জন্য জাইয় হত না, তাহলে তুমি সমগ্র জনসাধারণের দায়িত্ব করে তার হাতে নাট্য করবে?

এ ঘটনার পর হিমসের জনপ্রিয় সমর্থিত প্রতিপক্ষের মাধ্যমে সরকারী প্রতিনিধি ও দূতদেরকে তাড়িয়ে দেয় এবং হিমস রাজ্য হতে বের করেন। ওদেরই একজন আবু মুহাম্মদ খুজ্যানী বলল, আমি নিজে যদি দামকের যাই, তবে ওদের দুইজন লোককে আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করবে না। ফলে আবু মুহাম্মদ খুজ্যানীর নেতৃত্বে একদল হিমসবাসী দামকের উদ্দেশ্যে যাতায় করে। তাদের আমীর নিযুক্ত হয় আবু মুহাম্মদ সুফয়ানী।

এদিকে ওদেরকে মুকাবিলা করার জন্য খলীফা ইয়াহিয়াদ সুলায়মান ইবনু হিশামের নেতৃত্বে একটি বড় সেনাদল প্রেরণ করেন। অনুরূপ একটি দল প্রেরণ করেন আবদুল আমীর ইবনু ওয়ালিদের নেতৃত্বে। এই দল সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। এদেরকে খলীফাতলুক ইকাবে অনুসরন নিতে বলা হয়। হিশাম ইবনু মুসাদ মার্বানের নেতৃত্বে ১৫০০ সৈন্যের অপর একটি দল পাঠানো হয় সুলায়মানের পার্থক্যে পথে অবস্থান নেওয়ার জন্য।

হিমসের জনগণ সুলায়মান ইবনু হিশাম ও তার বাহিনীকে বানে রঙে এগিয়ে যায়। তাদের গর্বিত জানতে পেরে সুলায়মান ওদের বোধে আসল হয় এবং সুলায়মানের অঞ্চলে গিয়ে ওদের নাগাল পায়। তারা যাত্রী বাগানে ভালে পালিবান তারা বাসে এবং হাটাতে করে এগিয়ে গেল। ফলে শুধু একদিন দিয়েই ওদের উপর অক্রমণের সূষ্প ছিল।

ওখানে উভয় পক্ষ ভুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ নিহত হয় বহু লোক। এক পর্যন্ত নিজেদের সেনাদলসহ আবদুল আমীর ইবনু ওয়ালিদ এগিয়ে এসে যুগল অক্রমণ চালান হিমস বাহিনীর উপর। অক্রমণ সামালাতে না পেয়ে হিমস বাহিনী হরণ হয় যায়। তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যায়। পলায়ন বরণ করে তাদের শব্দ শুনতে পালিয়ে যায়। সরকারী বাহিনী ওদেরকে পতাকা করে।

ওদের কতকক্ষে হতা করে। কতকক্ষে বন্ধু করে। এরপর প্রায় করতে যে, খলীফা ইয়াহিয়াদের হাতে বায়াত করলে যুদ্ধ বিষণ্ণ চলবে। হিমসের বহু লোক বন্ধু হয়েছিল। আবু মুহাম্মদ সুফয়ানী এবং ইবনু ইসলাম ইবনু মুহাম্মদ বিহিবায় ছিল তাদের অন্যতম।

এরপর সুলায়মান এবং আবদুল আমীর তাদের সেনাদল ও স্থানীয় লোকদেরকে সাথে নিয়ে আবার গমন করেন। হিমসের অভিজাত লোকজন এবং আরামসর্পকারী লোকদেরকেও তারা সাথে নিয়ে ছিলেন। স্বত্ব এই যুদ্ধে ভিনুত্ত হিমসবাসী মারা যায়। তারা সবাইকে নিয়ে খলীফা ইয়াহিয়াদ ইবনু ওয়ালিদের নিকট গমন করে। খলীফা তাদেরকে সাদল বরণ করেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত ও লজ্জিত হিমসবাসীদেরকে তিনি ক্ষমা করেন। তাদের রাজ্যী ভাতা চালু করে দেন। ওরা তার প্রতি স্বৰ্গ হয় এবং খলীফার আনুগত্যে মনে নিয়ে দামকের তার নিকট বসবাস করতে থাকে।

এই হিজীরী সনে ফিলিনিদের নগরগঞ্জ সুলায়মান ইবনু আবদুল মালিকের ছেলে ইয়াহিয়াদের খলীফারপূর্বে এগিয়ে এবং তার হাতে বায়াত করে। ওখানে বনু সুলায়মান তথা সুলায়মান পরিবারের কিছু জমি-জমি ও ধন-সম্পদ ছিল। ওই জমি-জমি ও ধন-সম্পদের আয় উপার্জন তারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিলয়ে দিত। এজন্য ফিলিনিদিগের তাদেরকে ভালবাসত। খলীফা
ইবন্ন ইয়ারাহিম ইবন্ন ওয়ালীদকে রামালালাহ এবং তা-সংলগ্ন অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করেন। তাঁর পর সে সব অঞ্চলে শাসন ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। আমিরুল মুমিনীন খলিফা ইয়ারাহিম ইবন্ন ওয়ালীদ দামেকে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেনঃ

হে লোক সকল! আমি পৌরুষ প্রদর্শনের জন্যে, আহ্মকার করা জন্যে এবং পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে খলিফার পদে বসেনি। কিংবা রাজত্ব করার খারাপ নিয়েও তা করিনি। আমি নিজেকে খুব উপযুক্ত মনে করি না। আমি বরং নিজের প্রতি অন্যায়হীন করিনি। আমার প্রতিপালক যদি আমাকে দয়া না করেন তাহলে আমি ধর্মের হয়ে যাব। তবে মহান আল্লাহ, তাঁর রােসুল এবং তাঁর দীনের প্রতি অনিন্দিত হয়ে আমি এ পথে নেমেচ্ছি। আমি মহান আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মূলতের প্রতি আহ্মানকারীরূপে এ পথে পা বাদিয়েছি। আমি ঠিক সেই পরিস্থিতিতে এ কাজে নেমেছি যখন দীনের নির্দেশনগুলো ধর্ম হয়ে যাচ্ছিল, তাকেও আমাদের জীবনের নির্দশিত হয়ে যাচ্ছিল এবং রোমানের নিয়ন্ত্রণ করতে নিজের জন্য বৈঠাচারীর ভার্ত্র আরেকবার ঝড়তেন। যখন সকল বিদ্যাবৃত্ত বায়োস্ট্রের নেতৃত্বে তাঁর মনকম্পন পূর্ণ করে যাচ্ছিল। যখন ওই রোমানের অন্তর্বে মহান আল্লাহর কিতাব বুঝতে মজীদের প্রতি সত্যায়ন ছিল না এবং সে বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। বেঁড়ি বংশীয় দৃষ্টিকোণ হতে সে আমার চাচাত ভাঁই ছিল। মান-মন্দিদায় সে আমার সমকক্ষ ছিল। তাঁর এই অবন্তিতীর অবস্থা দেখে আমি তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট ইতিহাসের কল্যাণের পথ কামনা করিনি এবং মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করিনি যে, তিনি যেন আমাকে আমার প্রতি হেঁটে না দেন। আমার সুখ যারা আমি এ কাজে সহযোগিতার জন্যে তাদেরকে আল্লাহ জানিয়েছি। যারা সাড়া দেওয়ার তাঁরা সাড়া দিয়েছে। আমি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিনি। অবশেষে ওই পাপ্তিতের পাপ্তিতাত হেতু মহান আল্লাহ তাঁর বাদাদেবকে এবং এই শুঁর ও জনপদের রক্ষা করিয়েছিল। এসব হয়েছে মহান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায়। আমার ক্ষমতায় নয়।

হে লোক সকল! আপানারা আমার প্রতি কড়া নজর রাখবেন। আমি মেন ব্যক্তিগত স্বার্থে একটি পাথরের উপর একটি পাথর না রাখি। একটি ইটের উপর একটি ইট না রাখি। আমি কোন
নদ-নদী ইজরায়া না দিই। প্রাক্তন ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না করি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধীরে ধীরে সমাপ্ত করিব। সংলগ্ন জনপদের অধিবাসীদের প্রয়োজন পূর্ণ এবং ওই জনপদের অভাবমোচন ব্যতীত অন্য শহরে যেন সম্পদ স্থানান্তর না করি। ওই জনপদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার পর কিছু উন্নত থাকলে সেটি নিকটবর্তী অভ্যস্ত জনপদে স্থানান্তর করব বলে। আমি আপনাদের মনোকথায় সৃষ্টি করব না যে, আপনি এবং আপনাদের পরিবার-পরিজন কত পাবে। আপনি যাদের জন্যে আমি আমার দরজা বন করি দিব না যে, সবল লৌকিক দর্শন লোকদেরকে সেখানে বসে। আপনাদের করদাতাদের উপর আমি এমন কর ধর্ম করব না যাতে তাদেরকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং যাতায়াতের জীবন যাপন করতে হয়। আমি প্রতি বছর আপনাদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রদান করব এবং প্রতি মাসের খাদ্য প্রদান করব। ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবন হবে সুখ্ষ ও স্বাভাবিক যেন। তখন তাদের উচ্চ-নীচু সবার জীবন মান সৃষ্টি করব যাবে।

আমি যা বলছি আমি যদি তা পূরণ করি তাহলে আপনারা আমার কথা মনেন। নির্দেশ পালন করবেন এবং আমার সহযোগিতা করবেন। আর যদি আমি তা না করি তাহলে আপনারা আমাকে ক্ষমতায় করতে পারবেন কিংবা আমাকে সংশোধন করতে পারবেন। আমি যদি সংশোধিত হই, তাহলে আপনারা আমার তত্ত্বাবধান করবেন। আর আপনারা যদি এমন কোন সৎ ও লীনদায় মানুষ হয় পান, যে আপনাদেরকে আমার নামে সেবা প্রদান করবে আর আপনারা যদি তার হতে বায়াত করতে চান তবে তাও পারবেন সেখানে আমি সর্বপ্রথম ওই ব্যক্তির হতে বায়াত করব এবং তার অনুগত্য প্রণয় করব।

তে লোক করুণ। মহান আল্লাহর নামোমুখী ও অবাধ্য হয়ে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। মূলত একেমাত্র আল্লাহই আনুগত্য করতে হবে। লে মহান আল্লাহর আনুগত্য কলে আপনারা তত্ত্বাবধান তার অনুগত্য করবেন। সে যদি মহান আল্লাহর নামোমুখী করে কিংবা অন্যকে মহান আল্লাহর নামোমুখী দিকে আবাসন করে তাহলে সে ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না। তার নির্দেশ মানা যাবে না। বরং তাকে হত্যা ও অপমানিত করা হবে। আমি এই ব্যক্তি প্রদান করছি এবং আমার ও আপনাদের জন্যে মহান আল্লাহর দয়ালু কথা প্রধান হাঁটাও।

এই হিজরী সনে কেলিফা ইয়াহিয়া ইবনে ইব্বন ওয়াল্লাহ ইরাকের শাসনকর্তার পদ থেকে ইউসুফ ইবনে ইব্বন উমরকে বরখাস্ত করেন। কারণ, ইমামী জনগণের প্রতি তার অত্যাচার ও বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছিল। মূলত ইমামী জনগণ ছিল কূলীন ইবনে ইব্বন আবদুল্লাহ সন্নায়। ওয়াল্লাহ ইবনে ইহোদ নিহত হওয়ায় পর্যন্ত ওরা কূলীন ইবনে ইব্বন আবদুল্লাহ অনুগামী ছিল। ইউসুফ ইবনে ইব্বন উমর অধিকাংশ ইমামী লোকজনকে বন্ধু করে রেখেছিল এবং কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী যাতে ইরাক প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পাপ পথে সমস্ত ধর্ম ব্যবস্থা করেছিল। ফলে আমিরতা মুহাম্মদ খালিফা ইয়াহিয়া তাকে বরখাস্ত করেন এবং তদসহ মানুষ ইবনে ইব্বন আবদুল্লাহকে সিকি সিকি এবং খুরসানরাই ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মানুষ ছিল একজন রুক্ষ মেজাজের গ্রাম্য লোক। গায়লায়ারা কাদরিয়ার মতবাদের অনুগামী ছিল না। তবে পাপাচারী খলিফা ওয়াল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ডে তার সত্রিয় ভূমিকা ছিল। এজন্যে ক্ষমতাধরী খলিফা ইয়াহিয়ার নিকট তার একটি ওরুগুলো সংসদ অবস্থান ছিল। কথায় আচার যে, ওয়াল্লাহ ইহোদ যতদিন ইয়াহিয়াদের হত্যাকাণ্ডে তার ভূমিকা ছিল। এজন্য ক্ষমতা অধরী খলিফা ইয়াহিয়াদের নিকট তার একটি ওরুগুলো সংসদ অবস্থান ছিল।
আল-বিনায়া ওয়ান নিয়ায়া

৩৭

আনুগত্য গ্রহণ করে এবং সেখানে সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাস্তি ও স্বতিমিতির প্রতিষ্ঠা করে। এরপর রামাদান মাসের শেষের দিকে সে দামকে ফিরে আসে। আর এই কর্ম তৎপরতার ফলস্বরূপে খলীফা ইয়ায়াদ তাকে ইরাকের গভর্নর পদে নিয়োগ দেন।
মহান আল্লাহ ভাল জানেন।

এদিকে ইরাকের কম্পতাচার্য শাসক ইউসুফ ইবুন উমর ইরাক হতে পালিয়ে বাল্কা অঞ্চলে চলে যায়। খলীফা ইয়ায়াদ ইবুন ওয়ালিদ লোক পাঠায় তাকে খলীফার দরবারে উন্নতি করেন।
খলীফার সমুদ্র উপস্থিত হবার পর খলীফা তার দৃঢ়তা চেপে ধরেন। ইউসুফের দৃঢ়তা ছিল অনেক লম্বা কোন কোন সময় এই দৃঢ়তা তার নাভির নীচ পর্যন্ত এন্ধিত হত। দৈহিক আকারে সে ছিল বেটে ও খাটে। খলীফা তাকে তীর্থণ ধমক দেন, তিরস্কার করেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার নিকট রাষ্ট্রি এবং জনগণের পাতনা উমুল করার নির্দেশ দেন।

নবনিয়ুক্ত শাসনকর্তা মানসুর ইরাক পৌছে সেখানকার জনগণকে কম্পতাচার্য খলীফা ওয়ালিদের হত্যাকারে বিরোধ সংগ্রহে কম্পতাচার্য খলীফার চিঠি পাঠ করে ভানন এবং এ উল্লেখ করেন যে, মহান আল্লাহর নাক্ষত্রনামীর করণে আল্লাহ তাকে প্রতিশ শাস্তি দিয়েছেন। পরে এ উল্লেখ ছিল যে, মানসুরের বীরত্ব ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার প্রক্ষেপে খলীফা তাকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। ফলে ইরাক, সিন্ডু এবং সিজ়ুনের জনগণ খলীফা ইয়ায়াদের পক্ষকে বায়াত প্রদান করে।

খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইবুন সাইয়ার নবনিয়ুক্ত শাসক মানসুর ইবুন জামাহরের আনুগত্য করতে অর্থীতিতে জানায়। এই নাসর পূর্ববর্তী খলীফা ওয়ালিদের প্রতিরোধ এখানে উক্ত নয়। তখন মারওয়ান ছিল আযায়বাজান ও আরম্মিয়ার শাসনকর্তা।

পরবর্তীতে খলীফা ইয়ায়াদ ইরাকের শাসনকর্তার পদ থেকে মানসুর ইবুন জামাহরকে অপসারণ করেন। এই পদে নিয়োগ দেন আবদুল্লাহ ইবুন উমর ইবুন আবদুল্লাহ ইয়ায়াদ। খলীফা তাকে বলেন যে, ইরাকের জনগণ তোমার বাবাকে খুবই ভালবাসত তাই তোমাকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করলাম।

এই ঘটনা ঘটেছিল শাওয়াল মাসে। ইরাকে অবস্থিত সিরিয়ার সেনাপতিদের নক্ষত্র তিনি এই নিয়োগের বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং তাকে সহযোগিতার পরামর্শ দেন। মানসুর ইবুন জামাহর কম্পতি না ছাড়ার সজবনা বিদ্যাদান থাকার কারণে তিনি এই নির্দেশ দেন।

কিন্তু মানসুর ইবুন জামাহর খলীফার নির্দেশ মেনে নেন এবং নবনিয়ুক্ত শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবুন উমর ইবুন আবদুল্লাহ ইয়ায়াদের নিকট কম্পতি হতাহত করে। খলীফা খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইবুন সাইয়ারকে স্বাভাবিক শাসনকার্য চালীয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এদিকে কিশরামানী নামের এক লোক নাসরের বিরুদ্ধে মাঠে চাড়া দিয়ে উঠে। সে আবু আলী জাহান ইবুন আলী জাহান শাবির মুসা। কিশরামানি প্রদেশে জামু ইওয়ায় সে কিশরামানী নামে পরিচিত। অনেক লোক তার সমর্থকদের ছিল। প্রায় ১৫০০ অনুসারী নিয়ে সে তুলে আনে হাফির হত। শাসনকর্তা নাসর ইবুন সাইয়ারকে সালাম দিত। কিন্তু তার নিকট বসত না। তার আচরণে শাসনকর্তা নাসর ও তার
পারিষদবর্গ মহাচিত্তায় পড়ে। অনেক ভাবনা-চিন্তায় পর তারা তাকে বন্ধী করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তুল্য এক মাস তাকে কারাগারে রাখে। এরপর তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়। তখন বহুলকের তার নিকট একটা হয় এবং তার সাথে যাত্রা করে। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য শাসনকর্তা নাসর সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। উভয় পক্ষের যুদ্ধ শেষে সরকারী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত ও হত্যা করে।

এদিকে বহুলকের শাসনকর্তা নাসরের প্রতি ধীরতারূপ হয়ে উঠে। তারা তার নিজেদের প্রতি অস্বীকার হয়ে পড়ে। তার দেওয়া রক্তেষ্টা বুদ্ধির জন্য তারা চাপ উঠিয়ে করে। সে মিছমাছে অবস্থান করার সময় তারা তাকে গাল-মন্দির করে। সালম ইবুন আহওয়ায় জনসাধারণের এই কথাবার্তারা শাসন নাসর ইবুন সাইয়ারের নিকট পৌছেছে দেয়। তার মসজিদে খুঁতাব, দেওয়ার সময় বহু লোকের একটি বিরাট দল মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। অনেক লোক তাকে ত্যাগ করে।

এই পরিস্থিতিতে নাসর ইবুন সাইয়ার বলল, আল্লাহর কসম। আমি তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং চোটে নিয়েছি। আমি তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে দশজনও দীনাদার ও ইমামদার নেই। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম। যদি তোমাদের মধ্যে দুই তরবারি পাট্টাপাটি আঘাত করে তোমরা নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘে লিও হও তাহলে তোমাদের নিজের ব্যাক্তি পরিবার- পরিজন ও ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবে। এই সকল ফিতনা-ফাসাদে সে দেখেছে না। এরপর সে বর্তী নাবিকীর কবিতা পাঁচটি আবৃত্তি করল।

ফানা জিবাব শাকাকে কুলেন ফাতেম, ফাতেম, ফাতেম।

"তোমাদের দুর্বলের যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তবে তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে তোমাদের সৌভাগ্যবান করার জন্যে আমি আমার চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

হারিহ ইবুন আবদুরাল্লাহ ইবুন হাশরশাইর ইবুন ওয়ারাদ ইবুন মাহিদা আল জাদ বলেছেন।

"আমি নক্ষত্রাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাত কাটিয়েছি। যতক্ষণ প্রথম উদিত নক্ষত্রগুলো আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল।"

মনে ফুর্টী আস্বাদন মুল্লা + কো যোম অঙ্গর মালাইলাম এর ও আদালে ও আদালে।

"আমি বিনিদ্র রক্ত যাপন করেছি ফিতনা-ফাসাদের কারণে। যেই ফিতনা পাণ্ডেয় ছড়িয়ে পড়েছে সব হল। নামাচ্ছে মানুষগুলো ও তার মধ্যে সামান্য হয়ে গিয়েছে।"
“মুর্তি লোক তার মূর্তিতা নিয়ে কাজ করছে। আর এইভাবে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোক মূর্তির সমপর্যায়ে নেমে গিয়েছে।”

ফালনাস মিনে হী লোন মোটেলে + দেহ অর্নতে মুজাদ্বারে লালীনে।

“এই হিজরতের কারণে এখন লোকজন গতীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিশেষণ সব বিন্যস্ত প্রায়।”

ও নামাস ফি কুরক্স এনা + তুনি এলাহা হৃদয়ে লালীনে।

“লোকজন এখন এমন বিপদ পরিত হয়েছে যে, এই কর্তার প্রতিক্রিয়া গর্ভধারী মহিলাদের গর্ভগতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।”

যুদ্ধেন মিনে হী তুল মোটেলে + অম্মাং তুলানী লোন মুজাদ্বারে।

“তাদের সকাল হয় আস্থাতার অন্ধকারে অনিয়মিত। বিপদপদে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের জন্য।”

লাননাস নামাস ফি গোমাহামা + তিনি নানার মালীনে।

“জনসাধারণ তাদের পরিক্রম-পরিপত্র কথা চিন্তা করেন না। উপরেবু এমন সব কথাবার্তা চলছে যেগুলো মর্ম ও অর্থ উপলব্ধিযোগ্য নয়।”

কুরুসাহা বিরকু অক্ষুচিন্তা হিলী + তুলনায় হৃদয়ে মুজাদ্বারে।

“তাদের কথাবার্তা এখন কুমারী মেয়ের গোপালী কিংবা গর্ভধারীর চীৎকারের ন্যায় মনে হচ্ছে। যে গর্ভধারীর বাস্ত প্রস্তর কারণের জন্য আরওজন প্রকাশ।”

ফাজানীনা তুজ্জরু জোয়েদাহা + ফিনা হুসাব হুর্মু রাজীনে।

“একমাত্রায় সে আমাদের মধ্যে এসেছে, সে এসেছে বিপদপদে পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল নিয়ে।”

এই হিজরী সনে খলীফা আযামের ইব্রুন ওয়ালীদ তার উত্তরাধিকারী খলীফারূপে তার তাই ইব্রাহীম ইব্রুন ওয়ালীদের নাম যোগ্য করেন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য দেখে তার জন্য বাড়াইতে শুরু করেন। ইব্রাহীমের পরবর্তী খলীফারূপে তিনি আব্দুল্লাহ আমীর ইব্রুন ভাঙশাম ইব্রুন আব্দুল্লাহ মালিক ইব্রুন মারওয়ানের নাম যোগ্য করেন। পরবর্তী খলীফার মনোনয়নের তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন এজন্য যে, তখন তিনি কর্তৃত্ব মূর্তি শযায় শায়িত ছিলেন। এটি ওই বছরের যুদ্ধশালী মারদের ঘটনা। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার তার পরামর্শ, মনোরঞ্জন ও উপরের ভূমি তাকে পরবর্তী খলীফা মনোনয়নে উদ্ধৃত করে।

এই হিজরী সনে ১২৬ হিজরী সনে খলীফা আযামের ইব্রুন ওয়ালীদ হিজাজের শাসনকর্তার পদ থেকে ইউসুফ ইব্রুন মুহাম্মদকে অপসারণ করেন এবং ওই পদে আব্দুল্লাহ আমীর ইব্রুন উমর ইব্রুন আব্দুল্লাহ আমীরকে নিয়োগ দেন এবং তাকে যুদ্ধ-কায় মারদের শেষের দিকে হিজাজ প্রবেশ করেন। এই হিজরী সনে মারওয়ান আল হিমার খলীফা ইযাযিদের বিবর্ধিত কথা একাশ করে
এবং পরবর্তী খণ্ডীফাতিমা ওয়ালীদের হত্যাকার্যের শাস্তি দাবী করে আমেরিয়া শহর থেকে বেরিয়ে যায়। অবশ্য হারানের নামক স্থানে সে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বায়াত করে।

এই হিজরী তার ইবনে ইদরাইম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে অব্বাস (রা) আবু হাশিম বাবু ইবনে মাহামানক কুরাসান প্রেরণ করেন। কুরাসানের মার্ক নামক স্থানে গিয়ে সে স্বয়ং জনগণের সাথে মিলিত হয়। সামাজিক কে তার প্রতি এবং জনগণের প্রতি লেখা ইহাম ইবরাইম ইবনুল মুহাম্মদ-এর চিঠিপত্র পাঠ করে শুনান। তারা সকলে তা মেনে নেয়। তাদের নিকট যা মালপত্র ছিল তারা আরু হাশিমের মারফত সেগুলো পাঠিয়ে দেয়।

যুলকাদা মাসের শেষদিকে কারো মতে যুলহাজা মাসের শেষ দিকে কারো মতে দশই যুলহাজা এবং কারো মতে কুরবানীর দিনগুলোর পর আমীরুল মুনিনন ইয়াহীদ মুতাহুমের পতিত হয়।

[ ইয়াহীদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে মারওয়ান ]

তিনি ইয়াহীদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আবু আবদ ইবনে ইয়াহীদ ইবনে আবদ সামান ইবনে আবদ আবদ মানাক ইবনে কাশে আবু হাশিম উমাইয়া। ইবনে খলিফান সকলে তার বিলায়তের পক্ষে বায়াত প্রচার করা হয়। মাযাই হল দামেকের একটি জনপ্রিয়। এরপর তিনি দামেকে প্রবেশ করেন এবং দামেকে জয় করেন। এরপর তার চারটি ভাই এবং তৎকালীন খলিফাওয়ালীদ ইবনে ইয়াহীদের হত্যার জন্য সেনাপতি। ওরা তারা হত্যা করে। এই হিজরী তার অর্থাৎ ১২৬ হিজরী তার জামাদাল উয়রা মাসের শেষ দিকে তিনি সম্ভাবনা রোকাতের পদে আসিনন হন। তার উপাধি ছিল “হাজারারী”। পূর্ববৃন্দ খলিফা ওয়ালিদ জনগণের রাষ্ট্রীয় ভাষায় যে অংশ বুঝি করেছিল তিনি তা হাস্য করে দিয়েছিলেন বলে তার উপাধিও হয়েছিল “হাজারারী”। কথিত আছে যে, মারওয়ান আল হিমার তাকে এই নামে আখায়িত করেছিল। সে তাকে “নাকিস ইবনে ইয়াদ” বলে ডাকত। ইয়াহীদের মা ছিল শাহফিকিয়ান বিন ফীরোজ ইবনে ইয়াহীদ জাহাজাবুদ ইবনে ইসরা। ইবনে জারিয়ের এভাবে নিজের পরিচয় দিতেন।

আনা অনেক ক্ষারিত ও আমীর মোহারু + সিস্নার জীবন ও জন্মিতে খাদ্যাতন্ত্র

“আমি পার্সার সম্পূর্ণ কিষরার বাক্সের। আমার পিতৃপুক্ত মারওয়ান। আমার দাদা রোম সম্পূর্ণ কায়সার আর আমার নানা তুকো সম্পূর্ণ খাদ্যাতন্ত্র।” তিনি এ পরিচয় দিয়েন এই সুত্রে যে, তার নানা ফীরোজ। তার নানা হলেন কায়সারের কন্যা। তার মা তুকো সম্পূর্ণ খাদ্যাতন্ত্রের কন্যা শীরাবিয়াহ।

মুসলিম সন্তান কুতায়ারা ইবনে মুল্লাম এক জুড়ো শীরাবিয়াহ এবং তার বোনকে বড়ো করেছিল। সেই সময় দুইজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রথম সন্তানতর হাজাজারের নিকট। এক বোনকে নিজের জন্য দেখে হাজাজা আলোর শীরাবিয়াহকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওয়ালীদের নিকট।

ওয়ালীদের ঘরে শীরাবিয়াহ-এর গর্বে জন্মা হয় খলিফা ইয়াহীদের। তিনি আল নাকিস বাঙ্গালীকারী নামে পরিচিত। অন্য বোনটি হাজাজারের অধীনে ইরাকে বসবাসরত ছিল।
ইমাম আওয়ামী “রাবিউস-সালাম” আর্থিক “মূলা নাম-মাল বাকি” বিষয়ক হাদিসটি ইমামীদের হতে বর্ণনা করেছেন। এই হিজরী সনে অর্থাৎ ২১৬ হিজরী কোনো প্রক্ষালে তিনি খিলাফতের পদে আস্তিন হলেন তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি একজন নায়রেরাজ, দীনদার, কলাম-পশ্চিম, সং এবং মন্দ-বিশেষ, সত্যাঙ্গী শাসক ছিলেন। এই হিজরী সনে সৈয়দ ফিতরের নামায় গিয়েছিলেন তিনি সম্প্রতি নেনরের এপ্রিয়। খোলা তবল্লাহ হাতে অস্থিয় দুই সারি সেনায় মাঝে অবস্থান নিয়ে তিনি ইগিয়ান গিয়েছিলেন এবং এ অবস্থায় ইগিয়ান হতে ফিরে এসেছিলেন নীল প্রাসাদে। তিনি একজন নেককার ও পুরায়ন মানুষ ছিলেন। প্রাবাদ বাছা হিসেবে বলা হয় যে, আশাজ এবং আল নাফিস এ দুইজন ছিলেন মারোয়ান বংশের প্রেষ্ট নায়রেরাজ শাসক। অর্থাৎ উমর ইবনে আবদুল আলীয় এবং এই ইমামী ইবনে ওয়ালীদ দুইজন ছিলেন অন্যতম নায়রেরাজ শাসক।

আবু বকর ইবনে আবুদুল উলায়া বলেছেন যে, ইমামী ইবনে মুহাম্মদ আল মারুফ হিজরী বর্ণনা করেছেন, আবু উমামার লায়াহী হতে। তিনি বলেছেন যে, খলিফা ইমামী ইবনে ওয়ালীদ আল-নাফিস উমাইয়া গোর্দের লোকের কাছে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে উমাইয়া গোর্দের লোকদের! তোমারা পান-বান পরিহার কর। কারণ পান-বানে জীবন হল লঙ্ঘন করে যায়, কু-প্রবৃত্তি বেড়ে যায় এবং মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। এটি মদের সমক্ষে নেশায়ে লোক যা করে গায়করা তা করে। যদি একাদিক তা করতে চাও তবে মহিলাদেরকে তা হতে দূরে রাখবে। কারণ, মহিলাগুলি মিল-বিভিন্নদের দিকে আকুঠুল করে।

ইবনে আবু হাকাম বর্ণনা করেছেন শাফি ইবনে ইবনে ইবনে ইবনে ওয়ালীদ আল নাফিস যখন খিলাফতের পদে আস্তিন হয় তখন সে জাতিসমার্ককে কাদরিয়া মতবাদের দিকে আহ্বান জানায়। তাদেরকে এই মতসঙ্গ অনুসরণে উৎসাহিত করে এবং গায়লানকে কাছে টেনে দেয়। ইবনে আসআকির এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। প্রসারিত তিনি মন্ত্র করেছেন যে, খলিফা গায়লানকে কাছে টেনে নিয়েছে অর্থাৎ গায়লানের অনুযায়ীদেরকে কাছে টেনে নিয়েছে। কারণ কাদরিয়া মতবাদের নেতৃত্বের বিভ্রমী বক্তি গায়লানকে ইতিপূর্বে খলিফা হিষাম ইবনে আবদুল মালিক হত্যা করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুবারক বলেছেন, ইমামী ইবনে ওয়ালীদের অতিম কথা ছিল হয় দুর্গুণ! হয় দুর্গুণা! ইমামীদের সীমা মোহরে তারিক্ত ছিল-"العَمَّامَةُ -মর্যাদা আলাদাহ জন্য।" প্রেম রোগে আকাশ হয় নীল প্রাসাদে তার মৃত্যু হয়। সেদিন ছিল যুলহাজা মাসের সাত তারিখ শনিবার। কেউ বলেছেন সেদিন ছিল ঈদুল আযামার দিবস। কেউ বলেছেন, ঈদুল আযামার কয়েক দিন পরে তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেছেন যুলহাজা মাসের দশ দিন অবশিষ্ট থাকতে তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেছেন, যুলহাজা মাসের শেষ দিকে আবার করেন মতে যুলকাদা মাসের শেষ দিকে তিনি মারা যান। অধিকাংশ ঐতিহ্যাসিকের মতে মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। কেউ বলেছেন ৩০ বছর। কেউ কেউ মতবাদী করেছেন মহান আবদুল ভাল জানেন। প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, তিনি মত ছুয়ামাস শাসনকারী পরিচালনা করেন। কেউ বলেছেন পূঁচ মাস কয়েকদিন মাত্র। তার তাই ইমামীহ ইবনে ওয়ালীদ তার জানায় ইমামতি করেছেন। তার ইন্তির্যালের পর ইমামীহই খলিফা হবার জন্য মনোনিত ছিল।

আল-বিদায়া ওয়ালীন নিহায়া (১০ম খণ্ড)–৬
সাইদ ইবন কাহীর ইবন উয়ায় বলেছেন যে, জাবিয়াহ ও সাগীর ফটকদন্যায়ের মাঝে তাকে দাফন করা হয়। কেউ বলেছেন, আল-ফারাদীস ফটকে তাকে দাফন করা হয়েছে। তার শরীরের রং ছিল খাকী রং। হালকা-পাতলা সুন্দর দেহ ও ফর্স মুখমণ্ডল ছিল তার।

আলি ইবন মুহাম্মদ মাদিনায় বলেছেন, খলীফা ইয়াহীদ ছিলেন খাকী বর্ণের দীর্ঘকায় ছোট মাথা বিশিষ্ট মানুষ। তার চেহারায় দাগ ছিল। তিনি ছিলেন সুদর্শন। মুখ কিছুটা প্রশস্ত। অবশ্য খুব বেশী নয়।

এই হিজরী সনে হঠে নেতৃত্ব দিয়েছিল হিজাজের শাসনকর্তা আবদুল আয়িয় ইবন উমর ইবন আবদুল আরিয়। তখন ইরাকে শাসনকর্তা ছিল তার ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন আবদুল আরিয়। খুরাসানের শাসনকর্তা পদে নাসর ইবন সাইয়ার। আলসাহ ভাল জানেন।
১২৬ হিজরী সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন

খালিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ

তিনি হলেন খালিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ ইবন আসাদ ইবন কুরায় ইবন আমির ইবন আব্বারি, আবু হায়রাম আল- বাজারি আল-কাসরি আল-কামসকী। তিনি খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে পরিব মক্কা ও হিজাজ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। খলিফা সুলায়মানের শাসনামলে ওই পদে বহাল ছিলেন। তারপর খলিফা হিশামের শাসনামলে তিনি ইরাকের শাসনকর্তা পদে নিযোজিত ছিলেন পাঁচ বছর। ইবন আসাদের বলেছেন যে, দামকের আল-কাব্য চতুরে ছিল তাঁর কর্মস্থল। পরবর্তীতে এই দার-আল শরীফ-আল ইয়ামিনীর নামে পরিচিত হয়। তাঁরা ফটকের অভিপ্রেত গোসরক্ষণনের তাঁর নামে পরিচিত। তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুদ্দাইন (সা) তাঁকে বলেছিলেন, “হে আসাদ! তুমি কি জানলাতকে ভালবাস?” সে বলল, হ্যা তাতে ভালবাসি। তখন রাসুলুদ্দাইন (সা) বললেন, তুমি নিজের জন্য যা পান কর অন্য মুসলমানদের জন্যে ভাল হবে। এই হাদিস আবু ইয়াসিল বর্ণনা করেছেন।

উসমান ইবন আবু সায়রা আবু হাকাম হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁকে মিছের বলে ভালবাসে শুনেছেন। ইসমাইল ইবন আওসাজ, ইসমাইল ইবন আবু খালিদ, হাবিব ইবন আবু হাবিব এবং হামিদ আল-তাহবল প্রক্ষ ব্যক্তিগত ভালবাসায় তাঁর তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটিকে বিভিন্ন হয়ে যে, তিনি তাঁর দাদা সুলেরা রাসুলুদ্দাইন (সা) হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন এই বিষয়ে যে, রোগ দ্বারা পাপ ও ওনারের কাফাফারাও কথা আর্জিত হয়।

খালিদ ইবন আবদুল্লাহ এর মাতা ছিলেন চৌলাস মহিলা। যাদের মাতা চৌলাস এবং নিজেরা সম্প্রতি দাতার তালিকায় আবু বকর ইবন ইয়াসিল খালিদের নামে উল্লেখ করেছেন। মাদাইনী বলেছেন যে, স্বর্গে খালিদের মধ্যে নেতৃত্বের পরিবর্ধন পাওয়া যায় যে ঘটনায় তাঁর হল একদিন তাঁর বিরুদ্ধে পারের নিচে পড়ে একটি শিহর পিষতে হয়ে যায়। তৎকিনি তিনি বিশ্বাস করেন, তুলে নেন এবং উপস্থিত জনতার নিকট সাক্ষাৎ দিয়ে বলেন যে, এই বিষয় আমার সাহেব শুনি শিক্ষার মৃত্যু হবে তিনি নিজে তাঁর দীর্ঘ বা রক্ত পান পরিশোধ করবেন।

খলিফা ওয়ালিদ তাঁকে হিজাজের শাসনকর্তা নিযোগ করেছিলেন। ৮৯ হিজরী সন হতে ওয়ালিদের মৃত্যুর পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত হন সুলায়মান। সুলায়মানের শাসনামলেও খালিদ হিজাজের শাসনকর্তা পদে বহাল ছিলেন। ১০৬ হিজরী সনে খলিফা হিশাম তাঁকে ইরাকের শাসনকর্তা পদে নিযোগ দেন। ১২০ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। এরপর তিনি নবনিযুক্ত শাসনকর্তা ইউসুফ ইবন উমারের নিকট ইরাকের শাসনকর্তা হন্তের করেন। পরবর্তীতে ইউসুফ ইবন উমার তাঁর উপর নির্ভর চালায় এবং তাঁর ধন-সম্পদ সব বাজেয়াত করে। তখন থেকে ১২৬ হিজরী সনের মুহাররাম মাস পর্যন্ত তিনি
দামেকে অন্বহন করেছিলেন। এরপর খলীফা ওয়ালী তাকে ইউসুফ ইবন উমরের নিকট প্রেরণ করে। সে তাঁর নিকট হতে পাচ কোটি দিয়েছিল যা তিনি নিয়ন্ত্র করে। তাঁর নিকট হতে তাঁর মূল্য কেলে চলে পড়েছে। ইউসুফ ইবন উমর প্রথমে তাঁর পায়ের নালা দুইটা ভেঙে কেলে। তাঁর পরে উরু দুইটা ভেঙে দেয়। তাঁর কুক্তি হেঁড়ে উঠিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তিনি মা যান। এত অযত্নের সত্ত্বেও তিনি কোন কথা বলেননি এবং কোন আহ-উখ শুনে করেননি। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করেন।

লায়হী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন খালিদ কাসরীর ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের মাঝে তাঁর মুখে জর্ডাট এসে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, হে লোক সকল! এই বক্তৃতা কথানা আনায়াসে চলে আসে আবার কথানা বাধ্যপ্রাপ্ত হয়। আনায়াসে যখন বক্তৃতা সে সে, যখন বাক্যপূর্ণ সকল অন্তর্নিম্ন মাত্রাকে দেখে। আর যখন তাঁতে জর্ডাট আসে তখন মনের ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। আপনারা যাঁরাই পরবর্তী অবিলোকে সে অবস্থা আমাদের নিকট ফিরে আসবে। আর আপনারা যাঁরাই কামনা করেন আমরা সে পর্যায়ে ফিরে যাবে।

আসমাই ও আরো অনেকে বলেছেন, খালিদ কাসরীর একদিন “ওয়াল্লাহ” নামক স্থানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেছেন, “হে লোক সকল! সমাজকর্তা কাজের প্রতি তোমরা আধ্যাত্মিক হও। যুদ্ধলাভ মালালাভ হনৈরি দ্রুত এগিয়ে যাও, দান-শেষারের বিনিময়ে সুখদ করে নাও। কাউকে অথচ অকাছিয় দিয়ে দুর্দৃষ্টি অর্জন করা না। যে সময় যখন সম্পন্ন করবে সেটিকে নিজের পাশে হিসেবে গণ্য করা না। তোমাদের কাজে প্রতি যদি অন্য করো অন্যথা ও অবনতি থাকে আর প্রথম পক্ষ ওই অনুষ্ঠানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তবে মহান আল্লাহ অনুমোদনকারীকে উত্তম প্রতিদ্বন্দ্বী ও নিকটস্থ দান করবেন। জেনে রাখো যে, তোমার প্রতি মানুষের প্রতিজ্ঞামূলক ও মুখপ্রকাশ নিমিত্ত সর্বস্বপ্রতি কাজেই, তাতে বিরত হয়ে না। সেটি তাগলি সমাজচর্চায় পরিণত হবে। কারণ, উত্তম সেটি যেটি পুরুষকার ও সুখদ অনুযায়ী করে। দানশীলতাকে যদি তোমরা চেষ্টায় তাহলে সেটিকে দেখতে একজন সুন্দর ও রূপবান পুরুষকারে যে তাকে দেখতেই মানুষ অন্ধকার হয়। আর কার্যক্ষেত্রে তোমরা যদি চেষ্টায় তাহলে তাকে দেখতে একজন কদাকার বিশিষ্ট মানুষ হয়। যাকে দেখতে দুই নীচে নেমে আসে আর অভ্যন্তরে যুগ্ম জ্ঞানে। যে দান করে সে নেতা হবে। যে কার্যক্ষেত্রে করে সে অপরিচিত ও লাভিত হবে। প্রাপ্ত সমাজী ব্যক্তি যদি সেই দানের সময়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বি আশা করে সে এবং প্রতিশোধের শক্তি থাকো তের বৈষম্য ছিল করার সেই বৈষম্য হয় ওই আধ্যাত্মিক বজায় রাখে। যার ক্ষেত্র ভাল নয় তার ফলস্বরূপ ভাল হয় না। বৃত্তার মূলটির অনুপাতে দাল-পালা বড় হয় এবং কাও অনুপাতে সেটি উচ্চ হয়।

উমর ইবন হায়শাম হতে আহমেদই উপস্থিত হয়েছিল যে, এক আরব বেদুইন এসে উপস্থিত হয় খালিদ ইবন ইবন ইফিরের নিকট। খালিদের প্রশ্নসায় যে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে।

إِيَّاكَ بَيْنَ كُرْزِينَ الْحَشَّةِ افْتُبِّلْ رَاغِبًا + لِتَحْيَي مَنِّي مَاوَا وَتَنْبَدَأ

“হে কৃষ্ণ আল-খায়রের সত্তা! আমি বড় আশা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। যাতে
আমার দুর্বল ও হতদর্শি অবস্থার কথা আপনি অবগত হতে পারেন।

إلى الماجد البلخولِيِّي الحلم والثدّي + وأكرّم خلق الله فرغًا ومحتداً

"আমি এসোই স্বাভাবিক, ধর্মীয়, দানবীর ও নেতৃবৃন্দানীয় ব্যক্তির নিকট। যিনি মূল অংশ ও
শাখা অংশ উভয় দিক হতে মহান আল্লাহর সৃষ্টিগতের অন্যতম সম্পর্ক ব্যক্ত।"

إذا ما تأتي ناسا قصرعا بفعاليهم + نهست فلما تلقى همليه مفقداً

"অন্যান্য মানুষ যখন তাদের কর্ম সম্পাদনে কমিত ও ক্রটি করে তখন আপনি দণ্ডায়মান হয়ে
যান এবং কোন ক্ষেত্রেই আর তখন অপূর্ব ও কমিতি থাকে না।"

فيا لك بحرا يغمر الناس موجة + إذا يمسل المعروف حاس وآرزاً

"ওহে আপনি তো দানের ক্ষেত্রে অতল মহাসমুদ্র, যার দেউড়ের মধ্যে মানুষ ডুবে যায়।
কেউ যদি আপনার নিকট কোন দান-খ্যাতিতে চায়, তবে ওই সমুদ্র আরো উত্তাল ও তরঙ্গ বিস্ফূর্তে
হয়ে উঠে।"

بُلْوَت ابْنِ عَبْدِ اَللَّهِ فِي كُلِّ مَوْلِيْزِ + فَأَلفَتْ خَيْرُ النَّاسِ نَفْسًا وَصَبِيحًا

"আমি সকল পর্যায়ে আবদুল্লাহর ছোলাকে যাচাই করে দেখি। আমি তাকে সর্বমৃত্যু ও
স্বাধীন মৃদুলাবাহ পেয়েছি।"

فَلَ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّاسِ خَالِدًا + لَجُوَّذَ بِمَعْرُوفٍ لَكُنَّ مُخْلِدًا

"দান-খ্যাতিতে ও সৎকর্মের ফলশ্রুতিতে যদি কেউ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী ও অমর হত, তবে
আপনি হতেন সেই অমর ও চিরস্থায়ী ব্যক্ত।"

فَلا تَحْمَرْنِي مِنَّكَ مَا كَتَبْ رَجُوتُهُ + فَيَصْلِحُ وَجَهِيْنِ كَالْلَّهِ أَرْبَدًا

"কাজেই, আপনার নিকট আমার যা প্রত্যাশা তা হতে আমাকে বিশ্বাস করেন না। তাহলে
কিতু বক্তর বদনায় আমার চেহারা কালো ও ফ্যাকাশে হয়ে যাবে।"

وَلِيَّ الْبَيْتِ يُحِبْنِي مَهَابًا وَيَسْلَّمُ لِيَ وَيَهْدُنِي وَيَسْلُمُنِي سَلَّمًا

"উমর ইবন হায়াহ বলেন যে, খালিদ এই পাঞ্জিয়ে মুখ্য করে রাখেন। লোকজন
খালিদের নিকট সম্বন্ধে হবার পর বেদুইন লোকটি কবিতা আরুতির জন্য দাঁড়ায়। কিন্তু তার
আগে খালিদ নিজে ওই কবিতা আরুতি শুরু করেন এবং বলেন, ওহে শায়খ, আমি তো আপনার
আগে এই কবিতা রচনা করেছি। এই ঘটনায় দূর্দৃষ্ট হয়ে বেদুইন শায়খের সমাবেশ ছেড়ে চলে
যেতে শুরু করে। তার প্রথাবাইরাজ মন্ত্র শুনাতে খালিদ একজন গোয়ানা পাঠান। সে
বন্দরে পেল যে, বেদুইন শায়খের নিজের কবিতা আরুতি করছে।

الآمِة فِي سِبْيَلِ اللَّهِ مَا كُنتُ آرَجِيُ + لَئِنِّي وَمَا لَقِيْتُ مِنْ نُكَذِّبِ

"আমি তার নিকট যা আশা করেছিলাম এবং সেটি লাভ করার জন্যে আমি যে শ্রম ও কষ্ট
করেছি তার সবই মহান আল্লাহর পথে-ফী সাববিলরাহ।"
নিখুঁতিতে যাবে বহু যজ্ঞের নিম্ন + বাস্তুতে কক্ষির মালার ফুটে মাল্য হইয়া

"আমার তো এসেছিলাম এক সমুদ্রের নিকট যে সমুদ্র ধন-সম্পদ দান করে। যে সমুদ্র
প্রশস্ত অজরনের জন্যে প্রচুর ধনরস্তা দান করে।"

ফালফুলের জঁদির মশুমের হস্তগতি + সম্পত্তির নিঃস্বরূপ উদ্দেশ্য

"কিন্তু আমার মনে কাপিলের প্রেক্ষিতে আমার দুর্ভাগ্য আমার জন্যে বৈতর্ক পরিস্থিতি তৈরি করে
দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আমার কাছে এসেছে আমার সৌভাগ্য আমাকে ছেড়ে গিয়েছে।"

নীল কিনা লী কি রুপে দেহিতে লিখিতে + কল্পন আর মোলার উদ্দেশ্য নিকট

"তবে তার নিকট যদি আমার রিষ্কু ও জীবিকা থেকে থাকে, তা আমি পাবই। কিন্তু সেটি
তে মূলত একে গ্রেট মহান আল্লাহর নির্দেশী বাস্তবায়িত হবে।"

তারপর গোয়েরা লাকটি ওই শায়ের খেল ফিরিয়ে নিয়ে এল এবং তার বক্তব্য হলীদকে
জানান। হালিদ তাকে দশ হাজার দিব্যধারা পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

আত্মা বললেন, হৈমকে আর হেমন্দিনী তার বুলিটি অটায় ভরে দেবার জন্যে হালিদের
নিকট আবেদন করল। হালিদ ওই বুলিটি দিব্যধারা বা মৌলণী-মুদ্রায় ভরে দেবার নির্দেশ দিলেন।

darbar হতে সে হবার পর কেউ একজন ওই বেদনতে বলল, "তোমার সাথে কেমন আচরণ
করেছে হালিদ? জবাবে সে বলল, আমি যা পদস্থ করি তার নিকট চোখে ছিলাম, কিন্তু তিনি
যা পদস্থ করে আমাকে তা প্রদান করলেন।"

কেউ একজন বললেন যে, একদিন হালিদ সমক্ষে বলে হলেন। তার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়
এক আরব বেদনতে। সে হালিদের অমুরাধ করল তাকে মেরে ফেলার জন্যে। হালিদ
বললেন, কেন? তুমি কি ডাকাতি করেছ? তুমি বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ? সে
জবাবে বলল, না, না, তার কিছুই আমি করিনি। হালিদ বললেন, তবে মরনে চাহু কোন দুর্ঘটনা?
না বলল, অভিযোগ ও ক্ষুণ্ণ জীবনায়। হালিদ বললেন, তোমার কি তুমি দরকার তা বল। সে বলল
আমার ১০ হাজার দিব্যধারা দেবার। হালিদ তা মনে করল এবং আমার আদেশ হয় যে মানুষ অর্জন
করেছি কেউ তা পারিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, ওই বেদনতে এক লক্ষ দিব্যধারা চাইবে
এবং আমি তাকে তা দিব। এখন সে চোখে চাত ১০ হাজার দিব্যধারা। আমার বেদনে গেল ৭০ হাজার
dibym। এটি আমার লাভ। কাজেই, চল ঘরে ফিরে যাই। ওকে ৩০ হাজার দিব্যধারা প্রদানের

হালিদ যখন দরবারে বসতেন তখন ধন-সম্পদ ও দিব্যধারা-ধীরনার তার সমুখে রাখতেন এবং
বলতেন এই মালামাল আমার নিকট আমানত। এটি দিয়ে দেওয়া জরুরী।

একবার রাবিবা নামে তার এক নালীর ৩০ হাজার দিব্যধারা মূলের একটি আন্ত হাতে হাতে
গিয়েছিল। সেটি হাতে হাতে খুব ক্ষুণ্ণ (নালায়)। সে হালিদের অমূরাধ করেছিল। এমন
একজন লোক দিতে যে নালা থেকে ওই আঁচল তুলে দিবে। হালিদ বললেন, ওই মূলার নালায়
পড়ে যাওয়া আঁচল পরিধান অপেক্ষা তোমার হাত আমার নিকট অধিক মরামায়। এই নাও ওই
আতরির বদলে অন্য একটি আঁটি কেনার জন্য পাঁচ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) নিয়ে যাও। রাবিড়া
নামের এই দাসীর নিকট ছিল মহামুল্লাবান গভীর ও অলঙ্কারের সংগ্রহ। তাঁদের ছিল ইয়াকৃত ও
শীর্ষক ক্ষুদ্রও। তাঁর প্রতিটিটির মূল ৭৩ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর “মানুষের করম” গ্রন্থে এবং ইবনু আর হতিম “আল-মুলাম” কিংবা
এবং সুন্নী সম্পর্কে গ্রন্থ সংকলনকারী অন্যায়নগণের উদ্দেশ্যে একটি খুব প্রাদুর্ভাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,
হে লোক সকল! আপনারা কুর্বানী করলে মহান আল্লাহ আপনাদের কুর্বানী করেলে। তবে
আমি এইবার জা’দ ইবনু দিরহামকে কুর্বানী দিব-হত্যা করব। কারণ, ও হতভাগা দায়ী করে যে,
আল্লাহ তাঁতালা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে বদনুরেপে প্রহৃত করেননি এবং তিনি হযরত মুসা (আ)-এর
সাথে কথা বলেননি। হতভাগা জা’দ যাকে বলে মহান আল্লাহ তাতা হতে বহ উদ্ধর। এরপর
খালিদ মিশর থেকে নেমে মিশরের সমুদ্রেই জা’দকে বহাব করে ফেললেন।

অবশ্য অন্যরা বলেছেন যে, জা’দ ইবনু দিরহাম ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। সে মারওয়ান
“আল-ফিউভাদ”-এর শিক্ষক ছিল। এজন্য মারওয়ানকে মারওয়ান আল-জাদী বলা হয়। ওই জা’দ
ছিল জাহিমিয়া সম্প্রদায়ের নেতা জাহিম ইবনু সাফিওয়ারের গুরু ও শায়খ। ওই সম্প্রদায়ের
লোকারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ রক্তগতভাবে সর্বনাশে উপস্থিত। কারণ তারা যাঁর বলে
মহান আল্লাহ তাতা হতে হব উদ্ধর। জা’দ ইবনু দিরহাম এই মায়াহবাব ও মতবাদ পেয়েছিল আবার
ইবনু সাফিওয়ার অন্য এক লোক হতে। আবার এই মায়াহবাব পেয়েছিল লাহিদ ইবনু আ’সমের
শ্রেষ্ঠ তালুত হতে। তালুত পেয়েছিল তার মামা লাহিদ ইবনু আ’সম ইয়াতুল্লী হতে। এই
লাহিদ-ই চিন্তনী, চুল ও চেহারুরের খোদার মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে যাদু করেছিল এবং
প্রতিক্রিয়া ওই কুবর পানি মেহেদির রঙে বিভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই বিষম সন্তান বুখারী, সন্তান মুসলিম ও অন্যান্য
হাদিসের শব্দ দলিল বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন হাদিসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-কে যাদু করার
প্রয়োজনে মহান আল্লাহ সূরা ফালক ও সূরা নাহিল করেছেন।

আবু বকর ইবনু আবু খায়ামায়া বলেছিলেন যে, মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহিয়া রিফাই বলেছেন আবু বকর
ইবনু ইয়াহিয়াকে বলতে গেছেন, তিনি বলেছিলেন, মুগীরা ও তার সাথে যেকে যখন হবী
করে হালিদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন তিমি করেছিলেন। মসজিদের তার জন্য
একটি চোখের ঝাড় আছিল। তিনি সেখানে বসেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ
দিলেন। তার হত্যা করা হল। এরপর মুগীরাকে বলেছেন, এবার তুমি আমি জীবিত কর। মুগীরাকে
দায়ী করতে যে, সে মৃতকে জীবিত করতে পারে। মুগীরা বলেছেন, আল্লাহ আপনার ভাল করলে আমি
তো মৃতকে জীবিত করতে পারি না। খালিদ বলেছেন, তুমি হত ও জীবিত করতে নতুন আমি
তোমাকে মরে ফেলে। সে বলে, আল্লাহর কামর! আমি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নয়।
এরপর তিনি একটি বাণ্ডে আবুন ঝালাতে বলেছেন। তাতে আবুন ঝালাতে হল। এরপর তিনি
মুগীরাকে বলেছেন, এবার যাও ওই বাণ্ডটি গলায় জড়িয়ে ধর। তাতে ওই আতরি করিয়া
ইতিমধ্যে তাঁর এক অনুগারী এগিয়ে যাও এবং বাণ্ডটি গলায় জড়িয়ে ধর। আবু বকর (র)
বলেছেন, আমি স্পষ্টে দেখেছি যে, লোকটিকে আতরি খেয়ে ফেলেছে। তাতে তখন তর্কী অসুখি
যারা ইশারা করছিল। তখন মুম্বীকে খলিদ বললেন, আল্লাহর কসম! নেতৃত্বের জন্যে ওই লোক তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য। এরপর তিন মুম্বীকে এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করলেন।

মাদাইনী বললেন, কৃত্তিন নুরুওয়াত দাতি করেছিলেন এমন এক লোকেকে খলিদের নিকট নিয়ে আসা হল। ওই লোককে বলা হল তোমার নুরুওয়াতের চিহ্ন কি? সে বলল, আমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তা হল:

(আনা আতীন্দক কমাহ ফুলে লরবক ও তর্কত ও তেতুক কল কাফি ও ফাজি)

এরপর খলিদ তাকে শুলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন। শুলিতে থাকা অবস্থায় সে বলছিল:

আনা আতীন্দক আমুদক - ফুলে লরবক তাল উল উভট ফাজি কলক নলক অসূফে নলক

মাদাইনী বললেন, এক যুক্তকে পাওয়া গেল কিছু এক গোত্রের অন্যর মহল। তার বিরুদ্ধে চূরির অভিযোগ দিয়ে তাকে খলিদের নিকট উপস্থিত করা হল। খলিদ তাকে ঘটতা সম্পর্কে জিজ্ঞেল করলেন; সে অপরাধ স্বীকার করল। (মূলত সে চোর ছিল না, প্রেমিকার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল)। তারপর তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেওয়া হল। ওই মূখুতে জনৈক সুদরী মহিলা বেরিয়ে এসে নিকের পত্রিকালা অব্যূহ করল:

আহাল এ কথার অপরাধে স্বীকার করেছিলেন।

“ওহে খলিদ! আপনি আরাবের কসম, পায়ে হোট খেলেন, একটি ভূল স্বীকার নিলেন। মূলত প্রেমিকর পাগল প্রেমিক আমারা চোর হিসেবে গণ্য করি না।”

কে ভাল করবে যে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে যে অপরাধ সে করেছিল। তবে প্রেমিকাকে অগ্রামিত করার চেয়ে সে নিজের হাত কর্তনের ভালো মন করেছে।

খলিদের কর্তৃক তার খলিদ মহিলা পিতাকে ডেকে পাঠালেন। ওই যুক্তকের সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং যুক্তকের পক্ষ হতে দেন মোহরধর্মী তিনি নিজে দশ হাজার সমাজে আদায় করে দিলেন।

যাদমাঈ বললেন, জনরে আর বেদসুন খলিদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। সে বলল, দুইটি পাঁচেন্তে আমি আপনার প্রশংসা বুঝ করেছি। আমাকে দশ হাজার সমাজে আর একটি খাদিম না দিলে আমি ওই পাঁকি আবৃত্তি করব না। খলিদ বললেন, হ্যা, তা তুমি পাবে। তখন সে আবৃত্তি করল:

(আতীত নয় টি কান না তুলি তুলি সিমুট নি তালিও সিবান সিবান সিন্নু)

“আপনি ‘হ্যাং’ বললে অনিবার্য করে নিয়েছেন। আপনি হ্যাং বললে বলতে এখন হয়ে গিয়েছেন যে, আপনি কোন বিষয়ে যেন কোনসীক হ্যাঙ্গ ব্যাপী অন্য কিছু বললেননি।”

ওটে না কান না তুলি তুলি সিবান সিবান সিবান সিন্নু কোনো সালের আহরাম
“আপনি তো “না” বলাটা ছেড়ে দিয়েছেন। অপনি এমন হয়ে গিয়েছেন যেন যুগ-যুগান্তের, জন্ম-জন্মান্তের আপনি কাউকে “না” বলতে শুনেন নি।”

বর্ণনাকারী বললেন, তারপর খালিদ তাকে দশহাজার দিয়ের এবং একটি খাদ্যের প্রদান করেন। যে খাদ্য ওই দিয়ের বহন করে নিয়ে যায়।

আহমাদী আরো বললেন যে, এক আরব বেদুইন খালিদের নিকট প্রবেশ করে। খালিদ বললেন, তোমার কি প্রয়োজন তা জানাও। বেদুইন বলল, এক লক্ষ দিয়ের প্রয়োজন আমার। খালিদ বললেন খুব বেশী হয়ে গেল যে, কিছুটা কামাও। সে বলল, ১০ হাজার কমিয়ে দিলাম। তার কাছ দেখে খালিদ অবাক হলেন। বেদুইন বলল, আপনার ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান অনুযায়ী আমি প্রথমে আপনার নিকট বড় মাপের সহায়তা চেয়েছিলাম। পরে আমার অবস্থা অনুযায়ী তা কমিয়ে দিয়েছি। খালিদ বললেন, তুমি আমাকে পরামর্শ করতে পারবে না কখনো। তাকে পুরো এক লক্ষ দিয়ের নির্দেশ প্রদান করলেন।

আহমাদী বললেন, এক আরব বেদুইন খালিদের দরবারে উপস্থিত হয়। সে বলল, আমি আপনার সমানে একটি কবিতা রচনা করেছি। কিন্তু আপনার মান-ময়দান বর্ণনায় সেটিকে আমি নগদ মনে করছি। খালিদ বললেন, তুমি ওই কবিতা আবৃতি কর। সে বলতে লাগল বলা।

“তুমি আমাকে দান করলেন। দিতে দিতে আপনি আমার সকল প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এমন পরিষ্কার দিয়েছেন যে, আমি মনে করেছিলাম আপনি আমার সাথে তামাশা করছেন।”

১) ফান্ট দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন দেখি ও আইন 

“বস্তুত আপনি নিজে দানশীল। আপনার পিতা দানশীল, আপনার ভা দানশীল, আপনার মিত 
দানশীল। দানশীলতা আপনাকে কথনো ছেড়ে যায় না।”

খালিদ বললেন, এবার তোমার চাহিদার কথা জানাও। সে বলল, আমার তো এখন ৫০,০০০ নীঘর আছে। খালিদ বললেন, সেটি তোমাকে দেওয়ার জন্য এবং মোট সেটির বিশাল দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম। তারপর এক লক্ষ দীনর বা বর্ণমূল্য তাকে দেওয়া হল।

আরু তাইয়ির মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইব্রাহীম ইব্রাহীম ওসাই বললেন, এক আরব বেদুইন খালিদ কাছের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের কবিতা আবৃতি করল।

কিভূস্ত নেমে বিকলের ফিরে তথোপপেছ মিস্তানের সমাপ্তির প্রায় আপনি তো আপনার সদর দরজায় “হঁই” লিখে রেখেছেন। ওই লেখায় তো লক্ষ করা যে মুখের নেকার খুলে হাসি মুখে বড় আশা নিয়ে আপনার দরজায় আসতে আহ্মদ জানায়।”

ওলক্ষ বিলায়তে বিবাহ গুলিয়ে ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট ফান্ট 

“আর আপনি “না”-কে বল দিয়েছেন যে, তুমি আমার দরজায় থান করে নাও। কারণ, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র্য)-৭
কোন সময়ই তোমাকে আমার দরজায় দেখা যাবে না।” ধরনামকারী বলেন, কবিতা ঘোন খালিদ কাস্বী তাকে প্রতি লাইনের জন্য ৫০ হাজার দিনহাজার প্রদান করেন।

খালিদ কাস্বী সম্পর্কে ইবন মঈন বলেছেন যে, সে ছিল একজন মন্দ লোক। হযরত আলী (র) এর দুর্বল গেয়ে বেড়াতাত। সে আহমাদী তার পিতা হতে বলনা করেছেন যে খালিদ পরিত্যক্ত মক্কায় একটি কূপ খনন করেছিল এবং সেটি যথাযথ কূপের চেয়ে অধিক সমান মোচা বলে দাবী করেছিল। তার সম্পর্কে এমন কথা প্রচলিত রয়েছে যে, সে খেলাফেকে রাসুলের উপর মর্যাদা প্রদান করত। এটিতে স্পষ্ট কথা থাকে। অবশ্য উপরের মতবাদ দ্বারা সে যদি বাহিক অর্থ না নিয়ে অন্য কোন অর্থ বুঝিয়ে থাকে তা হবে না। মহান আল্লাহ তালা জাননেন।

অবশ্য প্রচিত যা জানা যায় তা এই যে, খালিদ এমন মতবাদ করেছেন তা বলে যা প্রচলিত তা ঠিক নয়। তিনি এমন কথা বললে পারেন না। কারণ, তিনি সর্বদা বিদ্যমান ও গোমরাহী দুরুফে তৎপর ছিলেন। এই সুত্র তিনি জাদুই ইবন দিনহাজার ও অন্যান্য পাপাচারী লোকদেরকে হত্যা করতেন। “আল-আকাদ” কিতাবেরর রচয়িতা খালিদ সম্পর্কে কিছু অসত্য মতবাদ করেছেন।

কারণ, “আব্দুররালীন নিজের মধ্যে নবি পরিবার সম্পর্কে কতক সীমামূল্যে ধারণ ও বিশ্বাস ছিল। সে কখনো কখনো এমন সম কথা বলত যার অর্থ কেউ বুঝতে না। আমাদের শায়খ এলাহামীর ওই বাক্য স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনি তার বর্ণন শক্তি ও অন্যান্য কর্মের প্রশংসা করতেন।

ইবন আবী ইবন ইসাকিফ ও অন্যান্য উল্লেখ করেছেন যে, ওয়ালীয় ইবন ইয়ামাদ তার শাসনামলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সে হচ্ছে যাবে এবং সেখানে কা’বা গৃহের ছাদে উঠে মদুরপান করবে। একদল নেতৃঘোষী ও শাসক পর্যায়ের লোক সে জানত পারে। তার এই ধৃতরাস্ততার প্রেক্ষিতে তারা তাকে খুন করে অন্য কাউকে খুলিফার পদে বসানোর ব্যাপারে একমত হয়। খালিদ এই সোপান সংবাদ জানতে পেরে ওয়ালীদর সে বিবেচনা সত্ত্ব্ব করে দেয়।

ওয়ালীদ ওই নেতাদের নাম জানতে চায় খালিদের নিকট। খালিদ নাম প্রকাশে অসমীভূত জানায়। ওয়ালীদ এর্দতোর কাঠি শান্তি প্রদান করে। এরপর তার এই উত্তরের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ইবন তার উপর অকথা নিয়মন চালায়। অবশ্যই সূত্র ও দুধ্বজনকভাবে তার মৃত্যু হয়।

এই বছরের অর্থনীতি ১২৬ হিজরী সনের মুহাম্মাদ মসজিদ তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, আল-ওয়াকিফী তথ্য ইবন খালিকান তার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, খালিদের ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। নির্দেশী ঈমান তার মধ্যে ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে। সে তার নিজের ঘড়ির মধ্যে তার মায়ের জন্য একটি গির্জা বানিয়েছিল। এ নিয়ে কোন কোন কবি নিদর্শনে কথা লিখিয়েছে। “আল-আইয়ান” সময়ের লেখক বলেছেন যে, খালিদের পূর্বপুরুষ ইয়াহুদী ছিল। শাখা ও সাতীরের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাছ ইবন খালিকান বলেছেন যে, শাখা ও সাতীহ, তার দুইজন ছিল পরস্পর খাতাত থাই। তাদের প্রত্যেকেই ছয়শত বছর করে আর পেরেছিল। দুইজনের জন্য হয়েছিল একটি দিনে। সেদিন জ্যোতির্ষ্ঠা তারিক বিন্দু হয় এর মৃত্যু হয় সেদিন এদের দুইজনের জন্ম হয়। ওদের দুইজনের মুখে নিজেদের থুলু থুলু ছিটিয়ে দিয়ে সে বলেছিল এর জ্যোতির্ষ্ঠা শাখায় আমার প্রতিনিধিত্ব করেল। এরপর সেদিনই তারিকা মৃত্যুবরণ করে।
১২৬ হিজরী সনে আরো যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাদের মধ্যে জাবালাহ ইবন নাহিম, দারবাসা আবু সাবধান, সাইদ ইবন মসরক, দামেক্সের কায় সুলায়মান ইবন হারিব মুহারিমী, মালিকের শায়খ আবদুর রহমান ইবন কাসিম, উবাইদুল্লাহ ইবন আবু ইয়ায়াদ, আমর ইবন দীনার। “আত-তাকিমীল” গ্রন্থে আমরা এদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১২৭ হিজরী সন

এই হিজরী সনের সূচিটায় খলিফা পদে আতীন ছিলেন ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদ ইবন আবদুল্লাহ মালিক। তার ভাই পূর্বোক্ত খলিফা ইয়াহিয়া আল নাকিদের ওসিয়াত অমুযায়ি তিনি খলিফা পদে নিযুক্ত হন। সেনাপতি ও প্রশাসক সংস্থার প্রতি হাত বায়ায়াত করে। সিসিলিয়ার সকল নগরী খলিফা হিসেবে তার প্রতি আনুগত্যের ধর্মনায়ে দেয়। কিন্তু হিমসের নাগালিগেণ তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আযাবাযায়ান ও আমরেলিয়াতে প্রশাসক পদে নিয়োজিত ছিল মারওয়ান আল-হিয়ার। এর পূর্বে সেখানে প্রশাসক ছিল মারওয়ানের পিতা মুহাম্মদ। ওয়ালিদ ইবন ইয়াহিয়ার হত্যাকারী বিচার দায়ি করে তার ইয়াহিয়া ইবন ওয়ালিদের বিচারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ওয়ালিদ হত্যা হাতে প্রতি বিচার দায়ি নিয়ে সে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। হারবান পর্যন্ত আসার পর তার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ফমতাসীন খলিফা ইয়াহিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আমরা অভিলেখে খলিফা মুতাই সংবাদ তার নিকট পৌঁছে এবং সে জায়িরার উদ্ধেশ্য যাত্রা করে। কিন্তু পৌঁছে সে ওমানকার ওবিরামীর কেন্দ্রে অব্যক্তি করে।

ওরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর সে হিমসের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় সেখানে প্রশাসক খলিফা ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদের পক্ষে আবদুল্লাহ আহ্মেদ ইবন হাজাজ। আবদুল্লাহ আহ্মেদ ইবন হাজাজ এসে হিমস অগ্রসর করেন। শেষ পর্যন্ত তারা তার কেন্দ্রীয় খলিফা ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অবশ্য তারা আনুগত্য না করার জন্যে অনুরোধ ছিল। এতদিকে মারওয়ানের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রশাসক আবদুল্লাহ আহ্মেদ হিমস ছেড়ে চলে যান। মারওয়ান এসে হিমসের প্রবেশ করে। হিমসের জনসাধারণ খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে মারওয়ানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সাথে রাজধানী দামেক্ষ অভিমুখে রওনা করে। ওদের সাথে জায়িরা এবং কিন্তু সেরার সন্ন্যারা ছিল। প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার) সেনা নিয়ে মারওয়ান দামেক্ষ অভিমুখে অগ্রসর হয়।

মারওয়ানের অভ্যুত্থান রোধ করার জন্যে খলিফা ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) সেনা প্রেরণ করেন। আইনুল-আরর নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখ্যমুখি হয়।

মারওয়ান যুদ্ধ বিরতি ঘন্টা দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, ওয়ালিদের দুই ছেলে হাকাম আবু উমামারের সমর্থনে বর্তমান খলিফা পদত্যাগ করে ওদের দুইজনকে নেন খলিফার পদে আসান করে। ইতিপূর্বে তাদের পিতা ওয়ালিদ তাদের দুইজনের পক্ষে প্রায় আত্ম নিয়েছিল। পূর্ববর্তী খলিফা ইয়াহিয়ার ওদের দুইজনকে দামেক্ষে বন্ধু করে রেখেছিল।

সরকারী সৈনিকগণ মারওয়ানের প্রতি প্রত্যাখ্যান করে। উভয়পক্ষ সেখানে পৌঁছে যুদ্ধ হয়। পূর্ববর্তী হতে শুরু করে আছে পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ইতিমধ্যে মারওয়ান একটি সূচনা পরিকল্পনা করে।
সে একটি গোপন দল পাঠায় যারা ইবন হিশামের বাহিনীর পেছন হতে অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ করবে। তাহলে তাদের সুরপাল আসবে। পরিকল্পনা মুতাবিক ওই দল সরকারী বাহিনীর পেছন হতে তারা ধনি দিতে দিতে এগিয়ে আসে আর অন্যান্য সামনেন দিক হতে আক্রমণ চালায়। ফলে সরকারী বাহিনীর অধিনায়ক সুলায়মান ও তার বাহিনীর পরাজয় ঘটে। তখন হিমসের নৈর্দোষী বহুলোকের হত্যা করে। সেদিন তারা ১৭ থেকে ১৮ হাজার দামেকবাসীকে হত্যা করে এবং সমান সংখ্যক বন্দি করে। মারওয়ান তাদের নিকট হতে ওয়ালীদের দুই হাজার হাকাম ও উচ্চমানের পক্ষে রায় হারায়। এরপর সে দুইজনের ছাড়া অন্য সবাইকে ছেড়ে দেয়। সে দুইজনকে ছাড়েনি তারা হল ইয়াদীদ ইবন ইবার কালিবি এবং ওয়ালীদ ইবন মুসাদ কালিবি। সে তাদেরকে তাদের সুরক্ষায় রাখে বেদম প্রহার করে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারেই তাদের দুইজনের মৃত্যু হয়। এই দুইজন সরাসরি সাবেক খলিফা ওয়ালীদের হত্যা করার সাথে জড়িত ছিল।

সরকারী সুন্নাত সুলায়মান অবশিষ্ট সৈন্যসহ দামেকের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। ভোর হতে হতে তারা দামেকে গিয়ে পৌঁছে এবং খলিফা ইব্রাহীম ইবন ওয়ালীদের ঘটা জানায়। এই পরিস্থিতিতে কি করা যায় সেই সন্তান গ্রহণের জন্যে সৈন্যতার বাহিনী পরামর্শ সহায়তা মিলিত হয়। তাদের মধ্যে আবদুল আরুফ ইবন হাজার ও ইয়াহিদ ইবন খালিদ ইবন আবদুল্লাহ কাস্কী, আবু ইলাকা সাকাসকী অরসাক ইবন যুওয়ালাতুল-কালিবি ও তাদের সমস্তকের নেতৃস্থানীয় হিসেবে তাদের সকলে সিদ্ধান্ত নিলে যে, খলিফা ওয়ালীদের কারাবাদী দুই হাজার হাকাম ও উচ্চমানকে মেরে ফেলতে হবে। তা না হলে ওরা শাসন ফসমতা প্রহর করবে এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপ পোষণকারী ও তাদের পিতার হত্যাকারীকে পরিচিত করবে।

তারা ইয়াহিদ ইবন খালিদ কাস্কীকে পাঠায় ওদের দুইজনকে জেলখানায় হত্যা করার জন্য। সে জেলখানায় গিয়ে পৌঁছে। সেখানে হাকাম ও উচ্চমান দুইজনের বইয়ের বস্তায় ছিল। তখন তারা দুইজনেই সাবালক। কেউ বলেছেন যে, ওদের একজনের তখন একটি সন্তান জন্মাহয়ে হয়েছিল। ইয়াহিদ ইবন খালিদ ঠাকুর মধ্যয পরিকল্পনাতে ওদের দুইজনকে খুন করে মাথা ফটিয়ে এবং সে বন্দি অবস্থায় ইউসুফ ইবন উমরকেও হত্যা করে। (উল্লেখ যে, ইউসুফ ইবন উমর ইরাকের প্রশাসনী সহায় ইয়াহিদের পিতা খালিদ কাস্কীকে নির্মান বাহিত হতা করেছিল।) ওই কারাগারে আবু মুহাম্মদ সুফয়নানী বন্দী ছিল। সুযোগ বুঝে সে মূল কক্ষ হতে পালিয়ে জেলখানার হেতুতে অন্য একটি কক্ষে ছিটে যায় এবং দুঃখের বদ্ধ করে দেয়।

সরকারী লোকজন তাকে ঘরে রাখে কিন্তু সে বের হয় না। অবশেষে তারা ওই দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। ইতিপূর্বে পালানরত সৈনিকদের ধারায় করতে করতে মারুয়ান দামেকের নিকটবর্তী হয়ে যায়। জেলখানার লোকজন তারপর সেদিন মনোযোগ দেয় এবং জেলখানা হতে বেরিয়ে যায়।

মারওয়ান আল-হিমারের দামেকের ঘ্রেষম ও খিলাফত লাভ

মারওয়ান তার সাথী সৈন্যদেরকে নিয়ে আইনুল জারর হতে দামেকের দিকে আগসর হয়। দামেক অধিবাসিগণ গতদিন তার হতে পরাজিত হয়েছিল। মারওয়ান দামেকের কাছাকাছি এসে
পৌঁছলে ক্ষমতাসাধীন খলীফা ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদ দামিক ছেড়ে পলায়ন করে। প্রধান সেনাপতি সুলায়মান ইবন হিশাম সরকারী কোয়ারাগের তালা চুলা বায়ুতল মালে রক্ষিত অস্ত্র মালামাল তার সাদা-সরু ও অনায়ার সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। বিদ্রোহী সৈন্য থাকা নিহত খলীফা ওয়ালিদের ক্রীতদাসণ দ্বেষে আবদুল্লাহ আবী ইবন হাজারের বাড়ি গিয়ে পৌঁছে। তারা তাকে হত্যা করে এবং ওই বাড়িতে লুটতরাজ চলায়। তারা খলীফা ইবারিয়েদ ইবন ওয়ালিদের কবর খুঁড়ে তার মরদেহ নেয় করে আনে এবং সেইসাথে জায়গার সদর দফতর শুধুতে চড়ায়। মারওয়ান ইবন মুহাম্মদ আল-হিমার দামিকে প্রবেশ করে। সে দামিকে উঠো অথবা অবস্থান নেয়।

ওয়ালিদের দুইপুত্র হাকাম ও উহমানকে তার নিকট আনা হয়। তারা তখন প্রাণহীন নিধর মরমায়। নিহত ইউসুফ ইবন উমরকেও সেখানে আনা হয়। তারা ইউসুফ ইবন উমরকে দাফন করে। আবু মুহাম্মদ সুফয়ানকে জেলখানা হতে উত্তার করে সেখানে আনা হয়। তারা হাতে তখনো হাতকায়। সে মারওয়ানকে খলীফা সমাধান করে সালাম জানায়। মারওয়ান বলল, ধীমে-ধীমে। আবু মুহাম্মদ বলল, ওই দুই বলক তাদের অবর্তমানে আপনাকে খলীফার দায়িত্ব প্রাপ্ত করার কথা বলে গিয়েছে। এরপর সুফয়ান একটি কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতাটি জেলখানা বনে হাকাম ইবন ওয়ালিদ রচনা করেছিল। এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। তার কিছুটা নিম্নে দেওয়া হল।

আর এমন মোরান উপন ইসলাম ও উমরের বালরাণ হয়ে দেওয়া হল।

“এমন কেউ আছে কি যে আমার পক্ষ হতে মারওয়ানকে একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দিবে? এখন হিংসা-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। শক্তি সর্বজনে বিস্তৃত হয়েছে।”

বানী তাদের উপর সমর্পিত হয়ে রয়েছি। আমার পিতা ওয়ালিদের হত্যাকারীদের পর আমার সম্প্রদায়ের লোকজন সকলে আমার নিয়মতন শিকার হয়েছে।

ফার হেলাম আর ভুলে অবিভ; ফর্মুল আর হোমিতান।

“আমি যদি মারা যাই এবং আমার পরবর্তী খলীফারুপে স্বীকার করি আমার ভাইও যদি মারা যাতাহলে মারওয়ান-ই হবে আমীরুল মুরমীনী খলীফা।”

এরপর আবু মুহাম্মদ সুফয়ান মারওয়ানকে বলল, “আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমার খলীফা জানে আপনার হতে বায়াআত করব। মারওয়ান হাত প্রসারিত করে। সর্বপ্রথম আবু মুহাম্মদ সুফয়ান তার হাতে বায়াআত করে। এরপর বায়াআত করে মুহাম্মদ ইবন ইবারিয়েদ ইবন হুসায়ন ইবন নুমাইর। এরপর দামিক ও হিমসের অধিবাসী মনোমূলক সীমিত সোলকজন মারওয়ানের হাত বায়াআত করে। এরপর মারওয়ান তাদেরকে বলল, আপনারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান দেদের জন্য নিজেদের পদসমত প্রদর্শনের নাম প্রসার করৃন। আমি ওদেরকে আপনাদের প্রদানকরে নিয়োগ দিব। প্রত্যেক এলাকার জনপদের পদসমত প্রদর্শনের নাম প্রসার করে। মারওয়ান ওদেরকে নিয়োগ দেন। দামিকে প্রদর্শক নিযুক্ত হয় মুমিল ইবন আমার আল-জাবারান। হিমসে আবদুল্লাহ ইবন সজারাহ আল-কিন্দী। জর্জানে ওয়ালিদ ইবন মুহাম্মদ।
ইবন মারওয়ান। ফিলিস্তিনে ছাপিত ইবন নাইম জুমাহী। সিরিয়া পরিপূর্ণভাবে মারওয়ানের অনুগত হবার পর তিনি হাররানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই পর্যায়ে কফতজাহাত খলিফা ইবরাহীম ইবন ওয়ালিদ এবং তার চাচাত তাই ও প্রধান সেনাপতি সুলায়মান ইবন হিশাম খলিফা মারওয়ানের নিকট আলাদাভাবন করে নিরাপত্তার আবেদন জানায়। খলিফা তাদের আবেদন মঙ্গল করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। সুলায়মান ইবন হিশাম তিনমুহরের জনগণকে খলিফার নিকট নিয়ে আসেন। তারা মারওয়ানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

হাররানের স্থিতিশীলতা অবসরের পর মারওয়ান তিনমুহর সেখানে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে সিরিয়ায় তার প্রতি আনুগত্য ভেঙে যায়। তারা তার বিশেষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হিমস এবং অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণ বায়ারাত ও অল্পকাল ভঙ্গ করে। খলিফা ওদেরকে শায়েষ্টা করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐবাদ ফিতরের রাতে সরকারী সৈন্য হিমসের গোয়াড়োতে তারা বিদ্রোহ করে। খলিফা মারওয়ান সেখানে পৌছে এবং দুই দিনের মধ্যে তাদের নিয়ে যায়।

খলিফার মারওয়ানের সাথে ছিল তাদের দুইজন এ সময়ে মারওয়ানের ধর্ম ঘোষিতো অর্জন করে। তাদের ছোট খলিফা দুইবেলা খাবার বসতেন না। সরকারী বাহিনী হিমসের জনগণকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারা ডাক দিয়ে বলে যে, আমরা এখন খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন রায়ী আছি। খলিফা বললেন, তাহলে শহরের ফটক করো দাও। তারা ফটক খুলে দিল। এরপর কিছুটা সংঘর্ষ হয়।

তাতে হিমস বাহিনীর প্রায় পাঁচ হাজার লোক মারা যায়। খলিফার নির্দেশে ওদেরকে শহরের চারিদিকে শুলিতে চড়িয়ে রাখা হয়। খলিফা নির্দেশ দেন শহরের কোতক নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙে ফেলতে। ফলে কোতক প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়।

ওদের দামেস্কের গাওতাহ জনগণের অধিবাসিগণ সরকারী প্রশাসক যামিল ইবন আমরকে অবরুদ্ধ করে ইয়ামিয়দ ইবন খলিদ কাস্রীকে তাদের প্রশাসক মনোনীত করে। ইয়ামিয়দ সেখানে প্রশাসনকর্ম করে। ওই বিদ্রোহ দমনের জন্য খলিফা মারওয়ান হিমস হতে দেশাত্মার সেনা প্রেরণ করে। ওরা দামেস্ক নগরীর কাছে এসে পৌছে যেখানে ইয়ামিয়দ ইবন খলিদের নেতৃত্বে গাওতাহবাসী ওদের পরিচালনা করে। উভয় পক্ষে প্রচুর যুদ্ধ হয়। সরকারী বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মায়াহাও অন্যান্য দেশের সাথে যুদ্ধ করিয়ে দেয়। ইয়ামিয়দ ইবন খলিদ কাস্রী এবং আবু ইলাকা কাস্রী মায়াহার এর সাথে যুদ্ধের জন্যে ব্যর্থ করে। ফলে ওই লোক যামিল ইবন আমরকে ওদের অবমাননার কথা জানিয়ে দেয়। যামিল এসে তাদের দুইজনকে হত্যা করে এবং তাদের মতক দুইটি পাঠায় দেয় হিমসে অবস্থানরত খলিফা মারওয়ানের নিকট।

ফিলিস্তিনীদেরকে সাথে নিয়ে ছাপিত ইবন নাইম খলিফার বিদ্রোহ বিদ্রোহ করে। তারা তাবারিয়া নগরীতে এসে সেটি অবরুদ্ধ করে। তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্যে খলিফা মারওয়ান একদল সৈন্য পাঠান। তারা বিদ্রোহী বাহিনীকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং শক্তিশালী হত্যা করে দেয়। বিদ্রোহী নেতা ছাপিত ইবন নাইম পালিয়ে ফিলিস্তিনের আমার আবু ওয়াবাদ তাকে ধায়া করে। তারা বাহিনী পুনরায় পরাজিত এবং পরাশ্রয় বিচ্ছেদ হয়ে পড়ে।

ছাপিতের তিনশো সরকারী বাহিনীর হতে বন্ধু হয়। আমার আবু ওয়াবাদ ওদেরকে খলিফা
মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছিল আহত। খলীফা ওদের সৃষ্টিকর্তা নির্দেশ দেন।
এরপর খলীফা ফিলিস্তিনী উপপ্রধান প্রাসাদক রামাহিস ইবন আব্দুল আলিয়কে নির্দেশ দেন বিদ্রোহী নেতা ছাবিতকে ধূঢ়ে বের করার জন্য। ছাবিত বারবার পালিয়ে বেড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে সে
ধরা পড়ে যায়। সে ধরা পড়ে বিদ্রোহী মোহাম্মদের প্রায় দুইমাস পর। স্থানীয় প্রাসাদক তাকে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেয় তার হাত-পা দুইটা কেটে ফেলে দিয়ে। তার সাথে কতক বিদ্রোহীর ও গ্রেফতার করে হাত-পা কেটে খলীফার নিকট পাঠানো হয়। তাদেরকে দামেকের মসজিদের
দরজায় রাখা হয়। কারণ দামেকে ওজন ছড়িয়ে পড়ে যে, বিদ্রোহী নেতা ছাবিত সরকারী সেনাদের
চেয়ে ধুলা দিয়ে মিশর চলে যায় এবং সেখানে মারওয়ানের নিয়ূক্ত প্রাসাদকের হাতে করে নিয়ে
ক্ষমতা গ্রহণ করে। উক্ত ওজন অসার এই কথা প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে হাত-পা কেটে
পাঠানো হয় দামেকে অধিবাসীদের নিকট।

খলীফা মারওয়ান নেশ কিছুদিন দিয়ে আইয়ুব তথা হাফরত আইয়ুব (আ)-এর ওই অঞ্চলে
অবস্থান করেন। সেখানে তিনি তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে বীয়ুপুর আব্দুল্লাহ এবং তারপরে
অন্যপুর্ত আবদুল্লাহ-এর পক্ষে বায়াতা গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি তার দুইপুরের হিশামের
dুইকন্যার সাথে বিয়ে দেন। কন্যা দুইটার নাম ছিল উমর হিশাম এবং আয়াশা। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল
জমজমে ও প্রাণপণ এবং তাদের পক্ষে বায়াতা গ্রহণও ছিল সত্যন্ত্র ও সার্বজনীন। কিন্তু
মূলত তা পরিপূর্ণ ছিল না।

তারপর খলীফা দামেকে ফিরে এলেন। ছাবিত ও তার সহযোগীদের হাত-পা কাটার পর
এবার তাদেরকে শহরের ফটকসমূহে নিয়ে মুশলিত চাড়াবার নির্দেশ দিলেন। একমাত্র আমর ইবন
হারিফ কাব্বুয়া কাউকে জীবিত রাখা হয়নি, তাকে বিচিত্রে রাখা হয়েছিল এজন্যে যে, ছাবিত
ইবন নাইম তার ধন-সম্পদ কার কার নিকট পশ্চিম রেখেছিল তা আমর ইবন হারিফের জর্জা
ছিল। ওই সব ধন-সম্পদ উদ্ভারের জন্য তাকে বিচিত্রে রাখা হয়েছিল। এই সময়ে তিদমুর ছাড়া
সিরিয়ার সমগ্র অঞ্চলে খলীফার ক্ষমতা পাকাপোক হয়। তার সমর্থনে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

এবার তিনি দামেকে হেঁড়ে হিসেবের কান্দাল অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে তিনি
সংবাদ পান যে, তিদমুরের অধিবাসিগণ একটি প্রধানমন্ত্রী জলাহারের পানি বদল করে সব পানি
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছে। তাতে তিনি আরো ক্ষেপে উঠেন ওদের প্রতি। তার সাথে
থেকে সেনাবাহিনীর একটি বিশাল বহর ছিল। তিদমুরের অধিবাসিগণ ছিল আবরাশের স্বাক্ষী।
সে প্রথমেই সেনা অভিযান না চালিয়ে একজন মধ্যস্ত কারী প্রেরণের জন্যে খলীফার প্রতি অনুরোধ
জানায়। খলীফা আবরাশের ভাই আমর ইবন ওয়ালিয়াকে আপেক্ষ করার জন্যে ওদের নিকট
পাঠান। আমর ওদের নিকট আসে। ওরা তার সেনা কথা শোনলেন। কেননা প্রথম মানদনি। আমর
বার্ষ হয়ে ফিরে আসে। খলীফা তাদের উপর সেনা-অক্ষম পরিচালনার প্রতি নিষে থাকেন।
আবরাশ বলল, তবে এবার আমি নিজে গিয়ে দেখি। খলীফা তাকে পাঠিলেন। আবরাশ সেখানে
পাল। ওদের সাথে কথাবার্তা বলল। ওদেরকে খলীফার অনুগৃহ করার জন্যে বুঝাল। তাদেরের
অধিবাস লোক তার প্রস্তাবে রায়ী হল। কতক লোক তা মানল না। পরিবর্তিত লিখে জানাল
খলীফাকে। খলীফা তাকে নির্দেশ দিলেন ওখানকার কতক নির্মত্তা প্রাচীর ভেঙে ফেললে এবং
খলীফার প্রতি অনুপ্রত্য প্রদর্শনকারী লোকদের সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। আবরাশ তাই করল।
ওরা ফিরে আসার পর কাদিলা মারাওয়ান তার সাথে থাকা সৌন্দর্য সামনে নিয়ে স্থলের কথা মনা করলেন। নেতৃত্বগুলোর মধ্যে সদৃশ ক্ষমতাধর্মীক কেদিলা ইব্রাহীম ইবন ওয়ালিদ, সুলায়মান ইবন হিরাশ এবং ওয়ালিদ-ইয়াহিয়েদ ও সুলায়মান বংশধরদের একটি দল তার সাথে ছিল। তিনি কিছু পৌছেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর সম্পদ তুলি উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সুলায়মান ইবন হিরাশ কিছুদিন এখানে অবস্থান করে বিশ্বাস হওয়ার জন্যে কেদিলার অনুমতি প্রার্থনা করে। কেদিলা তাকে অনুমতি দেন। মারাওয়ান আসার হলে সমতল অধ্যাত্ম দিকে। তিনি ফোরাম নদীর তীরে আল-ওয়াসিত শহরে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে তিনিও থাকার পর তিনি যাত্রা শুরু করেন 'কিদিলিয়াহ'-এর উদ্দেশ্যে।

কিছুদিন প্রশাসন দায়িত্ব পালন করেছিল তখন ইবন হুবারা। ইবন হুবারাকে খারিজি বিদ্রোহী দাহকাড় ইবন কায়ের বিরুদ্ধে অভিযান প্রণয়নের জন্যে কেদিলা সেখানে গমন করলেন। খারিজি বিদ্রোহী দাহকাড় ইবন কায়ের শায়খানী হারিয়ের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য অভিযান পরিচালনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন কেদিলা মারাওয়ান। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অভিযানে প্রেরিত প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) অন্ধাবোধী সৌন্দর্য অভিযান শেষে খারিজির সাথে মোক্ষ দেওয়ার জন্যে আহ্বান হয়। তারা সন্তান এসে পৌছে। খারিজির অনুমতি নিয়ে সুলায়মান সেখানে বিশ্বাস নিচ্ছিল।

প্রত্যাক্ষীনকারী অন্ধাবোধী সন্তান সুলায়মানকে থালাফতের দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানায়। তারা মারাওয়ানকে অপসারণের প্রস্তাব দেয়। শহরতান সুলায়মানের পদাতিক ঘটায়।

সুলায়মান বিভ্রান্ত হয়। সে ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে মারাওয়ানকে খারিজির পদ হতে বরখাস্তের ঘোষণা দেয়। ওই সেনাদলকে নিয়ে সে কিনিসৈরীনের দিকে অগ্রসর হয়।

সিরিয়াবাসীদের সাথে সে চুক্তিবদ্ধ হয়। তারা তার সাথে যোগ দেয়। দাহকাড় ইবন কায়ের খারিজীকে দমন করার জন্যে খারিজি মারাওয়ান কিদিলিয়াহের প্রশাসন ইবন হুবারাকে পাঠিয়েছিল।

বিদ্রোহী খারিজী সুলায়মান ওই ইবন হুবারাকে তার নিকট চলে আসার নির্দেশ দিয়ে পরে পাঠায়। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ (স্থল) হাজার সৈনিক সুলায়মানের সমর্থনে সমবেত হয়।

সংবাদ পেয়ে খারিজীয় মারাওয়ান-তাদেরকে দমন করার জন্য ইসলাম মুসলিমের নেতৃত্বে প্রায় ৭০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিনিসৈরীনের এসে উত্থান পক্ষ মুক্তামুক্তি হয়।

প্রচুর যুদ্ধ হয় উচ্চ দলের মধ্যে। ইতিমধ্যে মারাওয়ান এবং তার সমর্থন সাধারণ জনগণ এর যুদ্ধে যোগ দেয়। এর আকর্ষণ চালায় সরকারী বাহিনী। তারা বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করে।

যুদ্ধে সুলায়মান ইবন হিরাশের বক্তব্য ছিলেন ইব্রাহীম ইবন সুলায়মান নিহত হয় এবং তাদের আর জমাদ হাজারের অধিক সৈন্য নিহত হয়। সুলায়মান পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। সে এসে উঠে হিমসের নগ্রীতে। পালিয়ে যায়া সৈনিকগণ সেখানে এসে তার সাথে যোগ দেয়। একটি নতুন সেনাদল গঠন করে সে ওদেরকে নিয়ে। মারাওয়ান ইতিপূর্বে হিমসের যে নিরাপত্তা প্রাপ্ত ভেসে ফেলেছিল সে তা পূর্ণাঙ্গ করে।

ওদের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য অভিযান পরিচালনা করে মারাওয়ান। তিনি হিমসে তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। ৮০টিরও অধিক কামান স্থাপন করে নিরাপত্তা প্রাপ্ত করে। এভাবে আত্মস অতিবাহিত হয়, সরকারী বাহিনী রাতে দিনে সমানে কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে।
বিদ্রোহিগণ প্রতিদিন দূর্ঘল হয়ে বের হয়ে প্রতিরোধ আক্রমণ চালিতে থাকে এবং পুনরায় দুর্ঘল আশ্রয় নেয়।

এক পর্যায়ে সুলায়মান ও তার অনুগত একদল সৈন্য তিদমুর গমন করে। মারওয়ানের সৈন্যরা তাদের প্রতিরোধ করে। তারা তাদের হত্যা এবং তারা কাফেলা লুট করার চেষ্টা করে।

কিছু তাতে সক্ষম হয়নি। মারওয়ান ওদের বিকল্পে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নেন এবং জোর আক্রমণ চালান।

কিছু ১০০ সদস্য সুলায়মান বাহিনী চালনায় সামরিক বাহিনীর প্রায় ছয় হাজার সৈন্য হত্যা করে। তাদের দল ভিন্ন মুক্তিলাভ করে। মারওয়ান হিমস অবরোধ অব্যাহত রাখেন। পূর্ণ দশ মাস এই অবরোধ চলে। ইতিমধ্যে হিমসের অধিবাসিগণ চরম দুঃখ-কষ্ট অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা খলিফার নিকট আবহাওয়ারের বিনিময়ে নিরাপত্তা কামনা করে।

খলিফা এই শর্তে নিরাপত্তা প্রদানে রায়ি হন যে, তারা তার নির্দেশ পালন করবে। এরপর তারা এই শর্তে নিরাপত্তা কামনা করে যে, তারা সাদিদ ইবনে হিশামকে তার দুই ছেলে মারওয়ান ও উহামাকে বন্ধু সাক্ষাত্কারের লোকটিকে এবং মারওয়ান সম্পর্কে মিথ্যা আরোপকারী ও তাদের গাল-মন্দকারী হাবেনী লোকটিকে তারা হতে তুলে দিয়ে। খলিফা তাদের এই প্রতার অবহেলা করে এবং তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তিনি উপরোক্ষিত লোকগুলোকে মৃত্যুনোনে দৃষ্টিকে করেন।

খলিফা এবার দাহাহকের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কফতাীদীন ইরাকী প্রশাসক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর উমর ইবনে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ ইতিমধ্যে দাহাহক খারিজীর সাথে একটি আপেক্ষিক মিলামিলের ফলে সংঘটিত হয়। চুক্তি হয়েছিল এই শর্তে যে, দাহাহক খারিজী কুফা ও তৎস্থলে যতটিই অংশে কর্মচারী প্রতিষ্ঠা করেছে ততটিকে সে সামনে পরিচালনা করবে।

অতিরিক্ত স্থান দখলের চেষ্টা করবে না।

ইতিমধ্যে মারওয়ানের অস্বাভাবিক মোকাফ্ত কুফা নগরীর কাল্পনিক এসে পৌঁছে। দাহাহকের নিয়ূক্ত কুফার প্রশাসক মালহান শায়াবানী তাদের প্রতিরোধ করে। এদের যুদ্ধ হয় সেখানে। মালহান নিহত হয়। দাহাহক তখন মুহাম্মদ ইবনে ইমরানকে কুফা শাসনকর্তা নিয়োগ করে। ফলে মারওয়ান নিজে মূসেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইবনে হুবয়ার খাবার এসে সেটিকে খারিজীদের দখল হতে মুক্ত করে। দাহাহকের নতুন এককল সৈন্য প্রেরণ করে কুফতে। কিন্তু সেখানে তারা কিছুই করতে পারেনি।

এই হিজ্রী সনে দাহাহক ইবনে কয়স শায়াবানী ফেরুদের খলিফার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার বিদ্রোহের পটভূমি এই ছিল যে, সাদিদ ইবনে বাহদল নামে এক খারিজী লোক জন-সাধারণের অসাধারণতাকে মোক্ষ সময়ের মধ্যে হয়। খলিফা ওয়াইল ইবনে ইয়াহীদের হত্যাকাণ্ডের পর জনগণ যখন আহ্মদকে লিপ্ত এবং ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে সন্তোষ তখন সাদিদ খারিজী তার অপত্তন পরামর্শ শুরু করে। তার অনুমতি একটি লোক নিয়ে সে ইরাকে আত্মোদান শুরু করে। প্রায় চার হাজার লোক তার সমর্থনে সমর্থন হয়। ইতিপূর্বে কোন খারিজী নেতার সমর্থনে এক লোক আসেনি। সরকারী সন্ন্যাসী খারিজীদের বিনিময়ে অপারার হয়। মুক্তাদারী হয় উভয় পক্ষ। প্রথম যুদ্ধ চলতে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে। কখনো এরা চাপ সৃষ্টি করে কখনো ওরা।

কখনো এই পক্ষ প্রাধান্য বিতরন করেছে, কখনো ওই পক্ষ। এই মধ্যে প্রেরণ রোপন অক্রম হয়।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ)——৮
খারিজীদের প্রধান নেতা সাইদ উবন বাহদান মারা যায়। এরপর দাহহাক উবন কায়স নেতৃত্বে আসে। খারিজীগণ দাহহাকের পাশে সমবেত হয়। তারা প্রচুর আক্রমণ চালায় সরকারী বাহিনীর উপর। এই যাত্রায় তারা জয় হয়। সরকারী বাহিনীর বহু লোককে খারিজীরা হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে ইরাকের প্রশাসক আবদুর্রাহ ইবন উমর ইবন আবদুল আহমেদের তাই আলিম ইবন উমর ইবন আবদুল আহমেদও ছিল। এ প্রসঙ্গে কয়েক পাঁচটির মাধ্যমে তার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

এরপর খারিজী নেতা দাহহাক তার সাথীদেরকে নিয়ে সরাসরি খলিফা মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি হয়। সে কূফা গমন করে। কূফার জনগণ তাদেরকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু দাহহাক বাহিনী ওই প্রতিরোধ ভেদে কূফা নগরীতে প্রবেশ করে এবং সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সে হাসান নামে এক বাকি কে কূফায় তার পক্ষে প্রশাসক নিয়োগ করে। এরপর এই বছরই মুসলিম মানুষের মালামাহ শায়াবানীকে সে বাইতে নিয়োগ দেয়। সে নিজের ইরাকের প্রশাসক আবদুর্রাহ ইবন উমর ইবন আবদুল আহমেদের সৌজন্যে অনুসরণ করে। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। উভয় দলে যুদ্ধ হয়। সেটি উল্লেখ করতে গেলে বিরোধ আক্রমণ হয় কেবল হয়।

এই হিজরীর সনে অর্থাৎ ১২৭ হিজরীর সেন কতক লোক আবদুস খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ও আন্দোলনে একত্র হয়। এই সুক্র তারা আবাসী ইমাম ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদের নিকট উপস্থিত হয়। আবু মুসলিম খুরাসানী তাদের সাথে ছিল। আন্দোলনের প্রতিরোধ জন্যে তারা ইমাম ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদকে পর্যায় অর্ধ-কর্ড প্রদান করে। নিজেদের ধন সম্পদের ১/৫ অংশ তারা ইমামের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু চরিত্রে একের পর এক ফিতনা-ফাসাদ ও বিশ্বাসঘাতের কারণে এই বছর তারা সুফিজাল আন্দোলন পড়ে তুলেতে পারেনি।

এই হিজরীর সনে কূফায় মুহাম্মদ ইবন আবদুর্রাহ ইবন জাফর ইবন আবু তালিব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি লোড়েরকে তার নিজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং ইরাকের শাসনকর্তা আবদুর্রাহ ইবন উমর ইবন আবদুল আহমেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। ফলে তাদের দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবন আবদুর্রাহ জয় হয়। আবদুর্রাহ ইবন উমর ইবন আবদুল আহমেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পাহাড়ী অঞ্চল নির্বাসিত হন। এই অঞ্চলে মুহাম্মদ ইবন আবদুররাহ ইবন জাফর ইবন আবু তালিবের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হিজরীর সনে হারিজ ইবন সুয়াজ বিদ্রোহ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় খলিফার বিরুদ্ধে। সে তুরস্কে পালিয়ে যায়। ওদের সাথে মিলিত হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুর্কীদেরকে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার প্রতি অনুগত হয়। সে হিদায়াতের পথে ফিরে আসে। সে সিরিয়ায় প্রতিবাদ করে। এর মূলে ছিল তার প্রতি খলিফা ইয়াবীদের উদাত আহ্বান। তিনি হারিজ ইবন সুয়াজকে ইসলামে ফিরে আসার এবং তার পরিবারের সাথে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর সে বুখারায় পড়ে করে। খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইবন সায়ার তার সাথে সমাজজনক আচরণ করে। এরপর তার সহিত হারিজ ইবন সুয়াজ জনসাধারণকে কিংবদন্তি ও সন্নাহর প্রতি এবং খলিফার অনুগততার প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে। অবশ্য শাসনকর্তা নাসরের সাথে তার কিছুটা মনোযোগিতা ও বিরোধ ছিল বটে।
ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও আবু মাশার বলেছেন যে, এই হিজরী সনে হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন হিজাজ, পরবর্তী মসজিদ, তায়েফ ও পরবর্তী মুসলিম শাসনকর্তা আবদুল্লাহ আবু সুফিয়া ইবনুল আবুদুল্লাহ আবী সাইয়দী। ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন নাসর ইবনুল আবদুল্লাহ আবী সাইয়দী। তাদেরকে হাজরার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনুল আবদুল্লাহ আবী সাইয়দের শাসনকর্তা নিয়ন্ত্রণ হয়েছিল। খুরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন নাসর ইবনূর ইসহাক। কিমানী এবং হারিফ ইবনুল সুরয়াজ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

১২৭ হিজরী সনে যাদের ওফাট হয়

১২৭ হিজরী সনে যে সকল খ্যাতিমান ব্যক্তি ইন্দিরকাল করেন তাদের মধ্যে আছেন বকর ইবনুল আকরী, সাদ ইবনুল ইবরাহীম, আবুদুল্লাহ ইবনুল দিনার, আবদুল মালিক ইবনুল মালিক জায়ারী, উমর ইবনুল হানি, মালিক ইবনুল দিনার, ওয়াহাব ইবনূর কায়সান এবং আবু ইসহাক মূলাহের প্রথম।

১২৮ হিজরী সন

এই হিজরী সনে হারিফ ইবনূর সুরয়াজ নিহত হয়। এই হত্যাকারী পাটুন্তি হল খলিফা ইয়াকিব ইবনুল ওয়ালিদ হাজরের জন্য নিরাপত্তার আদেশ প্রদান করেছিলেন। এই আদেশের প্রেক্ষিতে সে তুর্কী নগরী হতে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয়। মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধ্যা ছিন্ন করে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে যায়।

খুরাসানের শাসনকর্তা নাসর ইবনূর ইসহাকের সাথে তার বছরের হজ্জাতা, বদ্ধত্ব এবং মোসমালিন্যা ঘটে। এর মধ্যে উভয়ের মধ্যে বার্ষিক সম্পর্কের জুড়ে ও চরম অন্যত্বের ঘটে। মারোয়ান ইবনুল মুহাম্মদ খলিফা নিয়ুক্ত হবার পর হারিফ ইবনুল সুরয়াজ শক্তিতে হয় পড়ে। ইতিমধ্যে ইবনূর হাবায়রকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। চীর্কিল্কে মারোয়ানের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করা হতে থাকে। কিন্তু মারোয়ানকে খলিফা মেনে নিতে অস্বীকার জানিয়ে বসে হারিফ ইবনূর সুরয়াজ, সে মারোয়ানের বিরুদ্ধে পোকা গাড়ি চালানো এবং তার দুর্যোগ করতে থাকে।

তৎকালীন পূরুষ শ্রীন্তম মুসলিমা ইবনুল আহরোয়াহ এবং নেতৃত্বকর্তা আমিরের উপর তার নিকট এসে কথাবার্তা সংগ্রহ হবার সন্ধান দেয়। অন্যান্য দৈহিক ও মৌলিকভাবে আক্রমণ না করার জন্য তারা এ কথার বলে যে, সে মুসলিমদের ঐক্যের ফাইল না ধরায়, তাদের মধ্যে ভিড়তি সৃষ্টি না করে। সে তাদের পরিমার্জন গ্রহণ করেন। অনুরূপ আসক্ত করানো।

সে মূল জনপ্রিয়তার সংসর্গ তাকে এক গ্রামে চলে যায়। সে নিজ গতিতে জনসংঘাতকে কল্পনা ও সুরাহের আমলের প্রতি দায়িত্ব দিয়ে থাকে। খুরাসানের গভর্নর নাসর ইবনূর ইসহাকের সে তার সাথে যোগ দেওয়ার এবং সহযোগিতা করার অনুরূপ করে। সে তাদের রায় হয়নি। এনিমিতে হারিফ ইবনূর ইসহাকের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে থাকে। এ তার জীবন সাফ্তায়ানকে জনসংঘাতের নিকট একটি কিছু পাঠ করে শুনতে বলে সে কিছুতে হাজরের জীবন-চরিত্র ছিল। জাহাজ ইবনূর সাফ্তায়ান হল বনু রাসিদ গোস্তিনের জীবনপ্রাপ্ত সত্তার। তার উপনাম আবু মীরাজ। জাহাজিয়া উপদেশ তারই অনুযায়ী দল।

হারিফ দারী করতে থাকে যে, সে "কাল পতাকাকর" অধিকারী। নাসর তাদের বলে পাঠায় যে, তুমি যদি সত্তিয়া তাই হও তাহলে তোমরা তো দামেরের নিরাপত্তা প্রাচীর ভেদে চূরনার করবে।
এবং উমাইয়াদের নেতৃত্ব করতে বিনিময় করবে। কাজেই, তুমি আমার পক্ষ হতে পার্চশ কীর্তিদাস এবং একরিষ্ট উত্তর নিয়ে চলে যাও। আর তুমি যদি প্রকৃতি-ই তা না হও তাহলে এই কাজ দ্বারা তুমি তোমার গোপন ও অনুসরণীদের ধর্মে ডেকে আনব।

উভয়ে হারিহর বলেছিল, আমার জীবনের কাজ, আমার দ্বারা দামখানের পাঠার বিনিময় হবে এবং উমাইয়াদের নেতৃত্ব বিলীন হবে। নাসর বলল, তাহলে তুমি প্রথমে কিরমানী এর বিনিময়ে তোমার অভিযান গুঁড়া কর। তারপর “রায়” অন্ধকালে যাও। ওখানে গিয়ে পৌছতে পারলে আমি তোমার সহযোগিতা করব। তোমার অনুপ্রাণ হবে।

এরপর আদাুলীনের নেতৃত্ব নিয়ে নাসর আর হারিহরের দর্শন দেখা দেয়। মুকবিতল ইবনে হাইয়ান এবং জাহুম ইবনে সাফোয়ানকে তারা মীমাংসাকারী ও বিচারক মনে নেয়। তারা দুইজনের রায় দিতে যে, নাসর নেতৃত্ব হতে অপসারিত হবে এবং কাজ-কর্ম চলবে পরমার্থ সভার তদন্তবহান। নাসর এই রায় প্রত্যাখ্যান করে এবং হারিহর জাহুম ইবনে সাফোয়ানের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। সে পথে প্রত্যেকে পাঠাত হারিহরের জীবন-চরিত বিকৃত করে দেয়। তার সমর্ধনে বহু লোক এগিয়ে আসে। নাসরের নির্দেশে বহু লোকের একটি বাহিনী হারিহরের বিকৃত যুদ্ধের অংশ দেয়। তারা হারিহরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। হারিহরের সমর্ধনে ওদের গতিবৃত্ত করে। জাহুম ইবনে সাফোয়ানহর বহু লোক ওই যুদ্ধে নির্ভর হয়। এক লোক জাহুমের মুখে বর্ণার আয়ত করে। তাতে তার মৃত্যুর ঘটে। কেউ বলেছেন যে, জাহুমকে বন্ধ করা হয়েছিল। এরপর সালম ইবনে আহুওয়াদের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। মূর্তির পূর্বে জাহুম আহুওয়াদের সমর্ধন করে বলেছিল যে, তোমাদের পিতা আমার দিয়ে নিয়েছিল। জাহুম অবশ্যই হলেও তুমি আজ মৃতি পাবে না। আবার কসম। তুমি যদি আমার পেটের মধ্যে থাকতে আমি পেটে চিরে তোমাকে বের করে হত্যা করতাম। সালম ইবনে আহুওয়াদের নির্দেশে ইবনে কাসাইদকেও হত্যা করা হয়।

এরপর হারিহর ইবনে সুয়াজী এবং কিরমানী দুইজনে নাসরের বিনিময়ে জোটবদ্ধ হয়। তার বিবৃতি করার জন্য তারা একমতী পৌছে। তারা কিনতাব ও সুনাহর অনুসরণ, জনগণকে এদিকে আহ্বান করার, সত্যপথী ইমামের অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ ও মদ্ধ কর্মগুলো বার্তায় একমত হয়।

এই একমততা বেশীদিন যায়। অবিলম্বে তারা দুইজনে দুর্দশা সংকুচিত হয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেড়ে যায়। যুদ্ধে কিরমানী জয়ী হয়। হারিহরের অনুসারিগণ হয় পরাজিত। হারিহর তখন একটি খাঁজের পিঠে ছিল। সেখানে হতে অন্নগারী বাহিনী নিকট সরে যেয়ে যে বাহলার পিঠে তিনি চড়েন সেটা ঠায়া দাঁড়িয়ে থাকল। একটুও অগ্রসর হন না। অবশ্য বেগতিক দেখে তার অনুসারিগণ পালিয়ে গেল। মাত্র একশত অনুসারী তার সাথে অবশিষ্ট ছিল। কিরমানীর অনুসারীরা তাকে ধরে ফেলল এবং একটি যাত্রুন বৃক্ষের নীচে তাকে হত্যা করল। কেউ বলেছেন আবার বৃক্ষের নীচে।

হারিহরের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছিল এই হিজরী সনের ২৪শে জুলাই রবিবার। হারিহরের
স্থে তাদের একপত্ত জন সদীও নিহত হয়। হারিশের সকল ধন-সম্পদ কিরমানী দখল করে নেয়। তাদের সদীদের ধন-সম্পদও কিরমানী নিজে আরম্ভে নিয়ে আসে। হারিশের মাতা হার্বিনি দেহ মর্দ নগরীর সরার দরজার কুলিয়ের রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। নাসর ইবন সাইয়ার যখন হারিশের নিহত হবার সংবাদ অবগত হয় তখন সে নিজের কবিতা অবুক্তি করেন।

পায় মনোঘোষ তার অন্য জন সদী নিহত হয়।

“ওহে ব্যক্তি যে আপনি সন্ত্রস্তার উপর লাঞ্চনা টেনে এনেছে। তোমার প্রতি না’নত, তোমার প্রতি অন্ধ্বণ, তোমার জন্যে ধংস।”

শোন আর্দে মৃত্যু এবং মৃত্যু এবং মৃত্যু এবং মৃত্যু

“তোমার দুর্ভোগ পুরো মুদার সম্প্রদায়ের ধংস ও বরবাদ করে দিয়েছ। তোমার সন্ত্রস্তারের

ঘাড় কেটে দিয়েছ।”

মাকানত আর্দে অন্ধ্বণ+ ত্যজিভে ও মালক.

“আয় গোপি এবং তাদের স্ত্রীবর্ধার আমের প্রতিও অগ্নিত্য নয়, মালিকের প্রতি নয়।”

৩ বানু সমুদ্র এবং মৃত্যু এবং মৃত্যু

“এখন তারা বুনু সাদ গোপীর প্রতিও অগ্নিত্য নয়। তার পুরো কাঠামো কালো রং লাগায়।”

নিহত হারিশের ছেলে আবাদ নাসর ইবন সাইয়ারের উপরকাত কবিতার জবাবে নিজের

পাক্ষিকালা উদ্ধোড়ণ করে।

আলায়া তের তের তের তের

“ওহে নাসর! গোপন ধর এখন ফাক হয়ে গিয়েছ। আশা-আকাশ্য ও উচ্চাদ্বিত্য এখন

রখ বিত বিত রাখিব।”

এবং কিভাবে মৃত্যু এবং

“মার্ট রাজ্যে এখন তোমার জন্যে মুজলধারে বৃষ্টি নেমেছ। ওই রাজ্যে তুমি যে ইচ্ছা তা

করে যাচ্ছ।”

টেগুরে প্রাচ্য এবং মৃত্যু এবং

“এখন ওই রাজ্যে সকল ফয়াসালা মুদার গোপীর বিক্ষু যাচ্ছ। যদিও ফয়াসালা দেওয়ার

বেধার যাচ্ছ।”

নিম্নে বিন্দু এবং বিন্দু+ যুগ্ম সৃষ্টি নির্দেশ দিয়েছে

“হিমায়ার গোপাল এখন আপনি অনাদর অসাধ্য রসে যাচ্ছ। তাদের ঘাড় রক্তে রঞ্জিত

হচ্ছ।”
ফানি মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হুরসানের লিখিত ছিল। ইবাদী ইবনে হুরসানকে হুরসানের পুত্র হিসেবে মান্য করা হয়েছিল। তার প্রতি অনুগত হয়কে লিখি। হুরসানের সম্পদ সহকারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল ওইসংস্কার স্বামীর জন্য আমি তাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করলাম।

আবু মুসলিম খুরাসানী খুরাসানের সম্পদকে এবং শীর্ষের নিকট ওই চিঠি পাঠ করে। তারা তার প্রতি ফিরিয়ে তাকায়নি। ওই চিঠির কোন ওকুতু-ই দেয়নি। সকলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাকে বর্জন করে।

হজরের মসুমে আবু মুসলিম ফিরে আসে ইমাম ইবাদী ইবনে হুরসানের নিকট।

জনজাতির প্রত্যাখ্যান ও তাকে অবজ্ঞা করার কথা সে তাকে অবহিত করে। ইবাদী ইবনে হুরসান বললেন, হে আবদুর রহমান! তুমি তো আমাদের বংশ তালিকাভুক্ত একজন মানুষ। তুমি ওদের নিকট ফিরে যাও। ইয়ামানের যাই সম্পদ সহযোগিতা চাইবে তুমি।

ওদেরকে সমান করবে এবং ওদের নিকট অবস্থান করবে। কারণ ওদেরকে বাদ দিয়ে এই লক্ষ্য পূর্ণ ও সফলতা পাওয়া যাবে না। এরপর তিনি তাকে অন্যান্য সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন এবং বললেন ওই সকল শহর নগরে তোমারা যদি আরবিকে বিতর্কিত ও প্রত্যাহার করে নিতে পার তাতে তাই কর। ওদের ছেলে স্ত্রীদের মধ্যে যাদের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘাত পরিমাণ হয়েছে তাদের কাছকে যদি তুমি সংহত করে থাকতে তাকে মেয়ে ফেলবে। আর ওই যে শায়খ অর্থাৎ সুলায়মান ইবনে কাইরুর তুমি তার থেকে কিসান নিয়ে না। আবু মুসলিম খুরাসানী সম্পর্কে আরে আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এই হজরের লিখি দাহহাক ইবনে কাইরুর খারিজি নিহত হয়। এটি আবু মাথনাফের অবতার।

দাহহাকের হত্যাকারের পটভূমি এই ছিল, যে এ ওয়াসিত অঞ্চলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহের অর্জন করে সংগঠণ ছিল। এই অবরোধে মানসুর ইবনে জামাহুর তার সহযোগী ছিল। অবরোধ আবদুল্লাহ দাহহাকে বিলেথকন যে, আমাকে অবরোধ করে রেখে তো কোন লাভ নেই।

কথাটি তুমি কিং খুমামান খুলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের বিকৃত অভিযান পরিচালনা করে।

তুমি তাকে হত্যা করতে পারলে আমি খেয়াল করা অনুরোধ করব।

তারা ‘দু’জনে একমত হয় মারওয়ানের বিকৃতে অভিযান পরিচালনা করার জন্য। দাহহাক
অহসার হয়ে সেই সময়ে। সে মুলের এতে গৌরিকে সেখানকার লোকজনের সাথে তার লিখিত মুক্তি হয়। সে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই দুই নগরে প্রবেশ করে। সেখানকার শান্ততাকে খুন করে এবং সেখানে নজরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খলিফা মারওয়ানের নিকট এই সংবাদ গৌরিতে তিনি তখন হিমস নগরী অবরোধে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁর বশ্যতা সীমারকে অনীহা প্রকাশ করার প্রস্তাবে তিনি তাদেরকে আয়ত্তে আনার কাজে বাধ্য ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে যুদ্ধের প্রতিনিধি নেওয়ার কথা লিখে জানালেন। এদিকে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য দাহাকের সম্পর্কে সমবেত হয়। তারা নাজিবাইন অগ্নিয় অবরোধ করে। মারওয়ান অহসার হন তাকে প্রতিবাদ করার জন্য। সেখানে উত্তর পক্ষে চত্বরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে দাহাক নিহত হয়। ইতিমধ্যে রাত নেমে আসে। আগামী উত্তর পক্ষ একে অনেক দূরবর্তী বাহিরে পড়ে যায়। দাহাকের সৈন্যরা তাঁকে খুঁজে পায় না। তাকে নিয়ে তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এক পৃষ্ঠায় তার হতাহতের প্রতাক্ষদণ্ড এক লোক তার মৃত্যুর সংবাদ তাদেরকে অবহিত করে। তা নিহত হবার সময়ে তারা চীৎকার করে বলে।

দাহাকের মৃত্যুর সংবাদ মারওয়ানের নিকট গৌরিতে। তিনি দাহাকের লাশ সনাক্ত করার জন্য রাতের অদ্ব্যক্তকালে মশাল এবং তাকে চেনে এমন কতক লোক পাঠালেন। তারা মারওয়ানকে নিষ্ঠু জানায় যে, দাহাককে নিহত হয়েছে। তারা মাথায় ও মুখে প্রায় বিশাল আঘাত রয়েছে। খলিফা মারওয়ানের নির্দেশে বীরপুরুষ বীরপুরুষ ও শহরের নগরে তার করিতে মাথা প্রদর্শন করা হয়।

দাহাক তার অতিষ্ঠ সময়ে খায়বারী নামের এক লোককে তার সমালোচক করে যায়। দাহাকের অধিষ্ঠান সৈন্যের পাশে সমবেত হয়। ইতিপূর্বে যার জন্য তারা বায়ত্ত করে হয়েছিল। সেই সুলাইমান ইব্রাহিম হাশিম ইব্রাহিম আবদুল্লাহ মালিক তাঁর পরিবারের পরিবারের ও দাহাকের সাথে এসে যোগ দেয়। এখানে চার বেশ সাহসী সৈন্য নিয়ে মারওয়ানের উপর আক্রমণ চালায় সে ভোর বেলায়। মারওয়ান তখন একটি তাঁতুকে অবস্থান করছিল। খায়বারীর আক্রমণ সামলাতে না পেরে তিনি পালিয়ে যান। বিদেশী পক্ষের তাঁকে দাহাক করে তাঁর সাহসী দেহে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরা সরকারি সৈন্যের ভেতরে ঢুকে পড়ে। খায়বারী তার নিজের আসনে গিয়ে বসে।

সরকারি বাহিনীর ডান ও বাম বাহ্য স্থির ও অবিচল ছিল। ডান বাহির নেতৃত্বে ছিল মারওয়ানের ছেলে আবদুর্লাহ। আমার বাম বাহির নেতৃত্বে ইসমাইল ইবন মুসলিম ওয়ালিয়া।

আবদুর্লাহ কখন দুর্লভ তাঁর অবস্থায় রয়েছে তখন তিনি খায়বারীর মৃত লাশ দেখতে আগ্রহী হলেন। তাঁর সৈন্যের দুইবার শুটিং হয়ে সেদিকে আগছে যায় এবং খায়বারীকে হত্যা করে। তার নিহত হবার সময়ই মারওয়ানের নিকট গৌরিতে। তখন মারওয়ানের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রায় ৫/৬ মাইল দূরে চলে গিয়েছিল। তার সাথে তার এক দল সৈন্যও ছিল। দাহাকের সৈনিক পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আর মারওয়ান আনন্দে শহরে ফিরে আসে।

দাহাকের অস্তিত্বের শায়খরা তাদের নেতা মনোনীত করেছিল। তাকে দমনের জন্য মারওয়ান নিজে অভিযানে বের হন। কার্দিসের নামে একটি স্থানে গিয়ে পৌছে মারওয়ান ওদেরকে পরাজিত করেন।
এই হিজরী সনে অর্থাৎ ১২৮ হিজরী সনে মারওয়ান আল-হিমার ইয়ায়ীদ ইবন উমর ইবন হুব্বায়রাকে ইরাকে পাঠিয়েছিলেন প্রশাসকত্বে এবং সেখানে অবস্থানকারী খারিজিদেরকে হত্যা করার জন্যে।

এই হিজরী সনে হজ্জ পালনে নেতৃত্ব দেন পরিত্যক্ত মক্কা, মদিনা ও তারাদের প্রশাসক আবদুল আয়ীদ ইবন উমর ইবন আবদুল আয়ীদ। এই হিজরী সনে ইরাকের প্রশাসক পদে ছিল ইয়ায়ীদ ইবন উমর ইবন হুব্বায়র। খুরাসানের প্রশাসক পদে ছিল নাসর ইবন সাইয়ার।

এই হিজরী সনে মারা ইনতিকাল করেছেন তাদের মধ্যে আছেন বাকর ইবন সাওয়াদাহ। জাবির আল-জুরাধী, জাহর ইবন সাফিয়া, প্রভাবশালী কর্মকর্তা হাবিব ইবন ছুরাইজ, আসিম ইবন আবদালাহ, আবু হসাইন উমমান ইবন 'আসিম, ইয়ায়ীদ ইবন আবু হাবিব, আবু তালিয়াহ ইয়ায়ীদ ইবন হামিদ, আবু হামিয়া নানাবাদী, আবু যুবায়র মক্কা, আবু ইমরান জুলী, আবু কুবায়ল মাগাফিরী। আত-তাকমিল গ্রন্থে আমরা তাদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১২৯ হিজরী সন

খারিজি সংগঠক খারবারি নিহত হবার পর এই হিজরী সনে শায়াবান ইবন আবদুল আয়ীদ ইবন হালিম ইয়ায়ীদর নেতৃত্বে খারিজিদরা ঐক্যবদ্ধ হয়। সুলায়মান ইবন হিশাম তাদেরকে মুসলমান গিয়ে আল্লাহ প্রহর ও বসবাসের পরামর্শ দেন। তারা সেখানে গমন করে এবং বসবাস করতে থাকে। খলিফা মারওয়ান তাদেরকে ঘোষা করে এবং সেখানে তাদের উপর আক্রমণের প্রতি নেয়। তারা নগরীর চারিদিকে সশস্ত্র পাহাড়া বসায় এবং মারওয়ানের সৈন্যদের সমুদ্রে পরিধির চালনা করে। মারওয়ান নিজেও তার সৈনিকদের আঘাতকারী পরিমাণ করে দেন। দীর্ঘ এক বছর ওই অবস্থাতে অবস্থান রাখে। এই সময়ে সুলায়মান ইবন হিশামের এক ভাতিজাকে অট্টম করতে সক্ষম হয় মারওয়ান। অউকুকৃত বাদিয়ার নাম ছিল উমাইয়া ইবন মুআবিয়া ইবন হিশাম। মারওয়ানের এক সৈন্য তাকে অট্টম করে। মারওয়ানের নির্দেশে তারা হাত দুইটা কেটে ফেলে হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। তার চাচা সুলায়মান ও তার সৈনিকগণ এই হত্যাকাণ্ড দেখেছিল।

মারওয়ান তার অনুসরনে ইস্রাইলি শাসনকর্তা ইয়ায়ীদ ইবন উমর ইবন হুব্বায়রাকে সেখানে অবস্থিত খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তাদের সৈন্যরা বাহিনী ও খারিজিদের মধ্যে দুর্যোগ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধে। এসব যুদ্ধে ইবন হুব্বায়রা জয়লাভ করেন। সে খারিজিদের সকল আত্মা ধ্বংস করে দেয়। তাদের বাহিনী এবং বাহিনী বিদ্রোহ করে দেয়। এই পর্যায়ে ইরাকে খারিজিদের কোন অক্ষতিই রইল না। সে খারিজিদের দখল হতে কৃষিগত নগরী মুক্ত করে।

সেখানে শাসনকর্তা ছিল মুহাম্মদ ইবন ইমরান ইয়ামি। এই ঘটনা ঘটে এই বছরের মায়ান মাসে। খারিজী দমন অভিযান শেষ হবার পর খলিফা মারওয়ান শাসনকর্তা ইবন হুব্বায়রাকে নির্দেশ দেয়, আমার ইবন সাবারাকে সেখানে সাহায্যের জন্য ইবন মারওয়ান সাবারাকে নির্দেশ দেয়। ইবন হুব্বায়রা উমাইয়া মোহাম্মদ ইবন সাবারাকে পাঠায় মারওয়ানের সাহায্যের জন্য। তাদের সাথে ছিল সাত হতে আট হাজার সৈন্য।

খারিজিদের ইবন সাবারাকে বাহিনী দেবার জন্যে চার হাজার সৈন্যদের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের ইবন সাবারাকে পরাজিত করে। তাদের সেনাপ্রধান জুন ইবন কিলাব সাবারাকে সে হত্যা করে।
এরপর ইবন সাইবারা মুসেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হত্যাকাণ্ড এবং অবশিষ্ট খারিজী লোকগুলোও মুসেলের দিকে রওনানা করে। কিন্তু সুলায়মান ইবন হিশাম তাদেরকে মুসেল ছেড়ে চলে যাবার পরামর্শ দেয়। কারণ, সেখানে থাকা তাদের পক্ষে সন্ধ্যা ছিল না। তাদের সমুদ্রে ছিল মারওয়ান নিজে। আর পেছনে ছিল ইবন সারাব। ইতিমধ্যে তাদের বিস্তারপশ্চাৎ বক্ষ হয়ে যায়। বাহিরের লোকদের নিকট হতে তারা বিচিত্র হয়ে পড়ে। খাওয়ার মত কিছু তাদের নিকট ছিল না।

তারপর তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল যাত্রা করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে। তারা হালওয়ানের পথে আহওয়ামের উদ্দেশ্যে মুসেল তায়গ করে।

সুলায়মান ইবন হিশাম তার পরিবার-পরিজন ও সাহেব-সাহেবদেরকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করে এবং সিবিউর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মারওয়ান ফিরে আসে মুসেল হতে এবং আপন বাস্তবায়ন হারানের অবস্থান করতে থাকে। খারিজীদেরকে বিবর্ধিত করতে পেরে তিনি আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়েছিলেন বটে। কিন্তু শায়ারা তাকে অধিকার বিচিত্র ও জনপ্রিয় এক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি করে দেয়। সেখানে চর্চা ও ভাবনা শত্রুদশ। সে হল আবাসী খিলাফতের প্রতি আহবানকারী আবু মুসলিম খুরাসানী।

আবু মুসলিম খুরাসানীর আহবানকারী

এই হিজরী সনে আর্থা ১২৯ হিজরী সনে আবাসী ইমাম ইবনাহামে ইবন মুহাম্মদ চিতের মাধ্যমে আবু মুসলিম খুরাসানীকে খুরাসান হতে নিজের নিকট আসার আহবান জানান। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিয়ে আবু মুসলিম খুরাসানী ইমাম ইবনাহামে ইবন মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে রোনা করলেন। যে পথেই তারা যাচ্ছিলেন সেখানের লোকজন তাদেরকে তোমার পরিবার সাথে জড়ানা করল, জেবালে আবু মুসলিম খুরাসানী হজে যাবার কথা প্রকাশ করেছিল। কেউ কেউ তাদের সাথি হবার আহবান দেখিয়েছিল। আবু মুসলিম তাদেরকে সাথে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অতিরিক্ত করার পর ইমামের পক্ষে দ্বিতীয় চিত্ত এর পৌঁছে আবু মুসলিমের নিকট। তাতে লেখা ছিল “আমি সাহায্যের পতাকা পাঠালাম আপনার নিকট। সেটি নিয়ে খুরাসান ফিরে যাবেন এবং আবাসী খিলাফতের পক্ষে প্রকাশ্য দাওয়ার প্রদান করবেন। আবু মুসলিম খুরাসানী পত্র পেয়ে কাহতুবা ইবন খাশিবকে সাথে থাকা হাদিয়া-তুহফা ও মালপত্র সহকার ইমাম ইবনাহামের নিকট পাঠায়ে হজের মামুমে ইমামের সাথে সাক্ষাৎের নির্দেশ দিলেন। খুরাসানী নিজে চিত্ত নিয়ে খুরাসানের দিকে ফেরত যাত্রা করলেন।

রমাদান মাসের প্রথম দিনে তিনি খুরাসানে প্রবেশ করলেন। চিঠিটি সুলায়মান ইবন কাহীরের সমুদ্রে তুলে ধরলেন। তাতে লেখা ছিল, প্রকাশ্যে দাওয়াত দিন, অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খাদ্য) —৯
স্বানীয় ভক্তদের আবু মুসলিম খুরাসানীকে আকারিক শাসনের আহবায়ক মনোনীত করে। আবু মুসলিম তাঁর অধিনস্থ আহবানকারীদেরকে খুরাসানের বিভিন্ন শহর-উপশহরে প্রেরণ করেন।

তখন খুরাসানের শাসনকর্তা ছিল নাসর ইবন সাহিয়ার। শাসনকর্তা নাসর এই সময়ে কিসমানী এবং শায়াবাদ ইবন সালামা হাফসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত ছিল। খারিজিরা শায়াবাদ ইবন সালামা হাফসীকে খলিফা বানানে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে আবু মুসলিম খুরাসানীর কর্মকর্তা শুরু হয়। চারিদিক হতে লোকজন তাঁর নিকট সমবেত হতে থাকে। কথিত আছে যে, একদিনে ৬০ গ্রামের জনসাধারণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সমর্পন জানন করে। তিনি সেখানে ৪২ দিন অবস্থান করেন। তাঁর হাতে বহু জনপদ বিজিত হয়।

এই হিজরী সনের রমান্দান মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে এক বৃহস্পতিবার রাতে ইমামের প্রেরিত একটি পত্রকা ১৪ জাত করে একটি তীরের মাথায় বিধে আবু মুসলিম সেটির নাম দিয়ে অল-বিংল বা হায়া। ইমামের প্রেরিত অন্য একটি পত্রকা ১৩ জাত করে একটি তীরের মাথায় বিধে তিনি সেটির নাম দিয়ে অল-সাহাব বা মেহমান। দুইটা পত্রকারই ছিল কাল বর্ষে।

পত্রকা বিধার সময়ে আবু মুসলিম খুরাসানী এই আযাত তিলাওয়াত করেছিলেন—

أَذِينْ اللَّهَ الْمُؤْتِيِّنْ بِهِمْ طَلِيمُواَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصُورِهِمْ لَقِيدٌ

“যুদ্ধের অনুপরিচয় দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সম্ভব।” (সূরা হজ্জ ৪:৩৬)

আবু মুসলিম, সুলায়মান ইবন কাহিয়ার এবং যারা এই আহবানে সাহা দিয়েছে এই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা সকলে কালো পেশাক পরিধান করল এবং কালো পেশাক তাদের দলীয় প্ররকল্পে বিবিধ হল। এই রাতে তারা ব্যাপক ও বিবর্তি আয়োজনে আত্মপ্রকাশিত করল।

পত্রকা দুইটির নামকরণের ক্ষেত্রে একটির মেহমালা নাম দেওয়া হয়েছিল এজন্য যে, যেখানে মেহমাল বিশ্ব জোড়া ওদের দাওয়াত এবং আহবান তেমন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হবে। অন্য পত্রকারই হায়া নামে আখ্যায়িত এজন্য যে, পৃথিবী মেহমাল কখনো হায়া শুনত হয়। আকারি পেশার শাসনও কখনো নিখিল হবে না। বরং যুগে যুগে কোন না কোন অংশে ক না কেটে আকারি শাসনের অধিকারী হবেই। আকারি শাসনের প্রতি আবু মুসলিম খুরাসানীর ডাক বহু লোক সাহা দেয়। তারা দলে দলে তাঁর নিকট সমবেত হয়, এতে তার নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে।

ঈদুল ফিতর দিবসে আবু মুসলিম খুরাসানী ইহুদীর নামায় পাড়ানার জন্য বলেন, সুলায়মান ইবন কাহিয়ারকে। তিনি সুলায়মানের জন্য একটি মিত্র তৈরি করে দেন। নামায় সুলায়মানের অনুমোদন এবং উমাইয়াদের বিরোধিতা করার পরামর্শ দেন। তারপর “নামায় অনুষ্ঠিত হবে” বলে জামাতের মোহাম্মাদ দেওয়া হল। আযাতনও দেওয়া হল না ইকমাতও নয়। খুতার পূর্বে নামায় আদায় করা হল। তারপর যুত্ব। প্রথম রাকাতে কিসানাতের পূর্বে ছায়ার তাক্তীর দেওয়া হল। চারবার নয়। দ্বিতীয় রাকাতে তিনবারের পরিবর্তে পাঁচবার তাক্তীর বলা হল। এই
সবগুলো উমাইয়াদের নিয়মের বিপরীত। খুড়বার সূচনা করা হল আল্লাহর বিক্রো ও তাকবিরের মাধ্যমে। শেষ করা হল কিছুতাতের মাধ্যমে। লেকজন নামায় শেষ করে মাঠ ত্যাগ করল।
আবু মুসলিম খুরাসানী মুসলমানদের জন্যে ভোজের আয়োজন করেছিল। সবার জন্যে খাবার পরিবেশন করা হল।
আবু মুসলিম খুরাসানী একটি পত্র লিখেছিল। খুরাসানের তৎকালীন শাসনকর্তা নাসর ইবনে সাইয়ারের নিকট। তিনি এতে হিসেবে নিজের নাম লেখার পর সে লিখল, নাচর ইবনে সাইয়ারের প্রতি। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, পর সমাচার, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র দৃষ্টি একদল লোককে লজ্জা দিয়ে বলেছে:

ওয়ানুস্তাও পাল্লায় জেহেদ আল্লামায় লন্না জাহেদ ন্যুরমন্ত লিওন্ন উদ্দিনে মুসন্ডফরন্ত আহাদী মানত অহাদী আল্লাম।

এরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, এদের নিকট কোন সত্ত্বকর্তার এলে এরা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সংগের অধিকার অমূল্য হবে। কিন্তু এদের নিকট যখন সত্ত্বকর্তা এল তখন তা কেবল এদের বিমথতা বৃদ্ধি করল, পৃথিবীতে উদ্ধত প্রচার এবং কৃষি-ছাড়নায় তার উদ্দেশ্যগুলো পরিবর্তন করে। তবে কি এরা প্রতীক্ষা করেছে পূর্ববর্তীর প্রতি প্রশংসা বিধানের? কিন্তু আপনি আল্লাহর বিধানের কথার কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যবস্থা দেখেন না। (সূরা ফতিহা ৪: ৪২-৪৩)।

পৃথিবীর নামের পূর্বে খুরাসানী তার নিজের নাম লেখায় শাসনকর্তা নাসর মানসানি মনে করল এবং বিষয়টি তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলল। তা বলল, এই চিঠির উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার।

মুসলিম জায়গায় বলেছেন যে, তারপর আবু মুসলিমের বিবৃতি করার জন্য শাসনকর্তা নাসর ইবনে সাইয়ার অধীনের মুসলিমদের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। এটি হল আবু মুসলিম খুরাসানীর আওতাখানের আঠার মাসের ঘটনা। সরকারী বাহিনীর মুক্তিবাহীর জন্য মালিক ইবনে হায়হাম খুরাসানির নেতৃত্বে আবু মুসলিম একটি প্রতিরোধ বাহিনী প্রেরণ করলেন। উভয় পক্ষের মুখ্যমুখি হল। মালিক ইবনে হায়হাম সরকারী বাহিনীকে আহ্মদ আনালেন রাসুলুলাহ (স)–এর বীরত্ব আক্রান্তদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য। তারা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উভয় শিবিরে যুদ্ধ প্রত্যাহা হয়। দুইপক্ষের শুরু হতে আসরের সময় পর্যন্ত তারা প্রত্যুত্তি নিয়ে সাবিত্রী হয়।

ইতিমধ্যে মালিক ইবনে হায়হামের নিকট অতিরিক্ত সাহায্য বাহিনী এসে যোগ দেয়। ফলে মালিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরাজিত হয় নাসর বাহিনী। উমাইয়া ও আক্রান্তদের মধ্যে এটি সর্বরাত্ম যুদ্ধ।

এই হিজরী সনে খাবিম ইবনে খুয়াইম আর রাওয়ান আল আল সাবীদের হত্যা করে। বিজয়ের সংবাদ সে আবু
মুসলিমের নিকট পৌছায়। আবু মুসলিম তখন এক টিবরণে কর্মতৎপর যুবক। ইমাম ইব্রাহীম
তাকে তার সাহস, দৃঢ়তা, মেধা ও বুদ্ধিমান প্রেক্ষিতে আবাসিদের পক্ষে আহানকারী নিযুক্ত
করেন। সে মূলত কুফা কলে আদমে ছিল। ইদরীস ইব্রুন মাকাল আজালীর ক্রিয়াকালে ছিল
সে। জনকে আবাসিদ সমর্থক তাকে চারপাশ দিয়ে বয়ে করে। এরপর মুহাম্মদ ইব্রুন আলী
তাকে হস্তক্ষেপ করে। এরপর সে আবাস বংশীয়দের সাহায্য গ্রহণ করে আসে। ইমাম ইব্রাহীম তাকে
আবু নাজম ইসমাইল ইব্রুন ইমরানের কন্যার সাথে বিবাহ বদলে আবদ্ধ করে দেয়। ইমাম
ইব্রাহীম নিজেও তাকে দুইবার নেনমোহর পরিশোধ করেন। তিনি খুরাসান ও ইরাকে আবাসী
দাওয়াত দানকারীদের লিখিত নির্দেশ দেন তারা যেন আবু মুসলিমের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত হয়ে
তার নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। অবশা আবু মুসলিম অপরাধ বয়স্ক ছিল বলে এর পূর্ববর্তী বছরে
তারা তাকে মেনে নিতে অর্থীকার করেছিলেন। এই হিসেবে সনে ইমাম ইব্রাহীম নিজের অত্যন্ত
মজবুতকাবে ওদেরকে নির্দেশ দেন। আবু মুসলিমকে নেতার চেয়ে মেনে নেওয়ার জন্য। তিনি
এর জানিয়ে দেন যে, তাতে তাদের এবং আবু মুসলিমের কল্যাণ হবে।

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ "আলাহুর বিধান সুনির্ধারিত" (সূরা আযহার ৪:৩৮)

খুরাসানে আবু মুসলিম খুরাসানীর দাওয়াতের বিয়নাট পরিচিত ও প্রকাশিত হবার পর বহু
আরব লোক তার সমর্থনে যুদ্ধ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিংবদন্তী এবং শায়াবানের তারা দুইজনের ও
খুরাসানীর বিয়নাটকে মদ্দ মনে করেন। কারণ, দুইজনের সর্পক্ষী শাসনকর্তা নাসরের বিয়নাটের
যুদ্ধত ছিল। উপরাত্র, আবু মুসলিম তারা মারুওয়ান আল-হিমারকে হোর্টার পদ হেতে অপসারণের
চেষ্টা চালায়তেন।

শাসনকর্তা নাসর শায়াবানকে প্রদান দিয়েছিল আবু মুসলিমের বিয়নাটের তার সাথে থাকার
জন্যে অথবা আজ্ঞাত আবু মুসলিমের সাথে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি মেনে নিতে। আবু
মুসলিম পরাজিত ও নিহত হলে তারা দুইজনে না হয় পরস্পর যুদ্ধ লিঙ্গ হয়। শায়াবান রায়ি
হয়েছিল নাসরের এই প্রস্তাবে। তাদের সম্বোধন ও আপেক্ষ রক্ষার সংবাদ পৌছে যায় আবু
মুসলিমের নিকট। বিয়নাট তিনি জানিয়ে দেন কিংবদন্তী। কিংবদন্তী ওই আপেক্ষ প্রস্তাবে রায়ি
হবার জন্যে শায়াবানকে গালমন্দ করে এবং ওই আপেক্ষ কার্যকর করা হতে তাকে ফিরিয়ে
রাখেন।

আবু মুসলিম খুরাসানী নাসর ইব্রুন নামকে প্রেরণ করেন হিরাত অঞ্চলে। সেখানকার
শাসনকর্তা ইসা ইব্রুন আরিকেরকে পরাজিত করে নাসর ইব্রুন নামকে হিরাত দখল করেন। এই
বিজয় সংবাদ জানানো হয় আবু মুসলিমের নিকট। পরাজিত শাসক ইসা ইব্রুন আরিকের পালিয়ে
আসে নাসরের নিকট। এদিকে কিংবদন্তীর অসম্ভব সম্ভাব্যতা ঘটে তাদের এক বছরের জন্য নাসরের
সাথে যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দেয়। ফলে কিংবদন্তী আবু মুসলিমকে এই মরমে সংবাদ দিল যে,
নাসরের বিয়নাটে যুদ্ধে আমি আপনার সাথে থাকব। সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবু মুসলিম
কিংবদন্তীর নিকট গেলেন। তারা দুইজনে নাসরের বিরোধিতা ও তার বিয়নাটে যুদ্ধ করার ব্যাপারে
একমত হলেন।

আবু মুসলিম একটি সুবিমূল্য ও বিশাল প্রাণের তার আকাশ্যা ও শিবর স্থাপন করলেন।
ইতিমধ্যে তাঁর সেনার সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পেল। তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের ন্যায় প্রতিষ্ঠা, পুলিশ, পরামর্শ ও সাধারণ প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে করলেন। নতুন স্থানীয় ব্যক্তিত্ব কাসিম ইবনুল মূজাহিরকে বিরাটকর পদে নিযুক্ত করলেন। কাসিম আবু মুসলিমের অন্যান্য দেশ নিয়ে জামাত কায়ম ও ইমামত করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ওয়ায়-নরীহত করতেন। তাতে আহবাদীদের প্রশংসা ও সুনাম এবং উমাইয়াদের সমালোচনা ও দূর্বলতা করতেন।

এরপর আবু মুসলিম বালীন নামে এক প্রামাণে এসে শিফার স্থাপন করলেন। জায়গাটি কিছুটা নিম্নঝঙ্খ ছিল বটে। নাসর ইবনুল সাইয়র তাঁর পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয় কিনা এই সত্ত্বে ছিল। তারা এখানে আসেন এই হিজরী সনের যুদ্ধাঞ্জল মাসের জ্যোৎস্না দিয়ে। কাম্য কাসিম ইবনুল মূজাহির যখন সময়ে দশরতা যুদ্ধাঞ্জল ইবুল আলীর নামাজ পড়লেন। নাসর ইবনুল সাইয়র বিশাল সেনা বহর দিয়ে আবু মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আস্তর হল। সে সংগঠিত শহরগলোকে তার প্রতিনিধিত্ব দায়িত্ব দিয়ে দিনে যুদ্ধে এসেছিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হল। পরবর্তী হিজরী সনে তা আলোচিত হবে।

ইবনুল কীমানীর হত্যাকাণ্ড

নাসর ইবনুল সাইয়র এবং ইবনুল কীমানীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গেল। ইবনুল কীমানীর হল জাদুই ইবনুল আলী কীমানী। যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। আবু মুসলিম খুরাসানী উভয় পক্ষের নিকট লিখিত প্রশ্ন পাঠান তাঁরা নিজেদের দলে শামিল হবার জন্যে। তিনি নাসরকে লিখেছেন ইবনুল কীমানীকেও লিখেছেন। তিনি এও লিখেছেন যে, ইমাম ইব্রাহীম আমাকে লিখেছেন তোমাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে। আমি তোমাদের ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ লাভ করতে পারব না। তিনি অন্যান্য রাজার চিঠি লিখেছেন আবুকাসীদের সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্যে। ফলে বহু লোক তাঁর তাঁকে সাড়া দেয় এবং তাঁর নিকট সমবেত হয়।

এবার আবু মুসলিম এগিয়ে গেছেন। নাসরের নিরাপত্তা পরিষ্কার এবং ইবনুল কীমানীর নিরাপত্তা পরিষ্কার মাঝখানে অবস্থান নিলেন। ফলে উভয় পক্ষে তাঁর উপস্থিত হয় পড়ে গেল।

নাসর ইবনুল সাইয়র যে দিন বিচার দিয়ে মারাওনার নিকট লিখিত যে, আবু মুসলিম রাগান্তে উপস্থিত হয়েছে প্রচুর অনুষ্ঠান ও ভুক্ত সমাজে। সে ইব্রাহীম ইবনুল মুহাম্মদের প্রতি বায়াত করার জন্যে জনসাধারণকে আহবান জানাচ্ছে। চিঠিতে সে এও লিখেছে যেঃ

“আমি ছাইয়ের মধ্যে জুলাই কয়লার ঝলকানি দেখতে পাচ্ছি। এটি নিষ্ঠিত যে, এক সময় একটি অগ্নি শিখায় পরিণত হয়ে জুলা উঠবে।”

“আমি প্রথমে জুলাই কয়লার ঝলকানি দেখতে পাচ্ছি। এটি নিষ্ঠিত যে, এক সময় একটি অগ্নি শিখায় পরিণত হয়ে জুলা উঠবে।”

নিঃসন্দেহ আলোকাচনায় সবে তাঁত উঠবেই। আর যুদ্ধের প্রাথমিক কাজ তা আল্লাহ-আলোচনায় বটে।"
“বিশ্বয়ের সাথে আমি বলছি যে, হয় আমি যদি জানতে পারতাম উমাইয়াগণ এখন কি সজ্জ আছে না তারা যুমিয়ে আছে?”

জবাবে মারোজান নিয়ে যে, উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখতে পায় অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখতে পায় না। নাসর বলে, আপনার সহযোগী আমি নাসর বলছি যে, এখন আমার কোন সাহায্যকারী নেই।

কেউ কেউ নাসরের কবিতা নিম্নরূপ বলে বর্ণনা করেছেন:

রাজল রম্য যেন মিছ্রান নার + দোয়েক যেন বব স্বর

“আমি তো ছাইয়ের স্থানে মধ্যে আগ্নেয়র যুদ্ধে দেখছি। অবিলম্বে সেটি লেলিহান শিখা হয় জুলু উদ্ধর সজ্জ আছে যা দেখছে।”

ফানুন নুশার পাইলুম আলুম নুশার নুশার + ই হো হো হো হো হো

“কারণ, কাঠে সংস্থায় আগ্নেয় জুলু উদ্ধর। আর যুদ্ধের প্রাথমিক তৃতী তা কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনা।”

ফানুন দেহ পুত্রোন আমল ফোম + ইলোন হোলো হোলো

“জাতির বিকাশ ও চরিত্রের লোকেরা যদি এই আগ্নেয় নিভিয়ে না দেয়, তাহলে মানব দেহ ও মানব-মন্তক হবে তার জুলাই ও ইন্দন।”

ফাবুল মন তেজ লিন শিকার + এবচ এম এম নুইয়া

“আমি বিচিত্র হয়ে বলছি যে, হয় আমি যদি জানতে পারতাম উমাইয়াগণ এখনও যুমিয়ে আছে না কি তারা জাগ্রত হয়েছে।”

ফানুন কাতাতা লিহেন নুইয়া + ফালো ফোম ফালো হো হো হো হো হো

“ওরা যদি এই সংক্ষেপ মূলতঃ যুমিয়ে থাকে তবে তাদেরকে বলুন যে, তোমরা সকলে যেন মুখ ভেঙে উঠ, দাড়াও, প্রাকৃত দেন, প্রাকৃত হবার সময় এসে পড়ছে।”

ইবন খালিকান বলেছেন, এটি তো সেই কবিতার নামে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইসাহাইম এবং ইব্রাহিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইসাহাইম সাফাফার তাই মানসুরের বিকাশে বিষয়ক করার পর জনৈক কুফাবাসী আলী বাঙ্গালী ব্যক্তি যা আবৃত্তি করেছিল। সে বলেছিল যে:

আরো নারা তেজ লিন শিকার + লেন নুশার নুশার

“আমি তো দেখছি তুমিতে আগ্নেয় প্রজুলিত হচ্ছে। সেটি চারিদিকে শিখা ছড়িয়ে জুলছে।”

ওকে ছড়িয়ে বণ্ডুক ব্যাপারে নুইয়া + নুইয়া নুইয়া নুইয়া

“আকাশের লোকের ননু সম্প্রদায় উদাসীন হয়ে ওঠে রয়েছে, তারা তৃষ্ণ-পরিত্যাগ ও প্রশান্ত মনে যুমিয়ে আছে।”
আকাশের দেওয়ানে আছে যেকেন যুমিয়েলি ইন্টার্নেটের উমুয়াইয়াগত। এরপর
tারা জেনে উঠে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে কিন্তু তখন ওই প্রতিরোধে কোন কাজে আসেনি।

নাসর ইবনে সাইয়ার এই সংগ্রহে ইব্রাহিম ইব্রাহিম উমর ইবনে হুবাবারর নিকট
সাহায্য চেয়ে পড়ে লিখেছিল। নাসর লিখেছিল যে ।

"আল্লাহ বিশ্বাস করুন ভুল পান।"

"সাহায্যকে জানিয়ে দাও, বক্তার সত্য কথা হল সর্বোত্তম কথা। আর আমি বিশ্বেষণ করে
dেওয়াছি যে, মিথ্যাচারে কোন কৃত্য নেই না।"

"রাসূল প্রতিক্রিয়া থাকতে পারিত নেই যেহেতু
"তাকে জানিয়ে দাও যে, খুবকানে আমি একটি ডিম দেখেছি। ওই ডিম ফুটে যদি বাঁচা বের
হয় তবে বিশ্বাস কর ও প্রাণের কাছে নাহিদের দিয়ে।"

"ফুল্লাজ গামাতে আল্লাহ কৃত্ব ও মল্লাহ সর্পেন বায়ান ব্যাপারে।"

"সেই একটি দুই বছর বয়সের বাচ্চা, কিন্তু অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এখন উড়তে শুরু
করেছি। তাঁর গায়ে একটি ছোট পান পালিয়েছিল।"

"এটা বাড়ি উড়তে শুরু করে এমন ওঝাকে, ভাষা দেওয়ার কোন ব্যাপার সক্ষম না করা হয়
তাহলে এই উচ্চ দাউদ উল্লাহ শিখা চার্ডিকে ছড়িয়ে দিবে।"

এই একটি আকাশের পাঢ়ানো চিঠি ইবনে হুবাবার খলিফা মারওয়ানের রাজবংশ
dের পরামর্শে। এই চিঠি যখন মারওয়ানের রাজবংশের পোশং তখন মারওয়ানের গাজিকে নিয়ে।
এজন্য নিয়ে তাকে মদ্য বলেছে এবং নাসর ইবনে সাইয়ার ও ইব্রাহিম ইব্রাহিম দুইজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
চালানোর নির্দেশ দেন। উপরে এই নির্দেশ দেন যে, অল্লাম আবু জান কোন গাজিকে যেন
সেখানে জীবিত হয় নাকাশ।

এই পর হেরন হুরান পর হারবারে অবশ্যকবার খলিফা মারওয়ান দামেকের শাসনকর্তা
ওয়ালাইদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আবু মলককে লিখিত নির্দেশ দেয়, যে হায়মামা গমন করে।
ইমাম ইব্রাহিম তখন হামামতে অবস্থান করেছিলেন। মারওয়ান নির্দেশ দিল যে, ওয়ালাইদ যেন
হামামা গিয়ে ইব্রাহিমকে শহীদ করে এবং তাকে মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ওয়ালাইদ
তার অধীনস্থ বালকের প্রশাসককে প্রেরণ করে গতবন্ধন। যে হামামা মসজিদে যায়।
ইব্রাহিমকে সে ওখানে উপরিয় দেখতে পায়। সে তাকে শহীদ করে এবং দামেকে পাঠিয়ে
dেয়। দামেকের প্রশাসক ওয়ালাইদ ইবনে মাহমুদ তাকে তৎক্ষণাৎ খলিফা মারওয়ানের নিকট
পাঠিয়ে দেয়। মারওয়ানের নির্দেশ তাকে বন্ধী করে রাখা হয় এবং এক পর্যায়ে বন্ধী অবস্থায় ইমাম ইদরাইহীমের হতা করা হয়।

নাসর এবং ইরুনুল কিরমানীর মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। আবু মুসলিম খুরাসানী উত্তর দলের মাঝে অবস্থান নিলেন। ইরুনুল কিরমানী আবু মুসলিমকে লিখে জানালেন। আমি আপনার পক্ষে আছি। বক্তুৎঃ ইরুনুল কিরমানী আবু মুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করল। সংবাদ পেয়ে নাসর লিখে ইরুনুল কিরমানীকে যে, ধিক, তোমার জন্যা প্রভাবিত হয়ে না। আবু মুসলিমের উদ্ধেশ্য তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে হতা করা। তুমি অবিলম্বে আমার নিকট চলে আস। আমি আর তুমি পরপর আপেশ্চি মীমাংসা করে নিনি।

ইরুনুল কিরমানী তার শিবিরে প্রবেশ করল। তারপর এককালে আরোহী খুলে খবর প্রাপ্তের পরিবর্তে বেরিয়ে এল। সে নাসরকে লিখল যে, আমি আমরা দুইজনে আপেশ মীমাংসা করি এবং সমকোত্তে দুঃখ সম্পাদন করি। ইরুনুল কিরমানীর সরলতার সূত্রাঙ্গ কাজে লাগাল নাসর ইরুনুল সাইয়ার। সে বিশ্বাসযাপনকারী করল। বিশাল সেনার এক বাহিনী নিয়ে সে উমীরে পড়া ইরুনুল কিরমানীর মৃত্যুক্ষেত্রে আশ্রয়ীদেরকে হতা করল। ইরুনুল কিরমানীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়। নাসরের এক সেনার ইরুনুল কিরমানীর কোমরে অজানা করি। তাকে এর সাথে মাটিতে পড়ে যায়। নাসর তাকে শূলবিহিত করার নির্দেশ দেয়। তাকে এবং তার সাথে অনেক লোককে শুধুমাত্র চাড়ানো হয়।

ইরুনুল কিরমানীর ছেলে তার পিতার কতক অনুসারী নিয়ে আবু মুসলিম খুরাসানীর সাথে মিলিত হয়। ফলে তারা সকলে মিলে নিল নাসর ইরুনুল সাইয়ারের বিরুদ্ধে এক জিোট হয়।

ইবন জাদীর বলেছেন, এই জিজ্ঞাসা দেন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ। তার ঘড়ির অংশগুলো দখল করে নেয়, একই সাথে সে হালওয়ান, কৃষিস, ইস্পাহান এবং রাজী প্রদেশগুলো জয় করে। আর্বশ্য এসেচেঝে জয় করতে তার অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। এরপর আমার ইবন দাদারা ইরুনুল কিরমানীর সাথে আবদুল্লাহ মুখ্যক্ষেত্র হয়। ইবন দাদারা যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে এবং তার চলিয়ে হাজার সেনায় বন্ধী করে। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুস (রা)-ও ছিল ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ, ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ। তিনি বলেন যে, কেন আপনি ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ সাথে এলেন অথচ আপনি জানেন যে, এই ইবন মুহাম্মদ ইবন আরোহী সাথে মারাওয়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যা একাকী আবদুল্লাহ ইবন আলী বলেন যে, আমি তার নিকট সত্ত্ববাদ। তাদের বাধা বাধক আমাকে তার সাথে আসতে হয়েছে। ইতেমধ্যে হারবে ইবন কুতব দাদারা বলল, ইবন আলীকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন, তিনি আমাদের হাতে সমর্পিত আত্মীয়। ফলে ইবন আলীকে তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়। ইবন দাদারা বলল, আমি কেন কুতব আলীর বিরুদ্ধে কেন পদচারণ নিতে পারব না।

এরপর ইবন দাদারা ইবন আলীর নিকট ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ সম্পর্ক জানতে চাইল। ইবন আলী জানলেন যে, ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ একজন মুহাম্মদ লোক। এই সেখানে এবং তার অনুসারীরা সমকামিতার দোষ করে। শাস্তি পক্ষের বন্ধী একজন মুক্তির উপায় করা হয়। এরপর তারা ছিল রজনী এবং চাকচিকক্যাম যোগাযোগ। ওদেরকে সমকামিতার ব্যবহার করা হয়। ইবন দাদারা
এবার আবদুল্লাহ ইবনে আলিকে সকালের সাথে ইবন হব্বাররার নিকট প্রণাম করল যাতে ইবনুমাহিয়া সম্পর্কিত এই সকাল সংবাদ তার নিজস্ব মুখে ইবন হব্বাররাকে অবগত করেন। অবশ্য এই আবদুল্লাহ ইবনে আলিইবন আবদুল্লাহ ইবনে আকাব (রা) -এর হাতে মহান আলাহের উমাইয়া শাসনের পতন নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। ওদের কেউ তা জানত না।

ইবন জারির বলেন, এই বছর হজ্জের মধ্যে আবু হাময়া খারিজী মাত্রাচার দিয়ে উঠে। সে মাওয়ারের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পবিত্র মক্কা, মদিনা ও তায়ফের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনে আবদুল্লাহ মার্কিয়া তার সাথে দীর্ঘমেয়াদ ব্যবহার করেন এবং পবিত্র মক্কা প্রত্যাবর্তন দিবস পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে আপেক্ষা মেনাসা করেন। আরাফাত ময়দানে তারা 'আম জনতা হতে আলাদা হয়ে ওয়াকুফ বা অবশ্য গ্রহণ করে। এরপর তারা আলাদাভাবে আরাফাত তাগ করে পবিত্র মক্কা প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনে আবদুর্লাহ ইবনে পবিত্র মক্কা এসে আবার ক্রুদ্ধ পবিত্র মক্কা ছেড়ে চলে যায়। ফলে খারিজীরা কোন যুদ্ধ বিভাগ ছাড়ই পবিত্র মক্কা প্রবেশ করে। এত ঘটনার প্রভাবে জনতাকে কর্তা নিয়ে করিতা আবুতের করেন।

রাবোর হাদিসের উচ্চারণ হয়েছে ও খালিফা উরুফ হয়েছে।

হাজিডের দুল দলে দিয়েছে। ফিল্ট মহান আলাহর আল্লাহর দিক নির্দেশনার উন্নত করেছে। আর আবদুল্লাহ ওয়াহিদ সে তো পালিয়ে গিয়েছে।

"ক্রান্তির হালালি এবং আল্লাহর হার।" পবিত্র মুমিন ক্ষেত্রের পরিদর্শন করেছে।

"থেকে হায়র এলা এবং তার প্রশাসনিক ক্ষমতা সব ছেড়ে দিয়ে প্রলুপ্ত করেছে। যেমন প্রলুপ্ত সব উচ্চুনিচু ভূমি হতে পড়ে বেঁচে যায়।"

"লোকের হালালি নিয়ন্ত্রণ ছিল মুঘল।" পবিত্র মুমিন ক্ষেত্রের পরিদর্শন করেছে।

"বন্ধুত্ব আনলোনান-সংগ্রহ এবং মূদ্রা যদি তার পিতার ঘাম করে পড়ত, তাহলে তার সমর্থ যোদ্ধাদের ঘাম যুদ্ধনূল ভাল্লে যেত।"

আবদুর্লাহ ওয়াহিদ পবিত্র মদিনা ফিরে গিয়ে খারিজীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি আরোহ করে। এক্ষেত্রে সে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে এবং সেনাদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করে দেয়। সে দৃঢ় ওই সেনাদল পাঠিয়ে দেয়। এ সময়ে ইরাকের শাসনকর্তা ছিল ইয়াহীদ ইবনে তাহার। খুসাসদের শাসনকর্তা নাসর ইবনে সাইয়ার। অবশ্য নাসরের বিরুদ্ধে আবু মুসালিম খুসাসনী প্রচুর সেনা সমন্বয় করে রেখেছিল।

১২৯ হিজরীর সনে নেত্রোত্তানীয় যাদের মৃত্যু হয়

এই হিজরীর সনে নেত্রোত্তানীয় যাদের মৃত্যু হয় তাদের অন্যতম হলেন আবু নাসর মুস্লিম, আলী ইবনে যায়দ ইবনে জাদান ও ইয়াহীদ ইবনে আবু কাবীর। আত-তাকমীল গ্রন্থে আমরা তাদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম বর্গ) —১০
১৩০ হিজরী সন

এই হিজরী সনে জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখে আবু মুসলিম খুরাসানী মার্ফত অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানকার রাজধানীতে আক্রমণ চালিয়ে নাসর ইবনে সাইয়ারের হাত হতে তা দখল করে নেন। একেবারে আলী ইবনুল কিরমানী তাকে সহযোগিতা করেছিলেন। পরাজিত নাসর ইবনে সাইয়ার তার কতক সহযোগী সেনা নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন তার সাথে মাত্র তিনিই সেনা ছিল। তার সাথে ছিল। পরিমিতে তার সৈন্যের হয় সে ঘটে নগরীতে চলে যায়। এভাবে তারা আশ্বস্ত করে। এদিকে আবু মুসলিম খুরাসানীর সৌন্দর্য-বীর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার চারিপাশে সমবেত হয় বহু সেনার সামন্ত।

শায়বান ইবনে সালামা হারিয়ে-এর হত্যাকাণ্ড

নাসর ইবনে সাইয়ার পালিয়ে যাবার পর তার সহযোগী শায়বান সেখানে একান্ত থেকে যায়। সে আবু মুসলিমের বিরুদ্ধে নাসর ইবনে সাইয়ারকে সাহায্য করেছিল। এই পর্য্যায়ে আবু মুসলিম খুরাসানী যুদ্ধ লাছর গোড়ের তৃতৈদাস বুসাম ইবনে ইব্রাহীমকে তোরণ করে শায়বানের নিকট। সে তার সাথে বহু করার নির্দেশ দেয়। বুসাম অতিসর হয় শায়বানের উদ্দেশ্য। ভুতানের মুখ যুদ্ধ হয়। পরাজিত করে শায়বান। বুসাম তাকে হত্যা করে। বুসামের সৈন্যের বিরুদ্ধে পক্ষে সেনাদেরকে হত্যা করে বহু করিমানী ছিল। এরপর আবু মুসলিম খুরাসানী কিরমানীর সৈন্যদের হত্যা ও বধ করিমানী ছিল। এরপর আবু মুসলিম খুরাসানী কিরমানীর দুই ছেলে আলি এবং উহমানকে হত্যা করে।

এরপর আবু মুসলিম বালখ অঞ্চলে তোরণ করে আবু দাউদকে। বিয়াদ ইবনে লাব্বুর হয়মান বুলায়তীকে পরাজিত করে সে বালখ দখল করে। সেখানে হতে তিনিয়ে নেয় প্রচুর ধন-সম্পদ। এরপর একই দিনে আবু মুসলিমের সনাতনি আবু দাউদ হত্যা করে কিরমানীর ছেলে উহমানকে আর আবু মুসলিম নিজে হত্যা করে কিরমানীর ছেলে আলীকে।

এই হিজরী সনে আবু মুসলিম নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কাহতাবা ইবনে শাবরিকে নিয়োগ প্রদান করে। কাহতাবা-এর সাথে বেড় বেড় আরো অনেক সনাতনি ছিল। খালিদ ইবনে বারানালীও ছিল তাদের মধ্যে। তাকে তুস অঞ্চলে নাসরের ছেলে তামিমের মুখোমুখি হয়। তার পিতা তাকে পাঠৌতেছিল যুদ্ধ করার জন্য। যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। নাসরের প্রায় ১৭ হাজার সেনা কাহতাবা-এর হাতে প্রাণ হারায়। আবু নাসর অতিরিক্ত দশ হাজার অপরাধী সৈন্য পাঠৌতেছিল কাহতাবাকে সাহায্য করার জন্য। অতিরিক্ত এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আলী ইবনে মাকাল। যুদ্ধ হয় বিষয়। নাসরের বহু সেনাকে তারা হত্যা করে। নাসরের ছেলে তামীমও ওই যুদ্ধ নিহত হয়। তারা বহু ধন-সম্পদ হঠাৎ করে।

এদিকে মারওয়ানের পক্ষে ইরাকের গণ্ডর ইয়ায়েদ ইবনে উমর ইবনে হব্বায়রা নাসরের সহযোগী তার কাহতাবার সেনার মুখোমুখি হয়। সেদিন ছিল জমুআবার। উত্তর দলে যুদ্ধ হয়, প্রায় যুদ্ধ। উমাইয়া বাহিনী পরাজিত হয়। সৈন্য এবং অন্যান্য সেনাম মিলে প্রায় দশ হাজার সেনার নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে জুরাজারের গণ্ডর নুবাতাহ ইবনে হায়ালাও ছিল। সনাতনি কাহতাবা নুবাতাহী-এর খাড়িত মস্তক 'প্রণ করে আবু মুসলিমের নিকট।
আবু হাময়া খারিজীর পবিত্র মদিনায় প্রবেশ এবং সুখনায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ইবন জারীর বলেন, এই হিজরী সনে কাদীশ নামক স্থানে আবু হাময়া খারিজী ও পবিত্র
মদিনাবাসিগণের মধ্যে এক তীর্থ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সে পবিত্র মদিনা অবশ্যকরী বহু
কর্তৃক লোককে হত্যা করে। এরপর সে পবিত্র মদিনায় প্রবেশ করে। তার আগমন সংবাদ
পেয়ে পবিত্র মদিনায় নিযুক্ত উমাইয়া শাসক আবদুল ওয়াহিদ ইবন সুচুয়ামান পালিয়ে যায়। খারিজী
নেতা আবু হাময়া তখন পবিত্র মদিনার বহু লোককে হত্যা করে। এ ঘটনা ঘটেছিল এই হিজরী
সন অর্থাৎ 130 হিজরী সনের সফর মাসের বিশ তারিখে।

আবু হাময়া খারিজী পবিত্র মদিনা শরীফে প্রবেশ করে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মিশরে আরোহণ
করে এবং ভাষণ দেয়। সে পবিত্র মদিনাবাসিগণকে তিনি কর্তৃক তীতি প্রদর্শন করে। সে বলে হে
মদিনাবাসিগণ! হিসাবে ইবন আবদুল মালিকের শাসনামলে আমি তোমাদের নিকট এসেছিলাম।
তোমাদের বাগানগোলাতে তখন মড়ক লেগেছিল। প্রাকৃতিক দুরুশের ফলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল।
তাহলে তোমরা খলিফার নিকট নিবেদন করেছিলে ফলের যাকাত করা করে দিতে, খলিফা তাই
করেছিল। ফলে তোমাদের ধনীগণ আরো নিনুন হয়েছিল। পরবর্তী আরো পরিবর্ত হয়েছিল। তোমরা
খুশী হয়ে খলিফার জন্যে দু’আ করে বলেছিলে- “আল্লাহ! আপনাকে তাল প্রতিদিন দিন’’ কিন্তু
আল্লাহ তাকে তাল প্রতিদিন দেননি। একে আরো বহু কথা আবু হাময়া তার ভাষণে বলেছিল।

এইবারে সে তিন মাস পবিত্র মদিনায় অবস্থান করেছিল। সফর মাসের বৃহত্তি দিনগুলো,
রবিউল আউলাহ, রবিউস সানি এবং জুমাদাল উলা মাসের প্রথম কয়েক দিন ছিল সে পবিত্র
মদিনায়। ওয়ায়কিদী ও অন্যান্য তাই বলেছেন।

মাদাইনী উল্লেখ করেছেন যে, একদিন আবু হাময়া খারিজী রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মিশরে উঠে
বসে। তারপর বলে, হে মদিনাবাসিগণ! তোমাদের জানা আছে যে, আমার কোন অজ্ঞতার
কারণে কিংবা অহংকারের কারণে নিজেদের দেশ ছেড়ে আসিনি। কিংবা জাহাঙ্গিরের ইবন হব
একন ধন্য-দৌলত ও রাজত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যেও আমার আসিনি। আমাদের বাসস্থান থেকে
আমরা এলাকায় বেরিয়ে এসেছি যে, আমরা তাদের আলাদায় নিযুক্ত নিয়ুক্ত দেখেছি। আমরা এক
দেখেছি যে, তাদের সূচনা তাদের দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইনসাফ ও ন্যায বিচার প্রতিষ্ঠাকারীর
মূর্তি হয়েছে। এসব দেখার পর পৃথিবী বিপুল থাকা সত্ত্বেও সেটি আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে
উঠেছে। এ পর্যায়ে আমরা তোমাদেরকে প্রেরণ দেয়েছি, যেন অক্ষর আছানকারী দায়মায় আল্লাহর আনুগুচ্ছের
প্রতি আলাবাহ জানাতে। আলাবাহ বিধানের দিকে ডাকছে। তখন আমারা মহান আলাবাহের প্রতি
আছানকারীর আছানকে সাড়া দিয়েছি।

(وَمَنْ لَا يَجِبُ دَعَيْنَ اللَّهَ فَلَيْسَ بِمَعْجِزَةِ فَيَّ)

الْأَرْضَ. আলাবাহের প্রেরিত আছানকারীর ডাকে যে সাড়া দিয়ে না সে পৃথিবীতে কাদিকে অক্ষর
করতে পারবে না। সূরা আহকাফা ৪৩২। আমরা বিভিন্ন পথে থেকে এসে একে ছাড়েছিল।
আমরা প্রতিকে একই উপরের সূচনারী। একই পথের পথিক। নিজের পথ-খেল নিজের
ধারাতে। সকলে একই চাঁদে দেহ আবাসকারী। আমারা সংহায়ক কম। পৃথিবীতে দুর্বল
ছিলাম। মহান আলাবাহ আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন। আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদেরকে
সাহায্য করেছেন। আলাবাহের কসম! তার অনুগুহ আমারা সকলে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছি।
এরপর আপনাদের কতক লোকের সাথে আমাদের দেখা হল কালীদ অঞ্জলে। আমার তাদেরকে আলাহাদুর আনুগত্য এবং করুণামী বিধানের দাওয়াত দিলাম। তারা আমাদেরকে শয়তানের আনুগত্য ও মারওয়ান বর্ণিয়েদের বিধান প্রহরের আহ্মান জানাল। আলাহাদুর কসম! হিদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে, সত্য অভ্যন্তর মধ্যে কতইনা ব্যবধান- দুর্বুধে।

এরপর তারা আমাদের দিকে দৃঢ় অবিচ্ছেদে এল। বস্তুত শয়তান তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে, তাদের রক্তে তার পা ভিজিয়েছে। শয়তান তাদের ব্যাপারে নিজের লক্ষ্য অর্জন করেছে। ফলে, তারা তার পদাঙ্গ অনুসরণ করেছে।

অন্যদিকে আলাহাদুর সাহায্যকারী লোকজন দলে দলে অগ্রসর হয়। তাদের হোতে তীর্থধার চকচকে তরবারি। আমার যাতাও ঘুরল। তাদের যাতাও ঘুরল। যুদ্ধ শুরু হল। এমন যুদ্ধ। তাতে বাতিলসীকে দিশের হয়ে পড়ল। হে মদিনাবাসিগণ! আপনার যদি মারওয়ান বাহিদীকে সাহায্য করেন মহান আলাহাদুর তার বিশেষ আযাব দ্বারা কিংবা আমাদের মধ্যে আপনাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি ইমানদারদের অন্তর শান্তি দান করবে। হে মদিনাবাসিগণ! আপনাদের পূর্ব প্রজন্য অতিশয তারা মানুষ ছিলেন। আপনাদের পরবর্তী প্রজন্য অতিশয় মন প্রজন্য। হে মদিনার আধিবাসীবৃন্দ! আমরা জনসাধারণের জন্য আপন জনসাধারণ আমাদের জন্য। কিন্তু মৃত্যুমুখীর যুদ্ধিক ও কিংবদন্তি কার্যকরণ বায়ীত। যালি প্রশাসনকৃত ব্যাংকের।

হে মদিনাবাসিগণ। মহান আলাহাদুর কাউকে তার সামাজিক অভিনিত্রীণ ঋষী চাপিয়ে দেন অথবা তিনিয় তুমি তাদের অন্য হোম তাদের ধর্মে যে পেশ করে সে আলাহাদুর দুর্শমন। আমার তার বিচলিত যুদ্ধ করব। হে মদিনাবাসিগণ। মহান আলাহাদুর দুর্বল-সবল সকলের উপর যে আতে প্রচারের দাবী ধর্মের অর্থ করন সে আমারাদের আমারা নামান্ত্র দিন। এরপর নবন অশ দাবীরী একজনের আবিষ্কার ঘটেছে। সে যুদ্ধ প্রচারের অন্তঃবুদ্ধি এবং যে ওকে অংশের প্রাপ্তক নয়। মহান আলাহাদুর বিচলিত চর্চা ও অহিম্যা যোগে সে এরপর দাবী করে।

হে মদিনাবাসিগণ! আমি মনে করি যে, আমার সম্পর্ক আলাহাদুর এই বল তাছিল্লা করেন যে, ওরা অন্ত যুদ্ধ যুবক, যুধ মেয়াজের বেদুইন। দিক আপনাদেরকে, বলান তো রাসুলুলাহ (সা)-এর সাহায্যের কি অন্ত যুদ্ধ যুবক ব্যতীত অন্য কিছু ছিলেন? বিচলিত তারা যুবক ছিলেন, যুবক হওয়া সত্ত্বেও মন দৃশ্য থেকে দৃষ্টি অবনত করে অসত্য পথ থেকে যাত্রোয়ারুখ করে, তারা যুবক মানুষের মত চলতেন। তারা নিজেদেরকে মহান আলাহাদুর নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তারা শহীদ হয়েছে এমন প্রদূরের বিনিময়ে যা মৃত্যুবাহী। তারা ছিলেন কার্য কাছি মিলানো সাধ্যতা। তারা রাতে ইবাদত করতেন। দিনে রোয়া রাখতেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে তারা যুবক পড়তেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভয় বিষয়ক আযাব তিলাওয়াতে তাদের সময় তারা জাহানারের ভয়ে অহিম্য হয় পড়তেন। আর আলমরা লাদের প্রাণীশা বিষয়ক আযাব তিলাওয়াতের সময় তারা জাহানারের ভয়ে অহিম্য হয় পড়তেন। খান খালী তলাম্বার যখন তাদের জন্যে পড়ত, তাক বড় যখন তারা দেখতেন, পূর্ব প্রকৃত তীর এবং মৃত্যু বিশিষ্ট কাপ্তান সনাদাল যখন তাদের দৃষ্টিগোচর হত তখন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শাবির তড়প মুকাবালায় শক্তি সৈন্যের ভয়কে তারা নিছিল তুচ্ছ মনে করতেন। শক্ত ভয়কে প্রাণদিয়ে মহান আলাহাদুর ভয়ে হালকা
মন করতেন তা নয়। কাজেই, সুসংবাদ ও উত্তম পরিগতি তাঁদের জন্য। তারা এমন ছিলেন যে, বহু চক্ষু মধ্য রাতে মহান আল্লাহর ভয়ে অন্তর্ভিত হত। রাতের দীর্ঘকাল মহান আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে কাটাত। মহান আল্লাহর পথে জিহাদে মহান আল্লাহর শক্রদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে না তারা জোড়া ও সংঘর্ষ হতে বসে পড়ে এবং বহু হাতশিয়াল মহান আল্লাহর ইবাদতে ওই হাত মাটিতে ঠেকিয়েছে। আমি এসব বলছি এবং আমার অযোগ্যতার জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহর দেওয়া ক্ষমাতা ছাড়া আমার কোন ক্ষমা নেই।

এরপর মাদাইনী বর্ণনা করেছেন আব্বাস সূরে হাজারের মাধ্যমে তাঁর দাস হত। তিনি বলেছেন, আবু হাসায়া হারিজির পবিত্র মদাইনাবাহীদের নিকট একজন সৎ চরিত্রাবলী ও তাঁর মানুষরে প্রাণযোগ্যতা পায়। তারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে তাঁরা অন্তর্ভাব করে দেন যে, যে বলছিল— গোপনীয়তা ফুসস হয়ে গিয়েছে, আমরা আপনার দরবার ছেড়ে কোথায় যাব? এরপর সে বলল, যে বাকি মনা করবে না কাফির হয়ে যাবে। যে চূরি করবে না কাফির হয়ে যাবে। এ ব্যবহার শুনান পর তাঁরা তাঁকে যুগ্ম করতে শুরু করে এবং তাঁর আল্লাহর ছেড়ে আসতে থাকে।

আবু হামায়া পবিত্র মদাইনাবাহীর বসবাস করছিল। একদিন কেনাবাদী খালিফার মারওয়ান আল-হিয়ার তাঁর বিরুদ্ধে আবদুল মালিককে শ্রেষ্ঠ করে চাহিদার সারিয়ার সাহকার। এরা ছিল যে সৈন্য হতে নির্বাচন করা দক্ষ ও অভিজ্ঞ সন্তান। প্রতিক সন্তানকে সে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, একটি আরবী জোড়া, মাল্লারি একটি খচন দিয়ে নির্দেশ করেছিল, যে, আবু হামায়ার বিরুদ্ধে প্রাণনির্মাণ লড়াই করবে এবং তাঁকে শেষ না করে ফিরে আসবে না। ঘোড়াজনে তাঁর যোগ্যতা তাঁর ইমামের পর্যায় হয়। তাঁরা এমন রাজধানী সানাইয়ার পর্যায়ের বিদ্যেতে যুদ্ধ করে। তখন গভর্নর ছিল আবদুল ইবনে ইয়াহিয়া। খলিফার নির্দেশে সনাপতি আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আতিয়া যাতে করে। সে ওয়াদি-আল-কুরা এমন পৌঁছে। সেখানে সে আবু হামায়ার মুহুম্মদের হয়। আবু হামায়া যাছিল সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ওখানে রাত পর্যন্ত তাঁর যুদ্ধ চালানো ছিল।

তাঁরার আবু হামায়া হারিজির বল, বিশ্বাসী জন্যে হিবর আতিয়া। আল্লাহ তা আল্লাহ তাঁর কাছে দেবতা করেছেন আরাম-শান্তি ও বিশ্বাস্তে জন্য। কাজেই, এখন আল্লাহ তা আল্লাহ তাঁর মন্ত্রণালয়ে তাঁর কাছে থাকতে হবে। কিন্তু ইবনে আতিয়ার যুদ্ধ বিরতি প্রতিহার প্রত্যাহার করে। ফলে অবিরাম যুদ্ধ চলছিল। শেষ পর্যন্ত ইবনে আতিয়ার বাহিনী হারিজিরকে পরাজিত করে। পরাজিত হারিজির পবিত্র মদাইনার শরীফে প্রবেশ করে। পবিত্র মদাইনার অধিবাসিগণ তাঁর প্রতি মারমুখো হয়ে পড়ে এবং বহু হারিজির তাকে বস্তা করে। ইবনে আতিয়ার বিজয়ী বেশে পবিত্র মদাইনার প্রবেশ করে। ইতিহাসে হারিজির পবিত্র মদাইনার ছেড়ে চলে যায়।

কথিত আছে যে, ইবনে আতিয়ার গ্রাম একমাস পবিত্র মদাইনার অবস্থান করেছিল। পরে তার পক্ষে একজনকে নায়েব বানিয়ে সে অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর সে পবিত্র মদাইনার প্রতিনিধি মনোনীত করে দেয়। চে ইমামের উদ্দেশ্যে তাকে করে। সানাইয়ার শাসনকর্তা আবদুল ইবনে ইয়াহিয়া তার প্রতিহার করে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে আতিয়ার আবদুল ইয়াহিয়াকে পরাজিত ও হত্যা করে। তার মাথা পাঠিয়ে দেয় মারওয়ানের নিকট।
ইতিমধ্যে ইব্রুন অতিয়ার নিকট মারওয়ানের চিঠি এসে পৌছে এই মর্মে যে, সে এই বছর আমার হজ্জ হয়েছে যেন হজ্জ পরিচলনা করে এবং ডুর পাবন্ত মকরা যাত্রা করে। বারজন সওয়ারী সাথে নিয়ে ইব্রুন অতিয়ার পাবন্ত মকরা উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেনাদল রেখে যায় সানাআয়। তার সাথে একটি খবর ছিল ৪০ হজার সর্পামুড়। পথে এক আয়ার যে যাত্রাবিদ্যালয় করে। ওই আয়ারের দুইজন সেনাপতি তার সমুদ্রে হামিয়া হয়। তারা ইব্রুন জুমানা নামে পরিচিত। তারা বলল, ওয়ে কাফেলা যাত্রী, তোমরা তো চেয়ে। সে বলল, না আমি ইব্রুন আতিয়ার। এ হলো কেন্দ্রীয় খালির চিঠি। আমাকে হজ পরিচলনার নির্দেশ দিয়ে তিনি এই চিঠি পাঠিয়েছেন। আমরা হজের মওসুম পাবর জন্যে ডুর যাচ্ছি পাবন্ত মকরা উদ্দেশ্যে। ওলা এ কথা বিশ্বাস করল না। তারা বলল, এসব মিথ্যা কথা। তারা হামলা চলায় কাফেলার উপর। ইব্রুন আতিয়ার ও তার সাহিদেরকে তারা হত্যা করে। মাত্র একজন লোক প্রাণে বেঁচেছিল। কাফেলার মালপতঙ্গ তারা লুট করে নেয়।

আবু মাশার বলেন, এই বছর হজ পরিচলনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্রুন মালিক ইব্রুন মারওয়ান। তিনি পাবন্ত মকরা মনীনা ও তারায়ের প্রশস্ত ছিলেন। এ সময়ে ইরাকের প্রশস্ত ছিল ইব্রুন হুয়ারায়া, মুসানের প্রশস্ত নাসর ইব্রুন সাইয়ার। তবে মুসানের বহ শহর ও গ্রাম তখন আবু মুসলিমের দখলে চলে এসেছিল। নাসর ইব্রুন সাইয়ার দশ হজার সেই চেয়ে ইব্রুন হুয়ারায়ার নিকট চিঠি লিখেছিল। পরে দেখা গেল যে, এক লক্ষ সেই দরাং সে কুলিয়ে উঠে পারছে না। সে মারওয়ানের নিকট ও সেই সহায়তা চেয়েছিল। মারওয়ান তার চাহিদা মুতাবিক সেই পাঠানোর জন্য ইব্রুন হুয়ারায়াকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিল।

১৩০ হিজরী সনে যাদের মৃত্যু হয়

এই হিজরী সনে যাদের মৃত্যু হয় তাদের মধ্যে আবু ইব্রুন হাবহাব, আবদুল আরিফী ইব্রুন সুওয়ার, আবদুল আরিফী ইব্রুন রাফি', কাব' ইব্রুন অলাকামা এবং মুহাম্মদ ইব্রুন মুনাকাদার বিবিশী বাড়িরপৃ। মহান আলাহ তাত জানান।

১৩১ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে কাহাতাবা ইব্রুন শাবিব তার ছেলে হাসানকে কৃষ্ণঘর অঞ্চলে পাঠিয়েছিল নাসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। পেছনে তার সাহায্যের ভেতরের অর্থ সীমান্ত হ্রেণ করে। ওদের কেউ কেউ নাসরের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। নাসর ওই স্থান তাকে রায় দিয়ে যেয়ে সে কোথায় হয়ে পড়ে। তাপুরে সেখানে হতে হামদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হামদানের নিকটবর্তী পৌছায় পর তার মৃত্যু হয়। এই হিজরী সনের অর্থাৎ ১৩১ হিজরী সনের ১২১ বর্ষ বয়সে নাসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নাসরের মৃত্যুর পর আবু মুসলিম মুহারসিনি ও তার অনুসারীরা মুসানের শহর-নগরপুলের উপর সুস্থ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করে। তাদের শক্তি-সামরিক বৃদ্ধি পায়। কাহাতবা জুজার ছেড়ে যায়। তার সমুদ্রে যাত্রা করে বিয়াদ ইব্রুন মুহারাহ কুশােরি। আবু মুসলিমের অনুসরণ করে সে লজ্জিত ও অনুমোদন হয়। তাই তার সৈন্যদেরকে ছেড়ে মুত্র কর্মকর্তার একটি দল নিয়ে সে ইব্রুন
নাবথা-এর সাথে মিলিত হবার জন্য ইস্পাহানের পথে যাত্রা করে। তাকে পাকড়াও করার জন্য কাহাতো একদম সৈন্য প্রেরণ করে। তারা যোদ্ধাদের প্রায় সকল সাথিকে হত্যা করে। কাহাতো নিজে কুমিছ এসে পৌঁছে। তার হয়ে হাসান ইতিপূর্বে কুমিছ জয় করে নিয়েছিল। কাহাতো সেখানে অবস্থান করেছিল, সে তার হয়েকে সমুখে "রায়" অঞ্চলের দিকে পাঠায়। পরে সে নিজেও পেছনে পেছনে যাত্রা করে। সে গিয়ে দেখে যে, তার হয়ে "রায়" জয় করে নিয়েছে।
কাহাতো সেখানে অবস্থান করতে থাকে। এসব বিষয় সে আবু মুসলিমকে অবগত করে।

আবু মুসলিম মাত্র তায় করে নিশাপুর গমন করে। দিনে দিনে তার সফলতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এদিকে কাহাতো "রায়" অঞ্চলে যাবার পর তার হয়ে হাসানকে হামাদান প্রেরণ করে।
হাসান যখন হামাদানের কাছে পৌঁছে তখন খুরাসানী ও সিরিয়ার নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মালিক ইবনে আদহাম হামাদান থেকে বেরিয়ে ‘নিহাওয়ান’ নামক স্থানে অবতরণ করে। হাসান গিয়ে হামাদান জয় করে নেয়। এরপর সে উমাইয়া সৈন্যদের উদ্যোগে নিহাওয়ান গমন করে। এদিকে তার পিতা তার সাহায্যের অতিরিক্ত সৈন্য পাঠায়। হাসান ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শেষ পর্যন্ত সে নিহাওয়ান জয় করে।

এই হিজরী সনে আমির ইবন দাবারা ইনতিকাল করেছেন। তার মৃত্যুর প্রধান এই যে, ইবন হায়ারা তার নিকট চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, সে মোহাম্মদকে এর মুকাবিলার জন্য যায় এবং সে সেনা পাঠায় তাকে সাহায্য করে। নির্দেশ মুতাবিক ইবন দাবারা রণনা করে। সে বিশ হাজার সৈন্যসহ কাহাতো-এর মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষ যখন মুখোমুখি অবস্থানে এবং যুদ্ধের জন্য পূর্ব প্রস্তুত তখন কাহাতো ও তার সাধিগণ পবিত্র কুরআন মহান উচিতে ধরে চীরকার দিয়ে বলেছিল, যে সিরিয়ারাও চাতুরী আমরা মোহাম্মদেরকে আমাদের জানাচ্ছি পবিত্র কুরআন বিদ্ধ বিষয় মেনে নেওয়ার জন্য। ওই এই কাজের জন্য কাহাতো ও তার সান্নিরন্দ্রকে গালমন্দ করে।
এই প্রেক্ষিতে কাহাতো তার সান্নির্দেরকে নির্দেশ দেয় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করতে। 
তারা আক্রমণ চালায়। তারা বিদ্ধ ছলেন। ইবন দাবারা-এর সন্ন্যাস পরাজিত করল।
কাহাতো-এর সন্ন্যাসের পদচারণ করল এবং তারা বহ লোককে হত্যা করল। তারা ইবন দাবারাকেও হত্যা করল।
এই কারণে তারা সৈন্যকে সৈন্যকে তারা তার হাতে তারা তার বহুল-সম্পদ এবং মালামাল হত্যা করতে যা বর্ণিত হয়েছিল।

এই হিজরী সনে সেনাপতি কাহাতো নিহাওয়াদের চলাচলকে কঠোর অবরোধ তৈরি করে।
অবরুদ্ধ সিরিয়ার নাগরিকদের অসহ্য হয়ে প্রস্তুত করে মেন তাদেরকে তার জন্যে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হল। তারা কাহাতো-এর জন্যে দুর্গের দরজা খুলে দিল। তারা তার থেকে তাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেয়।
অবরুদ্ধ খুরাসানবাসিগণ সিরিয়ারকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমারা কি জান করেছ? তারা বলল, যে আমরা আমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করছি। তারা ও নিরাপত্তা লাভ করছে এই ধারণায় খুরাসানীর ভেতর হতে চলে যে আসে।
কাহাতো তার সেনাপতি- দেরকে নির্দেশ দেয় যে, যার অধীনে যত খুরাসানী বদ্ধ আছে তাদের সবাইকে মেন হত্যা করে।
খিল মতো তার নিজের পাথর দেওয়ার হয়। সেনাপতিগণ তাই করল। ফলে ইতিপূর্বে আবু মুসলিমের হাত থেকে যত খুরাসানী নাগরিক পালিয়ে এসেছিল তাদের কেউই এখন জীবিত

আল-বিদিয়া ওয়ান নিহায়া ৭৯
ধাকল না। সিনিয় নাগরিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হল। তাদের অধিকার নেওয়া হল যে, কোনোদিন যেন আরু মুসলিমের শর্তে তারা সাহায্য না করে। শর্তের সাথে হাত না মিলিয়া।

এরপর সেনাপতি কাহাতরা আরু আলানকে পাঠাল শাহরয়ারের অঞ্চল। তার সাথে ছিল ব্রিটিশ হাজার সৈন্য। তাকে পাঠিয়েছিল আরু মুসলিমের নিঃশেষ। আরু আলান অভিযান চালিয়ে শাহরয়ারের অঞ্চল জয় করে নেয়। সেখানকার প্রশাসক উমেদর ইবনে সুফিয়ানকে হত্যা করে। কেউ বলেছেন তাকে হত্যা করা হয়নি কিন্তু সে মুসলিম ও জাহারার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। আরু আলান এই বিজয়ের সাবধান কাহাতরাকে জানায়।

সেনাপতি কাহাতরাকে এবং আরু মুসলিম খুরসানীর তৎপরতা ও একের পর এক বিজয় অর্জনের সাবধান মারওয়ানের নির্দেশ পৌছাতে থাকে। এক পর্যায়ে সে হাফরান ছেড়ে "আলহাবা-আল আকবর" নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকে।

এই হিজরী সনে বিশাল এক সনা বষ্টি নিয়ে সেনাপতি কাহাতরা ইরাকী প্রশাসক ইয়াবীদ ইবনে উমর ইবনে হুযায়ারা-এর মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হয়। কাহাতরা যখন ইরাকের কাছাকাছি পৌছে তখন ইবনে হুযায়ারা পিছু হটে যায়। পেছনে যেতে যেতে সে ফেরোতার নদী পার হয়ে যায়। তাকে ধাওয়া করে কাহাতরাও ফেরোত অতিক্রম করে। তাদের সংখ্যাকে বিয়োগ ঘটনা পরবর্তী হিজরী সনের আলোচনায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১৩২ হিজরী সন

এই হিজরী সনের মুহাররম মাসে সেনাপতি কাহাতরা ফুরুত নদী অতিক্রম করে। তার সাথে ছিল বহু সৈন্য ও অথচ। ইবনে হুযায়ারা তখন ফুরুতের মুখে ফালুজার কাছাকাছি এক স্থানে তারু কেলে অবস্থান করছিল। তার সাথেও ছিল বহু লোকেজন ও সৈন্য সামন্ত। কেন্দ্রীয় খলিফা মারওয়ান প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করেছিল তাকে সাহায্য করার জন্যে। উপরন্তু ইবনে দাব্বারা-এর পরাজিত ও পলাশে ব্যাপ্ত হিজরী সনের সাথে যেগুলো দিয়েছিল। এক পর্যায়ে সেনাপতি কাহাতরা গতি পরিবর্তন করে নুবাড়ি দিকে যাত্রা করে সেটি জয় করার জন্যে।

মুহাররম মাসের আট তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। তীব্র যুদ্ধ চল। উভয় পক্ষে হতাহত হয় বহু লোক। এক পর্যায়ে সিনিয়োগ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাদের পেছন পেছন চলে খুরাসানিয়ন। কিন্তু মানুষের ভিত্তি কাহাতরা হারিয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয় যে, কাহাতরা নিহত হয়েছে এবং তার অবর্তমানে তার পুত্র হাসান অমির ও নেতা হবে বলে ওক্ষিত করে গিয়েছে। হাসান ওখানে উপস্থিত ছিল না। লোকজন হাসানের পক্ষে তার ভাই হামিদ ইবনে কাহাতরা-এর হতে বায়াত করে। হাসানকে উপস্থিত হবার জন্যে সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়। ওই সময়ে বহু সেনাপতি নিহত হয়। কাহাতরাকে হত্যা করেছিল মামলাই ইবনে যাইদাহ এবং ইয়াহীদা ইবনে হুসাইন। কেউ বলেছেন, তারা নয় বরং তার সাথে থাকা জনক ব্যক্তি নাসরের দুই ছেলের হত্যার প্রতিশোধের জন্যে তাকে হত্যা করে। মহান আল্লাহ তাল জানেন। অন্যান্য নিহতদের মধ্যে কাহাতরা-এর লাশ থুতুজে পাওয়া যায়। সেখানেই তাকে নাফরন করা হয়। হাসান ইবনে কাহাতরা ঘটনা থেকে হারিয়ে যায়। সে কুফা অতিমুখে যাত্রা করে। সেখানে মুহাম্মদ
ইবন খালিদ আবদুল্লাহ কাসারী মাঠে নেমেছিল। সে আবাবী ফিলাফতের প্রতি মানুষেরকে আবাবী ঝাঁপিয়েছিল। এই হিজরী সনের আওয়াম দিয়ে অর্ধেক মুহাম্মদের দশ তারিখে মাঠে নেমেছিল। সে ইবন হ্যাবয়ারা-এর পকে নিয়োজিত প্রশাসক যুদ্ধ ইবন সালিহ হাইফি কোয়ান থেকে বহিষ্কার করে। মুহাম্মদ ইবন খালিদ তখন সরকারী প্রশাসনিক ভর্তিতে এসে উঠে। এক পর্যায়ে ইবন হ্যাবয়ারা-এর পকে হতে বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে হাওয়ারা এগিয়ে যায় মুহাম্মদ ইবন খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কিন্তু হাওয়ারা-এর সেনাদল কুফার নিকট্য হবার পর দল তাপক করে মুহাম্মদ ইবন খালিদের প্রতি অস্কার হতে থাকে আবাবীদের প্রতি বায়থাও করার জন্য। এমতাবস্থায় হাওয়ারা নিজে “ওয়াজিত” চলে যায়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, হাসান ইবন কাহতীবা কুফার প্রবেশ করে। তার পিতা কাহতীবা তার ওসিয়াতে এটা উল্লেখ করিয়েছিল যে, খালিফার উদ্দীপ হবে আবু সালমায় হাফসু ইবন সুলায়মান। সে তখন কুফাতে অবস্থান করিয়েছিল। হাসান ও তার সন্তান কুফা প্রবেশ করার পর উদ্দীপ আবু সালমা পরমাশ খিল যে, হাসান ইবন কাহতীবা মোকার কলক সেনাপতি নিয়ে ইবন হ্যাবয়ারা-এর মুকর্মিলা করার জন্য ওয়াজিত গমন করে। তার হাজারী খেন মাদাইন গমন করে এবং সে অন্যান্য সেনা ইউনিফর্মকে বিভিন্ন স্থানে শেখান করে বিলিউ এলাকা জয় করার জন্য। তারা বরংও জয় করে নেয়। ইতিপূর্বে ইবন হ্যাবয়ারা-এর পকে মুসলিম ইবন কুফায়াবা বসরা দখল করেছিল। ইবন হ্যাবয়ারা-এর হতাশেরাদের পর আবু মালিক আবদুল্লাহ ইবন উসাইদ খুয়াই আবু মুসলিম খুরাসানীর পকে বসরা পুনর্নির্দেশ করে।

এই হিজরী সনের রবীউর-রহমা মসজিদের তের তারিখ জুমাীর রাতে আবু আব্বাস সাফ্ফাহ-এর পকে বায়থাও গ্রহণ করা হয়। আবু আব্বাস সাফ্ফাহ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুল ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ইবন আবদুল মুহাম্মদ। আবু মাশাইয়া ও সিবাহ কালারী এই মত্যা করেছেন। ইতিহাসবিদ আযাকেলী বলেছেন যে, জুমাদাল উলা মসজিদে সাফ্ফাহ-এর পকে বায়থাও নেওয়া হয়।

ইমাম ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদের হ্যাকাও

১২৯ হিজরী সনের আলোচনায় আমদা উল্লেখ করেছি যে, আবু মুসলিম খুরাসানীর নিকট বিভিন্ন ইমাম ইব্রাহীমের একটি চিঠি মারওয়ানের হ্যাক হয়েছিল। এই চিঠিতে ইমাম ইব্রাহীম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, খুরাসানের আবুরী জানা কোন নামকরণ করতে পারেন না হয়।

এই সিদ্ধাংশে অপরূপ হবার পর মারওয়ান ইব্রাহীম সম্পর্কে জন্মাতে চায়। তাকে তা না হয় যে, ইব্রাহীম এখন বাকলা-তে অবস্থান করেছে। মারওয়ান লিখে দামেকের প্রশস্তকে যেন ইব্রাহীমকে তার নিকট হাসির করা হয়। ইব্রাহীমের নাম-লোচিত ও সংশীত তথ্যসহ দামেকের প্রশস্তক একজন সংবাদ বাকল পাঠিয়েছিল তার যোগ্য। সরকারী দুই গজাশ্চুলে হিয়ে ইব্রাহীমের বাই আবু আব্বাস সাফ্ফাহকে দেখেছে। আবু আব্বাসকে ইব্রাহীমনে মনে করে সে তাকে ব্যক্তিকে করে। পরে তাকে বলা হল যে, ইনি ইব্রাহীম নন। ইনি ইব্রাহীমের তাই।

পরে ইব্রাহীমের ঠিকানা দেওয়া হল। সরকারী তাকে প্রেরিত করল। তারপর তাকে এবং তার পিয়ের জনিকা দাস্কে নিয়ে কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করল: বিদায় বেলায় তার পরিবারের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খা)——১১
লোকজনকে তিনি এই ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন যে, তার পরে খ্রিস্ট হবে তার ভাই আবু আবাস সাফাফাহ। তিনি তাদেরকে কুফা চলে যাবার নির্দেশ দিলেন, সেদিনই তারা কুফা অভিযুক্তে যাত্রা করে। এই যাত্রালেখ ছিলেন তার ছয় চাচা। সূর্যমালাব আবদুল্লাহ, দাউদ, ঈসা, সালিহ, ইসমাইল ও আবদুল্লাহ সামাদ। তারা আলীর ছেলে। দলে আরে ছিলেন তার দুই ভাই আবু আবাস সাফাফাহ এবং মুহাম্মদ আবু মুহাম্মদ ইবন আলী। তার দুই ছেলে মুহাম্মদ এবং আবুনন ওয়াহহাব-ও এই দলে ছিলেন। এ ছাড়া পরিবারের অন্যান্য তো ছিলেনই। তারা কুফায় প্রেরণ পর আবু সালামা খালাল তাদেরকে ওয়ালিদ ইবন সাবনার বাড়িতে ধারাবাহিক করে দেয়। ওয়ালিদ ছিল হাসিমি গোন্দের মূর্ত্তি করা কীটনাশক। এর পর ৪০ দিন সে তাদের উপস্থিতির কথা সরকারী লোকদের থেকে গোপন রাখে। এরপর তাদেরকে নিয়ে আনা ধূসাগায় চলে যায়। তাদের অনবরত স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এবং এক পথের আরামের হাতে শহরগলা বিজিত হয়। আর আবু আবাস সাফাফাহকে খ্রিস্ট মনোনীত করে তার হাতে বয়ানত করা হয়।

ইমাম ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদকে নিয়ে উপস্থিত করা হয় তৎকালীন খ্রিস্ট মারওয়ানের নিকট। মারওয়ান তখন হারানারে অবস্থান করছিল। সে ইবরাহীমকে বন্দী করে রাখে। তিনি বন্দী অবস্থায় থাকেন এই হিজরীর সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরীর সন পর্যন্ত। তারপর এই সনের সফর মাসে কারাগারে তার মৃত্যু হয়। মূর্ত্তিকে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তার মুখমণ্ডল পাতলা কাপড়ে ঢেয়ে রাখায় তিনি অজন্ম হয়ে পড়েন এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। তখন তার বয়স ছিল ৫১ বছর। বাহ্যদুর ইবন সাফাফাহ নামক এক বাহ্ম্যত তার মাতায় ইমামতি করে।

কেউ বলেছেন, ইমাম ইবরাহীমকে পুনর্বাণী করি করে রেখে ওই ঘটনা রেখে দেওয়া হয়। ঘরের চাপা পড়ে তিনি মারা যান। আবার কেউ বলেছেন যে, তাকে বিষ মেশানো দুধ পান করানো হয়। তাতে তার মৃত্যু হয়। কারো মতে ইমাম ইবরাহীম ১৩১ হিজরীর সনে হজ উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে তার নাম ও পরিচিতি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তাকে থমি সেখানে অবস্থায় উৎসাহ-উদ্দীনা পরিবর্ধিত হয়। তার এই জনপ্রিয়তার কথা মারওয়ানের কর্মচারঝুর হয়। তাকে জানানো হয় যে, আবু মুহাম্মদ খুরাসানী জনপ্রিয়তার এই বাহ্ম্যতের আনুগত্য করার জন্য আহ্মদ জানাচে। তারা তাকে থমিফ নামে আহ্মদিত করেছে। ফলে, ১৩২ হিজরীর সনের মুহাম্মদ মালে ইমাম ইবরাহীমকে প্রেরণ করে মারওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হয়। ওই বছর সফর মাসে সে তাকে হত্যা করে। এটি অপরাধকৃত বিষ্ণু অভিমত। কেউ বলেছেন, তাকে বালকা হতে নয় বরং কুফা হতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মহান আলীহ তার জানান।

আলোচনা ইমাম ইবরাহীম একজন অরুপ-সমাজ দানশীল ও বহু মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু হাসিম আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাসাফিয়া হতেও তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছে তাঁর ভাই আবু আবাস সাফাফাহ, আবু জাফার আবদুল্লাহ ইব্লাইম, আবু সালামা আবদুর রহমান ইবন মুসলিম খুরাসানী এবং মালিক ইবন হাসিম প্রমুখ। তাঁর মুহাম্মদীয় বক্তব্যের একটি হল পৃথিবীর মানবিকতা। সমগ্র মানুষ সেই বাক্যে যে তাঁর পীঠের হিয়ালখত করে, আহ্মদীতা বজায় রাখে এবং সমালোচনা যোগ্য কর্ম পরিহার করে।
আবু আব্বাস আল-সাফ্ফাহের খিলাফত

ইমাম ইব্রাহিম ইবনুল মুহাম্মদের নিহত হবার সংবাদ যখন কুফাবাহীদের নিকট পৌঁছে তখন আবু সালামা খাল্লাল খিলাফতের পদ আলী বংশীয়দের প্রতি নাস্ত করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু অন্যান্য আব্বাসীয় ও মেডিসিনীয় ব্যক্তিরা তা হতে দেয়নি, তারা অবিলম্বে আবু আব্বাস সাফ্ফাহকে উপস্থিত করতে এবং তার হাতে খিলাফত ন্যস্ত করতে। তাকে খলিফা মনেনীত করে।

এই ঘটনা ঘটেছিল কুফাতে। তখন তার বয়স ২৬ বছর। সর্বপ্রথম আবু সালামা আল-খালাল তাকে খলিফারপনে মনে নিয়ে বায়াআত করে। তা ছিল এই হিজরি সনের অর্থাৎ ১৩২ হিজরি সনের রবিউজ-ছানী মাসের তের তারিখ জুম্মা-রাতের ঘটনা। পরের দিন জুম্মা সময় একটি খাটি রঙের গাছের পিঠে সওয়ার হয়ে সাফ্ফাহ মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সশস্ত্র সৈনিকগণ তার সাথে ছিল। তিনি প্রথমদিকে ভরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমি' মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাযে ইস্মামতী করলেন। এরপর মিশ্রে আরোহণ করলেন। জনস্ক তার হাতে বায়াআত করে। তিনি ছিলেন মিশরের সর্বোচ্চ সিপাহী। তার চাচা দাউদ ইবনুল আলী তার তিন-সিডি নীচে অবস্থিত করা সাফ্ফাহ বক্তব্য রাখলেন। সর্বপ্রথম তিনি বললেন, সব প্রশ্নে সেই মহান আল্লাহর যিনি নিজের জন্যে ইসলাম ধর্মকে রেখে নিচ্ছেন। তিনি এই ধর্মকে সমান ও মার্যাদাবান করেছেন। আমাদের জন্যে এই ধর্ম মনোনিত করেছেন। আমাদের দ্বারা এটিকে স্বীকার করেছেন। আমাদেরকে এই ধর্মের অনুসারী, রক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা ও সাহায্যকারী বানিয়েছেন। তাকওয়ার বাদী আমাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। আমাদের আকওয়া অবলম্বনের উপযুক্ত ও আধিকারিক করেছেন। তার রাসূলের অবাধিয়তার আমাদেরকে ধন্য করেছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের সময়ে আমাদেরকে মর্যাদার আনন্দ অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মুসলমানদের উপর কিভাবে নায়িল করেছেন যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন।

إنّمَا يُرَبِّدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجُّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وِيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا

“হে নবী-পরিবার ! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে (সূরা আহ্মাব ৪ ৩৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন।

قالَ لَا أَسْلَكُمُّ عَلَيْهِ يَدَّ أَحَدٌ أَلَّا يَسْتَهْلِكُواْ فِي الْقُرْبَى

“বলুন, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদিন চাই না আন্তঃরের সৌহার্দ্য ব্যতীত সূরা শূরা ৪ ২৩। মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন।

وَآتِذَرُ عَشْيِرَتَكُمُّ الأَقْبَرِينَ
মাঁ আঙ্গা আল্লাহ

"আল্লাহ এই জনপদবীদের নিকট হতে তাঁর রাওকে যা কিছু দান করেছেন তা আল্লাহর,
তাঁর রাসূলের, রাসূলের রজনীদের, ইয়াতীমদের এবং অবাধ্যক্ষদের এবং পথচারীদের (সুরা
হাসর ৭)।

বৃহৎ এসকল আদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমরা যাবে নবী পাকের আয়ীয় তাদের মর্যাদা
ও সমান বর্ণনা করে দিচ্ছেন এবং আমাদের প্রাপ্তৰ্ভ আল্লাহ অন্যদের জন্যে অবস্থাক করে
দিচ্ছেন। আমাদের মর্যাদার নিজেকে যুদ্ধ-লক্ষ মালামালে আমাদের অংশ নির্ধারিত করে
দিচ্ছেন। আল্লাহ মহা অন্যহীন।

পথচারী লোকেরা মনে করেছে যে, খিলাফত, নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অন্যরা আমাদের
চেয়ে অধিক দাবীদার। তাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হোক। হে লোক সকল। আমাদের দ্বারা মহান
আল্লাহ মানব জাতিকে গোমরাহীর পর হিদায়তের পথে এমনচেয়ে। ঐদের অজ্ঞতার পর তিনি
তাদেরকে সাহায্য করেছেন। ধর্মের মুখমণ্ডল হবার পর তাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের
মাধ্যমে তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত বিপর্যয় করেছেন। আমাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের
ক্রিয়াগুলো সংশোধন করে দিচ্ছেন। হীনতা থেকে উচ্চতে তুলেছেন। কমতিকে পূর্বতন
দিচ্ছেন। বিচিত্রতাকে ঐক্য রূপান্তর করেছেন। ফলে পরম্পর শান্ত থাকার পর মানুষ
পরস্পর সহানুভূতিত্বল, সহমুখী, অন্যহীন ও দুর্দায় হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার জীবনে। আমার
পরকালীন জীবনের জন্যে মুখমণ্ডল পালকের উপর হবার যোগাযোগ সম্পন্ন তাই তাই হয়
গিয়েছে। প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর আল্লাহ তালাল আমাদের জন্যে নিয়মাকার
এই দরজা খুলে দিচ্ছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তুলে নেবার পর তাঁর সাহায্য এই দাতিত্য পালন
করেছেন। তাদের কর্ম ছিল পরম্পর পরমার্থ-ভিত্তিক। উমাতের উদরধিকারী তারা
নায়কপালিকার সাথে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রত্যেক বিষয়কে তারা যথাযথে স্থাপন করেছেন।
প্রাপ্তকে প্রাপ্ত প্রদান করেছেন। দুর্বল ও অস্ত্র বিষয়কৃত পরিহার করেছেন। এরপর হারব ও
মারওয়ানের বংশধরেরা মাথা চাঁদা দিয়ে উঠল। এই পদ তারা ছিনিয়ে নিল। নিজেদের মধ্যে
হস্তান্তর করতে লাগল। এ বিষয়ে তারা যুদ্ধ ও অন্যায় পথে চলেছে। জনসাধারণের উপর
নির্ভর চালিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দিয়েছিলেন ফ্লন্দে অস্তিত্ব
(যখন ওরা আমাদের ক্রোধাধিক করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম)। তারপর
মহান আল্লাহ ওদের হাত থেকে ওই কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের হাতে অর্পণ করলেন।
আমাদের প্রাপ্ত আমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের দ্বারা উমাতের ক্ষতি पूर्ण प्रवृति
করলেন। তিনি নিজে আমাদের অভিভাবকত্ব ধ্রুপ করলেন। আমাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত

(অন্তঃক্রিয়া মনে হইকে - এই কথা ওরা আমাদের ক্রোধাধিক করাতে আমি তার শাস্তি দিয়েছিলেন।)

(ওরা আমাদের ক্রোধাধিক করলে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম।) তারপর
মহান আল্লাহ ওদের হাত থেকে ওই কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের হাতে অর্পণ করলেন।
আমাদের প্রাপ্ত আমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের দ্বারা উমাতের ক্ষতি पूर्ण प्रवृति
करलेन। तिनि निजे आमादेर अभिभाबकत्व ध्रूप करलेन। आमादेरके साहाय्य करते प्रস्तুत
ওহে কৃষ্ণাবলিগণ ! আপনারা আমাদের বিশ্বাস পাত্র, আপনারা আমাদের ভালবাসার মানুষ। আমাদেরকে দিয়ে আপনারা অধিকতর ভাগ্যবান হয়েছেন এবং আমাদের নিকট সমান লাভ করেছেন। আপনাদের রক্তধারী ভাতা আমি ১০০ দিনহাম করে বৃদ্ধি করে দিলাম। কাজেই, আপনারা প্রাত্য তাহকুন। আমি কিছু দুর্দান্ত ধ্রুপদী। বোধহৃত সময় সাফসহ রোগাক্রান্ত ছিলেন। বৃষ্টিতে দিতে গিয়ে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। তিনি মিশ্রের উপর বসে পড়লেন।

এবার তার চাচা দাউদ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলা। তিনি আমাদের শক্তিকে ক্ষুদ্র করেছেন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এই প্রশংসা। তিনি আমাদের উৎরতাকারিত্ব আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে লোক সকল! এখন দুঃখ রজনীর অধিকার কেটে গেছে। এখন আসমান ও যমীন আলোকময় হয়ে উঠছে। এখন বিলাতের সূর্য তার মূল উদয়স্থল হতে উদিত হয়েছে। সূর্য যথাস্থানে প্রতাপবর্তন করছে। প্রত্যাবর্তন করছে তোমাদের নবীর পরিবারের নিকট। সেহেময়, দয়াশীল ও অনুশীলকামী নবীর বংশধরদের নিকট।

ওহে লোক সকল! আমরা ধন-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিলাতের পেছনে ছুটিনি। আমরা নদী ও জলাশয় খনন, দালান ও প্রাসাদি নির্মাণ এবং স্বর্গ ও রোপণ সংঘর্ষের জন্য এই আদেশলন পরিচালনা করি। আমাদের আবেদন আমাদেরকে এই আদেশলন ঠেলে দিয়েছে। আমাদের অধিকার ছিলেন আনা, চাচা গোষ্ঠির প্রতি বিদেশ, তোমাদের প্রতি উমাইয়াদের অসাধারণ ও লাখন, দান-সাদা রা সাদা সম্পদ তাদের স্বজাতীয় আমাদেরকে এই আদেশলনের উদ্দেশ্য করছে। এখন তোমাদের জনে আমাদের উপর আল্লাহ ও তার রাসূলের যিঃমাদরী এবং হযরত আব্বাসের যিঃমাদরী রয়েছে। আমরা তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কায়সানি করব। আমরা নিজেরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করব এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাধর মুতাবিক আশরাফ-আতরাফ সকলে মিলে নিজেদের জীবন পরিচালনা করব। ধ্বংস বন্ধ উমাইয়াদের জন্য, ধ্বংস বন্ধ মারমানের জন্য। ওরা নগরের বায়ী উপর প্রাধান্য দিয়েছে। অস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তারা পাপাচারীয় জড়িতে পড়েছিল এবং জনসাধারণের উপর যুদ্ধ করেছিল। তারা হারায় এবং নিশ্চিত কর্ম সংহতিতে করেছিল। জনসাধারণের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল।

মহান আল্লাহর দেওয়া অবকাশ সম্পর্কে পাগলি হয়ে, মহান আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে আম হয়ে এবং মহান আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নির্ভর থেকে তারা গোমরাহী ও বিভ্রমের মরানে খোদা উদ্দোলী হয়। রাজা ও দেশের পৌরো ও অহংকারের আচরণ করেছে। ফলে আল্লাহর আযাব তাদের উপর নেমে এসেছে যখন তারা ছিল মুম্ন। শেষ পর্যন্ত তারা হয়ে গেল কাহির।
বিষয়বস্তু। তারা হয়ে গেল ছিল ভিন্ন। ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সপ্রদায়। মহান আল্লাহ
মারওয়ানকে লাভিত করলেন। অথচ চরম প্রতারক ইবলিস তাকে প্রতারিত করেছিল মহান
আল্লাহ সম্পর্কে।

আল্লাহর দুর্শমন মারওয়ান তার ঘোড়া ছাড়িয়েছিল। কিন্তু অতিবিধ লাগামে পেটিয়ে ওই
ঘোড়া ধরাশায় হয়েছে। ওই আল্লাহর্দের কি মনে করেছিল যে, তাকে কেউ কারু করতে পারবে
না? সে তার অনুসারীদেরকে বদ্ধ করেছিল। তার সৈনিকদেরকে একত্রিত করেছিল। যুদ্ধে বিপিয়ে
পড়েছিল। কিন্তু সে তার সামনে-পেছনে, ডান-ধামে এবং উপরে ও নীচে শূন্য মহান আল্লাহর
কৌশল, শক্তি, পাকড়াও আরায় দেখতে গেল। যা তার বাতিল কর্মতঃপরতা ব্যাখ্যা করে দেয়।
তার গোমরাহেরকে নির্দোহ করে দেয়। তার উপর মন্দ পরিপাত দেওয়া অনে। তার পাপচারিতাকে
তাকে পরিবেষ্টিত করে ফেলে এবং মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের হ্রস্ক ও অধিকার ফিরিয়ে
দেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দেন।

হে লোক সকল! আমাদের নবনিয়ুক্ত এই আমীরক মুমিনন খলিফা। আল্লাহ তাকে সুমিত
সাহায্য করেছেন। তিনি জুমুহের নামাস্তের পর মিশ্রিত রেশেতে রেশ দেওয়ার জন্যে এ কারণে
যে, জুমুহ বিষয়ক বিভাগের সাথে মিশে যায়। কথার শেষে হবার
আগেই তিনি বদ্ধ করে দিলেন তার প্রাচু জুরের কারণে। কারণেই, সকলে আমীরক
মুমিননের আরো লাবদের জন্যে দু'আ করলেন। মহান আল্লাহ, তার দুর্শমন, শয়তানের খলিফা
পৃথিবীতে আশাজী সৃষ্টিকারী মারওয়ানকে পরিবর্তে আগনাদেরকে একক কি খলিফা আদান করেছেন
যিনি মহান আল্লাহর উপর তোওয়ালুকালক, তার মানুষদের প্রাণক অনুসারী যারা পৃথিবীতে বিপর্যয়
সৃষ্টি হবার পর হিদায়াতের আলা দেওয়া দেওয়া দেওয়া দেওয়া করে।

বর্ণনামালে বলেন এ কথা হেন উপমৃত জনগণ চিঠকার ও আহারার সাথে দু'আ করে লাগল। এরপর দাতুদ (র) বলেন, জেনে রাখুন, হে কৃষ্ণগাওগাও রাসুলুল্লাহ (সা)-এর
চিত্রাদানের পর হয়েছে আলী এবং এই খলিফা সামাজিক খলিফা বাতীত অন্য কোন উপমৃত লোক এই
মিশ্রে বলেছে। আরো জেনে রাখুন, এই খিলাফতের হকদার আমরা। আমাদের বাহিরের কেউ
নয়। আমরা বংশানুক্রমে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে যাব এবং যেন পর্যন্ত হয়েছে ঈসা
(আ)-এর নিকট এটি হস্তান্তর করব।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে পরিক্ষা করেছেন এবং যে নিয়ম দিয়েছেন সেজন্যে তার
প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এরপর দাতুদ এবং আরু আকাসার সাফতাস দ্বজনই
মিশ্র হতে নেমে সরকারী প্রস্তাবে চলে গেলেন। এরপর আমাদের সময় পর্যন্ত জনগণ আরু
আকাসারের হাতে বায়াআত করল। আসরের পর হ্বতে পুনরায় রাত পর্যন্ত বায়াআত করল।

এরপর আরু আকাসার কৃষ্ণ উপকূলে বায়াআত এলেন। তার সাথে সেনা সমরেশ ঘটালেন।
কৃষ্ণের নীল চাষা দাতুদেরকে উৎসর্গিত করলেন। চাষা আরু আকাসার ইব্রাহি আলকে প্রেরণ
করলেন আরু আকাসার ইব্রাহি আলের নিকট। ভালিজা 'ঈসা ইব্রাহি প্রেরণ করলেন
হাসান ইব্রাহি কাহীতার নিকট। হাসান তখন বায়ার্ন্ত অঞ্চলে ইব্রাহি হয়ে কাঠাম এবং বায়াত করে
রাখায় নিয়োজিত ছিল। তিনি ইয়াহুদের ইব্রাহি জাফর ইব্রাহি আকাসারের প্রেরণ
করলেন মাদাইন অঞ্চলে হাদিম ইব্রাহি কাহীতার এর নিকট, আরু ইয়াইকান উম্মান ইসলাম
মারওয়ান ইবনুল মুহাম্মদ ইবনু মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড

মারওয়ান শেষ উমাইয়া খলীফা। এরপর খিলাফত আব্বাসীয়দের হাতে চলে যায়। মহান আলাহ বলেন ওঃ-ওয়াল্লাহ যোনি মল্কের মন প্রেরণ করুন। (সূরা বায়ারা : ২৪৭)। মহান আলাহ ইরশাদ করেন ওঃ-বলুন, হে সাবিত্ব চট্টোর মালিক আলাহ। (সূরা আল-ইমরান : ২৬)

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আবু মুসলিম এবং তার অনুসারীদের কর্মকাণ্ডং এবং খুরাসানের চলামান পরিস্থিতি অবগত হবার পর মারওয়ান তার বাসস্থান হারামে ছেড়ে মুসলমানের নিকটে কঠিন এক বর্ষ তারে ওজনে অবস্থান গ্রহণ করেন। দীর্ঘতাপয়র ওই এলাকা "আল-রায়" নামে পরিচিত ছিল। এরপর কুফা আরো আব্বাস সাফা হাতে খলিফারবর বামাখাত করা হয়েছে এবং সৈন্য বেষ্টিত হয়ে তিনি সৈন্যের অবস্থান করছেন এটা হলে সে দাঁড়ীর মরাধী হয়।

আব্বাসীদের মুকুবীলায় সে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু সাফাহাদের অনুগত সেনাপতি আবু আওন এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মারওয়ানকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসে।

আলাহের শিক্ষা প্রাপ্ত করে সন্ত্রাস আর আলাহ। সাফাহাদের পক্ষ হতে অতিরিক্ত সৈন্য সাব্যস্ত আসে তার নিকট। এরপর খলীফা সাফাহাদের পরিবারের যে সকল সদদে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদের তাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আব্বাসি জানান। আবুদুল্লাহ ইবনু আলী তার ডাকে সাদা দেন। তিনি বলেন, মহান আলাহার বরকতের উপর নির্ভর করে তুমি যাত্রা কর। তিনি যখন সৈনিকদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। আবু আওনের নিকট এসে পৌঁছলেন তিনি। অবু আওন সেনাপতির পদ হতে সরে গিয়ে আবুদুল্লাহ ইবনু আলীকে ওই পদে রাখলেন। আবুদুল্লাহ ইবনু আলী তার পুলিশ বাহিনীর প্রধান হয়।

নিজের সন্ন্যাসিনীর নিয়ে আবুদুল্লাহ ইবনু আলী মারওয়ানের উপর আক্রমণ করার জন্য আত্মসাধন হয়। মারওয়ান তার সন্ন্যাস নিয়ে প্রত্যক্ষ হল। দিনের প্রথমের উদ্ধ পক্ষ সাব্যস্ত হয়। কথিত হয়ে যে, ওইদিন মারওয়ানের সাথে এক লক্ষ পঞ্চম হাজার সৈন্য ছিল। কেউ বলেছেন এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল। আবুদুল্লাহ ইবনু আলীর সৈন্য ছিল মাত্র বিশ হাজার।
মারওয়ান তখন আবদুল আহমদ ইবন উমর ইবন আবদুল আহমদকে বলিয়াছিল, 'আজ যদি সূর্য চলে 
পড়ার পূর্ব পর্যন্ত ওরা আমাদের উপর আক্রমণ না করে তাহলে আমরা জয়ী হব। বিলাফতের 
আমাদের হাতে থাকবে। আমরা যে-যে খাদ্যকে বিলাফতের পরিচালনা করে অবশেষে হযরত ঈসার 
(আ)-এর নিকট তা হতাশ্ত করব। আর ওরা যদি সূর্য চলে পড়ার পূর্বে আমাদের উপর আক্রমণ 
চালায় তাহলে আমরা পরাজিত হব। আমারা মহান আল্লাহর বন্দা মহান আল্লাহর নিকট নিয়ে যাব।

এরপর মারওয়ান শান্তি চুক্তির প্রতীক পাঠায় আবদুল্লাহ ইবন আলিয়ার নিকট। আবদুল্লাহ বলেন,
ওই ইবন যুরায়ক তো মিথায়াদি। শান্তি চুক্তি নয় বরং সূর্য চলে পড়ার পূর্বেই ইসলামের 
অধ্যাপক হিসেবে পদার্পণ করব। সেদিন ছিল শিব শনিবার। এই হিসাবে সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরী 
সনের জুমাদাউল উথরা মাসের এগার তারিখ।

মারওয়ান বলল তার সন্ন্যাসদেরকে "সকলে ঘর থাক। কেউই যুদ্ধ করবে না।" সে 
বার বার সূর্যের দিকে তাকাল। তারই সনাপতি ওলাইদ ইবন মুস্তাফিয়া ইবন মারওয়ান তার 
নির্দেশ অমান্য করে। সে ছিল খলিফা মারওয়ানের জামাত। সে আববসীদের উপর আক্রমণ 
করে বন। এতে মারওয়ান রেজে যায়। সে তাকে গালমুক্ত করে। সে থেমে আববসী সন্ন্যাসদের 
দান বাছাই উপর আক্রমণ করে। আবু আবু তখন আবদুল্লাহের পাশে গুজি দাবায়। 
আবদুল্লাহের 
পক্ষে মুনা ইবন কা যুদ্ধ পরিচালনা করিয়েছিল। সে লোকদেরকে সওয়ারী তৈরি করে যুদ্ধ করার 
নির্দেশ দিয়েছিল। সিনারা নেমে পড়ে এবং তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। সমীক্ষিত আক্রমণ চালায় 
তারা প্রতিপক্ষের উপর। সীমার তথা উমাইয়া সিনান বড়বাবু সরই সরই থাকে। আবদুল্লাহ 
বড়বাবু সমুদ্রে আগমন হতে থাকেন, আর বলতে থাকেন < আমার প্রতিপক্ষে। কখন আমরা 
আপনার পথে শীঘ্র হব? তাঁর তেঁতুল তেঁতুল হলেন, ওহে খুরাসানবাসিরা! ওহে ইম্মাম 
ইবরাহীমের সুসংবাদ প্রাপ্ত জনতা। তাই সুতরাং এহে মানসূর! উভয় পক্ষে চলছিল ভীষণ যুদ্ধ। 
চারিদিকে তৃণ তরাই উপর লোহা পতনের বন তৃণ শেফ।

মারওয়ান কুদালা গোদার প্রতি প্রস্তাব দিল সওয়ারী থেকে নেমে যুদ্ধ করার জন্য। তারা 
বলল, বরং বনু সুলায়ম গোদারকে বল সওয়ারী থেকে নেমে যুদ্ধ করতে। সে সাকাসিক গোদারকে 
নির্দেশ দিল শরীর পক্ষের উপর আক্রমণ করার জন্য। তারা বলল, বনু আমির গোদারকে বল, তারা 
যেন আক্রমণ করে। এরপর সে সাকুন গোদারের নিকট সংবাদ পাঠাল তারা যেন আক্রমণ চালায়। 
জবাবে তারা বলল, বরং ওয়াফার গোদারকে আক্রমণ চালায় বনু। এরপর সে তার পুলিশ 
প্রধানকে বলল, তুমি নিজে সওয়ারী থেকে নেমে পড়। সে বলল, না, আমার দ্বারা তা হব না। 
আমি নিজেকে বর্ষার লক্ষ্যে বনাতে পারব না। মারওয়ান বলল, তবে আল্লাইর কসম! আমি 
তোমাদের দৃঢ় মুখের কিছু করব। সে বলল, আপনি যদি গানেন তা করবেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, মারওয়ান এই কথা বলিয়েছিল ইবন হুযায়রাকে।

প্রতিষ্ঠানিক্ত বলেন যে, এরপর সীমার যুদ্ধ পরাজিত করে। তাদের পোড়ান পোড়ানে 
পলায়ন করে থাকে খুরাসানিয়া। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ হইল, কেউ হিজির বনী। সেদিন 
কুঁতুকা নিয়ে হয়েছে তার চোখে বেশী নিদঘ্ন তুরবে গর্জন। যারা তুরবে গর্জন তাদের মধ্যে 
কয়েকজন প্রশাসক ইবরাহীম ইবন ওয়ালিয়া ইবন আবদুল মালিক ছিল। আববসী সনাপতি 
আবদুল্লাহ ইবন আলি পরে সেতু পুঃশাপন ও চুরুয়ের তুলে আনার নির্দেশ দেন। তিনি এই
আযাত পাঠ করিলেন ।

“আজ মারওয়ানকে পলায়নপর্যন্ত পেয়ে বসছে। আমি তাকে বলেছি প্রচো যালিম ও যুলদসবায় আজ মায়ূম ও নির্বিচিত হয়ে পড়ছে। এখন তার একমাত্র চিতা পালিয়ে গিয়ে গ্রাণ রক্ষা করা।”

আত্তার তুলনায় কোথায় পলায়ন করবে? তোমার কর্তৃত্ব যখন শেষ হয়েছে এখন তোমার না আছে ধর্ম আর না আছে ইম্যাট।”

“ফরাসের ক্ষমতায় নেয়ার শাস্তি তাকে শয়নেন্দ্রপনে তাড়া করে ফিরিয়ে। তার সে দুই কুকুরের তাড়া ও ধাওয়া।”

মারওয়ানের সনাতনীর ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ ও পশ্চা সর্বোচ্চ দখলে নিয়ে নিল সনাতনী আবদুল্লাহ। তবে আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের একটি কৃতিত্বাধী হাঁড় সেখানে কোন মহিলা পাওয়া যায়নি। সনাতনী আবদুল্লাহ ইবন আলি এই বিজয়ীর সংবাদ দিয়ে জানায় খলিফা আবু আব্বাস সাদাতীকে। শ্রেষ্ঠ হতে পারে ধন-সম্পদের বিবরণ ও তাকে অবগত করে। বিজয় সংবাদ হেন খলিফা আল-সাদাতী মহান আলাউর প্রতি কৃতজ্ঞতার দুর্কোণ রাখার নামাজ আদায় করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একো সনাতন ৫০০ দিমথ করে পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত ভাবে ৮০ দিমথে উন্নিত করে দেন। তিনি তখন মহান আলাউর এই বিজয় তিলাওয়াত করিলেন।

ফল্মা ফার্সান তালাত বাধানো কালে লোকে কাফে মনে সত্যিশ্রুতিকে বিনারেখায়। ফল্মা মানুষের মনে আমি নিহতাম হলে মানুষের হাতে হাতে তালাত বাধানো কালে লোকে কাফে মনে সত্যিশ্রুতিকে বিনারেখায়।

ফিলিয়া তালাত বাধানো কালে লোকে কাফে মনে সত্যিশ্রুতিকে বিনারেখায়।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খদ)-১২
তারপর তালুত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হল সে তখন বলল, আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে কেউ সেটি থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে সেটির স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। এছাড়া যে নিজ হতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও আমার দলভুক্ত। তারপর অন্য সংখ্যক ব্যতীত তারা তা হতে পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন সেটি অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যেক ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাঙ্কেতিক যুদ্ধ। তারা বলল, “আল্লাহর হকে কত ফ্রুট দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।” আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন (সূরা বাকারা : ২৪৯)।
মারওয়ান হত্যার বিবরণ

জাব-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারওয়ান পালাতে থাকে। সে যাচ্ছে তো যাচ্ছে, কারো দিকে তার তাকানোর সময় নয়। আবাসী যুদ্ধনায়ক আবদুল্লাহ ইবনু আলী যুদ্ধক্ষেত্রে সাতদিন অবস্থান করলেন। এরপর সৈন্য-সামরিক নিয়ে মারওয়ানের পিছনে ছুটলেন। খলিফা সাফিক এই নিদর্শন দিয়েছিলেন। মারওয়ান হাররান তাপ্তের সময় আবু মুহাম্মদ সুফিয়ানকে করাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তার ভাতে ও জামাতা আবান ইবন ইয়াযীদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিল। আবান ছিল তার কন্যা উম্মু উম্মানের স্বামী।

আবাসী সনাতনী আবদুল্লাহ যখন হাররান এনে পৌছেন তখন আবান ইবন ইয়াযীদ লজিত ও অনুতপ্ত হয় তার নিকট উপস্থিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনু আলী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ওই পদে বহাল রাখে। সে গৃহে ইসমাইল ইবরাইমকে বন্ধু করে রাখা হয়েছিল সেই গৃহটি ধ্বংস করে দেওয়া হল।

মারওয়ান যোগে যোগে কিন্নবিনীর্ম পার হয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করল। তার হিমস পৌছার পর স্থানীয় লোকজন নজরানা হিসেবে নিজেদের দ্ব্যবস্মাধী ও পর সম্পদ তার নিকট হাঁটিয়ে লেগে। দুই থেকে তিন দিন সে ওখানে অবস্থান করে। এরপর ওখানে থেকে যাত্রা করে। জনগণ যখন প্রত্যক্ষ করল যে, তার সাথে লোকজন খুব কম তখন তারা তাকে ধাওয়া করল তাকে হত্যা করার এবং তার মালামাল লুট করার জন্য। ওরা বলল, ধর-ধর এ যে, পরাজিত ও তীব্র-সত্রু পদচুত ব্যক্তি। হিমসের নিকটবর্তী এক ময়দানে তারা তার নাগাল পায়। ওদেরকে যাত্রা করার জন্যে সে দুইজন সৈনিকের এক গোপনপথে লুকিয়ে রাখে। স্থানীয় জনগণ তার কাছাকাছি পৌছার পরে মারওয়ান তাদের সহানুভূতি করানা করে এবং তাদেরকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু তারা যুদ্ধ ছাড়া অনেক কিছু সেনে নিতে অস্বীকার করে। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। ওগোয়াতের দুইজন পৌছে স্থানীয় জনগণের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে স্থানীয় জনগণ পরাজিত হয়ে পালান করে।

মারওয়ান দামেকে এনে পৌছে। সেখানে প্রথমে ছিল তারই নিয়োগপ্রাপ্ত তার জামাত ওয়ালিদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু মারওয়ান। ওয়ালিদকে সেখানে রেখে মারওয়ান মিসরের উদ্ধেশ্যে দামেকে যায় করে। আবদুল্লাহ এগিয়ে যাবিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি জনগণ অতিক্রমকালে স্থানীয় জনসাধারণ তাকে অভাব্য জানায়, তার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তার হাতে বায়ান করে। তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে সমুখে আহ্বান হচ্ছিলেন। তিনি যখন কিন্নবিনীর্ম গিয়ে পৌছেন তখন চার হাজার সেনাসহ তার সহোদর আবদুস সামাদ ইবনু আলী তার সাথে মিলিত হয়। তার সাহায্যে খলিফা সাফিফ আবদুস সামাদকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ আরো আহ্বান হয়ে হিমসের পৌছেন। সেখান থেকে বালাবারকা এবং সেখান থেকে আল-মায়ার পথে দামেকে এনে পৌছেন। সেখানে দুই কিংবা তিন দিন অবস্থান করেন তিনি। এরপর তার সহোদর হাতে সালিহ
ইবন আলী আল হাজার সন্নাতে নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। খলীফা সাফিফাহের নির্দেশে তার আগমন করে। সালিহ অবস্থান গ্রহণ করে আমির-এর মারাজ অল্পে। আবু আও অবস্থান নেয় কায়সান ফটকে। বুসাম অবস্থান নেয় বাব-আল সাফিহ ফটকে। হামিদ ইবন কাহতুবা বাব-আল- তাওমা ফটকে। আবদুল্লাহ, ইয়াহীয়া ইবন সাফিওন এবং আবাস ইবন ইয়াহীদ অবস্থান নেয় বাব আল-ফারাডাইস ফটকে। সেনাপতি ইবনুল্লাহু তার সহযোগীদেরকে নিয়ে করেছিল যার হিমস অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে এই হিজরী সন অর্থাৎ ১৩২ হিজরী সনের এগারো লমায় বুধবার তারা হিমস জয় করেন। ওখানকার বহু লোকের তারা হত্যা করেন। তিনিদিন যার ধূম-খারাবি বৈধ করে দেওয়া হয়েছিল। হিমস দুর্গের সকল পাহাড় এর অভ্যন্তরে দেওয়া হয়।

কথিত আছে যে, ইবনুল্লাহু যখন দামেকে অবরোধ করেন তখন সেখানকার অধিবাসিগণ নিজেদের পরপরের মতামতের জড়িত হয় পড়ে। কেউ আবাসীদেরকে সমর্থন করতে থাকে আবার কেউ ওমাইয়াদেরকে সমর্থন দিতে থাকে। এক পর্য্যন্ত নিজেরা মারামারি ও খুনাখুনিতে লিঙ্গ হয়। ওরাই ওদের প্রশাসকের হত্যা করে এবং আবাসীদের হাতে শহর হতাহ্ন করে। দুর্গের পূর্ব প্রান্তের সর্বপ্রথম আরোহণ করে আবুল্লাহু তাছা নামের এক লোক। বাব-আল-সাফিহু ও মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বুসাম ইবন ইয়াহীম। এরপর তিন ঘটার জন্য দামেক নগরীতে ধূম-খারাবি ও লুটরাজ বৈধ করে দেওয়া হয়। এমনকি বালা হয় থাকে যে, ওই সময়ে দামেকে প্রায় ৫০ হাজার লোকের হত্যা করার কারণ।

এই তথ্যগুলি ইবন আসাকির জাফর ইবন আলীর তালিব বংশধর উবায়দ ইবন হাসান আল- আরাজের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, দামেকের অবরোধকালে তিনি আবুল্লাহু ইবন আলীর সাথে ৫০০০ সৈন্যের সনাপতি ছিলেন। তারা পাঁচ মাস যাবত দামেকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। কেউ বলেছেন ১০০ দিন অবরোধ করে রেখেছিলেন। কারা মতে পনের দিন। কারা মতে একমাস। মারওয়ানের পক্ষে নিয়োজিত প্রশাসক ওই নগরীর নিষ্পত্তি প্রাচীর নির্মাণ করেছিল খুবই মজবুত করে। কিন্তু ইয়াসমান জাতিসত্বা ও মূদারী জাতিসত্বার প্রশ্নে নিজেরা বিবেচনা জড়িতে পড়ে। তাদের করণে আবাসীদের বিজয়ের পথ সহজ হয়ে পড়ে। মূলত এই দুর্বল ফলশ্রুতিতে আবাসীদের সেটি জয় করে নিতে সক্ষম হয়।

দামেক অধিবাসিগণ নিজেদের মধ্যে এত কठিন গোষ্ঠী-সঙ্গে লিঙ্গ হয়েছিল যে, তারা সেখানে মসজিদে দুই গোত্রের জন্য দুইটা করে মিহরাব তৈরি করেছিল। জামা মসজিদে তৈরি করা হয়েছিল দুইটা বিধায়। জমুআর দিনে একই সাথে দুই জমায় দুইজন ইমাম উদ্দিয়ে খুব দিনৰ দিন পরবর্তী ধুন্ন দিয়ে মিহরাব দিয়ে। এত আসরজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে। ফিতানা, গোদাবান গোস্থিবাদ তাদের এত নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমার এই অনভিজ্ঞতা পরিস্থিতি থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। ইবন আসাকির পূর্বের জীবনীগতে এগোলা বিকৃতিতথ্যের উল্লেখ করেছেন।

ইবন আসাকির মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন আবুদুল্লাহ নাফিলের জীবনীগতে লিখেছেন যে, তিনি বলেছেন “আবুদুল্লাহ ইবন আলী প্রথম যখন দামেকে প্রবেশ করেন তখন আমি তার সাথে ছিলাম। তিনি তবারার হাতে সেখানে প্রবেশ করেন এবং তিন ঘটার জন্যে ধূম-খারাবি ও গণহত্যা বৈধ করে দেন। সেখানকার জামা মসজিদে ৭০ দিন যাবত তার উট-ঘোড়া ও অন্যান্য
চতুপাদ জয়িত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর তিনি উমাইয়াদের করবর্গের কৰম করেন।
মুঘলিয়াদের কবরে একটি কালো সূতা বায়তীত কিছুই পাননি। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের
cবর্ণ কর্ম করে এক বা
একাদিক অষ্টাদশ পাওয়া যায়। তবে হিশাম ইবন আবদুল মালিকের সমাধি পাওয়া যায় সম্পূর্ণ
অর্থে নাকের অন্ধ হাড়া তার শরীরের অন্য কোন স্থানে কোন দাগ কিংবা জীবনাত চিহ্ন
গড়েনি। সেনাপতি আবদুলটুহাম মৃত হিশামের লাগে গেয়ে গুইতো লালকে চার্কু দিয়ে পিটিয়েছে।
cযেজেদিন সেটিকে শুলিতে চড়িয়ে রাখে। তারপর আগুয়ে পুড়িয়ে কাহিলে বাতাসে উড়িয়ে
dেয়। এটি এজনে করেছে যে, তার অন্য মুহাম্মদ ইবন আলীকে হিশাম প্রহার করেছিল। হিশাম
ইবন আবদুল মালিক মুহাম্মদের একটি নাবালক হেলকে খুন করেছিল। মুহাম্মদ এই অবিযোগ
cরামে হিশাম তাকে দুইটি চারকায়াট লাগিয়েছিল। উপরপুত, তাকে রাজধানী থেকে বের
cরে বালকা এর হুমায়া পাঠাতে দিয়েছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুলটুহাম উমাইয়া বংশের নেতৃত্বের জায়গাটিতে সযতান-সত্তিরের
edুর্দৃষ্টিতে তথ্যের পরবর্তী প্রজামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে তাদেরকে বুঝে বুঝে বের করে এবং হত্যা
করতে থাকে। একদিনে সে রামালা নদীর তীরে তাদের ৯২ হাজার লোককে হত্যা করে। তাদের
মূল অর্থমূল দেহের উপর সে নাকড়া বিহিয়ে দেয়। তার উপর পশমী দাতরবান রেখে সে
অন্যায় খাওয়া দাওয়া করে। নীচে আহত, ক্ষত-বিক্ষত দেহের কাড়াইল, শুকনগড়ি
খাইল। বসত এটি ছিল আবদুলটুহাম-এর সীমালঘন ও নির্যাতন। অর্থরূপে পরবর্তীতে সে এর ফল
ভাগ করেছে। এই অপত্তিদানের মাধ্যমে সে যা অর্জন করতে চেয়েছিল তা পায়নি এবং তার
এই ক্ষমতা প্রয়ো থাকতেন। তার জীবান্ত আলোচনার সময় সেটি উল্লেখ করা হবে।

সে হিশাম ইবন আবদুল মালিকের তীরে কতক খুরাসানী লোকের সাথে খালি পায়, খোলা
মুখে, বিশ্বাস অবস্থায় পায়ে ইটিয়ে এক মাত্র প্রেরণ করে। হিশামের তীর হল আবদাহ বিনত
আবদুলটুহাম ইবন ইয়ারীদ ইবন মুহাম্মদ। তারা সেখানে তাকে হত্যা করে। এরপর ওদের
ইফান-মাজার নেপুকু অবশ্যই পেয়েছে সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। আবদুলটুহাম সেখানে ১৫ দিন
অবস্থান করেছিলেন।

তিনি ইমাম আওয়াই হেতে নিয়ে পিছিয়েছিলেন। তাকে তার সমুখে দাড়ি করিয়েছিলেন।
তাকে বলেছিলেন, যে আবু আমর' আমরা যা করলাম সে সব সম্প্রেক্ষে আপনা অভিমত কি?
আওয়াই বলেন, আমি তখন বলেছিলাম, আমি সে বিষয়ে জানি না, তবে ইয়াহুদীয়া ইবন সাইদ
আমাকে একটি হাদিস শুনিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইহুদীহীম উমর ইবন খাতাব (রা) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসলুলাহ (সা) বলেছেন না-আমল বা
b্বর্ণিত হবে বিচ্ছেদ ও উদ্দেশ্যের আলোকে। এরপর হাদিসের অবশিষ্ট অংশগুলো
নুমালেন। ইমাম আওয়াই বলেন, আমি তখন এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, কখন আমার কাটা মাথা আমার
সমুখে বাড়িয়ে পড়েছে। এরপর আমাকে সেখানে থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং আমাকে ১০০
দীনার বা শরমুরু প্রাদে করা হয়।

এরপর আবদুরহাম যাত্রা করেন মারওয়ানের খোদে। যেতে যেতে "আল-কাসওয়া" নদীর
tীরে গিয়ে পৌছেন। ইয়াহুদীয়া ইবন জাফর হাশেমীকে দামোকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে মারজ-আল-রাম নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এরপর আসেন আবু কাতবরান নদীর তীরে। সেখানে এসে দেখেন যে, মারওয়ান ও কান থেকে পালিয়ে মিসর চলে গিয়েছে। এ সময়ে হলীফা সাফায়েহের একটি চিঠি তাঁর হস্তগত হয়। হলীফা নির্দেশ দেন যে, সালিহ ইবনে আলীকে মারওয়ানের খোঁজে প্রেরণ করে তিনি নিজে যেন সিরিয়ায় শাসনকর্মে পরিচালনা করেন।

সালিহ যাত্রা করেন মারওয়ানের খোঁজে। এই বছরের সিলাদাঁ মাসে। তাঁর সাথে ছিল আবু আমর এবং আমির ইবনে ইসমাইয়িল। তিনি নদীর তীরে এসে পৌঁছেন। সেখানকার নৌকাগুলো একক করেন। তিনি সংবাদ পেলেন যে পন্ডুচুর্ত হলীফা মারওয়ান পালিয়ে “আল-ফারমা” নামক স্থানে চলে গিয়েছে। কেউ কেউ ওই স্থানটির নাম “আল-ফায়ুম” বলেন। সালিহ নদীর তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। নৌকাগুলো তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি “আরিশ” এসে পৌঁছেন। এরপর যাত্রা করে নীলনদ এবং তাঁর সাথে “আল-সাদীদ” অঞ্চলে আসেন।

মারওয়ান ইতিমধ্যে নীল নদী পার হয়ে ওপারে চলে যায় এবং সেতুটি ভেঙে দেয়। সংলগ্ন এলাকায় খানা-ব্যবসা ও ঘাস পাতা সব জলন্তে দেয়। সালিহ তাঁর খোঁজে অক্ষর হচ্ছিল।

পরিমধ্যে মারওয়ান-পশ্চিম এক অঞ্চল সাতিহীর সাথে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মারওয়ানের অধ্যাপক সাতিহীর সাথে সংঘর্ষ হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মারওয়ান সাতিহীর পরাজয়বরণ করে। নিহত ও বন্দী হয়। বন্দীদেরকে মারওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাদের কেউ কেউ তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। তখন সে “আবু সায়র” গির্জায় অবস্থান করছিল। শেষ রাতে সালিহ সাতিহীর ওখানে গিয়ে পৌঁছে। তাদের উপস্থিতি তের পেয়ে মারওয়ানের সাথে থাকা সকল সৈনিক পালিয়ে যায়। কয়েকজন সারাইহ মারওয়ান গির্জা থেকে বেরিয়ে আসে। তাঁরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং হতে করে।

মারওয়ানের বসরা অধিবাসী এক লোক তাকে নিশাচর করে। তখনও সে অপরিহার্য ছিল। হঠাৎ এক লোক বলে ওঠে যে, ইনি আমিরক মুমিনীন-খলিফা, যাতে পড়ে আছেন। কুফার এক তালিম বিক্রেতা ক্রু এগিয়ে যায় এবং এক সময়ের দৌড়ে সাভারা খলিফা মারওয়ানের মাথা কেটে নিয়ে আসে। এই সেনা সাতিহীর প্রধান আমির ইবনে ইসমাইয়িল খতিত মস্তক পাঠায় আবু আওদের নিকট। আবু আওদ পাঠালেন সালিহ ইবনে আলীর নিকট।

পুলিশ সাতিহীর সদস্য খুয়ায়মা ইবনে ইয়াকিয়দ ইবনে হামানেকে দিয়ে সালিহ ওই খতিত মস্তক আমিরক মুমিনীন খলিফা আল সাফার নিকট প্রেরণ করে।

মারওয়ান নিহত হন যুলহাজে মাসের ২৭ তারিখ রবিবার। কেউ বলেছেন ১৩২ হিজরীর ৭ই যুলহাজে রূহস্পতিবার তিনি নিহত হন। তার শিলাফতের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর দশমাস দশ দিন। এটি প্রসিদ্ধ অভিমত। তাঁর বয়স সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছে ৪০ বছর। কেউ বলেছেন ৫৬ বছর আবার কেউ বলেছে ৫৮ বছর। কারা মতে ৬০, কারা মতে ৬২, ৬৩ কিবা ৬৯ বছর। কেউ বলেছে ৮০ বছর। মহান আলীহা ভাল জানেন।

মারওয়ান আল-হিমার সম্পর্কে কিছু কথা

তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবন আবু আস ইবন
চেষ্টা ছিল মুসলিম ইরাম আন্দোলন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইব্রাইম ইরাম আন্দোলনের নামে একটি ইব্রাইম ইব্রাম আশাতার নামে। ইব্রাইম ইব্রাম আশাতার মৃত্যু হয়ে দুই মাসের মধ্যে তাদের সমগ্র মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার দাসীটি মুহাম্মদ ইব্রাম মারাত্মক তার 

আবু মাসিক বললেন যে, ১২৯ হিজরীর রবীউল আউলিয়াল মাসে তিনি খলিফা নিয়োজিত হন। জাদু ইব্রাম দর্শনের মতাদর্শে প্রতিবেশ হবার কারণ তাকে মুহাম্মদ আল জালিম বলা হয়। তার উপাধি আল-হিমার। তিনি উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা। তার খিলাফতকাল পাঁচ বছর দশ মাস দশ দিন। কেউ বলেছে পাঁচ বছর এক মাস। আব্দুল্লাহ খলিফা আল সাফাফাহের পক্ষ বায়াত এর পর তিনি নয় মাস জীবিত ছিলেন। তার দুর্দশা সারা-লাল মিশ্রিত। দুই চেখ নীলাভ। দুই লঙ্কা লথা। মাথা বড়। তিনি থিয়াটার বা কলার দৃষ্টিকোণে না। খলিফা খিলাফার শাসনামলে তাদের আয়ারবায়ন, আর্মেনিয়া ও জার্মানীর সান্তানকার্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। এটি হল হিজরী সনের ১১৪ ইহল সনের ঘটনা। সেই থেকে দীর্ঘক্ষণে পঠিত হয়ে যেন বহুদিন এবং দুর্নীতি জরিমান। তিনি কথা চলে ‘জিহাদ করী সাবীলিরলা’ বা আলালাহ পথে যুদ্ধ হতে বিমূর্ত হননি। যুদ্ধ উপলক্ষে তিনি কুফিয়া, কুতুয়া, খায়রী ও লালসহ বহু জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। তিনি ওদেরকে পরাজিত ও হত্যা করে দিয়েছেন। তিনি একজন সাহী, আর্মেনিয় বিহিন ও নেতৃত্বশীলী বোদা। মহান আলালাহ বিহিন অনুযায়ী তার পদচ্যুতি অনির্বাচনিত ও সে কারণে তার সনারা তাকে অপমানিত করেছে নতুনা আপন বীরত্ব ও কৃতজ্ঞতা কেন তিনি খলিফা থেকেই যেতেন। কিন্তু মহান আলালাহ যাকে লালিত করেন তাকে তো লালিত হতেই হবে। মহান আলালাহ যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে সমান করতে পারবে না।

মুহাম্মদ ইব্রাম বিহিন তার চাচা মুসা ইব্রাম ইব্রাহিম আলালাহ হতে থর্মা করেছেন যে, উমাইয়াদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন তীর্থঙ্কারীর চেয়ে যদি তাদের খলিফা হয় তবে তার হাতে তাদের শাসন কম্পান্তর পতন ঘটবে। তারপর দাসীর চেয়ে মুহাম্মদ ইব্রাম ইব্রাহিম পর ১৩২ হিজরী সনে তাদের শাসন কম্পান্তর পতন ঘটত।

হাফিজ ইব্রাম আসাকিফ বললেন, আবুদুর রহমান ইব্রাম আবু হুসাইন হাওয়ান হতে বর্ষিত।

তিনি বললেন যে, রাসূলদ্দীন (সা) বললেন ৪ ত্রালের শাহীরা বিহিন হয়ে তাদের খলিফাহ হয় তবে তার হাতে তাদের শাসন কম্পান্তর পতন ঘটবে।
কোন কল্যাণ থাকবে না। ইবূন আসাকির এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। তবে এটি ভীষণ মুনকার বা অহ্নাত্মোগ্য হাসিদ।

একদিন বাদশা হারুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করেছিলেন আরু বকর ইবূন আইয়ারকে উত্তম খেলিয়া কারা? আমরা না উমেইআবাগণ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, ওরা ছিল জন কল্যাণে অন্ধী আর আপনারা সালাত প্রতিষ্ঠার অন্যায়। তাপর হারুনুর রশীদ তাকে ছয় হাজার নিরত পুরুষ প্রদান করেন। ঐতিহাসিকগণ মন্ত্র করেছেন যে, খেলিয়া মারওয়ান একজন মানবতাবাদী, অহংকারী ব্যক্তি। খেলিয়া ও আহমদ-উৎসব তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে তিনি এগোলা হতে বিরত থাকতেন।

ঐতিহাসিক ইবূন আসাকির বলেন যে, আরু হুসাইন আলী ইবূন মুকামিনের পাপুলিতে আমি পাঠ করেছি যে, মারওয়ান ইবূন মুহাম্মদ মিসর পাপুলিতে যাবার সময় রামায়তে রেখে যাওয়া তার এক জীবনশৈলীর উদাহরণ। নিজের কবিতার লিখিতেছিলেন:

ও মায়ের দুঃখের নাচ জানি অলা এলাফি হাতের দিকে করিয়ে এসুনি।

"আমার অভিজ্ঞতা আমাকে ধর্মহীনের উদ্দীপনা করেছে প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করিনি। তোমার প্রতি আমার অন্তরে যে আকর্ষণ তা আমাকে তোমার দিকে তাঁচে।"

"নিজর আমাদের একেবারে কষ্টপথে। এখন তো আমাদের মুখে অত্যন্ত এখনো ও পার্থিব রূপ হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন আমার থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থান করছ।"

"আল্লাহর কসম! অন্যের জন্যে আরো বিষাদময় হল সেই পরিস্থিতি যখন এর দ্বিগুণ দুরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তুমি এক মাসের দূরত্বে অবস্থান করবে।"

"আল্লাহর কসম! আরো কাঠামো হল সেই পরিস্থিতি যে, আমি আশঙ্কা করছি জীবনে আর কোন আমারা মিলিত হতে পারব না।"

"সাবিয়েকক আমা থাকো মিছে উঠের ও তুমি বিচারের বিচার থাকবে না, সব শুকিয়ে যাবে। আমি তখন ধর্মহীনের কথা চিন্তা করব না। ধর্মহীনের চেয়েও করব না।"

কেউ কেউ বলেছেন যে, পাপুলির যাবার সময় মারওয়ানের সাথে সাক্ষাত হয় এক ইয়াতুর পাপুলির। ইয়াতুর পরিত্যক্ত তার নিকট এলে তিনি তাকে সালাম দেন এবং বললেন, তোহ পরিত্যাগ কর? যুদ্ধ বিনাক্রয়ে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা আহ্লাদ পরিত্যাগ করব, এর আছে। আমি এমন নন লেখেছি যে, বিভিন্ন রংয়ে রেখেছি। মারওয়ান বলল, আছে। আদিন যুদ্ধের পর্যায়ে
পৌঁছাতে পারে যে, এক সময়ে যে মনীভ ছিল তাকে দাসে পরিণত করে দিবে। পালিত বলল, হার পারে। মারোজান বললেন, তা কেমন করে পারে? পালিত বলল, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, আকর্ষণ, কাম বক্তু পাওয়ার লোভ, স্বাধীন্তার জন্য বিবেক ও নীতিতেমধ্যে বিস্মরণ এবং নায়কার্যত সুখো বর্জনের মাধ্যমে। কারণ, আপনি যদি দুনিয়াকে ভালবাসেন, তবে জেনে রাখুন যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে যে তার গোলামে পরিণত হয়। মারোজান বললেন, নাটি থেকে মুক্তির উপায় কি? পালিত বলল, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ ও তার থেকে দূর থাকা। মারোজান বললেন, তা তো হবার নয়। পালিত বলল, হবে, হবে, অচিরেই হবে। ওই দুনিয়ার নিন্তু নেওয়ার আগে নিজেই তা থেকে সরে দাঁড়ান।

মারোজান বললেন, আপনি যে চেনেন আমি কে? সে বলল, হার চিনি, আপনি আরব সম্প্রদায় মারোজান। নিহত হবেন সুদানে গিয়ে। আপনাকে দান করা হবে কাফ ছাড়া। মূর্ত্তি যদি এখনই আপনাকে তাড়া না করত তাহলে আমি আপনাকে পালিয়ে বাচার স্থান দেখিয়ে দিতাম।

কেউ কেউ বললেন যে, ওই যুগে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল যে, আইন (ع) ইবন আইন (ع) ইবন আইন (ع) ইবন আইন মীম (م) ইবন মীম (م) ইবন মীম (م)-কে হত্যা করবে। অর্থাৎ আবদুলহ্যাব ইবন আলী ইবন আব্বাস মারোজান ইবন মুহাম্মদ ইবন মারোজানকে হত্যা করবে।

কেউ কেউ বললেন যে, একদিন লোকজন পরিবর্তিত হয়ে মারোজান এক জায়গায় বসা ছিল। তার মাথায় নিকট সদৈবমান ছিল এক সেবক। জনকে প্রেরণ করে উদ্দেশ্য করে মারোজান বলল, এখন আমাদের কী করুন অবশেষ তা কি দেখতে পাচ্ছ? আমার আরেক হয় সে সকল সাহায্যের জন্য যেহেতু করে আমার কোন সুন্নত হল না। পরে সকল কৃপা, দান ও অনুগ্রহের জন্য যেহেতু করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল না। এমন সব রাজ্যের জন্য যারা আমার সাহায্যের এই এল না। তখন তার সেবক বলল, আমীরল মুমিনন! যে ব্যক্তি অন্য বসুকে বেশী হবার অবকাশ দেয়, ছটকে বড় হবার সুখো দেয় এবং গুল্লা প্রকাশিত হবার সুখো দেয়, আজকের কাজ পরিতৈরী দিয়ে জন্যে কেন্দ্র দেয় তার উপর এর চেয়েও বেশী দুর্বল অভিন্ন হয়। মারোজান বলল, বিশপ্ল হারানের চেয়ে এই মন্দবিটি আমার জন্য অধিক দুর্বলজন।

কেউ কেউ বললেন যে, ১৩২ হিজরীর মুলহাজ্জা মাসের ১৪ তারিখ সেম্বার মারোজান নিহত হয়েছে। তার বয়স তখন ৬০ বছর অতিক্রম করে ৮০-তে পৌঁছেছিল। কেউ বললেন যে, মারোজান ৪০ বছর বেঁচেছিল। প্রথম অভিন্নতা সঠিক। সে ছিল উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা। তার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটল।

उমाइयी खिलाफतेऽऽिरजृतम् एवं आबासीयिद्विलातिकत्रिष्ठेऽऽिरजृतम् सूध्योऽऽिरजृटम् हादृसा

अला इबन आबदुद रहमान तार पितार सुद्रे हरमत आबू हरारा थेरे वर्ना करें। तिनी
बलल, रसूयलुहू (स) इरैलाह करें। इफार ४
<...> के अनुसार, यह बनाया अबू के सहयोगी बाजी द्वारा अजूबा और उम्राह के रूप
<...> के अनुसार यह बनाया अबू के सहयोगी बाजी द्वारा अजूबा और उम्राह के रूप
<...> के अनुसार यह बनाया अबू के सहयोगी बाजी द्वारा अजूबा और उम्राह के रूप

দাস ও পরিচারকরূপে ছাড়ন করিবে আর মহান আল্লাহ প্রদত্ত ধন সন্দেহকে কক্ষিত করিবে। ১ আমার এই মত করে আতিথ্য সুচেতে আরু নাইদ থেকে মরফুরেপে এ হাসিদ রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইবন লাহিব, আরু কুবায়ল সুচে ইবর্ন ওয়াহব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) তিনি হযরত মুহাম্মদ খাদ্রাতে কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার একটি প্রায়োজনের ব্যাপারে আলোচনা করে বলে আমার প্রায়োজন পূরণ করেন। কেননা, আমি হলাম দশ হেলের পিতা, দশ ভাইয়ের তাই এবং দশ ভাড়িয়ার চাচা।

এসব মারওয়ান যখন চলে যায়, তখন হযরত মুহাম্মদ তার সাথে একই আসনে উপবিষ্ট ইবন আব্বাসকে বলেন, তুমি কি জান না যে, রাসূল সাহেব (সা) ইরশাদ করেছেন।

(৩) ইলুয়ালে রারি রেগ্রলার নাম: মল লাহিব পিনেম দোলা হালাহাল। লিবার লাহিব খোলা। কৃষিওলাহ খুলা, ফাদার বলুন সিছো তুসিসুন ও দূতে বাস্তবায়ন। কৃষিওলাহ সুরু লুক নোমুরা।

বনু হাকামের কর্তাতুলিকার ব্যক্তির সংখ্যা যখন তিনিকে পৌছিয়ে তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সন্দেহকে কক্ষিত করিবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে চাকর-নওকর বানানে এবং আল্লাহর কিছুকে থেকা ও প্রভৃতিকর মাধ্যমপ্রক্র হবে করে। আর তাদের সংখ্যা যখন চারের সাতানবিদ্ধে পৌছিয়ে তখন "অকল্পনীয় দৃষ্টি" সময়ে তাদের দৃষ্টি সম্পন্ন হবে। ইবন আব্বাস তখন বলেন, ইচ্ছা, অবশ্যই। এসব যখন চলে যায় তখন মুহাম্মদ বলেন, হে ইবন আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কি জান না যে একে উল্লেখ করে রাসূল সাহেব (সা) এর সময় বলেছেন, অর্থ চার হেছাজ্জার শাসকের জনক। তখন ইবন আব্বাস বলেন, ইচ্ছা, অবশ্যই। তাহাড়া আরু পারিত তায়লিসি, কালসিম ইবন ফরম সুত্তে- ইউসুফ ইবন মাহিন আরারাসি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জনক ব্যক্তি হযরত দৌয়ার। ৩ ইবন আলাহর কাছে নিয়ে তাকে সংবেদন করে বলে, হে মুমিনগণের মুমিনগণ কালিমা লিখিকার! তখন দৌয়ার বলেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। আমাকে তিরিক্ষ করুন না। কেনানা, যখন আল্লাহর রালসুল স্বপ্নে বনু উমায়ার একের ব্যক্তিকে তার মিষ্টিজ আরোহণ করে খুর্ব দিতে দেখে মর্মান্ত হন। তখন নাথিল হয়।

(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওহার দান করেছি। কাওহার হল জানাতের একটি নহ। আরও নাথিল হয়।

(২) এই কিলাহ ফি লয়লা কর্দর সিরী উমার্ন।

(৩) অন্যতম বাংলা উমায়ার শাসনকাল। বর্নাকারী বলেন, তখন আমরা হিসাব করে দেখি ব্যাপারটি তিনি যেমন বলেছেন তেমনই তার কর্ম নয় বেশী ও নয়।

১. ইমাম বায়াহরী হামিদানিশ্চামি রিওয়ায়াত করেছেন আদ-দালাইল গ্রন্থে-(৬ খ. ৪৫০ পৃ।)

২. বায়াহরীর দলাইল গ্রন্থ এই সংখ্যা চারের নিমন্ত্রণ করেছে-- (৬ খ। ৪৫০ পৃ।)

৩. সংবেদন একসময়ে মুল গ্রন্থ রয়েছে, কেনানা একসময়ে হযরত দৌয়ার হওয়া উচিত।

৪. বায়াহরী হামিদানিশ্চামি রিওয়ায়াত করেছেন আদ-দালাইলে (৬ খ। ৪৫০ পৃ।) আর তিরিক্ষ তা রিওয়ায়াত

বাংলা অনুলোচনা ৯৯ পৃঃ
ইমাম তরিমিমী, মাহমুদ ইবন গায্যালান সুত্রে আবু দাউদ তায়ালিয়ে থেকে হাদিসখানী রিয়ায়াত করার পর মন্ত্য করেছেন হাদিসখানী ‘পরীবর’ শ্রেণীবদ্ধ। কাসিম ইবন ফয়লের হাদিস সংগ্রহ ব্যাখ্যা আমরা এর কোন উৎসের কথা জানি না। আর তিনি কাসিম নিঃশব্দোষা রাখে।

ইয়াহিরা আল-কাত্তা ইবন মাহী তাকে নিঃশব্দোষা আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম তিমীমী বলেন, তার (কাসিমের) শায়াখ হেদেন ইউসুফ ইবন সাদ মাতাতন্ত্র ইউসুফ ইবন মাহী যিনি অজাত পরিচয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই শহস্ত্রলের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

হাকিম তার মুসলমানরাকে কাসিম ইবন ফয়ল আল-হাদীসারর হাদিস সংগ্রহ থেকে তা উদ্ধৃত করেছেন। আল-বিদায়ার এক্ষেত্রে বলেন, তাফসির গ্রহণে আমি এই হাদিসের ‘মুনকাব’ ও অর্থায়ণের হওয়ার ব্যাখ্যা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। আর বনু উমায়ার শাসনকাল হাজার মাস বলা তখনই সাত্তক হবে যখন তা থেকে ইবনুল যুবায়রের শাসনকাল বাদ দেওয়া হবে। আর তার ব্যাখ্যা হল চরিত্র হিজরীতে হযরত মুসা বায়িরাক এক্ষেত্রে শাসন কর্ত্তৃক অক্ললে রায়াত গৃহিত হয়। আর তা হল এমন বছর যে বছর হযরত হুসান ইবন আলী তার পিতা নিহত হয়েছে। হস্তমান পর হযরত মুসা বায়িরাক (অনুবাদ) মেনে নেন। এরপর এই একই বর্তমান হিজরীতে বনু উমায়ারের শাসন কর্ত্তৃক অবসান হয়। এ হিসেবে তাদের মোট শাসনকাল ১২৫ বছর। তারপর যদি তা থেকে ইবনুল যুবায়রের নয় বছরের বিলাফতক বাদ দেওয়া হয় তাহলে বাকি থাকে তিরাশি বছর। আর তা হল হাদিসের সাথে সামগ্রিক পূর্ণ। এহাঁদ এই হাদিসের নাম (সা) পর্যন্ত এই মরম মারাকুশ নয় যে তিনি এই আয়াতকে এই সংখ্যা দ্বারা ব্যাখা করেছেন।

এটা আসলে কোন রাজির বক্তব্য। আল-বিদায়ার এক্ষেত্রে বলেন, এ প্রশ্নে আমরা আমাদের তাফসির গ্রহণে বিশদ আলোচনা করেছি। এহাঁদ আদ-দালাইল অধ্যয়নের এর ব্যাখা গত হয়েছে।

মাহন আলাহু তাফসির জানেন।

আলী ইবনুল মাহী তাফসির গ্রহণে ইয়াহিরা ইবন মাহী সুত্রে-- সাইদ ইবনুল মুসায়িব থেকে যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ৪। রাবিত্ব বন্দি আগমে যুক্ত থাকেন ভাবে ইলিয়ান পুনরুজ্জীবন প্রাপ্ত হয়। অনেকগুলো বক্তব্য থেকে আমি বনু উমায়ারকে আমার মিশ্রে আরোহণ করতে দেখি মর্মান্ত হয়। তখন প্রথমেই ইবনুল যুবায়রের নাম নিল। এই সূত্র নামকরণ হয়। আর এই হাদিসখানী স্বীকার এর ব্যাখা গত হয়েছে।

আবু বকর ইবন আবু যাইয়ামা ইয়াহিরা ইবন মাহী সুত্রে-- সাইদ ইবনুল মুসায়িব থেকে যারা জেলস রোহিতা আগমে যুক্ত বলি তোমাদের সাথে তাফসির নিহিত হয়। তখন তাকে বলা হয়, এ হল পাশ্চাত্য জীবনের শোভা সৌন্দর্য, যা তাদেরকে দেওয়া হবে এবং কিছুকাল পরেই তা নিলম্বিত হয়ে যাবে।

করেছেন তাফসির আগমে তাফসির তাফসির হাদিস নং (১৩৫০) ৫érica: ৪৪৪-৪৪৫। এছাড়া হাকিম তা রিয়ায়াত করেছেন তার মুসলিয়ারকে এবং ইবন হালিফর তাফসির তা রিয়ায়াত করেছেন। আর এদের গ্রহণের আবার কাসিম ইবন ফয়লের হাদিস সংগ্রহ থেকে, আর হাদিস রয়েছে যা বিভাগ হ্যায়রের কাছে নিলু, হযরতনের কাছে নিয়ে আকার ছিল। এই কার হিসাবে হযরতনের নাম উল্লেখ করা এটা হাদিস নকশাকর্তার বিশ্বভ।
মনোপিঙ্কা দুর হয়। আবু জাফর রবী' সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন নৈশকাল বায়ুত্তুলাহ থেকে বায়ুত্তল মাখদিয়ে ভাসন করানো হয়, তখন তিনি বনু উম্মায়ার এক ব্যক্তিকে মিথ্যে উপবিষ্ট হয়ে খুঁটা দিতে দেখেন (যা ছিল পরবৃত্তিকলে তাদের শাসন কর্তৃত্বে লাভের নিদর্শনস্রূপ)। তখন বিষয়টি মেনে নেওয়া তার জন্য কষ্টকর হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা এই আযাত নামিল করেন।

ও অন্যতম পরবর্তীকলের জন্য (কিরাবানে) মালিক ইবনে দীনার বলেন, আমি আবুল আলায়ে বলতে ঘনিষ্ঠ, আলাহুল্লাহ কসম! অবশ্যই মহান আল্লাহ ননু উম্মায়ার শাসন কর্তৃত্বকে প্রথম ও শক্তিশালী করেন। যেখানে তাদের পরবর্তীদের শাসন কর্তৃত্বকে প্রথম ও শক্তিশালী করেন। তাদের পরবর্তীদের শাসন কর্তৃত্বকে বীরবলে। তাদের নিজেদের মানেল নিভে উন্মুক্ত ও শক্তিশালী।

তারপর তিনি তাদের শাসন কর্তৃত্বকে বীরবলে। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী তিলাওয়াত করেন।

তাতাকে অগ্রসর করতে থাকে, আল্লাহ তাঁহার আমি মানের মাঝে পর্যায়ভুক্ত এই দিনগুলির আবর্তন ঘটায়। (সূরা আল-ইমরান: ১৪০) ইবনে আবু দুনিয়া বলেন, ইব্রাইহীম ইবনে সাইদ সূত্রে হযরত উহমান ইবনে ইয়াহী আরব মাওলা উমর ইবনে সাইফ থেকে তিনি বলেন, বনু উম্মায়ার আলসনা প্রসঙ্গে আমি সাইদ ইবনে মুসা যিনিই আবু বকর ইবনে মুলায়মান ইবনে আবু কাহরামার উদ্যোগ বলতে ঘনিষ্ঠ তাদের নিজেদের মানেল

তাদের ধ্বংস সংঘটিত হবে। লোকেরা বলল, কীভাবে? তিনি বললেন, তাদের খেলীফারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দুটিলোকরা যেতে যাবে। তখন তারা বিলাফতের শাসন কর্তৃত্ব দখলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। তাদের প্রজা-সাধারণ তাদের উপর প্রবল হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করবে।

ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেন, অহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আমরী সূত্রে: আবু বকরীয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাওয়াতের নিউম বনে, আলাহুল্লাহ কসম। আলাহুল্লাহ অবরোধ অন্যান্য অবরোধের উপর চূড়াতে দেখতে যেমনভাবে বাঁধ চড়াও হয়।' 

বাবী বলেন, এবং আরও ফতে পর্যন্ত নিজ করীম (সা)-কে তেমনিন্তে মুখোজোর হযেনা দেখে যান। আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আবুর রহমান আদ-দারিমী বর্ণনা করেন মুসলিম ইবনে ইয়াহী সূত্রে সাহাবী আমার ইবনে মুরাছ (রা) থেকে তিনি বলেন, একবার হাকম ইবন আবুল আস এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে প্রথমের অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন বাবী তার কঠোর চিনতে পেরে বলেন, "তাকে তিউরে আসতে দাও, তার উপর এবং তার উপরে অধিকন্তু উপর আলাহুল্লাহ অভিশাপ। তবে যারা দৃকুলে মিন তারা এর আওতা যুক্ত নয়, আর তাদের সংখ্যা খুবই সমান। দুরিয়াতে তারা সমান হয়। আর আধিরাতে অপদস্থ হবে। এরা হল দূর্দৃষ্টি ও প্রার্থক। তাদেরকে যে দেওয়া দুরিয়াতেই দেওয়া হবে। আধিরাতে তাদের কোন গ্রামে নেই।"
উঠলেন এরপর আবার হস্তলেন। (যুগ থেকে জাগার পর) তাকে সবই প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমারা আপনাকে কাদতে দেখিলাম। এরপর আবার হস্ততে দেখিলাম তিনি বললেন, প্রথমে আমি বনু উমায়াকে দেখিলাম তারা একের পর এক আমার মিথ্যে আরোহণ করছে, তখন তা আমাকে বাধিত করল, এরপর আমি বনু আবাসাকে দেখিলাম তারা একের পর এক আমার মিথ্যে আরোহণ করছে। তখন বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করল।” ইয়াকুব ইবনে সুফিয়াম বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনে খালিদ ইবনে আব্বাস সুত্তে উকুরা ইবনে আবু মুসা হতে তিনি বলেন, (একবার) ইবনে আব্বাস হরমত মুআবিয়ার সাক্ষাতে আমন করেন, তখন আমি দেখানে উপস্থিত ছিলাম। এসময় মুআবিয়া তাকে সর্বমাত্র উপদেশ প্রদান করেন, হে আবু আব্বাস! আপনারা কি শাসন কর্তৃক লাল করবেন। তিনি বললেন, হে আমি রুল মুমিননে এর উত্তরদান থেকে আমাকে অবহেলিত নিন। কিন্তু মুআবিয়া বললেন, অবশ্য আপনি আমাকে তা বলবেন। ইবনে আব্বাস বললেন, হা! আমার অধিনে শাসন কর্তৃক লাল করবে। মুআবিয়া বললেন, আপনাদের সহযোগি করা হবে? তিনি বললেন, খুরাসানী। বনু উমায়াকে বনু হাশিমের একাধিক আযাত (যুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠোধ) সহ করতে হবে।

এছাড়া মিনহাল ইবনে আমর বর্ণনা করেন সাইদ ইবনে জুবায়র থেকে। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে চেষ্টা করিনি, আমাদের আহল বায়ত থেকে (খলীফারপে) তিনি বিখ্যাত আবির্ভাব হবে। সাফকাহ, মানসুর ও মাহদী। ইমাম বায়াহাকী একাধিক সুতে তা রিওয়ায়ত করছেন। এছাড়া যাহাহাক সুতে ইবনে আব্বাস থেকে আমার মাহদুর রূপে তা রিওয়ায়ত করছেন। আর ইবনে আবু খায়ামা বর্ণনা করেন ইবনে মাহদ সুতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে।

তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যেমন যাবে আমাদেরকে দিয়ে মুসলমানদের কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাধানের সৃষ্টি করেছেন, আশা করি আমাদের মধ্যেই তিনি তা শেষ করবেন। এই হালীনের সন্ধ বিশ্ব্ব। তার তেমনই সংগঠিত হয়েছে এবং আল্লাহ চান তো মাহদীর অনুকুলেও সংগঠিত হবে।

হাফিজ বায়াহাকী রিওয়ায়ত করছেন, হাফিজ সুতে আবু সাইদ থেকে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইয়াশাদ করেন- যুদ্ধ ইতেমতে দেখিয়ে আল্লাহ দুর্বল হয়ে তাকে সাফকাহ বলা হবে হে অকাতারে অর্থ ব্যয় করবে।” আবুদূর রায়াহাক বর্ণনা করেন, ছাওবাল প্রথম থেকে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইয়াশাদ করেন- প্রতিটান হের হক্টেক হে আল্লাহ দুর্বল হয়ে তাকে সাফকাহ বলা হবে হে অকাতারে অর্থ ব্যয় করবে।
কেনা, তিনি ইব্রাহীম হিসাবে তার সম্পর্কে বলেন, তিনি বলেন, এ হলো একটি হাসিল এবং এটি এক সরল।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া ইবন গায়লান ও কুতায়রা ইবন সাইদ সুদের আবু

হার্দারা থেকে রাসুলুলহা (ص)-এর উদ্দিত যে তিনি বলেন, যে তিনি বলেন, এ হলো একটি হাসিল এবং এটি এক সরল।

এর উদ্ভিদ যে তিনি বলেন, এ হলো একটি হাসিল এবং এটি এক সরল।

তারপর তিনি বলেন, কাবে আল আহবার

থেকে এর কাজকাজ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, “বনু আবারের কাল ঝাপ আবির্ভব

হবে অবশেষে তারা শাম অবস্থান অর্জন করবে। এরপর আলাহাত তাদের হাতে প্রাপ্ত বেহালার

(শাসক) এবং তাদের প্রতিটি বিচারকে স্বাক্ষর করবেন।” এছাড়া ইবরাইম ইবনুল হাসান বর্ণনা

করেছেন ইবন আবু উওয়াইস সুদে-- আবু হার্দারা থেকে যে, রাসুলুলহা (ص) (তাঁর চাচা)

আবাবার বলেছেন। ৪ হয়েছে প্রকাশ এবং সামুদ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাসুলুলহা,

আগামীভূত আসাতে আমি হরত আবাবারকে বলে অনেকই কেন এক রাতে আমি রাসুলুলহা (ص)-এর কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ

"আমি সদর শহরে ছিলাম। আমি হলো একটি হাসিল এবং এটি এক সরল।

সে বলেন তো আপনি আকাশে কিছু দেখতে পান কি? আমি বললাম নয়। তিনি বললেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আমি বললাম, ব্যাপার। ৫ তিনি

বললেন, আদুর আলাহার বিচার থেকে এই তারকাপুঞ্জ সংক্ষেপ বক্তি। এই উমরের শাসন

কার্তৃত্ব

লাভ করবে। ইমাম বুখারী বলেন, এই সনদের রাবী উফার ইবন আবু জবরার সাব্বর্দ কেন

১. ইবন মাজা তার সুনানে ২/১৬৬৭- হারদিনাইনি রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে বাঘাব স্তম্ভ কাল বাঘাব উক্ত

করেছেন। তার এই হাসিলের সমন্ধে প্রতিবিধি (আক্ন) বিবি কেলাব আবারাকাশীর উক্ত রয়েছে। তার নাম

আবু মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ। তিনি তার বৃত্তিনির্দেশ হাসিল রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে তার

হাসিলের ভুল তুল অনুমান রয়েছে। তার সমূহের দাত কুরেনি বলেন, তিনি সাব্বর্দ। আত তাহীরের ৬/৬৬১।

২. ইমাম আমাদে তার সুনানে (২ খ. ৪৩৫ পু.) হাসিলনাইনি রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া ইমাম তিমিরনু

ফিতান অধিষ্ঠাতে (৪ খ. ৫৫৩ পু.) তার উক্ত করেছেন। তার তাতে রাচিদ ইবন সাদের পরিবর্তে রাশিদান

ইবন সাদ আল-মাহারী আল-মিসরীর উক্ত রয়েছে এবং তার বাবার হাসিল সমস্ত প্রশ্নগুলি বলেন, সে

সম্পূর্ণ অংশগোল - এটি ইবন মালিকের মতো। তার আবু জবরার বলেন, সে দুর্বল। নাসাই বলেন, “সে

পরিহার করার।" তার ইবন হিব্যান বলেন, সে তার বর্ণিত সাধকদের সাথে/নামে মুক্তার হাসিল বর্ণনা

করে থাকে।

৩. সম্পূর্ণ তারাহুল।
রিওয়ায়াত নেই। ইব্রুন আলী বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ ইব্রুন সাঙ্কেদর সুন্দর ইব্রুন আব্দুর হায়েক থেকে।
তিনি বলেন, (এককার) আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে অতিক্রম করলাম। তার সাথে হয়তো জিজ্ঞাসা ছিলেন, আর আমি তাকে দিয়েছি আলীবাদপুরা ধরণের কার্য করেছিলাম। জিজ্ঞাসা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে আমার উদ্দেশ্য বললেন, সে তো অপরিচ্ছন্ন পরিস্থিতি কারা এ তারপর তার অপতত্ত্ব সম্পর্কে কোন রাজকীয় পোশাক পরিধান করবে। 2 অবশ্য এই সুতে হাদিসটি ‘মুক্তাকর’ শ্রেণীভুক্ত।
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বনুআব্দালের প্রতীক ছিল কাল রঙ। মধ্য বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা) কাল পাগড়ি মাদার পরিবে করেছিলেন। এ থেকেই তার এ বিষয়টি প্রহর করেছিল। এরপর তখন তারা ইরান, জুমুকায় এবং মাহফিলসমূহে নিজেদের প্রতীকের পরিধান করেছিল। তদৃপ তাদের সৈন্যদের উপরে কিছু না কিছু কাল চিহ্ন থাকতেই হবে। এই একটি হল ‘শরুয়’ যা ছিল উমরাওয়ের পরিধেয।
তদৃপ আবদুল্লাহ ইব্রুন আলী কাল পোশাক পরে দামশকে প্রবর্তন করেছিলেন তখন নারী-শিশুরা তার পোশাক দেখে মুখ হতে লাগল। তিনি দামশকে প্রবর্তন করেছিলেন বাবে কায়সান ঘাঁটি দিয়ে। আর এই কাল পোশাক পরিধান করেছিলেন তিনি জুমুকায় ছুতা দিয়েছিলেন এবং নামায পড়লেন। জানাক খুরাসানী থেকে ইব্রুন আসাকার বর্ণনা করে। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্রুন আলী যেদিন জুমুকায় নামায পড়লেন, সেদিন এক ব্যক্তি আমার পায়ে নামায পড়ল। সে তখন বলল, “আল্লাহ মহান- তে আল্লাহ আপনি পবিত্র, প্রশংসা আপনার, আপনার নাম কলামামাজ এবং মূর্ত্য সূচক, আপনি ভালুক কোন উপাস্য নেই। আবদুল্লাহ ইব্রুন আলীর প্রতি লক্ষ্য করে, কি কাদাকার তার চেহারা! আর কি বীতত্ত্ব তার কাল চর্বুরা! আর আজও পর্যন্ত এটাই তাদের প্রতীক যেমন জুমুকায় এবং ইদুরর দিন গভীর অবসাদং তাদের পরিধান করতে দেখা যায়।
আবুল আলাস সাফাফ-এর বিচলিত লাই এবং তার ক্ষুদ্র চরিত
ইতিপূর্বে এ আলোচনা বিগত হয়েছে যে সর্বপ্রথম তার অনুকুলে বিলাঘাত প্ররূপ করে কুফা নগরীতে বর্তমানীয় মাঝের বার তারিখ শেষ করা। মতানুসারে এ বছর অর্থাৎ একশ বর্ষ হিজরীর বর্তমান আওয়াল মাসে। এরপর তিনি মারওয়ানের বিকৃত সৈন্য উপাস্য গ্র্যান্জ করেছিল যারা তাকে মহবহ থেকে বিনিয়োজিত ও নির্বাচিত করে। এনান্ত শেষ পর্যন্ত তার প্রথম করণ তাকে মিসরের সমীয় অঞ্চলের ‘বুদ্ধির’ নাম সম্মান হতা করে। আর এ ঘটায় আরো এই বছরের মুসলিম মাসের শেষ দিকে যেমনটি পূর্বে বিবিধ হয়েছে। এ সময় সাফাফ-এর বিলাস পূর্বে কর্তৃক প্রবৃত্তি লাভ করেন এবং ইস্রাইল সিরাজ, হিজর, শাস এবং মিজর ভ্রমে তার শাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আলংসার তার শাসন কর্তৃকের অধীন হোন এবং তার কর্তৃত্বের সৌধে পাওয়া। আর এ করণ সৌধের অধীন হোন ইরাম মাঝেদের কতক ব্যক্তি ছড়িয়ে উঠে সৌধের শাসন কর্তৃত্বের অধিকার করে। যার বিবরণ আসান। ঐ বছরে একাধিক দল সাফাফ-এর বিকৃত বিদ্রোহ করে। এদের অন্যতম হল কানসারিনন্দী। তারা সাফাফ-এর চারা আবদুর্ল্লাহ ইব্রুন আলীর হতে তার অনুকুলে বায়াত করে এবং তিনি তাদের শাসনক্রমে তাদের অমৃত্য মাঝের ইব্রুন কাওৎ ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন হারি চল্লিশ আল-কিলারীকে বহাল রাখেন। আর সে ছিল মারওয়ানের সহচর এবং অন্যতম আমির। এ সময় সে সাফাফ-এর বায়াত প্রত্যাহার করে সাদা পোশাক 1. দালাইলুল বায়াহাকি (৬ খ. ৫১৮-৫১৯)।
ধারণ করে এবং জনসাধারণকে তার অনুমোদনে উদ্ধৃত করে। সাফ্ফাহ এ সময় হিরায় অবস্থানকর্তা আর আবদুল্লাহ ইবনে আলী বলকা তুলতে হবিব ইবনে মোহরা আল-মুহাম্মদ এবং সাফ্ফাহ-এর বায়ানে প্রত্যাহারের ব্যাপারে তার সাথে একমত পোশাকহীন বলকা, তুলতুন্না এবং হাওরানবাসীর বিকৃতি লড়াই হবে। এরপর তার কাছে কানসারাবাসীর বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া হয়েছে যে তিনি হাবিব ইবনে মোহরার সাথে সংঘর্ষ করেন এবং কানসারাবাসীর অভিমুখে রওনা হন। তারপর তিনি যখন দামেকে অভিসারন করেন- তখনের তার স্বজন-পরিবার ও দ্বারানাব্যক্ত ছিল। তখন তিনি তার হাসার সৈন্যসহ আরু গানিম আবদুল্লাহ ইবনে বিবিয়া আলী-কিনানিকে সেখানে তার স্বল্পক্ষে নিয়ে আনেন।

দীর্ঘক্ষণের মধ্যে তখন তিনি যখন দামেকে অভিসারন করেন তখন তিনি তখন দামেকে অভিসারন করেন দ্বারানাব্যক্ত ছিল। তখন তিনি তার হাসার সৈন্যসহ আরু গানিম আবদুল্লাহ ইবনে বিবিয়া আলী-কিনানিকে সেখানে তার স্বল্পক্ষে নিয়ে আনেন।

এরপর তার হাসার সৈন্যসহ আরু গানিম আবদুল্লাহ ইবনে বিবিয়া আলী-কিনানিকে সেখানে তার স্বল্পক্ষে নিয়ে আনেন।
ছেলে দুইটিকে মুক্ত করে দেন। বর্তমান আছে, সুফিয়ানীর এই ঘটনা সংঘটিত হয় এক বর্তমান হিজরীর ফুলহাজা মাসের শেষ দিন মঙ্গলবার। আদাহ অধিক জানেন।

এছাড়া জামিয়ারাবাদীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে কানসারিনবাসী সাফাফাহ-এর বায়াত প্রত্যাহার করছে, তখন তারা তাদের সাথে একজন হয়ে বায়াত প্রত্যাহার করে সাদা পেশাক পরিধান করে। তারা সাফাফাহ-এর নিয়ুক্ত হারানের আমির মুসা ইবুন কাবের বিরুদ্ধে অসহ্য হয়। তখন মুসা ইবুন কাব তার অধীনে তিন সহর সৈন্য নিয়ে শরীর আর্য্যকৃত্রিম অবস্থার গ্রহণ করেন। আর বিপ্লবীরা তাকে দুইমাসের মত অবরোধ করে রাখে।

এরপর সাফাফাহ তার তাই আবু জাফর মানসুরকে এক সকল সৈন্যসাহ পাঠান যারা ওয়ায়িসে ইবুন হ্যায়ারকে অবরোধ করে রেখেছিল। এসময় মানসুর তখন কারকাসিয়া অঞ্চলের হারানের দিকে রওনা হন তখন তারা পূর্ব থেকে সাদা পেশাক পরিধান করে তাকে বোধ শান্তিপ্রদের উদাসী নগর-দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। তারপর তিনি বাক্কার ইবুন মুসলিমের শাসনাধীন রক্তকা শহর অতিক্রমকালে তাদের থেকেও তদৃপ আচরণের সম্মুখীন হন। তারপর তিনি ‘হামির’ অতিক্রমকালে তার সাথে বিদানা। জামিয়ারাবাসীদের নিয়ে তা অবরোধ করেন। এসময় এ শহরের প্রশাসন ছিল ইসহাক ইবুন মুসলিম। তখন ইসহাক সেখান থেকে রহর উদাসী বের হয়ে আসেন, আর মুসা ইবুন কাব তার স্ত্রীর হারানী সৈনিকদের নিয়ে বের হয়ে আসেন। এসময় মানসুর তাদেরকে অভাবন্ত জানান এবং তারা তার ফৌজ দাখিল হয়ে যায়। আর বাক্কার ইবুন মুসলিম রহর তার প্রথমেই ইসহাক ইবুন মুসলিমকে কাছে আগমন করেন। তখন তিনি তাকে বাবুরের এক বিদানা দল অভিমুখে প্রেরণ করেন যাদের প্রধান ছিল বুরায়াকা নামক জনক হারানী। এরপর তারা উভয়ে একজন হয়। তখন আবু জাফর তাদের অভিমুখে অসহ্য হন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর লড়াইয়ে অবতীর্থ হন। এ লড়াইয়ে বুরায়াকা বিন্দু হয়ে এবং বাক্কার রহর তার ভাইয়ের কাছে পালন করে। তখন সে তাকে সেখানে তার হর্ষবিনী নিয়োগ করে এবং অপকারের ফৌজ নিয়ে সামাজিক গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তার ফৌজের অভাবে পরিষ্কার করে। এদিকে আবু জাফর সেখানের অসহ্য হয়ে রহর বাক্কারকে অবরোধ করেন এবং তার সাথে তার একাধিক খওযুক্ত সংঘটিত হয়। এসময় সাফাফাহ তার চাচা আবদুল্লাহ ইবুন আলীকে সামাজিক অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। আর ইসহাক ইবুন মুসলিমের নেতৃত্বে স্বভাবত হাজার জামিয়ারাবাসী সমন্বয় হয়। তখন আবদুল্লাহ তাদের অভিমুখে অসহ্য হন এবং আবু জাফর এসে তার সাথে মিলিত হন। তখন ইসহাক তাদের সাথে পালাপ করেন এবং তাদের কাছে নিরাপত্তা প্রাপ্তির। তখন আরবিক মুসলিমের অনুমোদন তার। তার সে আহরানে সাড়া দেন। এসময় সাফাফাহ তার তাই আবু জাফর মানসুরকে আল-জামিয়ারা, আহারাবায়ানো এবং আরমেনিয়ার শাসন কর্তৃক অর্পণ করেন। তাইয়ের মুখুর্ত পর বিস্তারিত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। বর্তমান আছে, মার্কানে নিয়ন্ত্রণ হয়েছে এ বিষয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার পরই ইসহাক ইবুন মুসলিম লক্ষ্যী নিরাপত্তা প্রাপ্তির। আর তা সাত মাস অব্যবধান থাকার পর। আর সে ছিল আবু জাফর মানসুরের সহচর। তাই তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

এ বছরই আবু জাফর মানসুর তার তাই সাফাফাহের নির্দেশে আবু মুসলিম খুরাসানীর নিকট যান আবু সালামার হতার ব্যাপারে তার মত অবগত হতে। উল্লেখ যে তিনি তখন খুরাসানের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র) —১৪
প্রশাসক। কেননা, এই আবু সালামা আবু বাবা ইয়াদের থেকে খিলাফত প্রত্যাহারে তৎপর ছিল। তাই মানসূর তাকে (আবু মুসলিমকে) জিজ্ঞাসা করেন, তার আবু মুসলিমকে আবু সালামাকে সহযোগিতা করার কারণে কি না। তখন সকলে চূপ হয়ে যায়, আর সাফ্ফাহ বলেন, এটা যদি তার রায় উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে আমরা মহাপঞ্চায়তি। সমুদ্রীন। তবে যদি আল্লাহ আমাদের থেকে তা প্রতিষ্ঠিত করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা। আবু জাফর বলেন, আমরা ভাই সাফ্ফাহ আমাদে বলেন, তেমাদের কি মত? তখন আমি বললাম, আমাদের মতই চূড়ান্ত। তিনি বললেন, তেমাদের মধ্যে তেমাদের সাথেই আবু মুসলিমের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তুমি তার কাছে গিয়ে আমার হয়ে তার অবস্থা অবগত হও। যদি তা তার পরম্পরে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তার বিপ্লবে কৌশল গ্রহণ করব। আর যদি তার মতো পরম্পরে না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মন তুই হবে। আবু জাফর বলেন, আমি উপরের অবস্থায় তার উদ্দেশ্য রেখে পেলাম। তিনি বললেন, আমি যখন রায় শহরে পৌঁছলাম। তখন আমি সেখানকার শাসকের নামে আবু মুসলিমের পত্র পেলাম যাতে তিনি আমাকে তার কাছে ড্রাট পৌঁছাতে জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমার উদ্দেশ্য আরও বৃদ্ধি পেল। এরপর আমি যখন নিশাপুরে পৌঁছলাম তখনও তিনি তার পত্রে আমাকে তার কাছে ড্রাট পৌঁছাতে জন্য উৎসাহিত করলেন। তিনি নিশাপুরের প্রশাসককে লিখলেন, তাকে এক ঘটিত সময়ে স্থির থাকতে দিয়। না। কেননা, তেমাদের এলাকায় চর্চায় আল্লাহর আনাগোনা রয়েছে। তখন আমি শাফাইয়ে হলাম। এদিকে আমি যখন মারভ শহর থেকে চলে যাব দুরে তখন তিনি লোকজন নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে করতে হলো। এরপর যখন আমি মুহাম্মদের হলাম তখন (বাহান থেকে নেলাম) পায়ে হেঁটে এসে আমার হাতে চুম খেলাম। আমি তাকে অনুরোধ করলেন তিনি তার বাহানে আরোহণ করলেন। মারভ শহরে পৌঁছে আমি তার (গৃহে) অতিথি হলাম। তিনিয়ুদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে আমার আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। তত্ত্বে দীন তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের আগমনের হেতু কি? আমি তাকে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আবু সালামা তা করেছে কি? আপনার হয়ে আমিই তার ব্যবহার করছি। এরপর তিনি মারভর ইবুন আনাস আয়ামাবীকে ডেকে বললেন, কৃষ্ণায় যাও, এরপর আবু সালামাকে যেখানে পাড়ে সেখানেই তাকে হত্যা করবে। আর এ ব্যাপারে নেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য কর। তখন মারভর কৃষ্ণায় আগমন করলেন। উল্লেখ্য যে আবু সালামা সাফ্ফাহ-এর কাছে নেশ আলাপচারিতায় শরীক ছিল। এরপর সে যখন সেখান থেকে বের হল তখন মারভর তাকে হত্যা করল এবং একথা ছড়িয়ে পড়ল যে খারেজীয়া তাকে হত্যা করেছে। এরপর শহরের সকল ফক্ত বন্ধ করে দেওয়া হল এবং আল্লাহর মুহাম্মদের ভাই ইব্রাহিম ইবুন মুহাম্মদ ইবুন আলি তার জানায় পড়াল এবং তাকে হারিয়ে দেয়া করা হল। তাকে মুহাম্মদ পরিবারের ওধীর বলা হত। আবু মুসলিমকে বলা হত মুহাম্মদ পরিবারের আমার। কবি বলেন ২।

1. তবারী (৯ থ। ১৪০ পৃ।) এবং ইবনুল আহ্মেদ (৫ থ। ৪৩৭ পৃ।) এ বিভিন্ন শব্দ রয়েছে।
2. এই কবি হল সুলামান ইবনে মুহাম্মদের আল-বাবাজী। মুহাম্মদের গ্রাহ্য এর পূর্বায় পঞ্চ উল্লিখিত হয়েছে।
3. ইন দ্য মুস্যায়া তফসুলে ব্রহ্মা কর্ম্বর্যাত হুম্যায়া।
4. কখনো কখনো বেদানার বিষয় আনন্দ দান করে, আর কখনো তাকে অপসরদিনীর বিষয়ে আনন্দ করানোর উপযুক্ত।
ওধিত হল মূহাদ্দিন পরিবারের ওধির, সে নিজের হয়েছে, আম সে তাঁদের শক্তি সে ওধির হয়েছে।

ঝলা হয় আবু জাফর আবু মুসলিমের কাছে গমন করেন আবু সালামা নিহত হওয়ার পর।

পাঠক শেষে এ সময় ডাক বিপাকের বাহনের আরোহী তিরিশজন সহচর ছিল। তথ্যখন অন্যতম হল হজ্জাজ ইব্রুন আরাভাতা, ইয়াত ইবন ফায়াল ইবন-হাসিমি এবং নেতৃবাহিনীর একটি ধল। আর আবু জাফর যখন খৃস্তান থেকে ফিরেন তখন তিনি ভাইকে বলেন, আপনি যদি আবু মুসলিমকে হত্যা না করেন তাহলে তার জীবিকা থাকা অস্থায় আমি খলিফা হতে পারব না। তিনি একথা বললেন আবু মুসলিমের প্রতি ফৌজের আনুগত্য দেখে।

তখন সাফিফাহ তাকে বললেন, তুমি তা সৌখ্য রাখ, তখন তিনি চূপ করলেন। এরপর সাফিফাহ তার ভাই আবু জাফরকে ওয়াজিতে অবস্থান ইবন হুবায়রার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পঞ্চ। পাঠমধ্যে তিনি যখন হাসান ইবন কাহতাবাকে অতিক্রম করতে তখন তাকে সাথে নিয়ে নেন। এর যখন ইবন হুবায়রাকে অর্ধেক করা হয়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে যেয়া হয়। তখন তিনি আবু জাফর মূহাদ্দিন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হাসানকে পত্র লিখেন তার কাছে খিলাফতের বায়োত করার জন্য।

তখন সে তাঁর উত্তরদান বিলম্ব করে এবং আবু জাফরের সাথে সংগঠন করে মন্দ করে। তখন আবু জাফর এ ব্যাপারে তার ভাই সাফিফাহ-এর অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে সদ্যত্ত অনুমতি প্রদান করেন।

এসময় আবু জাফর তাকে একটি সঞ্চলন লিখে দেন। এরপর ইবন হুবায়রা এ ব্যাপারে চল্লি নিয়ে যান আবিয়াম-ওলামামাগণের সাথে পারম্পর্য করতে। এরপর ইয়ারিদ ইবন ওমর ইবন হুবায়রা এক হাজার তিনশ সহচর নিয়ে বের হন।

পাঠক তিনি যখন আবু জাফরের তাঁদের নিকটবর্তী হন তখন অধ্যায়ীণ অবস্থায় তাদের ব্যবস্থা উন্নত হন।

তখন হাসান সালাম তাকে বললেন, আবু খালিদ। আপনি যোগ থেকে নিয়ে এসেন। তখন তিনি নামেন।

এসময় তাঁদের চারপাশে দশ হাজার খৃস্তানী যোদ্ধা ছিল।

তখন তারা নিঃসংদেহে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

পাঠক তিনি শুরু করেন আমি এবং আমার সাথের সকল।

তখন বলা হয়, না শুধু আপনি একজন?

এরপর তিনি তাঁদের প্রবেশ করে তখন তারা সর্বাধিক দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁতে বসেন।

এসময় আবু জাফর বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে আলোচনা করেন।

তাঁর প্রতি তাঁর কাছে থেকে বের হয়ে আসেন।

তখন আবু জাফর তার দিকে তাঁকে থাকেন।

এরপর তিনি (ইয়ারিদ) একদিন পর পর পাঁচ অধ্যায়ী এবং তিনশ পাদকালীন বাহিনী নিয়ে তার কাছে আসেন থাকেন।

তখন আবু জাফরের লোকজন আবু জাফরকে কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেল আবু জাফর তার দারার্কিন্দকে বলেন, তাকে বলে দিকে যেন শুধু তার একাকী সহচরদের সাথে নিয়ে আসে।

এরপর থেকে তিনি তিরিশজন সাথে নিয়ে আসাহেন।

তখন দারার্কিন্দকে বলেন, আপনি মনে হয় লড়াইয়ের প্রতি নিয়ে আসেন? তিনি বলেন, তোমরা যদি আমাকে পায়ে হেটে আসার কথা বল, তাহলে আমি পায়ে হেটেই তোমাদের কাছে আসব।

এরপর থেকে তিনি তিনজনকে সাথে নিয়ে আসেন।

একদিন আবু জাফরকে সরঞ্জামকে ইবন হুবায়রা তার কাছে বিদায় করে নেন।

৩. সদিকপুরের জায় আল-ইমাম ওয়াদিয়াম নিয়াসাহে এরে (২ খ্র. ১৫২ পৃ.) বিদায়।
বলেন। তাপর তিনি এ কথা বলে ওয়ারখাই করেন যে, এটা বাক্সিবৃতি। আবু জাফর তার এই ওয়া গ্রহণ করেন। আর এসময় সাফ্ফাহ আবু মুসলিমকে পত্র লিখেন, ইবন হবয়ারার সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে। আবু মুসলিম তাকে তা করতে নিষেধ করেন। উল্লেখ যে, সাফ্ফাহ আবু মুসলিমকে বাদ দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। ফলে আবু জাফরের মাধ্যমে যখন সাক্ষাৎ সংঘটিত হল তখন তা সাফ্ফাহকে মুগ্ধ বা চাহিদ্র্কৃত করল না। তিনি আবু জাফরকে নির্দেশ দিলেন তাকে হত্যা করতে। তখন আবু জাফর বারবার তাকে সিদ্ধান্ত পূর্ণ বিবেচনার অমূল্য জানান। কিন্তু, তা কোন কাজে আসল না। অবশেষে সাফ্ফাহ-এর চূড়ান্ত পত্র আসে, তুমি তাকে অবশেষ হত্যা কর। -লা হাওলা

------- আবুমায়ম। সুউক্ত ও সুমহান আলাহার ব্যাপী করার কারণে কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। কিভাবে সীমান্তের নির্পত্তার প্রতিশীলতা প্রদান করা যেতে পারা হবে। এতে তো রেপাহারাডের কাছে তো সে সব প্রশ্ন করেন। এরপর আবু জাফর পুরাসানী যোদ্ধাদের একটি নল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা যখন ইবন হবয়ারার কাছে প্রবেশ করে তখন তার কাছে ছিল তার ছেলে দাওয়ান এবং তার কোলে একটি শিশু। এছাড়া তার চারপাশ তার দারবকী ও মাওলারা।

তখন তার ছেলে পিঠাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় এবং তার মাওলাদের অনেকেও নিহত হয়। এসময় আক্রমণকারীরা তার কাছে পেঁচে যায় তখন তিনি শিক্ষিকে কোল থেকে নামিয়ে সিজদায় লীটিয়ে পড়েন। এর সিজদারন্ত অবস্থায় তিনি নিহত হন। এসময় মানুষের মাঝে চরম ভীতি ও অত্যক্ষ সৃষ্টি হয়। আবু জাফর লোকেদেরকে নির্পত্তার ঘোষণা দেন। তবে আবুদুল মালিক ইবন বিশর, খালিদ ইবন সালামা আল মাল্কিযুমী এবং উমর ইবন যারকে এই নির্পত্তার আওতাবিহিত আক্ষ দেন। তখন লোকজন আহত হয়। এরপর উল্লিখিত তিনজনের কাউকে হত্যা করা হয়। আবার কাউকে নির্পত্তার প্রদান করা হয়।

এবছরই আবু মুসলিম খুরাসানী মুহাম্মদ ইবন আশাল্কে ফারিসে প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, আবু সালামার নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের হত্যা করতে। সে তাই করে। এছাড়া এবং সাফ্ফাহ তার ভাই ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদকে মাওসিল ও তার অধিনস্ত এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং তার চুক্তি দিয়ে মক্কা, মদিনা, ইয়ামান ও ইয়ামামার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এসময় তিনি তাকে কুফার প্রশাসক পদ থেকে অপসারণ করে। তাদের হুলে ইসলাম মূসাকে নিয়োগ করেন। আবু কুফার কাহার শেখিয়ে অর্থ করে ইবন আবু লায়লাকে। আর এসময় বসরার প্রশাসক ছিলেন, মুহাম্মদ ইবন মুআমিয়া আল-মুহাম্মদী, তার কাছে ছিলেন হাজাজ ইবন আরতাবা, সিল্পুর প্রশাসক ছিলেন মানসুর ইবন জামহুর, ফারিসের প্রশাসক মুহাম্মদ ইবমুল আশাল্কে। এছাড়া আরমেনিয়া, আযারবায়জান ও আল-জায়িরার প্রশাসক ছিলেন আবু জাফর আল-মালিসুর, শাম ও তার অধিনস্ত এলাকার প্রশাসক ছিলেন সাফ্ফাহ-এর চূড়া আবদুল্লাহ।

1. যাই আলেহা সর্তমে-যাই হুমাইন।

2. তাবারি ইবন্দুল আহিফ এবং আল-আব্বাবুর তিওয়াল এর ভাষা হল- হাকাম ইবন আবদুল মালিক ইবন বিশর, আর আল-ইমিমা ওয়াসনিয়াসাহ এর ভাষা হল, আল-হাকাম ইবন আবদুল্লাহ ইবন বিশর।

3. আল-আখবারুর তিওয়াল মুহাম্মদ ইবন যার আর আল-ইমিমা ওয়াসনিয়াসাহ এর ভাষা হল, আমার ইবন যার সীমান্তে খালিদের উপরে তাই।
ইবন্ন আলী, মিসরের প্রধান আরু আওন আবুল মালিক ইবন্ন ইয়াহীদ, খুরাসান ও তার অধীনে এলাকার প্রধান ছিলেন আরু মুসলিম খুরাসানী। আর এ বছর খারাজ বা কর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন খালিদ ইবন্ন বারমাক আর হজ পরিচালনা করেন দাদুই ইবন্ন আলী।

এ বছর যে সকল বিষয় ব্যক্তি মূলতঃবরণ করেন

বনু উমায়ায় শেষ খলিফা মারওয়ান ইবন্ন মুহাম্মদ ইবন্ন মারওয়ান ইবনুল আরু আবুদ মালিক আল্লামাবী। মেমনটি পূর্বে বিশ্বাসভেদে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি এ বছরের বুদ্ধ-হাজের্স মাসের শেষ দশকে মূলতঃবরণ করেন। এছাড়া তার যৌথ যে বনু আহির ইবন্ন লুওয়া এর মাওলায় আবুদুল হামিদ ইবন্ন ইয়াহীইয়া ইবন সাদেও এর মূলতঃবরণ করেন। যিনি ছিলেন তৎকালীন প্রবাদ প্রতিম সুমাহল্যিক। [শাহী ফরমান ও প্রধান রচনায় তার ভাষায় ও কৃষক কারণ বলা হয় প্রকৃত মানসমাত শাহী ফরমান রচনা সূচিত হয়েছে কাতিব আবুদুল হামিদের মাধ্যমে। আর তার সমান্তর ঘটেছে। ইবনুল আহিরের দ্বারা। রচনার সাকলন ও তার সকল শাখায় তিনি ছিলেন অন্তর্গত ও অনুসৃত আইরণ। তার কাছে সভা পুঠার পত্র সংকলন। তার আদি নিবাস কায়সারিয়া, এরপর তিনি শামে বসতি প্রণয়ন করেন। তিনি এই পত্র রচনা বিদ্যা শিক্ষা করেন হিসাব ইবন্ন আবুদুল মালিকের মাওলা সালিম থেকে। এছাড়া খলিফা মাওলার ওদীর ইয়াহীইয়া ইবন্ন দাদুই তার কাছে পত্র রচনার অনুশীলন করতেন এবং তার থেকেই তিনি এ বিদ্যার চূড়ান্ত শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তার হেলে ইসমাইল ইবন্ন আবুদুল হামিদও পত্র রচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমে আবুদুল হামিদ শিখের রচনা প্রণয়ন করতেন। এরপর অবাধি পরিবর্তনে কালক্রমে তিনি মারওয়ানের ওদীর পত্রে উন্মুক্ত হন। আর সাফাফাহ তাকে হত্যা করে তার লাশ বিকৃত করেন। অন্যান্য তার মত ব্যক্তির কমা পাওয়া উচিত ছিল। তার নির্বিচিত কথামালার অন্যতম হল, আন হল বৃষ্ট যার ফল হল কথামালা, চিতা-ভাবনা হল সমুদ্র যার মুখ হল প্রজ্ঞা। জনৈক ব্যক্তিকে নিখননের হস্তক্ষেপে লিখতে দেখে তিনি বললেন, তোমার কলমের নিব দীর্ঘ ও পুরুষ করে নিও এবং হস্তক্ষেপে বাক্স করে দান থেকে লিখ। লোকটি বললে, আমি তা করলাম তখন আমি হস্তক্ষেপ সুন্দর হয়ে গেল। একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একজন মহানভূত ব্যক্তির অনুষ্ঠান প্রার্থনা করে একটি পত্র লিখায় অনুরোধ করে। তিনি লিখেন, আপনার কাছে আমার হস্তক্ষেপ পত্রের অধিকার আমার কাছে তার প্রাপ্ত অধিকারের নয়। যেহেতু সে আপনাকে তার আশার বাল্যবায়ন কেন্দ্র গণ্য করেছে এবং আমাকে তার প্রয়োজন পুরুষের উপযুক্ত গণ্য করেছে। আমি তার পত্র লিখনিকে প্রয়োজন পূর্ণ করেছি। কাজেই, আপনি তার আশা বাল্যবায়ন করুন। তিনি প্রায়শই এই কবিতা প্রকাশ করেন—

"إذا خرج الرجل كان ذويهم + فسيًا وأفلام الفسيًا تؤبِّل

‘কাতিবণ যখন বের হন তখন তাদের দোয়াতগুলি হয় তাদের ধনুক আর কলমগুলি হল

তার।’

আবাসীয় বংশের প্রথম ওদীর হলেন আরু সালামা হাফস ইবন্ন সুলায়মান। তার নিয়ুক্তির
চারমাস পর রবি মাসে সাফাফাহ-এর নির্দেশে আরু মুসলিম তাকে হত্যা করেন। আর তিনি বেশ
সুন্দর গুণী ও রস্পিয় ব্যক্তি। তার উপস্থিত বুদ্ধি ও রসবেদের কারণে সাফাফাহ তার সাহচর্যে
অন্তর্দৃষ্টা লাভ করতেন এবং তার সাথে নৈশালাপ পদদেশ করতেন। কিন্তু 'কোন কারণে তিনি তাকে আলীবহানের প্রতি আরুষ্ট ভেবে ফেলেন। আবু মুসলিম ওড়ে তাকে হত্যা করান। তার নিহত হওয়ার সময় সাফাফাহ এই কবিতার পদ্ধতি আবুর্দুর করেন।

লিখিত দৃষ্টি মনে করে যে এই শাস্ত্রে তারা যে মৃত্যুতে আমরা যা হারিয়েছি তার জন্য আমরা আফসরস করব।

তাকে মুহাম্মদ পরিবারে ওদীর বলা হয়। তিনি খাল্লাল নামে পরিচিত ছিলেন। কেননা, কুফতে তার বড়ি ছিল খাল্লাল বা সিরকা বিক্রিতাদের গলিতে। তিনিই সর্বপ্রথম বক্তি যাকে ‘ওদী' আখ্যা দেওয়া হয়। ইবন খলিফাক্য ইবন কুতায়ারায় থেকে বর্ণনা করেন। ওদীর শব্দটির ধাতুমূল থেকে নির্ধারিত এর অর্থ হল বহন করা। তার রায়ের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার কারণে বাদশা যেন তাকে ওদীর বোধা চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন ভীত শক্তি ব্যক্তি আবর্দনাকর জন্য কোন পাখাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৩৩ হিজরীর সূচনা

এবছরই সাফাফাহ তার চাচা মুসারামকে বসরাও তার অধীনস্ত এলাকাসমূহ এবং দাঙ্গলা-বাহারায়ে ও ওমান অঞ্চলে বসতি ও জনপ্রদর্শন প্রশনাম নিয়ূক্ত করেন। আর তার অর্থে চাচা ইসমাইল ইবন আলীকে আহওয়া অঞ্চলের জনপ্রদর্শন ও বসতির প্রশনাম নিযুক্ত করেন।

এছাড়া এবছরই দাঙ্গল ইবন আলী পরিবার মক্কা ও মদিনা বনু উমায়ার সদস্যদের হত্যা করেন এবং তিনি নিজেও এ বছর রবিউল আওয়াল মাসে পরিবার মদিনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তার চেলে মৃসকে তার অধীনস্ত এলাকার সর্ববৃত্ত শাসন নিয়োগ করা হয়। আর হিজাজ অঞ্চলে তার শাসন কর্তৃক তিনি যা শাসন করেন।

এরপর সাফাফাহ-এর কাছে যখন তার মৃত্যু সচেতন হয় এ যখন তিনি তার মা যিয়াদ ইবন উবায়দ্রাজ ইবন আবদুল্লাহ আল-হারিফকে হিজাজের শাসন নিয়োগ করেন, তার মামাতো ভাই মুহাম্মদ ইবন ইয়াইদ ইবন উবায়দ্রাজকে ইবন আবদুল্লাহকে ইয়ামানের জন্য নিয়োগ করেন। আর তার দুই চাচা আবদুল্লাহ ও সালিহকে শাসন কর্তৃক প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি আবু আওনকে মিসর অঞ্চলের নায়িব রূপে নিয়োগ করেন। এবছরই মুহাম্মদ ইবুনুল আযাশ আফিকাবিদিকে চুক্তিবিধায়ে বের হন এবং আফিকাবিদিকের বিক্রমে প্রচুর লড়াইয়ের অবতীর্ণ হয়ে আফ্রিকায় জয় করেন।

এছাড়া এবছর শাকে ইবন যাদ আল-মুহাম্মদ রুখারায় আবু মুসলিমের বিক্রমে বিদ্রোহ করে এবং যুদ্ধ প্রদান করে বলে এখন আমরা মুহাম্মদ পরিবারের হতে বায়ত্ত করিনি যে, তারা অন্যায় রুপকাঠ আর প্রাপ্তিবন্ধি করতে থাকে। এসময় আরও তিনি হাজার লোক তার অনুসরণ করে। তখন আবু মুসলিম তার বিক্রমে যিয়াদ ইবন সালিহ আল-খিঃরাকে প্রস্তুত করেন এবং সে তার বিক্রমে লড়াই করে তাকে হত্যা করে।

এছাড়া এবছর সাফাফাহ তার ভাই ইয়াইদ ইবন মুহাম্মদকে মাওসিলের প্রশস্ত পদ থেকে অপসারণ করেন, এবং তার সেলে তার চাচা ইসমাইলকে নিয়োগ করেন। এ বছরই তিনি তার পক্ষ থেকে সালিহ ইবন আলী ইবন সাইদ ইবন উবায়দ্রাজকে তার পক্ষ থেকে সাফাফাহ গভর্নর
নিয়োগ করেন এবং আদ-দারুবরের পক্ষাধিকারী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন। এবছর হজ পরিচালনা করেন সাফাফাহ-এর মামা মিয়াদ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আবুদুল্লাহ আল-হারিশি। যাদের অপসারণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তারা ব্যতীত বিভিন্ন এলাকার প্রশাসনকর্তার তারাই এবছর বহাল ছিলেন যারা এর পূর্বের বছর ছিলেন।

১৩৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরই বাসুসাম ইবন ইবরাহীম ইবন বাসুসাম আনুগতা প্রত্যাহার করে সাফাফাহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তার বিরুদ্ধে খাদ্য ইবন খুয়ায়মাকে প্রেরণ করেন। সে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুরূপ হয় এবং তার অধিকাংশ সহযোদ্ধাকে এবং সৈনিকেকে পাইরাইড়ায় হত্যা করে। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে সাফাফাহ-এর মাজুলকুল বনু আবুদুল্লাহ-এর একদল সংগঠন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে। সে তখন তাদের কাছে খাদ্য সহযোগিতা সম্পর্কে কোন বিষয়ে পরিষ্কার করে, কিন্তু তারা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তারা প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। একবার সে তাদের গর্মীর উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তাদের সংখ্যা ছিল বিশ জনের মতো। এবং তাদের সাথে ছিল তাদের সমসংখ্যক মাওলা বা আয়ামকৃত দাস। তখন বনু আবুদুরাফ সাফাফাহ-এর কাছে খাদ্য ইবন খুয়ায়মার বিরুদ্ধে নালিশ করে বলে, এদেরকে বিন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।

এসময় সাফাফাহ তাকে হত্যা করতে উদ্দাল হন, কিন্তু জনেক আমার তাকে পরামর্শ দেন খাদ্যকে হত্যা না করে কোন বীরভূমি অভিযানে পাঠাতে। এতে যদি সে নিরাপদ থাকে তাহলে বেশ আর যদি সে নিহত হয় তাহলে এমনিতেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি তাকে সাতশ যোদ্ধাসহ ওমানে প্রেরণ করেন। এখানে খাদ্য ব্যবসায়ীর একটি বিদ্রোহী দল ছিল। এসময় তিনি বসবাসের অবস্থানরত তার চা সুলায়মানকে ফরমান দিয়ে পাঠান খাদ্য ও তার নেতৃত্বধারী যোদ্ধাদের নৌপথ ওমানে পৌছে দিতে। তিনি তাই করেন। সে খাদ্যীর বিদ্রোহ লড়াইয়ে অনুরূপ হয়ে তাদেরকে পূর্বক রস্তা ও বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার তোঁধ খাল করে। তদপরি সে তথ্যকর খাদ্য আমার জালানদাতে এবং তার প্রায় দশ হাজার সহচর ও সহযোদ্ধাকে হত্যা করে এরপর তাদের করিতে মামলাসমূহ বসবাসের পাঠায় দেয়। তখন বসবাসের গভর্নর সেমল্লা খাদ্যকার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর কয়েক মাস পরে সাফাফাহ তাকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলে সে নিরাপদে বিদ্রোহী বেশ বহু গনিমত লাভ করে ফিরে আসে।

এছাড়া এবছরই আবু মুসলিম সুফদ অঙ্গল আক্রমণ করেন এবং আবু মুসলিমের জন্য গভর্নর আবু ধাউদ কান্নার আক্রমণ করে বহু সংখ্যক শত্রু নিহত করেন এবং বর্ষের কার্যক্ষেত্র খাচ বিপুল সংখ্যক চিন্তামিতির পাত্র গর্নিমতরূপে লাল করে। এবছরই সাফাফাহ মূসা ইবন কাবাবকে বার হাজার যোদ্ধার নেতৃত্বে ভারতীয় ভূমিতে অস্থায়ী মানসূর ইবন জামাহরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন মূসা ইবন কাবাবকে তাঁহার যোদ্ধা নিয়ে তার মুখোমুখি হন এবং তাকে পাল্লিত ও তার বাবুভিন্ন সম্পূর্ণ ধারণ করে। তদপর এ বছর ইয়ামানের গভর্নর মুহাম্মদ ইবন ইয়াদী ইবন আবুদুল্লাহ ইবন আবুদুরাফ মৃত্যুবরণ করেন। তখন সাফাফাহ ওমানে তার চাচাকে তার সুলতানী করেন। যদিও তার মামাও বট। এবছরই সাফাফাহ তার অস্থায়ী হীরা থেকে 'আনবারে' পরিবর্তন করেন। আর এবছর হজ পরিচালনা করেন কূতাহা গভর্নর ইসরা ইবন মুসা। আর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসনকর্তার যারা ছিলেন তারাই বহাল থাকেন। আর এবছর যে সকল বিশিষ্ট
ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্যতম হলেন আবু হারান আল-আবলী, উমারা ইব্রুন জুওয়ায়ন এবং ইয়ামিয়ায় ইব্রুন ইয়ামিয়ায় ইব্রুন জাবির আদ-দামেশকী। মহান আলাখু অধিক জানেন।

১৩৫ হিজরীর সূচনা

এবরহম বলে অঞ্চলের নন্দ পরকারী এলাকা থেকে মিয়াদ ইব্রুন সালিহ আবু মুসলিমের বিকিড়ে বিদ্রোহ করে। আলাখু তাকে বিদ্রোহীদের বিকিড়ে বিজয় দান করেন। ফলে তিনি তাদের এক্কুকে ছিন দিন করেন এবং ঐ অঞ্চলে তার শাসন কর্ত্তৃত্ব সুপ্রাপ্ত হয়। এবছর হজ পরিচালনা করেন বসরার গভর্নর সুলায়মান ইব্রুন আলী। আর বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর তার বহাল ছিলেন যাদের আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ইয়ামিয়ায় ইব্রুন পিন্নান, আবু আকিল মুহরা ইব্রুন মাবদ এবং আতা আল-খুরাসানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৩৬ হিজরীর সূচনা

এবরহমই আবু মুসলিম খুরাসান থেকে সাফ্ফাহ-এর সাক্ষাতে আগমন করেন। এসময় তিনি খলিফার সাক্ষাতে আগমনের জন্য অনুমতি আর্মণা করে পত্র প্রেরণ করেন। খলিফা পত্র জ্বেলে তাকে পাচ সৈন্যসহ আগমন করার নির্দেশ দেন। তিনি খলিফার কাছে লিখে পাঠান, আমি তো সৈন্যদের বিচুলিত করে দিয়েছি, আমার আশঙ্কা এই সংখ্যা পাতচার চেয়ে কম হতে পারে। এমনি জয়ে সাফ্ফাহ তাকে এক হাজার সৈন্য নিয়ে আগমনের নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি তাকে এক হাজার সৈন্য নিয়ে আগমন করেন। এদেরকে তিনি পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেন এবং তাদের সাথে পিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং উপহার উপচারকেন্দ্র দিয়ে আসেন। তিনি যখন খলিফার দরবারে পৌছছেন তখন তার সাথে এক হাজার সৈন্যই ছিল। এসময় সেনাপতি ও আমীর-উমারাজাত বহুদূর গিয়ে তাকে অভাবনী জানান। এরপর তিনি যখন সাফ্ফাহ-এর সাক্ষাতে প্রেরণ করেন তখন সাফ্ফাহ তার প্রশ্ন সমাধান এবং সমাদর প্রদর্শন করে তাকে তার নিকট সালিহের উপরের কাজ করতে। এসময় প্রতিদিন তিনি খলিফার দরবারে আসতেন। খলিফারের কাছে তিনি হজ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন বলেন, যদি না আমি আমার বাই আবু জাফরের জন্য হজ পরিচালনা নির্দিষ্ট করে দিতাম তাহলে তোমাকে (এই বছর) হজের আমীর নিয়োগ করতাম। উল্লেখ্য যে আবু জাফর ও আবু মুসলিমের সন্তুষ্ট ভাল ছিল না। আবু জাফর তার প্রতি বিদেশ পোষণ করতেন। আর এর কারণ ছিল তিনি যখন সাফ্ফাহ এবং তারপর মানসুরের অনুকূলে বায়াত এর জন্য নিষ্পত্তি তার কাছে আগমন করেন তখন তিনি তার অভাবনী সমাধান এবং প্রভাব-প্রতিপাদন করতে। এ কারণ তিনি তার সে বিষয়ে হতশ্চীত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি মানসুরকে তার প্রতি বিদেশী করে। তোলেন এবং সাফ্ফাহকে পরামর্শ দেন তাকে হত্যা করতে। তখন সাফ্ফাহ তাকে বিদেশীর গোপন রাখার পরামর্শ দেন। এরপর আবু মুসলিম যখন তাকে কাছে আগমন করেন তখন তিনি সাফ্ফাহকে পরামর্শ দেন তাকে হত্যা করতে এবং তাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেন। এসময় সাফ্ফাহ তাকে বলেন, আপনি তো জানেন যে আমাদের পরামর্শ এবং বিষয়ে সেবক। আবু জাফর বলেন, তো আমিরুল মুহম্মদ তা তো আমাদের শাসন করতে চেষ্টা করাণ। আলাখুর কসম! [তার পরিবর্তে], আপনি যদি কোন
বিদালকেও পাঠান তাহেলে লোকজন তাকে মান্য করবে। আজ যদি আপনি তাকে অপসারণ না করেন তাহেলে আগামীকালেই আপনাকে অপসারণ করবে। তখন সাফ্ফাহ তাকে প্রশং করেন, তা কিভাবে সম্ভব? আরু জাফর বলেন, সে যখন আপনার সাক্ষাতে প্রবেশ করবে তখন আপনি তার সাথে আলোচনা করতে থাকবেন। এরপর আমি তার পিছন দিক থেকে এসে তাকে তর্কবারি দিয়ে হত্যা করব। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, তখন তার সংস্কৃতির কিভাবে সামালনা হবে? তিনি বললেন, তারা তো স্বল্প সংখ্যক ও অসহায়। তখন সাফ্ফাহ তাকে আরু মুসলিমকে হত্যার অনুমতি দেন। এরপর আরু মুসলিম তখন সাফ্ফাহ-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। তিনি তার ভাইকে তার হত্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে অনুসন্ধান হয় এবং সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে তার একাদশ খাদ্যকে এই বলে তার কাছে পাঠান যে, আপনার ও তার মাঝে সে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়েছিল, তিনি তার জন্য অনুসন্ধান। কাজেই আপনি তা করেন না। খাদ্য যখন তার কাছে আসে তখন সে দেখতে পায় তিনি তর্কবারি নিয়ে আরু মুসলিমকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।
এসময় যে যখন তাকে এ বিষয়ে নিষেধ করে তখন তিনি ভীষণ কুষ্টিয়া হন।

eবচ্ছরি আরু জাফর তার ভাই সাফ্ফাহ-এর পক্ষে হত্যা পরিচালনা করেন। এসময় খলিফার অনুমতি ও নির্দেশনাকে হয়ে আরু মুসলিম খুরাসানীও তার সাথে হিজাব অতিমুখো রতনা হন। হত্যা সমাপন করে তারা উভয়ে যখন ফেরার পথে 'হাতে ইরাক' নামক স্থানে আপনারনত তখন আরু জাফরের কাছে তার ভাই সাফ্ফাহ-এর মূত্য সংবাদ পেতে। উল্লেখ্য, এসময় তিনি আরু মুসলিমের চেয়ে কঠিন ক্রোশ এগিয়ে ছিলেন- তিনি আরু মুসলিমকে বিদেশে পাঠান, এক সালপ ব্যাপার সংগঠন হয়েছে। কাজেই, তুমি যত দুর পার আমার সাথে এসে মিলিত হও। এরপর আরু মুসলিম তখন সংবাদটি পাঠান তখন তিনি ড্রাট তাকে অনুসরণ করে কুরায় এসে তার সাথে মিলিত হন।
এরপর একটি সময়ের ব্যাপারেই খলিফা মানসুরের অনুকূলে বায়াত গৃহিত হয়। যেমন অচিরেই তার বিদেশ ও বিস্তার বিবরণ আসছে। আলাহ তাতালা সর্বনিবার্গ জানেন।

প্রথম আবাসীয় খলিফা আরুল আকাস সাফ্ফাহ-এর জীবন চরিত

tিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ আস-সাফ্ফাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইমাম ইবন আলি আস-সাজাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-হারর ইবন আকাস ইবন আবদুল মুহালিব আল-কুরাশী আল-হাশিমি। তাকে আল-মুরতায়া এবং আল কাসিমও বলা হয়। তার মা হলেন মায়া মেহরাব রাবিরা বিন উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুদদা আল-হারিমি। সাফ্ফাহ-এর জন্মজাত হল শাম দেশের বলকা অপ্রকাশের শারাহ তুরাকের হামিয়া নামক স্থানে। তিনি সেখানেই লালিল-পালিল হন।

tিনি তখন আলাহ মন্ত্রের ব্যাপারেই হয়। তার সাথে তুলিয়ে কুফায় হত্যাসংস্থান হত। তার ভাই নিহত হওয়ার পর মারাওয়ানের জীবনের বাইরে রবীউল আওয়াল তুলবার কুফায় তার অনুকূলে বায়াত গৃহিত হয় যেমন ইতিপূর্বে বিষ্ণুহয়েছে। সাফ্ফাহ একস্ব হাসের হিজরীর মুকামাতের এগারো কিংবা তার তারিখ শব্দ ও টি বসতে আকাশ হয়ে আনবার নামক স্থানে ইতিকাল করেন।

এসময় তার বয়স ছিল হেদিয়া কিংবা হেদিয়া কিংবা একপ্রকার বহু। 

আরুল একমাত্র জন মেত আটশ বছর। তার থিলাফত- 
কাল ছিল চার বছর নয় মাস। তিনি ছিলেন ফরিদা সুদর্শন ও দীর্ঘদৈর্ঘ্য। উন্মত নাসিকা, কেঁড়োনো আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০৩ খ্র) —১৫
চুল, সুদর দাড়ি ও সুদর মুখমণ্ডলের অধিকারী এবং বিদ্যমানী, বিচ্ছিন্ন ও উপস্থিত রুদ্ধির অধিকারী।

সাফ্ফাহ-এর দায়িত্বের প্রথমদিকে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন, এমন যে তার হাতে ছিল কুরআন আর সাফ্ফাহ-এর কাছে ছিলেন বনু হাশিমের বিশিষ্ট ব্যক্তিগত। আবদুল্লাহ তাকে বলেন, হে আমিরুল মুমিন! আমাদেরকে আমাদের ঐ প্রাপ্তি হক প্রদান করুন যা আল্লাহ আমাদের জন্য ঐ কুরআনে নির্দেশ করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত সকলেই এই ভেতরে শক্তিত হল হয়ত সাফ্ফাহ তার বিচ্ছেদে তুরিত কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থা প্রচেষ্টা করেন কিরূপ তার কথার কোন জবাব দিতেন তখন তা তার জন্য এবং তাদের সকলের জন্য নিন্দাজন হয়ে থাকবে। কিন্তু, সাফ্ফাহ শান্তি ও নির্নিপত্তে তাকে বলেন, তোমার পিতামহ আলী (রা) নিকটে আল্লাহের চয়ে উত্তম ও নায়কপূর্ণ ছিলেন।

তিনি যখন ঐ বিষয়কে দায়িত্বের প্রচেষ্টা করেন তখন তিনি তোমার পিতামহের হাসান-হুসাইনকে যতজনা প্রদান করেন আমি তো তোমাকে তার চয়ে বেশী প্রদান করেছি, অথচ তারা তোমাকে চয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর আমি তোমার পক্ষ থেকে এই আচরণে প্রত্যাশা করিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে হাসান নিক্ষুজ্য হয়ে গেলেন এবং উপস্থিত লোকেরা সাফ্ফাহ-এর উত্তরের প্রত্যাশা, অভিজ্ঞ এবং বিচিত্রতায় অভিভূত হলেন।

ইমাম আহমদ তার মুনাফ্তে বর্ণনা করেন উদ্বোধন ইবনে আবু শায়াবা সুলত আবু সাইদ খরিদ (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইসরায়েল করেন:

বহৃত উন্মুক্ত মানে ইদমান ও তোমার দৃষ্টিতে তুমি এটি যাচাই কর।

"কালের শেষ প্রাতে এবং ফিতনার উদ্ধারকালে সাফ্ফাহ নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে হাত ভরে অর্থ বিলায়ত।"

এরপরে সেই যায়ি এবং আবু মুআবিয়া আ'মাস থেকে এ হাদীস রিওয়ায়ত করেছেন। ঐ হাদীসের চন্দন আতিয়া আওফ রয়েছেন যার প্রহরোগ্যস্তর ব্যাপার হাদীসবেতাগ বিরুপ মাত্রো করেছেন। আর ঐ হাদীস দ্বারা ঐ সাফ্ফাহ-এর উদ্দেশ্য কি না তার নিশ্চিত নয়। মহান আবদুর আল্লাহই অজ্ঞাত জন। পূর্ববর্তী আলেমনীয় বনু উমায়ায়িয়ার শাসন কর্তৃক অবসানকালে আমরা ঐ জাতীয় অর্থ সম্পন্ন বহু হাদিস ও আছে উল্লেখ করেছি। যুদ্ধের ইবনে বক্তার বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হিশাম সুলতান সাফ্ফাহ-এর পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে।

তিনি বলেন, একবার আমি উমর ইবনে আবদুল্লাহ আস্তারের সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম এমন যে তার কাছে জীবনের মূল্য ছিল, তখন উমর তাকে প্রশ্ন করলেন, সুলায়মানের পরে কাকে তোমারা কী দিতেছেন (তোমাদের বালকান) পাও। সে বলল, আপনি তখন উমর ইবনে আবদুল্লাহ আরোহী তার প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আমাকে আরও কিছু বর্ণনা কর।

সে বলল, এরপর আপনি একজন। এভাবে সে উমায়ায়িয়ার ফেজিয়াদের উল্লেখ করে বলল, মুহাম্মাদ ইবনে আলী। এরপরও আমি ঐ প্রীতিকে মনে রাখলাম। এরপর একবার আমি তাকে দেখতে পেয়ে আমার খাদিমকে বললাম, আমি আদা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখতে। এরপর আমি
বাড়ি গিয়ে তাকে বনু উমায়ার খলিফাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, সে তখন একজন একজন করে তাদের উত্তর করল। তবে সে মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদকে এড়িয়ে গেল। এসময় আমি বললাম, এরপর কে? সে বলল, এরপর ইবনুল হারিহিয়া আর সে তোমার ত্রাসজন ছেলে। মুহাম্মদ ইবন আলী বললেন, আমার ছেলে ইবনুল হারিহিয়া তখন মাতৃগর্ভে। বর্ণনাকারী বললেন, একবার মোহম্মদের এক প্রতিনিধিদল সাফ্ফাহ-এর সাক্ষাতে অপমান করল, সাক্ষাতকালে তারা সকলে তার হস্তক্ষেপে বাঁচ হতে গেলে। কিন্তু, ইমরান ইবন ইবনুল ইবন আবদুল্লাহ মুতিয়া আল-আদ্বী তার হস্তক্ষেপে করলেন না। তিনি শুধু তাকে আমীরুর মুমিনীন সমূহ করলেন এবং বললেন, আলাইহ তামাম! হে আমীরুর মুমিনীন! আপনার হস্ত চুক্ত যদি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করত এবং আপনার প্রতি আমার নৈকট্য বৃদ্ধি করত তাহলে এ বিষয়ে কেউই আমার চেয়ে অধিকারী হতে পারত না। আর যে কাজে কোন সওয়াব নেই আমার তাতে কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি তা করে আমাদের গোনাহার হওয়ার সাধনা রয়েছে। একথা বলে তিনি বলে গেলেন। বর্ণনাকারী বললেন, আলাইহ তামাম! তার এই আচরণ সাফ্ফাহ-এর কাছে তার মর্যাদা ও গ্রহণ-যোগ্যতা সামান্য ও হ্রাস করল না। বরং তিনি তাকে প্রসন্ন করলেন এবং তার দান অন্যদের তুলনায় বৃদ্ধি করে দিলেন। কারী মুসায়িফ ইবন যাকারিয়া উল্লেখ করেছেন যে সাফ্ফাহ রাজকিলে মারওয়ানের ফৌজে নিয়োগ পান ত্রিশ দিনে আবুতিতুর্ক করে শোনানোর জন্য এক ভাষকে ব্রেন করেনঃ

যা আল মোরাওয়ান ইন লালাই মুহম্মাদ + মোমেন অমের হোফা ও তাতারাদ

"হে মারওয়ান পরিবার! আলাইহ তোমাদেরকে ধ্যান করবেন এবং তোমাদের নিপতাটা ও নির্ভার ভাবে ও সততায় পরিবর্তন করবেন।"

লেম লালাই মুমারাম অনুরাগুলো অন্তরীত ও পরামর্শীত ফুলাই তৈরি করান।

"আলাইহ তোমাদের বংশের কাউকে আজ মা রাখে এবং তোমাদেরকে বিতাড়িত করে বিপদসমূহ তুঁতাকে পৌঁছে শন।"

খাতের বাগানাদী বানিয়ে দেবেন যে, একদিন সাফ্ফাহ আনয়ন তাকলেন- উল্লেখ যে সে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন। এরপর বললেন, হে আলাইহ! আমি সুলায়মান ইবন আবদুল মালিকের নামে বলল না 'আমিই যুবর খলিফা'। আমি বরং বলল হে আলাইহ! আমাকে আপনার অনুরাগী মুহতা ও দীর্ঘ জীবন দান করলু। তার কথা পূর্ণ হতে না হতেই তিনি একজন খিলাফের অন্য একজনকে বলতে শুরুলেন, আমার ও তোমার মাঝে দুই মাস পাঁচ দিনের মেয়াদ রহিল। তখন সাফ্ফাহ তার কথায় অগ্রতা পান করলেন, আলাইহ আমার তার যেহেতু। আলাইহ বৃত্তান্ত করেও কোন শিক্ষা নেই, তার উপরই ভরসা করলাম এবং তারই সাহায্য প্রার্থনা করিনি। এরগুলো দুই মাস পাঁচ দিনের পর তিনি ইনিতাকাল করেন। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মালিক আল-খুয়াই উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা হাদিস আর-রশিদ তার ছেলেকে নির্দেশ দেন ইনহাক ইবন ইস্মাইল ইবন আলী থেকে ঐ ঘটনা শনাইয়া তার ছেলেকে নির্দেশ দেন ইনহাক ইবন ইস্মাইল ইবন আলী থেকে ঐ ঘটনা শনাইয়া তার ছেলেকে নির্দেশ দেন ইনহাক ইবন ইস্মাইল ইবন আলী থেকে ঐ ঘটনা শনাইয়া তার ছেলেকে নির্দেশ দেন। তখন তিনি বিশ্বাস ছেলেকে তার পিতা ঈসা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি আর-রশিদ দিন সকলে সাফ্ফাহ-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে বোঝাতে আবহাওয়া পান। তখন তিনি তাকে এদিন তার সাথে আলাপচরিত্রে অতিবাহিত করে তার কাছে ইনহাকর করার নির্দেশ দেন। ঈসা।
বলেন, তখন আমি তার সাথে আলাপচরিত্যর রস হই। এমনকি তিনি তদ্রুচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তখন আমি উঠে দাড়িয়ে তাকে বলি, আমি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করে আবার ফিরে আসব। আমি গিয়ে সামান্যা যুমিয়ে তার গৃহে ফিরে এসে দেখি তার গৃহান্তরে জন্মানুকুল বাহ্য উপস্থিত হয়েছে সিক্কু বিজয়ের সুসংবাদ এবং সিদ্ধুমানীর খলীফার অনুকুলে বায়ানাত গ্রহণ এবং সব বিষয় তার গতির কাছে নান্দ করার সুসংবাদ নিয়ে। ঈসা বলেন, তখন আমি আলাবাহর প্রশ্না করলাম। যদিও আমাকে এই সুসংবাদ নিয়ে তার সাক্ষাতে প্রবেশের তত্ত্বাবধায় দান করলাম।

এরপর আমি গৃহাভাবত্রে প্রবেশ করে দেখলাম সেখানে আফ্রিকা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আরেকজন সুসংবাদবাহ্য উপস্থিত। তখন আমি আলাবাহর প্রশ্না করে তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম এবং তাকে এই সুসংবাদ শোনালাম। এসময় তিনি উঠে তার দাড়ি অংচড়ালিয়েছিল।

এসময় তার হাত থেকে চিরিলী পড়ে গেল। তিনি লেখেন, আলাবাহ পবিত্র! তিনি ব্যতীত সব কিছু ঝাঁপাঙ্গায় হবে। আলাবাহর কস্ম! তুমি তো আমার কাছে আমার মৃত্যু সুসংবাদ ঘোষণা করুন। আমাকে ঈমাম ঈমারাও বর্ণনা করেছেন, আবু হিশাম থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব থেকে। রাসূলুল্লাহ (স) এর উত্তরিতে তিনি বলেছেন যে, আমার এই শহরে আমার কাছে দুই প্রতিনিধি আসবে, একটি হল সিদ্ধুর প্রতিনিধি আর অপরটি হল আফ্রিকার প্রতিনিধি এরা সেখানের অধিকারীদের আমার অনুকুলে বায়ানাত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ নিয়ে আসবে। এরপর তিনি দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমি মরে যানো। তিনি বললেন, আর দুই প্রতিনিধি আমাকে পৌছে আসে। হে চাচাজায়! আলাবাহ আনন্দকে আপনার ভালোবাসায় মৃত্যুতে অপনাকে বিষাল প্রতিনিধি দান করুন। আমি তখন বললাম, হে আমার মুমিনন, আলাবাহ চান তো কখনোই এমন হবে না। তিনি বললেন, অবশ্যই আলাবাহ চান তো এমন হবে। দুনিয়ায় যদি আমার কাছে থিয় হয়ে থাকে তাহলে আমি বিষাল তো আমার কাছে প্রিয়োত এবং আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত আমার জন্য কল্যাণকর। আর রাসূলুল্লাহ (স) থেকে রিওয়ায়েতের বিশ্বাস আমার কাছে তার চেয়ে থিয়। আলাবাহর কস্ম! আমাকে মিছামিছা বলা হয়নি এবং আমি নিজেও মিছামিছা বলেনি। এরপর তিনি উঠে গৃহাভাবত্রে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন। এরপর মুহাম্মদ যখন তার মৃত্যুর নামের সময় হয়েছে কথা জানাতে আসল, তখন তার খামিন বের হয়ে আলাবাহ জানাল। তার যত নামায় না হয় আলাবাহ না হলে এবং দেখলেই রাত্রি যায় করলাম। এরপর যখন রাতের শেষ প্রতি হল তখন খাদিম আমার কাছে তার একটি পরিতে নিয়ে আসল। যে পর্যায় তিনি আমাকে তার পক্ষ থেকে ফজর ও ঈদের নামায় প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তারপর তার গৃহে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তার এই পর্যায়ে তিনি বললেন, হে চাচাজায়! আমার মৃত্যু হলে এই ফরমান লোকদেরকে শোনানো এবং তাতে যার নাম বিদ্যমান রয়েছে তার ক্ষেত্রে তাদের বায়ানাত করার পূর্বে তাদেরকে আপনি আমার মৃত্যু সম্পর্কে জানান। না। ঈসা বলেন, লোকদেরকে নামায় প্রতি যে আমি তার কাছে ফিরে আসলাম। তার কোন সমস্যা ছিল না। এরপর দিনের শেষভাগে আমি তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম, তখনও তিনি পূর্বৎ সুস্থ। তবে তার মুখমণ্ডলে দুটি ছোট দানা বের হয়েছিল, এরপর সে দুটি বড় হল এবং এরপর তার সারা মুখমণ্ডলে সাদা সাদা ছোট দানা বের হল। কেউ কেউ বলেন, তা ছিল ওটি বসন। এরপর হীরো
দিন প্রভুপ্রেমে আমি তার কাছে পেলাম। তখন দেখলাম তিনি প্রলাপ বর্তমান এবং আমাকে কিংবা অন্যদেরকে আর চিনতে পারেননি। এরপর আমি যখন সজ্জায় তার কাছে আসলাম তখন দেখলাম তার শরীরের পূর্ণ মশকের ন্যায় ফুলে উঠেছে। তিনি আয়ামুত-তাশরীরের তৃতীয় দিন অর্থাৎ তেরিই যুলহাজ্জা ইনিসিকাল করেন। তার মূুটিতে তার ওষুধে মুতাবিক আমি তাকে অবৃত্ত করলাম। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়ে তাদের সমবেদিতে তার লিখিত ফরমান পাঠ করলাম। তার ভাষা ছিল- আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহর পক্ষে থেকে মুসলমানদের কর্তৃত্ববিধাকারী ও সাধারণ জনগণের প্রতি- তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি বর্তিত হোক। পর কথা হল তোমাদের আমীরুল মুমিনীন তার ওফিসারের পর তার ঐক্যে খলিফা মনেনিত করেন। কাজেই, তামর তার আনুগত্য করেন। আর তার পরবর্তী খলিফারপ্রেমে তিনি ঈসা ইব্বুন মুস্তাফাকে মনেনিত করেছেন যদি সে থাকে। বর্তমানকারী বললেন, এসময় লোকেরা তার 'যদি সে থাকে'- একধার মরোমারো মতভেদ করেছে। কারণ মতে এর অর্থ যদি তিনি তার উপমুখি হয়ে থাকেন। অন্যদের মতে এর অর্থ যদি তিনি জীবিত থাকেন। এই দুইটি অর্থটি সঠিক। খালীবং ইব্বুন আসাফিকের বিষয়ভাবে তা আলোচনা করেছেন। আর এটা তার সারসংক্ষেপ। তাতে মারফত হাদীসখানিও বিদ্যমান। আর তা 'অতি মুক্তার' বা প্রত্যাখ্যান্যোগ্য। ইব্বুন আসাফিকের উল্লেখ করেছেন যে, চিকিৎসক যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার হাত ধরল, তখন তিনি অবৃত্তি করতে লাগলেন।

أُظَرِّيٰ عِلْيًا ٍلَٰدَّكَ + كَ وَذَلَّكَ بِعِدَّةِ السَّكُونِ

"আপনি স্থিতির পর শরীরের দুর্বলতা ও অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করুন তা আপনাকে অবৃত্তি করবে তার এই প্রকাশ মূল্যবান পূর্ব লক্ষ্য।"

তখন চিকিত্সক বললেন, আপনি তো 'ভাল'। তিনি আবৃত্তি করলেন।

"لَقَدْ أَيْقَنَّتْ أَنَّهُ غَيْرُ بَاقِٰ + وَلَا شَكَّ إِذَا وَضَعَ الْيَقِينُ"

"তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যে আমি তার দৃষ্টিতে 'ভাল' অথচ আমার মাঝে রয়েছে সুতো বাধি। আমি নিশ্চিত যে আমি আর বাচব না, আর বিশ্বাস সুস্পষ্ট হলে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।"

জনৈক আলিম বলেন, সাফ্ফাহ-এর সবর্বেশ্বর কথা ছিল রাজ্য্য ও সার্বদৌমতু চিরিজীবি ও চিরহামী আল্঳াহর যুদ্ধে সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের প্রতি- তার আন্তরিক নকশা ছিল আল্লাহ 'তার বন্দর ভবসা। একশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যুলহাজ্জা মাসের তের তারিখ রবিরবার ওটি বস্তুতের আকাশত হয়ে প্রাচীন আনুষ্ঠানিক তার মূর্তি হয়। এসময় তার বয়স ছিল তেরিশ বছর। আর প্রসিদ্ধতম মতানুযায়ী তার থিলাফকাল ছিল, চার বছর নয় মাস। তার চাঁছ ঈসা ইব্বুন আলিতি তার জনামার

١. এ স্থলে আরবীতে 'তাই আবালাহ রাখ ব্যাপার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই।"
নামায় পড়ান। তিনি সমাহিত হন আনবারের কাসরুল ইমরা নামক সমাহিতে। তার পরিবাৰের
পরিধীয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাটী জুনী, চারতি কামিনী (জামা) পাঁচটি পাঞ্জাম, চারটি আরা
(আলখেলা জাতীয় পরিধীয়) এবং তিনটি পশ্চিম চাদর ইব্রু আসাকির তার জীবনী উল্লেখ
করেছেন এবং আমারা যা কিছু বর্ণনা করলাম তার অংশ বিশেষ তিনিও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহঃ
সর্বীধিক জানিন।

এ বছরই যে সকল বিষয় বিবিধতা ইতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সাফাফাহ,
যেমন বিগত হয়েছে। এছাড়া আগ্রহী ইব্রু সাওয়ার, জাফর ইব্রু আবু রাশীরা, হাসাইন ইব্রু
আবদুর রহমান, রাশীরা আররাসী, যায়দ ইব্রু আসালাম, আবদুল মালিক ইব্রু উমায়র, আবদুল্লাহ
ইব্রু আবু জাফর, আতা ইব্রুস সাইব এদের অষ্টর্কু। আমারা আতা-অকামীল গ্রেথে তাদের
জীবনী উল্লেখ করেছি। সমত শিরায়া আল্লাহু।

আবু জাফর মাসুরের বিলাসত

তার পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ ইব্রু মুহাম্মদ ইব্রু আলী ইব্রু আবদুল্লাহ ইব্রু আকান। ইতিপূর্বে
বিগত হয়েছে যে সাফাফাহ যখন মারা যান তখন তিনি হজ্জামে ছিলেন। সাফাফাহ-এর মৃত্যু সংবাদ
যখন তার কাছে পৌঁছে তখন তিনি হজ্জ থেকে ফেরার পথে যাতে ইরাক নামক স্থানে ছিলেন।
এসময় তার সাথে আবু মুসলিম খুরাসানী ছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি লুঠ অপর
হন। ভাইয়ের মৃত্যুতে আবু মুসলিম তাকে সাতুনা প্রদান করেন। তখন মানসুর কেন্দে ফেলেন
আবু মুসলিম তাকে বলেন, আপনি কাছেছেন অথচ আপনার কাছে বিলাসতের দায়িত্ব অর্পিত
হয়েছে। আল্লাহু চান তো আমাই আপনার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করব। তখন তিনি দুশ্চিন্তারূপ হন।
এসময় তিনি যুয়াড ইব্রু উবায়দুল্লাহকে নির্দেশ দেন পরিত মকার গভর্নরম ফিরে যেতে।
ইতিপূর্বে সাফাফাহ তাকে সে দায়িত্ব থেকে অপসারণে করে তার পরিবারের আব্বাস ইব্রু আবদুল্লাহ
ইব্রু মা’বাদ ইব্রু আকানকে নিয়োগ করেন। এ বছর ওত্তামিতা হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য সকল
গভর্নর প্র-পদে বহাল ছিলেন। আল্লাহু ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ ইব্রু আলী তার ভাটিজা সাফাফাহ-এর
কাছে আনবারে আগমন করেন। তিনি তাকে সাইফার প্রশাসনিক নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি
বিশাল বাহিনী নিয়ে রোম দেশ অভিযুক্তে রওনা হন। পথিমধ্যে তার কাছে সাফাফাহ-এর মৃত্যু
সংবাদ পৌঁছলে তিনি হারারানে ফিরে তার নিজের বায়াতের প্রতি আহ্বান জানান। এসময় তিনি
দাবী করেন যে সাফাফাহ যখন তাকে শামে প্রেরণ করেন তখন তিনি তার সাথে অশিীকার
করেছিলেন যে তিনিই হরনে তার পরবর্তী খলিফা। তখন তার চতুর্পাঙ্কে বিশাল বাহিনী সেখ্যাত
হয়। আর তার বিবেচনা এ সমক্ষ আলোচনা আমারা পরবর্তী বছরের ঘটনাসমূহের মাঝে
ইনাম আল্লাহু উল্লেখ করব।
১৩৭ হিজরীর সূচনা

খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলীর বিদ্রোহ

আবু জাফর মানসুর যখন তার ভাই সাফিফাহ-এর মৃত্যুর পর হঁদ থেকে ফিরে পড়ে তখন তিনি প্রথমে কুফায় প্রবেশ করেন এবং কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে জমুআর দিন খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে জমুআর নামাজ পড়ান। তারপর তিনি সেখান থেকে আন্দররে রওনা হন। আর ইতিমধ্যেই শাম বায়ত ইরাক, খুরাসান ও অন্যান্য সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে তার অনুমূলে বায়ত গৃহীত হয়। আর এদিকে ঈসা ইবন আলী অর্থভাবে ও অন্যান্য সংহারশালা তার আগমন পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন, তারপর তিনি তার কর্তৃপক্ষ তার হাতে নাপ্ত করেন। এসময় তিনি তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলীকে সাফিফাহ-এর মৃত্যুর সময় অবিভিন্ন করে পর প্রেরণ করেন। তার কাছে যখন এই সংবাদ পৌছে তখন তিনি ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে মসজিদে সমর্পণ হওয়ার নির্দেশ দেন। তার কাছে আমির-উমারা ও সাধারণ লোকজন সমর্পণ হয়। তখন তিনি তাদেরকে সাফিফাহ-এর মৃত্যুর পাঠ করে শোনান। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন। এসময় তিনি উল্লেখ করেন যে, সাফিফাহ যখন তাকে মারওয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন তখন তিনি তার সাথে অফিসিয়াল করেন যে, আমি যদি মারওয়ানকে পরাজিত করতে পারি, তাহলে তার পরবর্তী খলিফা হব আমি। একবার ইরাকের কর্তিপয় আমির তার পক্ষে সাহসী দান করে এবং উঠে গিয়ে তার হাতে বায়ত হয়। এরপর তিনি হারুরানে করে আলীন এবং চল্লিশ দিন অবরোধের পর খলিফা মানসুরের নামে মুকাতিল আল-আতকাকে হত্যা। তার কর্তৃপক্ষ হিসেবে নেন। খলিফা মানসুরের কাছে যখন তার চাচার একসকল কর্মকাণ্ডের কথা পৌছে তখন তিনি একদল উমারাসহ আবু মুসলিম খুরাসানীকে সৈন্যের তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এদিকে আবদুল্লাহ ইবন আলী হারুরানে আলেমকামুকক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্রসর মজুদ করেন। আর আবু মুসলিম রওনা হয় যান। তার অন্তর্বর্তী বাহিনীর প্রধান ছিল মালিক ইবন হায়তাম আল-খুয়াই। এরপর আবদুল্লাহ যখন আবু মুসলিমের আগমনের বিষয়ে নিষ্ঠত হন তখন তিনি ইরাকী বাহিনীর অসহযোগিতার আশঙ্কা তাদের (আলী) সাতের হাতের যোগ্য হতা করেন। এসময় তিনি হুমায়দ ইবন কাহতাবাকে হতা করতে মনস্ত করলেন সে তার থেকে আবু মুসলিমের কাছে পলায়ন করেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবন আলী সৈন্যের অবস্থা হয়ে 'নাসিবায়ন' নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং তার ফৌজের চারদিকে পরিহার খন করেন। এদিকে আবু মুসলিম অগ্রসর হয় এক পার্শ্বে অবতরণ করে আবদুল্লাহের মিজেনে আমাকে আপানার বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়নি। আমাকে আমিরগুল মুহাম্মদ শামের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠিয়েছেন। আর আমারও উদ্দেশ্য তা-ই। এ সময় আবদুল্লাহ সাথে শামীয় সেনারা আবু মুসলিমের এ কথায় আত্মসমর্পণ করে বলল, আমারা আমাদের দীর্ঘ-সীমানা, বাফ্তি ও অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে শ্রমিত আমরা তাদের রক্ষার্থে সেখানে ফিরে যেতে চাই। তখন আবদুল্লাহ।
বলল, দুর্ভাগ্য তোমাদের! আল্লাহর কসম! সে তো আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই এসেছে। কিন্তু, তারা শামে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কিছু মানতে প্রস্তুত ছিল না। তখন আবদুল্লাহ তার মনের উপর তাগ করে শাম অভিমুখে রওনা হলেন। তখন আবু মুসলিম গিয়ে তার সহান অহর করলেন এবং সেই স্থানের চারপাশের পানি নিশ্চিত হয়ে গেল। উল্লেখ যে, আবদুল্লাহ যে স্থান থেকে সরে গিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থান। এরপর আবদুল্লাহ ও তার সাহারা আবু মুসলিমের পরিবার স্থান এসে দেখলেন তা অত্যন্ত অসুবিধাজনক স্থান। এরপর আবু মুসলিম যুদ্ধের সূনা করলেন। তিনি পাঠমাস তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকলেন। এসময় আবদুল্লাহের অধিনায়কের নেতৃত্বে ছিল তার ভাই আবদুস সামাদ ইবন আলি, আর তার ফৌজের দক্ষিণ বাহর প্রধান ছিল বাক্রার ইবন মুসলিম আল-উকায়লি, আর উত্তর বা বাম বাহর নেতৃত্বে ছিল হাবিব ইবন সুওয়ায়দ আল-আসাদী। অপরদিকে আবু মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ বাহর নেতৃত্বে ছিল হাসান ইবন কাহতাবা আর বাম বা উত্তর বাহর নেতৃত্বে ছিল আবু নসর খাশিম ইবন খুয়ায়ম। এসময় উভয় বাহিনীর মাঝে বৃহ হায়দ্র সংঘটিত হল এবং অ-চেন দিনসমূহে তাদের বহ সংঘর্ষে লোক নিহত হল। আর আবু মুসলিম আক্রমণের সময় যুদ্ধ উচ্চায়ন আবৃত্তি করতেন?

মন কান যেনোই হলে ফা রং কুরম মহো দীত ও গুম মহো দীত ও গুম

“যে বাহি তার স্বজনদের কাছে ফিরতে চেয়েছিল সে আর ফেরেনি, মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে গিয়ে সে মৃত্যুর নহেই পতিত হয়েছে।”

যুদ্ধের ময়দানে তার জন্য বিশেষ আসন নির্মিত ছিল। দুই বাহিনী যখন মুখে মুখে হত তখন তিনি তাতে অবস্থান করতেন। এসময় তার বাহিনীতে যখনই কোন ক্রাই দেখতেন দুর্গ পাঠিয়ে তা সংশোধন করতেন। এরপর যখন জুমাদাল উকরা মাসের সাথ তারিখ মানে বা বুধবার হল তখন উত্তর বাহিনী প্রথম সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এসময় আবু মুসলিম কুটুম্ব-ফৌজের অবলম্বণ করলেন।

তার ফৌজের দক্ষিণ বাহিনীর আমির হাসান ইবন কাহতাবকে নির্দেশ প্রদান করলেন সামনা সংঘর্ষ ফৌজের চেয়ে বাহিনীর নিয়ে উত্তর বা বাম বাহর স্থানান্তরিত হত। এদিকে শামীয় সেনারা যখন তারা দেখল তখন তারা সৈন্যসমূহ সামাজ বাহর পরিবর্তে অবস্থানকর তারা বাহর দিকে আগস্ত হল। আর আবু মুসলিম বা তখন তার ফৌজের মধ্য বাহিনীকে নির্দেশ দিলে তারা বাহর অবশিষ্টদের সাথে নিয়ে শামীয় ফৌজের বাহর উপর আক্রমণ করতে। তখন তারা তাদেরকে বিপর্যস্ত করল। এদিকে শামীয় ফৌজের মধ্যযুগীয় বাহিনী এবং দক্ষিণ বাহি পিছু হটে পুনরায় আক্রমণ করল। অবশেষে খুরাসানী ফৌজ শামীয় ফৌজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ করলে তারা পরাজিত হল। শেষ কিছুক্ষণ তিন দিকে তারা আবদুল্লাহ ইবন আলী ও পরাজিত হয় আর আবু মুসলিম তাদের ফৌজের সর্বকিছু দখল করে নিলেন। এরপর আবু মুসলিম অবশিষ্ট সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন এবং তাদের কাছে তাত্ত্বিক হতা করলেন না। এসময় তিনি খলিফা মানসুরকে তার অভিযানের ফলাফল জানিয়ে পারে লিখিয়ে। তখন মানসুর তার মাওলা আবু যাবেরকে প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহের সুন্নাহুনিতে প্রথম গোমনের হিসাব নিত। এ কারণে আবু মুসলিম খুরাসানী তার প্রতি অস্তুতি হল। এভাবে আবু জাফর মানসুরের শাসন কর্তৃত্ব সৃষ্টি হল।
এদিকে আবদুল্লাহ ইবন আলী এবং তার দায় আবদুস সামাদ উদ্দেশ্যে ইতিহাসে নেভিয়ে পড়লেন।
এরপর তারা যখন রাসুলের সাথে পৌছানো তখন আবদুস সামাদে সেখানে থেকে গেলেন। আর
আবু খায়ির যখন ফরার পথে তাকে সেখানে পেল তখন সে তাকে দেখিল জুঁকালে আবদুর করে
বলী অবস্থায় তার সাথে নিয়ে গেল। সে যখন তাকে মানসুরের সামনে উপস্থিত করে তখন তিনি
তাকে ঈসা ইবন মুহাম্মদ হিসাবে নাম্প করেন। এসময় ঈসা মানসুরের কাছে তার জন্য নিয়ে পড়া
আর্না করেন। মাতামা তার জন্য নিয়ে পড়া প্রথম করেন ইমামহাদ ঈসা ইবন আলী। আর আবদুল্লাহ
ঈসা ইবন আলী, তিনি বসরাব অবস্থায় তার ভাই সুলায়মান ইবন আলীর কাছে গমন করেন এবং
বেশ কিছুকাল তার কাছে আম্বাপান করে থাকেন। এরপর মানসুর তার সম্পর্কে জানতে পারেন
eবং লোক পাঠিয়ে তাকে বন্দু উসমান লাবণ সংগ্রহের ঘরে তাকে করে যাকে রাখেন। এরপর
tাতে পানি ছাড়েন তখন লাবণ গলে যায় এবং ঘরটি আবদুল্লাহের উপর ভেঙে পড়ে তিনি মারা
যান। আর এটা খেলিয়া মানসুরের অন্যতম একটি গর্ভিত কর্ম। আর স্থানী বিভাগ আলাহ জানেন।
এসময় তিনি সাত বছর জেলে অবস্থান করেন। তারপর তিনি যে ঘটে অবস্থান হয়েছিল তা ধসে
pড়লে তিনি মৃত্যুরূপ করেন। যেমন তার বিবরণ যথাস্থলে ইনশাচারা আসছে।
আবু মুসলিম খুরাসানীর হত্যাকৃতি
এসময় ইবন উমের মুসলিম যখন হজ্জ সমাপন করেন তখন তিনি সকলেকে ছাড়িয়ে এক মনিয়ে
আসার হয়ে যান। এসময় সময় তার কাছে যথগতার সাথে সফল ফাভার-এর মূত্রা সাংবাদ পোষ্ট।
তখন
টিনি খেলিয়া সংস্থান করা ছাড়াই আবু জাফরের কাছে পত্র লিখেন তার বাইয়ের মূত্রাতে তাকে
সাবুনা দেয় তিনি নিজে তার কাছে ফিরে আসেন। এতে মানসুর তার প্রতি কিছু হয়ে উঠেন।
উপরের পূর্ব থেকেই তিনি তার প্রতি বিষয়ক পোষ্ট করেন। কারো করাও মতে এসময় খেলিয়া
মানসুরের কাছে এক মনিয়ে আর্নে ছিলেন। এরপর তার কাছে যখন তার তাইয়ের মূত্রা সাংবাদ
পোষট তখন তিনি আবু মুসলিমকে তুরা করার নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রস্তুত করে। যেমন আমারা
পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসময় তিনি তার পত্র লিখক আবু আয়ুবকে বলেন, তেজ কথার ভাষায়
পত্র লিখে। আবু মুসলিমের কাছে যখন পত্রটি পোষট তখন তিনি তাকে খেলিয়া সাংস্থান অনির্দিষ্ট করেন এবং তার ব্যক্তি থীকার করেন। জন্মের আমার এসময় খেলিয়া মানসুরকে
পরম্পর দিয়ে বলেন, আমারা মনে করি পথিমধ্যে তার সাথে মিলিত হওয়া। আপনার জন্য থীক
হবে না। কেননা তার সাথে রয়েছে তার একটি অনুরোধ চীনা যারা তার অত্যাধিক সমীক্ষ করে
এবং তার আনুগত্যে প্রদর্শনে অতি তৎপর। অতঃপর আপনার সাথে তেমন কেউ নেই। তখন
খেলিয়া মানসুর তার মত প্রচুর করেন। এরপর আবু জাফরের অনুরুপে তার বায়াম্ন প্রচুর
আমারা উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি তাকে তার চাচা আবদুল্লাহের বিরুদ্ধে প্রচুর করেন তিনি
তাকে পর্যাপ্ত করেন যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ইতিবর্ণে হাইসা ইবন কাহতাবা
খেলিয়া মানসুরের পত্র লিখক আবু আয়ুবের কাছে দুটি পাঠান তার সাথে সরাসরি কথা বলে
তাকে এ বিষয়ের আবহিত করার জন্য যে আবু মুসলিম খেলিয়া আবু জাফরের কাছে অভিযুক্ত
তার কাছে যখন খেলিয়ার কোন পত্র আসে তখন সে তার পড়ে তারপর তার মুখের কোনা তাকে
যে আবু মানসুরের দিকে ছুড়ে মারে এবং দুজন মিলে বিরুদ্ধে খাসি হাসতে থাকে। তখন আবু
আয়ুব বলেন, আবু মুসলিমের বিরুদ্ধে আমাদের অবিচ্ছেদ্য এর চেয়ে স্পষ্টতর। আর আবু জাফর
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃ)—১৬
যখন তার মাওলা আবুল খসীব ইয়াকতীনকে আবু মুসলিম কর্কুর্ক তার চাচা আবদুল্লাহের সেনাদল থেকে হাতো অর্থ-সম্পদ, মূলাল রক্ত ইতার খবরদারি করতে পাঠান। তখন আবু মুসলিম ক্ষুদ্র হয়ে আবু জাফরকে গালমদ করেন এবং আবুল খসীবকে হতা করতে উদ্যত হন। অবশেষে তাকে যখন বোধানো হয় যে, সে তো নিষ্ক্রুদ্ধ তুমি তখন তিনি ক্ষত্ত হন। এরপর দৃষ্ট ফিরে তার সাথে আবু মুসলিমের কৃষ্ণ আচারণের কথা উল্লেখ করলে মানসুর তার প্রতি ক্ষুদ্র হন। আর তিনি শক্ত হন যে, আবু মুসলিম খুরাসানে চলে গেলে তাকে বাণে আনা মুকিল হবে এবং সে সেখানে তার বিদ্বন্দ্বনার অপরাধের জন্য দিবে। তখন তিনি ইয়াকতীনের মধ্যে তার কাছে পত্র দেওয়া করেন- আমি তোমাকে শাম ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করলাম, আর তাতখন খুরাসান থেকে উত্তম। আর মিসরের তুমি পরিসরের কাউকে পাঠাচ্ছে নিজের শামে অবস্থান কর। তাহলে তুমি আমিরুল মুহিমেরদের কাছাকাছি অবস্থান করতে পারবে এবং তিনি যখন তোমার সাক্ষাতের ইরাদা করবেন তখন তুমি ব্যস্ত হবে। থাকতে পারবে। এই পত্র পেয়ে আবু মুসলিম ক্ষুদ্র হয়ে বলেন, তিনি আমাকে শাম ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেছেন আর খুরাসানের কর্তৃত্ব আমার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। কাজেই, আমি নিজে খুরাসানে গমন করব আর শাম ও মিসরের অমার প্রতিনিধি নিয়োগ করব। এরপর তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে খলিফা মানসুরকে পত্র দেওয়া করেন। তখন মানসুর তার এই আচরণে উৎসাহ বোধ করেন। মানসুরের বিরোধিতার দূর সংকল্প নিয়ে আবু মুসলিম শাম থেকে খুরাসানের উদ্দেশ্যে বের করেন। এসময় মানসুর আনাবার তার করে মাদায়েন অভিমুখে রওনা হন এবং আবু মুসলিমকে তার অভিমুখে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

তখন আয়ুর্বেদ অবস্থানের আবু মুসলিমের অন্য এক কোন শাসক নেই তাকে আলাদা তার আয়াত আনেন। সামানীর স্বর্ণভূমির উত্তরাধিকার আবরণ করাতে, অগ্নিকাণ্ড রাতের যুদ্ধ হয় তখনই ওয়ারিয়ন শবচেয়া ভাবনার হয়। তাই আমারা আপনার নেকটা থেকে দূরের সরে যায় এবং আপনি যতদিন আমাদের সাথে অস্তিত্ব রক্ষা করবেন আমাদের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ড ইমান হয় এবং আপনার আন্যদের অব্যবহিত। তবে তা শরিয়াপুর উত্তম রেখে। যদি আপনাকে তা তুলি করে তাহলে আমি আপনার একটা অনুগ্রহ দেব। আর যদি আপনি আপনার ইয়াহে মানব করতে চান তাহলে নিজেকে অপমান ও অপরের থেকে রক্ষার্থে আমি আপনার সাথে কৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতি দেওয়া বাধা হব।

খলিফা মানসুরের কাছে যখন পত্রটি পোস্ট তখন তিনি আবু মুসলিমকে লিখেন- আমি তোমার পত্রের মর্ম উপলব্ধি করেছি। তুমি ঐ সকল প্রতারক ওইদেরের মত নতুন যারা তাদের অপরাধের অধিকারের কারণে রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাত্ত ও অভিত্তিত কামনা করে। আর তাদের বন্দ্য হল জামাআতের ঐক্য বিন্ধ হওয়ায়। কিন্তু তোমার আনুগ্রহ হিতকার্য এবং খলিফার সাহায্যের উপরে গুলো দায়িত্ব বহন করার মাধ্যমে তুমি নিজেকে তাদের উদ্দেশ্য রেখেছে। ঐ শর্ত যা তুমি তোমার পত্র থেকে অপরিহার্য করছেন তার সাথে আনুগ্রহের কোন সম্পর্ক নেই। আর

1. ইবনুল আহমেদ (৮ খ. : ২২০ প.) রয়েছে, সে মানসুরের পত্র ছুড়ে ফেলে আবুর্তি করে।

"আল-মস্তিনে নাতান ও যে যে বাধা ছাড়া মোটা করায় মনোনিবেশ এখানে।"
আমীরুল মুঘিমীন ইসলাম ইব্বনু মুসুর মাধ্যমে তোমার কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন যার প্রতি উৎকর্ষ হলে তোমার চিন্তা আঘাত হবে। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি শয়তানের ক্ষমতায় ও তোমার মাঝে অস্ত্রায় হন। তাছাঁ, তোমার সদিত্ব নিষ্ঠুর করার জন্য এটিই তার কাছে সবচেয়ে কার্যকর পথ।

বলা হয় এসময় আবু মুসলিম খলিফা মানসুরের কাছে লিখেন। পর কথা হল, আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি যে বিধান আদর্শ করেছেন সে বিষয়ে আমি এক ব্যক্তিকে অপগতিক ও পথ প্রশ্রয়ক নির্দেশ করেছি। তিনি ছিলেন জায় সমূদ্রের অবগাহনকারী এবং আল্লাহর রাসূলের নিকটস্থ।

করান সজ্জায় আমাকে মূর্ত গণ্য করে যৎসামানোর লোকে তিনি তার অর্থ বিকৃতি ঘটালেন যা আল্লাহ তার সৃষ্টির জন্য তাড়া করেছেন। আর তিনি ছিলেন হবতখান তুলা। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন তবে বাইরের কোষ্ঠু করতে, দয়া অপসারণ করতে, কোন কৃষ্ণিত গ্রহণ না করতে, পদ্ধতিতে কর্ম না করতে। সেখানে আমি আপনাদের কর্মক্ষম দৃকঢ়ক তা বাস্তবায়ন করলাম এমনকি যারা আপনাদের পরিচয় জানত না আল্লাহ তাদেরকে আপনাদের পরিচয় জানালেন, আপনাদের শহরে আপনাদের আনুষ্ঠানিকতা করল। আপনাদের তাদের নামান্তর পর আল্লাহ আপনাদেরকে বিজয় দান করলেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাওয়া দায়িত্ব রক্ষা করলেন। তিনি যদি আমাকে কর্ম দান করেন তাহলে কর্ম দ্বারা তো তিনি আদিকাল থেকেই পরিচিত এবং তার সাথে তা সম্পৃক্ত। আর যদি তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন। তাহলে তা আমার কৃতকর্মের কারণে। আর আল্লাহ তা তার বন্দনার প্রতি অবিচারী নন। মাদায়ানী তার শারীরকে থেকে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া খলিফা মানসুর একদল আমীরমহল জারীর ইবনা ইয়ায়দ ইবন জারীর ইবন আব্বুল অল্‌-বাজালীকে ে তার কাছে প্রেরণ করেন। আর জারীর ছিল তার কালের অনন্য ব্যক্তি। তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন আবু মুসলিমের সাথে সংগতিক কোলাম তাদের কথা বলতে এবং কথার মাধ্যমে তাকে এ বিষয়টি বোঝাতে সে খলিফা আপনার মান-মর্যাদার সম্মতি করতে চান এবং আপনাকে অবাধ কর্তৃত্ব দান করতে চান। যদি তা মনে নেয় তাহলে বেশ। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে একথা বলবে যে তিনি আরাস থেকে ধায়মুক্ত। যদি আপনি মুসলিমদের এক শিক্ষা করে আপনার ইচ্ছামাত্র পথ অবলম্বন করেন তাহলে তিনি নিজেই পাকড়াও করবেন এবং আপনার বিকৃতি সাধারণ লড়াই করবেন। আপনি যদি অর্থ সমূদ্র নেমে পড়েন তাহলে তিনি আপনার নাগাল পাওয়ার যথাযথ সথলেটে আপনার পরিবর্তন করবেন। এরপর হয় আপনাকে হত্যা করবেন অথবা তার পূর্বে নিজেই মৃত্যুবরণ করবেন- আর উত্তম পথ তার মত পরিবর্তনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার পূর্বে তাকে একথা বলবে না।

খলিফা মানসুর প্রেরিত আমীর-উমারায়ণ হওয়ায় যখন তার কাছে আপনার করলেন তখন তারা তাকে আমীরুল মুঘিমীনের বায়ুক্ত প্রত্যাহার ও তার বিরোধিতার কারণে তাকে দোষসন্ত করলেন এবং তাকে তার আনুগত্যে প্রত্যাহারনের জন্য উৎসাহিত করলেন। তখন আবু মুসলিম

1. ইবনুল আলাইর (৫ খ্রীস্টপূর্ব ৫৭১ খ্রীস্টপূর্ব) রচনার, মানসুর একটি পত্র লিখে যে আবু হুমায়ন আল মারওয়ার্থ ওয়াইর সাথে প্রেরণ করেন। আর ইবনুল আলাইর আবু মুসলিমের পরের উপর মানসুরের প্রেরিত পত্রের ভাষা রয়েছে। আর আল-ফররিরে রচনায় মানসুর তার জনক বুদ্ধিমান বালকের হাতে পত্রসমূহ প্রেরণ করেন।
আর আবু মুসলিম খুরাসানে আবু দাউদ ইব্রাহিম ইবন খালিদকে তার স্বল্পবী নিয়োগ করেছিলেন। আবু মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাপানের পর তার অনুপস্থিতি খলিফা মানসুর আবু দাউদকে পত্র মানতে জানান আমি যতদিন খলিফার জীবিত আছি ততদিন খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব তোমার। আবু মুসলিমকে পাঠ্যকার করে আমি তোমাকে তার গভর্নর নিয়োগ করলাম। এরপর আবু দাউদ যখন আবু মুসলিমের বায়ানাত প্রত্যাহার কথা জানতে পারেন তখন তিনি তাকে পত্র লিখেন— আহাল বায়েরের খলিফার বায়ানাত প্রত্যাহার করে নেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আপনি আপনার ইমামের পূর্ণ আনুগত্য প্রতিপর্যন্ত করুন। আমার সালাম দৃষ্টি ব্যাখ্যা তো আরও বিপর্যয় করল এবং আবু মুসলিম তাদের কাছে এই মর্মে দূত প্রেরণ করলেন, এর প্রকারে আমি খলিফার কাছে আমার আত্মতাজ আবু ইসহাককে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি আবু ইসহাককে খলিফার মানসুরের কাছে প্রেরণ করেন। তখন খলিফা আবু ইসহাককে সসমানে বন্ধ করেন এবং আবু মুসলিমকে তার আনুগত্য ফিরিয়ে আনার শর্তে তাকে ইরাকের গভর্নর বানানার প্রতি উদ্দেশ্য প্রদান করেন। আবু ইসহাক যখন আবু মুসলিমের কাছে ফিরে আসেন তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি করে এসেছো? তিনি বলেন, আমি তো তাদেরকে দেখানো আপনার প্রতি উচ্চ মর্যাদা ও সমান প্রদর্শন করতে। আবু ইসহাকের এই কথা তাকে প্ররোচিত করে এবং তিনি খলিফার সামর্থ্যের জন্য সংক্ষিপ্ত হন। এসময় তিনি তার নায়েককে নামকরণ করেন। কিছু আবু মুসলিম তার সংকল্পে অবিচল থাকেন। নায়েককে তার এই দৃঢ় সংকল্প দেখে আরো করেন।

মালর্লাল মুহলায়াতে মোহালা + জ্বাব কেলায়া, বিলিয়ানের আওয়াম

"তাকীদীরের সাথে কোন কৌশল চলে না, তাকীদীর সকলের কৌশলকে নস্যাও করে দেয়।"

তাকীদীর সাথে কোন কৌশল চলে না, তাকীদীর সকলের কৌশলকে নস্যাও করে দেয়।
সামনে ছিল একটি পত্র। এসময় তিনি তা আমার দিকে ছুড়ে দেন, আমি তখন দেখতে পাই তা আবু মুসলিমের পত্র তার আমার যথাযথ কথা অবহিত করেছেন। এরপর খলিফা বলেন, আল্লাহর কসম ! তুমি যদি তার ঘুণ বর্ণনা করে আমাকে মুঢ ও বিমোহিত কর তবুও আমি তাকে হত্যা করবই। আবু আয়ুব বলেন, আমি তখন (বিপদ আচ্ছাদন) 'ইন্দ্রিয় সাহায্য পাড়ামান। আর এ ঘটনার কথা তোমাকে সৎ রাতে আমার ধর্ম আসল না। আর আমি মান মনে বললাম, আবু মুসলিম যদি তীব্র অবস্থায় খলিফার সাক্ষাৎকরা প্রবেশ করে তাহলে তার পক্ষ থেকে খলিফার প্রতি কোন অগ্রহায়ণ আঘাতক প্রকাশ পেতে পারে। অবস্থার দায়ী হল তার নির্যাতন প্রবেশ করা যাতে খলিফা তাকে কারুকর পারেন। এরপর যখন সকাল হল তখন আমি জনৈক আমিরকে ডেকে বললাম, কাসকার শহরের গভর্নর হওয়া কি আহ্মদ আহ্মদ তোমার? এ বছর তা প্রচুর ফল-ফসলে সমৃদ্ধ। তখন সে বলল, কে আমার জন্য তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে তুমি গিয়ে খলিফার সাক্ষাৎকরা আগমনত আবু মুসলিমের সাথে পরিবহনের সাক্ষাৎ করব, তোমাকে ঐ শহরের গভর্নর নিয়োগ করতে। কেননা, আমীরক মুমিনীন তাকে তা গোটা ইসলামী সম্রাজ্ঞের শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে নিজে অপারেট বিশ্বাস গ্রহণ করতে চান। একথা বলে আমি তাকে পক্ষ থেকে লোকটির আবু মুসলিমের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের [মানসুরের] অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তাকে বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে তাকে বলে, আমরা তার সাক্ষাৎকরা। এরপর সেই ব্যক্তি আবু মুসলিমের কাছে গিয়ে তাকে তার প্রতি খলিফার অপরাধের কথা জানাল। তখন তা তাকে অপমর্জন করে এবং তিনি নিঃসন্দেহিত হলেন। অথচ তা ছিল তার প্রতি দোষে ও লজ্জায়। আবু মুসলিম যখন লোকটির কথা শুনল তখন তিনি দৃঢ়ত তার মৃত্যুর দিকে আরা হলেন। তিনি যখন মাদাসারের নিকটবর্তী হলেন তখন খলিফা, আমীর-আমারা ও সনাতনিতের নির্দেশ দিলেন অস্পষ্ট হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। সেদিন দিনের শেষ ভাগে তিনি খলিফা মানসুরের সাক্ষাৎকরা লাভ করলেন। আর ইতিপূর্বেই আবু আয়ুব মানসুরকে পরমার্থ দিয়েছিলেন তার হত্যাকে পরবর্তী পর্যন্ত বিলুপ্ত করতে এবং তিনি তার সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আবু মুসলিম যখন তাকে খলিফা মানসুরের সাক্ষাৎ প্রবেশ করেন তিনি তখন তার প্রতি সমান ও মহিমা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি তাকে বললেন, যাও তুমি নিজেকে আরাম দাও, হামাম খানায় প্রবেশ করে গোসল করে নাও। আগামীকাল হলে তুমি আমার আমার কাছে এস। এরপর তিনি খলিফার কাছ থেকে বের হলেন এবং লোকে এসে তাকে সালাম করতে লাগল। পরিদিন খলিফা তার জনৈক আমিরকে তবে করে বললেন, তোমার কাছে আমার গুরুত্ব কতটুকু? তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! যে আমীরক মুমিনীন আপনি যদি আমাকে আত্মহত্যার নির্দেশ দেন তাহলে আমি আত্মহত্যা করতে কৃতি হব না। তিনি বললেন, বল তো দেখি যদি আমি তোমাকে আবু মুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দিই। বর্ণনারীকরণ বললেন তখন সে বেশ কিছুক্ষণ বিষ্ণ অবস্থায় চুপ করে থাকল। এরপর আবু আয়ুব তাকে বললেন, এ ব্যাপারে তুমি কথা বলছ না কেন? তখন সে মূলভাবে বলল।

1. এই ব্যক্তি হল সালামাও ইবন ইবন জাবির, দৃঢ়ত আমীর ইবন আহ্মদ।
2. সে হল সালামার নামক এক ব্যক্তি।
আমি তাকে হত্যা করল। এরপর মানসুর তাকে হতার জন্য চারজন বিশিষ্ট প্রহরী নিয়োজিত করে তাদেরকে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা পদার্থ আড়ালে অবস্থান করবে, আমি যখন হাততালি দিব তখন তোমরা এসে তাকে হত্যা করবে। এরপর খলীফা মানসুর আবু মুসলিমের কাছে এক দূত পাঠালেন। তখন আবু মুসলিম এসে প্রথমে খলীফার বাস তমন্নে প্রবেশ করলেন এরপর বিতমুখে খলীফার সামনে। সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন খলীফার মূখে মুখিতে হলেন তখন খলীফা তাকে এক একে তার সকল কৃতকর্মের জন্য তিরক্তর করতে লাগলেন। আর তিনি তার সব বিষয়ে আজ্ঞাত পেশ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, হে আমার মুমিনীন। আমার প্রত্যাশা যে এখান আপনার মন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। তখন মানসুর বললেন, আল্লাহর কসম! এখন তোমার প্রতি আমার রোষ বৃদ্ধি করেছে। এরপর তিনি হাততালি দিলেন তখন উজ্জীন ও তার সঙ্গী এসে তাকে তরবারি আত্মত্ব হত্যা করল এবং তারা তাকে একটি আলখন্ডায় জড়িয়ে রাখলেন। এরপর খলীফা মানসুর তার শবদেহকে দুখজন নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এটাই ছিল তার শেষ পরিণতি। আবু মুসলিমের হত্যাকারী সংখ্যাটি হয় ১৩৭ হিজরির শা’বান মাসের ২৬ তারিখ।

যে সব কথা বলে খলীফা মানসুর তাকে তিরক্তর করেন তার অন্যতম হল তিনি তাকে বলেন, একাধিকবার তুমি নিজেকে প্রথমে উল্লেখ করে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করেছে। আর তুমি আমার ফরুকু আমারকে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছ। উপরের কথা তুমি নিজেই কর থাকে যে তুমি সুলায়ত ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দালের সন্তান। তখন আবু মুসলিম বলেন, হে আমীরুল মুমিনিন, আমার সর্বক্ষে একথা বলা ঠিক হবে কি আপনার জন্য আমি কি করেছি তা সকলকেই জানে। তখন মানসুর বললেন, হতভাগা! কোন কৃষ্ণযায় দাসীও যদি এ বিষয়ে তৎপর হত তাহলেও আল্লাহ আমাদের ভাগ্যরূপে এবং আমাদের সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তা পূর্বে করত। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে হত্যা করবই। তখন আবু মুসলিম বলেন, হে আমীরুল মুমিনিন! আমাকে আপনার শরুরের মুকাবলা জন্য জীবিত রাখুন। তখন তিনি বললেন, তোমার চেয়ে যে আপনি আমার আর কে আছে? এরপর তিনি তাকে হতার নির্দেশ দেন, যেখানে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন জন্যে আমার তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনিন! এখন আপনি প্রকৃত খলীফা হতে পেরেছেন। বর্তমান আছে এসময় খলীফা মানসুর এই কবিতা পড়তে আবৃত্তি করেন:

ফালোত মুনাহার আসুরের দ্বিতীয় + কথা ফেলে আলাউদ্দিন মসাফির

"আর তার সামন (মোহাম্মদ সামহী) নামিয়ে যাত্রা শেষ করল যেমন সজনদের মাঝে ফিরে মুক্তিরের চোখ জুড়াল।"

ইবন খালিকান উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা মানসুর যখন আবু মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা

১. আল-আখরাকু তিয়ালের (৩৮০ প.) রয়েছে, “এরপর যখন চতুর্থ দিন আসল…আর মুক্তিস্বাহবাহ (৩ খ. ৪
   ৩৫৬ প.) রয়েছে একাধিকবার আবু মুসলিম মানসুরের কাছে যান কিছু তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি। আল
   ইমাম ওমার সিয়াসতের রয়েছে-এজাবে তিনি কয়েকদিন অতিভাঙ্গ করেন, প্রতিদিন আবু জাফারের কাছে
   আসতে থাকেন। আর ইবনুল আশামে (৮ খ. ২২৫ প.) রয়েছে। এজাবে তিন দিন অবস্থানের পর যখন
   চতুর্থ দিন আসল …।
কলেন, তখন তিনি তার বিষয়ে হতরূপী হয়ে পড়লেন একথা ভেবে যে, তিনি কি এ বিষয়ে করে পরামর্শ চাইবেন নাকি এককভাবে তা কর্মকর করবেন যাতে বিষয়টি প্রচার-প্রসার লাভ না করে। এরপর তিনি তার একাংশ হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক সহচরের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনি মা! আলাহু তাআলা বলতেন - نَّلَوْ كَانَ فِيْهِمَا أَلْيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا। "মনি আকাশগুলী ও পৃথিবীতে আলাহু ব্যতির বল ইলাহু থাকত তবে উভয়ই ধর্ম হয়ে যেত (সুরা আরিফা: ২২)"। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আলাহুর এই বাণীকে এক সংরক্ষণীয় করের গোচের এনেছ। এরপর তিনি এ বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হলেন।

আবু মুসলিম খুরাসানীর জীবন চরিত

তিনি হলেন আব্বাসীয় সাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি আবু মুসলিম আবুদুর রহমান ইবন মুসলিম। তাকে রাসূল পরিবারের আমীরও বলা হয়। খবীর (বাগদাদী) বলেন, তার নাম আবুদুর রহমান ইবল শায়ারুক ইবল ইফশানদিয়ার আবু মুসলিম আল-মারওয়াহি। আব্বাসীয় সাদ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি রিয়ায়াত করেছেন আবু মুবায়র, হাবিব আল-রুমানি, ইরাহাম ইবল মুহাম্মাদ ইবল আলি। ইবল আবুদুর রহমান ইবল আবুদুর রহমান ইবল আব্বাস এবং ইবল মুহাম্মাদ ইবল আলি। ইবল আবুদুর রহমান ইবল আবুদুর রহমান ইবল আব্বাস এবং ইবল মুহাম্মাদ।

খবীর বাগদাদী বলেন, আবু মুসলিম ছিলেন বিচরণ বুদ্ধিমান, পরিচালন-কুশলী, আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ। খবীর আবু জাফার মানসুর তাকে মাদায়িনে হতা করেন। আবু নাফিস ইমামহানি তার 'তারিখে ইমধানে' বলেন, তার নাম ছিল আবুদুর রহমান ইবল উহমান ইবল ইমামার ইবল সুন্নাত ইবল আন্দামান। তিনি ছিলেন বায়রা জামাহারের বংশধর। তার উপনাম ছিল আবু ইসহাক। তার নিকট কুফায় লালিট-পালিট হন। তার পিতা মুহাম্মাদ যাকে ইসলাম মুসা আসু-সারারাজের দায়িত্বে অর্পণ করে যান। তিনি তখন তাকে সাত বছর বয়সে কুফায় নিয়ে আসেন। এরপর ইমম ইরাহামে ইবল মুহাম্মাদ যখন তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, তোমার নাম উপনাম সব পরিবর্তন করে ফেল। তখন তিনি আবুদুর রহমান ইবল মুসলিম নাম অর্জন করেন এবং আবু মুসলিম উপনাম করেন। এরপর তার তিন বছর বয়সে একটি গাদার পিঠে আরোয়াহ করেন তিনি খুরাসান অতিমূখ বেঁধে রাখেন। এসময় ইরাহামে ইবল মুহাম্মাদ তাকে পথ খরচ প্রদান করে। এইভাবে অতিমুখী অবস্থায় তিনি খুরাসানে প্রবেশ করেন। এরপর তার অবজ্ঞান ব্যবহার করেন, এবং আবু মুসলিম গোটা খুরাসান অঞ্চলের এক দিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং আবু মুসলিম গোটা খুরাসান অঞ্চলের এক দিক প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ণিত হচ্ছে যে, তার খুরাসান যাওয়ার পথে কোন এক পান্থালার এক বাণিজ্য স্পৰ্দা দেখিয়ে তার গাদার লেজ কেটে দেয়। পরবর্তীতে আবু মুসলিম যখন কর্তৃত্ব লাভ করেন তখন তিনি স্থানকে ধুলিসাং করে দেন ফলে তা বিপ্লব হয়ে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, শৈলীতে তিনি যুদ্ধ বন্ধী হন। এসময় আব্বাসীয় সাদ্রাজের
জনক প্রচারক তাকে চার্চ দিয়ে খাবার করে দেয়। এরপর ইমাম ইবরাহীম ইবুন মুহাম্মদ চেয়ে নিয়ে তাকে খাবার করেন। তখন থেকেই তিনি তার পরিচয়ে পরিচিত হন। এছাড়া ইবরাহীম তাকে আবুন নাজাম ইসমাইল আত্ত-তাই-এর কন্যার সাথে বিবাহ দেন, যিনি ছিলেন তাদের সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠক। তিনি যখন তাকে খুরাসানে প্রেরণ করেন, তখন তার স্ত্রীকে তার পক্ষ থেকে চার্চ দিয়ে মহোদয় প্রদান করেন। তার এই স্ত্রী তার স্লের দুই কন্যা প্রসব করেন তার একজন হল আসমা বিনত আবু মুসলিম যিনি সত্যসারী ছিলেন। আর অন্যান্য ফাতিমা যিনি কোন সাতরণ ছিল না।

একটি উন্মুক্ত ছিলোর আলোচনায় আবু মুসলিমের খুরাসানের কতৃত্ব লাভের অবস্থা এবং কিভাবে তিনি বনু আকাবের পক্ষে প্রচার প্রচারণায় তৎপর হয়েছিলেন তা উল্লিখিত হয়েছে। আর আবু মুসলিম ছিলেন সমীয় উদ্দেশ্যের সাহায্যকারী যুদ্ধী এবং তুর্কি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী। ইবুন আদিনীকর্তা তার নিজস্ব সাহায্য জানানো বিজড়িত করেছেন (একবার) আবু মুসলিমের যখন খুঁজ্ব প্রদান করছিলেন তখন এক ব্যাপ্তি তার দিকে অঘ্রাস হয়ে বলল, এই কাল পরিদৃশ্য যা আপনি পরিবর্তন করছেন তার তত্ত্বাবধায় কি? তখন তিনি বললেন, আমাকে আবু মুসলিমের জাবের ইবুন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবার মক্কার বিজয়ের দিন তার মাধ্যমে কাল পাগড়ি পরিবর্তন করেছিলেন। আর এটা অবশ্য নির্দেশক পরিধিতে এবং কর্তৃত্ব প্রকাশ পরিধিতে। কে আছ, তার পর্দার উপরে যে আবদুল্লাহ ইবুন মুনাইবের হানীফ স্বপ্ন থেকে বর্ণিত আছ, মুহাম্মদ ইবুন আলী সুবে। আবদুল্লাহ ইবুন আবদুর থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৪ মাস আরো হোসাইফর ফরিদাত আহমদের নামে যে ব্যাপ্তি কুরআনের অপেক্ষায় চাইতে আরাহাত তাকে অপমান করে। আবদুর সারাজের প্রচারকে অবসরের নির্দেশ-কর্মকার-বর্ণকার ইবরাহীম ইবুন মায়মুন তার সদী ও সহচর ছিল। তিনি তাদের সম্পর্কে তিনি দিতেন যে, কর্তৃত্ব লাভ করলে তিনি শরীয়াতের নির্দেশ দাতা করার কার্যকর করবেন। এরপর আবু মুসলিম যখন কর্তৃত্ব লাভ করেন তখন ইবরাহীম ইবুন মায়মুন তার প্রতি প্রশ্ন করার জন্য তাকে গীতা পাইলে করেন এমনকি তাকে বিদ্যমান গ্রহণ করেন। তখন আবু মুসলিম তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকে বলেন, কেন তুমি নাসর ইবুন সায়ারকে তিনিকে ততই করতে না অর্ধ সে বর্ণ নির্ধিত সুবে পাত তৈরি করে তা বনু উমায়ারকে পাতায়। তখন তিনি বলেন, তারা তারা আকাবের নামে কোন সামন্তের মিরাজ করেন এবং আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠাতা প্রদান করেন যে প্রতিষ্ঠাতা আপনি আমাকে প্রদান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মত এই ইবরাহীম ইবুন মায়মুন তার সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বিষয়ে ধর্মরাজ্যের জন্য আলুস মহাদী অধিকারী হবেন। কোন তিনি এ বিষয়ে তত্ত্ব ও নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু আবু মুসলিম তাকে হত্যা করেন। আবদুর তাকে বস্তুও করেন।

ইতিপূঃ আমারা আবু মুসলিম কর্তৃক সম্প্রতি এর আনুষ্ঠানিক এবং তার নির্দেশের ফরমান পালন তার শরীর তারকের বিদ্যমান। কিন্তু এরপর যখন থিয়ারেলের কর্তৃত্ব মানসুর লাভ করলেন। তখন তিনি তাকে হৃদয় করেন। এসেছে খন্দিমা মানসুর আবু মুসলিমকে তার চাচা আবদুর রাহার বিশেষ শামে প্রেরণ করেছিলেন। তখন আবু মুসলিম তাকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করে তার থেকে শামের কর্তৃত্ব উদার করে তাকে মানসুরের কর্তৃত্বধারী

মিন ৪ আহ এরাদ হোসাইফ ফরিদাত আহমদ
করেছিলেন। তারপর তিনি নিজেকে খলিফা মানসুরের চেয়ে বড়ো তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন মানসুর তার অনুমতি করতে পারেন এলাহাতিবেক পৌরোধ করতেন, ফলে এর পূর্বেই তার তাই সাফকাহে একাধিকবার আবুু মুসলিমকে হত্যা করার পরামর্শ দেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাফকাহ তা করতে অস্বীকৃত জানান। এরপর মানসুর যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকে তিনি কৌশলের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযোগ্য করতে থাকেন। অবশেষে তিনি যখন তার সাক্ষাতে আগমন করেন তখন তিনি তাকে হত্যা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, খলিফা মানসুর আবুু মুসলিমের কাছে লিখেন- পরস্মিচার হল আল্লাহর নামের ইসলামকে ধর্ম হওয়া এবং তা মহাব করে দেয়। কাজেই, হে উদাসীন হয়। সংগঠনকারী হও হে নেসাহাত। সংগঠন হও হে নিদ্রিত বক্তা জগত হও। তুমি তো অলীক রূপে বিদ্রোহ। তুমি তো এল্লামা পারিশর আর যে তোমার পূর্বরূপের প্রতিফলিত করেছে এবং বিদ্রোহ তার বিশিষ্টত্বায় আক্রমণ হয়েছে।

(তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও অথচ কীগতম শাব্দ শুনতে পাও। (সূরা মোসাহাম ২৪৭)। অর কোন পলায়নকারী আল্লাহকে অক্ষম করতে পার। না এবং তার অনুস্কারের পাশ তার হারাও হতে পার। না। কাজেই তার যে সফল প্রার্থনা আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না এবং তার অনুসারীর পাশ তার হারাও হতে পার। না। যেন তোমার সাথে শুরু প্রবৃত্তি আক্রমণ পাশ তোমার উপর আক্রমণ করেছে। তুমি যদি আনুগত্য প্রত্যাহার কর মুসলিমদের জামাত যে বিচিত্র হও তালাল আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি এল্লামা পরিপূর্ণের সমুদ্র হুই যে তোমার ধ্রুব্যাতিত। ধীরে! ধীরে! হে আবু মুসলিম! বিদ্রোহ কর থেকে সতর্ক হও। কোন, যে বিদ্রোহ কর এবং সীমানজন কর আল্লাহ তার থেকে নিঃসন্ধর্প হয়ে যান। তখন তুমি তার বিরুদ্ধে এল্লামা বজ্রিতকে সাহায্য করেন যে তাকে ধরাশায়িত করে। পূর্বোকার মাজে অনুস্বী প্রক্ষণ শিকার হওয়া থেকে এবং পরবর্তীর জন্য দৃষ্টান্ত মুক্ত বিষয় হওয়া থেকে সতর্ক হও। এল্লামা সাত্বিক হয়েছে এবং আমি তোমার কাছে এবং তোমার ব্যাপারে আমার অনুগ্রহের কাছে আমার অজুহাত তুলে দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন। এরপর সে তোমার বজ্রিতের ও শৈতান তার পিছে লাগে, আর সে বিপথগীর অত্যন্ত হয়।" (সূরা অরাস ৪০১৭)।

আবু মুসলিম তখন এর উত্তরে লেখেন, পর কথা হল, আমি আপনার প্রেরিত পত্র পাঠ করেছি। আমি মনে করি তাতে আপনি নথিবক্তকে পাশ কাটিয়েছেন এবং সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। যেখানে আপনি অনুপম ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন এবং কাফিরের প্রসঙ্গে নাযিমকৃত কতিপয় আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। আর সূরা ও সূরাহীন বংশায় থেকে পারে না। আল্লাহ কথম! আমি আল্লাহর আয়াতসমূহের পরিত্যাগ করি। কিন্তু হে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ! আমি আপনাদের ব্যাপারে কুরআনের কতিপয় আয়াতকে ব্যাখ্যা করে তা দ্বারা আপনাদের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খোদ)।
অনুকূলে শাসন কর্তৃক ও আমার অনুগতকে অপরিহার্য গণ্য করেছি। এর ফলে আমি তাকে পূর্বা প্রদান করেছি। আপনার পূর্বে আপনার দুই ভাই দ্বারা। তারপর আপনার দ্বারা। তাই আমি ছিলাম তাদের দুজনের একাকী অনুগত অনুসরী। এসময় নিজেকে আমি সুপথগুপ্ত ও সুপথ প্রদর্শক ভাবতাম। কিন্তু আসলে আমি কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যায় তুলের শিকার ছিলাম। আর ইতিপূর্বেও কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যাকারীরা তুলের শিকার হয়েছেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তাঁরই ইরশাদ করেছেন।

ওা জানে যারা বিশ্বাস করে না। তারা কি সাশ্রয় পাবে না। নিয়মের বিপরীত হলে তারা কি ভীত হবে না।

রহমাত নাম তোমায় স্বতন্ত্র নয় না।

“যারা আমার আযাতে ইম্মান আনে তারা যখন তাদের নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো, তোমাদের প্রতি শাস্তি বর্ধিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দিয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অন্তরাজ্যক যদি মন কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আনআম : ৫৪)।”

আপনার ভাই সফর বিদ্যমান হয়েও সুপথপ্রকাশের অবধারে আত্মকর্ম করল। এরপর সে আমাকে নির্দেশ দিল তত্ত্বাবধায় করতে, মন্দ ধারণাবর্ত নরহত্যা করতে এবং সংশয়ক ক্ষেত্রে অপরাধ হতে, দেয় ও অনুপাধি অপসারণ করতে এবং পদকল্প করা না করতে। তখন আমি আপনার আনুগত্যের খাতারে এবং আপনাদের শাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠাকরণের ভাবাম দুর্বলাব筲র অনিষ্ঠাসাধনে তৎপর হলে এমনকি যে ফলে যারা আপনাদের সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল আল্লাহ তাঁর কাছে আপনাদেরকে পরিতি করলেন। এরপর আল্লাহ তাঁরই আমার অনুগত অনুগতন দ্বারা তা থেকে রক্ষা করলেন এবং তাওবা দ্বারা তা থেকে উদার করলেন। কাজেই, এখন যদি তিনি আমাকে কর্ম করন এবং মার্জনার দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে এ কারণে যে তিনি তাদের কর্ম করে থাকেন। আর যদি তিনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে তা হবে অপরাধের কারণে। আল্লাহ তা কোন বাদার প্রতি অবিচ্ছিন্ন করেন না। আলুমুসলিমের এ পৌরুষ উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যারা লিখিত, পরবর্তী হল, তে অবধি অপরাধী! আমার ভাই সফর ছিলেন হিদায়াতের অপরিকী। তিনি তার প্রতিপালকের সুপথপ্রকাশের ভিত্তিতে তার প্রতি আহ্মের করতেন। ফলে তিনি তোমার জন্য চালার পথের সুষ্ণ করতে এবং তোমাকে সঠিক পথায় পরিচালিত করতেন। তুমি যদি আমার ভাইয়ের প্রকৃতি অনুপ্রণালী হতে তাহলে সত্য-নিষ্পত্তি হতে না এবং শাস্তার শাসনাবলী অনুসরণ হতে না। কিন্তু, যখনই তোমার সামনের দুটি বিষয় উপস্থিত হয় তখনই তুমি তার মধ্যে একটি অধিক কল্যাণপ্রসঠায়ে সৌজন্য করেছে এবং এটি অত্যন্ত বিভক্তিকর সৌজন্য অনুসরণ করেছে। তুমি ফিরাও তোমার নায়া নির্দেশ হত্যায় চালিয়েছে এবং শাসনকে নায়া পাকড়ো করে ছে। অন্যায়েরা দ্বারা বিধিপ্রণীত বিশ্বাসবাদীরকে নায়া ফাঁসনো করেছে। শাসন পরিকল্পনা করেছে। অপচয়-অপবাদ করেছে এবং অপবাদকরীরকে নায়া তা অহানে বায়োর করেছে।
হে দুরাচার! এরপর তুমি নাও আমি মুসা ইবুন কাবকে খুরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেছি এবং তাকে নিশাপুরে অবস্থানের নিদর্শ দিয়েছি। এরপর যদি তুমি খুরাসানের কর্তৃত্বকে দাবী কর তাহলে সে আমার সন্নাটি ও অনুসারীদের নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর আমি নিজেও তোমার সাক্ষাৎের জন্য উৎসাহী। এখন তুমি তোমার ফলি আটা। আল্লাহ তোমাকে বিপুলগীরি ও ব্যার্থ করেন। আর শুনে রাখ আমিরের মুমিনীন ও তার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তুমি অতি উত্তম কর্মবিধায়ক।

এভাবে খলীফা মানসূর একবার কখনও তাকে অনুগততা অপ্রহী করে কখনও অপ্রত্যাহারে তীতি প্রদর্শন করে তার সাথে পত্রলাপ করতে থাকেন এবং আবু মুসলিম তার যে সকল বিচ্ছয় আমর ও দূতাবাসে মানসূরের কাছে প্রেরণ করেন, তাদেরকে তার পক্ষে টাঙ্গা থাকেন এবং বিভিন্ন লোকনিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন। অবশেষে তারা আবু মুসলিমের কাছে মানসূরের দরবারে অগ্নিমকর লোকনিয়ে সাব্যস্ত করে। অল্মুজান নায়েককে তীতি আমির এর বিবৃতিতে করেন, তিনি এ বিষয়ে একমত হনন। কিন্তু তিনি যখন আবু মুসলিমকে সকলের সিদ্ধান্তের অনুগমী দেখেন তখন এই কবিতা পঞ্জি আবৃত্তি করেন।

মা লর্গাল মুহুল্লার মহানন্দ + দেহব প্রায় মোহিনী আলো আলো!

"তাকদারের বিন্দুগু মানুষের কোন উপায় নেই, তাকদার লোকদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।"

এই আমিরের নায়েক তাকে পরামর্শ দেন মানসূরকে হত্যা করে তার পরিবর্তে অনা কাউকে খলীফা নিয়োগ করতে। কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কেননা, তিনি যখন মাদায়নে পৌছেন, তখন খলীফার নির্দেশে আমার-উমারাগণ তাকে অর্ধঘাস জানান। এরপর তিনি সন্ধ্যাকালে খলীফার দরবারে পৌছেন। এদিকে খলীফার পর লিখে আবু আযুব তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাকে লেটিন হত্যা না করতে যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। এরপর আবু মুসলিম যখন খলীফার সামনে উপস্থিত হন তখন তিনি তাকে সমন্বয়ে বাধক করে নেন এবং বলেন, আজ রাতে গিয়ে সফরের ক্ষুদ্রতা দূর কর। তারপর আগামীকাল আমার কাছে এস। পরদিন খলীফা মানসূর কতিপয় উম্মারাকে আবু মুসলিমকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করেন। এদের অবতম হলো উম্মান ইবুন নাইফ ও শাবিব ইবুন ওয়াজ। এরপর তারা তাকে পূর্বে পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করে। যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। অবশ্য এতে বিশ্বাস আছে যে, কয়েকদিন যার খলীফা মানসূর তাকে সমাদর ও আপায়ন করতে থাকেন। তারপর তিনি তার থেকে তীতি অনুষ্ঠিত করেন এবং শক্তিতে হয়ে পড়েন। এসময় আবু মুসলিম ঈসা ইবুন মুরার মাধ্যমে সৃষ্টিকরণ এবং তার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাকে বলেন, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কা করছি। তখন ঈসা তাকে অত্য দিয়ে বলেন, তোমার কোন অসুখে নেই। তুমি যাও- আমি তোমার প্রিয়চন আসছি। আমি তোমার কাছে আসা পর্যন্ত তুমি আমার বিয়ে। উদ্ধোত যে খলীফার সংকল্পের ব্যাপারে ঈসা অবহিত ছিলেন। এসময় যখন আবু মুসলিম এসে খলীফার সাথে সাক্ষাৎের অনুমতি চাইল তখন তাকে বলা হল, আপনি এখানে বসুন আমিরের মুমিনীন উপল করেন। তখন আবু মুসলিম বলে কামনা করতে লাগলেন তার এই বসা যেন দীর্ঘায়িত হয় যাতে ততক্ষণে ঈসা ইবুন মুসা.
এসো উপনিষিদ হন। কিন্তু, এসময় ইসা বিলম করেন। এরপর মুসলিম তাকে আনুষন্ত দেন এবং তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। তখন মুসলিম তার বিভিন্ন কৃত্বক্রমের জন্য তাকে ভর্তনা করতে থাকেন, আর তিনি ইসা হয়ে বলেন, এক পর্যায়ে মুসলিম তাকে বলেন, কেন তুমি সুলায়মান ইবন কাহার, ইবরাহীম ইবন মায়মূন এবং অমুক অমুককে হত্যা করেছ? আবু মুসলিম বলেন, কেননা তারা অবাধ্যতা করেছে আর আমার নির্দেশ অমান্য করেছে। তখন মানসুর ক্ষুদ্র হয়ে বলেন, দুর্বলা কোন কার! তোমার অবাধ্যতা করা হচ্ছে তুমি হত্যা কর। কাজেই আমার অবাধ্যতা করার তোমাকে হত্যা করা ও আমার কর্তব্য। এরপর মানসুর হাততালি দেন- আর এটাই ছিল তার হত্যার জন্য অপেক্ষামানের জন্য সংক্ষেপ। তখন তারা তাকে হত্যার জন্য ছুটে আসে। তখন তাদের একজন আযাত করে তার তরবারির খাপ কেটে ফেলে।

তখন আবু মুসলিম বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমাকে আপনার শাক্তির মুকাবিলায় জন্য জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন। তখন জীবিত রাখুন।

আবু মসীহু মাহোলাক লিখেছেন উলামার সংক্ষেপ অলৌকিক বাক্যের উদাহরণের জন্য এখান হচ্ছে একটি কথা।

আবু মসীহু হোফিন্তি ফাসান্থি ছালুক্তিতি আলান্নতালি আলাদাই আলরিদ ।

হে আবু মুসলিম তুমি আমাকে হত্যার জন্য দেখিয়েছ!”

ইবন জারা জীবিত রাখতে চেয়েছেন, জলিফা মানসুরের উদাহরণ ইবন নাইহাক, শাবির ইবন ওয়াজ আবু হোসাইন হারব ইবন কয়সকে নির্দেশ দেন তারা যেন তার কাছে কাহারকাহি অবস্থান করে। এরপর আবু মুসলিম যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে সমৃদ্ধ করেতে তিনি তখন হাততালি দিয়েন এবং তারা যেন তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে। এরপর আবু মুসলিম যখন তার সাক্ষাতের জন্য প্রবেশ করেন তখন মানসুর তাকে বলেন, কোথায় তোমার সেই দুই তরবারি যা তুমি আবদুর্‌হালাই ইবন আলী থেকে পেয়েছিলে। তখন আবু মুসলিম তার তরবারি দিকেই ইতি করে বলেন, এটা তাদের একটি। তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখেন তো, তখন তিনি তরবারিটি নিয়ে তার ইংরেজ নীচে রেখে তাকে প্রশ্ন করেন, আবু আবদুল্লাহ আহ-সাফারা হোসাইন তুমি ব্যাপারে নিষেধ করতে কিন্তে তোমাকে প্রার্থিত করেছিল? তুমি কি আমাদেরকে দীন শিক্ষা দিতে চেয়েছিল? আবু মুসলিম তখন বলেন, আমি ধারণা করেছিলাম তা দখল করা নেই না। তারপর যখন আমার কাছে আমিরুল মুমিনীনের পত্র আমি তখন আমি বুঝতে পারিয়ে যে তিনি এবং তার সংবাদ জানেন আরাম। এরপর মানসুর তাকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কেন তুমি হত্যা তথে ফেরার পথে
আমার থেকে অন্তর হল। তিনি বললেন, পাঁচির উৎসাহে আমাদের সমাবেশ অন্য মানুষদের কেঁ কেঁ কেঁ কিছু আমার হয়েছিল। মানসুর বললেন, তোমার কাছে যখন আবুর অবকাশের মৃত্যু সংবাদ পৌছাতে তখন তুমি কেন আমার কাছে ফিরলে না। তিনি বললেন, হজ্জের পথে আমি বিপরীত দিকে পথ চলে লোকদের কেঁ কেঁ কেঁ ফেলতে চাইনি। আর আমার জানা ছিল যে আমারা শীতের কুফায় মিলিত হচ্ছি। আর আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কোন বিচারিতা ছিল না। মানসুর বললেন, আবদুল্লাহ ইবন্ন আলীর বাবুকে তুমি নিজের জন্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি আশঙ্কা করেছিলাম সে হারিয়ে যাবে, তাই আমি তোমাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছিলাম। তারপর মানসুর তাকে বললেন, তুমিই কি নিজেকে ছাড়া সৃষ্টি করে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করলি এবং আমিনা বিন আলীকে বিভাগের পক্ষে দিয়ে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করলি এবং একথা দাবী করলি যে তুমি সুলায়ত ইবন্ন আবদুল্লাহ ইবন্ন আবরাসের হাতে। এসব কথা যখন হয় তখন খলিফা মানসুরের হাত আবু মুসলিমের হাতে তিনি তা ডলছিলেন। তুমি খাছিলেন এবং তার কাছে কৌতুক দেশ করিয়েছিলেন। তারপর মানসুর তাকে বললেন, তাহলে কিন্তু তোমাকে আমার শক্তি করে খুরাসানে প্রবেশে প্রস্তুত করেছিলাম। আবু মুসলিম বললেন, আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে আমার ব্যাপারে আপনার মাঝে কেন আশঙ্কাজনক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি চেয়েছিলাম খুরাসানে গিয়ে আমি আমার কাছে দীর্ঘত্ব লিখে আপনাকে জানাতে। তিনি বললেন, তাহলে কেন তুমি সুলায়ত ইবন্ন কাছীরকে হত্যা করিয়েছিলেন? অথচ তুমি তোমার পূর্ব থেকে আমাদের নেতৃত্বাধীন চারকর্ম ও সমারক ছিল। তখন আবু মুসলিম বললেন যে, আমার বিরুদ্ধচরণে ব্যর্থ হয়েছিল। তখন মানসুর বললেন, হতভাগা তুমি, তুমিও তো আমার বিমৃতিতের প্রতি হয়ে আমার অবাধ হয়েছ। তোমাকে যদি হত্যা না করি তাহলে আল্লাহ মন্ত্রমাঝে এ্যামাহ করেন করেন। তারপর তিনি তাকে তাকের ছুটি দিয়ে আমার যাত্রা করেন এবং ঐতিহ্য নির্ধারিত লোকেরা তার দিকে দেখে আসে। এসময় উদ্ধাম তাকে আমার করে তাকে তার তর্কালির পথ কেন্দ্রে কেন্দ্রে, আর শান্তির আমার করে তার পা কেন্দ্রে কেন্দ্রে, এছাড়া অবশিষ্টকর্তা তর্কালি নিয়ে তার উপর বাইপিতে পড়ে আর মানসুর তখন চিক্ষার করছিল, হতভাগা! (ফ্রিট) তাকে শেষ করে নাও, আল্লাহ তোমাদের হত্যা করতে করতে করেন। এরপর তাকে যাবার হত্যা করে করে এবং কেন্দ্রে টুকার তুকার করে। এরপর তাকে দলালায় নিঃশেষ করা হয়। বর্ধিত আছে একে তাকে হত্যা করার পর খলিফা মানসুর তার মৃত দেহের সামনে দাড়িয়ে বলেন, হে আবু মুসলিম আল্লাহ তোমাকে রহম করেন। তুমি আমাদের সাথে অপরাধী হয়ে আমাদান ও তোমার সাথে অপরাধীর করেছিলাম। তুমি আদমের প্রতি প্রশ্ন দিয়েছিলে, আমাদান ও তোমাকে প্রতিষ্ঠতি দিয়েছিলাম। তুমি আদমের সাথে অপরাধীর রক্ষা করেছিল, আমাদান ও তোমার সাথে অপরাধীর রক্ষা করেছিলাম। আমারা তোমার থেকে এই প্রতিষ্ঠতি প্রশ্ন করেছিলাম যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আমারা তাকে হত্যা করব। এরপর তুমি আদমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ফলে আমারা তোমাকে হত্যা করব। তোমার বিরুদ্ধে আমারা তোমার ফয়াৎালাহকে কাজকর্ম করব। এই বর্ধিত আছে যে এসময় মানসুর বললেন, প্রশাসন আল্লাহর যুব আদমের কেন্দ্রের তোমার দিন দেখা লেন হে আল্লাহর শক্ত। ইবন্ন জারীর বলেন, এসময় মানসুর আবুরাতি করেন।
ওষ্ঠতা আন দেইন না লেননা + ফাস্তুনও বলেল কিন্তু আমরা মজ্জর
সেইতা কানা কুটা সুতানি পাহা + আম্রের বিভাজন মন এলেফটে

“তোমার দামি ছিল ঋষি কখনও পরিশোধ করা যায় না,- এখন তুমি পরিমাপ পাতে তবে তা
উসুল করে নাও। তোমাকে ঐ কোলালা পান করানো হয়েছে যা দ্বারা তুমি অন্যদের \‘মৃত্যুসূধা’ পান
করতে আর যা ছিল মহাত্মিক ও বিভাজন।”

আবু মুসলিমকে হত্যার পর শহীদা মানসূরী লোক সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে
লোক সকল! অকৃতজ্ঞ হয়ে তোমরা সুখ-শান্তিকে বিভাজিত করো না। তাহলে তোমাদের উপর
শান্তি নেমে আসবে। আর তোমরা জেনে-জেনে নেতৃস্থানীয়দের প্রতিপাদ্য গোপন করো না।
কেননা, কেউ যখনই তা গোপন করবে তখন তা তার কথার ফাকে মুখপড়েলের অববে কিংবা
দৃষ্টির অভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমারা যতদিন বা যতক্ষণ আমাদের প্রাপ্য প্রদান করবে
আমাদেও ততদিন তোমাদের প্রাপ্য প্রদান করে যাব। যতদিন তোমরা আমাদের আবদের ক্ষুণ
রাখবে আমাদেও ততদিন তোমাদের সাথে সদাচরণ করব। আর যে ব্যক্তি আমাদের এই
কিলফতের পরিধি টাইটাইন করবে আমরা তার মতটুকু চর্চ করে দিব যাতে তোমাদের কর্তা
ব্যক্তি সোজা হয়ে যায় এবং তোমাদের নিয়ুক্ত ভূমিকা নিবৃত্ত হয়। এই আবু মুসলিম এই
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বায়াত করেছিল যে, যে ব্যক্তি আমাদের বায়াত প্রত্যাহার করবে এবং
আমাদের সাথে হুমাচাঁতির বা প্রতিপাদ্য করবে আমরা তাকে হত্যা করব। এরপর সে নিজেই
আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দেন করেছে, প্রতিপাদ্য করেছে এবং পাপাতাশ বা আবদ্যতা ও
অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে ফলে আমরা আমাদের অনুকূলে অনেকে বিরুদ্ধে যে ফায়সালা
করত আমরাও তার বিরুদ্ধে আমাদের অনুকূলে সেই ফায়সালা করলাম। আবু মুসলিমের সূচনা
ছিল উত্তম। কিন্তু তার সমাহ্য ছিল মধ্য। আমাদের মাধ্যমে অবলম্বন করে সে আমাদেরকে যতটুকু
দিয়েছে তার চেয়ে বেশী নিজের জন্য নিয়েছে। তার অন্তরের কর্মভাব বায়া সৌন্দর্যকে মান করে
দিয়েছে। তার গোপন বিরুদ্ধে যেমন আমরা যা জানি, তা যদি অন্য কেউ জানতে পারে তাহলে
সে তার হত্যার ব্যাপারে আমাদের ভর্ত্তনা করবে না। তুর্ক সে যদি তার ব্যাপারে এতটুকু
অবগত হয়ে যতটুকু আমরা অবগত হয়েছি তাহলে সে তার হত্যার ব্যাপারে আমাদের কৈফিয়ত
গ্রহণ করবে এবং তাকে অবকাশ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে ভর্ত্তনা করবে। একের পর এক
আমাদের বিরুদ্ধচারণ করে সে তার বায়াত নট করেছে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। এভাবে
সে তার নির্দেশ শান্তি অবদান করেছে এবং আমাদের জন্য তার হত্যা বৈধ করেছে। ফলে
আমরা তার ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই করেছি যে ফায়সালা সে অন্য বিদ্রোহীদের ব্যাপারে করত
তার প্রাপ্তি অধিকার আমাদেরকে তার ব্যাপারে শ্রীরামের অধিকার বান্ধবের বিরত রাখেন
কবি নাফিকা আমু-মুবায়ানী বাদশা নুমান ইবনু মুহাম্মিদকে কিতাইনা সুদরভাবে উপদেশ দিয়ে
বলেছিলেন।

ফ্রিন আতাল্তে মাজাফনে বুধান হো + কমা আতাল্তে আল্লার উল্লাচর
ওমন উসাদ ফাতাফাতে মুতাবছান + তানহু উল্লাচর মাজাফর উল্লাচর
"যে আপনার আনুগত্য করে আপনি আনুগত্যের কারণে তার উপকার করলে। যেমন সে কল্যাণে আপনার আনুগত্য করেছে। আর যে আপনার অবাধ্য হয় তাকে এমন শাস্তি প্রদান করলে যা অন্যকেও নিবৃত্ত করবে, আর আপনি অন্যায়ের উপর শ্রী থাকবেন না।"

ইমাম বায়হাকি হারিম থেকে তার সনদে বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ ইবনন মুবারককে প্রশ্ন করা হল আবু মুসলিম উত্তম নাকি হাজরাজ ইবনন ইউসুফ। তখন তিনি বললেন, আমি বলব না যে আবু মুসলিম কারও চেয়ে উত্তম ছিল। তবে হাজরাজ তার চেয়ে নিকট ছিল। কেউ কেউ তার মুসলমানীকে অনুসরণ করেছেন এবং তাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আবু মুসলিম সম্পর্কে (তারা) কেউ এ জাতীয় মন্তব্য করেছেন বলে আমার জানা নেই। বরং তিনি তো আল্লাহ তীরু ছিলেন, নিজের পাপকে ভয় করতেন। আবাসীয় সাহারাজ প্রতিষ্ঠায় তার পক্ষ থেকে যে রক্ষা হয়েছিল তিনি তা থেকে তাওয়া দাবী করেছিলেন। আর আল্লাহ তার বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

খতীর বাগদাদী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু মুসলিম) বলেন, ধর্মের কাছে আমি আমার পরিধেয় বায়হাকি, নূরতম জীবনের জন্যে প্রাধান্য দিয়েছি, দুখব বেদনার সাথে সদ্যা মিতালি ছিলী। তাকদীর ও মহান আল্লাহ বিচারনের সাথে প্রতিউদ্দ্বিগ্ন অবতর্ণ হয়েছি। অবশেষে ইসলাম ভালোবাসার গোত্র সীমায় উপনীত হয়েছি। এরপর তিনি আবূজ করতে লাগলেন-

তুলুন বলুন এবং বলুন মাজরত + উন্মে মলুক নিয়ে যে নির্দেশ হয়েছে।

"দুই সংকল্প ও গোপনীয়তা রক্ষা দ্বারা আমি যা লাভ করেছি, বনু মারওয়ানের শাসনকর্ম একটি হয়েছে যা লাইভ করতে চাওনি।"

মার্জিত আস্তাবুম্বা বালোয় ফাতাবুম্বা + মেন রাজ্য + নিয়ে বলুন আমি হাত হাতে করতেন।

"একের পর এক তরবারির আগামে আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি এমন যুদ্ধ থেকে যে যুধ আমার পূর্বে কেউ যুদ্ধযুদ্ধ নি।"

ওয়েলফা নিজস্ব উপস্থাপন দিতে দিতে + বলুন মেনে করে নিয়ে বলুন তাদের ক্ষুদ্রতায় শারিয়ত নিদ্রিত।

"তাদের কার্য-নিবন্ধে আমি তাদের তত্ত্বাবধান করতে লাগলাম আর লেগারা তখন শাসনদেখে তাদের সাহায্যে শারিয়ত নিদ্রিত।"

"ওমরে নিয়ে গল্পের সময় যার মূল নিদ্রামুল্লু হবে তার মূল চরার দায়িত্ব পালন করে লেগারা ও সিংহরা।"

আর আবু মুসলিমের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ বছর অর্থনীতিক একক সাইরিচ হিজাবীর শারান মাসের সাথে কিংবা পিশাচ কিংবা হারিম কিংবা আটশ তারিখ বুধবার। কোন কোন ঐতিহাসিক

১. ওমায়াদুল্লা আল্লাহ ও ইবনুল আলীর শান্তি ইসলাম পরিবর্তন বিদ্যমান।
২. ওমায়াদুল্লা আল্লাহ পঞ্জক ইসলাম পরিবর্তন শান্তি বিদ্যমান।
৩. ওমায়াদুল্লা আল্লাহ এ পঞ্জকের শান্তি ইসলাম পরিবর্তন বিদ্যমান।
বলেন, তার বিজয়ের সূচনা হল ১২৯ হিজরীর রমায়ণ মাসে। মুঘলের ১২৭ হিজরীর শা'বান মাসে। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেন তিনি ৪০ হিজরীতে বাগদাদে নিহত হন। অবশ্য এই মতটি সঠিক নয়, কোনো কোনো বাগদাদ শহর নির্মিত হয়নি যেমনটি খৃষ্টীয় বাগদাদী তার "তারিখ বাগদাদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবু মুসলিমকে হত্যা করার পর খলীফা মানসুর তার ঘনিষ্ঠ সহচরদের সাথে সুমন্ডক গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ করেন। কখনও উপহার-উপহার দিয়ারা কথায় বা ভয়-বিভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। তার কথায় কখনও কোন পদের প্রস্তাব দিয়ে। ঐ সময় তিনি আবু মুসলিমের ঘনিষ্ঠতম সহচর আবু ইসহাককে ডেকে পাঠান। উল্লেখ যে এই ব্যক্তি আবু মুসলিমের পুলিশ প্রধান ছিল এবং তাকে হত্যা করতে উদ্দেশ্য হয়। তখন তিনি বলেন, তিনি আবু মুসলিমের আজকের এই দিন ব্যতীত আমি কোন কিছু আমার জীবনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বোধ করি। ইতিপূর্বে আমি যেদিনই আপনার সাক্ষাৎকার প্রেরণ করেছি সেদিনই আমি সুগতি মেঝে কাফেনের কাপড় পরে নিয়েছি। একথা বলার পর সে তার শরীর স্থলগুলি কাপড় অন্তর্ভুক্ত করল। তখন দেখা গেল তা হল সুগতিমাঝি কাফেনের কাপড়। তার ঐ অবস্থা দর্শনে খলীফা মানসুর তার প্রতি দয়া হয় তাকে মুক্ত করে দেন।

তিনি ইবন জারীর উল্লেখ করেছেন যে আবু মুসলিম তার যুগলামুহু এবং আলাবাদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিল লড়াইয়ে মানুষকে দায়িত্ব হত্যা করে। এ সংখ্যা হল তাদের অতিরিক্ত যাদেরকে সে অন্যান্য করার জন্য তাদের মালামাল হত্যা করে। খলীফা মানসুর তার যুদ্ধক্ষেত্রের করার জন্য তাদের তিরস্কার করাতে তার কথায় তাকে যে কিছু করা হয়েছে তারপর আর আমাকে এরপ তিরস্কার করা যায় না। তখন মানসুর তাকে বলেন, তোমার সত্ত্বা পাওয়া যে কোন বাধা হত তাহলে প্রথমে আমাদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে। যদি তোমার একমাত্র ব্যাপার নয় তাহলে তুমি সহানুভূতির একধরনের অর্জন করতে পারতে না। খলীফা মানসুর যদি তার হত্যা করতে যান তখন তার দেহকে চোখ-চোখ করে কাপড়ে পেটিয়ে রাখা হয়। এ সময় ইস্লাম মুসলিম সেখানে প্রবেশ করে বলেন, তে আমার মুহাম্মদ আল্লাহ কোথায়? তখন তিনি বলেন, এইমাত্র এ সেখানে ছিল। তখন ইসলাম বলেন, তে আমার মুহাম্মদের আল্লাহ কথায়। ইসলাম তার আনুগত্য হিত-কষ্ঠ এবং তার ব্যবহার ইমাম ইব্রাহীমের রায় অর্জন হয়েছে। তখন তিনি তাকে বলেন, আল্লাহর কসম। পৃথিবীর বুকে তোমার তার চেয়ে ঘোরতর শ্রদ্ধা কথা আমার জন্য নেই ঐ তো তা চারিয়ে জোড়ানো। তখন তিনি ইন্নালাহ আহারা পড়েন। ঐ সময় মানসুর তাকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমতা এবং আরুমুসলিমের সীমাবদ্ধতাকারী কি তোমাদের কাছে মান-মান্ডারা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কিংবা আদেশ-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব ছিল। ঐ সময় মানসুর তার শীর্ষস্থানীয় আমির-ওমারদের ডেকে পাঠান এবং আবু মুসলিমের হত্যার বিষয়ে তারা কিভিনও জানার পূর্বে এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ চান। তখন এদের প্রত্যেকে মানসুরকে তার হত্যার পরামর্শ দেন। এদের কেউ কেউ ভুপিসারে কথা বলছিলেন যথার কথা আবু মুসলিমের কানে না পাচ্ছে। ঐ সময় মানসুর তার দেহকে তার হত্যার কথা অবহিত করেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ।

আনন্দ প্রকাশ করেন এ সময় খলিফা মানসুর লোক সমাবেশে ভাষণ দান করেন। যেমনটি পূর্বে বিগত হয়েছে।

এরপর খলিফা মানসুর আবু মুসলিমের যবনিতে তার যাবতীয় অর্থ-সম্পদ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর নায়িকা বা তত্ত্বাবধায়কের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। এপ্রস্ত তিনি তাকে যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, ধনভাবস্থ ও মূল্যবান বস্তুদিনহ তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

এই পত্রে তিনি আবু মুসলিমের খোদাইকৃত আঁচলের পূর্ণ ছাপ মানেন। এদিকে ভাবার রক্তক তা দেখে তখন সে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কেননা আবু মুসলিম তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তোমার কাছে যদি আমার পত্র আসে আর তুমি যদি তাতে অধিক আঁচলের ছাপ দেখ তাহলে তার নির্দেশ কার্যকর করো। কেননা, আমি আমার প্রতিদিনে অধিক আঁচলের ছাপ দিই। আর যদি তোমার কাছে আমার পূর্ণ আঁচলের ছাপসহ পত্র আসে তাহলে তা গ্রহণ করো না এবং তার নির্দেশ বান্ধবান করা না। ফলে আবু মুসলিমের কোষাগার প্রধান খলিফা মানসুরের পত্র গ্রহণ করেন।

এরপর খলিফা মানসুর লোক পাঠিয়ে এই বাক্যকেঃ হতা করেন এবং সে সর্বকাল করাই করেন। এছাড়া তিনি এ সময় আবু মুসলিমের পরিবর্তে আবু দাউদ ইব্রাহীম ইবনু খালিদকে মুহাম্মদের আহ্মের নিয়োগ করেন যেমন তিনি ইতিপূর্বে তাকে প্রতিষ্ঠিত দিয়েছিলেন।

এ বছরই আবু মুসলিম হতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সাবাবায় নামক এক বাক্য বিদ্রোহ করে। এই সাবাবায় মাজুসী ছিল এবং সে কুমার ও ইস্পাহার শহর জন্য দখল করেছিল। তাকে ফিরছিয়ে ইস্বাহারায় নামে ডাকা হত। এ সময় আবু জাফার তার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গির ইবনন মুরার আল-আজলীর নেতৃত্বে দশ সহ অধিককৃত এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তারা হামদান ও রাজ শহরের মধ্যবর্তী প্রান্তে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে জাহাঙ্গির সাবাবায়কে পরাজিত করেন এবং তার সাথে যুদ্ধ হাজার মোহাজ কর্তৃত্ব হত। এছাড়া স্ত্রী-সসানদের যুদ্ধবন্দী করেন। এরপর সাবাবায় নিজের ঘটে নিয়ে দিত। এমন সময় জাহাঙ্গির সাবাবন্দের অধিকাংশ আবু মুসলিমের রায় শহরস্থ্য দুর্বল করায় করেন। এছাড়া এ বছরই মুলাবীদ ইবন হারমাল্লা আশ-শায়াবানী নামক এক বাক্য জাহাঙ্গিরকে এক হাজার খাঁজঙ্গি নিয়ে বিদ্রোহ করে। তখন খলিফা মানসুর তার বিরুদ্ধে একাধিক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকলকে তাদের মোকাবিলায় বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়। অবশেষে জাহাঙ্গির শ্রেষ্ঠক হুমায়ুন ইবনন কাহতাত তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ লড়াইয়ে মুলাবীদ তাকে পরাজিত করে আর হুমায়ুন তখন তার থেকে আতর্কিত জন্য এক কদম্যাল আশায় গ্রহণ করেন। তারপর একক দিনের বিষয়ে হুমায়ুন ইবনর কাহতাতা তার সাথে সংঘর্ষ করেন। হুমায়ুন তখন তার কাছে এ অর্থ প্রেরণ করেন তখন মুসাবাদ তা গ্রহণ করে এবং তার অবরোধ উঠিয়ে নেয়।

এরফর খলিফা মানসুরের চরা ইসমাইল ইবন অলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দেস হজ পরিচালনা করেন- এটা হল ওয়াকিফীর বক্তব্য। আর তিনি এসময় মুহাজরের গভর্নর ছিলেন। এছাদ়া কুফার গভর্নর ছিলেন ইসলাম ইবন মুসা, বসরার গভর্নর সুলায়মান ইবন অলী, আল জায়িরার।

১. আল-আবরিসে (৯ খ্র. ১৬৮ পৃ.) এবং ইবনুল আসসের (৫ খ্র. ৪৭৮ পৃ.) হতে রয়েছে, পরবর্তীতে এই বাক্য মানসুরের কাছে আমন্ত্রন করে কথা প্রথম করলে তিনি তাকে কথা করেন। আর আল-ইমাম ওয়াসসিয়ালা (২ খ্র. ১৪৬ পৃ.) হতে এও রয়েছে তিনি তাকে মাসিলের গভর্নর নিয়োগ করেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র)-১৪
গন্ধর হুমায়ূদ ইবন কাহতাবা, মিশরের গন্ধর সালিহ ইবন আলি, খুরাসানের গন্ধর আবু দাউদ ইবরাহীম ইবন খালিদ, হিজাবের গন্ধর বিয়াদ ইবন আব্দুল্লাহ। আর এ বছর সানবায় ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের দাবিতে খলিফার ব্যতি থাকার কারণে খিলাফতীন কোন যুদ্ধাতিয়ার সংঘটিত হয়নি। এ বছর যে সকল প্রথায় ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাদের অন্যতম হলেন আবু মুসলিম খুরাসানী। যুদ্ধের পূর্বে বিগত হয়েছে। এছাড়া বিপুল ব্যক্তির ইয়ায়ীদ ইবন আবু বিয়াদে এ বছর ইতিকাল করেন যুদ্ধের আমারা আত-তাকমীল গ্রহে উল্লেখ করেছি। আব্দাল্লাহ সর্ববিধিক জানেন।

১৩৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরেরই রোম সম্রাট বুসুননতিনী মালিতিয়া জবরদস্ত করেন এবং সেখানকার নগর 
প্রাচীর গড়িয়ে দেন। এসময় তিনি এ শহরের যুদ্ধে সক্রম ব্যক্তিদের ক্ষমা করেন। এ বছর 
মিসরের নামির সালিহ ইবন আলি সাইফা আক্রমণ করেন এবং রোম সম্রাট মালিতিয়ার যে 
প্রাচীর ধ্বংস করেন তিনি তা পুনরায় নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি তাঁর ইসলাম ইবন আলীকে চলিয়ে 
হাজার দীনার এবং তাঁর ভাতিজা আক্সাস ইবন মুহাম্মদ ইবন আলীকে চলিয়ে হাজার দীনার 
প্রদান করেন। এছাড়া এছাড়া আবু মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়ে বসরায় গমনকারী এবং 
আপন তাঁহাই সুলায়মান ইবন আলীর আশ্রয় প্রার্থনকারী আব্দুল্লাহ ইবন আলি খনীফার অনুকূলে বায়াতে 
করেন এবং তাঁর আনুগত্য প্রত্যাস্বরূপ করেন। কিন্তু এরপরও তাকে বাগাদের কয়েদখানায় বদী করে রাখা হয়। 
এর একবছর সানবায়কে পরাজিত করেন তাঁর ধন-সম্পদ এবং আবু মুসলিমের 
অর্থ-সম্পদ করাত হয় এবং আহওয়ার ইবন যুরার আল-আজালী অতিরিক্ত মনোবল লাভ 
করে এবং খলিফার আহওয়ার প্রতিকার করেন।

তাঁর ধারণা ছিল যে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। তখন খলিফা তাঁর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ইবন 
আশ্রহ আল-খুসাইর নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এরপর উভয় বাহিনী প্রচুর যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়। তিনি জাহাওয়াকে পরাজিত করেন এবং তাঁর সঙ্গী অধিকাংশ যোদ্ধাকে হত। করেন 
আর তাঁর সাথে যে সকল ধন-সম্পদ ও অর্থ-সম্পদ ছিল তা করায়ত করেন। তাঁর সাথে তাঁর 
কাহার পচানালন করে তাকে হত্যা করেন। এছাড়া এছাড়া আত হাজার যোদ্ধার সন্নিপতি 
খাদিম ইবন খুয়ায়মার হাতে মুলাবাদ আল-খালিজী নিহত হয়। তাঁর সহযোগীদের নিহতের 
সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যায় আর অশিষ্টপ্রাপ্ত পরাজিত হয়।

ওয়াকিন্দি বলেন, এবছর হজ পরিচালনা করেন ফজল ইবন আলী। আর বিচিত্র এলাকার 
গভর্নরকে তাঁকে সূচনা দিয়েছিল যারা পূর্বের বছরের ছিল। এছাড়া বিশিষ্ট যৌথ মৃত্যু হয় 
তাদের অন্যতম ছিল, যাদের ইবন ওয়াকিন্দি, আলা ইবন আবদুর রহমান এবং একটি মতানুযায়ী লাভ 
এবছরেরই আন্দলুসে আবদুর রহমান আদ-দাবিদের বিলাফতের ২ সূচনা হয়। তাঁর পূর্ব পরিচাল 
হল তিনি আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ। ইবন হিশাম ইবন আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান 
আল-হাশিমী। আল-বিদায়ির গ্রহকার বলেন, তিনি হাশিমী নন। তিনি হলেন বনু উমায়ার সদস্য

1. মুসরফুত্তেহব (৩ খ্রী. ৫৩৬০ পৃ. )-এ রয়েছে-বসানফাদ
2. আত-তাবরী (৯ খ্রী. ৫১৭১ পৃ. )-তে তাঁর বিলাফতের বৃহত্তম ১৩৯ হিজরীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।
তাকে উমারী বলা হয়। মূলত তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু আবদুর্রাহ ইবনু আব্বাস থেকে পলায়ন করে মরোকোতে প্রবেশ করেন। এসময় পরিমলে তিনি এবং তার পলায়নরত সঙ্গীরা এমন এক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন। যারা ইয়ামানী ও মুহাম্মাদ সাপ্রদায়িক মুসলিমদের ভিত্তিতে পরপর মুসলমান লিঙ্গ। তিনি তার মাওলা বদরকে তাদের কাছে পাঠান এবং নিজের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করেন। তারা তার হাতে আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করে। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে আনালাস জয় করেন।

এ সময় তিনি সেখানকার তৎকালীন শাসক ইউসুফ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হারীম ইবনু আবু উবরায়া ইবনু আবু উবরায়া ইবনু নাফি আল-ফিহরী থেকে তার শাসন কর্তৃপক্ষের তিনি তার জবরদস্তির নিয়ে তাদের সাফাররত হতে সুযোগ দিয়ে তাদেরকে আকৃষ্ট করেন। আবদুর রহমান কর্তৃপক্ষ তার প্রশাসন কেন্দ্র বানান। সে দেশে তিনি ঐ বছর থেকে একশ বাহাতের হিজরী পর্যন্ত নিজের শাসন কর্তৃপক্ষ বা খিলাফত বজায় রাখেন। চৌদ্দশ বছর কয়েক মাস শাসন পরিচালনার পরে তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার ছেলে হিঞ্জম শুরু করে একশ মাস শাসন পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মুনমির ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাকাম।

তার শাসনকালে ছিল ছাব্বিশ বছর।

tার মৃত্যুর পর তার ছেলে মুনমির ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাকাম।

tার শাসনকালে ছিল ছাব্বিশ বছর।

tায় আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাকাম।

tার শাসনকালে ছিল তিনশ হিজরীর কিছু কিছু কাল।

tার এই উমারী শাসনের অসাব স্বর্গ।

tারা যেমন কি সুখ-বিশ্বাস ও ভোগ বিলাসের উপায়-উপকরণ লাভ

tারা সেই যুগ ও তার অধিবাসী এমনভাবে বিলুপ্ত হল যে তারা তাদের

tার প্রতিপ্রতিক পূর্ণ করল।

tারা তাদের অবস্থা এমন মন হল যেন তারা শুক্তা ও পুরুষী

tাত্ত্বিক নিষ্ঠুর হয় যাওয়া কোনো পাতা।

১৩৯ হিজরীর সূচনা

এখানকার সালিহ ইবনু আলী মালতিউও দ্বারকাস প্রথম প্রবেশ করেন। এরপর তিনি সাইফ আক্রমণ করেন এবং রাজকীয় ভুক্তের গতিতে প্রবেশ করেন। এসময় তার তখন আলী তনয়া

tার উম্মা ও দ্বারকা তার সাথে যুদ্ধভাবনায় তার হন তারা দুর্সঙ্কর নামে তারা আহ্লাবুর রাজার জিহাদে তার হন তারা

tার এর কারণ ছিল এসময় স্থায়ী মানসুর অবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাজার নামে দুটির বিষয় নিয়ে বাড়ি ছিল।

tার আসাম শীঘ্রই উল্লেখ

tার এর কারণ ছিল এসময় স্থায়ী মানসুর

tার কাহিনী ইমাম আবদুর উল্লাহ ইবনু ইবরাহিমের সাথে সাইফ আক্রমণ করেন। আলী তনয়া

tার ধিক জানেন।
এগুলো এবছর খলিফা মানসুর মাজিদুল হারাম-এর সম্প্রসারণ ঘটান। আর এবছরটি ছিল অত্যন্ত উদ্বোধন ও ফল-ফলে সমৃদ্ধ। তাই একে 'উদ্বোধন বছর' বলা হত। বর্গী আছে, এটা ছিল আসনে এক চরম হিজরীতে। এই এক উদভাবিত হিজরীতে খলিফা মানসুর তার চাচা সুলাযমানকে বসরার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন আলী এবং তার সঙ্গী রাষ্ট্র্যকর্তা আমিনুল্লাহ করেন। আবদুল্লাহ ইবন আলীকে তার সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ প্রদান করে। এরপর তিনি তাকে তার সহযোগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন আলী ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে শেরকে করেন। তখন সুফিয়ান তাদের একাংশকে হত্যা করেন এবং তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলীকে বন্দী করেন। আর তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের তিনি খুসুসানের গভর্নর আবু দাউদের কাছে শেরকে করেন। তিনি সেখানে তাদেরকে হত্যা করেন।

এবছর হজ্জ পরিচালনা করেন আক্বাস ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল আলী ইবনুল আবদুল্লাহ ইবনুল আক্বাস। এছাড়া আমর ইবনুল মুজাহিদ, ইয়ামিয়াদ ইবনুল আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি এবং বিভিন্ন আদিও হাসান বসরী (র)-এর সহচর শিয়া ইইনুস ইবনুল উবাইদ প্রমুখ ব্যক্তিগত এবছর ইনটিকাল

করেন।

১৪০ হিজরীর সূচনা

এবছর সেনাবাহিনীর একটি দল খুসুসানের গভর্নর আলী আবু দাউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার বাসগৃহ অবরোধ করে। এসময় তিনি উপর থেকে তাদের প্রতি উদ্দেষ্টি দিয়ে তার সেনাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন যাতে তারা এসে তাকে উদ্ধার করে। এ অবস্থায় তিনি ছাদের দোয়ালারের একটি পাকা ইটে হেলান দিলে তা ভেঙে যায় ফলে তিনি নীচে পতিত হন এবং মুরন্দে ভেঙে মৃত্যুমুক্ত পতিত হন। তখন তাঁকে পুলিশ প্রধান আসিম খুসুসান গভর্নরের হাতে হাসিল হন। অবশেষে খলিফার নিযুক্ত গভর্নর আগমন করে দায়িত্ব ধারণ করেন। তিনি হলেন, আবদুল জবাবির ইবনুল আবদুর রহমান আলী-এর। তিনি এসে খুসুসান অঞ্চলের দায়িত্ব ধারণ করেন এবং একজন আমীরকে হত্যা করেন। কেনায় তাদের সম্পর্কে তাকে কাছে একথা গোপন ছিলে যে তারা আলী ইবনুল আবু তালিব পরিবারের বিলাফতের সমর্থক। এছাড়া তিনি অন্যদের বন্দী করেন এবং আবু দাউদের কর উসুলকারী নাযিবদেরকে পাকড়ে করেন।

আর এবছর খলিফা মানসুর নিজেই হজ্জ পরিচালনা করেন তিনি 'হিরা' অঞ্চল থেকে ইহুদিয়াম বাধান এবং হজ্জ সমাপন করেন মদিনায় ফিরে আসেন। এরপর তিনি বায়তুল মাকদিস যিয়ারত করেন এবং সেখান থেকে শামের 'রকা' শহর অতিক্রম করেন এবং সেখানকার গভর্নর আবু দাউদ মৃত্যুবরণ করেন। তখন আবদুল জবাবির আল-আযহী তার সহবদিয়ী হন। এবছরই দাউদ ইবনুল আবু হিন্দ, আবু হামিম সালামে ইবনুল দিনার, সুহায়ল ইবনুল আবু সালিহ এবং উমারা ইবনুল পাওয়ায় ইবনুল কায়স আস-সাকুনী মৃত্যুমুক্ত পতিত হন।
হিজরীর সূচনা

এবছর রাবিনদিয়ার নামক একটি পোষ্টি খোলার মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইবন জারীর মাদাহীন সূচিত করেছেন যে তাদের উৎপাদিত হল খুরাসান অর তারা আবু মুসলিম খুরাসানীর মতাদর্শী ছিল। তারা পূর্ণর্থে বিশ্বাস ছিল। তারা দাবী করেছে যে তারা আদেমের হয়ে উঠছে ইবন রাহীকের মাঝে স্থায়ী হয়েছে। আর তাদের খাদ্য-পানীয়ের যোগানদাতা অর হলেন আবু জাফর মানসুর। আর হায়হাম ইবন মুমিনিয়া হলেন জিবরীল। আল্লাহ তাদেরকে লাল্টি করেন।

ইবন জারীর বলেন, একদিন তারা খোলার মানসুরের প্রাসাদ এমন তার চারপাশে তাওয়াফ করতে শুরু করে, এবং বলতে থাকে এটা হল আমাদের রেনের প্রাসাদ। তখন মানসুর তাদের সমাসানীদের কাছে দৃষ্টি পাঠান এবং তাদের দুর্শজনক বর্ণী করেন। তখন তারা এ ক্ষুদ্র হয়ে বলে কোন অপরাধে আপনি তাদেরকে বর্ণী করেন? তারপর তারা তাদের বাড়ে একটি খাটিয়া বহন করে অথচ তাতে কেউ ছিল না। এরপর তারা এমনভাবে তার চারপাশে সমবেত হয়ে যেন তারা কোন জানার দরজা অতিক্রম করে এবং বহনকৃত খাটিয়া ফেলে জোরপূর্বক জেলালান প্রেরণ করে এবং তাদের সঙ্গীদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরপর তারা চ্যাঞ্চলত খোলার মানসুর অভিমুখে আত্মসর হয়। তখন লোকরা পরস্পরকে আশাকরা করেন নগর দারু রক্ষা করে দেয়। এদিকে এসময় খোলার মানসুর আরোহণের কোন বাহন না পেয়ে তার প্রাসাদে থেকে পাটে হীরে বেরি আসেন। এরপর বাহনে আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করে রাবিনদিয়াদের অভিমুখে আত্মসর হন। এসময় চতুর্দিক থেকে লোকজন সমবেত হয়। ইতিমধ্যে মাঝার ইবনা বাহিদা আপনাকে, খোলার মানসুরকে দেখে পেয়ে তিনি তার বাহন থেকে নেমে পড়েন এবং পাটে হীরে আত্মসর হয়ে খোলার বাহনের লাগাম ধরেন। এসময় তিনি তাকে বলেন, যে আমীর মুমিনী। আপনি ফিরে চন। আপনার পক্ষ থেকে আম্রাই তাদেরকে সামাজিকরাজের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মানসুর ফিরে যেতে অপরূপ সন্তুত জানান। এদিকে রাজার লোকজন তাদের নির্দেশ অনন্য হয়ে তাদের বিদ্রুপে লড়াই শুরু করে।

ইতিমধ্যে নিয়মিত সেনাবাহিনী এতে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে কেঁপুকটা করে। এরপর আর তাদের কোন চিন্তা অবশিষ্ট থাকেনি।

এসময় তারা উমান ইবন নাহিককে তার উভয় কাছের মধ্যবর্তী স্থানে তীব্রবিদ্ধ করে আহ্বাত করে। ফলে তিনি কয়েকদিন পর মরা যায়। তখন খোলার তার জানায় পড়েন এবং তাদের দফতর শের হওয়ার পর তাদেরকে অবস্থান করেন এবং তার মাংসপিতারের জন্য দু'আ করেন। আর তিনি তার অর ঈসা ইবন নাহিককে সিদ্ধাত প্রধানের পদে নিয়োগ করেন। এসময় ইবন রাহীদু হামিদী মানসুরের মাঝে পড়েন। তখন শেষ ওকেল লোকদের নিয়ে সুখীর নামাজ পড়েন। এরপর খাবার আনা হলে তিনি প্রথ করেন মা'আম ইবন যাইদা কোথায়? একথা বলে তিনি খাবার প্রতিষ্ঠাতা যা ধরে থাকেন। অবশেষে মাঝার ইবন যাইদা আসলে তিনি তাকে নিজের পাশে বসান। এরপর তিনি উপস্থিত সকলের সামনে তার সেদিনের বীরত্বের প্রশংসা করেন। তখন মাঝার বলেন, আল্লাহর কসম! যে আমীর মুমিনী আমি তো ভয়ে ভয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এরপর যখন তাদের প্রতি আপনার তুষ্টতাবোধ এবং
তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে অপরাধ হতে দেখলাম, তখন আমি আকাশ হলাম এবং মনোরম ফিরে পেলাম। আমার ধারণা ছিল না যে কেউ যুদ্ধে এমন হতে পারে। আর তাই আমাকে সাহস যুগিরেছে। তখন খোলো মানসূর তাত প্রতি প্রস্পত্ত হন এবং তাকে দশ দিনের দিঘির প্রদর্শন নিদেশ দেন এবং তাকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর মাহান ইব্রুন যাইদা ইতিপূর্বে আঘাতপূৰ্ব করেছিলেন।

এরপর আর এ দিনের পূর্বে আঘাতপ্রকাশ করেন নি। আর এদিন খোলো যখন লড়াইয়ে তার সাহসিকতা ও কুশলতা দেখেন তখন তিনি তার প্রতি সকলটি হতে। বলা হয় খোলো মানসূর নিজের সহকারী মন্ত্রী করে দেওয়া ছিল, তিনি বিষয়ে আমি ভুল করেছি, ১. আমি আবু মুসলিমকে হত্যা করেছি যখন আমি ছিলাম বলকে সম্পর্কিতদের মাঝে, ২. যখন আমি শাম অভিযানে বের হয়েছি, তখন যদি উভয় পক্ষের মাঝে কোন সংঘর্ষ হত, তাহলে খিলাফতের কোন অতিক্রম থাকত না। ৩. রাবিনদি দানের সৃষ্টি গোলায়নের দিন (অর্কান্ত অবস্থায় বের হয়ে), সেদিন যদি কোন অজাত ঘটকের তীর আক্রমণ করতে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ নিহত হতাম। আর তার এ বক্তব্য তার সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়কে।

এবছর খোলো মানসূর তার ছেলে মুহাম্মদকে তার পরবর্তী খলিফারপূর্বে যোগ্য করেন এবং তাকে 'মাহাদী' উপাধি প্রদান করেন। এসময় তিনি তাকে খুরাসানের গভর্নর নিযোগ করেন এবং সেখানকার গভর্নর পদ থেকে আবুদুল জবাব ইব্রুন আবুদুর রহমানকে পদচ্যুত করেন। আর এর কারণ হল সে খলিফার সমর্থে একটি দলকে হত্যা করেছিল। তখন মানসূর তার পদ লিখত আবু আয়ুবের কাছে তার বিকৃত অভিযোগ উত্থাপন করে পরমার্শ চান। তখন আবু আয়ুব বলেন, যে আমিরল মুমিনীন! আপনি তাকে নিদেশ লিখে পাঠান তায় যে খুরাসান থেকে বিশাল একটি পাথক গোমস বৃহৎ পর্যন্ত দিকে প্রেরণ করে। এই বাহিনী যখন খুরাসান যাত্রা করবে তখন আপনি ইচ্ছামত কাউকে পাঠাতেন এবং তারা তাকে লাভিত করত খুরাসান থেকে বহিষ্কার করবে। তখন খলিফামানসূর তার কাছে এই ফরমান লিখে পাঠান। খলিফার ফরমানের জবাবে সে লিখে পাঠায় যে খুরাসান ব্যুথ বাহিনী নেই দেখা গেল কিন্তু তারা সাহসী অর্কান্ত প্রয়োজন। তাই আমি তোমার সাহায্যে ফৌজ প্রাপ্ত করেছি। তখন সে লিখে পাঠায়। এ সময় খুরাসানের খানা ও রসদের ঘটতি রয়েছে, এখন যদি এখানে ফৌজ প্রবেশ করে তাহলে সবল হয়ে যেতে বলে এ জবাব পেয়ে খলিফাআবু আয়ুবেকে বলেন, এখন তুমি কি বল তোমার মত কী? তিনি বলেন, আপনি তাকে লিখত সীমাবদ্ধতার ভুখ হওয়ায় অন্যান্য ভুখের তুলনায় তার সাহায্য অবক্ষ প্রয়োজন। তাই আমি তোমার সাহায্যে ফৌজ প্রাপ্ত করেছি। তখন সে লিখে পাঠায়। এ বছর খুরাসানের খানা ও রসদের ঘটতি রয়েছে, এখন যদি এখানে ফৌজ প্রবেশ করে তাহলে সবল হয়ে যেতে বলে এ জবাব পেয়ে খলিফা আবু আয়ুবেকে বলেন, এখন তুমি কি বল তোমার মত কী? তিনি বলেন, হে আমিরল মুমিনীন! এই বাক্য তো তার মনের অপরাধ প্রকাশ করে দিয়েছে এবং আপনার বাক্যের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ, আপনি তার সাথে আর ততক্ষণ প্রবৃত্ত হবেন না। এসময় খলিফা মানসূর তার ছেলে মুহাম্মদ আল মাহদীকে পূর্ণ করেন রায় শেষ অবস্থান করার জন্য। মাহদী তার অপরাধিক প্রমাণে খামিম ইব্রুন খুসায়মাকে আবুদুল জবাবের বিকৃতির প্রেরণ করেন। এরপর তিনি তার ও তার সাম্মানী সাথে দৌড় অবক্ষ করতে থাকেন। অবশেষে তার সাথে পালান করে এবং খামিম ইব্রুন খুসায়মার বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। এরপর তারা তাকে
পিছনমুখী করে একটি উটে আরোহণ করায় এবং এভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়ে তাকে মানসুরের কাছে উপস্থিত করার। এসময় তার সাথে তার হেলে এবং তার বন্ধ-পরিজনের একটি দল ছিল। তখন খলীফা মানসুর তাকে হত্যা করেন এবং তার হেলে ও তার সঙ্গীদের ইয়ামানের গ্রামীণ এক জীপে নির্বাসিত করেন। এরপর ভারতীয়রা তাদেরকে বন্দী করে। আর পরবর্তীকালে তাদের অনেককে মুক্তিপের বিনিময়ে উদ্ধার করা হয়। এসময় মহাদী খুরাসানের গভর্নররূপে স্থায়ী হন এবং তার পিতা তাকে তাবরিস্তান আক্রমণের এবং তার সঙ্গী ক্যোজ নিয়ে ইসলামবাদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তাকে উমর ইব্রাহিম আলার নেতৃত্বের একটি বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। আর এই উমর ছিল তাবরিস্তান যুদ্ধে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তার ব্যাপারেই কবি বলেন:

**ফক্র লিখিতে এই জিহানে + মেহজুল লেখি নাখির ফিরি মৌসমে**

"যদি তুমি খলীফার হতাকাকার হয়ে তার কাছে এসে থাক তাহলে তাকে বল অভিযুক্তের মাঝে কোন কল্যা নেই।"

**إذاً أيقظنْكَ حُرَّب الأعُدُّ + فتْنِه لَهُ عُمرًا ثمُّ نَم**

"শর্ক যুদ্ধ যখন তামাকে জাহান্ত করে তখন তুমি উমরকে জাহান্ত কর, তারপর নিজে ঘুমিয়ে যাও।"

**فَتِّى لَا يَنامُ عَلَى دُمَّةٍ + وَلَا يَشْرَبُالْمَاءِ الأَلْبَمَه**

"সে এমন বীর পূর্বে যে কার্য করিতে ক্ষর্কতা অবশিষ্ট রেখে যুদ্ধ না এবং নিহত শর্কের রক্ষা না নিয়ে পান পান করে না।"

এরপর তাবরিস্তানের উপকণ্ঠে যখন উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন উমর বাহিনী তা জয় করে এবং ইসলামবাদ অধিকার করে এবং সেখানকার শাসককে দুর্গ আত্র্যে নিতে বাধ্য করে। সে তখন তাদের ধন-সুপার ইত্যাদির বিনিময়ে মার্মরী তাকে সঙ্কর করে। এ সময় মহাদী তার পিতাকে এ বিষয় লিখে জানায়। এরপর আসামবাদ দায়লামীদের ভুকে ওঠে এবং তারপর সেখানে মুসলিম বাহিনী মাসমানগান নামক তাতারী সমাজকেও বিরুদ্ধে করে। এছাড়া বহুসংখ্যক শর্ক নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী করে। আর এটাই হল প্রথম তাবরিস্তান বিজয়।

এরোপাই জিবার্ল ইব্রাহিম ইয়াহায়া আল-খুরাসানীর হাতে মাসিসা শহরের নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্রাহিম ইব্রাহিমী মাসমাগান সীমান্ত সুন্ন সমাবেশ করেন। এছাড়া এরোপাই খলীফা মানসুর বিয়াদ ইব্রাহিম ইব্রাহিমী তাজাহারের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করে মুহাম্মদ ইব্রাহিম খালিদ কামরী পরিত্র মীরাজর গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি নিজে এরোপাইর রজন মাসে পরিত্র মীরাজর অগামন করেন। এসময় তিনি ইয়াহায়া ইব্রাহিম ইয়াহায়াতেকে পরিত্র মক্কা ও তাইফের গভর্নর নিয়োগ করেন। এছাড়া এ বছর খলীফা মানসুরের সিপাহী গ্র্যান্থ থাকা অবস্থায়

---

1. তা হল দাহলাক নামীদী জীবন - তাবারী, ইব্রুল আইন।
মুসা ইবনে কা'ব ইনিতিকাল করেন। আর মিসরের গভর্নর তিনিই ছিলেন যিনি বিগত বছর ছিলেন, তারপর মিসরের গভর্নর হন মুহাম্মদ ইবনে আশ-আহ। তারপর মানসুর তাকে অপসারণ করেন এবং নাওফাল ইবনে ফুরাতক তার গভর্নর নিয়োগ করেন। আর এইচ হজ পরিচালনা করেন কানাসাইন, হিসম ও দামেকের গভর্নর সালিহ ইবনে আলাল। এছাড়া অন্যান্য এলাকার গভর্নর অপরিবর্তিত ছিল। আলাল অধিক জানেন।

এছাড়াও আবার ইবনে মুসা এবং আল-মাগায়ির প্রণেতা মুসা ইবনে উকবা এবং এক মতানুযায়ী আবু ইনাহম আশ-শায়বানী ইনিতিকাল করেন। আলাল তাঁরা সর্বমোট জানেন।

142 হিজরীর সূচনা

এছাড়াই সিদ্ধার গভর্নর উয়ায়া ইবনে মুসা ইবনে কা’ব খলিফার রায়াত প্রত্যাহার করে।

তখন খলিফা মানসুর উমর ইবনে হাফস ইবনে আবু সুফিয়াকে সিদ্ধার ও ভারতের গভর্নর নিয়োগ করে তার দেয়ালে উয়ায়া ইবনে মুসা গিরিজা ফোরেন করেন। এরপর উমর তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবস্থান হন এবং তাকে পরাজিত করে এই দুঃখের কর্তৃত্ব ছিলেন নেন। এছাড়া একজন তাবরিজানের শাসন আসবাবায় তার ও মুসলমানদের মাঝে বিদ্যামন প্রতিষ্ঠিত ভঙ্গ করে তাবরিজানের অবস্থানের একক মুসলমানকে হত্যা করে।

তখন খলিফা মানসুর খাদিম ইবনে খুয়ায়না এবং রহ ইবনে হামেসের দেয়ালে তার বিরুদ্ধে ফোরেন করেন। এদের সাথে এসময় খলিফা মানসুরের মাওলা আবু খাদিম মারফুকও ছিলেন। মুসলমানগণ আসবাবায়কে দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখেন, এরপর তারা আসবাবায় আশরাহল দুর্গ জয়ের কোন উপায় বা পথ না পেয়ে কোনো অবশ্য নেন। এসময় আবুল খাদিম তাদেরকে বলেন, আমাদের প্রদর্শার করে আমার চূল-দাড়ি কামিয়ে দেও। তখন মুসলমানগণ তাই করেন। এরপর তিনি একে ভাব নিয়ে আসবাবায়কের কাছে যান যেন তিনি মুসলমানদের প্রতি রুষ্ট, আর তারা তাকে গননার করে তার চূল-দাড়ি কামিয়ে দেয়। এরপর তিনি যত দুর্গ প্রবেশ করেন তখন আসবাবায় তাকে পেয়ে উড়ছিল হয় এবং সমানভাবে তাকে বাহির করা। আবুল খাদিম তার প্রতি হিতকারী ও সবচেয়ে মনোভাব প্রকাশ করে তাকে দুর্গের ফলে সম্মত হন, এমনকি তিনি তার আত আশা ভাবে পরিণত হন এবং তাকে দুর্গটির তত্ত্বাবধায়কের অভ্যুত্তর করে।

এরপর তিনি যখন এ দায়েরতি কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তখন মুসলমানদের সাথে পর যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে জানানে যে অমুক রাতে তিনি তাদের জন্য দুর্গের ব্যবহার করিয়ে। কাজেই তারা যখন দুর্গের কাছে অবস্থান করে যাতে তিনি তাদের জন্য তা খুলে দিতে পারেন। এরপর যখন তার প্রবেশ করে তখন তিনি তাদের জন্য দুর্গের খুলে দেন। তখন মুসলমানগণ সেখানে প্রবেশ করে যোদ্ধাদের হত্যা করেন এবং নারী-শিশুদের বন্ধু করেন। আর আসবাবায় হাতের আঞ্চলের বিশালায়নে আশ্বাস করে। সেদিনে যে সকল নারীদের বন্ধু করা হয় তাদের অন্যতম হলে মহাদীরের হেলে মানসুরের জন্ম এবং মাহদীর অন্য ট্রেলে ইবরাহীমের জন্ম। এরা উপযোগী ছিলেন সুদর্শন রাজকন্যা।

এছাড়াই খলিফা মানসুর বসরাবারীর জন্য জাবানে মহল্লার নিকট ইসলাহ নির্মাণ করেন যেখানে তারা নামায় পড়ে। আর তার নির্মাণ কার্য দেখাশোনা করেন ফোরাত ও আবলাহ অঞ্চলের ।

1. তিনি পর দিয়ে তাকে তীর্থবিরুদ্ধ করে তা তাদের কাছে নিঃস্বরূপ করেন। তাবারি; ইবনুল আব্বার।
2. তাবারিতে রয়েছে আল-হাজারান। আর মুহাম্মদ বুলন্দের রয়েছে জুমনা। তা হল বলেন একটি মহল্লা, যার নামকরণ করা হয়েছে বুল হুমান ইবনে সাদ ইবনে যায়াদ মানাত ইবনে আলাম গোলকের নামে।
গভর্নর সালামা ইবন সাইদ ইবন জবির। আর খলিফা মানসূর বসরায় রময়নের রোগা রাখেন এবং সেই ইদগাহে লোকদের ইদ নামাযে ইমামতি করেন। এবছরই মানসূর মিসরের গভর্নর পদ থেকে নাওফাল ইবন ফুরাতকে অপসারণ করেন এবং হুমায়ুদ ইবন কাহাবাকে তার নতুন গভর্নর নিযোগ করেন। এছাড়া এবছর খলিফার চাচা এবং বসরায় গভর্নর মুলায়মান ইবন অলি ইবন আবুদুল্লাহ ইবন আবাসাস ইনিকো করেন। তার মৃত্যুর সংবিধি হয় জুমাদাল উক্বার তেসে তারিখ শনিবার। এসময় তার বয়স ছিল উনষাট বছর। তার জানায়র নাম পড়ে তার তাদের আব্দুস সামাদ। তিনি তার পিতা অলি ইবন ইবন আবুদুল্লাহ ইবন আবাসাস, ইকরিমা এবং আবু বুরাদ ইবন আবু মুসা থেকে হাদিস রিওয়াত করেছেন। আর তার থেকে একটি রাযির রিওয়াত করেছেন। এদের মধ্যে তার ছেলেগণ জ্যাকর, মুহাম্মদ যায়নাব এবং আসানসী উল্লেখ্যোগ্য। বিশ বছর বয়সে তার চুল-দাঁড়ি সাদা হতে ঘুরতে করে। ফলে তিনি সে যোগ্যতায় তার দাড়িতে খোঁজার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন মহানবুত, বদনা এবং পরশুতাজন। আযাকার দিন সন্ধ্যায় প্রতিবছর তিনি একশ গোলাম আযাদ করতেন। বনু হাশিম এবং সকল কুরায়শ এবং আনাসরের প্রতি তার দান পঞ্জাশ লক্ষ দিনহামে পৌছে।

একদিন তিনি তার প্রাসাদ থেকে উপর দিয়ে বসরায় এক কুটিরে কত্তিপয় নারীকে মুতা করতে দেখেন। তার দুটি তখন তাদের উপর পতিত হয় ঘটনা তথা তখন তাদের একজন বলে উঠে, হায়! যদি খলিফা আমদের দিকে তাকাতেন এবং আমদের অবস্থা অবগত হতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয় আমদেরকে একজন থেকে অ্যারাহিতি দিতেন? একখানা মুহাম্মদের তৃষ্ণা তথা অ্যারাহিতি দেখার একটি ভুল, তৃষ্ণা থেকে তাদের আশার পয়েন্ট তুর করেন। এবং তার লীলায় স্বর্ণ এবং অ্যারাহিতি মূল্যবান রূপক একটি বড় দৃশ্য দিয়ে তাদের কাছে নামিয়ে দেন এবং তাদের মাঝে বহু দীনার, দীনার ছড়িয়ে দেন। এসময় এদের একজন যুবরাজ তৃষ্ণাতয় মারা যায়। তখন তিনি তার দিত বা রকম্যুল প্রাণ দেন এবং এই রূপকের দিকেও তার প্রাণ অজ্ঞ তাকে প্রদান করে। আর ইনি সাফাফাহ-এর খিলাফতকালে হজ্জরের দারিয়ত পালন করেন এবং মানুষের খিলাফতকালে বসরায় শাসনতার নিযুক্ত হন। তিনি আকবারীয়দের মাঝে অতি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হলেন ইসমাইল, দাউদ, সালিহ, আবুদুল্লাহ, ইসম এবং মুহাম্মদের ভাই এবং সাফাফাহ এবং মানুষের চাচা।

এই বছর যেসবকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনিকো করেন তাদের অন্যতম হলেন খলিস আল-হারিয়া, আসিম আলআহোলে এবং একটি মতামতীয় এবং আমর ইবন উয়ায়ে আল-কাদ্রী তার পূর্ণ নাম ও পরিচয় হল আমর ইবন উয়ায়ে ইবন হাশীম আত-হামী। তার উপাধি আবু উমামাল আল-বাসরী তাকে ইবন কাশানও বলা হয়। তিনি পারস্য বংশোদ্ভুত এবং কায়রিয়া এবং মুতাভিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম। তিনি হাদিস রিওয়াত করেছেন হাসান বসরী, উয়ায়েদুর্লাহ ইবন আনাস, আবুল আলিয়া এবং আবু কিলাবার থেকে। আর তার থেকে হাদিস রিওয়াত করেছেন হাসানদীয়, মদিনা ইবন উয়ায়ে তার সমসাময়িক আমাল, আবদুল ওয়ার্দ ইবন সাইদ, হারিয়া ইবন মুসা, ইয়াহইয়া আল-কাদ্রী এবং ইয়াহইদ ইবন যুরায়। তার সম্প্রদায় ইমাম আহমাদ ইবন হামাস বলেন, তার থেকে হাদিস বর্ণনা করার উপযুক্ত সে নয়। আর আলি ইবনুল মাদালী ও ইয়াহইয়া ইবন মঈন বলেন, সে সম্পূর্ণ অহ্যাতময়। এছাড়া ইবন মঈন এও বলেছেন, সে মন লেক। আর সে দাহরিয়া সম্প্রদায়কুক্ত, যারা বলে যা মানুষ হল শয়তানের নায়। ফালুসাস বলেন, সে আল্বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খো)—১৯
পরিতাত্ত্বিক এবং বিদাহত। ইয়হাইয়া আল-কাত্তান তার থেকে আমাদেরকে ইহাদিস বর্ণনা করতেন। তারপর তিনি তা বর্ণনা করেন। আর ইবন্ন মাহদী তার থেকে ইহাদিস বর্ণনা করতেন না।

আবু হাদিম বলেন, সে 'মতরক্ক' অর্থাৎ তার ইহাদিস প্রত্যাখ্যাত। নাসাঙ্গি বলেন, সে নির্ভরনোয়া নয়। ইউনুস ইবন্ন উবায়দের সুরে ও'রা বলেন, আমর ইবন্ন উবায়দ ইহাদিস বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। হামাদ ইবন্ন সালামা বলেন, আমাকে হুমায়দ বলেন, তার থেকে ইহাদিস গ্রহণ করে না। কেননা, সে হাসান বসরীর নামে মিথ্যা বর্ণনা চালিয়ে থাকে। ইহাদিস সমালোচক আয়োব, আওফ এবং ইবন্ন আওন এরনই বলেছেন। আয়োব বলেন, আমি তার কোন আকার বুদ্ধি আছে বলে মনে করি না। মাতার আলওয়াররাক বলেন, আলাহুর কসম! কোন কিছুতেই আমি তাকে বিশ্বাস করি না। ইবনুল মুবারক বলেন, সকলে তার ইহাদিস বর্ণনা করেছেন। কেননা সে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রচার করত। একাধিক ইহাদিস সমালোচক তাকে দুর্বল অথাৎ দিয়েছেন। আর অন্যার তার ইবাদত-বদবদী, দুনিয়া বিখুতা এবং কৃত্রিম প্রশংসা করেছেন।

হাসান বসরী বলেন, বিদাহতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে মুক্ত কারিদের 1 নেতৃস্থানীয় ছিল। সমালোচকগণ বলেন, এরপর সে বিদাহতী হয়, যোগ বিদাহতী। ইবন্ন হিব্বান বলেন, বিদাহতী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে আলাহুর কসম আবিদ ছিল। এরপর সে বিদাহতী হয় এবং সে নিজে এবং তার সাথে একটি দল হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে। তখন তাদেরকে মু'তিফিল 2 বলা হয়। সে সাহাবায়ে কিছুর বিরোধে কুতুব করত এবং অনিষ্ক্রুতের অনুমানের ভিত্তির হাদিসে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত। তার থেকে বর্ণিত আছে সে বলত যদি লাহহে মাহফুয়েই আবু লাহাবের স্বজন জাতের ফয়সালা চূড়ান্ত হয় থাকে তাহলে আর মানব সত্তার বিরুদ্ধে কী প্রমাণপূর্ণ গণ্য হতে পারে। আর তাকে যখন ইবন্ন মাসউদের ইহাদিস বর্ণনা করা হয়। আদায়কের সত্যায়িত বর্ণনা করেছেন-


'তোমাদের কারও যখন মাতৃগর্ভে চরিত্র নিন অতিরিক্তি হয়- অবশেষে তিনি বলেন, এরপর চারটি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তার রিয়াক, তার জীবনকাল, তার আমল এবং সে হতভাগা না সৌভাগ্যপান'- এ সম্পর্কে তখন সে বলে আমি যদি আমাকে তা রিয়ায়াত করতে থাকেন তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিতাম, আর যদি যায় ইবন্ন ওয়াহব থেকে তা অক্ষম তাহলে তা পছন্দ করতম না, আর যদি ইবন্ন মাসউদ থেকে তা অন্তম তাহলে তা গ্রহণ করতম না। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তা শুনতম তাহলে তা গ্রহণ করতম না। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তা অন্তম তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করতাম। আর যদি আলাহু তা'আলাকে তা বলত অন্তম, তাহলে বলতম, আলাহু তা এই বিষয়ে আমাদের অস্বীকার গ্রহণ করেননি। আর এটা জন্মন্ত্রক কুফরী। যদি সে তা বলে থাকে তাহলে আলাহু তাকে না'না করত। আর যদি তার নামে মিথ্যা বলা হয় থাকে তাহলে যে তার নামে মিথ্যা বলেছে সে মনে উপযুক্ত শাস্তি পায়। আবুমাবারক ইবন্ন মুবারক বলেন।

1. এ ঘটনা কারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আলিম।
2. অর্থাৎ দলতাত্ত্বিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী।
আয়াতোল্লাহ আব্দুল্লাহ ইওহাম

এই তালিকাটি আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"হে জানার্থী! তুমি হামাদ ইবন্ন যাদের শরণাপন্ন হও।"

"ফরহাদের ভিক্ষায় নিঃসূত হবে।"

"সাহানীলাতার সাথে জান অর্জন কর আর তাকে শুদ্ধলে শুরু কর।"

"ওয়াজিরুল্লাহ মিন + ন্যায় উদ্দীপনা বন সীমানা।"

"আমার ইবন্ন উবায়দ বর্তিত বিদ্যাত রিওয়ায়ী বর্জন কর।"

ইবন্ন আদি বলেন, আমর তার কৃত্তি দ্বারা মানুষকে ধোকা দিত। সে নিষ্ঠিত। তার বর্তিত হাদিস অতি দৃষ্টিবদ্ধ এবং সে প্রকাশে বিদ্যা আতিসি। দারাকুতুনি বলেন, তার হাদিস দূরবর্তী। খৃষ্টীয় বাণিজ্যবাদী বলেন, সে হাসান বসন্তী সাহসিক অবলম্বন করে এবং তার সস্তার ব্যাখ্যা তিলাভ করে।

এরপর ওয়াসিল ইবন্ন আতা তাকে আহলে সুনামের মায়হাব থেকে বিচিত্র করে এবং কাদরিয়া মতবাদের উদ্দেশ্য দ্বারা এবং সে দিকে আবদির করে হাদিস অনুসারীদের বাণী করে। এর তার মাঝে বেশ স্বীকার্য্য এবং যুড় যুদ্ধের কাছ ছিল। বর্তিত আচ্ছে সে এবং ওয়াসিল ইবন্ন আতা আশিহ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে। তার ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, আমর বিভিন্ন অথবা তেজস্ক্রিয় হিজরীতে পরিত্যাগ করার পথে মারা যায়। খেলফা মানসুরের কাছে তার বিশেষ স্থান ছিল। তিনি তাকে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। কেন্দ্রা, আলিম-উলামাদের দল নিয়ে যে যখন মানসুরের দরবারে আসত, তখন মানসুর তাদেরকে হাদিস প্রদান করতেন। সকলে তার গ্রহণ করত। কিন্তু আমর নিজে কিছু গ্রহণ করত না। এসময় মানসুর তাকে তার স্বামীর নায়ক কিছু গ্রহণ করতে বলতেন। কিন্তু সে তার থেকে গ্রহণ করত না। আর এ বিষয়টি খেলফা মানসুরকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সে তার প্রকৃতি অবস্থা গ্রহণ করে রাখত। কেন্দ্রা, মানসুর ছিল ক্রমশ, তাই বিষয়টি তাকে মুখ্য করত এবং তিনি আবৃত্তি করতেন।

কালক্ষেপ যেমন রোমান - কালক্ষেপে চোখে অনিস্ত গলায় চৌধুরী নিশান বনী 

"তোমাদের প্রতোত্তরে হাসে হাসে, তোমাদের প্রতোত্তরে শিকার চায় তবে আমর ইবন্ন উবায়দ এর ব্যতিকটি।

মানসুর যদি দূরদর্শী হতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, এই সকল আলিম-উলামাদের প্রতোত্তরে দুরহন্তি আমর ইবন্ন উবায়দের চেয়ে উত্তম। পারিবর্তিত নিরাকরণি নির্মোহতা সবসময় কোন সত্তার পরিচালক নয়। কেন্দ্রা, আমরের কালাই এমন অনেক থিন্টি যাজকের অন্তর্গত ছিল, যাদের পারিবর্তিত করে পৌষ্ঠা আমর এবং আরও বহু মুসলমানের পক্ষে সত্ত্ব ছিল 

না। ইতিপূর্বে আমরা ইসমাইল ইবন্ন খালিদ কা'নারী থেকে বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, একবার আমি হাসান ইবন্ন জা'ফরকে ইবাদান নামক স্থানে মুত্তার পর স্পর্শ দেখে তিনি আমাকে বলেন, আল্লাহ, ইউনুস এবং ইবন্ন আওন আল্লাতে আমি তখন প্রশ্ন করি আমর ইবন্ন উবায়দ। তিনি বলেন, সে জাহানামে। তাহপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার স্পর্শ দেখেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন তখন তিনি তাকে অনুরূপ বলেন। আমর ইবন্ন উবায়দ সম্পর্কে বহু কুৎসিত স্পর্শ দূষ দূষ।
হয়েছে। আমাদের শায়খ তার আত্ত-তাহ্যীর গ্রন্থে আমারের জীবনী বিস্তারে উল্লেখ করেছেন। আর আমরা তার সারাঃ আমাদের গ্রন্থে আত্ত-তাকীমীকে উল্লেখ করেছি। আর এখনে আমরা তার অংশবিশেষ উল্লেখ করলাম যাতে তার স্বর্ণ না হয়। আল্লাহঝাক সর্বাধিক জানেন।

১৪৩ হিজরীর সূচনা

এবছর খলীফা মানসুর দায়লামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে লোকজনকে উদ্ধৃত করেন। কেননা, তারা বহু মুসলমানকে হত্যা করে। এসময় তিনি কুফা ও বসমারাসিকে নির্দেশ দেন তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধে সক্ষম দশ হাজারের অধিক যোদ্ধা সংগঠন করে নির্মিত সেনাদলের সাথে দায়লামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে চেষ্টা করতে চালাতে প্রদান করে। এবছর কুফা ও তার অধীন অঞ্চলের গভীর ইসলাম মূসা হজ পরিচালনা করেন। এছাড়া এবছর হাজার আস-জাখালার নামকরণ, দীর্ঘকাল হুমায় ইবন রবা এবং সুলায়মান ইবন তিরিকান আত্ত-তাজীরীর মূর্তি হয়। আর পূর্বের বছরের আলোচনায় আমরা তার উল্লেখ করেছি। এক মতানুযায়ী আমরা ইবন উবায়দ এবং বিশেষ মতানুযায়ী লায়ছ ইবন অবু সুলায়মানও এবছর ইনতিকাল করেন। এছাড়া ইয়াহুইলা ইবন সাইদ আল-আনসারীও এবছর ইনতিকাল করেন।

১৪৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরে মুহাম্মদ ইবন আবুল আকসা সম্মিতি-এর চাচা মানসুরের নির্দেশে দায়লামীদের তৃথিতারিতে অপর হন। এ সময় তার সাথে কুফা, বসরা, ওয়াসিত, মুহাসাবি, ও জারার সৈন্যবাহিনী ছিল। এছাড়া এবছর মানসুরের ছেলে মুহাম্মদ আল-মাহদী খুরাসান থেকে তার পিতার সাক্ষাত আগমন করেন এবং তার চাচা লোস রাইফ্রুই বিনুৎ সাকাফুর সাথে পরিশ্রম সুচিত আবর্জ হওয়ার পর নির্ভর বাস করেন। এবছর হজ পরিচালনা করেন আবু জাফর মানসুর।

এসময় তিনি খাদিম ইবন খুমায়ানকে হিরার প্রশাসন এবং কোরে তত্ত্বাবধায়ক নিযোগ করেন।

এছাড়া পরিবেশ মদিনার গভীর পদ থেকে মুহাম্মদ ইবন খালিদ আল-কাসীরকে অপসারণ করে রাবাই ইবন উমমান আল-মুসলিম টি আল-মানরাকে নিযোগ করেন। একশ চুথিগ্রিষ্ণ হিজরীর হজের সময় লোকজন খলীফা আবু জাফর মানসুরকে পরিবেশ মকার পথের মধ্যস্থলে এসে অবাকুন জানায়। এসময় যান্ত্রিক অধ্যাপক তাদের মাঝে আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আবু তালিব ছিলেন। মানসুর তাদের সাথে একটি দত্তকে বসন। তারপর তার সাথে মাধ্যাত্রিক মনোগ্রামে সাথে তথা বলতে শুরু করেন। এমনকি এ কারণে তার মধ্যবর্তী সামাজিক মাত্রা অল্পসারণ হয়। এসময় মানসুর আবদুল্লাহ ইবন হাসানকে তার উভয় ছেলে ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তারা সকলের সাথে আমার কাছে আলোচনা? তখন আবদুল্লাহ কর্তৃত্বে করেন, যে তিনি আলী জালেন না তারা কোথায় যেতেন।

অবশ্য তিনি সাধারণ বলেছিলেন, আর খলীফা মানসুরের এ প্রশ্নের কারণ ছিল, মারাকানের

১. ইবনুল আলীর (৫ খ ৬৫২, ৮ খ ৬১১ পৃ). এত-তাহবরী (৯ খ ৬১১ পৃ) রায়ে।

২. এত-তাহবরী ও ইবনুল আলীর রয়েছে। আল-মুররী।
কিছু মানুষ তাদের বিশ্বাস বজায় রাখতে পেরেছে তিনি যে আল্লাহ নিজের নিয়ম ধরে কাজ করে।

এই বিরুদ্ধে এবং একটি ফ্রেমে তারা (দু'ভাই) প্রায় বছরের হজ্জ শুরু করেন এবং হজ্জ মৌসুমের অধিকাংশ সময় পরিবর্তে মদিনায় আস্থাগোপন করে থাকেন। তারা সকল নাটকে বিকৃত দৃষ্টির পরিবর্তে পরিহিতী অনুভূতি করত না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এদিকে কিছু মানুষ একজনকে পবিত্র মদিনার গণ্ডিপ্রস্তাব এবং অন্যান্যকে অপরাধ করতে থাকেন এবং তাকে উদাসি দিতে থাকেন অর্থাৎ ব্যাপারে হলেও তাদের সম্পর্কে বা তাদের বন্ধুত্ব করতে কিন্তু তাদের ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের ব্যাপারে বাধ্য ও অন্য করত রাখে। অবশেষে আল্লাহর অসাধারণ জানান এবং যারা আমার গোপনে ইব্রাহিম ও মুহাম্মদের সাথে হার্মোনিয়া বিষয়ে।

এরপর কেন এক হজ্জ মৌসুমে সাক্ষা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তারা কিছু মানুষকে হত্যা করার সংকল্প করেন। কিছু একে পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ ভূমিতে একাক করতে আবদুল্লাহ ইব্রাহিম হাসান তাদেরকে নিষেধ করেন। এদিকে কিছু মানুষ বিষয়টি অবহেলা করে এবং তার গোপনে আপনার কথা জানতে পারেন। তখন তিনি শান্তি দিয়ে শুরু করেন সে তাকে হত্যার পরিকল্পনার জন্য স্বীকার করে।

এখন মানুষের তাকে প্রশ্ন করেন,
কিছু তোমাদেরকে তা থেকে নিরুত্ত করল কিনে তখন সে বলে, আবদুল্লাহ ইবন হাসান আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। তখন মানসুরের নির্দেশে তাকে অজাজ হরানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর তার কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায়নি।

এসময়খী মানসুর তার বিচক্ষণ আমির-উমারা ও ওহীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস জানত তাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবন হাসানের উভয় ছেলের ব্যাপারে পরমাশ্চাল চান এবং বিভিন্ন আঁচল ও প্রাণসঞ্চালকের প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাদের দু'জনের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি এবং তাদের কোন অতিসূক্তি কিনা চিহ্ন সম্পর্কেও জানা যায়নি। মহার আল্লাহ তার বিশ্বাস পূর্ণ কর্তৃপক্ষ।

এসময় মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান তার মায়ের কাছে এসে প্রশ্ন করেন, হে আমি! আমি আমার পিতা ও চাচাতোরের জীবনের ব্যাপারে শক্তিত। ব্যবসায় দ্বারা ফিরিয়ে আনার জন্য আমি এদের হাতে (বাযা-আমের) হাত রাখার সিদ্ধাংশ নিয়েছি। তখন তার আমি জোনকার যান এবং তার পিতা ও চাচাতোরের সামনে তার ছেলের ইচ্ছায় কথা বুঝতে করেন। তখন তারা সকলে বলেন, না, না, তা হয় না। এতে কোন মর্যাদা নেই। বরং আমির তার সমর্পনে বা অনুকূলে ধর্মাধারন করব। হয়তো আল্লাহ তার হাতে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ যে আনবে। আমির ধর্মাধারন করব, আমাদের মুক্তি বা সংকটবিদ্ধ আল্লাহর হাতে, যদি তিনি তা ইচ্ছা করেন তাহলে আমাদের সংকট দুর করবেন।

আর যদি না চান তাহলে করবেন না। তারা সকলে এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। আল্লাহ তাদের সকলকে রহম করুন।

এখনোঝাই হাসান পরিবারের সদস্যদের পরিবর্ত মদীনায় কারাগার থেকে ইরাকের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এসময় তাদের পায়ে সুবুল এবং গলায় বেড়ি ছিল। তাদের বদীতের সুন্ধর ছিল রাউয়া থেকে আবু জা'ফর মানসুরের নির্দেশে। এই হাসানীদের সাথে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-উমারানীকে দেশান্তরিত করা হয়। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের বৈপিকম্ব থাই।

আর তার কন্যা ছিল ইবোলা ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের স্ত্রী। এ সময় তিনি কায়মকামের অন্তঃসংস্করণ ছিলেন। তখন বিলাহা মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহকে উপস্থিত করে বলেন, তুমি আমাকে দোকান দাও এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি আমার সকল দাস আয়া হওয়ার এবং সকল সৈকত তাকে হওয়ার শপথ করিনি।

এই যে তোমার কন্যা অন্তঃসংস্করণ। সে যদি তার প্রাণের রক্ত গর্ভবতী হয়ে থাকে সে সম্পর্কে তুমি ভাল জান। আর যদি এর অন্যথা হয় থাকে তাহলে তুমি দায়ে।

২ তখন উম্মানী তাকে এসম কোন জবাব দেন যা তাকে ক্রুদ্ধ করে। তখন মানসুরের নির্দেশে তার অধিকাংশ শরীর অনাবৃত করা হল দেখা যায় তার শরীর স্বচ্ছ রূপান্তর নয়।

এরপর তাকে চাঁদবীর একশ বা পঞ্চশ আঘাত করা হয়। এর মধ্যে তিরিষ্টি তার মাথায় যার একটি তার চেহারে লাগায় সে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আহ্বান হয়।

এরপর তিনি তাকে জরিয়া ফরিয়ে দেন। আর এ সময় প্রহরণিত নীলামিত করার কারণে তিনি যেন কৃষ্ণকায় দাসে পরিণত হন।

তার চম্পড়ার উপর রাত্রি জমাতে বেঁধে যায়। তখন তাকে তার বৈপিকম্ব ভাই আবদুল্লাহ ইবন হাসানের পাশে বসান হয়।

তখন তিনি পান করার জন্য পানি চান। কিন্তু কেউ তাকে পান করাতে সাহস

---

১. আহ-তাহাওয়া (১১ ও ১৯১ পৃ।) ইবুল্লাহ আহ্লে (৫ ও ৫১৮ পৃ।)-এ রয়েছে মানসুর তাকে আর্য তাকে।

তিনি মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদের সাথে পিয়ে মিলত হন।

২. স্ত্রী কন্যা প্রভূতি তার বিপরীতে আয়াসকর শুধু।
করেনি। অবশেষে তাদের দায়িত্বের যৌথীক খুরাসানী সিপাহী তাকে পানি পান করায়। এরপর
খলিফা মানসুর তার হাওদায় আরোহণ করেন এবং তাদেরকে পাতে শৃঙ্গল ও গলায় বেড়ি
পরিহার অবহ্রায় সংকীর্ণ হওয়ায় আরোহণ করেন। তখন তার সুপথস্ত হাওদায় আরোহণ করে
তাদেরকে অতিক্রম করেন। এসময় আবদুল্লাহ ইবনে হাসান তাকে আহ্বান করে বলেন, আলাহুর
কসম। হে আবু জাফর বদরের দিন তোমাদের বন্ধীদের সাথে তো আমরা এরূপ আরোহণ করিনি।
তখন এক্ষণে মানসুরের কাছে অপরত্বক্রম ও অসহনীয় মনে হওয়ায় তিনি তাদের থেকে সরে
পড়েন। এরা যখন ইরাক পৌঁছে তখন এদেরকে হামিমিয়াতে বন্ধী করা হয়। এই বন্ধীদের
মাঝে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন যুদ্ধ
পুরুষ। লোকেরা তার রূপ ও সৌন্দর্য দেখার জন্য আসত। তাকে বলা হত হুলুদ রেশম। খলিফা
মানসুর তাকে তার সামনে উপস্থিত করে বলেন, তোমাদের আমি এমন নির্মমভেদে হত্যা করব
যেমনভাবে আর কাউকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি তাকে দুই স্তরের মাঝে ফেলে উপর থেকে
চাপা দিয়ে হত্যা করেন। মানসুরের উপর তার উপযুক্ত শাস্তি ও অভিশাপ নেমে আসুক। এদের
অনেকে জেলখানায় ইন্দিকাল করেন। অবশেষে খলিফা মানসুরের মৃত্যুর পর তাদের এ
সংকটের অবসান হয়। যেমনটি আমরা অচিরেই উল্লেখ করার জন্য অতিক্রম করেন তাদের
অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব। তবে এর
বর্তিত আছে আর সেটাই অধিক প্রধান্যোগ। তাকে এবং তার ভাই ইব্রাহীম ইবনে হাসান ও
অন্যান্যদের ঠাট্টা মাঠে হত্যা করা হয়। তাদের অসংখ্যকাই জেলখানা থেকে নিক্ষুর্ত পেতে
সক্ষম হন। মানসুর তাদেরকে এমন জেলখানায় বন্ধী করেন যেখানে তারা আমাদের
আওয়ায় ঢুকতে পেতে না এবং তিলাওয়াতের মাধ্যমে বাতিত নামাজের সময় বুঝতে পারতেন না।
এরপর খুরাসানরাই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের ব্যাপারে সুনামিক করে লোকে
পাঠায়।
তখন মানসুরের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয় এবং খুরাসানরাই তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া
হয়। আলাহু তাকে উত্তম বিনিময় না দিয়ে এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ উমমানীকে রহম
করেন।
তার পূর্ণ পরিচয় হল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইবনে ইব্রাহীম ইবনে
আবু-উমাবী আবু আবদুল্লাহ আল মাদানী। তার মূখ্যগুলির সৌন্দর্যের কারণে তাকে 'আদনীবাজ’
বলা হত। তার আমাদের মুসলিম বিনুট হসাইন ইবনে আলী। তিনি তার পিতা ও মাতা থেকে
এবং খারিজা ইবনে যায়দ, তাহুস, আবুয় মিনাদ, মুহর্রি, নাফি' ও অন্যান্যদের থেকে মাদানী বর্ণনা
করেছেন। আর একদল তার থেকে হাদীস রিওয়াত করেছেন। ইমাম নাসাই ও ইবনে হিসাব
তাকে নির্দেশের জন্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের বেশিমাত্রা ভাবেই ছিলেন।
তার কন্যা রূকাহিয়া ছিলেন তার ভাটিজা ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ সুর। ইনি ছিলেন অনিন্দা সুনীর।
তার করণেই আবু জাফর মানসুর তাকে একবার হত্যা করেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত
মানুষের বদন্তা ও প্রশংসাভাজন বিভূতি। যুবার ইবনে বাক্সার বলেন, তার প্রশংসায় সুলায়মান
ইবনে আকবাস সাদী আমাদের আবু ওয়ারা সাদীর এই কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন-
“কুরায়শ বংশীয় নিযুক্ত ফর্সা ব্যাঙ্কে আমরা পেয়েছি যিনি হলেন রাসূলের এবং খলিফার
অভ্যন্তর যুদ্ধ প্রক্রিয়া”

অন্যক মহীর্ষ সি-প্যান এবং ক্যাটন লে মিলিশায় সিয়োল

“সবকিছু থেকে মর্যাদা আপনার কাছে এসেছে, আর আপনি ছিলেন ‘মর্যাদা প্রাপ্তের’
মিলনকামার”

ফ্যাক্ট দ্বারা মহীম দৌনক মিন স্যান্ট এবং মাল্লে মহীম দৌনক মিন মিডিল

“আপনি ব্যক্তিত্ব মর্যাদার বা মহাদের কোন ঠাই নেই, আপনি ব্যক্তিত্ব তার কোন আশ্রয়
নেই”

ওয়ালা নস্তি ও কোনো স্যান্ট ভাই এবং নস্তি ফাই ভাই মিন ব্যান্ডিল

“আপনার পদ্ধতির সে তার সম্ভাবনে যেরূপ পাড়া না আর না সে আপনার কোন বিকল্প এইচের
সম্ভাবনা”

১৪৫ হিন্দুর সুচনা

একবার যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় তার অন্যতম হল পরিষ মদিনায় মুহাম্মদ
ঈবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের এবং বসরায় তার ভাই ইব্রাহিম ইবন আবদুল্লাহ বিপ্রাহ।
অতিরেক আমারা এর বিবরণ তুলে ধরাই।

খলিফা আবু জাফর মানসর হাসানি পরিবারের সদস্যদের পূর্ববিচ্ছিন্নতায় পরিষ মদিনা
থেকে ইরাকে স্থানান্তরিত করার পরপরই মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান বিপ্রাহ করেন।
এসময় মানসর এদেরকে এমন কয়েকজনের ঘনীভূতির সময়ে মুহাম্মদ হাসান শুনে গেলেন না এবং যিনি ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে ছাড়া নামাজের সময় বুঝতে পারতেন না।

তাদের অধিকাংশ ঘৃতগণ এই কয়েকদিনের কিং করেন। আবদুল্লাহ তাদেরকে রহম
করেন। এসব ঘটনা যখন ঘটিয়া তখন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ পরিষ মদিনায় আমোদ করেছিলেন। এমনকি কখনও কখনও তিনি কোনকে কোন কোর নেমে মাথা বাঁই গোটা শরীর
পানিতে দিয়েছিলেন করার প্রান্তে। তিনি তার ভাই ইব্রাহিমের সাথে একটি সময় নিষিদ্ধ করে
রেখেছিলেন যে সময়ে তিনি পরিষ মদিনায় এবং তার ভাই ইব্রাহিম বসরায় আইথিকাশ
করেন। এদিকে পরিষ মদিনাবাসী এ অন্য লোকের মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহকে
আমোদের করান এবং আইথিকাশ না করার কারণে তিনিই প্রকাশ করে। অবশেষে তিনি
বিপ্রাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কেননা, তিনি আমোদের যথেষ্ট এবং পরিষ মদিনার
গভর্নর রিয়াহ-এর রাজতন্ত্রের সার্বজনীক গুল্ভক নিয়ে মোক্ষাসাহা হয়ে পড়ে। এরপর যখন
অবশ্য আরও অনন্ত ঘটে তখন তিনি নিষিদ্ধ করে একটি বিপ্রাহের ব্যাপারে তার সমর্থকেরকে
থেকে প্রতিষ্ঠাতা এনেছেন। এরপর সেই নিষিদ্ধ রাজ আসলে জনৈক গোল্ড এসে পরিষ
মদিনার গভর্নরকে বিয়ের অবহিত করে। তখন সে তৃষ্ণিতে বিচ্ছিন্ন এই বিয়েতের
বাজির চারপাশে যুরে আসে। আর এসময় আবদুল্লাহ ইব্বন হাসান ও তার সমর্থকরা সেখানে সমবেত ছিলেন। কিন্তু সে তাদের সমর্থকে কিছু অচ করতে পারেনি। এরপর সে গৃহে ফিরে হুসাইন ইবন আলী পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠায় এবং তাদের সাথে কুরআন ও অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় বাজিকদের সমবেত করে। প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দেয়। তারপর তার হস্ত করে বলে, হে পরিবার মদিনাবাসী! খলিফা এই বাজিকের পৃথিবীর আনাচ-কানাচ যুঁজে ফিরেছেন, অথচ সে তোমাদের মাঝে অবস্থান করতে। একটুকু করেই তোমরা ক্ষাট হবে না। এমনকি তোমরা তরাহাত আনুগত্যের বায়ুতে করতে চাও। আবহার কসম! তোমাদের কুকুর যদি তার সাথে বিদ্রোহ করে বলে আমার কাছে সংবাদ পেতে তাহলে আমি তার গর্দন উড়িয়ে দেব। তখন সেখানে উৎপন্ন বায়ু ফিক তাদের কাছে এ সমস্তক কোন কোন দুর্বল বা অবতল থাকার কথা অনুকূল করতে। এরপর তারা গিয়ে একদল সম্প্রতি লোক নিয়ে উপস্থিত হব এবং তাদেরকে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রদর্শন করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। কিন্তু সে তাদের বলে, তাদের সে অনুমতি নেই, আমার আশঙ্কা। এটা কোনো কৌশল হতে পারে। তখন এই সংবাদ বাঁকিতে তার গৃহান্তর বসে থাকে। এরপর ঐ সকল বাজিক আমারের চারপাশে বসে থাকে আর আমার নিজেও বিষণ্ণ ও প্রায় নির্বর্ত্ত অবস্থায় বসে থাকে। এ সমস্তের রাতের একপ্রকার অভিমুখী হয়। এরপর অক্ষম মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ও তার সমর্থকগণ উচে: স্বর্গে তাকুবীর ধনী দিয়ে আশ্রয় করবেন। তখন রাতের অর্ধেকে লোকজন আতঙ্কাদায় হয়ে পড়ে এবং কেউ কেউ আমাদেরকে পরামর্শ দেয় হুসাইনের গর্দন উড়িয়ে দিতে। তখন তাদেরই একজন বলেন, কিছু ভিত্তিতে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। আমরা তো খলিফার আনুগত্য দ্বারা করে নিতে নিরভর। এদিকে উত্তম পরিহিত তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে উদাসীন করতে দেয়। তখন তারা এই সুযোগে দুর্বল উঁচু পড়েন এবং বাজির দেওয়াল টপকে সেখানকার এক আতঙ্কিতে লাফিয়ে পড়েন।

এদিকে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান আড়াইশা সমর্থক যোজা নিয়ে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি পথিমধ্যে জেলখানার কঠোরদের মুক্তি করেন এরপর গভর্নর গৃহে অবাধ করেন। এরপর তিনি তাদের প্রবেশ করে আমিরের রিয়াহ ইবন উমামাকে আটক করেন এবং তাকে মারওয়ান গৃহে বন্দি করেন। তার সাথে তিনি ইবনে মুসলিম ইবনে উমাতেও বন্দী করেন। এই বাজিক এই রাতের প্রথমাংশে হুসাইনের হত্যার পরামর্শ দেয়। কিন্তু, তারা রক্ষা পান আর সে বন্দী হয়। এদিকে পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান পরিবার মদিনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তার অধিবাসীরা তাকে মেনে নেয়। এদিন তিনি ফজরের নামাজে ইমামীতি করেন এবং তাই সূচি ফাইরেছে। যা পরিবর্ত মাকার বিরায়নের সুস্বাভাবিক সমর্থন- তিলাওতাক করেন। আর এটা ছিল এ বছরের রজব মাসের প্রথম রাত্রি বা তারিখ।

এদিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ পরিবার মদিনাবাসীর উদ্দেশ্যে খুঁতা গ্রান্থি করেন। 1 তিনি আকাশীদের ব্যাপারে কথা বলেন এবং তাদের সমালোচনায়ে একাধিক বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি পরিবেশ মদিনাবাসীকে অবহিত করেন যে, হে শহরেই তিনি অবস্থান করেছেন সেখানকার অধিবাসী তার আনুগত্যের বায়ুতে করছে। তখন সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব পরিবেশ মদিনাবাসী সকলেই তার হাতে বায়ুতে করে।

1.এই খবরের ভাষা ইব্বনুল আহাম (৫৬৪.৫৫১ পূ.) এবং তারুকুতু-তাবারীত (৭৬৪.২০৪-২০৫ পূ.)-এ বিদ্যমান।
আল-বিদায়া ওয়ান্না নিহায়া (১০ম খাদ)-20
ইবন জাতির ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মালিক) এসময় মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ বায়ানাতের সমক্ষে ফাতুওয়া প্রদান করেন। তাকে বলা হয়ে, আমাদের কাছে তা মানসুরের বায়ানাতের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা তা বাধা ছিল যা বাধ্যতাতের কোন বায়ানাতে নেই। তখন ইমাম মালিকের সিদ্ধাংসে লোকজন তার কাছে বায়ানাত করে।

এসময় ইমাম মালিক তার গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান যখন ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফরকে তার বায়ানাতে আহান করেন। তখন তিনি তাকে বলেন, তাত্ত্বিক তা হতাহত করা হবে। তখন কোন কোন লোক তার বায়ানাত থেকে নিঃসৃত তথ্য এবং তবে তাদের অধিকাংশ তার সমর্থনে অবিচল থাকে। এসময় মুহাম্মদ, উদ্দীয়ম ইবন মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবনুল যুদ্ধার কাজে পবিত্র মদিনায় নাম্বার বা প্রশাসক নিয়োগ করেন।

আর আবদুল্লাহ আহমদ ইবন মুসালিম ইবন আবদুল্লাহ আল-মাহফুজকে বিচারকরের দায়িত্ব, উদ্দীয়ম ইবন আবদুল্লাহ। ইবন উমর ইবনুল খাজারকে সিপাহী প্রধানের দায়িত্ব এবং আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবদুল্লাহ ইবন মসোরাই ইবন মাহরামকে ২ ভাতা প্রদানের তত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। এসময় তিনি 'আল-মাহফুজ' উপাধি গ্রহণ করেন এই প্রত্যাশায় যে তিনি হয়তো হাদিসের উল্লেখিত সেই 'মাহফুজ' কিছু তা হয়নি এবং তার এই প্রত্যাশার পূর্ব হয়নি। ইমালিহারে এই কথা নিয়ে অনেক পত্রপাঠ হয়েছে।

এদিকে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান যে রাজিতে পবিত্র মদিনায় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং সে রাজিতে জন্ম পবিত্র মদিনায় বিধান। খলিফা মানসুরের উদ্দেশ্যে রোড়া হয়েছে যায়। এই দীর্ঘপথ সে দৃশ্যগতিতে চলে সাতদিন অতিক্রম করেন। সে যখন (রাজিত) খলিফার কাছে পৌছে তখন তিনি যুমস। তখন সে দীর্ঘপথের রারিকি আর কেলাম, আমারকে খলিফার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিন। তখন দীর্ঘপথের বলে, এসময় তা ঝাগায় হয় না। তখন আগুনের বলে, এছাড়া কোন বিশ্বাস নেই। তখন দীর্ঘপথের খলিফাকে বিজয়ে অর্জিত করেন তিনি আগুনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, হতভাগা তুমি। কী সংবাদ একেবারে বল। তখন সে বলে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান পরিচিত মদিনায় প্রপাশ করেছেন।

এসময় খলিফা মানসুর এ সংবাদে কোনও উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কিনা তাকে দেখেছেন কি বল। তখন মানসুর বলেন, সে নিজেও হাতে হয়েছে এবং তার অনুসন্ধানের ও হাতে করেছে। এরপর খলিফার নিদর্শন এই ব্যক্তিকে করান করে রাখার দরকার।

এরপর এ বিষয়ে একাধিক বিন্দুরাগো সংবাদ পৌছে। তখন মানসুর ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেন এবং সাতরাজির সফরের জন্য তাকে প্রত্যেক রাজার বিনিময়ে এক হাজার দিলাম অর্থাৎ সর্বমোট সাতযাত্রার দিলাম প্রদান করেন।

এরপর খলিফা মানসুর যখন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের বিনিময়ে সর্বকে নিষিদ্ধ

1. তাবারিও ইবনুল আহমেদ উয়াসুর রয়েছে।
2. তাবারিও ইবনুল আহমেদ উয়াসুর রয়েছে।
3. এই ব্যক্তি হল উয়াসুর ইবনুল আহমেদ আল-আমিদ, আমর ইবনুল হুমায়ুন তার নাম হুসাইন ইবনু সাইর ইবনুল আহমেদ (৫ খ্র. ৫৫৩ পৃ.) আত্তা-তাবারিও (৮ খ্র. ২১৮ পৃ.)
4. তাবারিও ইবনুল আহমেদ রয়েছে, নয় হাজার দিলাম, প্রতি রাজার বিনিময়ে এক হাজার দিলাম। কেননা, পবিত্র মদিনা থেকে মানসুরের কাছে যাওয়ার পর্যন্ত সে মোট নয় রাত অতিবাহিত হয়েছিল।
হন। তখন তিনি বিচ্ছিন্ন হন। এসময় জনৈক জ্যোতিষী তাকে নির্ভর দিয়ে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন! তার পক্ষ থেকে আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। আল্লাহর কসম! সে যদি গোটা পৃথিবীর সম্ভ্রান্ত লাভ করে তবুও সে সত্ত্ব দিনের বেশী স্বাভা হতে পারবে না। তারপর মানসুর তার নেতৃত্বপ্রদী সকল উমরাদের নির্দেশ দেন জেলাখানায় গিয়ে মুহাম্মদ-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের কাছে সমবেদ হয়ে তাকে তার ছেলের বিদ্রোহের ঘটনা অবহিত করতে এবং তার প্রতিক্রিয়া শ্রবণ করতে। এরপর তারা সকলে গিয়ে যখন তাকে বিষয়টি অবহিত কর তখন তিনি বলেন, ইবনে সালামা (মানসুর) কী করবে বলে তোমারা মনে কর? তখন তারা বলে, আমরা তা জানি না। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! কৃপণতাই তোমাদের এই ব্যক্তির বরবাদ করছে। তার উচ্চ অর্থ-সম্পদ বায় করে যৌন্ত লোকদের কাজে লাগান। সে ব্যক্তি বিন্দী হয় তাহলে তার ব্যাপক অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া অতি সহজ। অন্যায়ের সরকারি কোষ্ঠগুলো তোমাদের খেলাফত কোন উপার্জন নেই। সে যা সংবাদ করেছে তা এখনে জানা সহজ। তখন একসকল উমরার খেলাফত কাছে ফিরে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। এসময় কেউ কেউ খেলাফতের তার (মুহাম্মদের) বিকৃত যুদ্ধের পরামর্শ দেয়। তখন তিনি ইসলাম ইবনে মুসা থেকে তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তারপর বলেন, তার বিকৃত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমি তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করব। এসময় তিনি তার বরাবর লিখেন-

আমীরুল মুমিনীন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ প্রতি-

শেখের জ্যোতির পিঠে ভূজন্ম দিয়া পিপিং রহিম।

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিকৃত যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধার্মিক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথচ কুলবিদ্ধ করা হবে অথচ বিপরীত দিক থেকে তাদের হত এবং পা কেটে ফেলা হবে অথচ তাদেরকে দেশ থেকে নিঃসরিত করা হবে।

দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাম্ভো হয়েছে। তবে তোমার আয়ত্তাধিকারী আসার পূর্বে যারা তাকে করতে তাদের জন্য নয়। কারণ জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা মাইদা : ৩৩-৩৪)। এরপর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার আনুগত্য প্রত্যাবর্তন কর তাহলে তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর নিঃসরিত অসারি ও প্রতিস্ফূত্তিত এবং তার মিশ্র ও তার রাসূলের মিশ্র। আর আমি তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদেরকে জীবনের নিরপেক্ষ প্রাণ করব, তোমাকে দুষ লক্ষ দিব্যায় প্রাণ করব। তোমার প্রিয়তম তোর কিছু সবাস করার অবধি স্বাধীনতা দান করব, তোমার সকল প্রয়োজনীয় পূর্ণ করব। এভাবে তিনি এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তার পত্রের জবাবে লিখেন-

আল্লাহর বাণী মাহদী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের পক্ষ থেকে

ল্যাবান রহমান রহিম— তস্মা তা কায় উদ্বেগ হন।

তা সন্তুষ্ট আমি! এই তাজেন্দা সুপারিশ করায়। আমি তোমার নিকট মুসা ও ফিরাওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিখ্যাত করছি, মুমিন সম্প্রদায়ের উদেশ্যে।

ফিরাওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথ্যকার অধিবাসীবৃদ্ধকে বিত্ত শেষীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শিষ্ণীকে সে দীনিল করেছিল। তাদের চেলগণকে সে হত্যা করে এবং নারিগণকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

তাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুমোদন করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের কর্তৃত্বাধিকারী করতে (সূরা কাসাস : ৪-১-৫)।

তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের এরূপ নিরাপত্তা প্রদান করছি এরূপ নিরাপত্তা তুমি আমাকে প্রদান করেছ। আর আমি এ বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অধিক হক্কদার। আমাদের মাধ্যমেই তোমার তা লাভ করেছ। কেননা, আল্লাই ছিলেন ওয়াসিউল ইমাম। কাজেই তার সন্তানগণ জীবিত থাকতে তোমার কিছুই তার কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হবে। আর আমার হলম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশের সত্তার। আমাদের নানা হলম আলাহার রাসূল। যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানব। আর আমার হলম খাদিজা (রা) যিনি তার শ্রেষ্ঠতম স্ত্রী, আমাদের আমার ফাতিমা হলম তাদের সবচেয়ে আদরের কন্যা। আর আহমিদ হলম আলাহর পরদাদ। ত্রিপ আবদুল মুসলিম হলম হাসানের পরদাদ দাদ। আর তিনি ও তার ভাই হলম আলাহার ভাই উদ্ভিদের সদর।

আলাহার রাসূল হলম আমার নানা। আর আমি হলম বনু হাশিমের মধ্যমে, পিতার বিচারে সরচষে খাটি আমার মাঝে অনার রক্ষা রক্ষা কোন মিছ্রণ নেই এবং দাসী বাসীরের কোন অপ্রম নেই। আমি হলম জালালুত সরবল্ল মর্যাদার অধিকারী এবং জাহাবারে লমত্তম শাস্ত্রিচুল্লা ব্যাখ্যাতের অধীন। কাজেই আমি তোমার চেয়ে এ বিষয়ের অধিক হক্কদার এবং তোমার চেয়ে অষ্টীকার রক্ষায় অধিক উপযুক্ত এবং অধিক বিশ্বস্ত। কেননা, তুমি অষ্টীকার প্রদান করে তা ভঙ্গ কর, রক্ষা কর না। যেমন তুমি ইবন হুয়ায়য়ার সাথে করছ। কেননা, তুমি তার প্রথম প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তারপর তাকে দেখা দিয়েছ। আর দেখাকাজ শাসক হল কর্তৃত্বম শাসক উপযুক্ত। ত্রিপ তুমি তোমার চাচা আবদুলাহ ইবন আলাহর সাথে এবং আবু মুসলিম খুসালাকরের সাথে একই আচরণ করেছ। আমি যদি বিশ্বাস করতাম যে তুমি তাতে বলছ তাহলে তোমার আহবান সাড়া দিতাম।

ফিক্ত, তোমার নায় বান্ধবের পক্ষ থেকে আমার নায় বান্ধব অনুকূলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সমূদূর পরহ্তাত। সালাম রইল।

তখন খলিফা মানসুর এক দীর্ঘতম এর জবাব দিয়ে পাঠান যার সারাংশ হল- পরকথা হল- আমি তোমার এই পত্র পাঠ করেছি। তাতে দেখালাম তোমার অধিকাংশ বড়ই রয়েছে যা দ্বারা তুমি রূপকৃষ্ণ ও ইতর শ্রীলং লোকজনকে বিহারিত করেছ। ফিক্ত, আলাহাহ মাদ্রাসার পিতৃসম্পর্কের মর্যাদা দেননি। আর আলাহাহ তা'আলা নাযিল করেছেন- ওয়ানার ঐসার'তের, তোমার নিকট আলায়বর্ণকে সতর্ক করে দাও (সূরা সুস্পর্শ : ২১৪)। এসময় তার চারজন চাচা ছিল। এসময় দু'জন তার আহবানে সাড়া দেন যাদের একজন হলম আমাদের পরদাদা আর দু'জন অধিকারী করে। তাদের একজন হলম তোমার পরদাদা (অর্থাৎ আবু তালিব)।

তখন আলাহাহ তার থেকে তাদের অভিভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা দায়িত্ব করেছেন। আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে আলাহাহ তা'আলা নাযিল করেন।

ফিক্ত লাল মাছিনা হ্যাতা খ্রিস্টিয়ান এবং আল্লাহ যেই হিসাবে প্রেরীত।

“তুমি যেকে ভালবাস ইহা করলেই তা সপ্তম থেকে আনাতে পারবে না। তবে আলাহাহই যাকে ইহা সম্পাদিতে আনন্দ এবং তিনিই ভাল জানেন সম্পথ অনুসরীদের (সূরা কাসাস : ৫৬)।”

১. ওয়াসিউল ইমাম ইবাদের ঋষি, এখানে অধিক হল যার অনুপলব্ধ অসিনত হয়েছে।
তুমি তাকে নিয়ে গর্ব করেছ যে, তিনি জাহানারামে লম্বতম শান্তিরাপ্ত ব্যক্তি। অথচ মনের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর কোন মুমিনের জন্য জাহানারামবাসীকে নিয়ে গর্ব করা যেতো পাওয়া না। তুমি আরও বড়ই করেছ যে হামিদ হলেন আলীর পরিদাস এবং আবদুল মুলিলাব হলেন হাসানের পরিদাস। অথচ আল্লাহর রাসূল তার পিতা হলেন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুলিলাব।

আর তোমার এক্ষণে যে কোন দাসী বাবু তোমাকে জন্ম দেয়নি। তাহলে দেখ, আল্লাহর রাসূলের চেলে ইবরাহীম মারিয়া কবিতায় গর্ভজাত। অথচ তিনি তোমার চেয়ে উজ্জ্বল। তৃত্র আল্লাহ ইবন ছসাইন তিনিও উম্ম ওয়ালাদের গর্ভজাত। আর তিনিও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তৃত্র তার চেলে মুহাম্মদ ইবন আলী এবং মুহাম্মদের চেলে জাফর এদের নাদিগণ সব উম্ম ওয়ালাদ। আর এরা দু'জন তোমার চেয়ে উজ্জ্বল। আর তোমার দাসী আল্লাহর রাসূলের সন্তানগণ- এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন 4: "মুহাম্মদ তোমাদের মাঝে কোন পূর্বের পিতা নন (সূরা আহগার: 40)।"

যে সুন্নাহ এর ব্যাপারে মুসলমানদের কারও দিনে নয় তা হল, নানি, মামা এবং কালার উত্তরাধিকার লাভ করা যায় না। হাদিসের ভাষা দ্বারা হযরত ফাতিমা আল্লাহর রাসূলের কোন মীরাজ পান নি। আর আল্লাহর রাসূল (সা) যখন ইনিতকাল করেন তখন তোমার দাদা সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাকে নামায়ে ইমামতির নিয়ে দেননি বলে তাকে বিদিয়েছেন। এরপর তিনি যখন ওয়ালা লাভ করেন, তখন কেউ আবু বকর উমারের সমক্ষে কাউকে গণ্য করেনি। তারপর কিন্তু বিদায়ের ফরে লোকেরা তার চেয়ে হযরত উমারকে অস্বীকার করেন। এরপর উমার যখন শহীদ হন, তখন কেউ কেউ তাকে অহিয়ুক করে এবং এ কারণে হযরত তালহা ও যুবার তার বিদ্রুপে লড়াই করেন। এছাড়া প্রথমে সাদ এবং পরে মুআবিয়া তার ব্যাপারে এগিয়ে তাকে বিনিয়োগ করেন এবং তার কারণে অবজ্ঞায় করেন।

তারপর তাকে যে ব্যাপারে সমিতিতে উপস্থিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে তা পূর্ণ করেননি। এরপর এই কর্ত্ত্ব যখন হযরত হাসানের কাছে স্নাতান্তিত হয়, তখন তিনি তুচ্ছ প্রাপ্তির বিবিষীয় যা বিসর্জন দেন। এসময় তিনি হিজ্ড়া অবস্থান করে অনৈতিকভাবে অখ্যাতির করে ধরনে এবং মুসলমানদের শাসন কর্ত্ত্ব অপরাধ সমর্পণ করেন। আর নিজের সমর্থক ও অনুরাগীর মুআবিয়া ও বনু উমারার হাতে নাস্ত করেন। যদি এই শাসন কর্ত্ত্ব তোমাদের হয়ে তাহলে ইতিপূর্বেই তোমরা তাতে তাকে হযরত ও তুচ্ছ মূলের বিসর্জন দিয়েছ। তারপর তোমার চাচা ছসাইন ইবন মারজানার (ইমাল্লাহ) বিকৃত্তে বিদ্রোহ করে, তখন অধিকাংশ লোক ইবন মারজানার সাথে তার বিকৃত্তে অবস্থান গ্রহণ করে এমনকি তারা তাকে হযরত করে তার করতি মরক্ত তার কাছে উপস্থিত করে। এরপর তোমার যখন বনু উমায়ার বিকৃত্তে বিদ্রোহ করে, তখন তারা তোমাদেরকে হযরত করে, সুরক্ষিত করে এবং আওতে পুড়িয়ে হযরত করে। এমনকি তোমাদের পরিবারের নারীদেরকেও উপরচাহিদী করে মুহাম্মদিনির নায় শামে উপস্থিত করে। অধ্যায়ে আমারা তাদের বিকৃত্তে বিদ্রোহ করি, তখন আমারা তোমাদের জন্য প্রতিরোধ গ্রহণ করি, তোমাদের রক্তের বলদা নই এবং তাদের ভুগো ও বাড়িগুলোর উত্তরসূরী তোমাদেরকে বানাই এবং তোমাদের পূর্বসূরীদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করি। এখন তুমি তাকেই আমাদের বিকৃত্তে প্রমাণরূপে উপস্থিত করেছ। তুমি ধারণা করেছ যে হামিদ, আব্বাস ও জাফরের উপর তার এই শ্রেষ্ঠত্বের
কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু তুমি যেমন দাবী করেছ বিষয়টি তেমন নয়। কেননা, ফিতনার শিকার হওয়ার পর্যন্ত এই দুনিয়া থেকে গত হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে নিঃপত্তে প্রস্থান করেছেন, ফলে দুনিয়া তাদের কোন ক্ষেত্রে আমল হ্রাস করতে পারেনি। এভাবে তারা তাদের সকল পৃথিবীর পরিপূর্ণ বিনিময় অর্জন করে নিয়েছেন। কিন্তু তোমার দাদা পরিশ্রম সম্পূর্ণ হয়নি। বন্দু উমায়া তাকে এমনভাবে লানত করত, যেমন লানত করা হয় কাফিরদের ফরম নামায়। এরপর আমার তার আলাচনাকে প্রাণবন্ধ করি, তার ওপর শ্রোত্রের কথা উল্লেখ করি এবং বন্দু উমায়া তার যে মানহানি করেছিল, তার প্রতিবাদ করি। আর তুমি তো জান, হাজিরের পানি পান করানো এবং যমমের তত্ত্বাবধান ছিল জাহিলিয়াতে আমাদের মর্যাদার প্রতীক। আর পরবর্তীকালেও আলাহুর রাসূল আমাদের অনুকূলেই তার ফায়সালা করেন। উমারের খিলাফতকালে যখন অনাবৃদ্ধ দেখা দেয় তখন তিনি আমাদের দাদা আব্বাসের নেতাই দিয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্তবয়স্ক করেন এবং তার মাধ্যম বানিয়ে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেন, তখন তোমার পিতা হীরাকে সখের উপাসিত। আর তুমি এত জন্য যে আলাহুর রাসূলের ওফারে পর আব্বাস বাহীত আব্বুদুল মুহাম্মদের আর কোন ছেলে জীবিত ছিল না। কারণই, হাজিরের পান করানার তিনিই কর্তৃত্বধর্মী এবং আলাহুর নবীর উত্তরাধিকারী এবং খিলাফত তার সমানদানের জন্য নির্ধারিত। কেননা, জাহিলিয়াতের এবং ইসলামের এমন কোন মর্যাদা নেই আব্বাস যার উত্তরসূরী ও পূর্বসূরী নন। এভাবে তিনি এক সুদীর্ঘ পত্র রচনা করেন যাতে হয়েছে বিবেক, বিদ্যমান ও যুক্তিসন্ত। ইবনে জারির তার পূর্ব ভাষা সংরক্ষণ ও উল্লেখ করেছেন। আলাহুর পবিত্র তিনি সর্বীমূলক জানেন।

মুহাম্মদ ইবন আব্বুদুল্লাহ ইবন হাসানের হত্যাকাণ্ড

এদিকে মুহাম্মদ ইবন আব্বুদুল্লাহ ইবন হাসান তার বায়াত এবং খিলাফতের দিকে আহ্বান করে শামবাসীদের কাছে দূত প্রেরণ করেন। তখন তারা তা গ্রহণ করেছিল সক্ষম হয়ে। এমন রূপে তাদের শহরের স্বাতন্ত্র্য ও উত্তরসূরীদের অকৃতি করতে তৎপর ছিল। তখন তাদের কেউ কেউ তার আহ্বানে নাইত দেয় আর কেউ বিরত থাকে। আর জন্য ব্যাপ্তি তাকে বলে কিভাবে আমি অপমার হাতে বায়াত করব, অথচ আপনি একে নেয়। আর তাদের মাধ্যম হীরাকে আহ্বান করেছেন যেখানে লোক নিয়ে উঠেন। এমন এই নেতাদের কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবন আব্বুদুল্লাহ নিয়ম হয় হওয়ার পূর্বে নিজ গৃহে অবস্থান করে।

এরপর মুহাম্মদ সন্ত্রাজন পদাতিক ও দাসজন অধ্যাপী যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়ে হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদকে পবিত্র মক্কার প্রথাস্ক নিয়ে করেন পাঠান, এই আশায় যে সে তা জয় করবেন। তখন এই বাহিনীর পবিত্র মক্কাতে রক্ষা হবে যায়। এরপর পবিত্র মক্কাবাসী যখন তাদের আগমনের সন্ধান জানতে পারে তখন তাদের কয়েক হাজার যোদ্ধাতাদের মুকাবিলায় অঞ্চল হয়।

মুহাম্মদ ইবন হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদকে বলেন, কিন্তু এই ভিত্তিতে তোমারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথচ আর জাফর ইতিমধ্যেই মুহাম্মদের হয়। তখন পবিত্র মক্কা-বাসীদের নেতা আস-সারীর ইবনে আব্বুদুল্লাহ বলে প্রতি চার্দিন অন্তর তার ভূতকৃতে আছে কাছে পৌছে। ইতিমধ্যেই আমি তার বরাবর পর প্রেরণ করেছি, চার্দিন পর্যন্ত আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করব। যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহলে আমি তোমাদের হাতে শহরের কর্তৃক অর্পন করব। আর (এ চার্দিন) তোমাদের পদাতিক ও অধ্যাপী বাহিনীর রসদ যোগান দেওয়ার
দর্শন আমার। কিন্তু হাসান ইবন মুহাম্মাদ আপনাকে করতে সম্ভব হয় না। সে শপথ করে বলে সে পরিবর্তে মক্কায় রাখিয়া করবে। অন্যথায় হৃদয় করে মরে যাবে। সে তখন সায়েরের কাছে এই বলে দূত পাঠায়, হারাম এলাকা ছড়ি বেরিয়ে এম যাতে সেখানে রুপকথা না হয়। কিন্তু সে বের হয় না। তখন হাসান ইবন মুহাম্মাদ আপনার বাহিনী তারের দিকে আগ্রহ হয় এবং তাদের মুহূর্ত হয় সাতর্কভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর তারা তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক্যোগে আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। এসময় তারা তাদের সাত্তালকে হত্যা করে এবং পরিত মক্কায় প্রবেশ করে। পরদিন সকালে হাসান ইবন মুহাম্মাদ লোকদের উদ্দেশ্যে চুরুর প্রাণ করে এবং তাদেরকে আবু সাফিয়ার বিশ্বাসে উত্তরাধিকার করে এবং তাদেরকে মুহammad ইবন আবদullah ইবন হাসান আল-মাহদীর যাত্রায়ের দিকে আহ্বান করে।

ইবরাহীম ইবন আবুদলরাহ ইবন হাসানের বিবরণ

এই একই সময়ে ইবরাহীম ইবন আবুদলরাহ ইবন হাসান বসরায় আত্মপ্রকাশ করেন। তার অন্যতম তার মুহাম্মাদের কাছে রাজকালে এসে উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে দূতের সাক্ষাৎের অনুযায়ী তাই তারা হয়। এসময় তিনি মার্ওয়ানের গৃহের অবস্থানের জন্য লিখেছেন। তার প্রাণ যখন শেষ হয়, তখন তিনি বলেন, ইবন ইবন। হে রহমান, কন্যাগন নিয়ে আগত আশাবক বাহিত আমি পাই ও দিনের সকল অগভুক্তের অন্তিত থেকে আপনার অশ্রু গ্রহণ করছি। তাঁদের প্রেরণা বের হয় যান এবং তার সমর্থকদের নিজাবাহি সম্পর্কে অবহিত করে। তখন তারা একে সুসংবাদপ্রাপ্ত গ্রহণ করে অত্যন্ত খুশী হয়। তিনি এসময় ফজর ও মার্পিয়ার নামারের পর লেখায় লিখিত তোমারা তোমাদের সবরাবলীর ভাবনার জন্য দু'আ কর এবং পরিত মক্কায় অবস্থান হসাইতে ইবন মুহাম্মাদের জন্য দু'আ কর এবং তোমাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে বিয়োগ করে।

আর এই বিবরণের বিরুদ্ধে খলিফা মানসুর যে পদকেপ প্রায় করা মহল, তিনি দশ হজরের নির্ভর বীর ও আলাউয়ারাই নেতৃত্ব প্রদান করে। সমাজ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্বলাহর বিরুদ্ধে প্ররোচক করেন। এদের অন্যতম হল, মুহাম্মাদ ইবন আবুল আব্বাস আদ-সফাফাহ জাফর ইবন হানায়াল আল-বুর্বর্নে, হমামদ ইবন কাহতাহার। এই মহাকাব্যের কাছে খলিফা মানসুর মুহাম্মদ ইবন আব্বলাহর ব্যাপারে পরামর্শ চান। সে বলে, হে আল্লামা মুর্তীমান! আপনার অস্থায়ী মানুষের মধ্যে থেকে যাদেরকে ইসলামে নিয়ে নিন, তাই তাদেরকে যাদেরকে পরিণত করে। তারা তাদেরকে শামের খারাব ও রসন থেকে বসতি রাখে। তাহলে যে কে তার সঙ্গী খাসার মূর্ত মৃত্যুতে পরিণত হবে। কিন্তু, সে এসময় এক শহরে অবস্থান করেছে সকল অর্থ, লোকলয় এবং মুক্ত বাহন ও অষ্টাধিরা কইছুই নেই। একদিন সে খলিফার সামনে কূত্তানির ইবন হালিফের প্রেরণা করে। আর মানসুর ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবন কাকালে বলেন, হে ইসলাম আমি তোমাকে আমার এই নির্দেশ দিচ্ছি - যদি তুমি ই ব্যক্তিকে আওতা পাও তাহলে তুমি ততক্ষণ যাচাই কর। আর লোকদের মাঝে নিরাপতার মোকাবিলা প্রদান করো। আর যদি সে অপরাধপূর্ণ করে তাহলে তাদেরকে তার জীবনের যতক্ষণ না তারা তাকে তোমাকে কাছে উপস্থিত করে। কিন্তু, তার গমনশূল সম্পর্কে তারাই অধিক অবগত। এছাড়া খলিফা মানসুর এসময় তার সাথে পরিত মদিনাবাসী নেতৃত্বহীন কুরায়ান ও আনুসারণের বর্তমান একাডেমিক পর্দা।
লিথে পাঠান যাতে তিনিই তাদেরকে তার আনুগত্যে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান এবং তিনি ইসাকে নির্দেশ প্রদান করেন, পরেও তাদের কাছে গোপনে পৌছে দিতে। এরপর ইসা ইবুন মূসা যখন পবিত্র মদনার নিকটবর্তী হন, তখন তিনি জনক বায়ত্রির মাধ্যমে পরগণা প্রেরণ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ ইবুন হাসানের প্রাশ্রীরা তাকে ধরে ফেলে এবং তার সাথে সেই পরগণা পায়। তখন তারা সেই পরগণা মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ হাসানের হাতে দেয়। এরপর তিনি এদের একটি দলকে উপস্থিত করে শাশ্তি প্রদান করেন। বেদম প্রহর করেন তিনি তাদেরকে তাত্ত্বিক শুধুমাত্র আবদ্ধ করে জেলখানায় বন্দী করে রাখেন। তারপর মুহাম্মদ তার সহীদের পরামর্শ চান- ইসা ইবুন মূসা আসরহ হয়ে তাদেরকে অবরোধ করা পর্যন্ত তারা কি পবিত্র মদনার অবস্থান করেন, নাকি তিনি তার সহীদের নিয়ে অপরাধ হয়ে ইসাকের বিকৃত লভ্য করবেন। তখন তাদের কেউ পরামর্শ দেয় পবিত্র মদনায় অবস্থানের পক্ষে কেউ বা পরামর্শ দেয় অপরাধ হয়ে আক্রমণের। পরিশেষে পবিত্র মদনায় অবস্থানের ব্যাপারে সকলের একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, উদ্দেশ্য দিন রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মদনা চেড়ে বেরিয়েআসায় অনুমতি হয়েছিল। এরপর সকলে একত্র হন পবিত্র মদনার চারপাশে পরিবহন যখন ব্যাপারে বেনমানি করেছিল রাসূলুল্লাহ (সা)। আবুদ্রাহ ইবুন দিন। তখন মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ একক পরামর্শ ইতিবাচক সাধ্য দেন এবং আবুদ্রাহ রাসূলের অনুরোধে নিজ হাতে সকলে সাথে পরিহার খনন অণ্ডা। একমাত্র দায়িত্ব দাবা। সন্নদ্ধ সময়ের পরিধারা একটি পাশাপাশি বেরিয়েআসে। তখন সকলে তাদের খুবশ আবার আবার বলে উঠে এবং মুহাম্মদকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে। মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ এদিনে উপস্থিত ছিলেন। তার পরে ছিল একটি সাদা আকাশের যার মধ্যে ফিতা দিয়ে বাধা। তিনি ছিল বিশালদেহী ইসহাকের পবিত্র বলেন লালভ ফর্স এবং বিশাল মন্তকের অধিকারী। ইসা ইবুন মূসা যখন আওয়ামে অবস্থান ঘটান এবং পবিত্র মদনার নিকটবর্তী হন তখন মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ মিথিকে আবর্তন করে লোকদের উদ্দেশ্য বৃষ্টি প্রদান করেন এবং তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। তার পরে ছিল একজন মহান একক- এরকম তিনি তাদেরকে যা বলেন তার মাঝে একটি বলেন বলেন, তোমারা আমরা বায়ুর যুদ্ধক্ষেত্রে দায়মুক্ত। তোমাদের মধ্যে যে তাদের বহাল থাকতে চায় সে তাদের বহাল থাকবে আর যে তা বর্ণন করতে চায় সে তা বর্ণন করবে। তার একটি শোনার পর গ্রামের অনেকে অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে তাদের প্রতিষ্ঠান চলে যায় এবং অধিকাংশ কে লকই তাদের সাথে আবন্ধিত হচ্ছে। অধিকাংশ পবিত্র মদনাবাসী তাদের সম্পর্কের জন্য পরিসমাপ্তি করে পবিত্র মদনা থেকে বেরিয়ে যান যাকে তাদেরকে সেখানে লভ্য প্রতিষ্ঠায় করে না হয়। এরকম তিনি বিভিন্ন পাহাড়ের পাদদেশ ও চূড়ায় আশ্রয় ঘটান। এরকম মুহাম্মদ ইবুন আবুদ্রাহ তাদেরকে পবিত্র মদনা ত্যাগে বিবেচনা করার জন্য আবদ্রাহ প্রস্তুত করাই। কিন্তু তার পক্ষে তাদের অধিকাংশকে নিঃস্ব করা সম্ভব হয়নি। তার তাদের পবিত্র মদনা ত্যাগ অব্যাহত থাকে। তখন মুহাম্মদ এক ব্যক্তিকে বলেন, তার কি একটি তরবারি এবং তার নিয়ে যায়। পবিত্র মদনা ত্যাগ করতে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তখন সে বায়ত্রি উত্তর দেয়, হী পারব। যদি আপনি আমাকে এমন একটি বলা দেন যা দ্বারা আমি তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশে থাকে। অবস্থায় আঘাত করতে পারি এবং এমন একটি তরবারি দেন যা দ্বারা আমি তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশ থাকা। অবস্থায় আঘাত করতে
পারি। একথা শুনে মুহাম্মদ নির্বাক হয়ে যান। তারপর আমাকে বলেন, দুর্ভাগ্য তোমার! শামসুলাই ইরাকবাজী এবং খুসানবাজী আমার এন্দুগু মনে নিয়ে কাল পাগল খুলে সাদা পাগল পরিধান করেছে। তখন তিনি বলেন, দুনিয়া যদিও শরমাশনের নায়ক হয় তাহলে তা আমার কােজে আসবে। আর এই যে ঈসা ইবন মুসা আওয়াসে অবতরণ করুন। এরপর ঈসা ইবন মুসা তার বাহিনী নিয়ে আত্মসহ হয়ে পবিত্র মনিনার উপকরণে এক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে। তখন তার পথপ্রদর্শক সমরবিহ ঈরানুল আসম তাকে বলে আমি আশ্চর্য করছি আপনারা যখন তাদেরকে পরাজিত করবেন, তখন আদ্ভুতী দল তাদের নাগাল পাওয়ার পূর্বেই তারা তাদের সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। এরপর সে ঈসা ইবন মুসা তাকে নিয়ে পবিত্র মনিনার চার মাইল দূরে অবস্থিত সুলামান ঈরানুল মালিকের সিকায়া আল-জাফার গমন করে। আর এটা ছিল একবর্ষের রমমান মাসের বার তারিখ শনিবার সকালে। আর এসময় সে এই অবস্থার কারণ উল্লেখ করে বলল, পদাতিক যোদ্ধা পলায়নকালে দুই বা তিন মাইলের অধিক দূরত্ব অতিক্রম করার পূর্বে অশ্রুভেদী তাদের নাগাল পেয়ে যায়।

এদিকে ঈসা ইবন মুসা পাশচ অশ্রুভেদীর কারণ করতে প্রেরণ করেন এবং তারা এসে পবিত্র মনিনার পথে বায়াআতুর রিয়ায়নের বৃক্ষের নিকট অবতরণ করে। এসময় তিনি তাদেরকে বলেন, এই বাজ যদি পলায়ন করতে চায় তাহলে সে পবিত্র মনিনারে আশ্রয় গ্রহণ করবে। কাজেই, তেমনি তাকে সে পথ থেকে বাধা দিবে। এরপর ঈসা ইবন মুসা, মুহাম্মদ ইবন আবদুলাহ ঈরানুল আসমের কাছে দুই পাল্ট তাকে আমীরুল মুমিনীন মাসুরের আদর্শের আহ্বান জানিয়ে। তিনি তাকে দৃঢ় মনফাত জানান যে তার এই আহ্বানে সরাই দিলে কঠিনী তাকে এবং তার স্বপ্ন পরিজন সকলকে পূর্বে নিরাপদ প্রদান করবেন। কিন্তু এর জবাবে মুহাম্মদ দু'তেক বলেন, দুই হত্যা না করার রীতি যদি না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তেমনি হত্যা করতাম। এরপর মুহাম্মদ ইবন আবদুলাহ ঈসা ইবন মুসার কাছে এই মন্থ বার্তা প্রেরণ করেন, আমি তেমনি কিতাবুলাহ ও সুন্নাহ দিকে আহ্বান করছি। কাজেই, তুমি সতর্ক হও, আমি যদি তেমনি হত্যা করি তাহলে তুমি হবে নিকৃষ্টতম নিহত। আর তুমি যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে তুমি হবে আরাহ ও রাসুলের দিকের আহ্বানকে হত্যাকারী। এরপর তিনিটি পর্যন্ত তাদের উভয়ের মাঝে দুই বিনিময় চলাচলে থাকে এবং তারা একে অপরকে নিজেদের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। আর এই ঈসা ইবন মুসা এই তিন দিনের প্রতিদিন সালা' পাহাড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে যোগ্য করেন, হে পবিত্র মনিনাবাজী তেমনির রক্ষাপত্ত আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়। কাজেই যে আমাদের কাছে এসে আমার বারাত আল্লাহ নিয়ে সে নিরাপদ। তেমনির মধ্যে যে পবিত্র মনিনার থেকে বেরিয়ে যাবে সেও নিরাপদ। যে তার নিজগৃহে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ। যে তার অশ্রু সমর্পন করবে সেও নিরাপদ। তেমনির বিচরণ লড়াইয়ে আমাদের কোন ইচ্ছা নেই। আমরা শুধু মুহাম্মদকে চাই। তাকে আমরা কর্ণহার কাছে নিয়ে যাব। তখন (উপরিতরা) মনিনাবাজী তাকে পলায়ন করতে শুরু করে, তার মাঝের সময়ের কুটিল করতে থাকে এবং কর্ম কথা বলতে থাকে এবং তাকে বিশ্বাসে সত্যির্পন করতে থাকে। এসময় তারা তাকে বলে, ইনি হলেন আরাহর রাসুলের দৌহিত্র, আমাদের সাথে রয়েছেন, আর আমারও তার সাথে রয়েছি। আমরা তার পক্ষে লড়াই করব।
তাদের সময় তৃতীয় দিন হয়, তখন ঈসা ইবনে মুসা এমন অক্ষ-শক্ত সজিত অষ্ঠারোহী ও পার্থিক সৈন্য নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হন যে, পূর্বে এমনটি কেউ দেখেছিনি। তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি মুহাম্মাদ আমাকে নিদর্শ দিয়েছেন তোমাকে তার আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার পূর্বে তোমার বিরক্তি লড়াই না করতে। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি তোমাকে নিরাপত্তা দিবেন, তোমার ধন-সম্পত্তি ও ভূমিসম্পত্তি দান করবেন। আর যদি তুমি অবিকার কর তাহলে আমি তোমার বিরক্তি লড়াই করব। কেননা, ইতিমধ্যে আমি তোমাকে একাধিকবার তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, তোমাদের জন্য আমাদের কাছে লড়াই ছাড়া এর কোন জন্ব নেই। তখন উভয় দলের মাঝে যুদ্ধের সূচনা হয়। ঈসা ইবনে মুসা সৈন্য সংখ্যা ছিল নারী হয়ে জাহাজের অধিক, এদের অবস্থার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল উমমাদ ইবনে কাহাবাবা দক্ষিণ বাহর নেতৃত্বে ছিল মুহাম্মাদ ইবনে সাফ্ফাহ, উত্তর বাহর না যাতায়ত নেতৃত্বে ছিল দাউদ ইবনে কারারার, আর পশ্চিম পার্শ্বের নেতৃত্বে ছিল হায়তাম ইবনে শুবা। তাদের ছিল অভিতর্পণ সময়সজ্জা। ঈসা ইবনে মুসা তার সহযোগীদের সকল করে আক্রমণ করে বিনাক্ষেপে বিজয় করেন। আর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বড় যোদ্ধাদের কয়েকশত। এরপর উভয় বাহিনী পশ্চিম সংখ্যে লিপ্ত হয়। এসময় মুহাম্মাদ তার বাহর থেকে নেমে যুদ্ধে আসতে হন। বর্তমান আছে তিনি একাই ঈসা ইবনে মুসা বাহিনীর সর্বক্ষণ বীর যোদ্ধাকে হত্যা করেন। এদিকে ইরাকী কোজ তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের একদল যোদ্ধাকে হত্যা করেন। তারা এদের খননী পরিকাঠা অতিক্রম করে আক্রমণ করে যাতে এরা কয়েকটি প্রবেশ ঘাও নির্দেশ করেছিল। বর্তমান আছে ইরাকীরা তাদের উর্তের হাওতা দিয়ে পরিবর্তন ভূমি পূর্ণ করে সে স্থান অতিক্রম করে। অস্থায় এ হতে পারে যে তারা একস্থানে এরপর এবং অন্যস্থানে স্থানাভাব হয়। ছাদ ছাড়াই অধিক জানান।

এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে এমনকি আসরের নামায় পড়া হয়। এরপর মুহাম্মাদ ও তার সহযোগী যখন আসরের নামায় পড়েন, তখন তারা সালা'পাহাঁরের উপত্যকার প্রবাহের স্থান প্রাপ্ত হয়। এরপর তিনি তার তবারির খান ক্ষেত্রে ফেলেন এবং তার যোদ্ধাকে হত্যা করেন। আর তার অনুকরণে তার সহযোগিতাও তা করে এবং নিজেদেরকে লড়াইয়ের জন্য দায়িত্বিভাগ করে তোলেন। এরপর প্রায় চৌদাঁশ লড়াই শুরু হয় এবং ইরাকী কোঝ বিজয় লাভ করে। তখন তারা সালা'পাহাঁরের চূড়ান্ত কাল্পনিক উত্তেজনা করে। এরপর তারা পরিত্র মনীনর নিকটবর্তী হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে মসজিদে নীলবীর উপর কাল্পনিক উত্তেজনা করে। মুহাম্মাদের সহযোগী যখন এই অস্থায় প্রতিক্ষা করে, তখন তারা ঘোষণা করে পরিত্র মনীনর আমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং পলায়ন করে। আর মুহাম্মাদ সামাজিক সহযোগি নিয়ে লড়াই থাকেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংস্করণ হয়ে পড়েন। এসময় তারা হাতে ছিল একটি ধারণ ও মসূল তবারি যা দিয়ে তিনি তার দিকে অংশগ্রহণ প্রত্যুত্তরকে আহ্বান করেছিলেন। যেই তার সামনে দাড়ায় তাকেই তিনি চিরনিয়ম শারীরিক হত্যা করেন। বর্তমান এদিন তারা হাতে ছিল যুলফিকার।

1. হরফত আলী ইবনে আবু তালিবের তবারির নাম।
বিশ্বদেশ সমবেত যোগাযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন এক ব্যক্তি অগ্রসর হয় তার ভানিকের কাপড়ের নিচে তরবারি দিয়ে আঘাত করে, তখন তিনি হঠাৎ গেছে বসে পড়েন এবং আঘাতকে করা অবস্থায় বলতে থাকেন, তোমাদের মুখগর্তে! তোমাদের আঘাতে তোমাদের নিষেধ করা অজ কম বিকর্ষণ। তার এসময় হুমায়দ ইব্রাহীম কাহতে অনুদেশক তাকে হত। করতে নিষেধ করে। তখন সকলে পিছিয়ে আসে। এই ফাক্যে হুমায়দ নিজে অগ্রসর হয় তরবারির আঘাতে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে এরপর তা নিয়ে এসে ঈসা ইব্রাহীম মূসার সামনে উপস্থিত করে। তার ইতিপূর্বে হুমায়দ শপথ করেছিল যে তাকে দেখামাত্র সে তাকে হত করবে। ঘটনাক্রমে আহত অবস্থায় সে তানে সাক্ষাৎ পায়। যদি সে অজ্ঞতা অবস্থায় তার সাক্ষাৎ পেত তাহলে হুমায়দ কিবা অন্য কারো পক্ষেও তাকে হতা করা সম্ভব হত না।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবুলসাহ ইব্রাহীম হাসানের এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় আহজারোম যায় নামক স্থানে এক পয়তালি হিজরীর রমযান মাসের চৌদ্দ তারিখ রবিবার। ঈসা ইব্রাহীম মূসার সামনে যখন মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবুলসাহ ইব্রাহীম হাসানের মাথা রাখা হয়, তখন তিনি তার সহচরদের বলেন, তার ব্যাপারে তোমরা কী বল। কয়েক ব্যক্তি তার সম্পর্কে মানহানিমুক্ত কথা বলে। এক ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা মিথ্যা বলচে, তিনি তো পরহেমগার ও ইবাদতওয়ার ছিলেন, তবে তিনি আমিরকে মুমিনীনের বিরহিততা করে মুসলমানদের এক নদী করেছেন, তাই আমরা তাকে হতা করেছি। তার সকলে নির্বাচ হয়ে যায়। তার তার তরবারি যুনিফার্স আব্বাসীয়দের হস্তগত হয় এবং তার বংশ পরপূর্ব তার উত্তরাধিকারী হতে থাকে এমনকি তাদের কেউ একজনও পরীক্ষা করে দেখে, সে তা দ্বারা একটি কুকুরকে আঘাত করে তখন তা কাত্তিত হয়। ইব্রাহীম জাহার ও অন্যান্য তার উত্তেজিত হয়, এই অভিযাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে খেলোয়ারা মানসুরের কাছে এ সংবাদ পেতেন যে মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবুলসাহ ইব্রাহীম হাসানের মৃত্যুর ময়দান থেকে পলায়ন করেন। তিনি বলেন, এটা হতে পারে না। কেননা, আমরা আহলে বাতায় পলায়ন করি না।

ইব্রাহীম জাহার বর্ণনা করেছেন আবুলসাহ ইব্রাহীম রাশিদ সুবে আবুল হাজার থেকে। তিনি বলেন, (একারণ) আমি খেলোয়ারা মানসুরের শিক্ষার দার্জিলিং ছিলাম আমি তিনি আমাকে মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবুলসাহ ইব্রাহীম হাসানের বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এমন সময় তার কাছে সংবাদ পৌছে যে ঈসা ইব্রাহীম মূসা পরাইত হয়েছেন। এসময় মানসুর হোসেন দিয়ে বন্ধ ছিলেন এক শহরে সেখানে তিনি সোজা হয়ে বসনে এবং তার হাতের ছড়ি বা দো দিয়ে তার জায়মানমাঝে আঘাত করে বলেন, এটা কখনও হতে পারে না।

এদিকে ঈসা ইব্রাহীম মূসা কাসিম ইব্রাহীম হাসানেকে সুসংবাদ বাহকরূপে এবং ইব্রাহীম আবুল কিরামকে মুহাম্মদ ইব্রাহীম আবুলসাহ ইব্রাহীম হাসানের মস্তকরহনকারীরূপে খেলোয়ারা মানসুরের কাছে পাঠান। এরপর তার নির্দেশ মুহাম্মদের অবশিষ্ট দেহ জানাতুল বাবীতে দাফন করা হয়। তাদের সাথে নিহতদের পবিত্র মন্দির উপস্থিত তিনিনি শূলবিদ্ধি করে রাখা হয়। তিনিনি পর সেখান সালাম’ পাবার পাড়াদেশে ইয়াহুদীদের সমাধিস্থলে ফেলে রাখা হয়। তারপর সেখান থেকে সেখানকার এক পরিযুক্ত স্থানস্থানি করা হয়। ঈসা ইব্রাহীম মূসা হাসানী পরিবারের সকল অর্থ-সম্পদ করাত্বে খেলোয়ারা মানসুর তার জন্য তাকে অনুমোদন করেন। বর্তমান আহলে বাতায় তাদেরকে তার ফিরিয়ে দেন। ইব্রাহীম জাহার তা বর্ণনা করেছেন। এসময় পবিত্র
মদীনাবাসীকে নিরাপত্তার ঘোষণা শোনান হয়, ফলে লোকজন (বায়ানিক জীবনে ফিরে) সকলে (ক্ষয়-বিক্রমের উদেশ্য) রাজার সমবেত হয়। আর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ যোদ্ধানিক নিহত হন, সেদিন বৃষ্টির কারণে ঈসা ইবনে মুসা তার কৌশল নিয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তর জারাফে গমন করেন এবং জারাফে থেকে মসজিদে আসার যাওয়া করতে থাকেন। এসময় তিনি রাজ্যান মাসের উদিত তারিখ পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় অবস্থান করেন। তার পরিপূর্ণ পবিত্র মদীনায় অবস্থান করেন। সেখানে তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ পক্ষ থেকে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ নিহত হয়। পূর্বে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ তাকে তার কাছে আগমনের জন্য পত্র লিখেন। এই স্থলে যখন পবিত্র মকাফিমুখে বের হয়েছিল কিছু পথ অতিক্রম করে তখন তার কাছে মুহাম্মাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছে। সে তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহের ভাই ইবনে নামুন ইবনে আবদুল্লাহকে কাছে বসরায় পলায়ন করেন। যিনি বসরায় বিদ্রোহ করেছিলেন। এরপর একের তিনিও নিহত হন যেখানে আমরা শুনেছি। উল্লেখ করব।

খলিফা মানসুরের কাছে যখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়, তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে একটি সাদা তাপতীতে রেখে তাকে প্রাধিক্য করানো। হয়। এরপর তাকে বিধিতে অধিকার প্রাধিক্য করানো। এরপর খলিফা মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের সাথে বিদ্রোহকারী সম্মান ও নেতৃত্বহীন পবিত্র মদীনাবাসীদের দেশে পাঠান। এসময় তিনি তাদের কতকক্ষ হতা করেন, কতকক্ষ নিয়ন্ত্রা হয়। আর কতকক্ষ ক্ষমা করেন। এদিকে ঈসা ইবনে মুসা যখন পবিত্র মকাফিমুখে রওনা হন, তখন তিনি কাফরাই ইবনে হাসানকে পবিত্র মদীনার প্রশস্ত নিযুক্ত করেন। মাস্তানের দায়িত্ব পালনের পর খলিফা মানসুর আবদুল্লাহ ইবনে রাজবংশের তার পত্নীর নিয়োগ করে পাঠান। তার নেতৃত্বে সৈন্যদের হিসেবে পবিত্র মদীনার নিরাকার যুদ্ধ করে। তারা পান্দামিতে কিনা। তার মূল্য পরিশোধ করে না, তাদের কাছে মূল্য চাওয়া হলে তারা পাওয়ার কারে প্রাপ্ত হয়ে এবং হতায় ভয় দেখায়। এ অভ্যন্তরীণ হঠাৎ কিছুদিন ক্ষুদ্রগুলিকে একক দিন তাদের বুদ্ধিমত্তা সমবেত হয় তাদের শিখায় ফুক দেয়। তখন এই সংকেত পবিত্র মদীনাবাসী সকল ক্ষুদ্রগুলিকে একত্রিত হয় কাফরাই ইবনে হাসান ও তার সৈন্যদের উপর একেকে আক্রমণ করে যখন তারা জমুমার উদ্দেশ্য রওনা হয়। আর এই আক্রমণ সংরক্ষিত হয় এ বছরের মূলহাজা মাসের দীপ্ত তারিখে, কিন্তু মাসের শাওয়াল মাসের পচিশ তারিখ। এই আক্রমণে ক্ষুদ্রগুলি ক্ষুদ্রকায় বর্ষা ইতাদি দ্বারা বহু সংখ্যক সৈনিকে হতা করে আর আমার আবদুল্লাহ ইবনে রাজবংশ জমুমার নামায় ছেড়ে পলায়ন করে। আর এসময় ক্ষুদ্রগুলিকে নাটি ছিল, ওয়াহিক, ঈযাকাল, রুমাক, হুদায়াস, উনকুড়ি, মিসাইম ও আব্রুনার।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাজবংশ তাঁর নিয়মিত ওয়াহাবাহিনী নিয়ে প্রের হয় এবং ক্ষুদ্রগুলির মূখে মূখুষ্টি হয়। কিন্তু এবার তারা তাঁর পরাজিত করে এবং বাকী প্রায় তাঁর পশ্চিমে করে। তখন সে তাদেরকে লক্ষ্য করে তার পরিধেয় মূললাভ চাই নিশ্চিত করে তাদেরকে হত্যা করার জন্য ব্যাপ করে ফলে সে নিজে এবং তার সহযোগীরা রক্ষা পায়। এসময় সে গিয়ে পবিত্র মদীনা থেকে দিনের দূরেতে বাতন নামাল নামাল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিকে কৃষ্ণাঙ্গরা সম্প্রতি আমদানীতে মাদাওয়ান গুরুত্ব রক্ষিত থাকে। খলিফা মানসুরের কাছে খলিফা মানসুরের কাছে যখন
বসরায় ইবরাহীম ইবুন আবদুল্লাহর বিদ্রোহ

ইবরাহীম ইবুন আবদুল্লাহ ইবুন হাসান বসরায় পলায়ন করেন এবং সেখানে বনু যাবীরার মাঝে হারিফ ইবুন ঈসার গুরুহ অবস্থান করেন। দিনের আলোতে তাকে দেখা যেত না। বছরের পরিবর্তন করে বহু কাঁধি পরিবর্তন শিকার হয় এবং একাধিক বার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর তিনি এখানে আয়মন করেন। এরপর পরিশেষে এক তিতালিই হজিরার হজমৌসুমে শেষে তিনি বসরায় স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। করাও করাও মতে তিনি বসরায় আয়মন করেন এক পয়তালিই হজিরার বনাম মাঝের শুরুতে। তার ভাই মুহাম্মদ নিজে পবিত্র মদিনায় আহ্লাকের পর তক্তে বসরায় প্রেরণ করেন। এমন হলে বাইরবীর। তিনি আরও বলেন, তিনি পোপনদের ভাইয়ের আনুগত্যের প্রতি আহ্লাক জানাতে থাকেন। এরপর তার ভাই যখন নিহত হন তখন তিনি এ বছরের শাওম নিজের প্রতি আহ্লাক করতে চুরু করেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হল, তিনি তার ভাইয়ের জীবদ্ধায় বসরায় আয়মন করে এবং শুরু থেকে তার নিজের আনুগত্যের প্রতি আহ্লাক জানাতে থাকেন। যেমন বিখ্যাত হয়েছে। আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা জানেন।

বসরায় আয়মন করে তিনি প্রথমে ইয়াহীদা ইবুন যিযা ইবুন হাসান? আন-নাবাতীর আতিথা গ্রহণ করেন, এই সম্পূর্ণ সময় তিনি তার কাছে আয়মন করে থাকেন। অবশেষে আরু ফাওয়ার গুহে এ বছর আয়মন করেন। এসময়ে সবথ্যায় যারা তার হাতে যায়ান্ট করেন তারা হলেন, নুমায়লা ইবুন মুরা, আবদুল্লাহ ইবুন মুহাম্মদ, আবদুল্লা ইবুন মুহাইদ ইবুন যিযা ইবুন সালামা আল-হুজায়মাই, ইবাদুল্লাহ ইবুন ইয়াহীদা ইবুন হাসান আরবরাশী। এরা সকলে ইবরাহীম ইবুন আবদুল্লাহের আনুগত্যের প্রতি লোকদেরকে উদ্দীপনা করেন। তখন বহুলক্ষ তার আলাদা সাড়া দেয়। তিনি বসরায় কেন্দ্রস্থ অবু মারওয়ানের গুহে স্থানান্তরিত হন। এসময় তার বিষয়টি শুরুতর রূপ ধারণ করে এবং বহুলক্ষ তার হাতে বায়ানত গ্রহণ করে। এভাবে তার বিষয়টি প্রথম ও অগ্রতিয়োধ্য হয়ে উঠে। আর খলিফা মানসূরের কাছে যখন তার বিদ্রোহের খবর পৌছে, তখন তিনি আরও অধিক দৃশ্যমান হয়ে পড়েন। কেননা, তার ভাই মুহাম্মদ ইবুন আবদুল্লাহ বিদ্রোহের কারণে তিনি পূর্ব থেকেই দৃশ্যমান ছিলেন। তাই, তার ভাই নিহত হওয়ার পূর্বেই তার আহ্লাক খলিফাকে বিচিত্র করে তোলে। আর ইবরাহীমের প্রতি ।

1. ইবুল আহরে (৫ খ. ৪৫৬ পৃ.) তাবারেতে হায়ান।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আমার কাছের কারণ ছিল তার প্রতি তার ভাইয়ের প্রেরিত পত্র। তিনি ভাইয়ের নির্দেশ পালন করেন এবং তার নির্দেশে আনুগত্যের অহ্বা জানান। এভাবে বসরায় তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময় খলিফা মানসুরের পক্ষ থেকে বসরার শাসক ছিলেন সুফিয়ান ইবন মুআবিয়া। তিনি এই ইবরাহিমের সমর্থক ছিলেন। তার কাছে তার বিদ্রোহের খবর-খবর পৌঁছলে তিনি তার কোন পরামর্শ করাতেন না। যে তাকে এসকান্ট সংবাদ সরবরাহ করত, তাকে তিনি অবিশ্বাস করতেন এবং মনে মনে কামনা করতেন যেন ইবরাহিমের কর্তৃত্ব সুপ্রাচীনভাবে প্রকাশিত হয়।

এসময় খলিফা মানসুর খুরাসানবাজী দুই সহর অষ্ঠায়ী ও পদাতিক মোদাহ দুই জান আমার দ্বারা তার সমর্থক বৃদ্ধি করেন। তিনি তাদের দুইজনকে তার কাছে অবস্থান করান যাতে তিনি তাদের দুইজনের মাধ্যমে ইবরাহিমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি অর্জন করতে পারেন। আর খলিফা মানসুর তার অন্তর্বাক্য নির্মাণাধীন বাগদাদ থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হন।

এসময় তিনি কৃষ্ণবাসীর যাদের ইবরাহিমের ইবন আবদুলরাহান ব্যাপারে অভিযুক্ত মন করেন রাজকীয় তাদেরকে নিঃশব্দে হত্যার জন্য গৃহীত প্রেরণ করেন আর ফরাসিসা ইল-আজলী কুফার কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করে।

কিন্তু কুফায় মানসুরের সেখানে অস্থায়ীর কারণে তার পক্ষে তা সজ্জ হয়নি। এদিকে লোকজন দলে দলে ইবরাহিমের ইবন আবদুলরাহান হাতে বায়াতের উদ্দেশ্যে বসরাতিফেরে রওনা হয়। আর খলিফা মানসুর তাদেরকে হত্যা করার জন্য পথিমধ্যে সম্পর্ক যোগ্যতার নিয়োজিত করেন, যারা পথিমধ্যে তাদেরকে হত্যা করত তার কাছে তাদের মাথা নিয়ে আসত। তখন মানসুর এই সকল কর্তিত মতে কুফায় শূন্যবিদ্ধ করে রাখতেন যাতে লোকজন তা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করে।

এসময় খলিফা মানসুর হারব রাওয়ানদিকে কুফায় তলব করেন। উদ্দেশ্য যে, এসময় সে খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দুই সহর অষ্ঠায়ী নিয়ে আল-জাফিরা সীমাতে অবস্থান করবে। তখন সে তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওনা হয়।

পথিমধ্যে তারা এমন শহরে উপনীত হয় যেখানে ইবরাহিমের ইবন আবদুলরাহান সমর্থক ছিল। তখন তারা তার বলে, আমরা তোমাদের এখন ত্যাগ করতে দিব না। কেননা, খলিফা মানসুর তোমাদের তলব করেছে ইবরাহিমের ইবন আবদুলরাহান বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। তখন সে বলে, হতভাগারা! আমাকে মেয়ে দাদী। কিন্তু তারা তার পথ ছাড়তে অস্বীকার করে। তখন সে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

এসময়ের সে তাদের পরিবর্তনকে হত্যা করে এবং তাদের মাথাসমূহ মানসুরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তখন মানসুর বলেন এটা হল বিজয়ের সূচনা।

এরপর এবারের রম্যধান মাদের দুই টুকরী রাস্তে ইবরাহিমের ইবন আবদুরাহাব দেশের অধিক অষ্ঠায়ী নিয়ে বনু ইয়াসিকুরের সমাচারস্থলে যান। এদিকে এই রাস্তে সুফিয়ান ইবন মুআবিয়ার সাহায্যার্থে আরূ হামাদ আল-আবরাস দুই সহর অষ্ঠায়ী নিয়ে কুফায় আগমন করে।

কিন্তু তারা তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম অর্জন বা সাফল্য। আর প্রেরণ প্রভাত হতে না হতেই তিনি আমন্ত্রিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি এদিন প্রথাতে তিনি জানে মসজিদে ফজর নামাজে ইমামতি করেন। এসময় বহু দক্ষ ও সাহায্যকারী সমর্থ তার চারপাশে সম্বেদ হয়। আর খলিফার নাযিব সুফিয়ান ইবন মুআবিয়া তার প্রাসাদে আগমন করেন এবং
আল-বিদায়া ওয়ানা নিহায়া

তার সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলকে তার কাছে আবদ্ধ করে রাখেন। ইব্রাহীম ইবুন আবদুল্লাহ তাদেরকে অবরোধ করেন। সুফিয়ান ইবুন মুসায়িয়া ইব্রাহীমের কাছে নিয়োগ গ্রহণ করেন। মুসায়িয়া ইবুন আলীর প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন তার বসার জন্য প্রাসাদের সমুদ্র চতুর্দিকে মূল্যবান ফরাশ বিছানা হয়। হঠাৎ বায়ু প্রবাহিত হলে ফরাশটি সম্পূর্ণভাবে উঁচু যায়। লোকজন তা অত্যন্ত লক্ষ্যরূপে গৃহ করে। তখন ইব্রাহীম বলেন, আমারা কোন কিছু থেকে অত্যন্ত লক্ষ্য হয় কিনা না। এরপর তিনি সেই ফরাশে বসেন এবং সুফিয়ান ইবুন মুসায়িয়াকে শুভ্রলাভ অবহেলা বন্ধু করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বললেন কাছে তাকে নির্দেশ প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন। এ দ্বারা এসময় তিনি সেখানকার সরকারী কোনাগুলির সকল অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেন। সেখানে তখন হয় লক্ষ মতাদৃষ্টের দশ লক্ষ দরিদ্র পরিমাণ অর্থ ছিল। এভাবে তিনি শুনতে অর্জন করেন।

এসময় বসরায় সুলাইয়ান ইবুন আলীর দুই ছেলে জাফর ও মুহাম্মদ বসা ছিলেন। তারা বললেন মানসুরের চাচাতো তাই। এবং জাফর হয়েশ্বর অধ্যাত্মীয় নিয়ে ইব্রাহীমের মুকবিলায় অগ্নি হন। ইব্রাহীম তাদের দু'জনকে পরাজিত করেন। এসময় ইব্রাহীম মাত্র আঠারজন অধ্যাত্মীয় এবং তিনি সে পদার্থটি যোদ্ধারী বা আল-মায়ারা ইবুন কারিমকে পেশ করেন, তারা জাফর ও মুহাম্মদের দুইজনকে হয়েশ্বর অধ্যাত্মীয়কে পরাজিত করেন এবং তাদের অধ্যাত্মের নিরাপদ প্রাপ্ত করেন। এছাড়া ইব্রাহীম আহানারীস নিকট দুই জঙ্গি করেন। তারা তার অনুমতি দিয়ে যায়। তারা সে দেশের প্রশাসক মুহাম্মদ ইবুনুল হাসান চার হাজার অধ্যাত্মীয়র নিয়ে তার মুকবিলায় অগ্নি হন। কিন্তু মুগরা তাকে পরাজিত করে আহানার কর্তৃত্ব লাভ করতে চেয়েছিল। এছাড়া ইব্রাহীম তার সম্পদ মোকাবেলা প্রেরণ করেন ফরাস, ওয়ারসি, মাদামি ও আস-সাওয়াদ দখল করেন এবং তার বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে উঠে। কিন্তু, তার কাছে তখন তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পৌছে তখন তিনি মানসুরকে ভেসে পড়েন। এইভাবে হয়ে নিয়ে তিনি তাঁর নামের মাধ্যমে ইমামতি করেন। এসময় একোন কোন ব্যক্তি মনোযোগ করে, আমাদের কসম। খুব প্রাতঃকালে তিনি তখন লোকদের কাছে তাঁর সহায়তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন আমি তখন তার মুখ্যমূলক মৃত্যু-হার প্রতিক্রিয়া করতে হয়। তখন সকল মানসুরের দুইজনকে আরও তুষ্ট হয়। পরদিন প্রত্যেকে তিনি সৈন্যদের পতিত ঘটান এবং বসরায় নুমায়লাকে তার লুব্ধতা নিয়োগ করেন এবং তার ছেলে হাসানকে তার সাথে রাখেন।

এদিকে বললেন মানসুরের কাছে তখন ইব্রাহীম ইবুন আবদুল্লাহ তৎপরতার খবর পাওয়া, তখন তিনি শুনতে চেয়েছিলেন তা পড়েন এবং নামাজের বিভিন্ন স্থানে মোকাবেলা করিয়ে করার কারণে অনুশোচনা করতে থাকেন। কেননা, এসময় তার ছেলে মাহীর নেতৃত্বে তিনি হাজার সৈনিককে রায় অঞ্চলে পেশ করেছিলেন। আল-মুহাম্মদ ইবুনুল আলালের সাথে অশ্রৃষ্টি প্রেরণ করেছিলেন চর্চার হাজারের সৈনিক। এছাড়া অর্থিকর্মণ ছিল ইসলাম ইবুন মুসার সাথে হিসাব করে।

ফলে তার সাথে ছিল মাত্র দু'জনের অধ্যাত্মীয়। এসময় তার নির্দেশে রাগে অধিক পরিমাণ আজ্ঞা প্রচুর করা হত যাতে আগুন দেখা সকলে তান সেখানে বহু সংখ্যক সৈনিক রয়েছে। এরপর বললেন মানসুর ইসলাম ইবুন মুসারকে লিখেন- আমার এই পত্র পাঠ করা মাত্র তুমি তোমার সব কিছু
ত্যাগ করে, আমার কাছে উপস্থিত হয়। ফলে ঈসা অত্যন্ত দ্রুত তার কাছে উপস্থিত হন। মানসুর তাকে বলেন, তুমি এবার ইবরাহীমের বিরুদ্ধে বসরায় রওনা হয়ে যাও। তার সমর্থকদের অধিকে ঘাবড়ে যেও না। কেননা, তারা দু'ভাই বনু হাশিমের নিহতে দুই ব্যক্তি। কাজেই তুমি তোমার হাত প্রসারিত কর এবং তোমার কাছে যা আছে তার প্রতি আস্থা রাখ। আর আমি তোমাকে যা বলেছি তা তুমি অচিরেই স্বরূপ করবে। আর ঘটনা তেমনটিই ঘটেছিল যেমন মানসুর বলছিলেন। এছাড়া এসময় মানসুর তার ছেলে মাহমুদকে নির্দেশ দেন চার হাজার সৈনীর নেতৃত্ব দিয়ে খাদিম ইবন খায়ামকে আহওয়াজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে। খাদিম সেখানে নিয়ে ইবরাহীমের নায়িক মুসা রাখাকে সেখানে থাকতে বহিষ্কার করেন এবং তিনি তিনি সেখানে হত্যাদের চালান। এদিকে মুসা বসরায় ফিরে আসেন। এভাবে খলিফা মানসুর তার বায়াআত প্রত্যাহারকারী প্রত্যেক অঞ্চল কৌশল পাঠান যারা সেখানের অধিবাসীদের তার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এসময় খলিফা মানসুর তার জায়নামায় সার্বভৌমিক অবস্থায় গঠন করেন। রাত দিন তিনি নোঁর এবং অতিসাদরের পোশাকে জায়নামায় পড়ে থাকেন। এভাবেই তিনি পঞ্চাশ দিনের অধিক সময় সেখানে অতিবাহিত করেন অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন।

এ সময়ের মাঝে তাকে একবার বলা হয়, আপনার অনুস্থিতিতে করার আপনার সৈন্যদের মন খুরাপ, তিনি কথকক তিরস্কার করে বলেন, ততভাগা! এই দিনগুলো তো তোদের মনোরঞ্জনের সময় নয়। আমি কিছুতেই এই অবস্থায় ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আমার সামনে ইবরাহীমের মাঝে দেখতে পাই অথবা আমার মাঝে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

জনক প্রত্যক্ষদারী বলেন, আমি খলিফা মানসুরের সাক্ষাৎ প্রদেশ করে দেখি তিনি বিদ্রোহ ও নেতৃত্বের অধিকারের কারণে দুর্লভ্য অর্থ। অত্যধিক দুষ্টতা এবং বিরোধ বিচ্ছিন্নতার কারণে তিনি দীর্ঘকাল কথা বলতে পারেননি। তার এই মানসিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি সমালোচনা দেন। ইতিমধ্যেই বসরা, আহওয়াজ, ফারিস, মাদায়ন ও সাওয়াদ ভূখন্ড তার হাতে ছড়াতে যে হয়। এমনকি তার অবস্থানস্থল কুফাদেও তখন এমন একলক তরাই কোষ্ঠ ছিল যে একটি মাত্র আহওয়াজে ইবরাহীমের সাথে তার বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ হেতু। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি সকল বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা সামাল দেন এবং অক্ষম ও অপরাধ হয়ে পড়েননি। তার দৃষ্টিতে যেন মন কবি বলেন:

নফস উসামা সুন্দীত উসামা + উল্লেখনী কর্মকে ও এক্ষণে

“ইমাম নিজেই নিজেকে নেতৃত্বের যোগার করেছে এবং নিজেকে যে যুদ্ধ-কৌশল ও সাহিত্যতা শিক্ষা দিয়েছে।”

ছেলের্তের মায়ে হৃদয়ে

“ফলে সে নিজেকে বীর ও বদান্য বাদান্য করেছে।”

এদিকে ইবরাহীম একলক্ষ যোদ্ধাকে নিয়ে বসরা থেকে কুফাদেও দিয়ে আরাস হন। তখন খলিফা মানসুর পনের হাজার যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়ে ঈসা ইবন মুসাকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যাদের

1. অর্থাৎ যাদের নিহত হওয়া নিষিদ্ধ।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া  

১৬৯

অবর্তী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হুমায়ুদ ইবন কাহতারা যার নেতৃত্বীয় ছিল তিন হাজার মোস্তা। এদিকে ইবরাহীম এসে বাহমারী নামক স্থানে বিশাল বিপুল ফৌজের মারে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন জনৈক আমির তাকে বলেন, আপনি মানসুরের অতি নিঃসত্তে পৌছেছেন। আপনি যদি আপনার ফৌজের একদম সৈন্য নিয়ে তাকে আক্রমণ করতেন তাহলে তার মাথা নিয়ে ফিরতে পারতেন। কেননা তার বিক্ষেপ ও আক্রমণ প্রতিহত করার মত সৈন্য বর্তমানে তাকে কাছে নেই। আর অন্যরা বলেন, আমাদের প্রথম কর্তব্য হল যারা আমাদের সামনাসামনি রয়েছে তাদের বিক্ষেপ লড়াই করা। এদিকে এ এমনতিই সে আমাদের আয়ত্ত এসে যাচ্ছে। তখন পরবর্তী তাদের এই মত তাদেরকে প্রথম জরুর মত থেকে নিবৃত করে। যদি তিনি (ইবরাহীম) প্রথম মত অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তার কর্তৃত্ব লাভ চূড়ান্ত হত। কেন আবার তাকে পরামর্শ দেয় ফৌজের চতুর্দিকে পরিসর খনন করতে, আর অন্যরা বলে, এই বিশাল পৃথিবীর জন্য কেন পরিসর খননের প্রয়োজন নেই। তখন তিনি ইবরাহীম তা বর্জন করেন। তারপর কোন কোন আমির তাকে পরামর্শ দেয় তার ফৌজেরকে কয়েকটি স্বতন্ত্র ভাগে বিনাশ করতে। এতে যদি একভাগ পরাস্ত হয় তাহলে অন্যভাগ অবিল থাকে। কিন্তু, অন্যরা বলে, একসাথে সারিবিদ্ধ হয়ে লড়াই করাই হল সর্বোচ্চ আল্লাহ তা'আলা বলেন।

*ইন্ন ল্লাহ যেহি তাহাঁ যেহি যিন প্রতিপুনি এই সীমায় যা কানেম বন্যায় মরসুম।*

"যারা আল্লাহর পথে সংঘাত করে সারিবিদ্ধতায় সুদূর প্রাচীরের মত আল্লাহ তাদেরকে তালবাসেন (সুনা সাফুফ ৮৪)।"

আল্লাহ চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। যদি ইবরাহীম ও তার অনুসারীরা কুফাংলিমে অবসর হতেন এবং রাজিকালে কুফা বাহিনীকে আক্রমণ করতেন অথবা তাদের ফৌজকে স্বতন্ত্র করেক ভাগে বিনাশ করতেন তাহলে (হযত) আল্লাহর কুদরতে তাদের বিজয় অর্জিত হত।

এরপর উভয় বাহিনী অগ্রসর হয় এবং কুফা থেকে যেল কোশ দুরূহকী বাহমারী নামক স্থানে সারিবিদ্ধতায় অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে উভয় বাহিনীর সাথে প্রায় ঝড়ের সংঘটিত হয়, তখন হুমায়ুদ ইবন কাহতারার নেতৃত্বীয় অবর্তী বাহিনী পরাজিত হয়। এ অবস্থা দেখে ঈসা ইবন মুসা তাদেরকে আল্লাহর দেশই দিয়ে প্রচুর বর্তমানে এবং পুনরুত্থানকরণের জন্য উদ্ধৃত করতে থাকেন। কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। এমনা ঈসা তার বাজন শ্রেণীর একজন যোদ্ধার নিয়ে অবিচলভভাবে লড়াই করতে থাকেন। এমনায় তাকে বলে হয়, আপনি এখান থেকে সরে যান অন্যায়ার ইবরাহীমের বাহিনী আপনাকে উঠিয়ে দিবে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি এ স্থান তায় করব না। যতক্ষণ না আল্লাহর আমাকে বিজয় দান করেন অথবা আমি এখানে নিহত হই। এদিকে মানসুর তার দিকে অগ্রসর হন জনৈক জ্যোতিষীর এই অভিযানীর উপর ভিত্তি করে যে, এই যুদ্ধে প্রথমে যোদ্ধা ঈসা ইবন মুসাকে তাকে কর যাবে তারপর পুনরায় তাকে ফিরে আসবে এবং চূড়ান্ত ভাবে তারা লড়াই করবে। এমনা ঈসা ইবন মুসার নেতৃত্বীয় পরাজিত সৈনিকগণ পলায়ন করতে থাকে এবং পরিশেষে তারা দুই পাখাড়ের মধ্যবর্তী একটি নদীর সামনে উপনীত হয়। তখন তারা নদী অতিক্রম করতে না পেরে সকলকে ফিরে

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খণ্ড)——২২
শন্ত্রদের উপর আক্রমণ করে। সর্ব প্রথমে পরাজয়বর্গকারী হুমায়ুদ ইবনে খাহতাবাই সর্ব প্রথম ফিরে আসে। তারপর তারা এবং তাদের শত্রু ইবরাহীমের সাথে যোগাযোগ সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং প্রশংসা নিতে হয়। এসময় উভয় পক্ষের বেহ যোগাযোগ নিতে হয় না। তারপর ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহের সাথে যোগাযোগ পরিচত হল, যার বিপরীত পাশে যোগাযোগ নিয়ে দুর্গত লড়াই করতে থাকেন। কারণ কারা মতে তার সমীক্ষ যোগাযোগ সংখ্যা ছিল কঠিন। আবার কারাও মতে নবীইজ্ঞ। এরপর ইসমা ইবনে মুসা এবং তার সহযোগীরা জয়লাভ করেন এবং ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ অন্যান্য যোগাযোগের সাথে নিহত হন। তার মাথা তার সহযোগীদের (কর্তিত) মাথার সাথে মিশে যায়। তখন হুমায়ুদ ইসমা ইবনে মুসা তার সব মাথা এবং জুড়ে করে অবশেষে লোকজন ইবরাহীমের মাথা সনাক্ত করে এবং তা বিজয়ের সুসংবদ্ধ বাহকের সাথে খলিফা মানসুরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গণতন্ত্র ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহের মাথা পূর্বেই খলিফা মানসুরের সাক্ষাৎ প্রেরণ করে। সে তাকে অবহিত করে যে ইবরাহীম নিহত হয়েছেন। কিন্তু মানসুর তার কথা অবিসর্গ করেন। তখন যে বলে যে আমি সাহিত্য মুখিন। আমার কথা বিসর্গ না হলে আমাকে আঁধারের ব্যক্তি। আর যদি ঘটনা হলো না তখন তাকে যেমন আমি আপনাকে অবহিত করেছি তাহলে আপনি আমাকে হতে করলেন। এমনি সময় সুসংবদ্ধ বাহক খলিফার পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। এরপর যখন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ মাথা আনা হয়, তখন মানসুর কবি মুনিকির ইবনে অল্লাহ ইবনে ইদরি এই কবিতা পড়তে আবৃত্তি করেন।

ফালেফত উমালা ও হেইরিয়া হেলো + ক্যা঱্যার উনালাহ মসায়েফ।

"এবরপ সে তা সফর শেষ করে সুসঠির হল যেমন প্রাপ্তি বসে দেখে তারা দেখেন দেখেন।"

বর্তমান আছে খলিফা মানসুর যখন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহের মাথা দেখেন, তখন তিনি কেবল দেখলেন। এমনকি তার চোখের অল্প যা মাথার উপর গড়িয়ে পড়ে। এসময় তিনি বলেন, আবদুল্লাহের মাথা। আমি এটা অপসার করতে পারি। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি পরিক্ষা পরিচালনায় পূর্বের হয়েছে, আমার দ্বারা অর্থ পরিক্ষা পরিচালনা পরিচালনায় হয়েছে। এরপর তার নির্দেশে উক্ত মাথা বাহকের মুখে দেওয়া হয়। আর যে দেখেন তার কথা নিকীর্তি মিথ্যা এদিকে দুর্গ্য জুড়া করেলে ২ শ্যাম প্রদান করেন।

খলিফা মানসুরের মায়া আদাকম দাস দাস উল্লেখ করে বলেন, যখন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহের মাথা উপস্থিত হয়, তখন খলিফা মানসুর সমস্তার জন্য উন্মুক্ত মজলিসে বসেন। তখন লোকজন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন এবং তার সস্তান তারা প্রত্যয় ইবরাহীমের সমালোচনা করতে থাকতে এবং তার সম্পর্কে কঠোর ও কুসংস্করণ কথা বলতে থাকতে। এসময় মানসুর নির্দোষ নিষ্ঠুর ও বিবর্ণ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে তার সাক্ষাতে জাফর ইবনে হামিলাল আর চুক্তিকের প্রবেশ করেন। তিনি খুব দাঁড়ার খলিফাকে সালাম করে বলেন, তখনা আমি মুমিনীন। আপনার চাচাতো ভাইয়ের এই দুঃখজনক পরিণতিতে আল্লাহ আপনার (দৈর্ঘ্যে) বিনিময়ে বিপুল করলেন। আর আপনার হকের ব্যাপারে

---

1. শাস্তি পরিমাণের পরিমাণ পাত বিশেষ।
তিনি যে অবহেলা করেছেন তা কষ্মা করলেন। সালিহ বলেন, তখন মানসুরের রং হলুদ হল (অর্থাৎ তার ভাববিক্রতা তিনি কিরে পেলেন) এবং তিনি তার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, হে আরু খালিদ! তোমাকে অভিনন্দন ও স্বপ্নতম! তুমি এখানে রস। তখন সকলে বুঝে তার জাফরের অভিব্যক্তি তার পাশ হয়েছে। এরপর যারা আসতে লাগল তারা সকলেই জাফরের ন্যায বলতে লাগল। আরু নুমাইয়া ফখল ইবন দাকীন বলেন, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এ বছরের ফুলহাজা মাসের পচিশ তারিখ বৃষ্টপতিবার।

এবছর যে সব বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন

এবছর আহলে বায়তের যেসকল বিশিষ্টজন ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন, আবদুল্লাহ ইবন হাসান এবং তার দুই ছেলে মুহাম্মাদ ও ইবরাহীম, তার সহযোগী তাই হাসান ইবন হাসান এবং তার বৈশিষ্ট্য তাই মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন উহমান ইবন আফ্ফান। এর উপাধি ছিল 'দীবাজ'। ১ আর তার জীবনী পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

আর তার তাই আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আরু তালিব আল-কুরায়শী আল-হাযশমি হলেন তিনি। তিনি তার শর্তে এবং মাতা তাদের বিনত হসাইন থেকে, বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আরু তালিব থেকে এবং অন্যান্যদের থেকে মাদিনায় রিওয়াত করেন। তারা থেকে যারা রিওয়াত করেছেন তাদের অন্যতম হলেন, সুফিয়ান আহ-ছাতীরী, আদু-দারাওয়ারা ও মালিক (র)। তিনি আলি-উলামাগণের শ্রদ্ধার পাত ছিলেন এবং উক্ততার আদিক ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবন মঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী। ইনি হযরত উমর ইবন আবদুল্লাহ আবীয়ের (থিলাফতকালে) সাক্ষাতে গমন করেন, উমর তাকে সমাদর সমান করেন। এছাড়া তিনি যখন সাফাফ-এর দরবারে গমন করেন তখন তিনি তার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন এবং তাকে দশ লক্ষ নিরহার প্রদান করেন। কিন্তু এরপর মানসুর যখন খলীফা হন তখন তিনি তার সাথে এর বিপরীত আচরণ করেন। অধুনা তার সম্পত্তি ও স্বজনদের সাথেও তার সকলেই মহান আল্লাহর সালিধাম গত হয়েছে। খলীফা মানসুর তাকে এবং তার সজনদের উপর ও বেধি পরিহিত অবস্থায় অপমানিত করে পবিত্র মদিনা থেকে হায়শিমায়াতে প্রেরণ করেন এবং সেখানে তাদেরকে সংকীর্ণ পরিসরের এক কয়েদখানায় বন্ধী করে রাখেন। পরবর্তীতে তাদের অধিকাংশই সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবদুর্রাহ ইবন হাসানেই তার ছেলে মুহাম্মাদ পবিত্র মদিনায় বিদ্রোহ করার পর তাদের মাঝে প্রথম ইনতিকাল করেন। কারও কারও মতে জেলখানায় তাকে ইচ্ছামূলকভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল, পঞ্চম বছর। তার জন্মায় পড়ান তার বৈশিষ্ট্য তাই হাসান ইবন হাসান ইবন আলী। এরপর তার তাই হাসানেও ইনতিকাল করেন। তার জন্মায় পড়ান তার বৈশিষ্ট্য তাই মুহাম্মাদ ইবন আবদুর্রাহ ইবন আমর ইবন উহমান ইবন সাফাফান। তারপর তিনি নিহত হন এবং তার মাথা খুঁজান নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন পূর্বে গত হয়েছে।

আর তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আবদুর্রাহ তিনি পবিত্র মদিনায় বিদ্রোহ করেন। তিনি তার শর্তে থেকে রিওয়াত করেছেন। এছাড়া তিনি নাফি' থেকে এবং আবুম-মিনাদ থেকে আরাজ সুত্তে

১. দীবাজের শান্তিক ও রেশমী কাপড়।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আরু হিন্দুরীর উদ্দেশ্যে ‘সিদ্ধদায় যাওয়ার অবস্থা’ সম্পর্কে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তার থেকেও একদল রবী রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসাঈ ও ইবন হিবান তাকে নিভ্রন্তরোগা আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী মস্তবা করেন তার হাদীছের কোন সম্পর্কে রিওয়ায়াত নেই।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি চার বছর মাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, ফর্স্না, বাদামী বর্ণ বিশাল দেখি। উক্তমনোবল, প্রচুর দাপট এবং অনন্য বীরত্ব ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। একশ পর্যায়ের হিজীরীর রমজান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি পবিত্র মদিনায় নিহত হন। এসময় তার বয়স পর্যায়ের বছর। তার করিতে মতক খলিফা মানসুরের কাছে বহন করে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অংশলে তাকে প্রদর্শন করানো হয়।

আর তার তাই ইবরাহীম পবিত্র মদিনায় আয়্যযাকাশ করার পর তার তাই সবার আয়্যযাকাশ করেন। এ বছরের জুলাহাজ মাসে তার তাই নিহত হওয়ার পর তিনিও নিহত হন। সিসাহু সিসাহু তার কোন রিওয়ায়াত নেই। আরু দাউদ সিসাহুতাজী আরু আওয়ানার সুতুর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরু আওয়ানা বলেন, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ও তার তাই মুহাম্মদ খারিজী ছিলেন। দাউদ বলেন, তার মন্ত্য সঠিক নয়। এটা হল যাইহীনদের রায়। আল-বিদায়ার প্রাক্তাকর বলেন, একদল আলিম ও ইমাম থেকে বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা নাযিদায়ারা তাদের আয়্যযাকাশের প্রতি আকৃতি হয়েছিল।

এবছর যে সব প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনিটিয়াল করেন

এবছর যে সকল প্রসিদ্ধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ইনিটিয়াল করেন তাদের অন্যতম আজলাহ ইবন আবদুরাহ, ইসমাইল ইবন আরু খালিদ (একমতানুসারী) হাবির ইবনুশ-শাহীদ, আবদুল্লাহ মালিক ইবন আবু মুলায়মান, আফদার মাওলা আমর, ইয়াহিয়া ইবন হারিষ আহ-দিমারী, ইয়াহিয়া ইবন সাইদ আবু হায়যান আত-তাজী, ক'বা ইবনুল আজজাজ- যার নাম হল আরু শারু আবদুরাহাম ইবন কুর'বা আর আজ্জাজ তার উপাধি, আরু মুহাম্মদ আত-তামীমী আল-বাসরী, আর রাজিয় ইবন রাজিব। আর এদের প্রত্যেকের রাজষ্ঠ চারম একটি করে কাবা সমাপ্ত রয়েছে। এদের প্রত্যেকের কাবরামলে অপ্রতিক্রিয়, এবং ভাষ্যকারী। হাড়া রয়েছেন বিশিষ্ট লেখক আবদুরাহাম ইবুল মুকাফাফা, যিনি সাফাফাহ ও মানসুরের চাচ ইসা ইবন আলীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার পত্ন লিখক বা সংকলকদের দায়িত্ব পালন করেন। তার রচিত বক্ত পর্যন্ত রয়েছে। তিনি নাভিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'কালিলা ও দিসমান' গ্রন্থের প্রতি অন্তর্ভুক্ত। আর এও বলা যে, তিনি পারসিক তাত্ত্বিক থেকে তা আরবীতে অনুবাদ করেছেন, মাহাবী বলেন, নাভিকতা সংগঠন যে কোন গ্রন্থের উৎস ইবনুল মুকাফাফা, মুহাম্মদ ইবন ইয়াসেস এবং ইয়াহিয়া ইবন মিরাদ।

বিভিন্ন সরকারের মধ্যে, মাহাবী জাতিবের মতো বিশ্বাস হয়েছে। অর্থাৎ সে একসম চতুর্ধিন্ত। এসব সরকারেও ইবুল মুকাফাফকে প্রতি আসে হয়ে, যে আপনাকে পিছিয়ে থাকে নিজের শিক্ষা দিয়েছে? সে বলে আমি নিজেই আমার শিক্ষক। আমাদের থেকে আমি যখন কোন মস্তকম মেরহাটায়, তখন তা বর্জন করতাম আর যদি কোন মস্তকম মেরহাটাত তা হলে তা জর্জন করতাম। তার নির্দেশিত কথামালার একাংশ- আমি।

1. আরবী কাবরের চূড়ি বিশেষ।
আকাঙ্ক্ষা পান করেছি বক্তৃতারীতি, কিন্তু তার জন্য কোন চিত্ত-ভাবনা সৃষ্টির করিনি। ফলে প্রথমে তা তলিয়ে গেছে তারপর উল্লেখ উঠেছে।

ইননুল মুকাফ্যাফর হত্যাকারী সংঘটিত হয় বসরার নায়ির সুফিয়ান ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহীদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবু সুফরার হাতে। আর এই নায়ির তাকে হেল জান করত এবং তার মাকে, গালামন করত। সে তাকে ইননুল মুহাম্মাদ বা ‘শিক্ষক তন্ত’ সহায়তা করা।

ইননুল মুকাফ্যাফর ছিল বিশাল নাকের অধিকারী। যখন তার সাক্ষাৎকার প্রশ্ন করত তখন তার নাকের প্রতি কোন ভালচেষ্টা করত, তাদের দু’জনকে সালাম। একবার সে সুফিয়ান ইবন মুহাম্মাদকে বলে, আমি কখনও আমার চুপ থাকার কারণে অনুশোচনাবোধ করিনি। তখন সে বলে, তুমি সত্য বলছে। তাদের জন্য চুপ থাকার কথা বলার চেষ্টা প্রয়ো। এরপর ঘটনার ক্রমে কালীফ মানুষ ইননুল মুকাফ্যাফর প্রতি কৃত্রিম হন। তিনি তার নায়ির এই সুফিয়ান ইবন মুহাম্মাদকে তাকে হত্যা করার জন্য লিখেন।

তখন সুফিয়ান তাকে পাকড়াও করে তার জন্য উন্মেষ করে এরপর তাকে তুকনা তুকনা করে সেই (জুলুদ) উন্মেষ করে। এমনকি তাকে পুনরায় ভয় করে। একবার সে তার অস্ত্র ধরার দিকে লক্ষ্য করে কিভাবে তা কাটা হয়৷

তারপর কিভাবে তা জালানো হয়। অবশ্য তার হত্যাকারের অন্য কর্ম বিবরণেও আছে। ইবন খালিকান বলেন, কারও কারও মতে তার ইননুল মুকাফ্যাফর নামকরণের কারণ, সে কিছু বিক্রিকরত। আর তা হল ক্ষেত্রের পাতার হাতের হিন্দু তুকির বা মুড়ি। তবে সত্য হল সে ইননুল মুকাফ্যাফর, আবু নাজাবাহি হাজারা ইবন ইউসুফ তাকে কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করে। সে তা থেকে কিছু আমৃত সৎকর হলে হাজারা তাকে শাস্তি প্রদান করে। ফলে তার উভয় হাত অসাধ্য হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

এবছরই তাত্ত্বিক এবং খুজুরীগণ বাবুল আবওয়ারে বিদ্রোহ করে। একবার তারা আরম্ভিক বহু সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। আর এবছর হজ পরিচালনা করেন পরবর্তী মদিনার গবর্ণর আব্দুর্রহাম ইবন রাবিয়া আল-হারিছি। এছাড়া এবছর কুফার গভর্নর ছিলেন ঈসা ইবন মুসা, বসরার গভর্নর মুসলিম ইবন কুতায়তা এবং মিসরের গভর্নর ইয়াহীদ ইবন হালিম।

১৪৬ হিজরীর সুবনা।

এবছরই মদিনাতাস্স সালাম বা ‘শাস্তিময় নগরী’ বগদাদের নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং কালীফা মানুষ এবছারের সফর মাস থেকে স্থানে বসবাস করেন। আর ইতিপূর্বে তিনি কুফা সীমান্তের হিসাবমিত্য উপন্যাসের অবস্থান করতেন। তিনি এ ষান্ত্রকে নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

অবশ্য কারও কারও মতে একশ চুয়ালিশিহ হিজরীতে। আল্লাহই অধিক জানেন।

আর যে কারণে কালীফা মানুষএই ষান্ত্রকর্তৃত্বের উদ্দেশ্য হন। তা হল যে রাওয়ানপিসণ যখন কুফা তার উপর আক্রমণ করে এবং আব্দুর্রহাম তাদের অনিত্য থেকে রক্ষা করেন তখন তাদের সম্বন্ধকের অবস্থিত রক্ষা পায়। ফলে, তিনি তার সচিবদের ব্যাপারে এদের থেকে আক্রমণের আশাকৃতি করেন। তখন তিনি তাদের জন্য একটি সুরক্ষিত ষান্ত্র নির্মাণের স্থান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কুফা থেকে বের হন। এরপর বিভিন্ন স্থান যুদ্ধে আল-জাহিদায় গিয়ে গোঁছেন। আর এই সময়ে তিনি বর্তমানে যে স্থানে বাণিজ্য ষান্ত্র অবস্থিত তার চেয়ে উপযুক্ত।
কোন স্থান দেখতে পাওনি। এর কারণ, তা হল এমন স্থান যেখানে সকল-সন্ধ্যায় জল ও স্তুপ পথে তার চতুর্থাংশ থেকে প্রত্যাশিত উপায়ে উপকরণ ও প্যানাসার আমদানী করা সম্ভব। আর তা এদিক এবং সেদিক থেকে দেখায় ও কোনো নদী দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর করা পুল পার না হয়ে কেউ অর্ধেক প্রান্ত পৌঁছতে পারবে না। এ শহর নির্মাণ শুরু করার পূর্বে খলীফাম মানসূরের সৈন্য করে রামতি যাপন করেন। তখন তিনি দেখতে পান সেখানে দিন-রাত্রি সবসময় (খালীমনুষ্ঠ) নির্মাণ ও মুর্মুমুর বায়ু প্রবাহিত হয়। এছাড়া তিনি এই ভূখণ্ডের মনোরম তুপ্রকৃতি ও আবাহাওয়া প্রভাব করেন।

(ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন), বর্তমান বাগদাদ শহরের স্থানে খুঁটান যাজক ও অন্যান্যদের একাধিক জনপদ এবং উপাসনালয় ছিল। ঐতিহাসিক আবূ জাফর ইবন্ন জারীর সেগুলি নাম ও সংখ্যা বিশালভাবে উল্লেখ করেছেন- এসময় মানসূর তার নকশা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। নকশাদিগণ ছাইয়ের সাহায্যে তাকে তার মডেল বানিয়ে দেখান। তখন তার পরিকল্পনা পথ ও সড়ক তাকে মূখ করে। এরপর খলীফা মানসূরের পরিকল্পনা শহরের এক চতুর্থাংশ নির্মাণের জন্য এককন্ত আমীরকে সত্ববাদায়ক নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি এর নির্মাণ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার কৃষ্ণলী কারিগর, নির্মাণশিল্পী, নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের উপস্থিত করেন। এরপর তিনি বিশিষ্ট ওয়ালা-হামদুলীলাহ বলে তার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে বলেন, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আল্লাহর। তিনি তার বাদামের থেকে যাকে ইঙ্গ তার শাসন কর্তৃত্ব দান করেন। আর শুল্কগাম্য আল্লাহর তীক্ষ্ণ জন্য। এরপর তিনি নির্মাণকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আল্লাহর কর্তৃক ও কল্যাণ প্রাপ্তী হয়ে নির্মাণ শুরু কর। তিনি তাদেরকে গোলাকার নগর প্রাচীর পরিবেষ্টিত করে এ শহর নির্মাণের নির্দেশ দেন যার প্রাচীরের পুরুষ তিনি সেই প্রথমে পণ্ডর্শ গজ ও শীর্ষের সঙ্গে বিশ গজ। আর তিনি এই শহরের জন্য বহিঃপ্রাচীরে আটটি এবং অন্তর্প্রাচীরে আটটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করেন, যার প্রত্যেকটি অন্যান্য সামগর-সামগর নয়। বরং প্রত্যেকটি তার সঙ্গে সঙ্গে তিন্দ্র বা পোকাকুকিতে অবস্থিত। একাডেমী-বাগদাদ তার প্রবেশপথ-সমূহের তিন্দ্রতাহীন কারণে "তিন্দ্র বাগদাদ" হয়। কারণ কারণ মতে বাগদাদের এ নামকরণের কারণ হল দজলা নদীর সেখানে এতে বেঁধে যাওয়া। এছাড়া তিনি দারুল্ল থিলাফত বা খলীফার বসবাসন, নগরের ঠিক মধ্যস্থলে নির্মাণ করেন যাতে নগরবাসী সকলেই তা থেকে সমান দূরত্ব থাকে। আর এই প্রাসাদের পাশেই জামে’ মসজিদ নির্মাণের নকশা প্রণয়ন করেন।

এছাড়া এই মসজিদের কিবলার নির্ধারণ করেন হাজাজ ইবন্ন আরতাহা। ইবন্ন জারীর বলেন, বর্তমান আছে এই মসজিদের বিকল্যান বিভূতি রয়েছে এখানে মুসলিমকে বারুল বসনা বা বসনা থাকার দিকে কাট হয়ে তির্ণকভাবে দুঃখিত নামায় পড়তে হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে রাসূলানাম মসজিদের কিবলার চেয়ে নির্ভর। কেননা, তার দারুল্ল-থিলাফত নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছে। আর ‘জামে’ বাগদাদ’ নির্মিত হয় দারুল্ল-থিলাফতের সাথে সমাতল করে ফলে এ কারণে তার কিবলার বিভূতি ঘটে। মুলায়মান ইবন্ন মুজালিদ সূত্রে ইবন্ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে খলীফা মানসূর এসময় ইমাম আবু হানিফা না’মান ইবন্ন হামিদকে বাগদাদের কারী নিয়োগ করতে চান। কিন্তু তিনি তাতে অবমুক্তি জানিয়ে বিরত থাকেন। তখন মানসূর শাসন করেন যে অবশ্যই আবু হানিফা তার পক্ষে কাশিয়ার দায়িত্ব পালন করবেন আর আবু হানিফা
শপথ করেন যে, তিনি তার হয়ে কাব্যের দায়িত্ব পালন করবেন না। এরপর মানসুর তাকে শহর নির্মাণে ইট প্রায়ুক্তিকরণ এবং নির্মানকর্মীদের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি নির্মানকর্মীরা নবীর পরিবেশ সংগ্রহ প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন করে।

আর তার নির্মাণ সম্পন্ন হয় একখানা চূড়ান্ত হিজারীতে। ইবন জারীর বলেন, আর হায়হাম ইবন আদির সুত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফা মানসুর ইমাম আবু হানিফাকে কাব্যের নির্মাণের জন্য দেন। কিন্তু তিনি অহৈতুকী জানান। তখন মানসুর শপথ করেন, আবু হানিফা তার পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন না করা পর্যন্ত তিনি তার থেকে নির্বৃত হবেন না। আবু হানিফাকে কাছে যখন এ সংবাদ পৌছে তখন তিনি একটি বাচ্চাও এনে কাচা ইট গঠন করেন যাতে করে তা দ্বারা মানসুরের শপথ পূর্ণ হয়।

এরপর ইমাম আবু হানিফা বাগদাদে ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করছেন, খলিফা ইবন বারমারকে খলিফা মানসুরকে বাগদাদ শহর নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তিনি এর নির্মাণকালে নির্মানকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। আর এসময় খলিফা মানসুর দারুল থিলাফত বাগদাদে অবস্থিত হওয়ায় 'আল-কাদাক্রল আবইয়া' বা অর্থ ক্রেতা প্রাসাদকে মাদারিন থেকে বাগদাদে স্থানান্তরের ব্যাপারে তার আমীর-উমারদের সাথে পরামর্শ করতেন।

তখন তারা বলেন, আপনি তা করবেন না। কেননা, এটা পৃথিবীর এক অন্যতম নিদর্শন। এখানে আমীরকে মু'মিনীন আলী ইবন আবু তালিবের জানান যশোধরনা। কিন্তু তিনি তাদের সাথে একমত হননি এবং সেখান থেকে বেশ কিছু স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা বহন ব্যাপারের সংস্থা না হওয়ায় তিনি তা বর্জন করেন। এছাড়া তিনি ওয়াসিত এর প্রসারের (মূল নাম) দরজাসুমহ বাগদাদে দারুল থিলাফতে স্থানান্তরিত করেন।

আর ইতিপূর্বে হাজার ইবন ইউসুফে সেখানকার এক শহর থেকে তার স্থানান্তরিত করেন যা নির্মাণ করেন।

সুলায়মান ইবন দাউদ আলী ইবন সালাম। আর এই দরজাসুমহ হয়তো সুলায়মানের অন্যতম জিনিস নির্মাণ করেছিল। আর এর প্রসার খওসমুহ ছিল অতি বিশাল আকৃতির। বাগদাদে নির্মিত দারুল থিলাফত থেকে বাজারের শোপোল ও কোলাহল শোনা যেত। এমনকি সেখান থেকে বিক্রেতাদের হাকাড়ান এবং বাজারের তের সব শোনা যেত। রোম থেকে আগত পত্রবাহক জনৈক পুনীত পাদ্রী এ বিষয়ের সমালোচনা করে। তখন খলিফা মানসুর বাজারসুমহ সে স্থান থেকে অন্য এক স্থানে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন।

এছাড়া তিনি সড়কসুমহ চত্রিস গজে প্রশস্ত করার নির্দেশ দেন। এসময় যারা এই চত্রিস গজের পরিধিতে কিছু নির্মাণ করেছিল তা ভেঙে ফেলা হয়।

ইবন জারীর বলেন, ঐসা ইবন মানসুরের উক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, খলিফা মানসুরের ধনভাঙ্গে আমি একথা লিখিত পেয়েছি যে, তিনি বাগদাদ শহর তার জামে' মসজিদ, হর্ষ প্রাসাদ, বাজারসুমহ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে আচ্ছাদিত লক্ষ তিরাপ্তি হাজার দিনহায়।

1. এটি হল যানাওয়াদু শহর।
2. ইবনুল আহিদ বলেন, (৫ থেকে ৫৭৪ খৃ.) এও বলা হয় তিনি বাজারসুমহ সরিয়ে দেন। কেননা, আগ্রহিকরা সেখানে অগমন করে এবং রাত্রিযাপন করে, আর এদের মাঝে কোন ধুর্ধরও থাকতে পারে, থাকতে পারে কোন পশ্চিমকার তথ্য সংক্ষেপে অথবা কেউ রাক্তিকেলে নগর দ্বারা বুঝা লেগে পারে। আহ-তাবারী (১ থেকে ২৩২ খৃ.)
ব্যাকরণমূলক এবং নিয়মমূলক মাধ্যমে প্রচলিত গ্রীক বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রণয়ন করেন। এই প্রক্রিয়াটি দুই ধরনের জনিত্বকে চিহ্নিত করে। একটি ধর্মীয় সংকলন এবং অপরটি ধর্মীয় উপাধিকের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। কোন ধর্মীয় সংকলনের কাছে একটি ধর্মীয় উপাধি দেওয়া হয় না।

এই প্রক্রিয়াটি একটি ধর্মীয় উপাধি দেওয়া হয়। এটি ধর্মাত্মক উপাধি বা ধর্মীয় প্রণয়নকে বোঝায়। এটি ধর্মাত্মক উপাধি দেওয়া হয়। এটি ধর্মাত্মক উপাধি দেওয়া হয়।

ব্যাকরণমূলক এবং নিয়মমূলক মাধ্যমে প্রচলিত গ্রীক বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রণয়ন করেন। এই প্রক্রিয়াটি দুই ধরনের জনিত্বকে চিহ্নিত করে। একটি ধর্মীয় সংকলন এবং অপরটি ধর্মীয় উপাধিকের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

ব্যাকরণমূলক এবং নিয়মমূলক মাধ্যমে প্রচলিত গ্রীক বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রণয়ন করেন। এই প্রক্রিয়াটি দুই ধরনের জনিত্বকে চিহ্নিত করে। একটি ধর্মীয় সংকলন এবং অপরটি ধর্মীয় উপাধিকের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।



1. এই ব্যাকরণমূলক এবং নিয়মমূলক মাধ্যমে প্রচলিত গ্রীক বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রণয়ন করেন। এই প্রক্রিয়াটি দুই ধরনের জনিত্বকে চিহ্নিত করে। একটি ধর্মীয় সংকলন এবং অপরটি ধর্মীয় উপাধিকের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।
আয়তন একশ তিরিশ 'জারীব'। আর তাই হল নীর্ধো দুই মাইল এবং প্রস্তু দুই মাইল অর্থাৎ চার বর্গমাইল। ইমাম আহামদ বলেন, বাগদাদ শহরের সীমান্ত হল, সরাত থেকে বারুত-তিবন পর্যন্ত। খ্রীস্টীয় বাগদাদী বলেন, বাগদাদ শহরের প্রত্যেক দুই একশন দীর্ঘ মার্ক থেকে বাসান হল এক মাইল। অর্থাৎ এর চেয়ে কমও বর্ণনা করা হয়। দারুল ঢিলাফাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে খ্রীস্টীয় বাগদাদী বলেন, এ প্রাসাদের সবুজ গুম্বুরের উচ্চতা ছিল আধি হাত (চৌরাহর জাত), তার শীর্ষের ছিল সাদা গোলমাণ্ডিত উপরে বর্ণাদিরী এক অাদারী। যখন কোন দিকান্তরীয় ঘুরে তা শুরু থাকত, তখন খ্রীস্টীয় বৃহত পালিত সে দিকে কোন গুরুতর বৃত্ত সংঘটিত হয়েছে।

এরপর অতি অস্ত সময়ের মাঝে খ্রীস্টীয় কাছে তাই সংবাদ পাওয়া যেত। ১ আর এই গুম্বুজের অবস্থান ছিল বিচার ভবনের সমুদ্রমাত্রার একটি সমাবেশের বরাবর। আর এ সবারের নিকট ছিল তিরিশ হাত এবং প্রস্তু ছিল বিশ হাত। ৩২৯ হিজরির জনুয়ারি উত্তর মাসের সাত তারিখ মঙ্গলবার রাতে এছাড়া শিলালুটি ও ব্রোকারের কারণে এই গুম্বুজের ভেঙ্গে পড়ে।

খ্রীস্টীয় বাগদাদী (তৎকালীন বাগদাদের ক্যাটাক্লিম প্রসঙ্গে) বলেন, খ্রীস্টান মানসুরের ঢিলাফাতকালে ছাগল-ভেড়ার বিক্রয়মূল্য ছিল এক দিরহাম আর নর উটের বিক্রয়মূল্য ছিল 'চার দানক'। এছাড়া ছাগল-ভেড়ার গোষ্ঠীর যাট রিতল ছিল এক দিরহাম। আর গোম গোষ্ঠীর নবকৃষির রিতল ছিল এক দিরহাম। যাট রিতল খেজুরের মূল ছিল এক দিরহাম। অন্যান্য ড্রাকের মাঝে যোগ (১৬) রিতল তেল ছিল এক দিরহাম। অদূর এক দিরহামের বিনিময়ে পাওয়া যেত আট রিতল বী, আর মুখ পাওয়া যেত দশ রিতল।

জানমালের নিরাপদ এবং ব্যবস্থায় সত্য হওয়ার কারণে বাগদাদের অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বাজার ও বিপণন কেন্দ্রসমূহে লোক সমাগম বৃদ্ধি পায়। একন্তর বিড়ালের কারণে তাদের বাজার ঘটে পর অতিক্রম করা মুক্তিহীন হয়। এসব জনৈক আমীরের বাজার থেকে ফিরে বলেন, আলাহুর কসম! (এই সেদিনটি) আমি এসকল স্থানে ছোটাছোটকারী খরগোশ তাতেছি।

খ্রীস্টীয় বাগদাদী উল্লেখ করছেন, একদিন খ্রীস্টান মানসুর তার প্রাসাদে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনি তিন দেড়খানা শোয়েরগুলো ঘনে ঘনে পেলেন, এমন এক প্রতিক তাই পাঠাতে আর প্রাক্তন আর পাঠাতে। তখন তিনি তাদের দীর্ঘকালের রাতের মসজিদের দিকে পলিটে বাজারে মোহুক পড়েছে। তখন রোমান্ডার এক ব্যক্তির (যে তাদের উপস্থিত ছিল) বলেন, হে আমীরুল মুমিনন! নিম্নপ্রভূত আপনার নির্দেশ এ ভবন অন্যা অত্যন্ত কম। তবে তাতে তিনটি যুদ্ধ বিদ্যমান। প্রথমত তা পানি থেকে দুরে, দ্বিতীয়ত তা বাজারের নিকটে, তার তৃতীয়ত তার আশে-পাশে কোন সরুজের ছোয়া। (উদ্দান) নয়। আর

১. নির্দেশ এই বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত এবং যাহা মিথ্যা। এটা মূল মিসরীয় যারুকে এবং বলীদানের সময়ের কথা। ইসলামে হাজাতীর আজগোর বিদ্যমানের কোন কথা নয়। আর যদি তা সত্য হত তাহলে তা সবসময় কোন না কোন খারিজের বিচ্ছিন্ন করা অপরিহার্য হত। কেননা, সে তো সব সময়ই কোন না কোন নিকাসভ্য হত।

২. অথবা বিদ্যুম্পল পূর্বেও এসকল স্থান অবস্থান ও বিস্তার ছিল।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খিত) — ২৩
মানুষের চেয়ে সবুজ অংশ বিদ্যমান, তা সবুজকে ভালবাসে। কালিফা মানসুর তার মাথা উঠালেন না। এরপর তিনি এ অবস্থা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। সেই প্রাসাদে পানি সরবরাহের সার্বজনিক ব্যবস্থা করা হল, তার চতুর্দিকে সবুজ শয্যাম উদায় নির্মিত হল, আর বাজারসমূহ সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে কার্য অধ্যয়ন করে যাওয়া হয়।

ইয়াকুব ইবন সুফিয়ান বলেন, একশ ছেলেলিশ হিজরীতে বাগদ্দাদ নগরীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। আর একশ সাতাল্লাহ হিজরীতে সেখানকার বাজারসমূহ সরিয়ে নেওয়া হয়। এসময় কল্যাণ মানসুর বাজারসমূহ প্রশস্তকরণের নির্দেশ দেন। আর এ দু’মাসের পর তিনি তার আল-খুলদ নামক প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন যা নির্মাণ সম্পন্ন হয় একশ আসতাল্লাহ হিজরীতে।

আর এসকল বিষয়ের দায়িত্ব তিনি ওয়ায়ুহ নামক এক ব্যক্তির কাছে নান্দ করেন। আর সর্বসাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র জামে ‘মসজিদ নির্মাণ করেন, যাতে তারা জানে’ মানসুরের প্রবেশ না করে। আর বাগদ্দাদের দারুল-ফিলাফত এরপর হাসান ইবন সাহেরের অধিকারে আসে। আর তারপর তা স্থানান্তরিত হয় মামুনের শ্রী বুলারের মালিকানায়। পরবর্তীতে কল্যাণ মু’তায়মিদ করাও মাত্র আল-মু’তায়মিদ তার কাছে এই প্রাসাদ দাবী করেন। তখন তিনি তার তা দান করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কয়েক দিনের অবকাশ চাইলে তিনি তাকে অবকাশ প্রদান করেন। তিনি এসময় তার মেরামত, সংস্কার, চুনকাম ও সজ্জিতকরণ শুরু করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন প্রকার ফলাফল ও গাঢ়ভাব বিচার এবং তাতে মূল্যবান পদ্ধ টানান। এছাড়া সেখানে রাজ প্রাসাদের উপায়ের ভূমিকা বাঁধা উত্তর করা করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পোশাক-পরিবর্তন সজ্জিত করেন। এছাড়া তিনি এর বাজারসমূহের বিভিন্ন প্রকার উন্মুক্ত থাকার কাজ সামাজিক ব্যবস্থা করেন এবং এই প্রাসাদের একটি কক্ষ বিভিন্ন প্রকার ধনরত্ন সজ্জিত করেন। এরপর বুরান এবং কৃষ্ণ কয়েক চব্বিশ মু’তায়মিদের কাছে তোরণ করেন। এরপর মু’তায়মিদ যখন সেখানে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে বুলার কর্তৃক সংস্কৃত সর্বকিছু প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা ও বিষয় হন। তিনিই প্রথম কল্যাণ মুনসি যে সেখানে বসবাস শুরু করেন এছাড়া তিনি এর চতুর্দিকে প্রাচীরের বেষ্টনী প্রদান করেন। এসকল তথ্য কল্যাণ বাগদ্দাদীদের উল্লেখ করেন।

আর ‘আতুতাজ’ নামক প্রাসাদটি নির্মাণ করেন কল্যাণ মুক্তাফী দুর্গালা নায়ির পাড়ে। তার চতুর্সংখ্য ছিল গম্বুজ, সভাস্থল, ময়দান, ঝুড়িবাতি এবং পশুশালা। এছাড়া খোদাব, ‘দুর্গালা’ নামক প্রাসাদ ভবনের বর্ণনা দিয়েছেন যা কল্যাণ মুক্তাফীর বিলাসের খোলাফতকে ছিল। এ প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সেখানকার বিচারী, শয়া, প্রদান, নওকার-চাকর, নস-সন্ন এবং

1. এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মু’তায়মি বলেন,-

বসন্ত হেনা রকাবা উল্লাস + হেনা কাদিন বেস মেহমুদ নসীম্ম।

“এমন এক দেশ যা অবছিড় খেলালে রয়েছে কৃষিপরিষদ যার উপরে রয়েছে হামামান মাঝঝাঁ জুন।”

ঝুঁকারা ফি সালাম ও স্বামী সুহন + কোম মাঝঝাঁ মুহম্মদ।

“শীত-রোষে তারা অভ্যন্তরে খাবারে মাঝঝাঁ আর তারা পানি থাকে অভ্যন্তর।”

বিন আল মালক তিনি মসজিদ + ঈফন মাঝঝাঁ সুহন।

“এই শাহী প্রাসাদের দুর্গালা যার উপর দিয়ে মূল্যবান সমীক্ষণ প্রয়োজন হলেই তা মেশেকের দ্বারা ছড়িয়ে দেয়।”
শোভা-সৌন্দর্য ও জাকাজামকের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সেখানে এগার হাজার খোজা (সেবক) এবং সাতশ ঘাঁটিক্ষ ছিল। আর দাস-দাসীর সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। আর এসব কিছু বিশাল বিবরণ তাদের খিলাফতকালের বর্ণনায় আসে। যা ক্ষণির স্থপত্রের নায় অতিবাহিত হয়েছে, তিনি অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে। এছাড়া খালেদ, শাখারাম অবস্থিত দারুল মুলক প্রাসাদের কথাও উল্লেখ করেছেন, আরও উল্লেখ করেছেন জামে ‘মসজিদসমূহের কথা এবং বাগদাদ শহরের তৎকালীন নদ-নদী এবং সেতু ও পুলসমূহের কথা এবং খলীফা মানসুরের খিলাফতকালে সেখানে কি ছিল এবং তার সময়কাল পর্যন্ত কি কি নতুন নির্মাণ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি (খ্রিস্টীয়) দলীল নদীর উপর নির্মিত বাগদাদ শহরের সেতু বা পুল সম্পর্কে জানকী কবির কবিতা আবৃত্তি করেন:

যোম সম্রাট এরূপ করিয়াছেন, যেন মণিস্তু হৃদয়ের সুখ যেন মুহূর্তে জন্মে জং সুখের মফর।

“যে দিন সেখানে আমাদের সবাদের অধিকার অক্ষয় ছিল, সেনাও হল দলজল চতুরের এক অনন্ত সমাবেশ।”

ফকেন দিলেটে তেলিসান হিটি, ও তার বিস্তারের কালে উস্তাদের কাউকার্য।

এরকম আবৃত্তি করেছেন:

নয়া হবে মস্তা ময়নের দিলেট, পান্তু তাঁকে পরাসন ও হৃদয় রোধে।

“মৃদু ভিতর ও দুর্জন সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠা দলজল জুড়ে তাঁর পুল তাঁর ইন্দুর উতধারণ।”

তামাল ও মদন্ত লেলার রয়েছে ও স্পর্শ মৌলন লেলার কর্মে।

“গোটা ইরাকের জন্য তা শোভা সৌন্দর্য এবং বিনোদন উপরকালকর বিরহ কাতর দুর্বল বাদক জন্য সাতানার উৎস।”

তোরান এবং, যদি তুমি তীর্থ হৃদয়ে তাকে পরমমুন্দর কর তাহলে দেখতে পাবে তা যেন তুমি রেশমী কাগজের অক্ষমুক্তি ছাড়া রেখে।”

অও দাগী, জেরুসালেম মসজিদ, মায়ান মিলান হৃদয়ের পথে।

মাত্র এই ভাইরেস মসজিদ, মায়ান মিলান হৃদয়ের পথে।

এইরূপে বায়ু যে হৃদয়ের মধ্যে যেমন হ্রদয় বায়ুর মিলান।

অতীতের সুলভ বলেন, আইহাম ইবন আবু তাহির ‘কিতাব বাগদাদ’ গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন উত্তরাধিকার থেকে বাগদাদের দৈর্ঘ্য, (যে জাতীয়) তিনি হাজার জাতীয় আর পূর্ব পার্বত্য দৈর্ঘ্য হল হাবিব হাজার সাতর পঞ্চম জাতীয়। তার হামাম খানার সংখ্যা ছিল যাদু হাজার আর প্রতিষ্ঠা হামাম খানার সাতর পঞ্চম দায়িত্ব ছিল হামামি বা তার মানিক, তত্ত্বাধিকার, বাড়ুদাদ বা আবর্জনা পরিসরকার, প্রতিষ্ঠা সরবরাহকারী এবং পানি সরবরাহকারী। এছাড়া প্রতিষ্ঠা হামামখানার বিপরীতে পাঁচটি মসজিদ ছিল। কাজেই, বাগদাদ শহরের সর্বমাত্র মসজিদের সংখ্যা ছিল তিন
লক্ষ। আর এই সমস্যা নীতিমালা পাঁচ ব্যক্তি ছিল, ইমাম-মুআয়মিন-খালিস ও দুজন মূসলিম।

এরপর এসব হৃদয় এবং পরবর্তীকালে সব চিন্তিত হয়ে যায় এমনকি শেষ পর্যন্ত অস্থি। মূসলিম দাড়ায় যেন তা বাহিক অবয়ব এবং আভ্যন্তরীণ কাঠামো উভয় অর্থেই বিরান। এর বিষমত বিবরণ যথাযথে আসছে।

হাফিজ আবু বকর আল-বাগদাদী বলেন, তৎকালীন দুনিয়ায় ওরতু বিবেচনায়, জাক-জামকতায়, জানী-শৌরিয়া আধিক্য, নাগরিক শ্রেণী পার্থক্য, আযাতনের ব্যাপ্তি ও বিশালতায়, বাড়িঘর, পথচার, মসজিদ-মাদারসা, হামামাত্রা ও সরাইনার আধিক্য এবং বায়ুর নির্মাণ, পানির সুষিক্ষা, ছায়ার সৃষ্টি, শীত-শীতলের তারসাময়িক, এবং বেসরকার বাষ্প উপযোগীতায় বাগদাদ ছিল অন্য ও অতুলনী। কোথায় আর-রশিদের বিলাফতকালেই সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এরপর হাফিজ আবু বকর তার নিজের সময়কাল পর্যন্ত বাগদাদের শ্রীহানি ও অধোপন্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল-বিদিয়ার গ্রন্থকার বলেন, এসময়ের পর থেকে আমাদের শাস পর্যন্ত বাগদাদ নগরীর এই অধোপন্তন ও শ্রীহানি অবদান রয়েছে। বিশেষত তোলাই ইবন চেলিস খানের ছেলে হালাকু খানের সময়ে যে বাগদাদের নিদর্শনাদি নিষ্প্রতি করে দেয় খলিফা ও আলিম-উল্লামাদের হত্যা করে বাড়িঘর বিরান করে রাজ্যপ্রাপ্ত সমুদ্র সংগঠন করে, এবং বাগদাদের খাড়ার নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ সকল বিশেষ সাধারণ অধিবাসীকে নিপীড়ন হত্যা করে, ধন সংগ্রাহ তুলে ধরন করে, বাগদাদের সাধারণ বিশেষ সকল অধিবাসীকে নিপীড়ন হত্যা করে, ধন সংগ্রাহ তুলে ধরন করে।

এভাবে এর সময় সকল প্রকারে দুঃখ ভারবহু এবং বেদনাতীত করে রাখে এবং বাগদাদ নগরীতে মানব সচিত্র বিপর্যয়ের দৃষ্টায় শিক্ষা শাধনকারী জানীর জন্য শিক্ষা এবং প্রতোভ সুস্থিত ও বিবর্ণ সম্পত্তি ব্যাপক হয়ে উপন্যাস পূর্বক উপস্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে সেখানের কুরআন ফিরোইতে স্বল্পর্থ হয়ে সুর-সৃষ্টি ও কবিতা আবুরতি, হাদেস নবীর দরদের স্বল্পর্থ হয় নবীর দরদ, ইমমুল কালাম এবং করামতীয় অব্যাহার দরদ, আলিম-উল্লামগণের স্বল্পর্থ হয় নীতিকর ও চিকিৎসকর অব্যর্থনায় শ্রীহানি স্বল্পর্থ হয় দুঃখ ও জন্ম শাসন, নোটু ও চিকিৎসকের স্বল্পর্থ হয় ইতররী ও নির্মুলভা, আনীতের স্বল্পর্থ হয় অনাচারি ও লামপর, একরূপ ধরনের স্বল্পর্থ হয় ফিকাশভক্তি এবং হাদেস ও ঝুল বায়া শারের স্বল্পর্থ হয় বিভিন্ন হলে রচিত কাব্য ও কবিতা।

ইমাম আহমদ, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, "আর এসব ভাবের আপন কৃতকর্মের ফল ও মার্জিয়াত্ব লেগুলো সাধিত বিদ্যমান "আর এসব ভাবের আপন কৃতকর্মের ফল ও মার্জিয়াত্ব লেগুলো সাধিত বিদ্যমান"।

আর বর্তমানকালে সেখানে বিদ্যমান অনুভূতি ও অনুভূতি পরিব্যাপ্তি বিদ্যযোগ এবং ভাস সেবনের ব্যাপকতার কারণে সেখান থেকে ঘূর্ণিঝড় হওয়া এবং সে প্রায় ধরন করে শামদেশে গমন করা উচিত ও শ্রেয় করা। কেননা, আলাহু তালাহ শামবাসীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ধরে নিয়ে আসবেন। ইমাম আহমদ, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন।

তত্ত্বতিন ফিয়ামত সংঘটিত হবে না, যত্ততিন ইরাকবাসীদের উভয় লোকেরা শামদেশে হোকে স্মরণ এরা উত্তরাধিকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
স্থানান্তরিত হবে এবং শামের নিকটে অধিবাসীরা ইরাকে স্থানান্তরিত হবে।¹

বাগদাদ নগরী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আছার

বাগদাদ শহরটি আরবীতে মোট চারভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ১. বাগদাদ ২. বাগদাদ৩· ৩.
বাগদাদ ৪. মাগদান। মূলত এটি অনারী শহর। কারণ কারও মতে শামের নিকটে মুসলিম। আর (ব) হল উদায়ান বা বাগান আর (দ) হল জনকে বিভিন্ন নাম। কারণ
কারও মতে বাগ হল এক প্রতিম। আরব কারও মতে শায়াতানের নাম আর নাম হল দান। কাজেই
বাগদাদ শহরের অর্থ দায়াল প্রতিষ্ঠাতা বা দেবতার দান, এ কারণেই (সমন্বিত) আবদুর্রহাম ইবনুল
মুবারক, আসসম্ব ও অন্যান্য আলিমগণ এর বাগদাদ নামকরণ অপসরল করেছেন। তাকে
মাদীনাতুস-সালাম বা শাহিন নগরীর নামকরণ করা হয়েছে। তার নির্দেশণ আরুজ আকর্রম মানসুর এ
শহরের জন্য এই নামটিই নির্বাচন করেন। কেননা, দলজলা অববাহিকায় ইতিপূর্বে শাহিনের
উপত্যকা বলা হত। আর কারও কাছে এর নাম আয়াতুর্রাহোরা অর্থে তিন্দ্রিক শহর।

এছাড়া খতীর বাগদাদী অভিযুক্ত রাজি আমার ইবন সায়ফের সুত্তে বর্ণনা করে বলেন, আমি
আসিম আল আহওয়ালকে সুফিয়ান ছাওরীর সুত্তে - জারীর ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করতে
অনেকী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন۟:

*শীতের মেডিনারী বিশ্যে দীর্ঘ ডেমেল, ফেরুর এবং স্থান, তা হলো আবু উসমানের আগুনের দুর্ঘটনা দেখা দেয়। তার পরে এই আনিয়ে আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে সুফিয়ান ছাওরীর সাথে তার আলাদা মালিকানাকে 

¹. ইমাম আহমদ তার মৃত্যুদের অন্যতম সিদ্ধান্ত বিবৃতিতে করেছেন (৫ খ্রীস্টাব্দ ২৩২ খ্রীস্টাব্দ)।
². কবরী জাফরী সুলুক বাগদাদ শহরটি অনুমোদন করেন না। তাদের মুসলিম আরবী ভাষায় এর কবরী
শের অনুসরণ করেছেন, তা যাতে এরপাশা একমাত্র রচনা করেছেন। কারণ কারও মতে শামের নিকটে
বিদ্যামান (১) বাগদাদ (২) বাগদাদ (৩) মাগদান (৪) মাগদান (৫) বাগদাদ৩· (৬) মাগদান (৭) বাগদাদ।
ছাওরী থেকে। তিনি আবু উবায়দা হুমায়ন আততাবীল থেকে তিনি আনাস ইবন মালিক থেকে-
এই সূত্রটিও বিশ্বাস নয়। এছাড়া তিনি উমর ইবনে ইয়াহুইয়া সুত্রে সুফিয়ান থেকে তিনি কায়স
ইবন মুসলিম থেকে তিনি বিয়ার থেকে তিনি হায়াফা (রা) থেকে মারফুর্তে অনুরূপ হাদিস
বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা বিশ্বাস নয়। এছাড়া হযরত আলী, ইবনে মাসুদ, হাওরান ও ইবন
আব্বাস (রা) থেকে একাধিক সনদে হাদিসটি তিনি রিওয়াত করেছেন। যার কোন সনদে তিনি
সুফিয়ানী উল্লেখ করেছেন। "আর তিনি তাকে বিরাগ করবেন" - কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত এই
হাদিসের কোনটিরই সনদ বা বর্ণনাসূত্র বিশ্বাস নয়। এই হাদিসগুলোকে তার সনদসহ খতীব
উল্লেখ করেছেন। আর এগুলোর প্রতিটিতেই অরহতোয়াগত ও আপত্তিকর তাদের (ও) বিদ্যমান।
এগুলোর মধ্যে কাব আহবার থেকে বর্ণিত রিওয়াতটিই কিছুটা বাস্তব সমত। প্রাচীন
ধর্মগুলোর বরাতে একাধিক বর্ণনায় এসেছে যে এই শহরের নির্মাণকাল ভূপণতার কারণে
মিক্লাসমিক্লাসমিক্লাস এবং যুদ্ধায়নীক বলা হবে।

---

1. 'মিকলাস' জনক তর্কপ্রকাশের নাম, ইবাদবারীকে যার নাম ব্যবহৃত হত। শৈশবে আবু জা'ফর মানসুর এক বৃদ্ধার
বুদ্ধি কাপড় সরিয়ে ফেলেন, যে তার সেবা করাত। এরপর তার কর্মকাণ্ড সমবায়ীর জন্য খুচ করার
উদ্দেশ্যে তিনি তা বিচ্ছে করে ফেলেন। বৃদ্ধা যখন তার এই অপকর্ম সমপ্রকার অস্বীকার হল, তখন সে তার নাম
রাখল 'মিকলাস'। শৈশবে তার এই উপাধি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তারপর তা দূর হয়ে যায়।
বাগদাদ নগরীর ভাল-মন্দ বিষয়ে বিশিষ্টজনদের অভিমত

ইউনুস ইবনে আবদুল আলা আস-সাদাফী বলেন (একবার) আমাকে ইমাম শাফিক (র) প্রশ্ন করেন তুমি কি বাগদাদ দেখেছ ? আমি বলি না। তখন তুমি মন্তব্য করেন, তাহলে তো তুমি দুনিয়া-ই দেখনি। ইমাম শাফিক আরও বলেন, যে শহরেই আমি গমন করেছি তাকে প্রবাস ও বিতৃষিতৃপে গণ্য করেছি, শুধুমাত্র বাগদাদ এর ব্যতিক্রম। আমি যখন দেখানে প্রশ্ন করেছি তখন তাকে আপন-নিবাসরূপে গণ্য করেছি। জনৈক ব্যক্তি ১ বলেন, সমগ্র দুনিয়ার রাজধানী হল বাগদাদ। ইবনে আলিয়া বলেন, হাদীসের চর্চায় আমি বাগদাদবাসীর চেয়ে বুদ্ধিমান ও হীরায় কাউকে দেখিনি। ইবনে মুজাহিদ বলেন, আমি আরু আরম ইবনুল আলাকে স্পষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন, এ প্রশ্ন বাদ দাও। আপনি সুন্নাত ও জামাইতের মতানী হয়ে যে ব্যক্তি বাগদাদে অবস্থিত করেন এবং স্থায়ী বিশ্বাস নিয়ে মূর্তুমুখে পতিত হবে সে এক জানাত থেকে অন্য জানাতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে। আরু বকর ইবনে আল্যায় বলেন, ইসলামে তো বাগদাদে, আম তা হল প্রতিষ্ঠানা ও গুণীদের দীর্ঘ, তারা সেখানে আটকা পড়ে। যে তা দেখেনি সে যেন দুনিয়াই দেখেনি। আরু মুআলিয়া বলেন, বাগদাদ হল দুনিয়া-আধিবাসীর নিবাস। জনৈক ব্যক্তি বলেন, ইসলামের অন্তর্গত সৌধ-সর্বোপরি প্রকাশ হল বাগদাদের জুমুয়ার দিন, পবিত্র মধ্যে তারাবিয়র নামায এবং তুরস্ক শহরের ঈদের দিন। তথিভিত বলেন, মাদীনাতুস সালামে (বাগদাদে) যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন (জুমুয়ার নামায়ে) শরীক হবে, আল্লাহ তাঁহার অভিযোগে ইসলামের মহৎস্ব সূচনা করবেন। কেনানা, আমাদের শায়খরা বলতেন, বাগদাদের জুমুয়ার দিন অন্য শহরের ঈদের দিন। জনৈক শায়খ বলেন, আমি নিয়মিতভাবে আল্লাহ মানসুরের জুমুয়ার নামায পড়তেন। একবার কোন কাজের কারণে আমি অন্য মসজিদে জুমুয়া পড়তেন। এরপর আমি বলেন যে জনৈক কথক বলেছেন তুমি জামে' মদীনার (জামে' মানসুরের অপর নাম) জুমুয়া তরক করেছেন। অথচ সেখানে সতর্ক আল্লাহর ওলী জুমুয়া পড়ে থাকেন। আরেকজন বলেন, এরপর আমি বাগদাদ থেকে স্থানান্তরিত হতে মনস্ত করি, এরপর আমি বলেন যে যে এক কথক বলেছেন, তুমি কি এমন শহর ছেড়ে যেতে চাও যেখানে হাজার আল্লাহর ওলী যাওয়া বলেন। জনৈক শায়খ তার বলেন কথার উদাহরণ করে বলেন, আমি দেখতে পাই, যেন দুনিয়ার ফেরেশতা বাগদাদে আগমন করেন। তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে, এই শহরকে উল্টে ধ্বংস করে দাও। কেনানা, তার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি বিধান অপরিহার্য হয়ে গেছে। তখন অপরজন বলে কিছু বলে আমি এই শহরকে উল্টে ধ্বংস করব, যেখানে প্রতি রাতে পাঁচ হাজার খুব করান তিলাওয়াত করা হয়। আরু মুসহির বলেন, সাইফ ইবনে আবদুল আলিয়া ইবনে মুসায়মান ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির ইলুম যদি হিজাবী হয়

১। এটা হল আরু ইসহাক আল-মাজাজের মন্তব্য- বাগদাদ হল দুনিয়ার একমাত্র নগর বা শহর আর এছাড়া সব আর পার্থি।
মাজাহ বিগ্দাদ মিন্ন ত্বিয়া অফারানিন + মির মানারা লেলিবানিন লেলিবিন

"বাগদাদ শহর কত উহেম বিদ্যা ও শাখের চাঁট রয়েছে, রয়েছে দীন দুনিয়ার কত আলোকবর্তিকা।"

তুকনিমির রিয়াহ বিলিউ মোম কী বসমতি + জোখেষ্ট বিন আফ্তাব ইরাজিন

"পুপকানের পরে নিয়ে যেখানে যেখানে সিন্ধি সমীরণ প্রবাহিত হয় তখন তা মুমূর্খ রোগীকে অপরাজেও করে তোলে।"

সাঈদ বলেন, তখন যুবায়াদা তাকে দুহাজার দীনার দান করেন। খতীর বলেন, আমি ভাবির রক্ষক তাহির ইবন্ন মুহাম্মদ ইবন্ন তাহিরের কিন্তু তার নিজের হেন্টাকে লেখা নিম্নক বর্তকা পঙ্কিগুলি পড়েছি-

سعقى اللّه صصوب الغادييّات محلة + ببغداد بيبن الكرخ فالفخند فالجسر

"আলবাহ তা"আলা কারখ, খালদ ও জিসরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাগদাদের এক মহল্লার প্রভাত বারি দ্বারা সখিত করেন।"

هيَّ البَلَدُ الحَسَنَةَ حَصِّنت لأهلها + بأشباه لم يجمعون مذكور في مصر

"তা হল তিলোত্তম নগরী যা তার অধিবাসীদের জন্য এমন সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা অনন্য হয়ে আছে যা অন্য কোন নগরীর অধিবাসীদের নেই।"

هَوْاَ رَقِيق في اَسْتَدَال وصَحِيَّة + وناءَ لَه طَنْح آلِ الدْمِي النَّحْيَر

"সেখানে রয়েছে চমৎকার ও স্বাভাবিক কোমল বায়, রয়েছে শরাবের চেয়ে সুবাদু বা সুপেয়া পানি।"
বাগদাদের সৌন্দর্যরাজি ও কৃতিসমূহ এবং এ সমকালে
ইমামদের উক্তিসমূহ

ইউনুস ইবন আবদুল্লা আলা আস-সাদাকী (র) বলেন, আমাকে ইমাম শাফিক র বলেন, ‘তুমি কি বাগদাদ দেখেছি?’ আমি বললাম ‘না’। তখন তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি দুনিয়ার দেখি।’ ইমাম শাফিক (র) আরো বললেন, ‘আমি যে কোন শহরে কখনও হুমকি করেছি, গণনা করেছি কয়েকবার সেখানে সফর করতে কিন্তু বাগদাদের কথা আলাদা; যতবারই আমি বাগদাদে গমন করতে ছিলাম সেদিনের জন্যচুক্তি বলে মন করতে হয়।’ উলামায়ে কিয়ামের কেউ কেউ বললেন, ‘সমগ্র পৃথিবীটি প্রাণাঙ্গ হিসেবে গণ্য আর বাগদাদ শহর এলাকা হিসেবে গণ্য।’

ইবন উলাইয়া (র) বলেন, ‘হাদিস অবহেলার ক্ষেত্রে বাগদাদবাসীদের থেকে বেশী সচেতন আমি আর কাউকে দেখিনি এবং তাদের থেকে বেশী সুখ-স্বাস্থ্যের জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত আর কাউকে দেখিনি।’ ইবন মুজাহিদ (র) বলেন, আমি আবু আমর ইবন আল-আলা (র)কে স্বপ্নে দেখেছি, আমি তাকে বললাম, আপনার সাথে আল্লাহ তা’আলা কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, ‘আমাকে এ ব্যাপারে আর জিজ্ঞাসা কর না, জেনে রেখা, যে বাকি বাগদাদে আলাদা সুন্নাত ওয়াল আলামাতের উপর কাম্য থেকে মূর্ত্যবরণ করে তাকে এক জানাত থেকে অন্য জানাত বিনোদনের জন্য স্থায়ীত্ব করা হয়।’ আবু বকর ইবন আইয়াশ (র) বলেন, বাগদাদে রয়েছে ইসলাম, এটা নিশ্চিতই শিকারেরও ঘটনা।’ লোকরা শিকার করে থাকে তায়া। যে বাগদাদ দেখেছি সে যেন দুনিয়াটি দেখেছি।’ আবু বল্লাবিয়া (র) বলেন, ‘বাগদাদ দুনিয়া ও হাতিয়ারের ঘর’। আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, বাগদাদ জমুআর দিনে, মক্কায় তারাবীহের সালাত এবং তামলাস শহরে ইদের দিনে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। আল-কুতাব (র) বলেন, যে বাকি মদিনাতুস সালামে জমুআর দিনে সালাতে হায়র হন আল্লাহ তা’আলা তার অন্যতম ইসলামের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন। কেননা আমাদের উদ্দাদগণ বাগদাদের জমুআর দিনের অন্যান্য শহরের ইদের দিনের ন্যায় গণ্য করতেন। তাদের একজন বলেন, আমি জামিম মনসূরে এ সবরা জমুআর সালাত আদায় করতাম। একদিন আমার কোন একটি কাজ থাকার দরুন আমি অন্য মসজিদে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি বললাম দেখলাম, কেন এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, তুমি কি জামিম মনসূরের জমুআর সালাত বর্জন করেছে অথচ সেখানে অন্য জমুআর সালাত আদায় করে থাকেন। অন্য একজন বলেন, আমি বাগদাদ থেকে বদলার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। তখন আমি বললাম দেখলাম, কেন এক ব্যক্তি বললেন, তুমি কি এমন একটি শহর থেকে বদলার হতে ইচ্ছা করে যেখানে দশ হাজার ওলী রয়েছেন? তাদের অন্য একজন বলেন, আমি একদিন তু'জন ফিরিশতাকে দেখলাম, তারা দু'জন বাগদাদে আগমন করেন। একজন তার সাথীকে বলেন, এ শহরটিকে উলটে দেব। কেননা এ সময়ে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র)-২৪
হৃদকম জারি করা হয়েছে। অন্যজন বলেন, কেমন করে এখন একটি শহরকে উলটে দেয়া হবে, যেখানে প্রতি রাতে পাঁচ হাজারবার কুরআন খাত করা হয়?

সাইদ ইবন আবদুল্লাহ আব্দী ইবন মুলামান ইবন মুসা (র) থেকে আব্দুল মিসর হাম (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে বাক্তির বিদ্যা শিক্ষা হল হিজাবে, তার চরিত্র হল ইরাকীর নয়া এবং সালাত হল সিরিয়াবাসীর নয়া, সে পরিপূর্ততা লাভ করেছে। মনসূর আল-নামিনীকে যুবারী (র) বলেন, আমার কাছে এমন একটি কবিতা বল যার দ্বারা আমার কাছে বাগদাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর তার শোভা বীরত্ব ও সমাদৃত হয়। তখন তিনি বলেন:

মাদার বিবাদ না তীব্র আফান না মন্ত্রণালয় লা জোয়াসা বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস
তখন রায়ের প্রতিবেদন না নামাজ না নামাজ না নামাজ

অর্থাৎ “বাগদাদের শাসকের গাছাপালা কতই না মনে সুস্থিত ! আর তার মিনারগুলো সুদিয়া ও সুভিকে কতই না সুর্দ আলেকবার্সিফা ! সেখানে মুদুমন বাতাস যখন পুলিনা গাছের ডালগুলো দিয়ে বয়ে যায় তখন অনেক বাক্তিগণ নবজীবন লাভ করে।” বর্ণনাকারী বলেন, যুবারী (র) তখন কবিকে দুই হাজার দীর্ঘ উপতোকন প্রদান করেন।

আল-খাদীব (র) বলেন, আমি তারারকার কবির ইবন মুসাফর ইবন তাবির এর কিভাবে তার লিখিত নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো আবৃত্তি করলাম:

সেন্ড উল্লো বাদী দিয়ে আল্লাহ তাঁর আল্লাহ এখন একটি মহাকাব্যে সিক করেন যা বাগদাদের কার্য, খুলদ ও চ্যাঝর নামি সুরাম অস্তিকাকারের মধ্যে অবস্থিত। এটা একটি সৌন্দর্যময় শহর যার বাসিন্দাদের ভোগ বিলাসের জন্য এখন বুকমুহ বিশেষভাবে সজ্জিত রাখা হয়েছে যা অন্য কোন শহরে সংগৃহীত হওয়া দুরহে ব্যবহার। যেখানে হায়া রক্ষার উপযোগী সম্প্র অবহাওয়া বিজ্ঞাপন করেন সেখানকার জলবায়ুর মধ্য থেকে বেশী সুবিধা। বাগদাদের দাঙ্গলায় নদীর দুই পাড় যেন আমাদের জন্য মুক্তকে মুক্তকের সাথে এবং অস্তিকাকারের অস্তিকাকারের সাথে চেম দিয়েছে। এই পর্যাপ্তক ! বাগদাদকে তুমি দেখার মিশ্রক আড্ডার নয়, যার পাঁচ রোপণের নয় এবং পাথরগুলো চুলি ও মুক্তার নয়।”

আল-খাদীব (র) এ সমুদ্রে বছর কবিতা রচনা করেছেন। আমারা যে উল্লেখ করেছি আপাতত তা যেহেতু বলে অনুভূত। একশ ছেলেশ্বর হিজরী সেন বাগদাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কেউ কেউ বলেন, একশ আ্যাটিলিশ হিজরীতে শেষ হয়। পরিখা খান ও দেয়ালের কাজসমূহ একশ
সাতচর্লিক হিজরীতে সুসম্পন্ন হয়। খেলিয়া মানসুর বাগদাদের পরিধি বৃদ্ধি ও নির্মাণকাজে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং সম্মতি না তিনি আল-খুলাদন নামী আটলিকার কাজ সমাপ্ত করেন। তিনি ধারণা করেন, তিনি সব সময় এ আটলিকার বাস করতে পারবেন কিংবা আটলিকাটি সব সময় থাকবে।

সুতরা এটা কোন সময় নষ্ট হবে না। বাগদাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর বাগদাদও কয়েকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যার বর্ণনা পরে আসবে।

ইবন জারীর (র) বলেন, এবছরেই খেলিয়া মানসুর সালাম ইবন কুতায়বারকে বসরা থেকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্ত্রী মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান ইবন আলীকে বসরার শাসক নিযুক্ত করেন। মানসুর সালামের কাছে পড়লিপি এই সব লোকের ঘরবাড়ি ধ্রুপক করার হুকুম দিয়েছিলেন যারা ইবরাহিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসানের হাতে বায়ান করেছিলেন। এ হুকুম তামীলের করতে সালাম ইবন কুতায়বা বিলুপ্ত হয়েছিল তাই তিনি তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্ত্রী তার চাচ্ছ তার মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানকে প্রেরণ করেন। এরপর সে স্থানে বিস্তৃত সৃষ্টি করে এবং বড় ঘরবাড়ি ধ্রুপ করে দেয়। খেলিয়া মানসুর মদিনার শাসকের পড়ে থেকে আস-সারী ইবন আবদুল্লাহকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্ত্রী আবদুস সামাদ ইবন আলীকে নিয়োগ প্রদান করেন।

আলামা ওয়াকিলি ও অর্না বলেন, এ বছরেই আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলির লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এবছরেই জাফর ইবন হানায়ালা আল-বাহরানী রোমের শহরগুলোতে গীর্জাকালীন যুদ্ধ পরিচলনা করেন। এবছরেই নির্মাণ অংশগুলি ব্যাপ্তিক ইনিটিয়াল করেন। আশআহ ইবন আবদুল্লাহ মালিক, হিশাম ইবন আস-সায়াব ইবন-কালীব, হিশাম ইবন উরওয়া এবং এক বর্ণনায় ইয়াইদ ইবন আবু উবাবাদ।

১৪৭ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই আর্মেনিয়ার এক প্রাতে তুর্কীদের একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আশতার খান আল-খাওয়ারিয়ী লুঠন কাজ পরিচালনা করে এবং তারিখের প্রবেশ করে তারা বহু লোককে হত্যা করের এবং বহু মুসলিম ও যুদ্ধীদেরকে বন্ধী করে। ঐদিন খাদ্রা নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিল হারান ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়ান্ডী। বাগদাদের যুদ্ধ-বিদ্রোহ ছিল তারই সাথে সম্পৃক্ত। তিনি খাদ্রীদের মুকাবলা করার জন্য দুই হাজার সেনা নিয়ে মাওসিলে অবস্থান নিয়েছিলেন।

এরপর খেলিয়া মানসুর তাকে আর্মেনিয়ার শহরগুলোতে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন জিরাবাদ ইবন ইয়াহিউদ ইবন সুলায়মান। জিরাবাদ পরাজিত হন এবং হাবার (র) নিহত হন।

এ বছরই খেলিয়া মানসুরের চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলি নিহত হন। তিনি বনু উমাইয়া থেকে সিফিয়া দখল করেছিলেন। আস-সাফ্ফার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাদের শাসক ছিলেন। আস-সাফ্ফার যখন মারা যান তখন তিনি জনগণকে নিজেদের দিকে আহ্মান করেন। তাকে দমন করার জন্য আল-মানসুর আবু মুসলিম আল-খুরাসানীকে প্রেরণ করেন। আবু মুসলিম তাকে পরাজিত করেন এবং আবদুল্লাহ তখন তার সরার সাদক সুলায়মান ইবন আলী-এর কাছে পালিয়ে যান। তার কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি লুকিয়ে থাকেন। এরপর তার ব্যাপারটি
আল-মানসুরের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে কারাগারে নিকটে করেন। এ বছরটি আগমনের পর মানসুর হজে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তার চাচা ইসরার মুসাকে তবে করেন। আর তিনি ছিলেন আস-সাফিফাহ এর তুলিয়াত অনুষ্ঠান আল-মানসুরের পরে ছিলেন। তিনি তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলীকে তার কাছে সমর্পন করেন এবং বলেন, এ রক্ষি তোমার ও আমার উভয়ের শক্র। তাই আমি যখন ধরব না তুমি তোমাকে আমার অনুপস্থিতিতে হত্যা করবে এবং এ ব্যাপারে বিলম্ব করবে না। আল-মানসুর হজে চেলে গেলেন এবং এ কাজে তাকে উদ্দুকি করার জন্য রাশি থেকে তার কাছে পত্র লিখে এবং তাকে বলতে থাকেন তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এ দায়িত্ব পালনে করতে পারেন। তোমাকে হত্যা হলে। বাবার তিনি এরপ পত্র লিখিতে লাগেন। এদিক দিয়ে ইসরার মুসাকে যখন তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলীকে সম্পর্ক করা হল তখন তার সম্পর্কে তিনি তার পরিবারের কিছু সদস্যর সাথে পরিমার্জন করেন। তখন তাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বুদ্ধিমান তারা তোমাকে পরিমার্জন দিলেন বুদ্ধিমান কাজ হল যেন তোমাকে হত্যা না করা হয় বরং তোমাকে তোমার কাছে জীবিত রেখে দাও। আর অন্য দিকে প্রকাশ কর যে তুমি তাকে হত্যা করেছ। কেননা আমাদের আশঙ্গা হচ্ছে যে, তোমার কাছে প্রকাশের ভাবে তোমাকে হত্যা করলেন যখন তুমি বললে আমি তোমাকে হত্যা করছি। তখন তিনি কিসানের হরকুম দেনেন তুমি অবশ্য বললেন যে তিনি তোমাকে গোপনে হরকুম দিয়েছেন যেন তুমি তাকে হত্যা কর। আর মেহের এই তোমার তোমার মধ্যে পাপন তথ্য, কাজেই তুমি তা প্রমাণ করতে পারবে না। তখন তিনি তোমাকে তার কিসানে হত্যা করেন। মানসুর তোমাকে এবং তাকে হত্যা করে চায় তাহলে তিনি তোমাদের থেকে নিরাপত্তারোধ করতে পারবেন। এ পরিমার্জন দোনার পর ইসরার মুসার মধ্যে পরিমার্জন এর চের। তিনি তার চাচাতলুকি রাখলেন এবং প্রকাশ করলেন যে তিনি তাকে হত্যা করেছেন। মানসুর যখন হজ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তার চাচাতল পরিমার্জনের কাছে আগমন করে তার চাচা আবদুল্লাহ ইবন আলী সম্পর্কে সুপারিশ করার হরকুম দিলেন। তারা এর সাথে প্রায় বার বার সুপারিশ করতে লাগল। তিনি তাদের অবদেহণ গ্রহণ করেন এবং ইসরার মুসাকে ডাকেন ও তাকে বলেন, এরা আবদুল্লাহ ইবন আলী সম্পর্কে সুপারিশ নিয়ে এসেছে এবং আমি তাদের সুপারিশ গ্রহণ করি। সুতরাং তুমি তাদের নিকট সমর্পন কর। তখন ইসরার বলেন, আবদুল্লাহ কোথায়? তোকে আমি হত্যা করেছি যখন তুমি আমাকে এ কাজের হরকুম দিয়েছিলে। মানসুর বললেন, আমিতা তোমাকে এ কাজের জন্য নির্দেশ দেইনি। এভাবে তিনি তা সম্পূর্ণ অধিকার করেন। আর এ ব্যাপার তেন কোন প্রকার পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে অধিকার করেন। মানসুর এ পদক্ষেপ যে পারটিত বার বার লিখিতেছিলেন তা ইসরার উপস্থাপন করেন। মানসুর তখন এ ব্যাপারে তার ইসরার থাকাকে অধিকার করেন এবং অধিকারের উপর দৃঢ় থাকেন। আর ইসরার মুসাকে এ ব্যাপারে তেন হয়েছে তুমি তারা হত্যা করেছেন। তত্ত্ব আবদুল্লাহের পরিবর্তে কিসানের হয়ে ইসরার ইসরার মুসাকে হত্যা করার জন্য মানসুর হরকুম জারি করেন। বনু হাশিম তোকে হত্যা করার জন্য তোকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তখন তারা তরবার নিয়ে আসলেন তখন ইসরার মুসাকে তাদেরকে বললেন, আমাকে তোমাকে খুল্লাফ নিকট নিয়ে চল। তখন তারা তাকে খুল্লাফ নিকট নিয়ে গেলেন। ইসরার ইসরার মুসাকে খুল্লাফকে বললেন,
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আপনার চাচা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আমি তাকে হত্যা করিনি। খলীফা বললেন, তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তখন তিনি তাকে উপস্থিত করালেন। খলীফা লজ্জিত হলেন এবং তাকে এমন একটি ঘরে বন্দি করার জন্য হুমকি দিলেন যার দেয়ালগুলো লোপের পরের।

ধন্য রাত ঘনিয়ে আসল তখন তিনি বন্দীশালার দেয়ালে পানি চালিয়ে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার উপর দেয়াল ধসে পড়ল এবং তিনি মৃত্যুক্ষেতে পতিত হলেন।

এরপর মানসূর ইস্কা ইবন মুসাকে যুবরাজ পন্দ থেকে বরাত করেন এবং তার স্থলে বীরে পুনর আল-মাহদীকে নিযুক্ত করেন। তিনি তাকে ইস্কা মুসার উপরের আসনে ডান দিকে বসতে দিতেন। তিনি ইস্কা ইবন মুসার দিকে দৃষ্টিপথ করতেন না। অনুমতি দেয়া, পরামর্শ করা, তার কাছে প্রবেশ করা এবং তার কাছ থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই কম তার মতামত গ্রহণ করতেন। এরপর তাকে এভাবে দূরে রাখে তালায়, তার সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তাকে ভীত-সাত্য কর্তাবলি লাগান। ফলে ইস্কা ইবন মুসার রাখেন তাদের দায়িত্ব ক্ষমতা করে নিল এবং মুহাম্মদ ইবন মানসূরের জন্য বায়াত গ্রহণ করল। এর জন্য মানসূর তাকে প্রয় এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহম প্রদান করেন। এভাবে ইস্কা ইবন মুসা ও তার পুত্রের ব্যাপারটি মানসূরের কাছে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। মানসূর তার থেকে নারায় হওয়ার পর পুনরায় তার উপর রাখার কাজে। এ দু'জনের মধ্যে এর পূর্বে এ সমস্ত বেশ চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়। তার পুত্র মাহদীর বায়াত ও ইস্কা ইসলামিয়া সম্পর্কে সন্দর্ভ বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। জানাধারণ মাহদীর সমক্ষ কাউকে গণ্য করতে না। অনুরূপ আমীররাও বিশিষ্ট ব্যাবস্থার বিন্যাস করতে খেদ করে।

এমনকি শেষ পর্যন্ত নির্দোষ হয়ে ইস্কা ইবন মুসা তা গ্রহণ করে এবং উল্লেখিত প্রতিনিধি ও গ্রহণ করে। আর মাহদীর বায়াত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব ও পশ্চিম, কাছ ও দূরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এতে মানসূর আত্মা দূঃখী হন। কেননা থাকা তার শাসনকাল পর্যন্ত তার বংশের মধ্যে স্বায়ী হয়ে যায় এবং বনু আব্বাসের মতে কোন খলীফাই তার বংশ থেকে উত্তীর্ণ হয়।

ذللك

"তাকে উজ্জ্বির গুরুত্ব করেন (সূরা আল-আমায় : ৯৬)।"

এ বছরই নির্নিম্ন ব্যবস্থার মূল্যবর্ণন করেন: উবায়দুর্লাহ ইবন উমর আল-উমরী, হাশিম এবং হাসান বসরীর সাথী হিসাবে ইবন হাসান।

১৪৮ হিজরীর আগমন

পূর্ববর্তী বছর যারা তিফিলের শহরগুলোতে বিশ্বঘাতী মৃত্যু সৃষ্টি করিলো এ বছর এসব স্থানের বিকৃতি মুছিয়ে উন্নয়ন করার জন্য মানসূর, হমযাদ ইবন কাহতাবকে প্ররোচিত করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কাউকে গিয়ে পাননি। কেননা তারা তাদের শহরে প্রত্যাবর্তন করে গিয়েছিল। লোকজনকে নিয়ে এ বছর জা'ফর ইবন আবু জা'ফর হজ্জত পালন করেন। এছাড়াও দেশের কর্মচারীবৃদ্ধ পূর্বের বছরের নায়ার যায়ান ছিল। এ বছরেই ইমাম মুহাম্মাদের পুত্র জা'ফর আস-সাদিক ইসলামিক করেন 'কিতাব ইক্তিলাজ আল-'আয' (কাবা ইক্তিলাজের অনুপ্রেরণা) -এর লেখক হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়। অথচ এটা সুলিল নয়। এ বছরের রবীউল আয়াল মাসে হাসানের একজন বিখ্যাত উত্তাদ সুনায়মান ইবন মিহরান আল-আমাস ইসলামিক করেন। আর
১৯০
অল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া

অন্য যারা হারিদ্র অল-আওয়াম ইবন হাওসাব, আয়-যুযায়ী, মুহাম্মাদ ইবন অবদুর রহমান ইবন অবু লায়রা এবং মুহাম্মাদ ইবন আজলান।

১৪৯ হিজরীর আগমন
এ বছর বাগদাদের প্রাচীর নির্মাণ ও পরিস্থিতি খননের কাজ সুসম্পন্ন হয়। আর এছাড়া আল-আবাস ইবন মুহাম্মাদ গীরবকালীন মুক্তি অর্জ গ্রহণ করেন। তিনি রোমের শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। তার সাথে ছিলেন আল-হুসায়ন ইবন কাহতাবা এবং মুহাম্মাদ ইবন আশআহ।
মুহাম্মাদ ইবন আশআহ রাশায় মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরে লোকজনকে নিয়ে মুহাম্মাদ ইবন ইবনাহীম ইবন আলী হজ্জত পালন করেন। মানসূর তাকে তার চাচা আবদুস সামাদ ইবন আলীর শুলে মক্কা ও হিজাবের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বিভিন্ন শহরের কর্মচারীদের পূর্বোক্ত বছরের নায়কের নিজ পদে বহাল থাকেন।

এ বছর তেজস্কৃত মৌলিক ইন্তিকা করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: ইবন আবু যায়দ, কাহমাস ইবন আল হাসান, আল মুহাম্মাদ ইবন সাবা এবং আলা সীরুয়ায়াহ (র) এর উত্তর আবু ‘আমর ইসা ইবন উমর আহল খারাফী আল-বররী আন-নাহিয়া। এক কিউন বলেন, তিনি বলিদ ইবন আল ওয়ালিদ এর আযাদকৃত গোলামদের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খারাফাই গোলামের সম্পর্কে বিধায় তাকে খারাফাই বলা হত। তিনি মাফায়, ব্যক্তিত্ব ও কমিউনিটি শাসনের একজন উপযুক্ত প্রবর্তক ছিলেন। তিনি উরুয়াম্বাহ ইবন কাহিয়ার, ইসমাইল ইবন আবু ইবনাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাসান সিরিয়ায়াহ ও আমাসীয় থেকে হেদ্দিল জন্ম করেন। তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন ক্ষীরীল ইবন আমাদ, আসামাই এবং সীরুয়ায়াহ।
সীরুয়ায়াহ আলা মাফায় সাহারের ছিলেন, তার থেকে জান অর্জন করেন এবং তার থেকে উপকৃত হন। তিনি তার এ কিনাবটি অধ্যয়ন করেন যার নাম দেয়া হয়েছিল 'আল-জামাত'। তিনি তার সাহায্য করেন ও তা বর্ধিত করেন। এখন এটা সীরুয়ায়াহের কিনাব হিসেবে প্রচারিত।
অন্য এটি হল তার উত্তরের কিনাব। এ কিনাবে কোন প্রকার সমস্যা সম্পর্কে হলে তিনি তার উত্তর ক্ষীরীল ইবন আমাদকে জিজ্ঞাসা করতেন। আবার তাকে থেকে ক্ষীরীল, ইসা ইবন উমর কর্তৃক প্রোত্ত কিনাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সীরুয়ায়াহ বলেন, তিনি ৭৩টির অধিক কিনাব সংহার করেন যেগুলো কিনাবরুল ইকমাল' (কিনাব আলকামাল) ব্যাপক সবই নিত্য হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন পরিষদ দেশে। তিনি এটি নিয়ে অধ্যয়ন ব্যাপো ছিলেন। তাকে আমি বললাম, আমি আগামের এ কিনাবের অবশ্য রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন ক্ষীরীল কিনাব নিপুণ ছিলেন।
এরপর কিনাব আবুরিত করলেন।

"তঝেব তন্নবু জিমেনা কলি + মীরা ও হাতে উয়েসি বন উমর।
দাক আকাল ওহয়া জামিন + হুমায়াল সিকাতম + হুমায়াল সিকাতম হুমায়াল সিকাতম হুমায়াল সিকাতম।"

অর্থাৎ "নাহ শাহ সম্পূর্ণতাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তবে ওই ইসা ইবন উমর প্রণালী এটাও আলা ছামে। আর এ দুটো হচ্ছে জনগণের জন্য সূর্য ও চন্দ্র।" ইসা অনুগ্রহিত ও অত্যন্ত জনগণের বাক্য ও শক্তি ব্যবহার করতেন। সিনাহ ইসলাম আল আল মুহাম্মাদ (সাহাবা মুহাম্মাদ)
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

১৫০ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর উত্তম সীদ নামী একজন কাফিয়া খুরাসানের শহরগুলোতে বিদ্রোহ ঘটিয়া করে। সে অধিকাংশ বাসিন্দাদের প্রভাবিত করে। তার সাথে গ্রাম তিন লোক লোক মিলিত হয়। তারা ক্ষুদ্র মুসলমানদের বহু লোককে হত্যা করে। আর ঐবিশ শহরে যে সকল সৈন্য ছিল তাদেরকে তারা পরাজিত করে। আবার বহু লোককে তারা বন্দি করে। তাদের কারণে একাধিক বিশ্বংশলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের বিষয়টি একটি আকার ধারণ করে। মানসুর খায়ত ইবন খুয়ায়মকে তার পুত্র মাহদীর কাছে প্রেরণ করেন যাতে সে তাকে ঐবিশ শহরে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করতে পারে এবং সেবার সৈন্যের দ্বারা তার পুত্র তাদের মুক্তিবিনাশ করিবে তাদের সাথে যোগ দিতে পারে। মাহদী তখন হাসিমি শোধ-বীরে উদ্ধৃত হলেন এবং খায়ত ইবন খুয়ায়মকে ঐবিশ শহর ও সৈন্যের দলের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আর চন্দ্র হাজার সৈনিকে তাকে শহর মুক্তিবিনাশ প্রেরণ করেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে রতনা হলেন এবং সেখানে পৌঁছে বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করেন এবং তার তাদের উপর হামলা করেন। তার তারকারি ও তীর-ধনুকের সাহায্যে তাদের মুক্তিবিনাশ করিয়ে লাগলেন। শঙ্ক পক্ষের সন্ত হাজার সৈন্যের মিশ্রণ হয় এবং তাদের চৌদ্দ হাজার বন্দি হয়। তাদের নেতা উত্তম সীদ পলায়ন করে এবং পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। খায়ত পাহাড়ে নীচে আগমন করেন এবং সমস্ত কর্মসূচীকে হত্যা করেন। বাকি সৈন্যদেরকে কেরাউ করে রাখেন। তখন তারা করার এক আমিরের আদেশ মন্য করার সীকৃতি ঘোষণা করে। আমির

তিনি বলেন, একজন ঐবিশ ইবন উমর গাধার উপর থেকে নীচে পড়ে যান তখন লোকজন তার চতুর্দিকে জমায়ে হন। তিনি বলেন, যা নয় তুমি কে তোমাদের ক্ষেত্রে এ যা তোমাদের ক্ষেত্রে এ যা তোমাদের ক্ষেত্রে এ যা তোমাদের ক্ষেত্রে এ 

তারা আমার চতুর্দিকে জমায়ে হয়েছে যেমন তারা একজন পাগলের চতুর্দিকে জমায়ে হয়েছে। তারা আমার এখান থেকে সরে যায়। অন্য একজন বলেন, তার ছিল খাস-কক্ষের রোগ। এ কারণে সে অসুখ হয়ে পড়ে যায়। লোকজন মনে করতে লাগল যে, তিনি মৃতুল রোগসমূহ। তারা তার সেবা করতে লাগল ও ছাড় যুক্ত করতে লাগল। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি যা বলার তা বলেন। কেউ কেউ বলেন, আমার মনে হয় যে, তিনি ফাসীর ভাষায় কথা বলতেন। ইবন খায়ত উল্লেখ করে তিনি আবূ আমর ইবনুল আলার সাভিত্র ছিলেন। একজন ঐবিশ ইবন উমর আবু আমর ইবনুল 'আলাকে বলেন, আমার মা আমর ইবনুল আদান থেকে অধিক গুড় কথা বল। আবু আমর তাকে বলেন, তুমি নিয়মিতভাবে কিবিটা কেমন পড়। কেন করে? 

ব্যাপারের জগতের তোমাদের হত্যা করে। আজকাল তারা দৃষ্টি নিকেটকারীর জন্য তা প্রকাশ করে দিয়েছে।' কিংবা বলেন হে, তিনি বলেন, হই ব্যাপারের জগতের তোমাদের হত্যা করে। আবু আমর বলেন, তুমি ভুল করেছ, যদি 

ছড়িয়ে পড়ে তোল তাহলে ভুল হত। আবু আমর তাকে ভাষ্যে কিবিটা কেমন হয় হে কেন কাজ 

কর।

কিংবা বলেন হে, তোমার জন্য তা
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আদেশ করলেন যেন বিদ্রৈহী নেতা ও তার পরিবারগণকে শিক্ষা দিয়ার বন্ধী করা হয় এবং তার সাথে যেসব দেনা ছিল তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তারা ছিল সংখ্যায় বিশেষ হাজার। খামিম এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন। উত্তর সীমার সাথে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে দুটো করে কাপড় দিয়ে ছেড়ে দেন। তিনি বিজয়ের কথা জানিয়ে মাহীরীর কাছে পত্র লিখনে।

মাহীরী আবার এ ব্যাপারে তার পিতা মানসুরের কাছে পত্র লিখেন। এ বছরের খলিফা মানসুর আফর ইবনে মুলায়মানকে মদিনার শাসক পদ থেকে বরখাশ করেন এবং হাসান ইবনে যায়দ ইবনে হাসান ইবনে ইবনে আলি ইবনে আবু তালিবকে নিয়োগ দান করেন। এ বছর লোকজনকে নিয়ে খলিফার চাচা আবদুল্লাহ সামাদ ইবনে আলি হজরত পালন করেন। এ বছরই আফর ইবনে আমীরুল্লাহ মুমিনীন মানসুরের ইনিক্তিকাল করেন। তাকে প্রথমত বাগদাদে অবস্থিত বনু হাশিমের করবস্তানে দাফন করা হয়। এরপর আয়োজণ তার লাশ স্ত্রাণিত করা হয়। এ বছর হিজরায়বারীদের একজন ইমাম আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আবদুল্লাহ আবী যাউইয়াজ ইনিক্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুর্রাহম (সা)-এর হাদিসের উল্লেখ করেন। একবছর আরো যারা ইনিক্তিকাল করেন তারা হলেন: উম্মান ইবনে আল আসওয়াদ, উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যায়দ এবং হারত ইমাম আবু হানিফা (র)।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর জীবনী

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর নাম হল আল-নুমান ইবনে হাবিব আত-তায়ের আল-কুফি। তিনি ইরাকের ফকহের ছিলেন। ইসলামের ইমামদের অন্যতম জনী ও নেতৃত্বসহ আলিমদের একজন সদস্য এবং তিনি ছিলেন বিভিন্ন মায়াহয়ের সেরা চার মায়াহয়ের চার ইমামের একজন।

তিনি তাদের সকলের আগে ইনিক্তিকাল করেন। কেননা তিনি সাহাবীদের যুগ পেরেছিলেন। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে দেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, তাত্ত্বিক এবং দেখেছিলেন। আবার কেউ উদ্বেগ করেন, তিনি সাতজন সাহাবী থেকে হাদিসের বর্ণনা করেন।

তিনি একদল তাবিন্দ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে প্রথিত হলেন আল-হাকাম, হামাদ ইবনে আবু সুলায়মান, সালামা ইবনে যুহায়ল, আমির আশেরা, ইর্কনমা, আতা, কাদাদ, আয়-মুহরিম, ইবনে উমর (র), ইরাবকুত গোলাম নাফি, ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল-আন্দার, আবু ইসহাক আস-সাবীস রাবত। তার থেকে একদল আলিম হাদিস বর্ণনা করেন।

তাদের মধ্যে প্রথিত হলেন: তার পুত্র হামাদ, ইবরাহীম ইবনে তাহমান, ইসহাক ইবনে ইউসুফ আল-আয়ারাকে, বাঁধাবি আসাদ ইবনে আমার, আল-হাসান ইবনে যায়দ আল-লুহৌ, হাম্মাহ আয-চাইট, সাদান আব-ওয়ার্দ, যুকার, আবদুল্লাহ রায়েক, আবু নুআমাম, মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আস-শায়বানী, ভুম্বাম, ওয়ার্কী, কাদা আবু ইউসুফ।

ইয়াহিয়া ইবনে মুয়সন বলেন, তিনি ছিলেন ছিন্না বা বিভক্তি-নির্ভরোপযুক্ত। তিনি ছিলেন সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে কখনও মিথ্যায় সাথে অপবাদ দেয়া হয়নি। কাফারের পেশা ছইল না করায় ইবনে হাবারা। তাকে প্রহর করেন, তবুও তিনি তাঁকে হতে অনুস্যুতি অপমন করেন।

ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ তার কথাকে ফাতওয়া হিসেবে প্রচার করতেন। ইয়াহিয়া বলতেন, আমরা আল্লাহর প্রতি তুলনা হারানো করব না। আবু হানিফার মতামত থেকে উত্তম মতামতের কথা আমরা আর তুলনা করবেন। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতকেই প্রচার করেছি।
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন, যদি আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আবু হানিফা ও সুফিয়ান ছাত্রী দ্বারা সহাযতা না করতেন তাহলে আমাদো অন্য সব লোকের ন্যায় অক্ষম হয়ে যেতাম।

ইমাম শাফিতু (র) বলেন, আমি এমন একটি লোক সহজে আমার অভিমত পেশ করাতে যদি তিনি এ স্থানটি সর্বাধিক পরিণত করার জন্য কারো সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি তার দলীল অবশ্যই উপাদান করতে পারবেন। ইমাম শাফিতু (র) আরো বলেন, যদি ফিকাহ শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করলেন তিনি আবু হানিফা (র)-এর পরিবারের লোক। যদি সীরাত শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করলেন তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের পরিবারের লোক, যদি হাদিস শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করলেন তিনি ইমাম মালিক (র)-এর পরিবারের লোক, যদি তাফসীর শাস্ত্র শিখতে ইচ্ছা করলেন তিনি মুকাতিল ইবনে সুলাইয়ানের পরিবারের সদস্য।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল-হাজরী (র) বলেন, মানুষের উচিত তাদের জন্য আবু হানিফার ফিকাহ ও হাদিসের হিন্দিয়ত করা ও তাদের সাধারণের মধ্যে আবু হানিফার জন্য দু’আ করা। সুফিয়ান হাজরী (র) ও ইবনুল মুবারক (র) বলেন, আবু হানিফা (র) তার যুগে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিকাহ ছিল। আবু মুআমাহ (র) বলেন, আবু হানিফা (র) ছিলেন মসআলা সমূহের সাধারণের জন্য বিখ্যাত। মাজী ইবনে ইব্রাহিম (র) বলেন, আবু হানিফা (র) ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষিত।

আল-খাতিব (র) নিজ সন্নাট আসাদ ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু হানিফা (র) রাতে সালাট আদায় করতেন এবং সমস্ত রাতে কুরআন পাঠ করতেন। সালাত, এমন কার্যকারিতা করতেন যে প্রতিক্রিয়ার তার উপর দায় দেখাতেন। তিনি চলিয়ে যে বছর ইশার সালাতের ওয়ায় দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। যে জায়গায় তিনি ইনতিকাল করেন সেখানে তিনি সপ্তদিন হজারাবার কুরআন পাঠ করলেন। একশ পঞ্চাশ হিজরীর রাত্রে মাসে তিনি ইউনিকাল করলেন। ইবনে মুঈন (র) বলেন, একশ একাদশ হিজরীতে আবার অন্য রাতে বলেন, একশ তিলান হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করলেন। প্রথম মতটি সঠিক। তার জন্য ছিল আল্লাহ হিজরীতে। তার বয়স হয়েছিল পূর্ণ সপ্তদিন বছর। বাগদাদে তার সালাতে জানায় অত্যন্ত ভিড়ের কারণে ছয়বার পড়া হয়। আর সেখানে তিনি সমাহিত হন। আবদুল্লাহ তা’আলা তার উপর রহমত নামিল করেন।

১৫১ হিজরীর আগমন

এ বছর মানুষ সমূহ ইবনে হাফসকে সিস্থ৷ থেকে বরখাস্ত করতে এবং হিশাম ইবনে আমর আত-তাবিলিবীকে সেখানে নিযুক্ত করতে। সেখান থেকে তারা বরখাস্ত করার কারণ হলো?

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান যখন আহমেদকাশ করেন তার পুত্র আবদুল্লাহকে আল-আশতার উপাধি দিয়ে সিস্থ৷ উমর ইবনে হাফস-এর কাছে প্রেরণ করেন। তার সাথে ছিল একদল লোক, হাদিয়া, যোদা ও গোলাম। হাফস ইবনে উমর এগোন অধ্যাত্ত করেন। তখন আবদুল্লাহ উমরকে তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর্রাহী ইবনে হাসানের প্রতি গোপনে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদের দাওয়াতে সাড়া দেন এবং সাড়া পোশাক পরিধান করেন। মাদরাসায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে তারা লজ্জিত হন এবং আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের কাছে ওয়েল পেশ করতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ বলেন, আমি নিজেকে নিয়ে আশাকায় আল-বিদায় ওয়ান নিহায়। (১০ম খ) — ২৫
রয়েছি। উমর বললেন, আমি তোমাকে আমাদের প্রতিবেশী দেশের মুরিক বাদশাহ নিকটে প্রেরণ করব। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অত্যন্ত তাশীম করেন। আর তিনি যখন তোমাকে চিনতেন ও জানতে পারলেন যে তুমি তার বংশের সন্তান, তখন তিনি তোমাকে তালবাসলেন। তিনি তার প্রহরে সায় দিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ঐ বাদশাহকে চলে গেলেন ও তার কাছে নিরাপদে বসবাস করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ যায়গীদার সওয়ারিয়ের আরোহণ করতেন এবং বিরাট সৈন্যটি নিয়ে শিকার করতে যেতেন। জনগণ তার সাথে মিলিত হতেন এবং যায়গীদারের বিভিন্ন দলের তার কাছে আসা যাওয়া করতেন।

অন্যদিকে মানসুর সিদ্ধুর শাসক উমর ইবন হাফসেকে তিরিকর করেন। তাঁর কাছে লেখার প্রেরণ করেন। আমীরদের একজন উমর ইবন হাফসকে বললেন, আমাকে মানসুরের কাছে প্রেরণ করুন। আর বিষয়টি আমার কাছে সম্পর্ক করুন। আমি এবারের তাঁর কাছে ওর পেশ করব। যদি আমি নিরাপদে ফেরত আসি তাহলে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন। আর যদি ফেরত না আসি তাহলে আমি আপনার ও আপনার কাছে যেসব আমির রয়েছেন তাদের জন্য আরোঁসর্গ করলাম। সুতরাং তিনি তাঁকে দৃষ্টিহসেবে মানসুরের কাছে প্রেরণ করেন যাতে বিষয়টি রক্ষিত হয়ে যায়। দুটি যখন মানসুরের সাথে দৃষ্টিপ্রকাশ হয়, মানসুর তাঁর গদ্দান মেরে দেবার হকম দেন। আর মানসুর সিদ্ধু থেকে বরখাস্ত করে উমর ইবন হাফসের নিকট একটি পত্র লিখেন এবং আফ্রিকার শহরগুলোতে সেখানকার আমীরদের পরিবর্তে তাকে নিয়োগ করেন। মানসুর যখন হিশাম ইবন আমরকে সিদ্ধুর উদ্দেশ্যে রওনা করেন তখন তাকে হকম দেন সে যেন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদকে ধরার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক চেরা চালায়। সে এবারের ক্রান্তি প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। মানসুরের তাঁকে এ বাক্যাংশ উত্সাহ দেবার জন্য তাঁকে লেখার প্রেরণ করেন। এর পর ঋতুসাচ্ছে হিশাম ইবন আমরের তাঁর যাত্রায় কোন এক মজার আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদের দেখা পাই। সার্ফদাহ তাদের দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবদুল্লাহ ও তাঁর সকল সাহিত্য নিয়ত হয়। তবে নিহত ব্যক্তির লাশের মধ্যে আবদুল্লাহ লাশ মিশে যায়। তাই তারা তাঁকে সন্তর্ক করতে পারেনি। হিশাম ইবন আমর, আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদের নিহত হয়রায় সম্বন্ধ দিয়ে মানসুরের কাছে একটি পত্র লিখেন। মানসুরও তার একজনের জন্য কৃতজ্ঞতা আশপাশের তাঁকে লেখার প্রেরণ করেন এবং সে বাদশাহ আবদুল্লাহকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিপ্লবে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। তার যা জানিয়ে দিলেন- আবদুল্লাহ সেখানে এক তরুণীকে বিবাহ ব্যক্তির ব্যবহার করে ও একটি সন্তান জন্য দেয়া তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ। যখন তুমি বাদশাহ উপর জয়লাভ করবে তখন সন্তানটিকে নিজ হিজাদের রাখবে। হিশাম ইবন আমর তাঁর বাদশাহ উদ্দেশ্যে ধর্মান্ধ হলেন এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ করেন ও তাঁকে পরাজিত করেন। তার শহর, সম্পদ ও উৎপাদিত বস্তুমস্ত দখল করে নিলেন। মানসুরের কাছে বিভ্য সংবাদ, এক-পঞ্চাশ গন্নীত, সন্তান ও বাদশাহকে প্রেরণ করেন। এতে মানসুর খুব খুশি হন। সন্তানটিকে মদিনায় প্রেরণ করেন এবং মদিনার প্রশাসককে একটি পত্র লিখে সন্তানটির স্থায়ি পরিচয় জানিয়ে দিলেন। তার তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিদর্শ দিলেন যাতে তার বংশধরার বিনষ্ট না হয়। এ সন্তানটিকে পরবর্তীতে বলা হয় আবুল হাসান ইবন আল-আশতার।
এ বছর মাহিদী ইব্রুন মানসুর খুরাসান থেকে নিজের পিতার কাছে আগমন করেন। তখন তাঁর পিতা, আমীরগণ ও গণ্যমান বাদিবর্গ এগিয়ে রাস্তায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর বিভিন্ন শহরের প্রশাসনগণ এবং সিরিয়া ও অন্যান্য জায়গায় শাসনকর্ত্তাগণ তাকে সালাম করার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। তাঁর নিরাপত্তা ও বিজ্ঞায়িত জন্য তাকে তাঁরা ধন্যবাদ জাপন করেন এবং তার কাছে বিভিন্ন ধরনের হাসিয়া ও তোহফা পেশ করেন যার সংখ্যা ও বিবরণ পেশ করা রীতিমত একটি দুর্বল ব্যাপার।

আর-রসাফার নির্মাণ

ইব্রুন জাহাজের বলেন, এ বছরই খুরাসান থেকে মানসুরের পুত্র মাহিদী প্রত্যাবর্তন করার পর মাহিদীর জন্য মানসুর আর-রসাফার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। আর এটা বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এটির জন্য সুরক্ষিত প্রাচীর ও পরিকা নির্মাণ করা হয়। তার কাছে বাগান ও আদিনা তৈরি করা হয়। আর তাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ইব্রুন জাহাজের আরো বলেন, এ বছরই মানসুর নিজের জন্য জনগণের বায়আত নবায়ন করেন।
তাপনে তাঁর পুত্র এবং তাঁদের পরে ইস্রায়েল ইব্রুন মুহাম্মদ বায়আত নবায়ন করেন। এরপর রাজ্যের আমীরগণ ও বিভিন্ন বাদিবর্গ আগমন ও বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁরা মানসুর ও তাঁর পুত্রের হাত চূপ করেন এবং ইস্রায়েল ইব্রুন মুহাম্মদ হাত প্রস্থ করেন কিন্তু চূপ করেন না। আরামাও ওয়াকিদি (র) বলেন, মানসুর মা'আম ইব্রুন যাইদাকে সিজিতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন করেন।

এ বছর মক্কা ও তাইফের নাযিব মুহাম্মদ ইব্রুন ইরাবাহীম ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন আলি লকজান -কে নিয়ে হজ্জহত পালন করেন। এবছরের কর্মরত বিভিন্ন নাযিবের বর্ণনা নিষ্পুঝ: মদিনায় হাসান ইব্রুন যায়, কুকুর মুহাম্মদ ইব্রুন সুলাতান, বসরার জাবির ইব্রুন যায় কিলাবী, মিসর ইরায়েদ ইব্রুন হাফিম, খুরাসানে হময়দ ইব্রুন কাহতাবা এবং সিজিতানে মা'আম ইব্রুন যাইদ। আর এ বছর আবদুল্লাহ ওয়াহাব ইব্রুন ইরাবাহীম ইব্রুন মুহাম্মদ শৈল্পিক মৌলানা অংশ গ্রহণ করেন।

এ বছর খারম ইনিকোল করেন তাদের মধ্যে উল্লেখ হলেন, হানযালা ইস্রায়েল আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্রুন আউন এবং সীরাতে নাবীর লেখক মুহাম্মদ ইব্রুন ইস্রাহাক ইব্রুন ইয়াসার। তাঁর এ সংকলনটি দিক নির্দেশনামূলক জানের আঘাত এবং আলোকর্তিক যাত্রা সৌন্দর্য। দুনিয়ার সব মানুষ একে তাঁরই পরিবারের সদস্য যেমন ইমাম শাফিত (র) ও অন্যান্য ইমাম মন্ত্র করেন।

১৫২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর মানসুর মিসরের শাসনকর্তা ইরায়েদ ইব্রুন হাফিমকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্ত্রী মুহাম্মদ ইব্রুন সাহিদকে নিয়োগ প্রদান করেন। আফ্রিকার নাযিবের কাছে লোক প্রেরণ করেন।
কেননা, তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, সে বিষ্ণুব করেছে এবং বিবাদিত করেছে। তাই যখন তাকে মানসুরের কাছে উপস্থিত করা হল তখন তার পরিস্ফুট উদ্দেশ্যে দেয়ার হ্রাস দেয়া হল।
মানসুর বসরায় থেকে জাবির ইব্রুন যায় আল-কিলাবীকে বরখাস্ত করেন এবং ইরায়েদ ইব্রুন মানসুরকে সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ বছরই খারমীরা সিজিতানে মা'আম ইব্রুন যাইদাকে হত্যা করে। আর এ বছরই উহাম্মদ ইব্রুন মানসুর এবং ইউনুস ইব্রুন ইরায়েদ আলী ইনিকোলর করেন।
১৫৩ বিজয়ীর আগমন

এ বছর মানসুর তার লেখক আবু আইয়ুব মুরিয়ানীর উপর রাগাবিত হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, তার ভাই খালিদকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার ভাইয়ের চার পুত্র যথা সাইদ, মাসউদ, মিখালাদ ও মুহাম্মাদকেও কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আর তাদের থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দাবী করেন। এঁদের কারণ ইবন 'আসাফির, আবু জাফর মানসুরের জীবনীতে দিল্লি উল্লেখ করেন। তিনি তার দৌবনকালে মাওসিলে আগমন করেন। তিনি ছিলেন ফরীদ। তার কিংবা তার সাথে কোন কিছুই ছিল না। কোন মাঝির কাছে গায়ে ঘেঁষে কিছু সম্পদ অর্জন করেন। এ সম্পদ দ্বারা তিনি একটি মহিলাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তাকে উদ্যোগ ও আশা দিয়ে থাকেন যে, তিনি এমন এক ঘরের সন্ধান যাদের কাছে দেশের শাসন ক্ষমতা অতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তারপর ঘটনাক্রমে সে তার ঘর গড়িয়ে দেয়ার জন্য আন্দোলন করেন।  

এরপর মহিলাটি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয় যাহলে যেন তার নাম রাখে জাফর। 

তখন তিনি এ মহিলা থেকে পালিয়ে যান এবং তাকে গড়িয়ে দেয়। যাওয়ার সময় তার কাছে একটি পত্র রেখে যান যার মধ্যে লেখা ছিল তার বংশ ধারার একটি বিবরণ। আর তা হলঃ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলি ইবন আবদুর্রাহ ইবন আকবাস। আর তাকে হকুম দিয়ে যখনই তার জন্য সুযোগ হবে তখনই সে মেন তার কাছে চলে আসে। যদি সে কোন পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তাহলে যেন তার নাম রাখে জাফর। 

এরপর মহিলাটি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল এবং তার নাম রাখলে জাফর। ছোলা সন্তানটি বড় হতে লাগল তখন সে লেখা শিক্ষা করল এবং আরো ভাবা ও সাহিত্য সংগ্রহ শিক্ষা করল। আর অন্য সকলতা সহকারে তাতে পাতিত্য অর্জন করল। তারপর বনু আববাদের অনুরোধে দেশের শাসনক্ষমতা প্রত্যাবর্তন করে। তখন সে সাফ্ফাহ সহক্র প্রশ্ন করে এবং জনতার পারে যে সে তার রামী নয়। তারপর মানসুর খলিফা হন। সন্তানটি বাগদাদে আগমন করে এবং পত্র লেখকদের সাথে মেলামেশা করে। মানসুরের সরকারী হিসাব পত্র সংগ্রহ প্রধান আবু আইয়ুব মুরিয়ানী তাকে পদন করল এবং অন্য থেকে তাকে আধুনিক দিয়েন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ও তরুণী খলিফার সমানে উপস্থিত ছিলেন। খলিফা তাকে নির্দেশ করছিলেন। এরপর একদিন খলিফা একজন লেখককে ডেকে আরাম জন্য তার সেবাক্ষেত্রে পাঠান। সেকারে ঐ যুবককে নিয়ে খলিফার দরবারে হাতির হল। যুবকটি খলিফার সমন্বয়ে একটি পত্র লিখছিল আর খলিফা তার দিকে নয়ে করছিলেন এবং গভীরতাকে চিত্ত করছিলেন। এরপর তিনি তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি সর্বদা দিয়ে তার নাম জাফর। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ছেলে? যুবকটি চূপ করে রইল। খলিফা বললেন, তোমার কি হয়েছে, কথা বলছ না কেন? যুবকটি বললে যে আমির মুন্মিনীন! আমার সংবাদ হল এরপর এরপর। খলিফার চেহারা বিষম হয়ে গেল। এরপর তিনি তার মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যুবকটি তাকে স্বারেরাস সর্বদা প্রশ্ন করল। খলিফাও মাওসিল শহর সম্পর্কে বিড়িনী প্রশ্ন করলেন এবং যুবকটির কাছে বিড়িনী তথ্য বর্ণনা করলেন। যুবকটি অকাল হয়ে গেল। তারপর খলিফা বসে থেকে উঠলে তার কাছে গেলেন এবং তাকে রুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর বললেন, তুমি আমার পুত্র। এরপর তিনি তাকে একটি মুল্যবান হাত, প্রচুর সম্পদ ও একটি পত্র দিয়ে তার মাতার কাছে প্রেরণ করলেন এবং তার মাতাকে প্রতি অবহিত করলেন।
যুবকটি খালীফার এ গোপন তথ্য নিয়ে বের হয়ে গেল এবং তা নিজের কাছে সংরক্ষণ করল। তারপর সে আবু আইয়ুবের কাছে গমন করল। আবু আইয়ুব বললেন, ‘তুমি খালীফার কাছে এত দেরী করলে কেন? তখন যুবকটি বলল, “তিনি আমার ধরা অনেকগুলো পত্র লিখিয়েছেন।” এরপর দৃঢ় জন্মে আলাপ-আলোচনা করলেন। যুবকটি রাগানিতি হয়ে তার থেকে পৃথক হয় এবং অতি দ্রুত চলে যায়। তার মাতাকে সবকিছু জানাবার জন্য এবং তাকে তার পরিবারকে বীর্য পিতা খালীফার কাছে বাগানদে নিয়ে আসার জন্য সে মাওসিলের দিকে রওনা হয়। সে কয়েক মানিল পথ অতিক্রম করল। এরপর আবু আইয়ুব তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, সে সফরে বেরিয়ে পড়েছে। এতে আবু আইয়ুব সন্দেহ করতে লাগলেন যে যুবকটি হয়ে তার কিছু গোপন কথা খালীফার কাছে ফুস করে দিয়েছে। তাই সে তার থেকে পালিয়ে যাছে। তাই তিনি তার বোঝে একজন দৃতপক্ষ করলেন এবং বললেন, তাকে তুমি যেখানেই পাবে আমার কাছে ফেরত নিয়ে আসবে। দূরত্ব তার বোঝে বের হয়ে পড়ল এবং তাকে কোন একটি মন্যিলা পেয়ে গেল। তখন সে যুবকটিকে স্বাক্ষর করল এবং তাকে একটি কুপে ফেলে দিল। আর তার সাথে যা কিছু ছিল তা নিয়ে সে আবু আইয়ুবের কাছে প্রত্যাবর্তন করল।

আবু আইয়ুব ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে যুবকটির পেছনে দৃত প্রেরণের জন্য অন্তর্জ্য প্রস্তুত হলেন। অন্যদিকে খালীফা তার সভায়ের তার কাছে ফেরত আসার জন্য অগ্রহণ করিয়েছিলেন।

অনেক সময় দেহী হয়ে গেল এবং তার কাছে বসাহাত হয়ে গেল যে, আবু আইয়ুবের দূত তার সাথে সাকাত করে তাকে হত্যা করেছ। তখন তিনি আইয়ুবকে তলব করলেন এবং তাকে অচিরের অর্থ জরিমানা করেন।

এরপর তিনি তাকে আরাশি শতী দিয়ে লাগলেন। এমনকি তিনি তার সমস্ত ধন-দৌলত কেড়ে নিয়েন ও তাকে হত্যা করেন। আর বলতে লাগলেন, এ আমার হিয়াজনকে হত্যা করেছে। এরপর থেকে মানসুর যখনই তার পুরুষের কথা শুনেন তখন তার অত্যন্ত বিসর্জন হয়ে পড়তেন।

এ বছর সাফরীয়া ও অন্যান্য জায়গার খাজিরার আফ্রীকান শহরগুলোতে বিচার গোষ্ঠী করে। তাদের মধ্যে থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একত্র হয়। তারা অধ্যাপক এবং পাদাতিক বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। তাদের নেতা ছিল আবু হায়তিম আল-আনমাতী এবং আবু উবাযদ। আবু কুরআম সাফরী চলরী হাজার সেনা নিয়ে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়।

তাদের সম্মিলিত বাহিনী আফ্রীকার নায়িকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তার সেনা সামর্থ্যকে পরাজিত করে এবং তাকের হত্যা করে। তার নাম হল উমর ইবু উমমান ইবুন আবু সুফরা। তিনি পূর্বে সিস্কুর্ল নায়িক ছিলেন।

তাকে এ খাজিরার হত্যা করে। খাজিরার দেশে মারামক বিস্তৃত জুটি করে। তারা মহিলা ও শিক্ষাদেরও হত্যা করে।

এ বছর মানসুর জনগণের জন্য লস্ত কালো টুপি পরা বাধ্যতা মূলক বলে ঘোষণা করেন। টুপির মাথা এত লস্ত ছিল যে জনগণ তা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখার জন্য ছড়ি বাবহার করতে বাধা হত। কবি আবু দালামালা এ সম্পর্কে বলেন যে, ওকে নিজে মুযাবিন, ফাদরাদ আল-আমালের মর্যাদা উপহার করেন এবং তাঁকে যেন আল্লাহ মণ্ডলী বলে করান!
ধর্ম ৪ 'আমারা আমাদের ইমাম (খলীফা) থেকে কিছুটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলাম।
আমাদের কাজটি ইমাম আমাদেরকে টুপিতে সমৃদ্ধি দান করলেন। জনগণের মাথায় পরিহিত টুপিওলকে দেখায় যে মন ইয়াহুদী আজ বায়কীরা উচ্চ টুপি পরিধান করে নিজেদেরকে সমানতায় মনে করে থাকে।'

এ বছর মাইকে ইবন ইয়াহুদিয়া আল-হাসান গীমকালিন যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বহু রোমান বায়কীকে বন্ধ করেন। তাদের সংখ্যা প্রায় ছয় লাখ। আর এক সময় সম্পদ গনিতক হিসেবে লাভ করেন। এ বছর মুসুন্দা মাহীনা ইবন মানসুর লোকজনকে নিয়ে হজ পালন করেন। মকা ও তাফের আমারি ছিল মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম; মদিনার নারীর ছিল ইবন আল-হাসান ইবন যায়দ; কূফার নারীর ছিল মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান; বসরার নারীর ছিল ইয়াহীদ ইবন মানসুর এবং নিজেদের নারীর ছিল মুহাম্মাদ ইবন সাইদ। ইবন-ওয়াকিনী উল্লেখ করেন, মানসুর এ বছর ইয়াহীদ ইবন মানসুরকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করেন। আল্লাহ সমক অবতার।

এ বছর যাহারা ইন্দিতাকল করেন তাদের মধ্যে প্রথম হলেন ও আবান ইবন সাম'আ, উসামা ইবন যায়দ আল-লায়হী, ছাওর ইবন ইয়াহীদ আল-হিমী, আল-হাসান ইবন আমারা, কুতুর ইবন খালীফা, মা'মার এবং হিশাম ইবন গায়ী। আল্লাহ সমক অবতার।

১৫৪ হিজরীর আগমন

এ বছর মানসুর সিরিয়ার শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। বোয়তুল মুকাদাস মিয়ারত করেন। পানাশ হাজার সৈনা সহকারে ইয়াহীদ ইবন হারিমকে তৈরি করেন এবং তাঁকে আফ্রিকান শহরগুলোর সাহসকর্মী নিয়োগ করেন। আর কারীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি এ সেনাবাহিনীর জন্য প্রায় তেজগত হাজার দেরীহাম করেন। মুফার ইবন আসিম আল-হিলী গীমকালিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বছর মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন। বিভিন্ন শহর ও প্রদেশের নবাবগণ তাদের পূর্ববর্তী পদে বহাল ছিলেন। তবে বসরার আবদুল মলিক ইবন আইয়ুব ইবন যুবিয়ানকে শাসনকর্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এ বছরই আবু আইয়ুব লেখক ইন্দিতাকল করেন এবং তাঁর ভাই খালিদও ইন্দিতাকল করেন। মানসুর নির্দেশ দেন যেন তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের হাত-পা কেটে ফেলা হয়। এরপর তাদের গাঢ়ন উড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। এ বছর যাহারা মুক্তি বরণ করেন।

আশআব আতু-তামি'

তাঁর পূর্ব নাম ছিল আবুল আলা আশআব ইবন যুবিয়ার। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপনাম ছিল আবু ইসাক আল-মাদিনী। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপনাম ছিল আবু ইসমাইল। তাঁর পিতা ছিলেন আলে যুবিয়ারের আযাদকৃত গোলাম। মুক্তার তাঁক হত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল-ওয়াকিনীর মামা। তিনি আবদুর্রাহ ইবন আইফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুলুলাহ (সা) ডান হাতে আঁটি পরতেন। তিনি আবান ইবন উমদান, সালিম ও ইকরাম (র) থেকেও বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন চতুর ও কৌতুকপ্রিয়। তাঁকে তাঁর যুগের লোকেরা তাঁর অমিতব্যায়িত। ও লোক লালসার জন্য পদ্ধতি করেছেন। তাঁর প্রাচুর্য ছিল প্রশ্নিয়। আল ওয়ালীদ ইবন ইয়াহীদের কাছে দামেশকে প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গমন করেছিলেন। ইবন আরাফিক্ত তাঁর
এমন জীবনী লিখেন যেখানে তিনি বিভিন্ন প্রকারের রঙ্গরস্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর থেকে দুটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন তাঁকে হাদিস বর্ণনার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন তিনি বললেন, "ইকরামা আমাকে আবদুর্রাক ইবন আব্দাস (রা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'দুটিকে কাজ যদি কেউ করে তাহলে সে জানাতে প্রবেশ করবে।' এরপর তিনি চূপ রইলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এভাবে কি? তিনি বললেন, ইকরামা একটির কথা ভুলে গিয়েছেন। আর অন্যটি ভুলে গিয়েছি আমি।"

সালিম ইবন আবদুর্রাক ইবন উমর (রা) তাঁকে হেয় মনে করতেন। তাঁকে নিয়ে আনন্দ করতেন ও তাঁর সাথে কৌতূহল করতেন, তাঁকে নিয়ে জঙ্গলে যেতেন। শীর্ষ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে থেকে অন্যান্য একজন করতেন। ইমাম শাফিই (র) বলেন, একদিন ছেলেরা আশাবাদে নিয়ে মজা করছিল। তিনি তখন তাদের বললেন, সেখানে কিছু লোক রয়েছে যারা অহরোট বিতর্ক করছেন। উদ্দেশ্য হল- তাদেরকে তাঁর নিকট থেকে বিতাড়িত করা। ঐদিকে তখন ছেলেরা ক্রুদ্ধ দীর্ঘতাতে লাগল। তিনি যখন তাদেরকে দীর্ঘতাতে দেখলেন তখন বললেন, হতে এটি সত্য হতে পারে। তাই তিনিও তাদের অনুরোধ করতে লাগলেন। এক বাক্যে তাঁকে একদিন বললেন, বলত, তোমার লোভ লালসার পরিধি কি? তিনি বললেন, মদিনায় কোন বাসর ঘর উদযাপিত হলে আমি আশা করতে থাকি যে আমার এখানে বাসর ঘর উদযাপিত হবে। আমার ঘরটি আমি বাড়ু দেব, আমার দরজা পরিকার করব এবং আমার সমস্ত বাড়িতাকেও বাড়ু দেব।

একদিন তিনি এক বাক্যের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিয়েছিলেন, দেখলেন, আধারটি থেকে কোন দুটি উপাদান বৃদ্ধি করে দাও হয়ত কোন দিন আমাদের জন্য এটার মধ্যে হাদিস রাখা হবে। ইবন আসাফিক (র) বলেন, আশাবাদ একদিন সালিম ইবন আবদুর্রাক ইবন উমর (রা)-এর সামনে কোন কবিতা দ্বারা গান গায়।

মৃঢ় প্রিয় ব্যক্তি হতে প্রভাব মৃঢ় প্রিয় ব্যক্তি হতে প্রভাব
লেশ হস্ত মাথা বিশ্বাস মৃঢ় প্রিয় ব্যক্তি হতে প্রভাব
নে মৃঢ় প্রিয় ব্যক্তি হতে প্রভাব

অর্থ এই "প্রেমিকার কাছ দিয়ে অন্যান্য মহিলারা গমন করিল। প্রেমিকার চেরা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র সদৃশ, সে পাক পরিত্বে ও পরিকার-পরিসম্প্রদ বস্ত্র পরিহিত। তাঁর ধর্ম প্রতিপালনে রয়েছে পূর্ণতা। তাঁর রয়েছে যথেষ্ট পরিভাষা এবং সমুচন্দ্র মনে সমান। প্রতিটি মৃদু কাজ থেকে বিরত থাকার প্রেমা রয়েছে তাঁর মধ্যে। সে শুধু বনে পরিহিত লজ্জাশীলের অন্তর্ভুক্ত; তাঁর স্বচ্ছতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কবি তাঁর আবাহ তীর্থের ব্যাপারে বিমর্শবোধ করে না।"

সালিম তাঁকে বললেন, "উত্তর বলেছ, আরো একটি বল" তখন তিনি আরো গান গায়।

আমুন বিবেকিত "ও" এবং "জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে + জািলের গামনে +

Agnihotra
ফ্যাল্টি তুমি রাখালা + ওমা মুহূর্ত নায়িকা সৌভাগ্য রাখেনি।

অতঃপর "প্রথম আমাদের কাছে আগমন করেছে আর অনন্যরাও রাত্ম যেন কানের পালক যা বৃটির কোটা ছোঁড়ে ফেলেছে, তখন আমি বললাম, মনে হয় যেন কোন আত্র বিকিরতা আমাদের আত্মায় অবস্থান করছে, তার সুগঞ্জ বাঁকাতে এ রাতে আমি অন্য কোন সুগন্ধির খনরই রাখি না।" তিনি তাকে বললেন, তুমি উমর বললে। জনসম্পাত যাদি বলাবলি না করত তাহলে আমি তোমাকে পুনরায় প্রদান করতাম। আর তুমি আরো একটি উচ্চ আসানে অথিন্টি হতে।

এ বছর যারা ইনিতিকল করেন তাদের কার্যকরতা হলেন; জাফর ইবন বার্কানা; হাকাম ইবন আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন জাবির; কুরারাহ ইবন খালিদ, কিয়াতাব বিশেষজ্ঞদের অন্যতম আরু আব্দু ইবনুল আলা। তার উপনিষদে তার নাম। আমার কেউ কেউ বলেন, তার নাম রাইযান। প্রথমটিই বিশ্বাস।

তার পূর্ব নাম ছিল আবু আমর ইবনুল আলা ইবন আমার ইবনুল উরুইয়ান ইবন আব্দুল্লাহ ইবনুল ছুসায়ন আত-রাজার্মী আল-রাসুলীন আল-বাসরী। কেউ কেউ বলেন, তার মৎস্যগ্রাম অন্যরূপ। তিনি ফিকহাতি, নাতি ও কিয়াতাব যুগের নিজ মূলের মত পড়িয়ে বাছুরি ছিলেন। তিনি রাশিদায়িন বাতবন্ধী আলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি আরুর ভায়া লিখিত কিয়াতীর মধ্যে ঘর রেখে ফেলেছিলেন। একটি তিনি আল্লাহর ইব্রাইত ও বদেশী বিএ হন এবং এগুলোর সব কিছু জালিয়ে দেন। এক মৌলিক পূর্ববর্তী দিকে তাদের প্রদর্শনাত করেন। আরুর ভায়া লিখিত প্রতিনিয়ত কি কথা যে কিছু মূল্যবান ছিল তা বোঝাতে তার কাছে কিছুই অপরিচিত রইল না। আরুর জাতীয় মূল্যর আরুর মানুষের অন্যদের সাথে তিনি সংঘাত করেছিলেন। হাসানোন যুগের যুগেও তার পরের মূলে তিনি ছিলেন অকামাই। আরুর ভায়া তার প্রাক্তন। ব্যাখ্যার মধ্যে একটি হল গুরুত্ব বাঁকারের ক্ষেত্রে। বাঁকারের তালিকার। এ বাঁকারের প্রথম অর্থ হল সুর শিল্পী বাল্ক হোক কিয়াতী।

বাল্ক। এ মূলের তালিকায় (সা) এর বাল্ক থেকে একজন হল। সুরপুনটা সুরপুনটার। এ তালিকা রাসুলুলাহ্স (সা) বলেন। গুরুত্বের বাল্ক। সুরপুনটা এর বাল্ক থেকে একজন হল। সুরপুনটা সুরপুনটার। এ তালিকা রাসুলুলাহ্স (সা) বলেন। গুরুত্বের বাল্ক। এ তালিকায় (সা) এর বাল্ক থেকে একজন হল। সুরপুনটা সুরপুনটার।

অর্থ হল গুরুত্ব এবং কোন বাল্ক হোক বাল্ক। এ বাল্ক হোক বাল্ক। এ বাল্ক হোক বাল্ক। এ বাল্ক হোক বাল্ক। এ বাল্ক হোক বাল্ক।

এ বছরই তিনি ইনিতিকল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি একশ ছাত্রান্দি হিসাবে ইনিতিকল করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি একশ ছাত্রান্দি হিসাবে ইনিতিকল করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি একশ ছাত্রান্দি হিসাবে ইনিতিকল করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি একশ ছাত্রান্দি হিসাবে ইনিতিকল করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি একশ ছাত্রান্দি হিসাবে ইনিতিকল করেন।

সালিম ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আকবাস-এর জীবনীতে ইবন আসাকির তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইবন আকবাস থেকে মার্ফুত হিসেবে বর্ণনা করেন।
তিনি বলেন, “একান্ত চূরন্ত হিজরীর পর তোমাদের কারো একটি কুকুর ছানা পোষা, কেন সস্তানের লালন-পালন করার চেয়ে উত্তম” এ বর্ণনাটি অত্যন্ত বল্লাম, তার সনদের মধ্যে মাতভেদ রয়েছে। ইবনুল আসাকির এটিকে বলেছেন ইবন সলামান ধরে পরিপূর্ণ পায় উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন আওফ ইবন-ইহিসাব ধরে বর্ণনা করেন। তিনি আব্বার আবুল মুরারা আবদুল্লাহ ইবন আস-সামাত ধরে বর্ণনা করেন এবং তিনি সালিহ ধরে বর্ণনা করেন।

এ আবদুল্লাহ ইবন আস-সামাতকে আমি চিনি না। আমাদের উদ্দাদ আল-রাফিকের আয়া-মায়াবী তার কিন্তু ‘মীজাম’ এ উল্লেখ করেন যে, সালিহ ইবন আলী ধরে যে হাসিদটি বর্ণনা করা হয়েছে তা মাওয়াই অখ্যাত ভিত্তিহীন।

১৫৫ হিজরীর আগমন

এ বছরই ইয়াযীদ ইবন হাজিম আফ্রিকার শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। শুরুতে তিনি হাতে গোনা কয়েকটি শহর জয় করেন এবং এগুলোতে যারা হাজিজদের ধারা প্রভাবিত হয়েছিল তাদের হত্যা করা হয় এবং তাদের আমিরদেরকে হত্যা করা হয়। আর তাদের ব্যাঙ্গালীদেরকে বন্দি করা হয় এবং তাদের সমাজতন ব্যক্তিগত লাঞ্ছিত করা হয়। এসব শহরের বাসিন্দাদের নিকায় রয়েছে এবং সমাজ অস্থিতিস্থিত হয়। তাদের যেসব আমির নিহত হয় তাদের দু'জন হাজিজ আমার হল আবু হাজিম ও আবু উবাদ। একপর্যায়ে যখন শহরগুলোর কার্যান্ততার বিষ-বিধান সম্পূর্ণ ধারণ করল তখন তিনি আল-কায়রোয়ান এর শহরগুলোতে প্রবেশ করেন এগুলোকে সুখস্থ করেন। এগুলোর বাসিন্দাদের জন্য বাসি বাসিরনের ব্যবস্থা করেন। তাদের কার্যান্ততার সমস্ত ধারণ করেন এবং যাবতীয় অসুস্থতা দূরীভূত করেন। আল্লাহ সম্যক অবগত।

এরশিদ্ধ শহর আর-রাফিকা এর নির্মাণ

এ বছর খলিফা মানসুর বাগাদাদ নির্মাণ কাঠামোতে আর-রাফিকা শহর নির্মাণের ফরমান জারি করেন। সেখানে শহরের চতুর্থিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং শহরের চতুর্থিকে প্রায় ষষ্ঠীর পরিধিভূমি খনন করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে বাসিন্দাদের থেকে কর আদায় করা হয়। সংঘ বাসিন্দাদের থেকে মাথা পিছু পাড়ি দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছিল, পরে এটাকে চলিয়ে নির্দেশ হয়েছিল। এ সমক্ষে তাদের একজন কবি বলেন।

যালিকুমি মারাত্মা + হি আমির মোমেনিনাত
ফসম হুংসাঃ ফিনা + মুরারা আরবুরাতাত

অর্থাৎ, আমার সম্প্রদায়ের জন্য অবদ হতে হয়। আমারা আমাদের আমিরলাল মুরিনীনকে খুমুনের অংশ আমাদের মাঝে বিদ্য করতে দেখেছি না বর্তুন তিনি আমাদের থেকে চলিয়ে নির্দেশ আদায় করা বাধ্যতামূলক করেছেন।

এ বছর ইয়াযীদ ইবন উমর আস-সালামী বীরেরকালীন মুক্তি অর্ঘ্য প্রার্থণ করেন। জিহিয়া আদায় করার শর্ত রোমের শাসক মানসুরের সাথে সংঘর্ষ করার প্রস্তাব পেশ করেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র) — ২৬
এ বছর মানসুর তাঁর ভাই আল-আবাস ইবন মুহাম্মদকে ইরাকের শাসনকার্য থেকে বর্ধিত করেন এবং বহু সময় তাঁর থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করেন। এ বছর মানসুর মুহাম্মদ ইবন মুসা ইবন আলীকে কুফর শাসনকার্যতার পদ থেকে বর্ধিত করেন। কেউ কেউ বলেন, এমন কতগুলো ধারাপ কাজ তাঁর থেকে সংঘটিত হওয়ার সংবাদ মানসুরের কাছে পৌঁছেছিল যেগুলো কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া সম্মুখীন হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর কারণ হল সে মুহাম্মদ ইবন আবুল আজাকে হত্যা করেছিল। আর এই ইবন আবুল আজাম ছিল হরমাপ্রের। নাপটিক কথিত আছে যে, যখন তাঁর গায়ন্ড উড়িয়ে দেয়ার হ্রস্ক দেয়া হয় তখন সে স্বীকার করেছিল যে সে চার হাজার হাদিস রচনা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে সে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলে বর্ণনা করেছে। ঈদুল ফিতরের দিন লোকজনকে সিয়াম পালন করতে বলেছে এবং সিয়াম পালনের দিনগুলোতে লোকজনকে সিয়াম পালন না করতে বাধ্য করেছে।

তখন মানসুর তাঁর হত্যাকে তাঁর জন্যের কাজ গণ্য করে তাঁকে বর্ধিত করার ও তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঈদ্বা ইবনুল মূসা তাঁকে বলেন, তো আমিরুল মির্নীন। আপনি তাকে এজন্য বর্ধিত করতে করতে হত্যানো করেন না। কিংবা তাঁকে হত্যা ও করেন না। কারণ সে তো নান্দকর্তার জন্যই ইবনুল আবুল আজামকে হত্যা করেছে। যখন আপনি তাকে ইবনুল আবুল আজাম হত্যার কারণে অপরিবিত করেন— রাজসাধারণ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানন করতে এবং আপনার বন্ধন করতে। তখন মানসুর তাঁর থেকে কিছুদিনের জন্য ক্ষত রহিলেন। এরপর তাঁকে বর্ধিত করেন এবং কৃষ্ণায় তাঁর অনুসারী আমার ইবনুল মুহাম্মদকে শাসনকার্য নিয়োগ করেন।

এ বছর মানসুর মুসা থেকে আল-হাসান ইবনুল যায়তকে বর্ধিত করেন এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা আবুদুল্লাহ সামদ ইবনুল আলীকে তাঁর সাথে সহযোগী নিয়োগ করেন। মুহাম্মদ ইবনুল ইরাজীম ইবনুল মুহাম্মদকে মক্কার শাসনভার অর্পণ করেন। আল-হাজার ইবনুল মুআবিয়াকে বসরার, মুহাম্মদ ইবনুল সাইদকে মিসরের, ইয়াহীদ ইবনুল হাতিমকে আফ্রিকার শাসনভার অর্পণ করেন। এ বছর সফোলান ইবনুল আমর দামেশকী এবং উচ্চদ ইবনুল আবুর আতিকা দামেশকী ইনিতিকাল করেন। উচ্চদ ইবনুল আতা এবং মিসআর ইবনুল মিকদামও এ বছর ইনিতিকাল করেন।

হামামাদ আর-রবিবা

তাঁর পূর্ব নাম ছিল হামামাদ ইবনুল আবু লায়লা মায়সারা ইবনুল আল-মুবারক ইবনুল উবায়দ আদ-দায়লামী আল-কুফী। কেউ কেউ মায়সারার এর পরিবর্তে সাবুর বলেন। তিনি ছিলেন রুকায় ইবনুল যায়ন আল-ক্যান্য তাঁর আয়দকৃত দাস। আরবের মুহুর বিহার, ইতিহাস, আরবী কবিতা ও ভাষাবিদদের অন্যমত ছিলেন তিনি। তিনিই সুদীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ সাবুর মুআবিয়াকে কবিতার সংকলন ছিলেন। তিনি আরবের বল কবিতার বর্ণনাকারী ছিল। আমিরুল মির্নীন আল-ওলাইদ ইবনুল ইয়াজীদ ইবনুল আবুর মালিক এ ব্যাপারে তাঁকে প্রেক্ষা করেন। তখন তাঁর কাছে তিনি নুক্তা বিহীন অক্ষর সরলত ২৯টি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রতিটি দীর্ঘ কবিতা ছিল প্রায় একশ পাঁচি বিশিষ্ট। তিনি বলেন, আরব কবিদের কেউ যদি তাঁর কাছে এমন সব কবিতা আবৃত্তি করতে পারে যা অন্যের পক্ষে মুখ্য করলে সেবা নয় তখনই তাঁকে কবিব বলে গণ্য করা যায়। হামামাদ এ ধরনের কবি হওয়ায় খলিফা তাঁকে এক লক্ষ দিনহাম গ্রহণ করেন।
আবু মুহাম্মদ আল-হারাবিউ তার কিতাব 'দুররাতুল গাওয়াস' (دروة الغواص) এ উল্লেখ করেন যে, হিশাম ইবনে আদুল মালিক একদিন ইরাক থেকে তার শাসনকর্তা ইউসুফ ইবনে উমরকে ডাকবেন। যখন তিনি খলিফার কাছে প্রবেশ করলেন তখন খলিফা স্বীকার মর্যাদার নির্মিত একটি গোলাকার ঘর অবস্থান করিয়েছিলেন। তার কাছে ছিল দুটি অতিক্রম সদর্দ্দী নারী। তাকে তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি তার সামনে কবিতা আবৃত্তি করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার প্রয়োজন পেশ কর। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! যা আপে ছিল তা-ই যেন হয়। তিনি বললেন, সেটা কী? সে বলল, দু'নারীর একজনকে আমাকে দিয়ে দিন। খলিফা বললেন, এ দুটো এবং এ দুটোর গায়ে যা কিছু আছে সর্বোপরীত তোমাকে দান করলাম। তার কেনার একটি ঘরে তাকে সুযোগ করে দিয়েন এবং তাকে একটি লাখ নির্মহ প্রদান করলেন। এটা একটি সংকিত বিবরণ। সপ্তাহের দিকে যায় যে, এ খলিফা হলেন আল-ওয়াযালীদ ইবনে ইয়ামিদ। কেননা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার পাশে মস্তিষ্ক হিশাম মস্তিষ্ক পান করতেন না। আর ইরাকে তার নাযিবে ইউসুফ ইবনে উমর ছিলেন না। তার নাযিব ছিলেন খলিফ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাসারী। আর তার পারে ছিলেন ইউসুফ ইবনে উমর ইবনে আবদুল্লাহ আলিয়। এ বছরই হামাদ যাতে বছর বয়সে ইনস্টিটিউশন করেন।

ইবনে খালিফকে বলেন, কেউ কেউ বলেন— তিনি ৫৮ বছর বয়সে মাহদ্রির বিলাকতের প্রাথমিক যুগে পেয়েছিলেন। আলাহু অধিক পরিজ্ঞাত।

এ বছরই হামাদ আজরাদকে তার ধর্মগ্রাহিতার কারণে হত্যা করা হয়। সে হল হামাদ ইবনে উমর ইবনে ইউসুফ ইবনে কুতাব আল-কুফী। তাকেও আজরাদ হিসেবে বলা হয়। সে হল বনু আযাদের আযাদুল্লাহ দাস। সে ছিল কাফিফ, ইসলামের উপর অপবাদ প্রদানকারী, চতুর ও কৌতুকময়। কবি। সে দুটো শাসনকাল পেয়েছিল। একটি হল বনু উমাইয়ার, দ্বিতীয়টি হল বনু ইবনে আবাসের। তবে সে বনু আবাসের সময় পরিচিত হয় করে। তার ও বাশের ইবনে উমরের মধ্যে ছিল বহু নিদাবাদের ঘটনা। এ বাশেরের ধর্মগ্রাহিতার কারণে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে এ সমষ্টি বর্ণনা করা হবে। বাশরের ধর্মগ্রাহিতা হামাদের সাথে তারই কথায় দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, হামাদ, আজরাদ একটি আফান্ন জিহাড়ে মৃত্যুর্মুখে পতিত হয়। আলাহু কেউ কেউ বলেন, একশ একত্র জিহাড়ে তে মারা যায়। আলাহু সম্ভব অবগত।

১৫৬ জিহাড়ের প্রাণমার

এ বছর মানসুরের নাযিব আল-হায়যাহম ইবনে মুতাবিয়া বসরায় জলাল করেন। তিনি আমর ইবনে উমরের কাছে হত্যা করেন, তিনি ছিলেন পারসোনার সাহস ইবরাহিম ইবনে মুতাবিয়ার কর্মচারী। কথিত আছে যে, আল-হায়যাহামের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমর ইবনে উমরের পানা দুই ও দুপা কাটা হয়। তার শিশুর মেষ হয় ও পরে তাকে শুল চাড়ানে হয়। এ বছরই মানসুরের একবে তাকারের নাযিব আল-হায়যাহমকে বসরা থেকে আসরামের কর্মচারী সূত্রে বিচার বিভাগ ও সালতের দায়িত্ব তার মধ্যে একত্র হয়। পুলিশ বিভাগ ও অন্যান্য দায়িত্ব ছিলেন সাইদ ইবনে দালাজ। আমর ইবনে উমরের হত্যাকারী আল-হায়যাহম ইবনে মুতাবিয়া বাগানদে ফিরে আসেন। এ বছর তিনি হঠাং
এখানে মারা যান। তিনি ছিলেন তাঁর দাসীর কোলে। মানসুর তাঁর সালাতে জানায় পড়ান এবং তাকে বনু হাশিমের কর্মর্থানে দাফন করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর উপর মৃত্যুশাস্ত্রে নিহত আমর ইবুন শাদাদের অভিশাপ লেগেছিল। তাই মানুষের উচিত মৃত্যু থেকে বিরত থাকা।

মানসুরের তাই আল-আক্সাস ইবন মুহাম্মদ লোকজনকে নিয়ে এই বছর হজ আদায় করেন।

অন্যান্য শহীদের কর্মচারীবৃদ্ধি নিজ নিজ পদে বহাল ছিলেন। পারস্যে আহমেদ ও দজলার পরগনা-সমুহের শাসক ছিলেন আলরা ইবন হাম্মাত, কিরমান ও সিন্দুর শাসক ছিলেন হিশাম ইবন আমর।

এক বর্ষাবৃষ্টির বছরই হাম্মাত আয়-মায়ের মৃত্যুপথে পতিত হন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কারী ও গণমাণ্ডল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্গত। কিরামের বীর মদর প্রবর্তনকারী বলে তিনি পরিচিত ছিলেন।

এ কারণে কোন কোন ইমাম তাঁর সমালোচনা করেন। তাঁকে প্রবর্তক বলে অধিকার করেন।

সাধারণ ইবন আবদুল্লাহ এ বছরে ইন্টিকাল করেন। এক বর্ষা মুতাবিক তিনিই প্রথম সুনান (হাসলীসহমুহ) সংঘ করেন। আবদুল্লাহ ইবন শাব্বাব, আবদুর রহমান ইবন মিয়াদ ইবন আন্দুম আফ্রিকী এবং ওমর ইবন যবুল এই বছর ইন্টিকাল করেন।

৫৭ হিজরীর প্রথম

এ বছর মানসুর দুনিয়ায় চিরকালীন হওয়ার (তাঁর নাম চিরকালীন করার) গুদাম হিসেবে বাগানের তাঁর আল-খুলাল নামী সুরমা অট্টালিকা নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁর সমাধিতে সাথে সাথে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে এবং তাঁর পরে অট্টালিকাটি ধ্বংসপ্রায় হয়। এ অট্টালিকা তৈরির উদ্যোগ ছিলেন আবার ইবন সাদাকা এবং মানসুরের আয়াগুত্ত গোলাম আর রাবী। সে ছিল তাঁর দারোয়ান।

এ বছর মানসুর বাজারগুলোকে রাজ ভবনের আশাপথ থেকে বাবুল কাবুকে (بَابُ ) (بَابُ السَّعَرٍ)-এ স্থানান্তরিত করেন। এর কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বছরই রাৎ-ঘাটের প্রশস্ততার জন্য ছুবর্জ জাতি করে হয়। বাবুর্স সাইর (بَابُ al-sa‘īr) এর কাছে পুলি নির্মাণ ও আদর্শ জাতি করা হয়।

এ বছর মানসুর সেনাবাহিনীর পার্সেন্ড বা অনুষ্ঠানিক কুক্কাওয়াজের ব্যবস্থা করেন।

সৈনিক অংশের মুখে মুলতিত হয় এবং তিনি নিজেও ভারী অন্তর্বার্তা পরিধান করেন।

আর এ মহামারী হয়েছিল দাজলা লাঠি পাড়া। এ বছরই সিন্দুর থেকে হিশাম ইবন আমরকে বরখাস্ত করা হয় এবং তথায় সাইদ ইবন আল-খালিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বছর ইয়ায়াহ ইবন উসাইদ আস-সালামী গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

তিনি রোমার শহরগুলোতে দুকে পড়েন এবং আল-বাতালের আয়াগুত্ত গোলাম সিনানকে মুকাদামিতায় জায়স (مقدمة الجيش) হিসেবে সর্বপ্রথম গোপন করেন।

তিনি বহু দূরে জায়ফ ও বহু লোককে বদন করেন এবং প্রচুর গীত অর্জন করেন।

এ বছর ইবরাহিম ইবন ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন।

বিভূতি শহীদের কর্মচারীবৃদ্ধি তাঁদের পূর্ববর্তী পদে বহাল ছিলেন।

এ বছর যাবতীয় ইন্টিকাল করেন তাঁরা হলেন: আল-হসায়ন ইবন ওয়াকিফ এবং সমাজিত ইযাম, যুগের আয়াহ আবু আমর আবদুর রহমান ইবন আল-আওয়াদ।

তিনি ছিলেন সিরিয়াবাসিদের ফকিরু ও ইমাম। দামেশকবাসী তাঁর আশাপাশের শহরগুলো বাসিন্দাগণ প্রায় দুর্দশ বিশ বছর যাবৎ তাঁর মহামারীর অনুসরণ করেছেন।
আল-আওয়াঈ (র) এর জীবনী থেকে কিছু কথা

তার নাম ছিল আবু আমর আবদুর রহমান ইবনু আমর ইবনু মুহাম্মাদ আল-আওয়াঈ। আল-আওয়াঈ হিমায়র বংশের একটি শাখার নাম। তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন একজন। এরপর বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনু সাদ। অন্যরা বলেন, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন না; তিনি বরং আল-আওয়াঈ মহান্যায় উপনীত হয়েছিলেন, আর এটা ছিল বাবুল কারাদিস (پاب الفراءدیس) এর বাইরে দামেশকের গ্রামগুলোর মধ্যে একটি গ্রাম। তিনি ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনু আমর আল-আওয়াঈ শায়াবানীর চাচা। আবু হুরআ বলেন, আসলে তিনি ছিলেন সিদ্দুর কূটনীদের অন্যতম। এরপরে তিনি আল-আওয়াঈ উপনীত হন এবং তার দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আল-আওয়াঈ হিসেবে পরিচিত হন। অন্য একজন বলেন, তিনি বালাবক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল বিকাই ইয়াতিম হিসেবে মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করেন। আর তিনি নিজের নিজের আদর্শ আখ্লাক শিখেন।

তাঁর রাজা বাদশা, খলিফা, উমরা, বাবসায়ি ও অন্যদের চেলেমেদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, পরিহারের, শিক্ষিত, বাচ্চী, সমান ও বর্ণশ্রেণী আর কেউ ছিল না। যখন তিনি কোন কথা বলতেন, তাঁর সহযোগীদের মধ্যে যারা তা অন্তত তাঁর তাঁর কথার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তা লিখে নেয়ার সিদ্ধান্ত উপনীত হতেন। এগুলোর প্রকাশনা ও ধর্মনির্দেশ দ্বারা তাঁর প্রতিনিধি দলে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনু আবু কাসিয়ের থেকে হাদিস শেখেন। তারই কাছে তিনি থাকতে লাগলেন। তখন তিনি তাকে বসরায় মূল করার পথ নির্দেশনা দান করেন যাতে তিনি আল-হাযাসান ও ইবনু সীরীয় থেকে হাদিস শেখতে পারেন। তিনি তখন যান কিছু তখন যায় গিয়ে দেখতে পান যে দুমাস পূর্বে উত্তর আল-হাযাসান ইনতিকাল করেছেন। আর ইবনু সীরীনের অসুস্থ পেলেন। তিনি তাঁর বার বার শুক্র করেন। তাঁর অসুস্থতা মূল্যে বৃদ্ধি পেয়ে তিনি ইনতিকাল করেন। আল-আওয়াঈ তাঁর থেকে কিছুই শেখতে পাননি। এরপর তিনি মূল করতে লাগলেন এবং দামেশকের বাবুল কারাদিস (پاب الفراءدیس) এর বাইরে আল-আওয়াঈ নামক মহান্যায় উপনীত হন।

তিনি তাঁর যুগের নিজ শহর ও অন্যান্য জায়গার বালিকাদের মুক্তিবিলায় ফিকাহ, হাদিস, মাজামি (আলাবার পথে জিহাদকারিগণের গুণ গমন ও ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ) ও অন্যান্য ইসলামী জানে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি তাঁবুদ্দী ও অন্যদের একটি বিরূদ্ধ দলকে পেয়েছেন। আর তাঁর থেকে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের বিভিন্ন দল হাদিস বর্ণনা করেন। যেমন মালিক ইবনু আনাস, আস-সাওরি ও আয়-মুহরী। তিনি ছিলেন তাঁদের উত্তরদায়ের অত্যন্তকর। একাধিক ইমাম তাঁর প্রশংসা করেছেন। মুসলমানগণ তাঁর সতাবধি, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নেতৃত্বে একমত্ত পোষণ করেন। মালিক (র) বলেন, আল-আওয়াঈ (র) ছিলেন এমন এক ইমাম যার অনুরূপ ও অনুসন্ধান করা যায়। সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না ও অন্যরা বলেন, আওয়াঈ ছিলেন নিজের যামানার
ইমাম।’ একবার তিনি হজ্জ সম্প্রচার করেন। তিনি মক্কা প্রবেশ করেন আর সুফিফাইয়া আস-সাওয়ী তাঁর উটের লাগাম ধরেছিলেন এবং মালিক ইব্বন আনাস (র) তা পরিচালনা করেছিলেন। 

আস-সাওয়ী উইক: বরে বলছিলেন উটারের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও; উটার জন্য জায়গা ছেড়ে দাও। একবার তারা দু'জন তােকে কা’বার কাহে বসালেন, তারা তাঁর সামনে বসলেন এবং তার থেকে জানা অর্জন করতে লাগলেন। একবার মালিক (র) ও আওয়াই মদিনা শরীফকে যুহরের সময় আলোচনা শুরু করেন। আসারের সাথে আদায় করা পর্যন্ত তাঁরা আলোচনা করছিলেন।

একবার আসর থেকে শুরু করে মাত্র পর্যন্ত আলোচনা করছিলেন। আল-আওয়াই (র) মালিক (র) কে মাদকীর অতিভূত করেন এবং মালিক (র) আওয়াই (র) কে ফিকাহে অতিভূত করার কিংবা ফিকাহের কিয়দাঙ্গে অতিভূত করেন। একবার আল-আওয়াই (র) ও আস-সাওয়ী (র) হাজিরের মসজিদে রুকু’তে হাত উঠানো এবং রুকু’ থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর মাঝামাঝি মুনাফা করেন। হাত উঠানোর পকে আল-আওয়াই (র) ইমাম যুহরী (র) এর বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করেন। ইমাম যুহরী (র) সালিম (র) থেকে এবং সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা) রুকু’তে যাত্রা যায় এবং রুকু’ থেকে মাঝা উঠানোর সময় দু’হাত উঠাতেন।” আস-সাওয়ী (র) এর বিকটে ইসাইয়েদ ইবন আবু মিয়াদ (র) এর হাজিরের দলিল পেশ করেন। তখন আল-আওয়াই (র) একটু রাগাওয়ান হন এবং বলেন, যুহরী (র) এর হাজিরের মুকাবিলায় ইয়াহেদ ইবন আবু মিয়াদের হাজিরেকে পেশ করে অথচ সে দুর্বল ব্যক্তি যা আস-সাওয়ী (র) এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। আল-আওয়াই (র) বলেন, আমি যা বলেছি তাতে তোমার কি খারাপ লেগেছে? তিনি বললেন, হ্যা। তখন তিনি বললেন, চল আমারা রুকু’র কাছে যাই এবং এত সত্যবাদী তা যাচাই করার জন্য একে অপরের প্রতি অতিভূত করুন। আস-সাওয়ী (র) নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন।

হিকল ইবু মিয়াদ বলেন, আল-আওয়াই (র) সত্তর হাজার মাসামাসায় ফাতওয়া প্রদান করেন। এ সময়ের তিনি আমাদেরকে হাজিরে বর্ণনা করেছিলেন এবং সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আবু যুহরী (র) বলেন, তাঁর থেকে থাক হাজার মাসামাসা বর্ণিত রয়েছে। এ দু’জন বাতিত অনরাও বলেন, আল-আওয়াই (র) একত্র তাঁর হিজরী থেকে ফাতওয়া দেয়া চুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পচিশ বছর। তারপর তিনি মৃত্যু অবধি ফাতওয়া প্রদান করতে থাকেন। আর তাঁর আকাল বৃদ্ধি ছিল সাধারণ।

ইয়াহেদ ইবন আল-কাসান (র) মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে একদিন আল-আওয়াই (র) আস-সাওয়ী (র) ও আবু হাজরা (র) একত্র হন। আমি বললাম, আপনি তাদের মধ্যে কাঁধে অগ্রাহিকার প্রদান করেন। তিনি বললেন, আল-আওয়াই (র) এর মুহাম্মদ ইবু আজলান (র) বলেন, আমি আল-আওয়াই (র) থেকে মুসলমানদের জন্য অধিক উপদেশ প্রদানকারী আমাকে দেখিনি। অন্য একজন বলেন, ইমাম আল-আওয়াই (র) কখনও অতিভূত অবস্থায় দেখা যায়নি। তিনি যখন জনসমক্ষে ওয়াজ করতেন, মজলিসের প্রতোদেরই নিজের চোখে কিংবা অন্যের কান কেন্দ্রে কিন্তু তাঁকে কোন দিন মজলিসে কাঁদতে লেখা যায়নি। তবে যখন একজন হতেন এমন কান্না কাঁদতেন যে কেউ তাঁর প্রতি দয়া দেখাতে বাধা
হতেন। ইয়াহইয়া ইবন মুইন (র) বলেন, বর্তমানে আলিম হলেন চারজন ৪ আস-সাগরী (র), আবু হানিফা (র), মালিক (র), ও আল-আওয়াই (র) ছিলেন নির্দিষ্টরূপে সর্বজন গ্রাহ্য এবং যা শোভতে তার অসুরাক্ষিকী। আলিমগণ বলেন, আল-আওয়াই (র) কথা-বার্তা ভূল করতেন না। তাঁর লিখিত কিন্তু মানসুরের কাছে পেশ করা হলুদ তিনি এগুলোর প্রতি নয় দিতেন।

এগুলোর ব্যাপারে চিত্ত করতেন। কিতাবের বিশ্লেষীতা ও বাক্য গঠনের নির্দেশীতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। খেলীফা মানসুর একদিন বলেন, আমি তাঁর কিতাবটি সূলায়মান ইবন মুজালিদের কাছে পেশ করিয়েছি। এর প্রেক্ষিতে সর্বম আল-আওয়াই (র)-এর প্রতি আমাদের উদার আচরণ করা উচিত। যারা আল-আওয়াই (র) সম্প্রদায় জানে না বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের প্রতি যোগাযোগ করার সময় আল-আওয়াই (র)-এর লেখা থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত। তখন সূলায়মান বলেন, আলাহার শপথ! তোমার মুমিনীন! দুদিনের কেউ তাঁর ন্যায় বাক্যগঠন করতে সক্ষম নয় কিন্তু তাঁর ন্যায় কিছুটা এবং গঠন করতে সক্ষম নয়। আল-ওয়ালীদ ইবন মুলিল বলেন, আল-আওয়াই (র) যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন সূর্যদীপ পর্যন্ত বসে বসে আলাহার মিকির করতেন এবং এ অভ্যাস তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত করেছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আস-সাগরী ও তাঁর সাহিত্যীগণ ফিকাহ ও হাদীস সম্পর্কে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। আল-আওয়াই (র) বলেন, একদিন আমি আলাহার তা'আলাকে সম্পর্কে দেখলাম। তিনি বললেন, দুইমিন মন ব্যক্তি যে, তুমি সংকলনের আদেশ দাও এবং অস্ত কাজের থেকে বারণ কর। উত্তরে আমি বললাম, হে রব! তোমার মেমোরের পাতে তা আমি করি। এরপর আমি বললাম, হে আমার রব! আমাকে ইসলামের উপর মূর্ত দিও। আলাহার তা'আলা বললেন, সূরাতের উপরেও।

মুহাম্মাদ ইবন আওয়াব ইবন শাবুর (র) বলেন, দামেশকের জামি মসজিদে এক বৃহৎ ব্যক্তি আমাকে বলেন, “আমি অমুক দিন মৃত্যুলোক পরিত হব।” উক দিন আমি তাকে দেখলাম, তিনি জামি মসজিদের আস্তায় ঘোরায়ির করিয়েছেন। আমাকে তাকে সমলোকে মৃত্যুর খাটের কাছে গমন কর, এটার দিকে নুমান বাদার পূর্বে এটার আমার জন্য তোমার কাছে সংঘর্ষ কর। এরপর আমি বললাম, আমি কি বললেন? তিনি বললেন, এটা হল তা যা আমি তোমাকে বলেছি। আর নিজেরজনের আমি দেখিয়ে যেন এক ব্যক্তি বলেছে, অমুক আমার সম্পর্কীর্ণ, অমুক একর। উহমান ইবন আল আতিকা কতই তাল মানুষ! আবু আমর আল-আওয়াই যারা ভু-পুঠ বিচরণ করেছে তাদের থেকে উত্তম এবং তুমি অমুক দিন অমুক সময় মৃত্যুবরণ করবে। মুহাম্মাদ ইবন শাবুর বলেন, যুহরের সময় না আসাতেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমারা যুহরের পর তাঁর সালাতে জানায় আদায় করলাম ও তাকে বহনকারী খাটগুলোকে করতোমার নিয়ে যাওয়া হলো। এ ঘটনাটি ইবন আসাকির উল্লেখ করেছেন।

আল-আওয়াই (র) কেন্দি কেন্দি ইবাদত করতেন ও উত্তমরূপে সালাত আদায় করতেন। তিনি ছিলেন পরিজনগার, ইবাদতকর্মী এবং অধিক মৌনতা অবলনকারী। তিনি বলেন, যা বাক্য রাতের সালাতে দীর্ঘকাল দওয়ামান থাকবেন আলাহার তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর দীর্ঘকাল দওয়ামান থাকাকে সহজ করে দেবেন। এ তথ্যটি আলাহার তা'আলার ফরমান থেকে নেওয়া হয়েছে। আলাহার তা'আলা ইবাদত করেন।
“অর্থাৎ, রাতের বিয়াদংশে তাঁর প্রতি সিজারানত হও (সালাত আদায় কর) এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পরিক্রমা ও মহিমা ঘোষণা কর। তারা (কফিলরা) ভালবাসে পারিবার জিজ্ঞাসক এবং তারা পরবর্তী কুঠি ডিন্কে উপেক্ষা করে চলে (সূরা ইন্সান : ২৬-২৭)।

আল-আওয়াই ইবন মুসলিম (র) বলেন, ইব্রাহিমমুজাহিদে আল-আওয়াই (র) থেকে অধিক সচেত্ত আমি আর কাউকে দেখিনি। অন্য একজন মনীষী বলেন, আল-আওয়াই (র) একবার হজ্জ করেন কিন্তু তিনি সওয়ার থেকে নিদ্রা যাননি। তিনি সালাতে রাত কাটতেন। যখন তত্ত্বা এসে যেত পালানে হেলান দিতেন। আর অতিরিক্ত অনুযায়ি বিনের কারণে মনে হত যেন তিনি অন্ধ।

একদিন একজন মহিলা আল-আওয়াই (র)-এর শিয়ার ঘর প্রবেশ করেন ও দেখেন, যে চাটাইয়ে তিনি (আওয়াই) সালাত আদায় করেন। তা দিজি। মহিলাটি তাকে বললেন, সম্ভবত শিকটি এখানে প্রস্তাব করেছে। আল-আওয়াই (র)-এর শিয়া বললেন, এটি তাঁর স্বামীর অনুর窍 চিহ্ন যা সিজায় ক্রমদের কারণে হয় থাকে। প্রতিদিন তাঁর একই অবস্থা হত।

আল-আওয়াই (র) বলেন, তোমাকে পূর্বতী আলিমানগণের অনুরঙ্গ করতে হবে যদিও জননগ তা ছেদ দেয়। তোমাকে জনগনের কল্পকাহিনি থেকে বিদ্যালয়ে হবে যদিও তাঁর এটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুসজ্জিত করে দেখায়। কেননা বিদ্যালয়ে যখন সুপারিষ হয়ে উঠে তখন যেন তোমার যে থেকে সহজ-সরল পথে অবস্থান করতে পার। তিনি আরো বললেন, পূর্বতী পাদকরণ উপর সুসূচি থাকে, দখলামান হও যেখানে যেখানে সমাজের লোগ দখলামান হয় (অহংকার করবে না) বল যা তারা বলে, বিদ্যালয়ে হবে যে তাঁর বিদ্যালয়ে হবে, তাদের যা মোগল করেছে তোমাকেও তা অবাক যোগে করবে। তিনি বললেন, প্রকৃত জন হল যা মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যের থেকে এসেছে। আর যা তাদের থেকে আগেনি যা জানেই নয়। তিনি আরো বললেন, শুধু মুমিনের অন্তরে হয়ত উচ্চাঁমান (রাব) ও হয়ত আলী (রা)-এর মহাবত এক্ত হয়। যখন আলাহু তা'আলা কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে অমরকের ইচ্ছা করেন তাদের মধ্যে কলাম বিদায়ের দরজা খুলে দেন এবং তাদের থেকে জন ও আমলের দরজা বক্র করে দেন।

আলিমানগণ বলেন, জনগনের মধ্যে আল-আওয়াই (র) ছিলেন অতিশয় সমান ও দানশীল। তাঁর জন্য বায়ুর মালে (সরকারী কোষাগা) অংশ ছিল। বনু উমাইয়ার খলিফান তাঁর জন্য অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। বনু উমাইয়ার আরো-বজন ও তাঁকে অংশ দিতেন। বনু আবাসের খলিফারও তাকে বয়োতুল মালের অংশ দিতেন যার মুল্লামান ছিল প্রায় সত্ত্বা হাজার দীনার। তিনি তা থেকে কিছুই নিজের জন্য রাখেনি। কোন সরকারী সম্পত্তি যা অন্যায় জিজিস নিজের জন্য দখল করেনি। যেহেতু তিনি ইনিত্তিক করেন তাঁর কাছে ছিল মাত্র সতীর দীনার যা ছিল তাঁর দায়েরকাল অস্তিত্ব করে। তিনি তাঁর সম্পাদন আলাহু রাস্তায় ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

সাফতের চন্দা আবুমুলাহ ইবন আলী সিরিয়া থেকে বনু উমাইয়াকে বিতাড়িত করেন এবং তাদের রাজত্ব তাঁর হাতে ফিংগ্রান্ট হয়ে যায়। তিনি যখন দামেশকে প্রবেশ করেন আল-আওয়াই
(র)-কে তল করেন। আল-আওয়াঈ (র) তার থেকে তিনিই অনুপ্রিয় ছিলেন। এরপর তিনি তার সামানে হারিয়ে গেনে। আল-আওয়াঈ (র) বলেন, যখন আমি তার কাছে প্রবেশ করলাম তখন তাকে একটি চোরির উপর উপরিভিত দেখিলাম। তার হাতে ছিল একটি ছড়ি। তার ডানে ও বামে ছিল কৃষ্ণ রূপের দরূরান। তাদের সাথে ছিল খোলা তবরার ও লোহার গদা। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি সালামের কোন উভয় দিলন না। তার হাতের ছড়িটি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন। এরপর বললেন, হে আওয়াঈ! শহীদ ও শহরবাসীদের থেকে এসব যালিমদের প্রতিগলি ধান্ত করার জন্য আমিরা যে কিছু করলাম এ সত্ত্বে আপনি কি বলেন? এতে কি তিনদিনের না সীমান্ত রক্ষার প্রচেষ্টা? আল-আওয়াঈ (র) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমির! আমি ইয়াহেইয়া ইবন সাইদ আল-আনসারী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন ইবরাইম আত-তায়মী (র)-কে বলতে শুনেছি। আমি আলকামা ইবন আবু ওয়াকাস (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি উমর ইবনুল খাতীব (রা)-কে বলতে শুনেছি। নিজেরই আমাদের নিয়তের উপরই নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে তাই যা সে নিয়ত করেছে। মুসলমান যার হিজরত আল্লাহ ও তার সাক্রান্ত স্রষ্টা এর জন্য নিবেদিত তার হিজরত আল্লাহ ও তার সাক্রান্ত স্রষ্টা এর জন্য গণ্য। যার হিজরত হবে দুনিয়ার অর্জন করার জন্য কিরীতো কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার হিজরত হবে তারই নিয়তে যা নিয়তে যা হিজরত করেছে।

আল-আওয়াঈ (র) বলেন, এরপর তিনি পূর্বের চেয়ে অধিক জোরে ছড়ি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন। আর তার পাশে যারা তবরার হাতে দিয়ে বেসেছিল তাদেরকে তবরার মুক্তি হবার প্রতিকূলতার দ্বারা বললেন। তারপর বললেন, হে আল-আওয়াঈ (র)! আপনি যৌন উমাইয়ার রক্তপাতের ব্যাপারে কী বলেন? তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনি কাড়ি বজাতীয় কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্তপাত হালাল নয়। জানের পরিবর্তে জান, বিবাহিত ব্যাহতা, দীনের প্রত্যাখ্যানকারী ও মুসলিম জায়গার বর্নকারী। তিনি আসা জোরে ছড়ি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিলেন এবং বললেন, তাদের সম্পদ সত্ত্বে আপনি কি বলেন? তখন আমি বললাম, তাদের হাতে থাকাকালীন যদি এগুলো তাদের জন্য হারাম হয় তাহলে এগুলো আপনার জন্যও হারাম। আর যদি তাদের জন্য হালাল হয় তাহলে এগুলো আপনার জন্য শরীআতের নিয়ম ব্যতীত হালাল নয়। পূর্বের চেয়ে বেশী জোরে তিনি মাটিতে খোঁচা দিলেন। এরপর বললেন, আমার কি আপনাকে কামী নিয়োগ করব? তখন আমি বললাম, আপনার পূর্বপুরূপের এ ব্যাপারে আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেননি। আর আমি চাই, যেভাবে তারা আমার প্রতি ইহুদিতে কাজটি শুরু করেছেন তা পুরুষতালী লাভ করব। তিনি বললেন, মনে হয় যেন আমনি বিলে থাকতে চান। তখন আমি বললাম, আমার দায়িত্বে রয়েছে কতগুলো গোষ্ঠী। তাদের খালিশ ও বংশের জন্য তারা আমার উপর নির্ভরশীল। আমার কারণে তাদের অন্তরে অবস্থান রয়েছে। আল-আওয়াঈ (র) বলেন, আমি অপেক্ষা করছিলাম কোন সময় যে আমার মাথার আমার সামনে নীচে পড়ে যায়। এরপর আমার আমাকে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। আমি যখন বলে আসলাম তখন দেখি আমার পেছন দিক থেকে তার দূত আমাকে ডাকছে আর দেখি তার সাথে রয়েছে দু'শরীরী দীন। সে বলল, আমার আপনাকে বলছেন এগুলো খুরাব কর। আল-আওয়াঈ (র) বলেন, তারপর এগুলো আমি সাদাকা করে দিলাম। তবে এগুলো আমি ভয়ের কারণে প্রহর করেছিলাম। আল-আওয়াঈ (র)
বলেন, উক্ত তিন দিন আমি সিয়ামপালন করছিলাম। কথিত আছে যে, আমারের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি তার কাছে ইফতারী প্রেরণ করেন যেন তিনি তার কাছে ইফতার করেন। কিন্তু তিনি তার কাছে ইফতার করতে অসম্ভব প্রকাশ করেন।

পূর্বানুগাদিকারণ বলেন, এরপর আল-আওয়াই (র) দামেশ্ক থেকে রওনা হন ও পরবার-পরিজনের নিয়ে বৈরুতে উপনীত হন। আল-আওয়াই (র) বলেন, বৈরুতে আমি একবার অবকাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বৈরুতের কবরশাহ হয়ে যাছিলাম। কবরশাহে আমি একজন কৃষ্ণচূর্ণ মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, ওহে! এখানে বসতি কেথায়? মহিলাটি বলল, যদি আপনি বসতি দেখতে চান তাহলে এটা— এ বলে সে কবরের দিকে ইন্দিগিত করল। আর যদি আপনি ধ্বংস লুপ্ত দেখতে চান তাহলে এটা আপনার সামনে— সে শহরের দিকে ইন্দিগিত করল। এরপর আমি সেখানে বসবাস করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম।

মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) বলেন, আমি আল-আওয়াই (র)-এর বলতে জলন্ত একদিন আমি মাথা বাঁশ দিয়ে বললাম। সেখানে দেখতে পেলাম, তামা ইত্তায়ি ধাতু তৈরি পাত্রের বার্ষিকারী।'একটি লোককে এবং অন্য একটি লোককে দেখতে ফেলায় এ প্রথম যে দৃশ্য শ্রেণীভুক্ত এক স্বর্ণের উপর আত্মাহীন করে রয়েছে। তার উপর রয়েছে দৌহার হাতিয়ার। যখনই সে হাত দ্বারা কোন দিকে ইন্দিদা করে তার হাতের সাথে ঐ লোকটি ও ঐ দিকে পুলক বলতে থাকে।

"ওইনি পাতলি হাউ বাতল ও মা ফিনহাই বাতল পাতল বাতল।"

আর্থির 'দুনিয়াটি অসার, অসার, অসার দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে তাও অসার, অসার, অসার।'

আল-আওয়াই (র) বলেন, আমাদের নিকট এমন এক স্থান ছিল যে জমাতুর দিন শিকারে বের হত। সে জমাতুর সালাতের জন্য অপেক্ষা করত না। একদিন সে তার কথায় হয়ে গেল। শুধু কথার দুটি কান বাকী রয়ে গেল। একদিন আল-আওয়াই (র) বৈরুতের মসজিদের দরজা দিয়ে বের হন। সেখানে ছিল একটি লোকচার মাঝে এক স্বর্ণ নাতিনী নামি এক প্রকার হালুয়া বিক্রি করত। তার পাশেই এক স্বর্ণ পিয়াজ বিক্রি করত। সে করছিল, আসুন, আসুন, পিয়াজ কুন যা মধু থেকে অধিক মিষ্টি কিনা বলত, নাতিস থেকে অধিক মিষ্টি পিয়াজ খরিদ করত। আল-আওয়াই (র) বলেন, সুবাহানালাহু! সে কি মনে করে যে, তার জন্য মিথ্যা বলা মুহাবে? প্রত্যেকে সে দোকানদারটি মিথ্যা বললে দৃষ্টিয়ে মনে করত না।

আল-ওয়াকিলী বলেন, আল-আওয়াই (র) বলেন, আজকের দিনের পূর্বে আমরা হাসতম ও খেলতম কিন্তু যখন আমরা ইমাম হয়ে গেলাম, আমাদের অনুরাগ জন্মগ্ন করতে লাগল তখন আর আমরা আমাদের জন্য এটা সমীচীন মনে করত না। আমাদের নিজেদেরকে নিজেরাই সংরক্ষণ করা উচিত। আল-আওয়াই (র) তার এক ভাইয়ের কাছে লিখেন এ পরের— আলাহুর প্রশংসা ও রসূল (সা)-এর প্রতি দরদ শ্রদ্ধার পর সমাচার এ যে, তুমি চতুর্দি থেকে শক্তিমিত্র দ্বারা অবস্থায় অবস্থায় রয়েছে। আর প্রতিটি দিন ও রাতে তোমার কাছে রয়েছে আলাহুর নিভানায়ের প্রচুর উপরে তুমি আলাহুকে ভয় কর এবং আলাহুর সামনে দৃঢ়মন্ত্র হওয়ার বিষয়টি নিয়েও কিছু কর। আর এটাই হবে তোমার সাথে আলাহুর সত্ত্বণ্ড প্রতিষ্ঠ। ওয়াস সালাম।

ইবন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন। মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি
বলেন, আল-লায়ছ (র)-এর লেখক আবু সালিহ (র) আল-হিকেল ইবন যিযাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আল-আওয়াঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন প্রায় করেন। তাঁর ওয়ায়ে তিনি বলেন: হে মাফ জাতি! ঐসব পরিমিত নিজেদের মাধ্যমে নিজেদেরকে শক্তিশালী কর যেগুলোর মধ্যে অবসান করে আল্লাহ তাঁর প্রজুলিত আওন থেকে তোমারা দূরে থাকতে পারবে যা তোমাদের অক্রমে গাস করবে। তোমারা দুনিয়ার মহোদয়ের কম সময়ের জন্য অবসান করছ, অর কিছু দিনের মধ্যে তোমারা তা তাগ করে চলে যাবে; তোমারা বিগত প্রজনের স্লাভিফিক যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও মনঃসুক্তির বৃদ্ধি যোগ করেছে। তারা ছিল তোমাদের চেয়ে বেশি বয়স্ক, দীর্ঘতর দেহের অধিকারী, বুদ্ধি বিবেচনায় তোমাদের চেয়ে অধিক পরিপক্ক এবং ধন-সম্পদ ও জনবলে তোমাদের চেয়ে বেশি প্রাচীরের অধিকারী। তারা পাহাড় পর্বতে বিদীর্ণ করেছিল, উপত্যকায় পাথর কেটে গুহ নির্মাণ করেছিল এবং তারা বিভিন্ন দেশে বৈরিত্রে সুগম সুথের নয়া দেহ নিয়ে ব্যভাব করেছিল। কালচক্র কম সময়ের মধ্যে তাদের শৃতি বিস্ফোরিত চিহ্নগুলো মুছে ফেলে দেয়, তাদের ঘরাবাড়ির দেহ ধর্ম্মসম্পদের পরিশুদ্ধ করে দেয়, তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি বিস্ফোরিত করে দেয়, তুমি এক তোমাদের কাউকে এখন দেখতে পাও? অথবা তোমাদের কীজী শহরে ভ্রমণ করো? তারা আশা-আকাশজীব খেলায় মউ ছিল ভয়-কীভাবে কলে তাদের কিন্তু ছিল না, তাদের মৃত্যু দিক্ষিত সমস্ত তারা ছিল অক্ষুপ্ত, তারা ছিল সলজ সমস্তরাই হিসেবে প্রত্যাবর্তন করতে অসমর্থ ও তাদের অবশ্য পাড়ে থাকলে, পেছনে যাব কীভাবে তারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রক অবলম্বন করছে এবং আল্লাহ তাঁর শাস্ত্র বিশ্বাসঘাতী চিহ্নগুলোর প্রতি ও তাদের পূর্বে ধর্ম্মসম্পদের থেকে আল্লাহর নির্দেশ কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিকট করছে। আল্লাহর শপথ! তারা ধর্ম্মে জনমের শুনা ঘরানার দিকে তাকিয়ে আছে, তারা মনে করেছে যে, পূর্ববর্তীদের মান-মরাদা ছিল প্রচুর, আল্লাহ প্রদর্শন নিজের নিয়ন্ত্রক ছিল উত্তেজক, এসব নিজেদের প্রতি তাদের অস্ত ছিল নিম্ন, তাদের দৃষ্টি ছিল নবাব, যারা মসন্দুদ আরবের ভয় করে তাদের জন্য ছিল এটা নিম্নের এবং যারা ভয় করে তাদের জন্য ছিল নির্মীম, তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত আয়ু নিয়ে সংকীর্ণ দুনিয়ায় এসচে।
তোমারা এমন এক যুগে পাড়বি করেছে যার উত্তম অংশ চলে গেছে, সুখ রাশ্রুনহাম জীবন যাপনের অবসান ঘটেছে, যার কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিদায় হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে মনের আধিকারিক ও নূতনামরীর প্রতি অনুরাগ, অশু বর্ষাভোগীর আত্মনাদ, অপরিচিত রক্তপ্রায় শান্তি, কাউকে বেদনাজনক অভিযুগ ফেলা, উপরুপরি তুমিক্ষুম্ব হওয়া, পরবর্তীদের কীর্তিত্ব তাদের কারণেই জলে-স্নুলে বিপ্লব ধকান পেয়েছে। জনপদ শহরগুলোকে সংকুচিত করছে, দ্রবামূল্য বৃদ্ধি করছে এবং লজ্জা ও মারাত্মক ক্রিয়ার শিকার হচ্ছে তারা। প্রথাগতরা! তোমারা এমন লোকের নয় হবে না যাকে উচ্চতির ভয়ে দিয়েছে এবং তাকে দীর্ঘ হয়ত প্রতারণা করেছে। যাকে নিয়ে আশা আকাশজীব খেলা করছে। আল্লাহ আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন- আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে এমন লোকের অস্ত্রক্ষেপ করেন যাদেরকে সংগৃহি করার হলে তারা লোন্ট সাড়া দেহ এবং কোন গহতি কাজ থেকে নিষেধ করা হলে তারা তা থেকে বিরত থাকে। আর তারা তাদের ঠিকানা বুরতে পারে তাই তারা এটাতে নিজেদেরকে বাবহার উপযোগী করে তোলে।
আল-আওয়াদি (র) যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করেন তখন তিনি মানসুরের সাথে একত্র হন এবং তাকে নিয়ে তের। মানসুর তাকে পাপ করেন এবং তার প্রতি সমান প্রদর্শন করেন। যখন তিনি তার সম্মুখ থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করেন তখন তিনি মানসুরের কাছে কালো কাপড় পরিধান না করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তিনি তখন তাকে অনুমতি দেন। যখন আল-আওয়াদি (র) বের হয়ে চলে গেলেন, মানসুর তার দায়েরান রাখিয়ে বললেন, তুমি যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কালো কাপড় পরিধান করার কারণে খারাপ জানেন কেন? তবে তাকে জানতে দেবে না যে আমি তোমাকে একথা বলেছি। তারি তাকে জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি বললেন, “কেননা আমি আজ পর্যন্ত হিজরের কোন মুহরিমকে এ রং রের কাপড়ে ইহ্রাম বাড়িতে দেখিনি, কোন মৃত ব্যক্তি এ রং রের কাপড়ে কাফিন দিতে দেখিনি। কোন কেলে এরূপ কাপড়ে সজ্জিত করতে দেখিনি। এ জন্যই আমি এরূপ কাপড়ে পরিধান করা অসংবত করি।”

সিরিয়াবাদীদের কাছে আওয়াদি (র) ছিলেন সমান ও মর্যাদাবান। তিনি যা আদেশ করতেন তারা তাঁর ব্যাপারের ছফছফ থেকেও তার বেশী সমান দিতেন। কোন এক সময় কোন এক রড লোক তার সাথে দূর্যোগী করার মনস্ত করেছিলেন। তখন তার সাহীরা তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে তাকে জড়িত করবে না। আলাবাহর শপথ! তিনি যদি তোমাকে হত্যা করার জন্য সিরিয়াবাদীদের নির্দেশ দেন তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবে। যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন কোন এক আমার তার কর্তৃ উপর বসন্ত এবং বলেন, আলাহ আপনাকে রহম করন। আলাবাহর শপথ! আমি আপনাকে এমন ব্যক্তি থেকেও বেশী ভয় করতাম যিনি আমাকে আমির পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন অর্থাৎ মানসুর। ইবন ইব্রুল ইশরীন (র) বলেন, আল-আওয়াদি (র) ইনতিকাল করেননি যতক্ষণ না তিনি একাকি বসে নিজ কানে তার বিরুদ্ধে এরূপ করা গালি করেন নে।

আলুব বকর ইবন আল-আওয়াদি (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন উরায়দ আত-তানাফশীর (র) বলেন, আমি আস-সাওরি (র)-এর কাছে বসে ছিলাম এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি আগমন করলেন এবং বললেন, আমি স্থপত দেখলাম যেন পশম দিক থেকে সুপ্তি আসছে। তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার স্থপত সত্যবাদী হও তাহলে জেনে রেখো যে, আল-আওয়াদি (র) ইনতিকাল করেন। তারপর আস-সাওরি (র)-এর সাহীরা এ ব্যাপারের মোজায়গ করেন এবং ঐদানই আওয়াদি (র) ইনতিকাল করেন। তার সাহীর দান সবধান পৌছল। আলুব মিসহার (র) বলেন, আমাদের কাছে তথ্য পৌছেছে যে, তার মৃত্যুর কারণ হল একদিন তার বৃহি তাকে ভিতরে রেখে গোসলখানার দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি সেবার ইনতিকাল করেন। তিনি তা ইয়ালুকৃত করেন। তখন সাদা ইবন ইব্রুল আমির (র) তাকে একটি গোলাম আদায় করার নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুতান কারে তিনি কোন বর্ণনা করেন, তিনি কোন আসবাবপত্র রেখে যাননি। তার দান থেকে অতিরিক্ত মাত্র ৬৬ দিন হাম রেখে যান। তিনি একবার নৌবাহিনীতে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করেন। অন্যরা বলেন, গোসলখানার দরজা যিনি বন্ধ করেছিলেন তিনি হলেন গোসলখানা নামে মালিক। তিনি গোসলখানা বন্ধ করে অন্য কাজে চলে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফিরে এসে গোসলখানা খোলেন এবং তাকে মৃত দেখতে পান। তিনি তার দান হাত গালে নীচে রেখে কিবলার দিকে মুখ করেছিলেন। তার উপর আলাহ রহম করন।
ইবন্ন কাসীর (র) বলেন, এতে কোন মতবিরোধ নেই যে, তিনি বৈরুতে পরেহোগার ও সীমাত্য এভার্সর নায় ইনিত্যকাল করেন। তবে তার বয়স ও ইনিত্যকালের বছর নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইয়াকুব ইবন্ন সুফিয়ান (র) সালামা (র) হতে সর্বনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ (র) আমি আল-আওয়াই (র)-কে বচ্চকে দেখছি। তিনি একশ পঞ্চাশ হিজরীতে ইনিত্যকাল করেন। আল-আকাশ ইবন্ন আল-ওয়ালীদ বৈরুতী বলেন, একশ সাতান হিজরী সালের সফর মাসের আরাম তারিখ রবিবার দিনের প্রথম দিকে তিনি ইনিত্যকাল করেন। এটা অধিকাংশ আলিমের অভিজ্ঞতা। আর এটাই বিশ্বাস অভিজ্ঞতা। এটাই আবু মিসহার, হিশাম ইবন্ন আমার এবং আল-ওয়ালীদ ইবন্ন মুসলিমের অভিজ্ঞতা। এটাই হেমতম মতামত। ইয়াহীয়া ইবন্ন মুহান ইবন্ন আবুল আরীয় ও আরো অনেকের এরপ অভিজ্ঞতা। আল-আকাশ ইবন্ন আল-ওয়ালীদ (র) বলেন, তিনি সত্তর বছরের উপনীত হননি। অন্যরা বলেন, সত্তর বছর অতিক্রম করেছেন। হুমধ হল সাতাত্তর বছর। কেননা তার জন্য হল শ্রদ্ধ মতে অষ্টাই হিজরীতে। কেউ কেউ বলেন, তিনি তিনার হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ মতটি দুর্লভ। কেন এক ব্যক্তি তাকে বলপে দেখেন। তিনি তাকে বলেন, আমাকে এমন একটি আমার কথা বলুন যা আমাকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে দেবে। তিনি উত্তর বলেন, জানাতে আমি ইমামকে বাধ্যের রূপদানকারী আলিমের মর্যাদা থেকে অধিক মর্যাদানাথ আর কাউকে দেখিনি। এরপর স্বরাপ্ততার মর্যাদা।

১৫৮ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরই মৃণালনীর আল-খুলদ নামী প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়। এতে তিনি সামান্য কিছুদিন বসবাস করেন। এরপর ইনিত্যকাল করেন ও তা ছোঁড়ে চরিদিনের মত চলে যায়। এ বছরই রোমের অত্যাচারী শাসক মরা যায়। এ বছরই মৃণালনীর ছেলে আল-মাহদীকে আর-রিকা এ প্রয়েগ করেন এবং তাকে হুকুম দেন যেন মুসা ইবন্ন কা‘বকে মাওসিল থেকে বরখাস্ত করা হয় ও তথ্য খালিদ ইবন্ন বারবার করে শাসক নিয়োগ করা হয়। এটা হয়েছিল বিষয়কর। একটি ঘটনা ঘটান। ইয়াহীয়া ইবন্ন খালিদের জন্য এ ঘটনাটি ঘটেছিল। তা হল নিম্নরূপ।

মৃণালনী একবার খালিদ ইবন্ন বারবারকের উপর রাগানিত হলেন এবং শরী লাঙ্গ দরুম জরিমানা করলেন। এতে তিনি দুর্শাস্ত হয়ে পড়েন। তার কোন সম্পদই আর বাকি রইল না। অধিকাংশ জরিমানা আদায় করতে তিনি ছিলেন অক্ষম। তাকে সময় দেয়া হয়েছিল মাত্র তিন দিন। এ তিন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করতে হবে নতুন তার রক মুখার হয়ে যাবে অর্থৎ তাকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি তাকে প্রতি ইয়াহীয়াকে তার আমীর সহায়তার কাছে প্রেরণ করলেন যাতে সে তাদের থেকে রূপ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কেউ তাকে এক লাখ দরুম রুপ দিল। কেউ তার থেকে কয় দিল। আবার কেউ তার থেকে বেশী দিল। ইয়াহীয়া ইবন্ন খালিদ বলেন, এ তিন দিনের মধ্যে থেকে একদিন আমি বাগদাদের সেতুর উপর অবস্থান করছিলাম, আর আমাদের সার্দের বাইরে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি ছিলাম অত্যন্ত চিন্তিত। এমন সময় সেতুর কিনারায় যেসব লোক অবস্থান করে তাদের মধ্য থেকে একজন ধরক প্রদানকারী আমার উপর আঘাত পড়ল এবং আমাকে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি তার দিকে তাকালাম না। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমার যোদ্ধা লাগাম টেনে ধরে আমাকে বলল,
তুমি চিন্তাহর্ষে, আল্লাহ তোমার চিন্তা দুর করে দেবেন। আগামী দিন তুমি এ জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে যাবে আর তোমার সাথে থাকবে তাতেক। আমি তোমাকে যা বললাম তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি আমাকে পাচ হজার দিয়ে যাও, তাই না কি? আমি বললাম, 'হ্যা, সে যদি বলত পঞ্চাশ হজার তাহলে আমি হ্যা বলতাম, অবশ্য এটা দেয়া আমার পক্ষে অসহ্য ছিল।

tারপর আমি আমার কাজে চলে গেলাম। আর আমাদের দায়িত্বে ছিল তিন লক্ষ দিনগঞ্জ।

tারপর মানসূরের কাছে মাওসিলের বিদ্রোহের কুলীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। মানসূর তখন আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, মাওসিলের বিদ্রোহ দমন করার উপযুক্ত ব্যাখ্যা কে তাদের কেউ বললেন, খালিদ ইবন বারামক। মানসূর তাকে বললেন, তার সাথে আমাদের একুশে আচরণ করার পর কি যে এ কারণে নিজেকে উত্তরাধিকারে নিয়োগ করবে? ঐ ব্যাখ্যা বললেন, হ্যা, আমি এটাকে দায়িত্ব নিচি। তিনিই এ কাজের উপযুক্ত। মানসূর তখন তাকে হামির হতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাকে সেখানের জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। আর তার বাড়ি জরিমানা মক্কায় পান দিতে দিলেন এবং তার জন্য খাদ্য বেঞ্চ দিলেন। তার পুত্র ইয়াহুইয়াকে আযাবাযুয়াদের নিয়োগপত্র প্রদান করলেন। তাদের মুসলিম বিদ্রোহের লোকজন বেরিয়ে আসলেন। ইয়াহুইয়া বললেন, আমি এ সত্ত্বে কাছ দিয়ে গমন করছিলাম। ঐ ধর্ম প্রদানকারী আমাকে ধাওয়া করল এবং আমি তাকে যা দেবার অধিকার করেছিলাম সে তা দায়িত্ব করল। আমি তাকে পাচ হজার দিনগঞ্জ প্রদান করলাম।

এ বছর মানসুর হজারের জন্য রোধ না হয়। নিজের সাথে কুরাবনীর জানোয়ার নিয়ে যান। যখন তিনি কৃষ্ণ অতিক্রম করে কয়েক মণফি এগিয়ে যান তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুস্থতা তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার শরীরের অবস্থায় খাদ্য হয়ে যায় এবং প্রচুর গরম ও প্রচুর গরমে ভোজনের কারণে অমরত্ব অবনতি ঘটতে থাকে। তার দায়িত্ব হয় ও তা প্রকৃত আকার ধারণ করে। এভাবে তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মন্ত্র প্রবেশ করার পর যুদ্ধ হয় মাসের চারিঘ্রাটে নাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার সালাতে জানা আদায় করা হয় এবং মকান প্রতিশ্রুত তমিম অবহিত বারুব মুসলিম নিকটের প্রতিশ্রুত তাকে দাফন করা হয়।

মৃত্যুর দিন তার বয়স হয়েছিল তেজস্ক্র কয়েক আবার কেউ বললেন, তিনি আত্মসমর্পণ বছর বয়স পেয়েছিলেন। আল্লাহ অধিক পরিবাদ। দারোয়ান বাবী তার মৃত্যুতে দোগন রেখেছিলেন যতক্ষণ না মাহীদের জন্য বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি ও মাহীদের সদরদপ্তর তথর থেকে বায়ান রাখ করা হয়। এরপর তাকে দাফন করা হয়। তার সালাতে জানা যে তিনি পড়িয়েছিলেন তিনি ছিলেন ইব্রাহীম ইবন ইয়াহুইয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী। আবার তিনিই এ বছর লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন।

মানসূরের জীবন কাহিনী

তিনি হলেন আবু জবান আব্দুর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মানসূর। তিনি তার ভাই আবুল আব্দাল্লাহ আস-সাদফাহ থেকে বয়স বড় ছিলেন। তার মাতা ছিলেন উম্ম ওয়ালাদ। ১ তার নাম ছিল সালাম।

১. উম্ম ওয়ালাদ- সেই দাসী যে মালিকের ইরসে সত্যন জন্য দিয়েছে।
তিনি তাঁর দাদা সুরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দাতু হয়ে আঁটি পতিয়ে দেন। এই হেদিয়াট ইবনে আসাইফের মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আস-সালামী (র) থেকে বর্ণনা করেন। যিনি আল-মামূল থেকে, তিনি আর-রশিদ থেকে, তিনি আল-মামূল থেকে, তিনি তাঁর পিতা আল-মামূল থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর আইয়ের পর এক চত্রিশ হিজরীর মধ্যে তাঁর বায়াত অর্হতা করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল একচত্রিশ বছর। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বললেন মাহর শহীরের আল-হামিমা নামক স্থানে পাঁচানবই হিজরীর একাড় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আর তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল কয়েকদিন কম বাইশ বছর। তিনি ছিলেন তামামে, তাঁর চুল ছিল কানের নীচ পর্যন্ত লম্বা, দাড়ি ছিল পাতলা, কপাল ছিল প্রশস্ত, নাক ছিল খাড়া, তাঁর চেহারা ছিল মেন বারকলাক সম্প্রদা দুটি জিহুদা, রাজ্য শাসনের শান-শাহোত যেন তাঁর মধ্যে মিশে ছিল। জনগণের অন্তরে যেন তাঁকে গ্রহণ করেছিল, তাঁদের দৃষ্টিটি যেন তাঁর দিকে ছিল নিবন্ধ। তাঁর অবতরণের বিভিন্ন মহলে তাঁর মান ময়ী ছিল যেন সুপরিচিত; তাঁর চেহারা সুজ্ব ছিল কষ্টরতব, তাঁর চালচলন ছিল সিংহ আভাবন; যারা তাঁকে দেখেছিল তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ উপরের বর্ণনা পেশ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিশ্বাসের সাথে সাথে যে, তিনি বলেন, আমাদের থেকেই আস-সাফাহ ও আল-মামূল আরও বৃহত্তর হবে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যেরূপ না আমরা তাঁদেরকে ঈসা ইবনে মারায়ামের কাছে সোপার্ড করব অর্থাৎ তাঁরা ঐতিহ্যময় যুগী হবে। ঈসাকে হিসেবে বর্ণিত রয়েছে যে, এ বর্ণনা করেন নি, এটা সম্ভবত তিনি অবহিত নন।

আল-খাতিব (র) উল্লেখ করেন তাঁর মাতা সালামা বলেছেন, যখন আমি তাকে পেটে ধারণ করি একক দেখি যেন একটি গর্জনশীল সিংহ আমার ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছে, তাঁর সামনে অবস্থানত্ত্ব প্রতিদিন সিংহই তাঁর সামনে এল এবং তাকে সিজনা করল এবং এ থেকে একটিও বাদ রইল না। মানসর বলাকালে একটি নিঃখার্ক সম্প্রদা দেখেছিলেন। তিনি বলতেন, এটা স্থানীয় লিখে রাখা উচিত এবং শিখরের গলায় লটকিয়ে রাখা উচিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আমি যেন মসজিদের হামাক আছি আর রাসূলুল্লাহ (সা) রয়েছেন কারা শরিফে। জনগণ সমবেত হয়েছে কারা শরিফের চরাচর। একজন যেহেতু বর হয়ে আসলান এবং বলেন, আবদুল্লাহ কোথায়? আমার যা আস-সাফাহ লেখায় নাম্বার ভিত্তি সামনের দিকে গেলেন এবং কারা শরিফের দরজায় পৌছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাত ধরলেন এবং তাকে কারা ঘাঁট গ্রহণ করলেন।

আর তাঁর সাথে ছিল একটি কালো ঝুলো। এরপর পুনরায় ঘোষণা করা হল- আবদুল্লাহ কোথায়? তখন আমি দাঁড়ালাম এবং আমার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে আলীও দাঁড়ালাম। আমারা দু'জনে অন্যস্থ হওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিও হলাম। আমি তাঁর পূর্বেই কারা শরিফের দরজায় পৌছে গেলাম। এরপর আমি কারা শরিফের ভেতরের গ্রহণ করলাম। সেখানে আমি রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর (রা), উমর (রা) ও বিজ্যাল (রা)-কে দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং আমাকে তাঁর উত্তর সম্পর্কে ওসিয়েত করলেন। আমাকে এমন একটি পাগড়ি পরিয়ে দিলেন যার পাচ্ছিল তেল ইচ্ছন। তিনি বললেন, হে খলীফাদের পিতা! এ পাগড়িটি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের জন্য গ্রহণ করো।

বনু উমাইয়ার যুগে মানসর একবার কারাভোগ করেন। কারাধারে তাঁর সাথে জেনাতিষ্ঠদের
নীরবত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের চিহ্ন দেখতে পায়। সে মানসূরকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল-আকাসের বংশধর। যখন সে তাঁর বংশধরা ও উপনাম সম্পর্কে অবগত হল তখন সে বলল, আপনিই খলিফা হবেন যিনি পৃথিবী শাসন করবেন। তিনি তাকে বললেন, দূর, তুমি কি বলছ? সে বলল, আমি আপনার জন্য যা বলছি তাই হবে। এ ছোট কাগজের টুকরাটিতে লিখে দিন যখন আপনি শাসক হবেন তখন আপনি আমাকে কী দেবেন। মানসূর তাঁর জন্য লিখে দিলেন। যখন মানসূর শাসক হলেন তখন তাঁর প্রতি সমান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করেন। মানসূরের হাতে নীরবত ইসলাম মহৎ করেন। পূর্বে তিনি ছিলেন মাজুমী (অগ্নিপূজক)। এরপর তিনি মানসূরের বিশিষ্ট সাহিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। একশ চল্লিশ হিজরীতে লোকজনকে নিয়ে মানসূর হজ পালন করেন। তিনি হীরা থেকে ইহুদীদের বেঁধে ছিলেন। তিনি চুয়ালেশ হিজরী, সাতচল্লিশ হিজরী, বায়ান হিজরী, এরপর সেই হিজরীতে যাতে তিনি ইনতিকাল করেন, হজ পালন করেন। তিনি বাগদাদ, আর রুসাফা, আর রাফিকা আল-খুদার প্রসাদদিনের তৈরি করেন।

দারোয়ান রাবি ইবনে ইউনুস বললেন, আমি মানসূরকে বলতে জন্যে। খলিফা ছিলেন চারজন আবু বকর (রা), উমর (রা), উহমান (রা) ও আলি (রা), আর বাদশাহ হলেন চারজন মুহাম্মদ রাবি (রা)। আব্বাশাল মালিক ইবনে মারোয়ান, ইহুদাম ইবনে আব্বাশাল মালিক এবং আমি। মালিক (রা) বললেন, একদিন আমাকে মানসূর বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে সবচেয়ে ছোট ব্যক্তি কে? আমি বললাম আবু বকর (রা) ও উমর (রা), তিনি বললেন, আমি সাঠিক উত্তর দিয়েছেন; আপনাদের আমিরুল মুমিনীনেরও একটি উত্তর অভিমত।

ইসমাইল আল-বাহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, একবার আরাফার দিন আরাফার মিলনের উপর মানসূরকে বলতে জন্যে। এ হে মানবজাতি! আমি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বাদশাহ। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও হিদায়তের মাধ্যমে আমি তোমাদের শাসন করছি, আমি তাঁর ভাগ্যের রক্ষক; তাঁর ইচ্ছা ও হক্কম মুতাবিক বস্তু করছি ও লোকজনকে দান করছি। এ মালের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে তালা বর্ধমান সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি তোমাদের উপজাতিরা বস্তু করাতে না টানা হলে তা আমার জন্য খুলে দেয় ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তা খুলে দেন। আর যখন তিনি তা বস্তু করবেন না তখন তা আমার কাছে বস্তু করবেন না। মুরাবান হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে আকুষ্ঠ হও এবং এ পবিত্র দিনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিতাবের মাধ্যমে অবতরণ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

الْيَوْمُ أُكْلِمْتُكُمْ لَكُمْ بِالْعَلَامَةِ وَأَسْأَلَتُكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُكُمْ لِكُلِّ نَاسٍ إِنَّمَا

আর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দিন মনোনীত করলাম (সূরা মাযিদা ৪৩)।'

আল্লাহ যেন আমাকে স্থান স্থানে নেয়ার ও উজ্জ্বল আচরণ করার তাওফিক দেন। আমার অতর্তে তোমাদের প্রতি ইহুদান ও সদাচারের অভ্যাস সৃষ্টি করে দেন। তোমাদের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে সরকারী সম্পদ সুচারুপ্ররুতি বস্তু করার এবং তোমাদেরকে দান হিসেবে
প্রদান করার শক্তি দেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আহামানে সাড়া প্রদানকারী।

একদিন তিনি খুঁতার দিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার প্রতিদিন করল সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে লাগল এবং বলল, হে আমীরুল মুমিনন! তুমি যাকে শরণ করার তাকে শরণ কর। হয়তা তুমি শ্রদ্ধ করে কিংবা বর্ণন করে তার সমক্ষে আল্লাহকে ভয় কর। লোকটির কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত মানসুর চুপ করে রইলেন। এরপর বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এমন ব্যক্তির মত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই যার সমক্ষে আল্লাহ তা'আলা বলেন।

*  

ওয়ানা কিন্তু না আশ্রয় হয় এই আল্লাহকে ভয় কর তখন তার আহামানে তাকে পাপানুঠানে লিপ্ত করে (সূরা বায়ারা: 206)। কিংবা আধিপত্য বিদ্যমানকারী ও বন্ধুগার হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। হে মানব জাতি! নিচ্ছই ওয়াহ-নসিরা আমাদের প্রতি অভিযোগ হয়েছে এবং আমাদের থেকে নসিরা উদ্ধার হয়েছে। তারপর তিনি লোকটিকে বললেন: "আমি ধারণা করছি না যে, তুমি তোমার এর বিবেকে আল্লাহর স্বজন লাভ করার মন্তব্য করেছ বরং তুমি ইচ্ছা করছ যে, তোমার জন্য আমীরুল মুমিনন নসিরা বদ্ধ করে দিয়েছে। হে মানব জাতি! এ আচরণটা যেন তোমাদেরকে প্রত্যক্ষ না করে তাহলে তোমাদের তার মত করতে থাকবে। এরপর তার সময়ে নির্দেশ জারি করা হল এবং তাকে প্রেরিত করা হল। পুনরায় মানসুর খুঁতা আক্রমণ করেন। তারপর তিনি খুঁতা সমাপ্ত করেন। এরপর যা তার কাছে ছিল তাদের উদ্ধৃতি তাই বললেন, তার কাছে দুর্যোগ পেশ করে, যদি সে তা প্রাপ্ত করে আমাদের জানাবে। আর যদি প্রাপ্ত না করে তাও আমাদের জানাবে। এরপর লোকটি সম্পদ প্রাপ্ত করল এবং দুর্যোগের প্রতি কুকুর পড়ল। সে তার কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তির আশা করতে লাগল এবং বুদ্ধিতে এবং আশ্রয় নিল। তার এ দৃষ্টিকোণ তাকে খুলিফার কাছে উত্তম পোশাক-আশাক রূপ সম্মত বেশভূষা ও পারিশ্রমিক জায়গাসমূহ পূর্ণ অবশ্য উপস্থাপন করেন। খুলিফা তখন তাকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! যদি তুমি লোকজনের কাছে যা কিছু ব্যক্ত করেছে এ ব্যাপারে তুমি সঠিক হতে এবং তার দ্বারা আল্লাহর সমৃদ্ধি লাভের ইচ্ছা করতে তাহলে আমি যা কিছু দেওয়া তার কিছুই তুমি ইচ্ছা করতে না। কিছু তুমি ইচ্ছা করছ যতদ্রোহ হতে থাকে যে তুমি আমীরুল মুমিননকে নসিরা করেছ, তুমি তার বিবেচনা করেছ, তুমি তার বিবেচনা করেছ। এরপর তার ব্যাপারে নির্দেশ জারি করা হল এবং তাকে হত্যা করা হল। মানসুর তার পুত্র মাহসুমকে বললেন, খুলিফার তাকাওয়া বাতিত অন্য কিছুতে মানায় না, বাদশাহ আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছুতে পেট ভরে না, প্রজার ইনয়েফ বাতিত অন্য কিছুতে পেয়ার না, মানব জাতির মধ্যে ক্ষমা করার বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন হচ্ছেন তিনি যত্ন প্রদানের ব্যাপারে অধিক শক্তিরাশি। আরাম মানব জাতির মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে ইচ্ছার হচ্ছ এই ব্যাপক যে তার অধিনস্থদের প্রতি যুক্ত করে। তিনি আল্লাহ বললেন, হে আল্লাহ বৎস। কৃষ্ণকালের মধ্যে কল্পনা সাধন, ক্ষমার মধ্যে শক্তি অর্জন, স্বাভাবিক মাধ্যমে আনুগত্য, বিনয়ের মাধ্যমে সাহসিক বৃদ্ধি কর এবং জনগণের প্রতি দয়া কর। তোমার দুর্যোগ অংশ ভুলে যেও না এবং আল্লাহর অনুরোধে তোমার অংশের কথায় ভুলে যেও না।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খণ্ড)―২৮
একদিন মানসুরের কাছে মুবাকর ইবন ফুয়ালা উপস্থিত হন, এমন সময় মানসুর এক ব্যক্তির প্রাণহারির আদেশ দেন এবং যে বিচ্ছিন্ন রেখে মানুষ হত্যা করা হয় তা এবং তরাবার হামির করার হুকুম দেন। তখন মুবাকর তাকে বললেন, আমি হাসায়ন (রা)-কে বলতে শেষি $\frac{1}{4}$ রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে একজন যোগক যোগান দেবেন, আল্লাহর কাছে যার মুসল্লী পানোরা রয়েছে সে যেন দাঁড়ায় তখন যে ব্যক্তি আমাকে ক্ষমা করে দিতেন তিনি দাঁড়াবেন তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়ার যোগান দেয়া হবে। এরপর তার সাহায্যের কাছে তার বড় ভূমি ঘটের তালিকা পেশ করা হবে এবং তিনি কি কি করেছিলেন সব কিছুই পেশ করা হবে।

আল-আসামাই (র) বললেন, মানসুরের কাছে এক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার জন্য আলাদা হল লোকটি বলল, হে আমার মুঘলীন! প্রিয় নেয়াটা ইনসাফ কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াটা অনুভব। আমার মুঘলীন আল্লাহর শরণ নিলেন দুনিয়া ও আখিরাতের অংশ দুরের নির্মূলতর অংশ থেকে, দুটি তুরের উক্তরতা থেকে নয়। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর মানসুর তাকে ক্ষমা করে দেন।

আল-আসামাই (র) বললেন, মানসুরের একদিন সিরিয়ার এক ব্যক্তিকে বললেন, হে আমার মুঘলীন! তুমি আল্লাহর প্রশংসা কর যিনি আমাদের শাসনের মাধ্যমে তোমাদের থেকে প্রেরণ রোগের প্রদর্শন দূর করেছেন। মানসুরকে ঐ মরবাসী বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে খারাপ খেজুর ও মাপে কম এ দুটি ক্রটি একত্রে দেবেন না অর্থাৎ দুটি খারাপ জিনিস দেবেন না যেমন তোমার শাসন ও প্রেরণ রোগ। এ কথা তাকে মানসুর দৈর্ঘ্য ধরেন। এ ধরনের তার দৈর্ঘ্য ও ক্ষমার বড় ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

কোন এক প্রবন্ধের যুক্তি একদিন মানসুরের কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দুর্দান্ত দিয়েছেন। কাজেই তুমি কিছু অংশ দিয়ে নিজের আমাকে খরিদ করে নাও। তুমি কবরে রাত যাপনকে ভয় করো। কেননা এর পূর্বে কোন দিন তুমি কবরে রাত যাপন করনি। তুমি এমন রাতে শ্রবণ কর যে রাত এমন দিনের সমবাদ দেয় যার পরে আর কোন রাত হবে না। বর্ণনাকারী বললেন, মানসুর তার কথার মূল্যায়ন করেন এবং তাকে চ্ছুরি সম্পদ প্রদান করার জন্য হুকুম দিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আমি তোমার সম্পদেরই মুঘলীন হতাম তাহলে আমি তোমাকে নসিরে করতাম না।

একদিন আলাদার ইবন উয়ায়দ আল-কাদ্রী (র) মানসুরের কাছে প্রবেশ করেন। তিনি তার সমান করেন, সমাদর করেন, তাকে নিকট বসান এবং তার পরিবার-পরিজনের কুশল সংবাদ নেন। এরপর তাকে বললেন, আমাকে কিছু নুহইহত করুন। তিনি তার কাছে সুরায়া ফজরের কিছু আযাত দিলাওয়াত করেন। যখন তিনি তিলাওয়াত করলেন তখন ‘তামার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা ফাজর 6:14)’। এ আদায় হতে মানসুর এত অধিক কাটাকটি করেন যে মনে হলো তিনি তাকে বললেন, আরো বলুন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে দুর্দান্ত দিয়েছেন। কাজেই আপনি কিছু অংশ দিয়ে নিজের আমাকে খরিদ করে নিন। এ শাসন ক্ষমাতার মালিক ছিলেন আপনার পৃবর্তী লোকজন। এরপর আপনি মালিক হন। এরপর এটার মালিক হবে যারা আপনার পরবর্তীতে আসবেন। আপনি এ রাতেরকে সর্বণ করুন যা আপনার কাছে কিয়ামতের দিনকে
সুস্পষ্ট করে দেবে। এবার মানসুর প্রথমবার থেকে অধিক কাদলেন এমনকি তাতে তার চেষ্টার পাতাগোলা জড়িয়ে গেল। সুলামান ইবন মুজালিদ বললেন, আমীরুল মুহিমীনের প্রতি আপনারা রহম করুন। তখন আমর বললেন, আল্লাহ জীবনের কারণে কী ব্যাপার অন্য কিছুই আমীরুল মুহিমীনের জন্য নেই। এরপর মানসুর তাকে দশ হাজার দরিদ্র প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এটাতে আমর কোন প্রয়োজন নেই। মানসুর বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনাকে তা অশ্লীল নিতে হবে। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এটা নিব না। মানসুরের পুত্র আল-মাহীদ শাঙ্কার প্রতিকী হিসেবে পিতার নিকটে উপবেশ অবস্থায় তাকে বললেন, আমীরুল মুহিমীন শপথ করছেন আর আপনিও কি শপথ করছেন? আমর মানসুরের দিকে তাকলেন এবং বললেন, এটা কে? তিনি বললেন, এটা আমার পুত্র মুহাসাব, আমার পরে যুবরাজ। আমর বললেন, আপনি তার এমন নাম রেখেছেন যে, সে তার আমলের কারণে এ নামের উপযুক্ত নয়। তাকে এমন পোশাক পরতে দিয়েছেন যা নেক্কারদের পোশাক না। তার জন্য মিলাফতের কাজটি গুছিয়ে দিয়েছেন যে তার ধারা সহজে সম্পন্ন হবে তার দিকে সে আগ্রহী আর যা হবে না তার প্রতি সে অনাগ্রহী। এরপর তিনি মাহীদের দিকে মুখ ফিরিয়েন এবং বললেন, হে আমার অতিষ্ঠা! যখন তেমার পিতা ও তেমার চাচা শপথ করেন তখন এ শপথ ভঙ্গ করা তেমার চাচার চেয়ে তেমার পিতার জন্য সহজতর। কেননা তেমার পিতা তেমার চাচার চেয়ে কায়ফিয়ার আদায়ে অধিক সক্ষম। এরপর মানসুর বললেন, হে আবু উমামার! তেমার কি কোন প্রয়োজন আছে? তিনি বললেন, "হুমার।" মানসুর বললেন, সেটা কি? তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার জন্য কাউকে পাঠান না। আর আমি না চাওয়া পর্যন্ত আমাকে কিছু দান করবেন না। মানসুর বললেন, আল্লাহর শপথ তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোন সাক্ষাৎ হবে না। তখন আমর বললেন, আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যারা কথা বললেন। এরপর তিনি তার থেকে বিদায় নিলেন ও চলে গেলেন। যখন তিনি চলে যান তখন মানসুর তার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ রেখে বলতে লাগলেন, তার বীরে তেমারা সকলেই চলে যাবে। আমর ইবন উবায়দ ব্যাপারী তেমারা সকলেই শিকারের বোধ রাখে।

কথিত আছে যে, আমর ইবন উবায়দ মানসুরকে নষ্ঠিত করার সময় মানসুরের কাছে নিম্ন বর্গীতি কাসিদাটি পেশ করেন। তিনি বলেনঃ
নিঃসৃত করে তাঁকে অধিকার করেছেন। তাঁকে জুলুম ও মৃত্যু বিচিত্র নিত্য ও কিছু ছিলেন। দুর্দয় ও শীতল, তাঁকে অন্তর্ভুক্ত ও তাঁকে বিচিত্র অবস্থায় নিজের পত্রিকা দিয়েছে। দুর্দয় তাঁকে বিচিত্র ও অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় হয় না। কেননা এ যে দুর্দয় ও মৃত্যু বিচিত্র। সর্বদা দুর্দয় মৃত্যু বিচিত্র তাঁকে স্থানাত্মক বাতাস করে থাকে। দুর্দয় সমস্ত নিঃসৃত জীবন নিজের অবর্তন করায়। সমস্ত মধ্যে কিছু কিছু হয় না নিজের সংগঠন আবার কিছু কিছু হয় না। কেননা তাঁকে বিচিত্র তাঁকে করে থাকে। মানুষের তাঁকে বিচিত্র নিজের জন্য ঠোঁটের কারণ চারিটি করে থাকে। আসলে করেই ও পরের কিছু তাঁকে জন্য কেউ ঠোঁটের করে না।

ইবন দারিদ (র) আল-রিয়াশীর মধ্যে মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একটি তরকারি মাসুরের তালিমকে একটি কাপড় দেখে বলল, এটা কি পুরাতন এবং তালিমকে জানা। তিনি উত্তরে বললেন, তোর জন্য ধ্রুব, তুই কি শহিদ না ইবন হারমা কি বললেন।

কিন্তু যদি তিরিক্ষা তুলনা ও চোখ বিশ্লেষণ।

অর্থ একটি কোন কোন সময় যুক্তিকার মর্যাদায় মর্যাদায় হয় অথচ তাঁর চার হয় পুরাতন এবং তাঁর জায়গার কিছু অংশ হয় তালিমকে।

কোন একজন পরে লোক মসজিদের বললেন। তুমি এই রাজাটির কথা অর্থ করে যে রাজাটি কোথা করে। কেননা এ ধরনের রাজ তুমি আর কখনও যাপন করনি। এমন রাজাটির কথা অর্থ কর যা তোমাকে ক্যাপ্টেন এমন একটি নির্দেশ দিয়ে যায় যে আর কোন করত হবে না। মানস্কর তাঁর কথাটির অন্তত এরুত দিলেন এবং তাঁকে প্রচুর সমস্তের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমার সম্পদের যদি আমার প্রয়োজনই থাকত তাহলে আমি তোমাকে নষ্ঠাহত প্রদান করবো।

মানস্কর যখন আরু মুসলিমকে হত্যা করার প্রস্তাব দেয় তখন সে কয়েকটি কবিতা অবৃত্তি করে। নীচে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

এই কোন দুর্দায় একটি অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

অর্থ যদি তুমি সুচিত্ত রায়ের অধিকারী হও তাহলে দুর্দায় সংকল্প প্রহস্তকারী হও। কেননা
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ক্রটিপূর্ণ রায়ের অধিকারী নিজ সংকল্পে সন্দেহ পোষণকারী হয়। বিশ্বাস ভঙ্গ করার কারণে নুমানকে একদিনও অবকাশ দেবে না। তাদের প্রতি তুরিত ব্যবস্থা নেবে নচেৎ তারা আগামীতে পূর্বের নয় বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধটি সংঘটিত করবে।

যখন তাকে হত্যা করা হল এবং মানসুরের সামনে তাকে রাখা হল তখন মানসুর কবিতা পাঠ করেনঃ

ফলাফলকে খালে তলাই + জল্লিন উলাক মহত্তম জামাহাত +
ফলাফল মটামটাকে মিন যিমনি + মডোল লেইমাহাটির মিথার

অর্থাৎ “তোমাকে থিনি স্বভাব পরিবেশন করে রেখেছিল যা তোমার অবশ্যই মৃত্যুকে দেয়ে এনেছে। আর তা হচ্ছে- তোমার বিকৃতচরণ, আমার সাহায্যকারী হতে তোমার অসমাজ এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে তোমার অপরাধ।”

তার আরো কিছু কবিতাঃ

المَرْءُ يَامِلُ أن يَعْيِشُ + وَطَولٌ عُمَرُهُ يَضْرُهُ
نتأثَرَ بِشَأْبِهِ تُوَبَّ قَي + بَعْدَ حُلُو الْعَيْشِي سِرْهُ
وَخَوَتَا الأَيَامُ حَتَّى + لاَيِّرَ شَيْاً يَسَرْهُ
كَمُ شَأَمَتِي بِيّ انَّ هَلْكُ + وَقَامُ لِلَّهِ دُرَّهُ-

অর্থাৎ “মানুষ বহুদিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু অধিক বয়স তার জীবন করে থাকে।
তার হাসি মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং সুখ ব্যাহত জীবন যাপনের পর তিনি ব্যাহত জীবন বিচার করে। কালের চক্রে যে তার সাথে প্রতারণা করছে এমনকি সে মনে কোন একটি কাজকে
তার জন্য আর আনান্দযোগ্য মনে করতে পারছে না। যদি আমি হঘস হয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে
কত লোকেই না মুখ অনুভব করছে এবং সংবাদবাজাতে বলছে, তুমি কতই ভাল কথা বলছে।”

ধীর্ঘকালিন বলেন,

মানসুর দিনের প্রথম ভাগে সত্যির্মাণের নির্দেশ দান, অসৎ কাজ থেকে বারণ করা, বিভিন্ন
প্রদেশে শাসনকর্তা নিয়োগ, নিয়োগ বাতিল (বহিঃকার বর্ধিতকরণ) সম্পর্কিত সাধারণ সম্পাদন
করতেন এবং জনকল্যাণমূলক কার্যসমূহের প্রতি তীক্ষ্ণ নয় নিয়ে। যুক্তির সালাত শেষ করে
ঘরে প্রবেশ করতেন ও আসরের সালাত পর্যন্ত বিশ্বাম করতেন। আসরের সালাত আদায় করার
পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসতেন এবং তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন নিয়ে পর্যালোচনা
করতেন। ইশার সালাতের পর বইপত্র পড়তেন এবং বিভিন্ন অঙ্গ থেকে আগত চিঠিপত্রের
বৌজা খবর নিতেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এরপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত
তার কাছে এমন লোক অবস্থায় করতেন যিনি তার সাথে গল্পগুজ করতেন। এরপর তিনি তাঁর
পরিবারের কাছে গমন করতেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত তিনি বিছানায় যুক্ত ছিলেন।
তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। ওয়ার পর ফজরের সালাত পর্যন্ত রাতের সালাতে মশুল থাকতেন।
ফজর উদয়ের পর ঘর থেকে মসজিদে বের হতেন এবং লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। এরপর সরকারী প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে বসে যেতেন। একবার তিনি কোন একজন কর্মচারীকে কোন এক শহরের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। এরপর তার কাছে সংবাদ এল যে, তিনি শিকারের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন আর এ জন্য তিনি কুকুর ও বাজারার্থী তৈরি করেছেন। মানসুর তার কাছে পত্র লিখিয়ে এবং বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার! আমি তোমাকে এককভাবে মুসলমানদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখানা করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করছি। আর দেশের স্থলভাগের জন্ম-জানানের বিষয়াদি তদারক করার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিনি। সুতরাং যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সে কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অন্যের কাছে সমর্পণ কর এবং শুধু হতে তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও।

একদিন মানসুরের কাছে একজন খাদ্যজীবি আনা হল। সে করেকরার মানসুরের সৈন্যদের পরাজিত করেছিল। যখন সে মানসুরের সামনে দাড়ায়, মানসুর তাকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমার হে কর্ম সম্পাদনকর্তার পুত্র! তোমার যদি সহায়তা করে আসে তাহলে তোমার তুমি লোকটি বলল, তোমার দুর্ভাগ্য ও জলাজাতক ব্যাপার হল এই যে, আমার ও তোমার মধ্যে পূর্বে সম্পর্ক ছিল তববারি ও হয়তোর, আর বর্তমানে সম্পর্ক হচ্ছে ব্যটিচারের অপবাদ ও অভিযুক্ত
গালি-গালাকার। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসতে তোমার নিরক্ষতা লাভ হয়নি। আমি আমার জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছি। আমি আর কখনও এটাকে ব্যাপক জানাব না। বর্ণনকারী বলল, মানসুর তার থেকে লজ্জাবোধ করেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন। এক বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

মানসুরের পুত্র মাহলী যুবরাজ হওয়ার পর মানসুর তাকে বললেন, হে আমার বৎস! কৃতজ্ঞতায় মাধ্যমে নিয়মকর, ক্ষমা মাধ্যমে শঙ্কিতে, বিনয়ের মাধ্যমে সাহায্য ও বিজয়কে এবং অনুষ্ঠান মাধ্যমে বদ্ধবং স্থায়িত্ব দান কর। তোমার পার্থিব অংশ ও আলোচনার বর্তমানের অংশ তুলে নেও না।

তিনি আর্মার বললেন, হে আমার বৎস! ঐ ব্যক্তি সত্যিসত্যি নয় যে কোন বিপদ আপনে পেতে হয়ওয়ার পর তার থেকে পরিত্যাগ পাওয়ার জন্য কোন না কোন পাষ্টা অবলম্বন করে বরং বুদ্ধিমান হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে কোন আপনা বিপদ পেতে হওয়ার পূর্বেই তার থেকে রক্ষা পাওয়ার পাষ্টা অবলম্বন করে থাকেন। মানসুর বললেন, হে আমার বৎস! তুমি এমন মজলিসে উঠেসা করবে না যেখানে হাদিসবিশ্বাসদের কেউ তোমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেন না। কেননা ইহুদী যুহুরি (১) বলেছেন, হাদিসের ইলম হল পুরুষ। তাই জনগণের মধ্যে পুরুষরাই এটাকে পসন্দ করেন।

জনগণের মধ্যে মহিলারাই এটাকে অপসন করে। মুহরা গোত্রের চাই যথাযথ বলেছেন। মানসুর তার যৌবনকালে ইলমের সজ্জা জায়গা থেকে ইলম অন্যের করেন। তিনি হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তারা তিনি বেশ শক্তিতা ও প্রভূত বুঝতে লাভ করেন। তারা একদিন বলা হয়, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার জন্য কি কোন সাদ বাকী আছে যা আপনি এখনও আস্তান করেনি? তিনি উত্তর দিলেন, একটি জিনিসের সাদ বাকী রয়েছে। সত্তাদাবিষ্কর্ত বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, মূলধা যখন তার উদয় বললেন, "মুহাম্মদ রা. ল. আল্লাহ আপনার"
মানসুর তার পুত্র আল-মাহড়াকে একদিন বললেন: তোমার কতগুলো জুটি রয়েছে? তিনি বললেন, “আমি জানি না” মানসুর বললেন, এটাই ক্রিট। তুমি থিলাফতের খতিয়োত অপচায় যা বিনষ্টকারী। সুতরাং হে আমার বৎস! আলাহকে ভয় কর। আল-মাহড়ার খালিসা নামী এক দাসী বলে, “একদিন আমি মানসুরের ঘরে প্রবেশ করলাম, তিনি তখন দাতের বাহায় কুঁচক ছিলেন এবং তার দুর্বহত ছিল তার কপালের পার্শদেশে রাখা। তিনি আমাকে বললেন, হে খালিসা! তোমার কাছে কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে? আমি বললাম, এক হাজার তিলাম। তিনি বললেন: আমার মাথায় তোমার হাতে রেখে শপথ করে বল, তখন আমি বললাম, আমার কাছে দশ হাজার দীনারা রয়েছে। মানসুর বললেন, যাও ওখলা আমার কাছে নিয়ে এস। দাসী বলল, আমি তখন সেখান থেকে চলে গেলাম এবং আমার মনীভ মাহড়ার কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন তার স্ত্রী আল-খাইয়ুরানের সাথে অবসান করলেন। আমি তার কাছে ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি পা দিয়ে আমাকে একটি লাইথি মারলেন এবং বললেন, দুর্বল তোমার, তার কোন প্রাক বাধা নেই। তবে গতকাল আমি তার কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিলাম। তখন থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর তোমাকে তিনি যা হক্ক করছেন তার ব্যতিক্রম করা তোমার পক্ষে সহজ হবে না। সুতরাং খালিসা তার নিকট গমন করল আর তার সাথে ছিল দশ হাজার দীনার। এরপর তিনি মাহড়াকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, তুমি তোমার যাত্রাজনের কথা বলেছ অথচ খালিসার কাছে এর সম্পূর্ণতা মজদুর রয়েছে। মানসুর তার কোয়াদ্রাককে বললেন, যখন তুমি মাহড়ার আগমনের কথা জানতে পারবে তখন তার আগমনের পূর্বে আমাকে পুরাতন কাপড় এনে দিব।

কোয়াদ্রাককে তা নিয়ে আসলেন এবং মানসুরের সামনে রেখে দিলেন। মাহড়া প্রবেশ করলেন আর মানসুর পুরাতন কাপড়টি উল্ট-পাল্ট করলেন। এ দিকে মাহড়া হাসছিলেন। তখন মানসুর বললেন, হে আমার বৎস! যার পুরাতন কাপড় নেই তার নতুন কাপড়ও নেই! এ দিকে শানি প্রায় সমাপ্ত। অন্য দিকে আমারা এমন ছেলে মেয়ে ও পরিবারবর্গ নিয়ে তার যাত্রাজনে গৃহ করছি। মাহড়া বললেন, আমিরুল মুমিনীন ও তার পরিবারের কাপড় সংগ্রহের দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। মানসুর বললেন, নাও এখলা নাও এবং ব্যবস্থা কর।

ইবন জারীর আল-হায়াসাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মানসুর একদিন তার কড়পত্র চাচাদেরকে দশ লক্ষ দিনাম দান করেন। আর একই দিন নিজের ঘরে দশ হাজার দিনাম দান করেন। আর কোন দিন এত অধিক পরিমাণ বস্ত্র করতে খলিফাকে দেখা যায়নি।
কোন এক কারী সাহেব মানসুরের কাছে নিম্ন উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করছিলেন:

"যদি ইচ্ছা হয় তাহলে যাত্রায় প্রত্যাহার করো। এরপর কাফারিতে আচরণ করো। আর আমি আপনাকে দান করছি।"

অর্থাৎ, "শিরোপা হারানো মনের কাছে নিশ্চিত করতে পারবে মানসুর। আর আমার নিজের কাফারীয় আচরণকে আমি সম্মান করছি।"

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি সম্পদ বাদশাহ জন্য দুর্ভীর্য না হয় এবং দীন ও দুনিয়ার জন্য ফুট ঘটনার ন্যায় না হয়। তাহলে তুমি তোমার হাত তোমার মান্যতা আবদ্ধ করে না এবং তার সম্পূর্ণ প্রসারিত করে। (সূরা বনী ইসরায়েল ৪:৩৯)

মানসুর বললেন, আমাদের মহান প্রতিপালক আমাদেরকে কতই সুন্দর আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন। মানসুর আরো বললেন, আমার পিতাকে বলতে বলেছি। আমি আল্লাহর আবদুল্লাহকে বলতে বলেছি। দুনিয়ায় দুনিয়ার মাঝে শান্তিপূর্ণ। আমি আপনাকে তিনি প্রভূত সম্পদ সরবরাহ করেছেন।

নায়ের এ বছর যখন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তার পুত্র মাহদীকে ডেকে আনেন এবং তার কাছে শাসক নিজের ব্যাপারে, পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে নীতি ও সিদ্ধান্ত করেছেন। তার সিদ্ধান্তে কি তাকে করার নিজের জন্য কিছু বলতে যে তার সম্পদ নিয়ন্ত্রিত না হয় মুসলমানদের সম্পদ নির্ভর করা যেতে পারে। কেননা সেখানে এত সম্পদ রয়েছে যে, মুসলমানদের উপর কান ঢাকা যেতে পারে। তার কাছে আরো অধিকার নেন যে, সে এখন তার ব্যক্তিগত সমস্যা তিনি নিজের সমস্যা নির্বাহ করে। তিনি বায়তুল মাল থেকে যাওয়া করে। তিনি মাহদীকে আল্লাহর কাছে পাঠান। তার সমস্যা পরিহার করার পর কান ঢাকা যেতে। মানসুর হজ্জ ও উমরার ইহুদিয়া রুসাফা থেকে বায়তুল এবং কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। আর বললেন, তার দল হিসেবে। আল্লাহর মাসে নিয়মিত এবং তিনি মায়ের মালে নিয়মিত। এর পর তিনি ইহুদিয়া রুসাফা থেকে বায়তুল এবং কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। তার সমস্যা পরিহার করার পর কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। এর পর তিনি ইহুদিয়া রুসাফা থেকে বায়তুল এবং কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। তার সমস্যা পরিহার করার পর কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। এর পর তিনি ইহুদিয়া রুসাফা থেকে বায়তুল এবং কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। তার সমস্যা পরিহার করার পর কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। এর পর তিনি ইহুদিয়া রুসাফা থেকে বায়তুল এবং কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে। তার সমস্যা পরিহার করার পর কুরআনের উত্তর করা পালনে প্রবেশ করে।
তথ্যটি আমাকে এ বছর হজ্জ পালন করার জন্য উদ্দেশ্য করেছে। মাহদী থেকে মানসূর বিদায় নিলেন এবং বন্ধ শুধু করলেন। রাজতের মধ্যেই তার মৃত্যুর রোগ দেখা দিল। তাই যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। যখন তিনি মক্কার কাছে শেষ মনিলে অবতরণ করেন তার ঘরের সদর দরজায় লিখা ছিল তো

بسم الله الرحمن الرحيم

أبا جعفر حانان وفاته وأقضى ستونك وأمر الله لأبد وأنفعه
أبا جعفر هذة أهيم أو منجوم لك أليم من كرب الدنيا مات

অর্থাৎ “দয়ালু ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে; হে আবু জাফর। তোমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে, তোমার বয়স শেষ হয়ে গিয়েছে, আল্লাহর ছবিম অবশ্যই কায়রক হবে। হে আবু জাফর! আমি কি এমন কোন কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা আছে যে তোমাকে মৃত্যু যশর থেকে রক্ষা করতে পারে?” মানসূর দারোয়ানদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে দিয়ে এটা পড়াতে ইচ্ছা করেন কিন্তু তারা কিছুই এখেতে পেল না। তাই মানসূর বুঝতে পারলেন যে, তারই মৃত্যু সংবাদ তাকে দেয়া হয়েছে।

এইভাবে বলেন, মানসূর ব্যথা দেখেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন: একজন যোগের একটা যোগ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন:

阿مَا وَرَبُّ السَّكْوَنِ إِنَّ النَّبِيَّا كَشَيْرَةُ الْشَّرِكَ

َعَلَيْكَ يَانِفُسِ إِنَّ أسَاتِ وَأَنَّ + أَحَسْنَتِ يَانِفُسُ كَانَ ذَاكَ لَكَ

مَا اخْتَلَفَ الْلَّيْلَ وَالَّيْلَ وَلَا + دَارَتْ نُجُومُ السَّمَاءِ فِي الْقَلْكِ

الَّيْلَ السَّلَطَانُ عَنْ مَلِكَ + إِذَا أَنْقَضَى مَلِكَ إِلَى مَلِكٍ

َحَتَّى يَصِبُّ إِنَّ إِلَى مَلِكٍ + مَأَذَّرُ سَلَطَانَهُ بِشَرْتَكَ

ذَٰلِكَ بِنَبِيعِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَرْسَى + الْجِبَالِ الْمُسْتَمَغَّرَةِ

অর্থাৎ “জেনে রেখো, গতি ও উয়িতির প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরিধি অতি বিতৃষ্ট। হে আমি! তুমি খারাপ কাজ কর কিংবা ভাল কাজ কর। হে আমি! তোমার জন্য মৃত্যু অবধারিত। রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং আকাশের তারকারাজির নিজ নিজ কর্ক পথে পরিবর্তন এমন শক্তির বদৌলতে সংঘটিত হয়। যার দেয়া রাজরীত এক রাজার সমাধিতে অন্য রাজার কাছে স্বানাতিত হও এবং শেষ পর্যন্ত এমন রাজার কাছে পৌঁছে যার রাজত্ব কোন অংশীদার নেই। তিনি হলেন আসমান জ্যোতিবন্ধনের সূর্তিতরী, পর্যবেক্ষিতকারী ও কক্ষপথের মহানিবার।”

মানসূর মনে মনে বলেন, এইমাত্র আমার মৃত্যুর উপস্থিতি হবার সময় ও আমার বয়সের সমাপ্ত। এর পূর্বে তিনি যখন তার সুরম্য কার্যকরী খ্যাতি আল-খুলদ রাজ প্রাদেশে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তাকে তীব্র সক্রিয় করে তুলেছিল। তিনি তার দারোয়ান রাজাকে বলেছিলেন,
সর্বনাশ হে রাবী! আমি একটি স্পু দেখিয়েছি যা আমাকে দীর্ঘতা সর্বক্ষণ করে তুলেছে। এ প্রাসাদের দরজায় দাড়িয়ে আমার নোঁয়া মোটা আমি দেখেছি সে বলছিল:

কান্তি বেদান তৃষ্টি বলেছিলেন ও আঁধার মোটা মনোকমলে।

রাজ রাজ্যের সীমাতে রাজা বিপুল হয়ে গেছে; তার বাসিন্দা ও ঘরগুলো বেশ উচ্চ হয়ে পড়েছে। প্রাসাদের প্রধান আনন্দিত হওয়ার পর এমন কবর দিকে ধাবিত হচ্ছে যা বড় বড় পাথর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

মানসুর এক বর্ষের কম সময় এ আল-খুলদ রাজ প্রাসাদে অবস্থান করেছিলেন। এরপর হজ্জ আদায়কালে রাণী তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র অসুস্থ অবস্থায় তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। তার মৃত্যু ছিল শনিবার রাত ৬ই জুলাই। আবার কেউ কেউ বলেন, ৭ই জুলাই। সর্বশেষ তিনি যে কথাটি বলেছিলেন তা হল- অল্লাদু বার লী লী লিজাকে হে আল্লাহ! তোমার সাক্ষাৎকারের সময় আমাকে বরত দান কর।' কেউ কেউ বলেন, তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ প্রতিপালক! যদিও এই কাজে আমি তোমার নিয়মকর নানা করে তুমি কিন্তু তোমার অত্যন্ত প্রিয় কলামার। এরপর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার সীলের নকশা ছিল অল্লাহ তুন্না উদ্দুল্ল ও হে যোমিন আরহা হে আল্লাহ আল্লাহু আল্লামার আশ্রয় এবং তাঁর প্রতি সে বিশ্বাস রাখে। মৃত্যুর দিন প্রদিক্ত মতে, তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। তার মধ্যে ২২ বছর তিনি খোলা ছিল। বাবুল মু'আল্লাহের কাছে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করেন।

ইবন জামির বলেন, কবি সালাম আল-খাসির তাঁর শাখাকাশায় বলেন:

২২৬ আল-বিদায়া ও যান নিনায়া
প্রথম আংশের মোটামুটি প্রচেষ্টা + অঘন্ত অসাধু ও দোন্ত স্থানীয়
হরিসেন্স ও অমরিয়া নামে নামে নামে তেজস্বী বলিয়া দেওয়াই
জীবনের প্রথম লতাপর্ব 
জীবনের প্রথম লতাপর্ব 
জীবনের প্রথম লতাপর্ব 
জীবনের প্রথম লতাপর্ব 
জীবনের প্রথম লতাপর্ব 

অর্থাৎ "অবাক হতে হয় এমন সতর্কিত যাক মূর্তির সংবাদকান্তা তাঁর মূর্তির সংবাদ
পরিবর্তন করেছে, কেমন করে তাঁর মূর্তির ব্যাপারে দুটি ঢোল সংবাদ পরিবর্তন করল? তিনি
এমন এক বাদশা ছিলেন যদি তিনি কোন এক কথিত তাঁর সুমন্তরী লোকদের প্রতি শক্তি পোষণ
করতেন তাহলে সুমন্তরী ব্যক্তিবর্গের উপকারিতা পরবর্তীকায় পরিবর্তিত হয়ে যেত। আর এখানে
যদি কোন একটি হাত
তাঁর উপর ধূলিমাটি নিক্ষেপ করত তাহলে তাঁর ঝগড়া অপসার নিয়ে ফিরে আসতে পারত না।
জন ও ইনসান তাঁর ভয়ে তীব্র সতর্ক হয়ে পড়ত। কোন আছেন যাওয়া (বাগানদায়ের একটি
শহর) এর মালিক যিনি তাঁকে বাইশ বছরের শিলাসঙ্গী মালা পরিয়েছিলেন। মানুষ তো চকমকি
পাঠ্যকের নয়, যখন তাঁকে অস্পুত্র প্রজলিকারীর পরিচলন করে থাকে। মানুষের প্রকৃতি ধর্ম
tিন্নবর্ণকে পরিলম্বন করে আর রুদ্ধিকান্তা তাঁকে বিন করেলে তাঁর কাজ বাধা দেয় না।
শিলাসঙ্গীতের লাগাম তাঁর গলায় হাত ছিলবে শোভা পায়। ফলে তিনি তাঁর শঙ্কারকে বিন্না
লাগামে পরিচলন করেন। তাঁর সামনে এমন লুকায় মিথ্যামায় হয় তাঁর ভয়ে দেখেও দুঃখমনের
হাততলা থুতিতে ঢোলে রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি একটি করেছিলেন। এরপর
tিনি তাঁদের প্রতিযুক্ত অঞ্চলের সেখানে অভিবাসকের নাম অবস্থান করেছিলেন, অন্ত কোন
নয়। তিনি ছিলেন হামিয়া বহুদশশী ব্যক্তি। তিনি পরামর্শ, বয়সকুফ ধরনের লোকদের কাছে বোঝাএ
চাপাতেন না। তিনি ছিলেন ধৈর্যের সেহত। তীব্র সতর্ক ব্যক্তি ও তাঁর এ ধৈর্যের জন্য তাঁর কুলে
যেত। আর প্রস্তিটি অন্তরে দৃষ্টান্ত সমৃদ্ধ ছিল। তাঁর সামনে লোকজন সতর্কতার সাথে আগম
করতেন তবে যেন শরীরের মধ্যে রাখতে ব্যক্তিত্ব বিচ্ছেদ করত।

tাকে মারক মারঙে মুখোমুখি করিয়ে দিয়েছিল। তবে তাঁর করকে নিদ্রিতকরে নিয়ে দিয়েছিল।
কেউ জানে তাঁকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। অবিলম্বে ডায়ারোকার করে কথা করেছিল এবং তাঁকে অন্য একটি করে দাফন করেছিল যাতে কেউ করাল চিনতে না
পারে।

মানসূরের সত্তার সত্তা

মুহাম্মদ আল-মাহদী ছিলেন মূর্তজাম; জাফর আল-আকবার, তিনি মানসূরের জীবনকাল
ইনতিকাল করেন। এ দুই সত্তারের মধ্যে ছিলেন আরও বিনত মানসূর; ইসা; ইয়াকুব;
সুলামান- তাঁর মাতা ছিলেন মানি বিনত মুহাম্মদ, তাহলা ইবুন উয়াবদুরাহ (রা)-এর
বংশধর জাফর আল-আসপর, তিনি ছিলেন কৃষ্ণ উর্মু ওয়ালাদের সত্তান; সালিহ আল-মাসিকিন;
tিনি ছিলেন রোমী উর্মু ওয়ালাদের সত্তান, তাকে কালিউল ফারাসাহ বলা হত; আল-কাসিম,
tিনিও উর্মু ওয়ালাদের সত্তান ছিলেন; আল-আমিয়া, তিনি ছিলেন বন্দু উমাইয়ার এক মহিলার
সত্তান।
আল-মাহদী ইবনু আল-মানসুরের খিলাফতকাল

একদিন আতানু হিজরীর যুগাংশ মাসের সাত তারিখ কিংবা ছয় তারিখ যখন তার পিতা মস্তান ইনতাকল কর্তৃ তখন তার দাফনের পূর্বে, মানসুরের সাথে হজ্জারাত পালনকারী নেতাদের থেকে ও বনু হাশিমের সদরদের থেকে আল-মাহদীর জন্য বায়আত এরহান করা হয়। দারোয়ান রাশী ডাক-হরকরা মারফত বাগদাদে অবস্থানরত আল-মাহদীর কাছে বায়আতনামা প্রেরণ করেন।

ডাক-হরকরা বায়আতনামা নিয়ে যুদ্ধমার্গ মাসের ১৫ তারিখ মস্তান দিন তার জীবন প্রশ্ন করেন। ডাক-হরকরা খিলাফতের দায়-দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করেন এবং বায়আতনামাও তার সোপদ করেন। বাগদাদের ব্যাসনদার তার হাতে বায়আত করেন। রাজ্যের নব কয়টি অঞ্চলে বায়আতনামা জারি করা ইবনু জারীর (র) বর্ণনা করেন, মানসুর তার মৃত্যুর এক দিন পূর্বে আমীরদেরকে ডাকলেন, তাদের কাছে কেবল দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাদের উপর নির্ভরতা প্রকাশ করলেন এবং নিজের পুত্র আল-মাহদীর জন্য বায়আত নবায়ন করলেন। আমীরগণ তার কাছে অবিচ্ছেদ্য আগমন করেন ও দায়িত্ব এরহানের ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ প্রতি উত্তর প্রদান করেন।

এ বছর ইবরাহীম ইবনু ইয়াহীয়া ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবাস নিজের চাচা আল-মানসুরের ওল্লাত মুতাবিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জারাত পালন করেন। তিনিই তার জানারার নামায় পড়ান। কেউ কেউ বলেন, আল-মাহদীর পর মোহিত যুবরাজ ‘ঈসা ইবনু মুসা তার জানারার নামায় পড়ান। প্রথম অভিযোগটিই তৃষ্ণ। কেনারা তিনি ছিলেন মস্তান ও তাইফের নায়ির। মদীনার শাসক ছিলেন আবদুল সামাদ ইবনু ‘আলী। কুফর শাসনকর্তা ছিলেন খলিফার পলিশ অফিসার আল-মুসাইয়ার ইবনু মুহাম্মদের ভাই আসে ইবনু মুহাম্মদ আদ-দাতী। খুসাসের শাসক ছিলেন হমায়দ ইবনু কাহতাবা। বসরার ভূমি ও কর আদায়ে নিয়োজিত ছিলেন আমারা ইবনু হামযয়, সালত আদায় ও বিচার বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আল-হাসান অল-আনবারী এবং সাধারণ কার্যালয় দায়িত্বে ছিলেন সাইদ ইবনু দালাজ।

আল্লামা আল-ওয়াকিল বলেন, এ বছর জনগণের মধ্যে মারামাক মহামীর দেখা দেয় এবং বছর লোক মুর্ত্যুমুখে পরিত হয়। তাদের মধ্যে প্রথিত হল: আফলাহ ইবনু মুহাম্মদ, হায়ত ইবনু ওয়ায়া; মকায় মুবানিয়া ইবনু সালিহ; যুফার ইবনু আল-হায়াল ইবনু কাসিস ইবনু সুলায়ম। এরপর তার বংশধরা সাদ ইবনু আদনান পর্যন্ত পেঁচে। তার বলা হত আত-তামিমী, আল আমবারী আল কুফী আল-ফকিতহ হানীফী। মৃত্যুর দিক দিয়ে তিনি হজ্জুরত আবু হাসান (র)-এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সকলের চেয়ে বেশী কিয়াসকে ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন উচু ধরনের আবিদ। প্রথম তিনি ইসলাম হাদিস অধ্যয়নে আত্ম নিয়োগ করেন। এরপর তার তার উপর ফিকুহ ও কিয়াস প্রভাব বিস্তার করে। তিনি একশ গোল হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪২ বছর বয়সে একশ আতানু হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহঁ তার ও আমাদের উপর রহমত নায়িল করুন।
১৫৯ হিজরীর আগমন

এ বছরটি শুরু হয় যখন জনগণের খলীফা ছিলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আল-মাহদী। এ বছরের প্রথম দিকেই তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী আল-আবাস ইবনু মুহাম্মদকে রোমীয় শহরে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত গমন করে তাদেরকে বিদায় জানান। তারা রোমীয়দের শহরে গমন করেন এবং রোমের একটি বড় শহর জয় করেন। বহু গণনিমূল অর্জন করেন এবং সেনাদলের কাউকে না হারিয়ে নিরাপদে সমশেষে প্রত্যাভূত করেন।

এ বছর খুরাসানের নাযিব হুমায়ুদ ইবনু কাহতারা ইনিকাল করেন। আল-মাহদী তার স্থলে আবু আউন আবদুল্লাহ মালিক ইবনু ইয়ায়ীফকে নিয়োগ করেন। তিনি হাময়া ইবনু মালিককে সিকিমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জিবরীল ইবনু ইয়াহুত ইয়াফকে সমরকণ্ডের শাসক নিয়োগ করেন। এ বছর আল-মাহদী আর-রুমাফায় মসজিদ তৈরি ও দুর্গের চারপাশে গিনীর খাদ খনন করেন। আবার এ বছর হিন্দুনামে প্রেরণের জন্য একটি বিরাট সেনাদল সংগঠন করা হয়। পরবর্তী বছর তারা সেখানে পৌছে। তাদের ঘটনা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

এ বছর সিদ্ধুর নাযিব মার্বাদ ইবনু খলীফা ইনিকাল করেন। তার স্থলে আল-মাহদী স্বীয় মুহাম্মদের আবু আবদুল্লাহ পরমার্থ রাওহ ইবনু খাতিমকে নিয়োগ করেন। এ বছরই আল-মাহদী খনের কারণ কারাবাদী, দেশী স্বর্ণ ও প্রচুর মুক্তি, এবং অন্য হক আরাসকারী ব্যতীত বহু কয়েদের কাছে বুঝিয়ে দেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ হলেন ৪ বনু মুলামের বনু ইয়াকুবের ইবনু কাদুদ ও হাসান ইবনু ইবরাহীম ইবনু আল-দুলাহ ইবনু হুসান। এ স্থলে আল-মাহদী সেনাপতি বায়ের কারণ তাকে সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়। হাসান কারাগারে থেকে বেঙে হওয়ার পূর্বে কারাগারের দেশী স্বর্ণ ও প্রচুর মুক্তি দিয়ে চলেছেন। তখন ইয়াকুবের ইবনু কাদুদ কারাগারের দিয়ে যাওয়া তারা সেখানে পালন করার প্রস্তাব করেন। খলীফা তাকে কারাগারে থেকে তারা স্থানাংশ করেন এবং খাদিমকে বুঝিয়ে দেন তার সাহায্যকারী হিসেবে তারা কাজ করার নামে।

ইয়াকুবের ইবনু কাদুদ খলীফা আল-মাহদীর কাছে মহান মুহাম্মদের অধিকারী হন, এলামনকে তিনি অনুমতি দিয়ে রাতের বেলায় খলীফার ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি অনেক কিছু কার্যকলাপের দায়িত্ব পেরেছিলেন। খলীফা তাকে এক লাখ দিয়ের হাদ দান করেন। এবং অবশ্যই আল-মাহদী আল-হাসান ইবনু ইবরাহীমকে মজবূত করেন। তাদের খলীফায় কাজে ইয়াকুবের মুহাম্মদকে আওতা হয়। আল-মাহদী দেশের বিভিন্ন নাযিবকে বর্ধিত করেন এবং তাদের পরিবর্তে নতুন নাযিব নিয়োগ করেন।

এ বছর আল-মাহদী স্বীয় চাচাত যোজনার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ নিয়োগ করেন এবং সেনাকে আরাসকারী করেন এবং বায়ের হক দ্বারা তাদের আদাও করেন ও পরে তাকে বিয়ে করেন। আর তিনি হলেন হারানুর রেনার মাতা। এ বছরই বায়ের দেশের রাজাতের জাহাজ বিভিন্ন সংযোগ করে। মাহদী খলীফা হয় তখন তার পরবর্তী যুদ্ধকালে ইসলাম ইবনু মুসাকে খিলাফত থেকে যেতে দাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি মাহদীর কথায় বিরোধী করেন এবং মাহদীকে বলেন যে তাকে বুঝিয়ে অবশ্যই তার একটি স্বপ্ন ছিল জাহাজ যে বসবাস করার অনুমতি দেন। তখন তিনি তাকে এরূপ অনুমতি প্রদান করেন। মাহদী রাওহ ইবনু
হাতিমকে কৃতার্থ আমার পদে বহাল রাখেন। তিনি মহাদীর কাছে পর লিখে জানান যে, ঈসা ইবনে মুসা মানানের সাথে বহরে মার্ক দুমাস জুমাহ ও সালাতের জমামাতে হামিদ হন। আবার যখন সালাতে আসেন তখন মসজিদের দরজার বিতরে চতুর্পদ জন্য নিয়ে প্রবেশ করেন। মানুষ যেখানে সালাত আদায় করেন তার জন্য স্থানে মলভাগ করে। তখন মাহদী পদের উপরে তাকে জানন গলী মাযাতে নেন একটি লাইট দিয়ে পথরোধক তৈরি করা হয় যাতে মানুষ সেখান থেকে মসজিদে চুঁটে আসতে বাধা হয়। যখন ঈসা ইবনে মুসা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি জুমাহার দিনের পূর্বেই ঈসা-মুমাহার ইবনে আবু উবায়দার বাড়িটি তার ওয়ারিয়দের থেকে ক্রয় করে নেন। তার বাড়িটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। তিনি প্রতি বৃষ্টিপত্তিবার এ বাড়িতে আসেন। জুমাহার দিন পাত্র সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজা পর্যন্ত আগমন করতেন এবং সেখানে অবতরণ করতেন। লোকজনের সাথে সালাতে হামিদ হতেন। আবার সমস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে সামগ্রিকভাবে তিনি কৃতার্থ বসবাস করতেন। এরপর মাহদী তার উপর জেদ ধরেন তিনি যেন বিলাফত থেকে সরে দাড়ান। আর যদি তিনি সরে না দাড়ান তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য দেয়া হয়।

মাহদী তাকে কয়েক খণ্ড বড় জমি এবং এক কোটি দীর্ঘ দান করেন। কেউ কেউ বলেন, দুই কোটি দীর্ঘ দান করেন। মাহদী তারপর তার দুই পুত্র মুসা আল-হামাদ এরপর হারমুর শেষীদের জন্য বায়ান প্রার্থণ করেন। অচিরেই এর নামে আসবে।

মাহদীর মামা ঈসাহী ইবনে মানানের লোকজনকে নিয়ে হস্তক্ষেপ পালন করেন। তিনি ছিলেন ঈসাহীর নার্বিয়া। তাকে হজ মাসুমের জন্য শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তার প্রতি গণতান্ত্রিক বৃদ্ধির জন্য তাকে অভিযোগ জানানো হয়। অধিকাংশ শহরের নাযিবদেরকে মাহদী বরখাস্ত করেন।

তবে নিরন্তর শহরগুলোর সাথে বহাল থাকেন। যেমন, আফ্রিকাতে ঈসাহী ইবনে হাজার, মিসরের আবু যামরা মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান, দিলাসে আবু আলে, ফিল্টে গুস্তাম ইবনে আমর আহওয়ায় ও পারসের আমারা ইবনে হায়া, ঈসাহী রাজাই ইবনে রাজাদ, ঈসাহী বিশেষ ইবনে আল মুনিফ, ইরাকের আল ফকহ ইবনে সালিহ, মুক্লায় উবায়দুল্লাহ ইবনে সাকসান আল-জামাহী, মক্কা ও তাইফে ইবনে হামিদ ঈসাহী, কৃতার্থ সাধারণ বিভাগের জন্য ইসহাক ইবনে আল সাবাহ আল-কিন্দি, কর আদায়ের জন্য সাবিত ইবনে মুসা, বিচার বিভাগের জন্য গুরাহ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নাহিক বসরার সাধারণ বিভাগের জন্য আমারা ইবনে হামায়া, সালাত আদায়ের জন্য আবদুল মালিক ইবনে আইবুর ইবনে যুবন ঈসাহী আল-মুমাহারী ও বিচার বিভাগের জন্য উবায়দুল্লাহ ইবনে আল-হামাদ আল-আমবরী।

এ বছর যারা ইতিহাস করেন ৪ আবদুল আরহম ইবনে আবু রাওয়াদদ, ইকরামা ইবনে আমর, মালিক ইবনে মুগাল, মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাযার আলমাদানী। তিনি ছিলেন ফিকাহ শাস্ত্রে মালিক ইবনে আনাস (র)-এর সমকক্ষ। তিনি কতিপয় বিষয়ে মালিক (র)-এর বিরোধিতা করেন। কিছু সংখ্যক হামাদীর কারণে এ বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করেন অথচ এগুলোকে এবং অন্যান্য মাসআলাকে ঈসাহী মালিক (র) মুদিনাবাসীদের ইজামা বলে গণ্য করেন।
মুসা আল-হাদির জন্য বায়াতাত গ্রহণ

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম মহাদী ইস্মাইল মুসার উপর জেদ ধরেন যে, তিনি খিলাফত থেকে নিজে যেন সেরা পড়েন। তিনি মুসা ইবনুল হাদী নিদর্শন মান করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি কুফায় বসবাস করছিলেন। মহাদী তখন তার কাছে একজন বড় সেনাপতিকে এক হাজার সাধীতে পরিচালনা করান। তার নাম ছিল আবু হামাদ ইবনুল খায়াম। তিনি সেনাপতিকে নিদর্শন দিলেন যে তাকে খালিফার কাছে উপস্থিত করা হয়। সৈয়দদের প্রতিকূল হয়েছিল তারা প্রতিকূলে নিজেদের সাথে একটি চোল বন্ধ করে। যখন তারা ফজরের সময় কুফায় পৌঁছে তখন তারা তাদের প্রতিকূলে চোল বন্ধ করে থাকে। তারা অনুরোধ করল; তাদের সময় কুফা শহরের পুনরায় পুনরায় ইস্মাইল মুসা ও জীবন হয়ে পড়লেন। যখন তারা তার কাছে পৌঁছে তখন তারা খালিফার কাছে উপস্থিত হবার জন্য আহবান জানান কিন্তু তিনি নিজেকে অনুরোধ বলে প্রকাশ করেন। তারা তার একথা গ্রহণ করল না বরং তারা তার ধরে তাদের সাথে নিয়ে গেল এবং এবছরের তেরু মুহর্রম রূপসিটিতে দিন তাকে নিয়ে তারা খালিফার কাছে প্রবেশ করে। বনু হালিমের উচ্চ গণ্যমান বাদ ও কাসিমপ্তিতে উপস্থিত হয়ে তাকে এ ব্যাপারে অনুরাধ করতে লগাতালি কিন্তু তিনি তাদের অনুরোধ মান করা থেকে বিরত থাকেন। এরপর লোকজন তাকে ভয়-ভীতি ও উৎসাহ-উদ্দীন প্রদান করতে লগাতালি শেষ পর্যন্ত তিনি মুহাররমের চার তাকে তিনি ব্যাপারে দিন আসরের সময় জাপন করেন। মাহরাদী দুই পুত্র মুসা ও হারানুর রহিদের জন্য মুহর্রমের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন সকলে থিলাফতের বায়ুতাত গ্রহণ করা হয়। মাহরাদী রাজ প্রসাদের একটি বড় সেলান আকৃতিতে ঘোষাল হয়েছেন। আরোগণ ঘর প্রবেশ করেন এবং বায়ুতাত গ্রহণ করেন। এরপর খালিফা দাড়ালেন এবং মিনতে আরোহণ করেন। তার পুত্র মুসা আল-হাদি তার নিচে বসলেন। ইস্মাইল মুসা প্রথম সিড়িতে দাড়ালেন।
আল-মাহদী খুতবা দেন এবং জনগণকে ঈসা ইবন মুসা খিলাফত থেকে সরে দাড়ানোর ব্যাপারটিই সম্পর্কে অবহিত করেন। আর তিনি তাদেরকে একথাও জানান যে, তাদের গর্ভনে খিলাফতের ব্যাপারে অধিকারের বে দায়-দায়িত্বের ছিল তা থেকে তিনি তাদেরকে মুক্ত করে তা তিনি মূসা আল-হাদীর কাছে অর্পণ করেছেন। ঈসা ইবন মুসা তাকে সত্য বলেছেন বলে যোগ্য করেন এবং এ মর্যে তিনি মাহদীর হাতে বায়াত করেন। তাপার লোকজন দাড়ালেন এবং তারাও তাদের পায় মধ্যদের ও বয়স অন্যায়ী বায়াত প্রকাশে অংশ অধিষ্ঠন করেন। তালাক ও আয়াদ করার নায় পরিপূর্ণ একটি চুড়িনামা ঈসা ইবন মুসা কর্তৃক লিখিয়ে যেতে হল। আমীরগণ, উদ্বোধন, বনু হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের গণ্যমান ব্যক্তিবর্গ এ চুড়ি নামার সাফি হিসেবে গণ্য হন। তাপার খিলাফা তাকে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত সম্পাদ প্রদান করেন।

এ বছর একটি বিরাট সৈনিক নিয়ে আবদুল মালিক ইবন শিহাব আল-মাসামাই হিন্দুকুটুনের বারবাদ শহরে প্রবেশ করেন। তারা থরটিমাটে ঘোরায় করেন এবং ফেঙ্গাংইপ স্থাপন করেন। তারা যেসকল উৎপাদক পদার্থ নিক্ষেপ করেন এবং একদলি সৈন্যকে পড়িয়ে দেন। অধিবাসীদের বহুলোক ধর্মে হয়ে যায়। এভােদে তারা থরটিমাটে প্রভুর বিশ্বাসের মাধ্যমে জয় করে নেন। তাতা ফেরত চলে আসতে ইসলাম পোষণ করেন কিন্তু সমুদ্র উত্তরকায় তাদের জন্য তা সব হল না। তাই তারা সেখানে কিছু দিন অবস্থান করলেন। এরপর তাদের মুখে এক প্রকার রোগ দেখা দেয় এটাকে বলা হয় ‘হুমায়ুন’ (ঢাকার মুঘল) তাতে তাদের এক হাজার লোক মৃত্যুযুগে পতিত হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন আর-বাহী ঈসা কবি। যখন তাদের পক্ষে ভয় গৃহর করা সব হল তখন তারা সাগরের নীহারনে আরাহণ করেন। তাদের নিয়ে বায়াত প্রচুর বেঙে বয়ে গেল; তাতে তাদের একদল ও দুরে মারা যায়। আর তাদের বাহী লোকজন বসারায় পোঁছেন। তাদের সাথে ছিল অনেক বন্ধী। তাদের মধ্যে তাদের বাদশাহের কন্যা ছিলেন অন্নখে। এ বছর মাহদী আবু বাকরার আস-হাদীকীর সত্বনাদ দেখি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওয়ালার সাথে সংযুক্ত করার ও ছাড়া থেকে বংশধরা ছিন্ন করার নির্দেশ দেন। আর এ সম্পর্কে বস্তার প্রশাসনের কাছে একটি পত্র লিখে। তিনি মিয়াদ ও নাফির বংশধরা থেকে তার বংশধরা ছিল করেন। এ সম্পর্কে কবি খালিদ আল-নাফির বলেন:

িন রিয়াদা ও নাফির উনায়া + বকৃতে উনায়া মি অমূলতে বাদজ
আলফির কোম বাদজ ও উনায়া মি নাফির উনায়া মি

অর্থাৎ নিশ্চিতি মিয়াদ, নাফির ও আবু বাকরা আমার কাছে অস্ত্র বিতর্কায় সত্তার অধিকারী বলে প্রত্যেক হয়। তিনি বুরায় বংশের সদস্য যেমন তিনি দাবি করেন। তিনি গোলামের মালিক এবং তিনি বোধতে একজন আর-বাহী বন্ধী।

ঈসান জাহানে আমার উল্লেখ করেছেন যে, বসারায় নাফির এ নির্দেশ নিয়ে বাদজ বায়াত করেছিলেন।

এ বছর আল-মাহদী লোকজনকে নিয়ে হজ আয়া করেন এবং বাগদাদে তার পুত্র মুসা আল-হাদীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তার পুত্র হারমুব রশীদ ও কয়েকজন আমিরকে তার সফর সংগী করেন। তাদের মধ্য হতে ঈসাকুব ঈসা দাউদকে তার বাড়িতে এবং আসবাবপত্রের
এবং তার পরের ও পূর্বের খেলীফাদের বংশলোক রেখে দেয়ের হকুম দেন। তারপর যখন তিনি কাবা শরীফকে খালি করেন তখন তাকে সুগঢ় দ্বারা বাবনিশ করান এবং অত্যন্ত সুদর্শন ব্যাপার দ্বারা গিলাক পান। কথিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্বন যুবায়র (রা)-এর মুগের নির্মাণ কাজের নয়া কাবা শরীফকে পুনরায় নির্মাণ করার জন্য ইমাম মালিক (র) থেকে ফাতওয়া তালব করেছিলেন কিন্তু ইমাম মালিক (র) তখন তাকে বলেন, কাবাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা আমার আশ্রয় হচ্ছে যে, বাদশাহুরা এটাকে খেলার বন্ধ পরিণত করবে। তখন তিনি কাবা শরীফকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেন।

বসরার নাযিব মুহাম্মদ ইব্বন সুলামার খালীফার জন্য মক্কায় বরফ বহন করে নিয়ে আসেন। আর তিনি এসেছিল প্রথম খলেফার যার জন্য মক্কায় বরফ বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। যখন তিনি মদনীনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি মসজিদে নবীকে প্রার্থনা করেন। আর মসজিদে ছিল মিহরাব। তিনি তা অপসর করেন এবং মুসলিম ইব্বন আবু সুফিয়ান (র)-এর সময় যা অতিরিক্ত নির্মাণ করা হয়েছিল তা মিহরাব থেকে হ্রাস করার ইচ্ছা করেন। তখন তাকে ইমাম মালিক (র) বলেন, পরিবর্তনের সময় সমাধিত ঘরের লাল্টি ভেঙে যাবার আশাক রয়েছে। তখন তিনি তা ছেড়ে দেন। তিনি মদনীনায় ককআইয়া বিন আমর আল-ওমাননিয়াকে বিয়ে করেন। আর তার পরিবার-পরিজন থেকে পাঁচশজন ব্যক্তিকে ইরাকে তার পাহাড়ার ও সাহায্যকারী হিসেবে নিবন্ধন করেন। তাদের জন্য এককালীন দান স্বীকৃত নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে তাদের সুপরিচিত জমি-জমাদ দান করেন।

এ বছর আর রাষ্ট্রীয় ইব্বন সাবীহ ও ইমাম যুহুদীর অন্যতম সাথী সুফিয়ান ইব্বন হামাদ ইনিতিকা করেন। আবু বুসাতাম ও ইব্বন আল হাজাজ ইব্বন আল-ওয়ারাদ আল-আত্তাকি আল ইযাদী আল ওয়াসিতি বসরায় স্থানান্তরিত হন। তোরা আল-হামাদ ও ইব্বন সুফিয়ান দেখতে চেয়েছেন এবং তাহদের একটি দল থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে বহ উত্তাদ ও সমকালীন ব্যক্তিকে ইসলামের ইমাম হাদীস বর্ণনা করেন। আস-সাওয়ান বলেন, "তিনি ছিলেন শায়খ মাহদিসিন। এবং তাদের মদনীনায় তার উপাধি ছিল আমিরুল মুমিনীন। ইয়াহইয়া ইব্বন মুঈন (র) বলেন, তিনি ছিলেন ইমামমুল মুতাকিন। তিনি ছিলেন উচু স্তরের পরিবর্তন, সাবাদানি, কঠোর আলমধ্যি সত্তর্ক ও উত্তম নীতিবাদ।

ইমাম শাফিক (র) বলেন, "তিনি না হলে ইরাকে হাদীসশাস্ত্রে প্রবিশ্বিত হাত করত না।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, এ ব্যাপারে তিনি একই ছিলেন একটি জায়িত, তারা যামানায় তার মত অন্য কেউ ছিল না। মুহাম্মদ ইব্বন সাদ বলেন, "তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাস, নির্মম্যোগা, হৃদকর্তা ও মুহাম্মদ।" ওলাকী বলেন, "আমি আশা রাখি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসেরকে বিকৃত থেকে প্রতিদোষ করার জন্য আল্লাহ তাআলার তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবে। সালিম ইব্বন মুহাম্মদ ইব্বন হ-রয়া বলেন, তুমি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বর্ণনাকারীদের সমর্থে পরিপূর্ণ-নিরীখ্য প্রকাশ করেন। এবং ইয়াহইয়া আল-কাদান এর আনুসরণ করেন। তারপর আহমদ এবং এর পরে ইব্বন মুঈন এ ব্যাপারে পারদর্শী অর্জন করেন। ইব্বন মাহদী বলেন, আমি মালিক (র) থেকে বেশী বুদ্ধিশালী আর কাউকে পাইনি, তুমি (র) থেকে বেশী আলমধ্যি অন্য কাউকে পাইনি, ইসলামী উপাধির জন্য ইব্বন মুবারক (র) থেকে অধিক হিতেীী আমি অন্য।
কাউকে দেখিনি এবং আস-সাওয়ার (র) থেকে অধিক হাদীসের সংরক্ষণকারী অন্য কাউকে পাইনি। মুসলিম ইবন ইবরাহিম বলেন, “যখনই আমি কোন সালাতের সময় তার ওপরে প্রবেশ করতাম, সেখানে তিনি সালাতে মশ্কেল রয়েছেন। তিনি ছিলেন ফকহীদর পিতা ও মাতা।” আন-মুদার ইবন ওমায়ল (র) বলেন, “আমি তার থেকে মিসকীনের প্রতি অধিক মেহেরবান অন্য কাউকে দেখিনি। যখন তিনি কোন মিসকীনকে দেখতেন তখন সে দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।” অন্য একজন বলেন, “আমি তার থেকে অধিক ইবাদতকারী অন্য কাউকে আর দেখতে পাইনি। তিনি আল্লাহর ইবাদতে এতিং বিভিন্ন ছিলেন যে, তার চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল।” ইয়াহইয়া আল-কাতান (র) বলেন, মিসকীনের জন্য এত অধিক দয়ালু ও কোমল হয়ে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। মিসকীন তার ঘরে প্রবেশ করত আর তিনি তাকে যদিরও সুপ্রসন্ন দান করতেন। মূহূর্ত ইবন সাদ অন্যরা বলেন, তিনি বসরায় ৭৮ বছর বয়সে একখানি জহিলীর প্রথম দিকে ইন্তিফাল করেন।

১৬১ হিজরীর আগমন

এ বছর ছুমামা ইবন ওয়ালিদ গীরাকলিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি দাবির নামক জায়গায় অবতরণ করেন। রোমীয়রা তার বিচিত্র উদ্ধৃতি হয়ে উঠল। তাই মুসলমানগণ সেখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন না।

এ বছরই আল-মাহদী পলির কৃষ্ণ ধনে করার হকুম দেন। মক্কার রাস্তার কল-কার্যকালে স্থাপন ও দালানের তৈরি নির্দেশ দেন। এ বায়ারে ইয়াহকতান ইবন মুহাম্মদকে সালাতে নিযুক্ত করেন। একশ একত্র হইজরীর পর্যন্ত দশ বছর যাবাব নির্মান কাজ চলতে থাকে। এতে হইজরীর রাত্রিগুলো ইকারের রাত্রিগুলো থেকে অধিক সুগম, আরামদায়ক ও নিমেশপদ রাতিতে পরিণত হয়। এ বছরই আল-মাহদী পশ্চিম ও কিবরের দিক দিয়ে বসরার জামি’ মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। এ বছরই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পত্র লিখে জানান যে, দেশের কোন জামাতের মসজিদে যেন মিহরাব না রাখা হয়। আর প্রতিটি মিশরকে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদের মিশরের পরিমাণ ছোট করা হয়। রাজার সর্বগুলো শহরে এরপ করা হল। এ বছর আল-মাহদীর ওয়ারীর আবু উবায়দুরাহর মর্যাদাহৃদয় পায়। কেননা, মাহাদী কাহাঁ শীঘ্রের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

মূর্তার মাহাদী তার কাহাঁ এমন লোককে টেনে নেন তার মর্যাদা তার কাহাঁ দীকৃত। তাদেরকে তার কাহাঁ টেনে নেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইসমাইল ইবন উলাহি। এরপর তিনি তাকে দূরে সরিয়ে দেন, আরো অধিক দূরে সরিয়ে দেন। এমনকি পরে তাকে সেনানিবাস থেকে বের করে দেন।

এ বছরই বিচার বিভাগের দায়িত্ব পান আমাদী ইবন ইয়াহেদ আল-ইফরি। তিনি এবং ইবন আলাহা আর-সাফা এ অবদান মাহাদীর সেনানিবাসে কাহাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। এ বছরই এক বার্জি খুসানের মারভের গ্রামসমূহ থেকে কোন একটি গ্রামে বিভিন্ন মোহনা করে। তার নাম ছিল ইল, মাহদী। এল পুনর্গুলো বিভাগ করতে। এ বায়ারে তার আনুদারী ছিল অনেক লোক। মাহাদী তার কাহাঁর কর্মজীবন আমাদীকে প্রেরণ করেন এবং বিচারে একটি সেনানিবাস শুনান। আমাদীর মধ্যে খুসানের আমাদীর মুর্শিদ ইবন মুসলিম ছিলেন অনুত্তম। তাদের সম্মত যথাস্থানে বর্ণনা গের করা হবে।
এ বছরই মূল্য আল-হাদি ইবন্ন আল-মাহদী লোকজনের নিয়ে হজ করেন। এ বছর যারা ইন্দিকাল করেন। ইসরাইল ইবন ইউনুস ইবন ইহসাক আস-সাবীনা, যারা ইবন কুদাম ও সুফিয়ান ইবন সাহিব ইবন মাশকুর আহ-ছাহারী। তিনি ছিলেন ইসলামের ইমাম ও ইবাদতকর্মীদের অন্যতম। তার উপাদা ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আল-কুরী। তিনি একাদিক তাবিকি থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তার থেকে বর্ণনা করেন। আমি হাসার হাসার শায়খ ও শহ বর্ণনা শায়খ থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি। আর তিনি হলেন তাদের মধ্যে শেষ। আইয়ুব বলেন, আমি কোন কৃষকগণকে তার থেকে শেষ দেখি। ইবুনুল মুবারক (র) বলেন, আমি হাসার হাসার শায়খ ও শহ শায়খ থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি। আর তিনি হলেন তাদের মধ্যে শেষ। আইয়ুব বলেন, আমি কোন কৃষকগণকে তার থেকে শেষ দেখি। ইবুনুল মুবারক (র) বলেন, তার থেকে শেষ আমি কাউকে দেখি। যেমন (র) বলেন, তার পরের পোশাকের জানে জনগণের সাধারণ ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আলা মায়হাব ইহসান হযরত আবু মুকাম ইবন আকাসা (রা) তার যুগের। ইমাম আশ-সাবী (র) ও তার যুগের এবং ইমাম সুফিয়ান হাসারী (র) তার যুগের। ইমাম আহমদ (র) বলেন, “আমি শরের তাদের থেকে কেউ অবাধিকার পায় না।” এরপর তিনি বলেন, “তুষি কি জান ইমাম কে? ইমাম হলেন, সুফিয়ান ইবন আস-সাবী (র)। আবুদুর রামায়াক বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনি তার থেকে শেষ। আমি কখনও আমার অন্তরে এনম জিনিসকে স্থান দিয়ে যা আমাকে প্রতারণা করতে পারে। তাই আমি অবশ্যই যে বস্তু বলা যায় যে তা যেন আমি হিসাবে করে না ফেলি। তিনি আরো বলেন, “যে দশ হাসার দীনার সম্পর্কে আলা আলা আমার কহে হিসাব নিনে যা দুর্দিবে যেখাে যে তা আমার কাছে এ কথা থেকে অধিক প্রিয় যে আমার গ্র্যাজনের কথা আমি জনগণের কাছে পেশ করব।”

মুহাম্মদ ইবন সাদ বলেন, ঐতিহাসিকগণ একত্র যে, তিনি একবার একটি হিজরাতে বসায়া ইন্দিকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল চৌষটি বছর। কোন একজন আলিম তাকে বঁপে দেখেন যে, তিনি জানাতে একটি গাছ থেকে অন্য একটি গাছ গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন এবং একটি গাছ থেকে অন্য একটি গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। আর তিনি পড়েছিলেন।

الْحَمْدُ لَلَّهِ مَلِّيٍّ الصَّدِّيقِ وَعَشِيٍّ وَأَورَثْنَا الأَرْضَ نِبْعًا مِّنَ الْجَنَّةِ حَيَّةً نَشَأَ.

فَنَعَّمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.

“অর্থাৎ তারা প্রবেশ করে বলেছে, ‘প্রশ্নাং আলাহওর, যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিকৃতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ সূরা ও আলা জানাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।’ সনাচারীদের পুরস্কার কথা উত্তম।” (সুরা যুমারা ৪:৭৪)।” তিনি আরো বলেন, যখন কোন ব্যক্তি ডাল তৈরির পানে প্রতি মনোযোগ সে জানের দিক থেকে বহু পেছনে পড়ে যায়। এ বছর যারা ইন্দিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন।
আবু দালামা

তিনি হলেন যায়দ ইবুন জুন উদ্দ কবি। তিনি ছিলেন একজন বৃহদমান কবি। মূলত তিনি কুফার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তিনি পরে বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি খলীফা মানসুরের হিয়াতাজ ছিলেন। কেননা তিনি তাকে হসাতেন, তার সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন ও তার প্রশংসা করতেন। একদিন তিনি মানসুরের স্ত্রীর জানায় হাবির হন। তিনি ছিলেন মানসুরের চাচাত বোন। তাকে কলা হল হিয়াতা বিনু ঈসা। মানসুর তার জন্য চিত্রিত ছিলেন। যখন তারা সকলে তার কবরের উপর মাটি বরাবর করলেন আর আবু দালামাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, মানসুর তাকে বললেন, হায়, হে আবু দালামা! আজকের জন্য তুমি কে তৈরি রেখেছ।

তিনি বললেন, আমীরুলম মুমিনীনের চাচাতো বোন। তখন মানসুর হেসে হেসে চিৎ হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, হায়! তুমি আমাদেরকে লাঞ্চিত করলে। একদিন তিনি মহদীকে সফর থেকে ভ্রমণবর্তনের সময় অভাবন্ত জামার জন্য মহদীর কাছে প্রবেশ করেন এবং কবিতা আবৃত্তি করেন।

এই প্রচুর তারিখের সালাম + মিররের ইজরায়ল + আন্ত নিয়ম + নির্দেশিত এলাহার হজরী

অর্থাৎ "আমি শপথ করেছি, যদি আপনাকে আমি ইরাকের গ্রামগুলোতে ধন-সম্পদসহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে দেখি তাহলে আপনি অবশেষ নবী মুহাম্মদ সা (সা)-এর প্রতি দুর্লভ প্রেণ করবেন এবং আপনি অবশেষ দিরহাম দিয়ে আমার কোল ভরে দেবেন।" মহদী

বললেন, এরমটির ব্যাপারে আমি ইং বলছি ; আমরা সকলে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি দুর্লভ

প্রেণ করব কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে আমি বলছি 'না'। তখন আবু দালামা বললেন, হে আমীরুল

মুমিনীন ! এ দুটি এমন ধরনের বাক্য মেওলাকে আলাদা করা যায় না। (কাজেই দু'টির

ব্যাপারে ইং হতে হবে।) তখন মহদী দিরহাম দিয়ে তার কোল ভরে দিলেন। এরপর খলীফা

কবিকে বললেন, উঠে পড়। তিনি বললেন, হে আমার জামা ছিড়ে যাবে। তখন

এগ্রেলেকে আমি আমার জামা থেকে খুলিয়ে ভরে নিলাম। কবি এগ্রেলা নিয়ে উঠে পড়লেন এবং এগ্রেলা

বহন করতে করতে চলে গেলেন।

তার থেকে ইবুন খালিকান উল্লেখ করেন যে, একদিন তার পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন

একজন চিকিৎসক তাকে সংখ্যাত দিলেন। যখন সে সুস্থ হয়ে যায় আবু দালামা চিকিৎসককে

বললেন, তোমাকে আমরা যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করব তা এখন আমাদের কাছে নেই। সুতরাং

তুমি আমাদের কাছে যে সম্পদ পাবে তার জন্য তুমি অমুক ইয়াহুদী বিকৃত্তি করিএ একটি মুকাদামা

dায়ের কর। আর আমরা এ পরিমাণ অর্থের জন্য কায়ির দরবারে সাক্ষা দেব। বর্ণনাকারী বলে,

তখন চিকিৎসক কুফার কায়ি মুহাম্মদ ইবুন আবুর রহমান ইবুন আবু লায়লা মতাতের ইবুন

শাবামার দরবারে আগমন করেন এবং ইয়াহুদী বিকৃত্তি মুকাদামা দায়ের করেন। ইয়াহুদী

অনুসারীর কাজ তখন তার বিকৃত্তি আবু দালামা এবং তার পুত্র সাক্ষা দিলেন। কায়ি তাদের

সাক্ষা

রূপ করতে পারলেন না বাং অথ-সংশোধনের ব্যাপারে ভয় করতে লাগলেন। সুতরাং মুকাদামা

dায়েরকারী চিকিৎসক তিনি নিজের কাছ থেকে প্রার্থিত সম্পদ দিয়ে দিলেন এবং ইয়াহুদীকে
চেষ্টা দিলেন। কারণ তাদের মধ্যে সীমাসংস্কার করা দিলেন। এ বছরই আলু দালামা ইনিতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সত্ত্বা বছর বয়সে খলিফা হারুনর রশীদের খিলাফত পর্যন্ত বেছে ছিলেন। আলাহু সম্যক অবপতি।

১৬২ হিজরীর আগমন

এ বছরই কুফারীন হজ্জের আগমন সালাম ইবন হাশিম আল-ইমামকুরী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জাতিতে একটি বিরোধি দল তার অনুসরণ হয়ে গেল। তার শক্তি বৃদ্ধি পেল। আমীরদের একটি বিরোধি দল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল কিন্তু তারা তাকে দমন করতে পারল না। তার উদ্দেশ্যে মাহদী একটি বিরোধি সন্তানদের গঠন করেন। আর সন্তানদের জন্য প্রচুর সম্পদ ব্যয় করেন। কিন্তু সে তাদের কর্মকাণ্ড পরাজিত করে। এরপর বায়োপতিতে এরপ দাঁডাল যে সে পরে নিহত হল।

এ বছরই আল-হাসান ইবন কাহতাবা আমি হাজর সন্তা-নিরে গীমকালীন সূত্রে অসংগত করেন। তিনি রোম উদ্ধারের দল করে দেন এবং ছোট ছেলে অনেক শহরকে জুলিয়ে দেন। বিদ্রু জায়গাকে ধর্মাবলম্ব পরিকল্পনা করেন এবং প্রচুর সংখ্যক অবাধ লোককে বন্ধু করেন। অনুরূপভাবে ইমামদিদ ইবন আবু উসাইয়ান আস-সালামের বিদ্রু শহরে বারে কালিকালী দিয়ে যুদ্ধ করেন। তিনি প্রচুর গনিমত অর্জন করেন, নিরাপদে ফেরত আসেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্ধু করেন।

এ বছর জুরানে একটি দল বিদ্রোহ করে, তারা লাল রস্তা পরিধান করে, তাদের নেতার নাম ছিল আব্দুল কাহর। তার বিরুদ্ধে আমর ইবনুল আলা তাবরিজন থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি আব্দুল কাহরের পরাইত করেন এবং তাকেও তার সাথিদেরকে হত্যা করেন। এ বছরই আল-মাহদী দেশের সমস্ত অঞ্চলে ও বিদ্রু এলাকায় হাতকটা লোক ও কয়েদীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার নীতি প্রবর্তন করেন। এটা ছিল একটি বিরোধি সাময়িক কাজ ও বিরোধি মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। এ বছরই ইবরাহীম ইবন জামর ইবন আল-মাহদুর জুরানকে নিয়ে হঠাৎ আদায় করেন। এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনিনিতাল করেন তারা হলেন ও ইবরাহীম ইবন আনাহাম

তিনি ছিলেন আলাহুর প্রসিদ্ধ বান্ধা ও শীর্ষ পর্যবেক্ষণের পরেহ্যাগাদারের অন্যতম। এ ব্যাপারে তারা ছিল অতৃপ্ত দুঃসংখা। আলাহু তার উপর রহম করেন।

তার পূর্বে নাম ছিল: ইবরাহীম ইবন আনাহাম ইবন মাহদুর ইবন ইমামীয় ইবন আমির ইবন ইসহাক আত- তামিম। তাকে আল-আজালীও বলা হত। মূলত তিনি ছিলেন বাল্লের অধিবাসী। এরপর তিনি সরিয়াত বসবাস শুরু করেন এবং পরে দামেকে প্রবেশ করেন। তিনি তার পিতা, আমাশ, আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথী মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ, আবু ইসহাক আস-সালিহ ও অন্যান্য থেকে হাদিস বর্ণনার করেন। তাঁর থেকেও তারা লোক হাদিস বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন: বাকিয়া, আস-সাগাউ, আবু ইসহাক আল-ফায়ারী, মুহাম্মাদ ইবন হুমায়, আবু ইসহাক আল-ফায়ারী, মুহাম্মাদ ইবন হুমায় এবং আওয়াই।

ইবন আসাকারের আবদুল্লাহ ইবন আবুর রহমান আল-আজালীর মধ্যে ইবরাহীম ইবন আনাহাম থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবু
হুরায়ারা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। সেখানে, তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বসে বসে সালাত আদায় করছেন, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, অনুভাব করিং হে আবু হুরায়ারা! আবু হুরায়ারা (রা) বলেন, তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবু হুরায়ারা! তুমি কি কান দেখলেন? কেননা, কিয়ামতের দিনের আযায়তে হিন্দুদের প্রথম শাক্তের কথা না নিয়ে আল্লাহর জগতে পৃথিবী ও প্রতিদিনের আশায় ভোগ করেছিলেন। ইবনুন আসাফকির বাকিয়া এর মাধ্যমে ইব্রাহিম ইবনুন আদামহ থেকে বর্ণনা করে। তিনি আবু ইসহাক আল-হামদানী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবু ইবনুন পাগিয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবু হুরায়ারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন। বিদ্রোহ ও পরিক্ষণ আসফেরা বললেন না দেখার মধ্যে তাদের মধ্যে জানি বাপি তাদের দিনের দরায় তাদের রক্ত পাবে।

ইমাম নাসাই (র) বলেন, ইব্রাহিম ইবনুন আদামহ ছিলেন ভক্তিরওয়াগ, আমানতদার ও পরহেয়ারের অন্যতম। আবু নুরিয়াম ও আবারা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খুশিরামের কোন এক বাদশাহের বর্ধে ছিলেন। আর তিনি শিকার করা পাড়তে করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি যাতে থেকে রেব হলাম এবং একটি শিয়ালের পেছন থাকাও করলাম। তখন কাবুলে সুকুলী নামক জায়গা থেকে একজন ঘোষালা ঘোষণা করেন, “তোমাকে এজন্য সুষ্টি করা হয়নি। কিংবা তোমাকে একজন করার নির্দেশ দেয়া হয়নি।” তিনি বলেন, তখন আমি চেতনা শক্তি ফিরে পেলাম এবং বললে লাগলাম, আমি শেষ সীমায় পৌঁছছি, আমি শেষ সীমায় পৌঁছছি। আমার কাের কথা বিশেষ প্রতিপালকের তথ্য থেকে তীর্থ প্রদর্শনীকারী আগম করেছেন।

এরপর আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে পেলাম। আমার ঘোড়া থেকে আমি অবতরণ করলাম এবং আমার পিতার একজন রাখালের কাছে আগম করলাম। তার থেকে একটি লথা জামায়াত ও চাড়ের নিয়ে নিলাম এবং তা পরিধান করলাম। এরপর আমি ইরাকে গমন করলাম।

সেখানে কিছুদিন কাজ করলাম কিন্তু রীতিমত হালাল কাজ করার সুযোগ হল না। কোন এক উত্তরাধিকার এর রীতিমত হালাল কাজ করার পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করার যার আমি আমার সীমার শহরসুদ্ধের কথা বলেন। আমি তারসুস নামক শহরে আগম করলাম এবং সেখানে কিছুদিন কাজ করলাম। বাগানের দেখা-চোখ করতাম এবং ফসল কর্তনকারীদের সাথে ফসল কর্তন করতাম। তিনি বলেন, সীরিয়ার শহরগলোতে আমি সুখে জীবন যাপন করিলাম। আমার দীনকে নিয়ে আমি এক মুউক্ত পর্যন্ত থেকে অন্য পর্যন্ত গমন করতাম, এ পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গমন করতাম। এ বাড়ি আমাকে দেখত বলত, আমি বিধাতার আদাত। এরপর তিনি জলদের গ্রেশ করেন, মুহাম্মদ গমন করেন এবং আসাওর ও আল-ফায়ার্দ ইবনুন ইয়াহ এর সংস্পর্শে থাকেন। এরপর সীরিয়া গমন করেন এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন। তিনি ফসল কর্তনকারীদের নয়া খেতে খেতেন, কর্ম সম্পাদনকারীদের নয়া কাজ করতেন এবং বাগানও ইত্যাদির দেখাটনা করতেন।

তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন তিনি জলদের এক বাড়ির দেখা পান। তিনি তাকে ইসমুল্লাহিল আলাম শিক্ষা দেন। তিনি তারা দু'বারা করতেন। এমনকি তিনি আল-বিয়ির (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আমার তাই দাউদ (আ) তোমাকে
ইসমুল্লাহিল আযম শিক্ষা নিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনা আল কুরায়ী এবং ইবন আসকারী তার থেকে সুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আমার রয়েছে যে, তিনি তাকে বলেন, নিশ্চয়ই ইলিয়াস (আ) তোমাকে ইসমুল্লাহিল আযম শিক্ষা দিয়েছেন। ইবরাহীম (র) বলেন, উত্তম খাওয়া দাওয়া কর। রাত জাগরণ না করলে কিংবা দিনে সিয়াম পালন না করলে তোমার উপর কোন কিছু ভর্তাতে না।

আবু নুআরাম তার থেকে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার অধিকাংশ দু'আয় বলেনন, “হে আলাহু, তুমি আমাকে তোমার মুসলিমতের লাভো থেকে তোমার আনুগ্রহের সরাসরির দিকে স্থানান্তরিত ও ধাবিত কর।” একদিন তাকে বলা হল যে, গোষ্ঠীর দাম চড়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, এটা সত্য কর। অর্থাৎ এখন গরিদ করো না; এটা কিছুদিনের মধ্যে সত্য হয়ে যাবে। কোন এক ইতিহাসবর্ণনা বলেন, একদিন এক গোষ্ঠীরের তোমার উপর দিক থেকে এ বলে যে তোমার কে হবে ইবরাহীম ! এ অন্ধকার কাজ কেন করছ ? আলাহু তা’আলা ইরশাদ করেছেন !

৭০৪ অর্থথাত তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অন্ধকার উদ্বেগ করেছি এবং তোমার আমার নিকট প্রত্যাহারিত হবে না ? (সুরা আল-মুমিনুন: ১১৫)।” তুমি আলাহুও ভয় কর। তোমার উচিত কিয়ামতের দিনের জন্য পাথয়া সংগঠন করা। তারপর তিনি তার সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন, দুশিয়া বর্তন করেন এবং আহ্মদের আমল শুরু করলেন। ইবন আসকির প্রথম দিক দিয়ে সদ্যসুত্ব একটি সনদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বলেন একটি সূদুর্য জায়গায় অবস্থান করিলাম। এতে সময় সুদুর্যন চেহারা ও দাড়ির অধিকারী এক ব্যক্তি আমার ঘরের হয়ায় প্রবেশ করেন। তিনি আমার সময় হন্ডায় স্থানে নিবন্ধন করলেন। তখন আমি আবু গোলামকে আদেশ করলাম, এ তুমি ডাকল। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। আমি তার সমস্ত খাদ্য পেশ করলাম, কিন্তু তিনি বেলে অম্বুকৃতি জানান। আমি বললাম, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ? তিনি বললেন, নদীর অপার থেকে। আমি বললাম, আপনি কোথায় যাবেন ? তিনি বললেন, হঠাৎ যাব। আমি বললাম, তুমি কা সময়ের মধ্যে ? সেসব ছিল যুদ্ধহোলা মাঝে প্রথম দিন কিংবা দ্বিতীয় দিন। তিনি বললেন, আলাহু যাচাই তা করতে পারেন। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সংগঠন হবে চাই। তিনি বললেন, যদি তুমি এটা পসার কর তাহলে তোমার নিদর্শন সহজ হল রাত। যখন রাত হল তিনি আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আলাহুর নামে উঠ পড়।

আমি আমার ভূমিকার বন্ধ সনদে নিল্যাম এবং ভ্রমণ শুরু করে নিল্যাম। আমাদের নীচে তুমি যেন সংকীর্ণ হতে আসছে। আর আমার বিভিন্ন শহর অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিএ এবং আমার বলচর্চায়, এটা অমুক শহর, এটা অমুক শহর। যখন তার হয়ে গেল তখন তিনি আমার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, তোমার নিদর্শন সময় হল রাত। যখন রাত হল তখন তিনি আমার কাছে আসলেন এবং আমারের গতকালের তুলনায় ভ্রমণ করলাম। এরপর আমার মোটর শহীদে পৌঁছে গেলাম। এরপর মুক্তি শহীদের উদ্ভিদের রণ্য হল। সেখানে আমারা রাতের বেলায় পৌঁছিলাম। আমরা লক্জনের সাথে হজ্জ আদায় করলাম। তারপর আমি সিয়ায়া ফিরে আসলাম এবং বায়ুতে মুক্তি দান করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি সিয়ায়ার একটি স্থানে যাওয়ার মন্ত্র করেছি। এরপর আমি আমার শহর হতে অন্যান্য দুর্বলের নায়ে ফিরত আসলাম। কিন্তু আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করিনি। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ঘটনা।

অন্য একটি সমস্তজনক সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, আবু হাতিম আর-রায়ী আবু নুআরাম (র)
হতে বর্ণনা করেন। তিনি সুভিয়ান আস-সাওরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইবুন আদহাম (র) ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ)-এর ন্যায় ছিলেন। যদি তিনি সাহাবীদের যমানয় হতেন তাহলে তিনি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি হতেন যার থাকতে বহু গোপন রহস্য। আমি তাকে কোন দিন প্রকাশে তাসবীরী কিংবা অন্য কিছু পড়তে দেখিনি। কারণ সাথে খাদ্য গ্রহণের সময় তিনি সমাপ্তির লক্ষ্য সরবরাহে হাত উঠাতেন।

আবদুল্লাহ ইবুনুল মুয়ারফক (র) বলেন, ইবরাহীম (র) ছিলেন একজন অন্য গুঞ্চলসূদ মহা-পুরুষ ও বিদ্যান্বিত। তার ছিল আরাহ ও তার মধ্যে বহু গোপন তথ্য ও রহস্য। আমি তাকে কোন দিন প্রকাশে তাসবীরী পড়তে অথবা অন্য কোন আমল করতে দেখিনি। তিনি যখনই কারণ সাথে খাদ্য গ্রহণ করতেন তখন সমাপ্তির লক্ষ্যে তিনি সরবরাহে হাত উঠাতেন।

বিশার ইবুন আল-হায়েহ আল-হাফিল বলেন, চার ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে আলাহ তাআলা সুবাদু খাবারের দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন। ইবরাহীম ইবুন আদহাম, সুনায়মান ইবুন খাওয়াস, ওহায়র ইবুন ওয়াযরান এবং ইউসুফ ইবুন আসবার।

ইবুন আসাকার মুআবিয়া ইবুন হাফস (র)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইবুন আদহাম একটি হাদিস গুনেছেন এবং এ হাদিসের দ্বারা তার যুগের বিপর্যয়কে তুলে ধরেছেন। ইবরাহীম (র) বলেন, রাসুল ইবুন খাওয়াস থেকে মানসুর আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি একদিন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গমন করেন এবং বলেন, হে আলাহর রাসুল (সা)। আমাকে একটি আমল নির্দেশ করুন যা পালন করলে আলাহ তাআলা আমাকে মহাবিদ্যা করবেন এবং মানুষবিদ্যা আমাকে মহাবিদ্যা করবেন। তিনি উত্তরে বললেন, যখন তুমি ইচ্ছা কর যে, আলাহ যেন তোমাকে মহাবিদ্যা করেন তখন তুমি দুনিয়ার সাথে শক্তি রাখ। আর যখন তুমি ইচ্ছা কর যে মানুষ যেন তোমাকে মহাবিদ্যা কর তখন তোমার কাছে দুনিয়ার যা কিছু সম্পদ থাকুক তা নলুপাদকে দান কর।

ইবুন আবু দুনিয়া বলেন, “আবু রাবী ইদরীস (র) থেকে বর্ণনা করেন।” তিনি বলেন, একদিন কয়েকজন আলিমের কাছে ইবরাহীম ইবুন আদহাম (র) উপরির ছিলেন। তারা হাদিস সম্পর্কে পরামুল্লাসে করতে লাগলেন কিন্তু ইবরাহীম ছিলেন নিশ্চিত। তাপর তিনি বললেন, মানসুর আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এরপর চূপ থাকেন, কোন কথা বললেন না। এরপর এ মজলিস থেকে উঠে গেলেন। এ সম্পর্কে তার কোন সাদা তাকে ভোগনা করেন তখন তিনি বললেন, আমি আজ পর্যন্ত আমার অন্যতম এ মজলিসের ক্ষুদ্রতর দিকটি নিয়ে ভয় করিলাম।”

রূপদীন ইবুন সাদ (র) বললেন, একদিন ইবরাহীম ইবুন আদহাম (র) আল-আওয়াই (র)-এর কাছ দিয়ে গমন করেছিলেন। আর তারই সাথে ছিল একদল জন্ম। তখন তিনি বললেন, এরপর জামাতটি যদি আবু হুর্যায়ারা (রা)-এর কাছে হত তাহলে তিনিও অবশ্যই তাদের থেকে অক্ষম হয়ে পড়তেন। তাপর আওয়াই (র) উঠে দাড়ালেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে চলে গেলেন।

ইবরাহীম ইবুন বাশিশার (র) বললেন, একদিন ইবুন আদহাম (র)-কে প্রশ্ন করা হল, আপনি কেন হাদিসের চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, আমি তিনিটি কারণে এটাই প্রতি অননোয়াগী।
হয়েছিল; নিম্নাংশের শুরু করার জন্য, গুণহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য এবং মৃত্যুর তৈরির জন্য। তার অর তিনি একটি চীত্বর দেন এবং সেই হয়ে পড়েন। উপহার সকলে একজন ঘোষাকারীর ঘোষণা শুনতে পান। তিনি বলছিলেন “আমার ও আমার ওড়িদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করানা না।”

আরু হানিকা (র) একদিন ইবরাহীম ইবনে আদাহমকে বললেন, তুমি ইবাদতের দিক দিয়ে প্রভূত আমল সাধন করছ এখন ইলমে হয় তোমার লক্ষ্য বন্ধ। কেননা এটাই দীর্ঘ প্রতিষ্ঠা ও ইবাদতের মূল উৎস। তখন ইবরাহীম (র) তাকে বললেন, ইবনে হয়ন মূলত আমল যেন তোমার লক্ষ্য বন্ধ হয়, নতুন তোমার ধর্ম অনিবারয়। ইবরাহীম (র) বললেন, ফরিরদের আল্লাহ তা’আলার কথা বড় নিয়মত দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাকাত, হজ্জ, জিহাদ এবং আত্মীয়তার হক আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না বরং এগুলো সম্পর্কে বুদ্ধি বোঝার প্রয়োজন হবে। তাকে ইবনে আল্লাহ (র) বললেন, আমি সিরিয়ার ইবনে আদাহম (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাকে ইবনে আল্লাহ তার সাক্ষাৎের জন্যে বললেন। আমি তাকে বললাম যে যাদের জন্যে তুমি বেকে হবে। একবার আমি তাকে কিয়ামতের দিন যাকাত বয়কতে নিয়ম চাই। আমি তাকে বললেন, আমার কাছে এ হাসাসের প্রতীক হয়েছে যে, "কিয়ামতের দিন একজন দুর্জয় বয়কতে নিয়ম করেছেন আল্লাহ।" সাক্ষাৎ করেছিলাম।

তিনি বললেন, চিন্তা দু’প্রকার: একটি হল তোমার পক্ষে অপরটি হল তোমার বিচ্ছেদ। তোমার আধিরাতের চিত্ত হল তোমার উপকারের জন্য। আর দুনিয়া ও দুনিয়ার শোভার চিত্ত হল তোমার জন্য ক্ষতিকর। তিনি আরো বললেন, পরহেমার তিন প্রকার: ওয়াজিব, মুর্তাইব ও সালামা বা দুটি মুক্তি বা শাফতি। ওয়াজিব হল হামাকে থেকে পরহেমার বা বিবর্তন থাকে। হামাকে কোম্পকনা থেকে বিবর্তন থাকে পরহেমার সালাম বা তুলফ মুক্ত। তিনিও তার সাধারণ নিজেদেরকে সালাম করে, ঠাঁই পানি ও জুতা ব্যবহার করা থেকে বিবর্তন রাখতেন। তারা লক্ষ্য জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গুঁড়া মসলা বা আছির মিশালেন না। যখন তিনি দিব্যরহনে খেতে বসতেন আর সেখানে থাকতে উম্ম খাবার তখন তিনি উম্ম খাবার পরবর্তী সাদুরদের দিয়ে দিতেন এবং নিজে কুটি ও যাত্রী তেল খেতে দিতেন। তিনি বলতেন, কম লোতেলাসা, সত্যবাদিতা ও পরহেমার জন্য দেয় এবং বিভিন্ন লোতেলাসা, দুঃখ-কষ্ট ও অধিকার সূচিত করে।

এক বয়কতে তাকে একদিন বললেন, এটা একটি জুক্রাহ (লতা জামা), আমি চাই যে তুমি এটা আল-বিদ্যায় ওয়ান নিয়ায় (১০ম খনি) — ৩১
আমার থেকে গ্রহণ কর। তিনি বললেন, যদি তুমি ধনী হও তাহলে এটা আমি গ্রহণ করব। আর যদি তুমি ফকির হও তাহলে আমি তা গ্রহণ করব না। লোকটি বললেন, “আমি ধনী”। তিনি বললেন, “তোমার কাছে কত আছে?” তিনি বললেন, “দুই হাজার!” ইব্রাহীম (র) বললেন, “তুমি কি আকাশে কর যে, তোমার চার হাজার হোক?” তিনি বললেন, “হা!” তিনি বললেন, “তাহলে তুমি ফকির; এটা আমি তোমার থেকে গ্রহণ করব না।” তাকে একবার বলা হল, যদি তুমি বিয়ে করতে ? তিনি বললেন, যদি আমার জীবনটাকে তালাক দেয়া সত্ত্বা হত তাহলে আমি তাকে তালাক দিতাম। একবার ইব্রাহীম (র) মকায় পানের দিন অবশ্য করলেন। তার সাথে কোন ঝুঁকি ছিল না। বালু মিশিয়ে পানির ছাড়া তার কাছে কোন পাথেয় ছিল না। তিনি এক ওঁথে পানের ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছিলেন। একদিন তিনি জ্যোতির্নিদর্শীর তীরে রুটির দুকানে পানি দিয়ে তোফিজে ভক্ষ করেন। এ খাদ্যটি তার সাধন করেছিলেন আবু ইসাক আল-গাফসুনী। তিনি তা থেকে খেলন। এরপর তিনি দুঃঝাড়লেন এবং নদী থেকে পানি পান করলেন। এরপর তিনি চলে আশে, এবং তৎক্ষন হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, হে আবু ইসাক আল-গাফসুনী। যদি বাদশাহরা ও বাদশাহদের সাক্ষাৎ সত্ত্বা জানতে পারতে যে, আমার কী নিদমাত উপদেশ করছি তাহলে তারা আমাদের সুখ-ব্যাপ্তিপ্রদ জীবনের জন্য সারা জীবন আমার সাথে বিবাদ করত। তখন আবু ইসাক তাকে বললেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা এই শাস্ত্র এবং বিধান চায় কিন্তু তারা সরল পথকে চিনতে চুরি করেছে। ইব্রাহীম (র) তখন মুখে নিয়ে হাসলেন এবং বললেন, তুমি একথা কথা থেকে শিখলে? এভাবে তিনি সাধারণতে ভুলেন তার সাহীদের একটি দল নিয়ে অবস্থান করছেন এমন সময় তার কাছে একজন আরেকটি আগমন করলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনাদের মাঝে ইব্রাহীম ইবন আদাম কে? ইব্রাহীম (র)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়। তখন তিনি বললেন, হে আমার মনিব! আমি আপনার পোলাম। আপনার পিতা ইনতিকাল করে গেছেন এবং স্থানীয় কাহিন কাহার প্রচুর সম্ভাব রেখে গেছেন। আমি আপনার কাছে দশ হাজার দিনের নিয়ে এতে যাতে আপনি বালক মহার যাওয়া পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। আপনার জন্য একটি ঘোড়া এবং একটি খরচ নিয়ে এসেছি যাতে আপনি সর্বত্র হতে পারেন। ইব্রাহীম (র) অনেকক্ষণ দুঃখ করে রইলেন। এরপর মাথা উঠলেন করে বললেন, যদি তুমি সতর্ক হও তাহলে দিনের মধ্যে তুমি আমাকে জানাবে না। এরপর কথিত আছে যে, তিনি এরপর বলতে শুরু গল্প করেন, কাহিন থেকে সমুদর সম্পদ অর্জুন হয়ে এবং সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। এক সময় এক জায়গায় তার কোন একজন সাহীদ তার সাথে ছিলেন। তারা সেখানে দু’মাস অবস্থান করে কিন্তু তাদের সাথে কোন খাবার ছিলনা যা তারা থেকে পাও। ইব্রাহীম (র) তার সাধীকে বললেন, এ জঙ্গল প্রবেশ কর। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল ঠাণ্ডা দিন। তার সাধী বললেন, আমি জঙ্গলে প্রবেশ করলাম একটি গাছ দেখতে পেলাম যার মধ্যে রয়েছে বহু পীচ ফল। তা দ্বারা আমার বেগুন ভরে নিলাম। এরপর জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসলাম। ইব্রাহীম (র) বললেন, তোমার সাথে কী? আমি বললাম, পীচ ফল। তিনি বললেন, হে দুর্লভ সংগ্রহের অধিকারী। যদি তুমি দীর্ঘ ধরতে তাহলে পাকা খেজুর পেরে যেতে থেকে যেমন মারইয়াম বিন্দু ইমরানকে রিরিক দেয়া হয়েছিল।

একদিন তার একজন সাহী তার কাছে দু’রাকাত অভিযোগ করলেন। তখন তিনি দু’রাকাত আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া
সালাত আদায় করলেন। পরে দেখা গেল যে, তাঁর পাশেই বহু দীনার পড়ে রয়েছে। তখন তিনি তাঁর সাথে করলেন, এগোলো থেকে একটি দীনার তুলে নাও। তিনি তখন একটি দীনার নিলেন এবং তা দ্বারা তাদের জন্য খাবার খরিদ করে নিয়ে আসলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি কর্ম সম্পাদনকর্তার নায়ক কাজ করতেন। এরপর রাজার যোগে এবং ডিম, মাখন, কেন কোন সময় ভূমি গোলাপ, জৃয়বান নামক এক প্রকার মিষ্টি এবং খিচুড়ি কিনে আনতেন। এরপর এটা তিনি তাঁর সাথীদের থেকে দিতেন। তিনি স্যাম পালন করতেন। যখন ইফতার করতেন ক্রুটিপূর্ণ খাবার খেতেন এবং নিজেকে সুধা খাবার থেকে বর্ধিত রাখতেন। এভাবে তিনি লোকজনের সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য শীর্ষের বদলে আবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং তাদের সাথে বস্ত্র রস্তার জন্য নেক অচরণ করতেন।

একদিন ইবরাহিম ইবুন আদহাম (র) আওয়ামির সৈকাম হলেন। তখন ইবরাহিম খাওয়া ক্রুটি করলেন। আওয়ামির বললেন, এ ব্যাপারে তুমি ক্রুটি করলে কেন? তিনি বললেন, কেননা তুমি খাবারে ক্রুটি করেছ। এরপর ইবরাহিম (র) বললেন পরিমাণ খাবার তৈরি করেন এবং আওয়ামিরকে দাওয়াত করেন। আওয়ামির বললেন, তোমার কি আশাবাদ হচ্ছে না যে এটা আসরাফের বা সীমালং নয়? তিনি বললেন, 'না' সীমালং হচ্ছে আলাহুর নাফরমানীর ক্ষেত্রে। তবে কেন ব্যাকি যদি তাঁর ভাইদের জন্য খরায় করতে তাহলে এটা দীনের অতঅর্থ।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি একবার বিশ দীনারের বিনিয়োগে ফসল কর্তনের কাজ করতেন। একদিন তিনি ও তাঁর একজন সাথী একজন নাপিতের কাছে পিয়ারি বললেন যাতে সে তাদের মাথা মুখ করে এবং পীরাগুলো উপরের রক্ষণ করে চিকিত্সা করে। সে যেন তাদেরকে নিয়ে একটি বিশ্বকোষ করে। তাঁ তাদের থেকে অনেক প্রতি মুখ দুর্গোষ্ঠী বলে, এখানে আপনারা কি চান? ইবরাহিম (র) বললেন, আমি চাই যে, তুমি আমার মাথা মুখ করবে এবং আমাকে পীরাগুলো দুর্গোষ্ঠীর রক্ষণ করে চিকিত্সা করবে। সে তাঁ করল তাতে ইবরাহিম (র) তাঁকে বিশ দীনার প্রদান করতেন এবং বললেন, আমি চাই তুমি যেন এরপর কেন ফক্রকরে অবজ্ঞা না কর। মাদা ইবুন ইসা (র) বললেন, ইবরাহিম (র) স্যাম ও সালাত পালনের মাধ্যমে তাঁর সাথীদের চেয়ে অগ্রগামী হন বরং সত্যবাদিতা ও দাসবহুলতার মাধ্যমে তিনি তাদের চেয়ে অগ্রগামী হন।

ইবরাহিম (র) বললেন, "ক্ষতিরকম কিন্তু থেকে এরকম তোমারা পালিয়ে যাও সেখানে মানুষ থেকেও তোমারা পালিয়ে বেড়াও। জুমআর সালাত ও মুসলিম জামাআত থেকে পিছ হয়ে থাকবে না। যখন তিনি তাঁর সাথীদের কাছে সাহা আমে করতেন তখন তিনি তাঁকে হারিন হলেন। আর যখন তিনি কেন মজলিসে উপস্থিত হলেন তখন হামিদানের মজলিসের মাধ্যমে তুমি পাই বলে থাকতে। তারা তাঁর চেয়ে অন্যায় এতে নিরাপত্তা বজায় রাখতেন। আনেক সময় তিনি সুরক্ষিত আস-সাওরী সীমার ভাটে ভাটে পর্যন্ত আলোচনায় মম থাকতেন। আস-সাওরী (র) ইবরাহিম (র)-এর সাথে চিন্তা বলতে সত্যতায় অবলম্বন করতেন। একদিন তিনি এক বাক্যে বললেন, তখন হল যে, ইনিই তোমার মামারে হতাকারী। তখন ইবরাহিম (র) তাঁকে এগিয়ে দেওনে, তাকে সালাম করেন এবং তাকে উপটেকন প্রদান করেন। তিনি বললেন, আমি জানতে
পেরেছি যে, কোন ব্যক্তি ইয়াকীন বা বিশ্বাসের স্বাভাবিকতা পৌঁছেতে পারে না যদিও না তার শক্তি তাকে নিরাপদ মনে করে। এক ব্যক্তি তাকে বললেন, তোমার সৌভাগ্য যে, তোমার বয়স ইবাদতে শেষ করেছে এবং দুনিয়া ও শ্রী পরিবার বহন করেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার কি পরিবার-পরিজন আছে? তিনি বললেন, 'হা।' তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কোন সময়ে উপরাশ থাকার ভা-ভাব, কয়েক বছরের ইবাদতের চেয়ে উচ্চ। একবার আওয়ামী (র) ইবাদাহীম (র)-কে সেই থেকে দেখতে পেলেন তখন তার গর্বের ছিল লালকড়ির বোঝা। তিনি বললেন, হে আবু ইসলাহ! নিষ্ঠাবিহীন আপনার সাথে যে সব ভাই রয়েছেন তারাই এ বোঝাটি নিতে যথেষ্ট। ইবাদাহীম (র) তখন তাকে বললেন, আপনি চুপ থাকুন, হে আবু আমার! আমি জানতে পেরেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি হালাল রুজী অনেকের কঠিন অবস্থায় দিনাঁতিপাত করে তার জন্য আত্মীয় ওয়াজিব হয় যায়। একবার ইবাদাহীম ইবনু আলাহাম (র) বায়তুল মুক্তাসার থেকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন টল্লাড়র অধ্যায়নের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। অধ্যায়নের জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি গোলাম? তিনি বললেন, 'হাম' তারা বলল, 'তুমি কি পালাইয়ে যাচ্ছ?' তিনি বললেন, 'হাম'। তখন তারা তাকে নিরাপদ করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। বায়তুল মুক্তাসারের বাসিন্দাদের কাছে এ সংবাদটি পৌঁছার পর তারা তাদের অভিযোগ নিয়ে কারাগারের নায়িকার কাছে হাসির হন। তারা বললেন, ইবাদাহীম ইবনু আলাহাম (র)-কে কেন বন্দী করেছেন? তিনি বললেন, আমি তাকে বন্দী করিনি। তারা বললেন, অবশাশী করেছেন। তিনি এখন আপনার কারাগারে আছেন। তিনি তাকে তালক করলেন। উপস্থিত হবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কেন বন্দী করা হয়েছিল? তিনি বললেন, অদ্বিতীয়দেরকে জিজ্ঞাসা করেন। অদ্বিতীয় বললেছিল তুমি কি গোলাম? আমি বললেছিলাম, হাম এবং আমি আলাহার বাদা বা গোলাম। তারপর তারা বললেছিল, তুমি কি পালাইয়েন না? আমি বললেছিলাম, হাম। আমি যে ওনাহ থেকে পলায়ন করে এক বাদা বা গোলাম। এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দেন।

ঐতিহাসিকগত আওয়ামী উল্লেখ করেন। একদিন তিনি তার বন্দুকের সাথে পথ চলছিলেন। এমন সময় রাতায় একটি সিংহ দেখা গেল। ইবাদাহীম ইবনু আলাহাম (র) এটার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে সিংহ! যদি তোমাকে আমাদের সম্পর্কে কিছু হুমকি দেয় হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে যা হুমকি দেয়া হয়েছে তা তুমি করে নাও, নচেয়ে থাকো এসেছ সেভাবে ফিরে চলে যাও। ঐতিহাসিকগত বলেন, তখন হিংস্র-প্রাণীটি লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল। (ইবাদাহীম ইবনু আলাহামের বন্দুক বলেন।) এরপর ইবাদাহীম (র) আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, তোমারা বল, "হে আলাহাঁ! আমাদের এতটা আপনার একটি দৃষ্টি রাখেন যা কখনও ঘুমায় না, তোমার এমন সাহায্যে আমাদেরকে সাহায্য কর যা সাধারণত আপনি করার হয় না, তোমার কুদরতের মধ্যে আমাদের উপর রহন কর। আমারা মনে ধাঁস হয়ে না যাই। তুমিই আমাদের ভরসা হে আলাহাঁ! হে আলাহাঁ! হে আলাহাঁ!

খালক ইবনু তামিম বলেন, আমি এ দু'আটি শোনার পর থেকে আজ পর্যন্ত পড়ে যাইছি আমাকে চেয়ে না অনা কিছু কাজ করেতে পারেন।

উপরেরক্ষ বর্ণনাটি অন্যান্য পথায়েও বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন রাতে তিনি সালাত আদায় করিলেন, তার কাছে তিনিই সিংহ আগমন করল। এগুলোর একটি
প্রথমে এগিয়ে আসল, তার কাপড়ের গ্রাহ নিল। এরপর চলে গেল এবং তার নিকটেই নতজানু হয়ে বসে রইল। দ্বিতীয়টি এসে অনুরূপ করল এবং তৃতীয়টি এসেও অনুরূপ করল। অন্যদিকে ইবরাইম সালাতে মনোবিষ্ট ছিলেন। রাতের শেষে ইবরাইম (র) এখানে বললেন, যদি তোমাদেরকে কোন কিছু জন্য হয়ে হয়ে থাকে তাহলে এগিয়ে এসে, অন্যায়ের চলে যাও।

তখন সেদের চলে গেল। একদিন তিনি মসজিদে একটি পাহাড়ে চড়লেন। তার সাথে ছিলেন একদম নেক। তিনি তাদেরকে বললেন, যদি আল্লাহর ওলীদের মধ্য থেকে কোন ওলী কোন একটি পাহাড়ে বলেন, হেলে যাও, তখন তা হেলে যান। তার পায়ের নীলে পাহাড়টি নড়ে উঠল, তখন এটাকে তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন- স্থির হয়ে যাও। আমিতে শুধু আমার সাহায্যের জন্য উদারুত্ব বর্তিতে করব। আর পাহাড়টি ছিল জাবালে আবু কুবায়স।

একবার তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকায় আরোহীদেরকে চুক্তির তোলা হয়ে ঘিরে ফেলে। ইবরাইম (র) চাদর মুষি দিয়ে শয়ে পড়েন অথচ নৌকায়ের অন্য যাত্রীরা চৌকায় শুরু করে দিল এবং উঠলে: হে দু‘আ দুর্দাদ পড়তে লাগল। তারা তাকে জানানল এবং বলল, তুমি কি দেখি না যে আমারা কিরূপ মুসীবতে রয়েছি। তিনি বললেন, এটা কোন মুসীবতই নয়। মুসীবত হল মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য দরকার করা। এরপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের কাছে তোমার শক্তি প্রদর্শন করুন। সুতরাং এখানে আমাদেরকে তোমার ক্ষমা প্রদর্শন করুন।" তাঁর সাক্ষাৎ যেন একটি যাত্রুনের তেলের বড় পাত্র পরিষ্কার হল। একবার নৌকায় একজন নৌকায়ের চড়ার কাছে তার কাছে বাতার দুই দীনার দান করল এবং এটার জন্য জেদ ধরল। ইবরাইম (র) তখন তাকে বললেন, আমার সাথে চলুন, আমি আপনাকে আপনার দুই দীনার প্রদান করব। তাঁকে নিয়ে তিনি সাগরের একটি দীপে আগন করেন। এরপর ইবরাইম (র) যখন করে দুর্বিজাত সালাত আদায় করেন ও দু’আ করেন। তখন দেখা গেল, তার চারপাশে দীনারের ভূতি হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার প্রাপ্ত নিয়ে নাও, অতিরিক্ত প্রাহা করা না এবং কাহারুকে এ ঘটনাটি প্রকাশ করা না।

হয়াফতুল্লাহ মারাজামী (র) বলেন, একদিন আমি ও ইবরাইম (র) কূকার একটি ঝর্ণাবর্তী মসজিদে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমারা কয়েকবার অতিবাহিত করলাম কিন্তু এ কয়েকবার দিন আমারা কিছুই থেকে পেলাম না। তখন তিনি আমরা বললেন, মনে হয় যেন তুমি ফুরুহাত। আমি বললাম, হ্যা। তিনি একটি কাগজের টুকরা হাতে নিলেন এবং এর মধ্যে লিখলেন:

پیغمبرِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، أَنْتَ الْمَقْصُوْدُ إِلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ، الْمُشْرِقُ إِلَيْهِ

بِكَلِّ مَغْنِيٍّ,

أنَّا حَامِدُ أَنَا ذَاكِرُ أَنَا شَاكِرُ + أَنَا جَامِعُ أَنَا حَاسِرُ أَنَا عَارِ

هُيَّ سَيِّئَةٌ وَأَنَا الضَّمِينُ لِنَصِبُهَا + فَلَكُنَّ الضَّمِينُ لِنَصِبُهَا يَابَارِ

مَدْحُي لَعْبُ الخَيْرَةِ وَهْجُ نَارٍ خَصْصُهَا + فَأَجَزُّ عِيدُهَا مِنْ دُخُولِ النَّارِ

أَرْحَمُمُ "্পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। প্রতিটি অবস্থায় তুমিই লক্ষ্য বস্তু,
প্রতিটি অর্থে তুমিই কেউ বস্তু। আমি আলাইহ প্রশন্তকারী, আমি সরাসরি, আমি সোকর গোয়ার। আমি মুখোষ, আমি নির্দী সিপাহী, আমি বহুদী। এগুলো হল ছায়া। আমি তার অর্থের মিথিলার। হে আলাইহ! তুমি বাকী অর্থের মিথিলার হয়ে যাও। আমার দ্বারা তুমি বাতীত অনেক প্রশন্ত, আপনি অনেক করে তা প্রজুলিত করার নয়। এরুপ যদি কোন সময় হয় তাহলে তুমি তোমার বাদামকে জাহাঙ্গিরের প্রেম করিয়ে প্রতিদিন দাও।”

এরপর তুমি আমাকে বললেন, এ কাগজের দুকারটা নিয়ে বের হয় যাও কিন্তু মহাপাত্র আলাইহ তা আলাইহ বাতীত অন্য করা সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। প্রথম যে লোকটির সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে এ কাগজের দুকারটি প্রদান করবে। আমি বের হলাম, দেখলাম একটি লোক খচ্ছে সওয়ার হয়ে এদিকে আসছেন। তাকে আমি পড়তে ডিনিম। তিনি যখন এটা পাঠ করলেন, তখন কান্দলেন এবং আমাকে হাত দিয়ে প্রাণ প্রদান করলেন ও চলে গেলেন। খচ্ছে সওয়ার ব্যক্তি সঙ্গে আমি একজনকে জিজ্ঞসা করে জানতে পারলাম যে, এ ব্যক্তি একজন কৃষ্ণন। এরপর আমি ইবরাহিম (র)-এর নিকট আসলাম এবং তাকে যাবতীয় সাবধান প্রদান করলাম।

তিনি বললেন, এখন কেউ আসবে এবং সালাম দেবে। কিছুদিনের মধ্যেই এক ব্যক্তি আমাদের করেন, ইবরাহিম (র)-এর মাঝার উপর ঝুকে পড়েন এবং সালাম করেন। ইবরাহিম (র) বলছিলেন, আমাদের প্রকৃত মনস্থ সামনে এবং আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের অন্ত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। এরপর কেউ যাবতীয় এবং কেউ যাবতী জাহাঙ্গিরে। তোমার কি চেয়ের সামনে প্রতিজ্ঞামান হচ্ছে না তোমার কোথায় হয়ে যাওয়ার জন্য নিয়েছিলি মৃত্যুর প্রেমের ও তার সাহায্যকারীদের উপস্থিতি? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি। কবর অবস্থান এগুলোর অর্থ পরিকল্পিত এবং মুক্তাকর পরিকল্পিত কি বাদাম। জন্ব প্রতিজ্ঞামান হয় না? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি? কিয়ামতের মৃত্যু-তীর্থী, দুঃখকষ্ট, আলাইহ ক্ষুদ্র উপস্থিতি ও হিসাবের মুক্তাকলা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া কি বাদামের চেয়ের সামনে তেড়ে উঠে না? লক্ষ্য কর তখন কিভাবে সংঘটিত হবে তোমার বিষয়টি? এরপর তিনি একটি দীর্ঘ মিলন ও বেদমিল হয়ে গেলেন। তুষ্ণ হওয়ার পর তার কোন একজন সাহায্য দিকে নয় করে সেখান থেকে সে হাসছে। তখন তিনি তাকে বললেন, যা হবে না তার প্রতি লোভ করো না; যা হবে তাতে ভুলে যেও না। তাকে বলা হল, কেমন করে এরুপ হবে জা ইসহাক! তখন তিনি বললেন, বেঁচে থাকবে লোভ করো না অর্থ মৃত্যুর তোমাকে ভাঙ্গো না। যে মরে যাবে সে কেমন করে হাসে, সে জানে না কেনার তাকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে, জানুলে না জাহাঙ্গিরে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে? তুমি এ কথা ভুলে যেও না, মৃত্যুর তোমার কাছে সকলের আসতে পারে কিন্তু বিকালেও আসতে পারে। এরপর তিনি বললেন, উহ উহ এবং তিনি বেদমিল হয়ে পড়লেন।

তিনি বললেন, আমাদের মতে লোকের কাছে আমাদের অভাব-অভাবের অভিযোগ করার অভিন্ন হই। আবার আমাদের প্রতি পালকের কাছে অভাব-অভাবের দুঃখতে কারণ কথ্য ও প্রাণে পাল্লিতে আরেখ করেছিলা। এরপর তিনি বললেন, সমস্ত ঐ বাদাম জন্য সে দুইনিকে ভালবাসল কিন্তু তার মনের কোনারে যা রয়েছে তা ভুলে গেল। তিনি আরো বললেন, যদি তুমি রাতে থাক নিদ্রিত, দিনে থাক হয়রান পেরেশান এবং গনাহর মধ্যে সব সময় নিমজ্জিত তাহলে তুমি এ সত্ত্বায়কে কেমন করে সত্ত্বু করতে পারবে যদি তোমার যাবতীয় ব্যাপারে সজ্জা।
তার কোন এক সাথী তাকে বৈবাদ্যের মসজিদে দেখতে পান। তিনি তখন কঠিন ছিলেন এবং 
মাঝায় হাত দিয়ে আঘাত করিয়েছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন কঠিন ছিলেন? 
তখন তিনি বললেন, আমি ঐ দিনটিতে খর্জ করছি যেননি অত্যন্ত ও মোহাম্মদুর্মুখ বিপর্যুত হয়ে 
পড়তে। তিনি আরো বললেন, নিম্নসের তুমি যখন গভীরভাবে তাওবার আম্যানায় নবম করতে তখন 
তোমার কাছে তোমার কর্মক দৃষ্টির প্রখ্যাতে পেয়ে যাবে।

তিনি আস-সাওরী (র)-এর কাছে লিখেন: কোন ব্যক্তি যদি তার কার্যক্ষম বস্তুটি চিনতে 
পারে তাহলে তার তার জন্য নাহি হয় যাবে। যে ব্যক্তি নিজের নয়নকে যথেষ্ট নয় করতে হোক দেবে তার দূরখ বেড়ে যাবে। তার তার আশা ছেড়ে দেবে তার আমল 
খারাপ হয়ে যায়। যে তার জিহ্বা বা ভাষা ছেড়ে দিল সে যেন তার নিজেকে হত্যা করে। কোন 
এক শাসক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার জীবিকা কোথা থেকে আসে? তখন তিনি নীচে 
উল্লেখিত করিতে পারেন।

ন্যায দ্বিতীয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় + পর্যায পর্যায পর্যায

অর্থাৎ, "আমাদের দীনাটকে টুকরা টুকরা করে আমাদের দুনিয়া তাকে আমরা তালি দেই। 
অথচ আমাদের দুনিয়া বাকী থাকবে না (চিরক্ষরী হবে না) আর আমরা যা তালি দিচ্ছি তাও বাকী 
থাকবে না।" নিম্ন বর্ণিত পঞ্চিকলো দিয়ে প্রায় সময় তিনি উদাহরণ পেশ করতেন।

লামা তুষ্ট দিনীয় হই মন শ্রোত্রহয় বামুন ক্ষেত্র সাসু প্রস্তু নযায় মনায় নায় নায় 
+
লামা তুষ্ট দিনীয় হই মন শ্রোত্রহয় বামুন ক্ষেত্র সাসু প্রস্তু নযায় মনায় নায় নায়

অর্থাং, "ভেতুকুন্ত দুনিয়া তার অকল্যাণগুলোর মাধ্যমে হৃদয়কে দিয়েছে, শীঘ্র কাননা কোন এক 
সময় থেমে যাবে। অন্যথায় আর কোন মন বস্তুটি কি তাকে কোথায় পাওয়া? দুনিয়ার মন্দ্বুলার 
মধ্যে কোন অনরুঘ ও প্রশান্ত নেই। যখন কোন বান্ধা দুনিয়ার চাষক্ষীর দেখতে পাওয়া তখন 
তাকে রাগত জানায় যেন দেখতে যে সব দূরখ-দূর্ধার সমূহহয় হবে এখনই তা দেখেছে 
এবং জন্মে (এগুলো সহ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।)" তিনি আরো বলতেন।

রাইত দুনিয়াত মৃত্যুত কালোত ও বোঝায় তাদের তালা আধ্যাত্মিক হয় 

+ 

রাইত দুনিয়াত মৃত্যুত কালোত ও বোঝায় তাদের তালা আধ্যাত্মিক হয় 

অর্থাৎ, "পাপকে দেখেছি তাতে অত্যন্ত মরে যায়, পাপের বিদ্রীষ্টিত অত্যন্ত এক অমানুষ ও 
লাগিতে করে। তাই পাপ বর্জন অত্যন্ত জন্য নবজীবন লাভ। নফালের অভ্যাসে তোমার আমার
জন্য মঙ্গল। দেশের দুই শাসকবর্গ, জানপাপীরা এবং তথাকথিত সংসার তাপীরা দীনকে বিপর্যয় করে। তারা (কাজকর্মে) নিজেদেরকে বিক্ষু করেছে কিন্তু তারা তাদের মুনাফা (সওয়াব) হয়নি। আর বিক্ষু কালে তারা চাড়া মূলাও পায়নি। তাই সম্প্রদায়ের লোকবারা তথা জনসাধারণ মৃত দেহের স্তূপে বিচ্রণ ও বসবাস করতে বাধ্য হয় যে মৃত দেহের দুর্গন্ধ বুকিমানের কাছে অপ্রয়োজন নয়।”

তিনি আরো বলেন: তোমার লালিত পরহেমারী তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন
tোমার অস্ত্রে সমন্ত সূক্ষ্ম একই বিভাগ যাবে। আর তুমি তোমার পাপের কথা আধ্যাত্মিক
করবে ও তাদের (অপরের) দোষ বর্জনা থেকে বিরত থাকবে। তাই মহান প্রতিপালকের সতুষ্টি
লাভের লক্ষ্যে বিন্ধ চিত্তে তোমার সুন্দর সুন্দর কথা বলা উচিত। তোমার পাপের পরিপূর্ণতির কথা
চিত্ত কর এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে তুমি প্রত্যাবর্তন কর, তাতে তোমার অস্ত্রে পরহেমারীর বীজ অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তোমার প্রতিপালক বায়ুতি সকলের থেকে লোভ-
লালসা তাঙ্গ কর। তিনি আরো বলেন: এটা মহবারের চিন্তা নয় যে, তুমি এমন বস্তুকে পসন
kবে যা তোমার বস্তুকে কাছে অপসন্ধিত, আমাদের প্রভু দুনিয়াকে খারাপ বললেন, আর আমার
তার প্রাণসা করিচ। তিনি দুনিয়াকে অপসন করেন আর আমারা তা পসন করি।
তিনি দুনিয়ার প্রতি অনাস্বত বলে প্রকাশ করি অথচ আমারা তাকে আধ্যাত্মিক দেই এবং তার অববাহে আমারা হই অতিশয় উৎসাহী।
তিনি দুনিয়াটা ধর্মের বর্ষাকালে যাওয়ার কথা তোমাদের কাছে অন্তঃকিলে করিয়ে আছে তোমার কথ৷
কে সুরক্ষিত দুঃখ বলে মনে কর। তিনি তার অববাহে করিয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেন অথচ তোমারা তা
অববাহে করে। দুনিয়ার ধন-সম্পদ কুশ্চিত করার ব্যপারে তিনি তোমাদেরকে ভয়-তীতি প্রদর্শন
kরেন অথচ তোমারা তা কুশ্চিত করে; দুনিয়ার ধারাবাহিক আত্মার হৃদয়ে তোমাদেরকে এ
ধারাবাহিক প্রতি আহ্বান করেছে। আর তোমারা এগৌলো নামক আহ্বানে অতি দৃঢ় সাধা
dুনিয়া তার শোকানীয় বন্ধুগোলার মধ্যে তোমাদেরকে প্রত্যিত করেছে ও তার আশা-আকাশের কাছে বাক্য করেছে, তোমারা নিম্ন চিত্তে এ বসন্তে আকাশগোলার প্রতি অনুন্নত প্রকাশ করেছে; দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চারিচক্ষুর মধ্যে তোমারা
গড়ান্ড করেছে; দুনিয়ায় আরাম-আয়নে তোমারা বিচ্ছেদ করেছে; দুনিয়ার শোকানীয় বন্ধুগোলার
উপভোগে মন্ত রয়েছে; এগৌলোর কিছু ধাওয়ার জন্য নিজেদেরকে কর্তৃক করেছে; লোক-লালসার
বিরোধীরকে মূল উৎপাত করেছ; লোকাদের কোনো দর্শন রীতে খনন কর।

একদিন এক ব্যক্তি তার কাছে বীজ সংস্থা-সন্ততির আধিক্যের অভিযোগ পেলেন। তখন
tিনি বলেন, তাদের মধ্যে থেকে এমন ব্যক্তির আমার নিকট প্রেরণ কর যার আরিকের ব্যবহার
করা আলাদা হয়। তখন লোকটি চুরি করে গেল।

তিনি আরো বলেন, একদিন আমি কোন এক পাঠাড়ে গমন করলে একটি পাখরে দেখতে
পেলাম যার মধ্যে অর্থীতে লিখা ছিলঃ

ক্লি হই ৰি বি নিয়ন্ত্রিত ফসন্ন উপনিষদ যি সঙ্ক্ষিপ্তি।
ফাইমাল্লাহ এবং অ্যাডাম এবং মৃত্যু পাশে গিয়ে জীবনের প্রত্যাশা করে। সুতরাং বর্তমানে কাজ কর ও কঠোর পরিশ্রম কর হে হতভাগা! মৃত্যুকে ভয় কর।”

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বলেন, আমি সেখানে দাড়িয়ে তা পড়েছিলাম এবং কাঁদিছিলাম। হঠাৎ সেই একজন কেশধারী, ধুলাবলিত পরিপূর্ণ পশমের তৈরি যন্ত্র জামা পরিহিত এক ব্যক্তি উপস্থিত, সালাম করলেন এবং বললেন, তুমি কেন বাড়ি? আমি বললাম, এটা পড়ে আমি কাদি। তিনি তখন আমার হাত ধরলেন এবং কিছুদূর আগসর হলেন। সেখানে দেখলাম, মহরের নায় একটি বিরাট পাথর। তিনি আমাকে বললেন, এ লেখাগুলো পড়, দৃষ্ট কর এবং এ কৃপণতা করো না। এ কথা বলে তিনি দাড়িয়ে এবং সলাত আদায় করতে লাগলেন।

পাথরের উপরের আরবী ভাষায় স্পষ্ট নকশা ছিল:

لا ينبغي جاهًا واجاهك ساقطًا و عند المليك و كمن يرجب مصليًا

অর্থাৎ: “পদরমাণার অভ্যন্তর না এবং সেখানে প্রতি কাজে তোমার পদরমাণার লেখা পেয়ে যাবে (একদিন)। সুতরাং তোমার পদরমাণার ব্যাপারে আপনাকের হের যাও।”

পাথরটির এক পাশে স্পষ্ট আরবীতে আরে একটি নকশা ছিল:

من ثم يدق بالفضاء والقدر لا شيء هاموما كبيرة الصغر

অর্থাৎ: “যে ব্যক্তি তাকেনার উপর অভিলিখিত থাকে না সে অত্যন্ত ফতেকির উদ্ধৃতিতের মূখোমুখি হবে (একদিন)।”

পাথরটির বাম পাশে আরবীতে অন্য একটি স্পষ্ট নকশা ছিল:

ما أرْيَنَ النثاق وما أفتَحَ الغىنا + وكَل مَخْمَصُ بِمِجْنَان + وعِندَ الله الجَرَاء

অর্থাৎ: “পরাহমানী কতই না সৌন্দর্যময় এবং গালি-গালাজ কতই না কৃতস্ত। এইটি গালী তার অর্জিত কাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল এবং আল্লাহর কাছে রয়েছে তার ত্রিতীয়।”

মহরের নায় জীবনের কঠোরগাম উপরে লিখিত ছিল:

إِنَّمَا الْفَوْقُ وَالْعِنَٰفٌ وَ فِي نُقُفِ اللَّهِ وَالْعِمَٰلِ

অর্থাৎ: “সফলকাম ও সম্পর্কে অধিকারী হওয়া কর্তব্য সাধন ও আল্লাহর চাইতে মধ্যে নিহিত।”

তিনি আরে বলেন:

‘যখন আমি এটা পড়ে শেষ করলাম নয়, দেখি সে লোকটি সেখানে আর নেই, জানি না তিনি কি চলে গেলেন, না আমার থেকে আড়াল হলেন।

তিনি আরে বলেন: “কিয়ামতের দিন দাড়িপালায় ঐ আমলটি হবে সবচেয়ে ভারী যা আমলকারীদের শরীরের উপর অন্যান্য আমলের চেয়ে বেশী ভারী। যে ব্যক্তি কেন একটি কাজ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খন্ড)—৩২
পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে সে তার পরিপূর্ণ মজুরী পায়। আর যে ব্যক্তি মোটেই আমল করল না সে ব্যক্তি দৃঢ়তা থেকে কম-কেনী আমলবিহীন অবস্থায় আধিপত্য চাল যাবে।

তিনি আরো বলেন: “যে শাসক নায়েরপরায়ণ হতে পারেন না তিনি ও চার একই পর্যায়ের ব্যক্তি, যে আলিম পরহেয়গার হতে পারেন না তিনি ও নেকড়ে একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি আলোক বাতিতে অনেকের বিপদকার করে এবং কুকুর একই পর্যায়ভূক্ত।

তিনি আরো বলেন: “যে ব্যক্তি আলোকের ইবাদতে আলোকের জন্য লাভিত হন তার উচিত নয় যে, তিনি তার ক্ষতি অবস্থায় আলো ব্যাপীত অনেকের কাছে লাভিত হন। তাহলে এটা কেমন করে ঐ ব্যক্তির জন্য সভ্য হবে যিনি আলোকের নিব্যামতে অবগামন করছেন এবং এটা তার জন্য যথেষ্ট।”

তিনি আরো বলেন: “আমাদের কথায় এরাব (বের, ফর ও পেশ) দিয়েছি তাই আমরা তুল করিন। আর আমরা আমাদের আমলে তুল করিয়েছি, ইরাব দেয়ার সুযোগ পাইনি।” তিনি আরো বলেন: “যখন আমরা কোন বৃক্ককে মজলিসে বিনা কারণে কথার বাধা বলতে দেখতাম তখন আমরা তার কল্যাণ থেকে নিষাণ হয়ে পড়তাম।” তিনি আরো বলেন: “উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ! মানুষ থেকে এক পাশে সরে দীঘো ও কিছু জুমুক্ত ও জ্ঞানাত্মক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না।”

হাফিজ আবু বকর আল-খাতিব (র) বলেন, কার্য আবু মুহাম্মদ আল-হোসান ইবনে হোসান ইবন মুহাম্মদ ইবনে যামিন আল-ইসতরাবাদি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-ইমামী আল-শিরায়ি (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাহী আহমদ ইবনে খাবরাদ আল-আহওয়ায়ি (র) বলেন, আমারকে হাদিসের বর্ণনা করেছেন আলিম ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসিম। তিনি বলেন, আমাকে হাদিসের বর্ণনা করেছে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হাদিস। তিনি বলেন: আমি সারে সাক্ষীকে বলতে শুনেছি। আমি বিশেষ ইবনে আল-হাজিফ আল-হাফিজ (র)-কে বলতে শুনেছি। ইবন ইবনে আদহাম (র) বলেন, এককু আমি এক সংসার তাপী সন্ন্যাসীর কাছে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি তুলতে তাকালেন। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি তখন বলতে লাগলেন।

খুদের নাস্তা জানিবার + কেন বংচাই রাহিবার
ইন্‌ দেহার ওলতিনি + কেন্দ্রী আলোঞ্জানিবার
قالبِ التَّنَاسَ كِفْف + شَيْطَناً تُجَدَّهُمُ عَقَرَاً

অর্থাৎ “মানুষ থেকে পৃথক থাক, দৃষ্টমনের প্রতি সন্ন্যাসীর হও। যুগ আমাকে হায়া দিয়েছে, বহু আদর্শ বহু আমাকে প্রদর্শন করেছে। মানুষকে যেরূপ চাও বস্ত করে নাও। তাদেরকে বিচ্ছু সরুশ পাবে।”

বিশেষ (র) বলেন, আমি ইবনে ইবাহিম (র)-কে বললাম, এটাও তোমার জন্য ছিল সন্ন্যাসীর নসিহত। তাই তুমি আমাকে কিছু নসিহত কর। তখন বলতে লাগলেন।

নির্মান মন্ত্র জানিবার পাঠিয়ে মুসলিম + ও অন্তর্গত হলো ও ভিপ্য সাহসী
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

২৫১

কেন সময়ের ফলে মনে নেন আমি + কেন অন্যদিনে মানের মেজে ফলি নিন্দায় বাংলা এবং মা ফলি আমি মানে মাজে ফলি মানে মাজে

ফলি নিন্দাইয় যেন মানে মাজে + তবু কেন ফলি মাজে কি সর্বত্র ফলি মাজে + তবু কেন নিন্দায় মাজে

অর্থাৎ তাইয়ের থেকে একা হয়ে পড়। বোসন বং খোঁজ করে না, কাউকে বদ্ধ করে না, কোন একদিন খোঁজ করে না। আমাদের বং বং খোঁজ করে যাও। যদিও তাহার পক্ষে সম্ভব এক দিক সরে অবস্থান কর। কেননা সমাজের প্রশ্ন-গীতি, ব্যাপ্তি ও ভয়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন তুমি শুধু দেখেছ প্রাণ্যর বদ্ধ ও মিথ্যাবাদী। তখন আমি বললাম, যদি এটাকে দৃঢ়তা বলে আখ্যায়িত না করা হত এবং আমার অবস্থাকে তুমি অপরিহার্য না করতে তাহলে আমি বলতাম যে, তুমি সম্ভালে হয়ে গেছ।

সরী (র) বললেন, 'তখন আমি বিশর (র) কে বললাম, এটাতে ছিল তোমার জন্য ইব্রাহীম (র) এর প্রদত্ত নসীহত। তুমি এখন আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন, তোমার উচিত অপরিচিত থাকা ও ঘর বসে থাকা।' তখন আমি বললাম, আল-হাসান (র) থেকে আমি জানতে পেরেছি, তিনি বললেন যাতে রাতের আগমন না ঘটত এবং ভয়ের সাথে মুলকাত না হত তাহলে আমি কখন মুতাবর্তণ করব তার কোন চিন্তাই করতাম না। তিনি আরো বললেন তাকে লাগলেন:

যার সময় বিশ্বাস আকাশের একজন + মহামাত্র মানে শিব ব্যাপারে

খালি বলিবো মনের অপরিচিত + প্রশ্ন বিষয় প্রশ্ন বিষয়

সরার মঞ্চে যে সব উচিত + হয়ে মানে মানে

অর্থাৎ তখন মানে যে ভয়ের সাথে শখ হও তাকে তুমি ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি শায়তানের থেকে বং খোঁজ থেকে বং খোঁজ যাও। কিন্তু আগমন থেকে বং খোঁজ এর অন্তর্বে চিন্তা হয়েছে। দুর্দান্ত বললাম এবং হারান্ত মানে বং খোঁজ হতে পড়েছে। তুমি যাদুরকে দেখেছ তাদের মজালি ও তাদের কথাবাদা সমাপ্ত হয়ে করতে ও অন্তর্ভূমি মূঢ় ঘটাতে নিয়মিত হয়ে পড়েছে।'

আল-হালাবী (র) বললেন, আমি সরীকে বললাম, এটাতে ছিল বিশর (র) এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন তোমার উচিত মূলকাত হয়ে যাওয়া। আমি তাকে বললাম, এটা আমি পসন্দ করি। তখন তিনি বললেন:

যামে বিরুদ্ধে বিষয় - ইশারায় + তখন হয় ইশারায় + কর্তৃক মঞ্চে + সর্বমাত্র + এতে যাতে এতে + নিয়ে মানে মানে + নিয়ে মানে মানে।
অর্থাৎ “হে মানুষ! যে নিজের ধর্মাবলম্বী মূলচিহ্ন হতে ইচ্ছা করে। যদি তা সত্যই হয়ে থাকে তাহলে তুমি কয়েকটি কাজের জন্যে তৈরি হয়ে যাবে। হে ভাই! জুলিস ও পর্যালোচনার সভা ত্যাগ করতে হবে, সালাত আদায়ের জন্যে বের হওয়াকে চিত্রার মধ্যে রাখতে হবে। বরং তুমি এ পৃথিবীতে এমনভাবে বেঁচে থাকবে যেন তুমি এরপূর্ণ মৃত্যুয়ে প্রতিক্রিয়ারাও তোমার সাথে সাক্ষাতের আশা করতে পারে না।

আলী ইবন্ন মুহাম্মদ আল-কাহবি (র) বলেন, আলী হালাবি (র)-কে বললাম, এটাতা ছিল তোমার জন্য সারাং নসীহত। এখন আমাকে এটা নসীহত করুন। তিনি বললেন, “হে আমার ভাই! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার হল যা দুনিয়ায় অবস্থানকারী পরহেয়গারের কল্য থেকে আল্লাহর দিকে আরোহণ করে। সুতরাং দুনিয়ায় পরহেয়গার হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে আলবাসবেন।” এরপর তিনি বলতে লাগলেন:

অন্ত ফি দার শিকাত + ফটাহাভ লাশতাক
+ আজ্জলেল দেনিয়া কোয়াম + সম্মতে হুমায়ুন +
+ আজ্জালেল আফতার আনাএ + মাসমতে হুমায়ুন + ফাতাক।

অর্থাৎ “তুমি এমন এক জগতের বাসিন্দা যেখানে লোকেরা শক্তি বিপদে ঝুঁকি হয়। সুতরাং তুমি এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন প্রাপ্ত হওয়া কর। দুনিয়াতাকে এমন মনে কর যেন তুমি পৃথিবীতে তোমার আশা-আকাশতে পৃথং করা থেকে নিঃশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর তোমার মৃত্যুর দিন যখন দুনিয়া নিঃশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন সেদিন তুমি ঈদুল ফিতর উদযাপন করবে।”

ইবন্ন খারিয়াদ (র) বলেন, আলী আলী (র)-কে বললাম, এটাও ছিল তোমার জন্য আল-হালাবি (র)-এর নসীহত। এখন তুমি আমাকে একটু নসীহত কর। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি সময়ের প্রতি লঙ্কা রাখ এবং আল্লাহর সর্বভূত জন্যে নিজের উপর প্রত্যয় স্থাপন কর। তোমার অস্তর থেকে পর্যায় জিনিস পাত্রের মহকুম বের করার দাও, তাতে তোমার গোপন রহস্য তোমার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। তোমার সম্পর্কে আলোচনা সকলের কাছে স্থান পাবে। এরপর তিনি আমার উদ্দেশ্যে নিষের পঞ্চিগুলো আবৃত্তি করলেন:

খারিয়াল অন্তরানি তাদের কলাম + মসী নিশ্চিতে দেখিয়ে প্রাপ্ত হয়।
+ ফ্যারাহিন ফিন ফারতিস ফিউমাল + মানুষ মুগল হুমায়ুন + রোজাল।
+ প্যামাইন্ড মাইজিক ফি কল সাউন্ড + উরফার্ক হামার মাইজিখ ব্যাক হেলে।

অর্থাৎ “তোমার জীবনের সময়কালে কয়েকটি স্বাস-নিশানার সময়। যখনই এগুলো থেকে কোন একটি চলে যায় তখনই হয়ে এর দ্বারা একটি অংশ-হায়স পেয়ে যায়। এমতাবস্থায় তুমি সকল বেলায় ক্ষুদ্রতর অবস্থায় অতিবাহিত কর এবং অন্যা বিকাল বেলায়ও অতিবাহিত কর। প্রতিটি মুহুর্তে যে সত্য তোমাকে মানে রাখে তিনিই তোমাকে মৃত্যু দান করবেন। যে বস্তুটি তোমার ঠান্ডাও তামাশা বৃদ্ধি করে তা নিয়ে রাগানিত অবস্থায় সবারকে তাদের তোমাকে বাধা করছেন।”
আবু মুহাম্মদ বলেন, আমি আহমদ (র)-কে বললাম, এটাতে ছিল তোমার জন্য আলী (র)-এর নসিরহত। তুমি আমাকে কিছু নসিরহত কর। তখন তিনি বললেন, যে আমার ভাই তোমার উচিত বিবাদে লেগে থাকা। কানাহাত বা অর্জ তুষ্ট থেকে পৃথক হওয়াকে বর্জন করা। আধিরাতের তোমার নিজের ঠিকানাটা বিবাদ কর, স্বয় প্রুতীকে আঘাতকরণ প্রদান করবে না এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আধিরাতেকে বিক্রি করবে না। যা তোমার কোন উপকারে আসবে না তা বর্জন করার মাধ্যমে তোমার উপকারে আসবে তা গ্রহণ কর। এরপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে কবিতা আবৃত্তি করেন।

নদিমে উঠে যাক মন্ত্র নসিয়াম + ওম যেন মাত্রে তোমার বিশ্বে যান্ত্র নি নিদ্রি মাত্র + নামাজ + নামাজ + নামাজ।

ফলিদে লেগে যাও অনিবা র কালাত + সবুজ কারো + সবুজ কারো + সবুজ কারো।

অথও আমার দরিয়া যা কিছু ঘটে সেই তার জন্য আমি আত্মরক্তভাবে লজ্জিত। যে বাকি নফসের চাহিদার অনুসরণ করে তাকে লজ্জিত হতে হয়। তোমার সাহায্যে তীব্র-সক্রিয় হয়ে পড়েছে এ ভেবে যে তোমার তোমার মৃত্যুর পর নিরাপত্তা সুখী পাবে না। অচিরেই তোমার এমন এক নায়িকা প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে যিনি কোন দিনও কারো উপর যুলুম করেন না। যে তোমার দুনিয়ার সাধ্বে প্রতীতিত, তার জন্য কোন ধর্ম প্রদানকারী নেই। কেননা তোমার জেনে রেখা যদিও চলার পথে কারো পা ফসকে যাও তাহলে তাকে লজ্জিত হতে হয়।

ইবন যামিন (র) বলেন, আমি আবু মুহাম্মদ (র)-কে বললাম, এটাতে ছিল তোমার জন্য আহমদ (র)-এর নসিরহত। তুমি আমাকে কিছু নসিরহত কর। আবু মুহাম্মদ (র) বললেন, জেনে রেখা, আল্লাহ তাঁ-আলা তোমার প্রতি রহম করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা-আলা তাঁর বানাদের এমন পর্যায়ে অন্তধার করেন যেখানে তাদের অনিবার্য দুঃখ দূর্দশার কারণে অপরাধিত হয়েছে। এখন তুমি লক্ষ্য রেখা তোমার অতর কোন পর্যায়ে পঞ্চ। আরো জেনে রেখা আল্লাহ তা-আলা বানাদের অতর একটি নিকটবর্তী হয়ে যান যতদূর নৈক্য তোমার তাঁ থেকে অর্জন করেছে। তারাও আবার তাঁ একটি নৈক্য হাসিল করে যতকোনো তিনি তাদেরকে তাঁর কেন। এখন তুমি তোমার অতরের নৈক্যের প্রতি লক্ষ্য কর। এরপর তিনি আমার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করেন।

ফলিদে রুহের দিয়া নিহা ত্রাস + ওরো রুহের অন্তরে হার্ডে নিমন্ত্রণ হয়েছে।

নতুন নিহা নিন্দা ফুলে + বায়োর তুমিদের জীবিত হয়েছে।

লেখা কবিতা যেমন মূখ্য পুরুষের ওপারে বোধ হয়েছে হেলি।

অথও মানুষের অন্তরগুলো পর্যায়ে তিনি অবতরিত। আর রহস্যলো সেখানেই মিশে অবস্থান করছে। মানুষের কল্যাণ আল্লাহর নৈক্যের পদর্থ কর্তারিত হয়েছে। নৈক্যের চতুর্থ তাঁদের জন্য রয়েছে সুধুমাত্র তাঁর দায়ি খোর করার উপকরণ যা মহাসামানী আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।
আল-খাতীব (র) বললেন। এরপর ইব্রুন যামিন (র)-কে আমি বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য আল-হুমায়নী (র)-এর নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তোমি তখন আমাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর প্রতি আস্ত্রী রেখো, তাঁর প্রতি অবহস্ত আরোপ করো না। কেননা তোমার জন্য তাঁর ইতিহাসে, তোমার নফসের জন্য তোমার ইতিহাসে থেকে শুরু এবং তিনি আমার উদ্দেশ্যে কিছু অবৃহ্ম করলেন।

ক্ষুদ্র তোমার নর্তের জন্য + তাঁকে কিছু সহজে জন্মে তুমি সাধারণ +

অর্থাৎ “আল্লাহকে বেশির হলে, লোকজনকে এক পাশে রেখে দাও, বেভারে ইচ্ছা মানুষকে পরীক্ষা করে নাও, তাদেরকে তুমি ভয়ে সদৃশ পাবে।”

আবুল ফারাজ গায়হুসের সুরী বললেন, তখন আমি আল-খাতীব (র)-কে বললাম, এটাতো ছিল তোমার জন্য ইব্রুন যামিন (র)-এর একটি নসীহত। তুমি আমাকে কিছু নসীহত কর। তিনি বললেন, তুমি তোমার নফস সবদ্বারে সতত্ব থাক। কেননা এটা তোমার দুশ্মনদের মধ্যে বড় দুর্ভাগ্য। যদি তুমি নফসের অন্ধ-আকাহার অনূর্ধ্ব কর তখন এটাই হবে তোমার জন্য অবসান ক্রিয়া। নফসের বিকৃত আল্লাহ তাঁর প্রতি ভয়-ভীতিতে রাগত জানাও। নফসের তথাকথিত গৌণলক্ষে কলমে বারবার স্বর্ণ করবে। কেননা এটা মন্দ ও অশ্রুখ্যতা হলে বার বার নির্দেশ করবে। যে নফসের অনূর্ধ্ব হয় তাকে নফস ধ্বংস ও মৃত্যুবদ্ধ থাকে পূর্ণিমা দেয়।

তুমি প্রতিটি কাজে সতত্বের উপর নির্ভর কর। তুমি খেয়াল-শীলের অনূর্ধ্ব কর যে তাহলে এটা তোমাকে আল্লাহর রাজত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কর দেবে। যে নিজ কামনা-বাসনার বিকৃত করে আল্লাহ তাঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি চিন্তাবাদী জানাতে তাঁর থাকান ও বিশ্বাসার করিন।

এরপর তিনি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে কিছু অবৃহ্ম করেন।

ক্ষুদ্র তোমার নর্তের জন্য + ফাইল নর্তের জন্য +

অর্থাৎ “তুমি যদি তোমার দুনিয়া ও আবিষ্কারের কাজে প্রকৃতি হিসাবে লাভ করতে চাও তাহলে নফসের কামনা-বাসনার বিবাহিত কর। কেননা কামনাই যাবতীয় বিপর্যয়ের মূল।

ইব্রুন আসাকির (র) বললেন, এ তথ্যটি সর্বক্ষণ রয়েছে যে, ইবরাহীম ইব্রুন আদাম (র) এক বাণিজ্য হিজরীতে ইন্টিকাল করেন। অন্য একজন বললেন, একটি হিজরীতে। আবার কেউ বললেন, তেত্ব হিজরীতে তিনি ইন্টিকাল করেন। ইব্রুন আসাকিরের অভিমতটিতেই বিশ্বাস।

আল্লাহ অধিক পরিস্থিত।

এই হিসাব পূর্বে করেন যে, রোম সাগরের দ্বীপগুলো থেকে একটি দ্বীপে তিনি

ক্ষুদ্র তোমার নর্তের জন্য + কোন একজন প্রথার সমাধান করেন +

তিনি ছিলেন সীমাবদ্ধ প্রাচীন। যে রাতে তিনি ইন্টিকাল করেন তার বিষ বার তাঁর দায় হয়েছিল। তিনি প্রতিবাদই পৃথিবী নবায়ন করেছিলো। তাঁর ছিল পেটে অসুখ। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় শুরু হয় তখন তিনি বললেন, আমার জন্য ধনুকে ছিলা লাগাও। তারা (উপস্থিত
সদস্যবর্গ) ছিলা লাগাল। তিনি তা মায়ুয়ে করে ধরলেন। এরপর তিনি মারা যান এবং তা এমনভাবে মায়ুয়ে করে ধরিয়েছিলেন মনে হয় যেন, বৃক্ষমনের দিকে তার নিকেট করার ইচ্ছা পোষণ করে রয়েছে। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁর কর্করেক মর্যাদাবান ও সম্মানিত করুন।

আবূ সাইদ ইবন আল-আ’রবী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ইয়ামিদ আস-সাইগ (র) আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “আমি ইমাম শাফিই (র)-কে বলতে গেলেছি: সুফিয়ান (র) আবার হয়ে বলতেন।

আগামর মদ্দিন দেনা ফখাও ওয়ে যা এলে কল্ক দুর্নীতি নিয়ে বিদেশে মেলচু।

আছে তৈল দুদেন মেসের + মেমে হীরা ও উদীরপু তার+ হয়েছে বিন ব্যাট উনিফ + মেহর মেহর উনিফ তার+ মেহর মেহর উনিফ তার+ 

বেলে এক্ষ সূরীর আলীর নিয়ে + বাহু বাহু বাহু বাহু বাহু বাহু + বাহু বাহু বাহু বাহু বাহু + 

ফা লে ফা লে ফা লে ফা লে + ফা লে ফা লে ফা লে + ফা লে ফা লে ফা লে + 

এতে মানুষ গুলোর গুলি তার গুলি তার + মানুষ গুলোর গুলি তার + মানুষ গুলোর গুলি তার + 

আর এখানে “দুনিয়া তাদেরকে চর্চার হয়ে রাখে, তাই তারা তীবত-সম্ভব হয়ে পড়ে। অনুরূপ-ভাবে পরহেগার ব্যক্তি সবসময় আরাম-আরোসের জীবন যাপন থেকে বিতর্ক করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ‘তাই’ গোরের সদন্ত দাউদ, মিসাইল, ইন্ডিয়া, আল-আরব ইবন আদাম, সৎকর্ম ও জানের বিভিন্ন ইবন সাইদ, সত্য ও নতুনের প্রতিক হররসত উমর ফরাকের উদ্দেশ্যকরীকরণের মধ্যে তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলো সূরায়ল তার পুরুষ সমতার এবং ইউসুফ যদি তাকে আনন্দরপণ্তর জন্য অনুরোধ করা না হয়। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মতে ই তারাই আমার সাহী ও বালবাসার পত্র, মাহান মাফিক তাদের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। পরহেগার ব্যক্তি তাদের তীব্র অভাবে কোন কমতি করতে পারে না। পরহেগার ব্যক্তি সবসময়ই সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিক সমানতার ও মর্যাদাবান বলে বিশেষত হয়ে থাকেন। পরহেগারি সব সময়ই যুক্তকের জন্য একটি সুবিধানী হিসেবে গণ্য। আর পরহেগারি মান মর্যাদাকে আরো সুনত করে দেয়।”

ইমাম খুরাসানি (র) আলাব অধ্যায়ে ইব্রাহীম ইবন আদাম (র) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

ইমাম তিফরিমি (র) তালে মধ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। তা ছিল নব্বুস্তা উল্লেখিত অধ্যায়ে। মহী পবিত্র আল্লাহ তা’আলা সমক্ক অবগত।

এ বছর আবু সুলাইমান দাউদ ইবন নাসির আর্ত-তাজি আল-কুফি আল-ফাকির আহ-মাহদ (র) ইন্দিকাল করেন। তিনি আবু হানিফা (র) থেকে ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) বলেন, এরপর দাউদ ফিকহ শাস্ত্রের পর্যালোচনা ছেড়ে দেন, ইবাদতে মশুল হন এবং তার কিছুদিন মাত্র পুথি ফেলেন। আবদুল্লাহ ইবন মুঘরক (র) বলেন, দাউদ
যীনদীক আল-মুকালাকে এ বছরই বন্ধ করা হয়েছিল। সে খুরাসানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সে পুনর্জাগৃতি বিশ্বাস করত। তার এ মূর্ত্তি ও বিভ্রান্তিকর মতবাদের বিশ্বাসী ছিল বহু বেয়াদুর্ক, অজ্ঞ ও নিষ্ঠের জনসাধারণ। এ বছরের প্রারম্ভে সে কাশ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সাইদ আল-হুরাবানী তাকে যেতাম। যেখানে অবস্থায় বিভিন্ন বিভাগে তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। যখন সে পরাজয়ের বিষয়টি অনুভূত করতে লাগল তখন সে ও তার স্ত্রীরা ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে লাগল। তারা সকলে এক সাথে মারা গেল। তাদের উপর আলাহুর অভিশাপ পতিত হয়েছিল। ইসলামি সৈয়দ তার দুর্গে অবশ্য করল। তারপর তারা তার মাধ্যমে কেউ নিল এবং মাহদীর কাছে প্রেরণ করল। আর তখন মাহদী ছিলেন হালদে।

ঈবন খালিকান বলেন, মুকানার প্রকৃতি নাম ছিল আতা। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল হাকীম। প্রথম অভিযোগ বেশী প্রসিদ্ধ। সে প্রথমে ছিল ধোপা। পরে সে খোদাই দাতী করে। সে ছিল কান্দ ও কেন্দ্রে কুর্সিত। সর্বদায় সে তার জন্য একটি চেহারা বাধিয়া নিয়েছিল। তার এ মূর্ত্তি মতবাদে বহু লোকের অনুসারী ছিল। সে মাথায় চুল দেখত। দুই মাসের দূরত্ব থেকে সে তা দেখত। এরপর তার অনুসারী হয়ে যেত। এরপর তার সম্পর্কে তাদের স্বাভাবিক আকার ধারণ করে এবং তারা তাকে অন্তর্বে হিসাব করত। তার উপর আলাহুর অভিশাপ ছিল।

সে বলেন, আলাহু অবদ (আ)-এর রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন, এ জন্যই বেরিয়ে ঝাঁপ তাকে বিবাদ করে। এরপর নুর (আ) এর রূপে প্রকাশ পান। এরপর আব্দান নবীর মধ্যে এরকম প্রতিরূপ হয়। যখন মুসলিম তাকে তার দুর্গে যেতাম তখন সে ও তার স্ত্রীরা অত্যন্ত করে বিশ্বাস করতে লাগল ও তারা মারা গেল। সে তার দুইটি কাশ দুর্গের নিকট নদীর ওপারে ময়মন করে নির্মাণ করেছিল। তার নাম ছিল সিনাম। তার মৃত্যুর পর মুসলমান তার সমুদয় মূলধন ও সম্পদ দখল করে নিয়ে যেয়ে।

এ বছরই মাহদীর রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খুরাসান ও অন্যান্য জায়গা থেকে সৈন্য সামর্থ্য সহায়তা করেন এবং তার পুত্র হায়রসুন রশিদকে সকলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বিদায়ের সময় বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার পেছনে পেছনে কিছু দূর পথ চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি কয়েকদিনের পথ চলেন এবং বাগদাদে তার সমাজের মূল আলাহীকে প্রতিনিধি রেখে গেলেন। এ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল-হুসাইন ঈবন কাহাতারা, দারায়ান আমার-রাবী, খালিদ ঈবন বায়মাক- তিনি নবতাজ্ঞ হায়রান শীর্ষের জন্য একজন উভয়ের নায়ক ছিলেন; ঈবন ঈবন বালিদ- তিনি ছিলেন তার লেখক ও ব্যবসায়ীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। আল-মাহদী
বিদায়কালে পৃথ হারুনর রুণীদের পেছনে পেছনে যেতে যেতে হারুনর রুণীদের রোমকদের শহরে পৌছে যান। সেখানে তিনি রোমকদের একটি শহর পরিদর্শন করেন যার নাম রাখা হয়েছে আল-মাহদীয়া। এরপর তিনি সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিভাগে যোগদান করেন।

রুণীদ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রোমকদের শহরে গমন করেন এবং আল্লাহ তা’আলা তাকে বহু শহরের বিজয় দান করেন। আর মুসলিম সৈনিকগণ পুরুষ পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাত্রা করেন। একেতে খালিদ ইবনু বারমকের মূর্তিকা ছিল চমৎকার যা অন্য কারো ছিল না। মুসলিম সৈনীরা সুলামান ইবনু বারমকের মাধ্যমে আল-মাহদীর কাছে বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন। আল-মাহদী তাকে পদানত করেন এবং প্রশংসা অর্ধে দান করেন।

এ বছরই আল-মাহদী তার চার অবদুল সামাদ ইবনু আলীকে আল-জাহারা থেকে বরখাস্ত করেন এবং যুফার ইবনু আসিম আল-হিজালকে সেখানে প্রশংসা নিয়োগ করেন। এরপর তাকেও বরখাস্ত করেন এবং তার স্বল্প আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ ইবনু আলীকে প্রশংসা নিযুক্ত করেন। এ বছরই আল-মাহদী তার পুত্র ইরান রুণীদের মরকো, আযাবারায় এবং আরমেনিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তার যোগাযোগের জন্য ইয়াইহ্যা ইবনু খালিদ বারমককে দায়িত্ব অর্পণ করেন। একদিন নওয়াবকে বরখাস্ত করেন এবং তাদের স্বল্প নতুন নওয়াব নিযুক্ত করেন। এ বছর আলী ইবনু মাহদীর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তারা হলেন : ইবরাইম ইবনু তাহমান; হরায় ইবনু উমাম আল-হিমসী আল-রামাহী, লুসা ইবনু আলী আল-লাখ্যী, আল-মিসিয়া, আলী ইবনু আবু হাময়া ও ইসা ইবনু আলী আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস – তিনি সাফুজু এর চার। তার তাদের সাথে কাসরে ইসা ও বাগাদাদের নতুন। ইয়াইহ্যা ইবনু মুইন (র) বলেন, তার ছিল একটি চমৎকার মহাহাব। তিনি শাসকের তৈরি ভিত্তিতে পোকামাকার করতেন। তিনি আটাকের বছর যোগে এ বছরই ইনতিকাল করেন।

এ বছর আলী যারা ইনতিকাল করেন তারা হলেন : হমম ইবনু ইয়াইহ্যা, ইয়াইহ্যা ইবনু আবু আইউব আল-মিসীয়া; উবায়ানা বিনুত আবু কিলার আল-আবদাহ-তিনি চলিয়ে বছর আবদুল্লাহ ভয়ে কাসর করায় অক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি মৃত্যু চাই। ফেলানা আমি ভাবি হয়ে, হত আমি এমন পাপ করে ফেলব যা কিয়ামতের দিন আমার ধ্রুবের কারণ হবে।

১৬৪ হিজরীর আগমন

এ বছর আবদুল কাবীর ইবনু আবদুল হামদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু যাযহ ইবনু খাতাব রোমের শহরপ্রায় যুদ্ধ করেন। ধারা নবকি হাসর সৈন্য নিয়ে সেনাএর দীঘার তার মহাকাবিল করেন। শরীরের মধ্যে ছিল সেনাএর দীঘার আল-আরমিনী। আলী আবদুল কাবীর তার থেকে কাসরের প্রশংসা করেন। মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন এবং ফিরে চলে এলেন। তখন মাহদী তাকে হত্যা করতে মন্দ করেন। তার সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হল, তাই তাকে মাটিতের নীচের করাগারে বর্ধি করা হল। মুলকাদা মাসের শেষভাগে বধার দিন আল-মাহদীর সামালেন একটি বিরাট প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর তিনি হচ্ছে গমন করেন মন্দ করেন। তার জুড দেখা দিল। তখন তিনি রাত্রি থেকে ফিরে আসেন। ফেরার সময় লোকজন পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। এমন কি কেউ কেউ ধর্মস হয়ে যাবার উপকার হয়।

আল-বিদায়া ওয়ানা নিয়া (১০ম খং) —৩৩
তখন আল-মাহদী শিল্পপতি ইয়াকতিনের উপর রাগাবিত হলেন এবং যেখান থেকে ফেরত এসেছিলেন সেখান থেকে আল-মুহাদ্রাব ইবন সালিহ ইবন আবু জা'ফরকে লোকজন নিয়ে হজ করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এই বছর হজ আদায় করেন। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে প্রথিত হলেন: শায়ামান ইবন আবদুর রহমান আন-নাহী, আবদুল আরীয় ইবন আবু সালামা। আল-মাজিদুন এবং আল-হাসান আল-বসরীর সাথী মুহাম্মদ ইবন ফুযালা প্রথম।

১৬৫ হিজরীর আগমন

ইবন জারিয়ার (র) বলেন, এই বছর আল-মাহদী সীমিত আর রশিদের গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধের জন্য তৈরি করেন এবং পঞ্চানকই হাজার সাতশ তিরতনকই জন সৈন্য সংগঠণ করে দেন। তার সাথে ছিল এক লাখ চুরানকই হাজার চারশ পঞ্চানক দীনারের বয় সামগ্রী। তার সাথে বৌদ্ধিক ছিল ২ কোটি ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার আটশ দিনোম। এ নৈপুণ্য দিয়ে তিনি ইদ্ধানুরের উপসাগরে পৌছেন। এই সময় রোমের সমাজী ছিলেন ইউনোর দীনের স্বীকার তাদের। তার কাজে ছিল তার প্রয়োজন সাধ্বী সমাজের এরা সাহায্য করে। তখন সমাজটি পরিত্যাগ করে রক্ষার জন্য আরুনর রশিদের সাথে সহযোগ করার প্রচেষ্টা দেন। হারুনর রশিদ তা প্রত্যাহার করেন। বিভিন্ন ঘটনায় রোমের ৫৪ হাজার ব্যক্তি নিহত, তাদের জীবিত ৫ হাজার ৬ শত ৪৪ জন সন্তান-সহকর্মী বনিয়ে।

কয়েদীদের দু' হাজারকে হত্যা, যুক্ত সামর্পিনহাতে ২০ হাজার যোদ্ধা গণিত হিসেবে অর্জন, এক লাখ গুরু ও বক্তব্য যোক হয়ে যায়, ১০ দিরহমের কম মূল্যে প্রতিটি খন্দক ও টাট্টি যোড়া বিক্রি। যুদ্ধ বর্ষ এক দিরহমের কম এবং এক দিরহমের বিক্রি দিয়ে ইত্যাদিব অবহ্য সহজের প্রচেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে কবি মারওয়ান ইবন আবু হাজস বলেন।

أَطْقِتْ بِفَنْيِطَةَ النَّزْيَةِ الرُّؤْمَ مُسْتَنَداً إِلَيْهَا الْقُنُّا حَتَّى أَكْتَسِى الدُّلْلَ سَوْرُهَا

وَمَا رَمَيَّهَا حَتَّى أَتَكِلَ مَلْكُوُكَهَا + بِحَيْرَتِيْهَا وَالحُرْب تْلِيْقُي فَدُوْرُهَاـ.

অর্থাৎ, “রোমের সমাজী ইদ্ধানুরে প্রজ্জগি প্রশিক্ষিত করান যখন তার রাজ্যের দেয়ালে দেয়ালে অবমাননা বিজয় করছিল। যুদ্ধের আগত সর্বসক্ত সর্বগণ ছিল। সমাজী বাবাক প্রদান করা হয় যুদ্ধ করে বিদুর্কিত হয়ে গেল।”

সালিহ ইবন আবু জা'ফর আল-মামাসূর লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন। আর এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে কয়েককে হলেন: সুলায়মান ইবন আল-মুকীরা আবদুর হাজরাব ইবন আল-আরা ইবন দুবার, আবদুর রহমান ইবন নায়ির ইবন হাওয়ান এবং ওহাব ইবন খালিদ।

১৬৬ হিজরীর আগমন

এ বছর মুহাররম মাসে আর-রশিদ রোমের শহরগুলো থেকে আগমন করেন। বড় শান-শক্তের সাথে তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন। তার সাথে ছিল রোমের লোকজন যারা বর্ণ ও অন্যান্য বন্দুক কর বন্ধ করছিল। এ বছরই আল-মাহদী মুসা আল-হাসানের পর তার পুত্র হারুনর রশিদের বায়াত মুহান করেন এবং আর-রশিদ বলে তার উপাধি প্রদান করেন।
এ বছর আল-মাহদী ইয়াকুব ইবন দাউদের উপর নারায় হন। তিনি তাকে পূর্বে খুব মর্যাদা দিয়েছিলেন। এমনকি তাকে ওহীর নিয়োগকর্ত্র ছিলেন ও ওহীরের মধ্যে তাকে উঠতম মর্যাদা দান করেছিলেন। খিলাফতের ব্যতীত কাজকর্ম তার কাছে সমর্পন করেছিলেন। এ সম্পর্কে কবি বাশাশার ইবন বুর্দ বলেন:

পীনি আমিনা হেবো পালে নুমক অন হলিফা ইয়ুমক বন দুলাভ আলে লেইফা ইয়ুম অলি মুন দুলাভ

প্রথা হল কাফত আলে ইরাম অন হলো না। ইয়াকুব একদিন আল-মাহদীর কাছে প্রণেশ করেন। তিনি ছিলেন একটি খিলাফতের পূর্ব সেটাকে বিভিন্ন উৎসর্গ ও রকমের ফুল-ফুলাদি দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। খিলাফা বললেন, হে ইয়াকুব! আমাদের এ মজলিসটিকে তুমি কেরন দিয়েছ? ইয়াকুব বললেন, হে আমীরুল মুনিন! এর থেকে উত্তম মজলিস আর আমি কৃপা দিনো দেখিন। তখন তিনি বললেন, এ মজলিসে যা কিছু আছে সব তোমার আনন্দের জন্য নিবন্ধিত। এ তৃণধীকে রাখা হয়েছে তোমার আনন্দের ও বিনোদনের সম্প্রতি হিসেবে। তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা রয়েছে, আমি চাই তুমি তা আমার জন্য আপমাদে দেয়। ইয়াকুব বললেন, সেটা কী? হে আমীরুল মুনিন! তিনি বললেন, আমি এতদ কথা বলবো না যতক্ষণ না তুমি বলবো 'ইহাশ'। তাই আমি বললাম, ইহাশ, আপনার ছুকু শিক্ষাধর্ম। তিনি বললেন, আমি আলাহের শপথ। আমি বললাম, আলাহের শপথ। তিনি বললেন, বল আলাহের শপথ। আমি বললাম, আলাহের শপথ। তিনি বললেন, আমি হাতটা আমার মাথার উপর রাখ এবং তা আবার বল, আমি তাও বললাম। এরপর তিনি বললেন, এখানে একজন আলাহী অর্থাৎ আলি (রা.এর বংশধর রয়েছে, আমি চাই তুমি তাকে আমার জন্য নিপত করে দেবে। এটা প্রকাশ থেকে যে, তিনি হলাম আল-হাসান ইবন ইবরাহীম ইবন আবদুলরাহ ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আবু তালিব। তখন আমি বললাম, ইহাশ। তিনি বললেন, তাদাতাড়ি করবে। এরপর এ মজলিসে যা কিছু ছিল যা আমার ঘরে স্থানাত্মক করার জন্য ছুকু দিলেন। আর আমাকে এক লাখ দরিদ্র এবং ঐ তৃণধীকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

আমি এ তৃণধীকে পেলে এত খুশী হয়েছিলাম যে, আমার অন্য কিছুতে আমি এত খুশী হইনি। যখন সে আমার ঘরে এসে পেল তখন আমি তাকে ঘরের এক পার্শ্বে পড়িয়ে তুলে নিলাম। পরে আমি আলাহীকে আমার জন্য ছুকু দিলাম। তাকে আনা হল। তিনি আমার কাছে
বসলেন। এরপর কথা বললেন। আমি তার মত এত বুদ্ধিমান ও সম্মানীয় আর কাউকে দেখিনি।
এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইয়াকুব! তুমি কি আমার রক্ত নিয়ে আলাহার সাথে মুলাকাত
করবে? আর আমি হলাম রাসুলুল্লাহ (সা)-এর কথা হাফিজম (রা)-এর একজন বংশধর।
তখন আমি বললাম, ‘না।’ আলাহাল শপথ করে বলছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা তখন তুমি
সেখানে চলে যেতে পার। তিনি বললেন, আমি অমুক অমুক শহর পাসন করি। আমি তখন
বললাম, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আপনি চলে যান। আল-মাহদী যেন এ কথা জানতে না পারে।
যদি তিনি জেনে যায় তাহলে আপনি ধাংস হয়ে যাবেন আর আমি ও ধাংস হয়ে যাব।
তখন তিনি আমার নিকট থেকে বেঁ রে হয়ে পড়লেন।
আমি তার সাথে দু’জন লোককে সংগৃহীত করে দিলাম যাতে তারা তাকে অভিযোগ করতে পারে এবং তারা কাজকর্মে কোন একটি শহরে তাকে গৃহীত দিতে
পারে। কিন্তু আমি জানতাম না এ তরুণটি যাবতীয় ঘটনা জেনে নিয়েছে এবং সে আমার ফ্রেমে
ওড়ে হবে কাজ করবে।
সুতরাং তরুণটি তার সেবককে আল-মাহদীর কাছে প্রেরণ করল এবং যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল আল-মাহদী রাজায় লোক প্রেরণ করল এবং ঐ
আলাহালকে কেতাব দিয়ে আসলেন।
তিনি তাকে তার কাছে রাজধানীর কোন একটি ঘরে বন্দী
করে রাখলেন।
দ্বিতীয় দিন, আমার কাছে তুলনাম লোক পাঠান।
আমি কিন্তু আলাহী সম্পর্কে কিছুই
জানতাম পারিনি।
যখন আমি তার কাছে প্রবেশ করলম তখন তিনি আমাকে বললেন, আলাহী কী
করছে? আমি বললাম, যে মরে গেছে। তিনি বললেন, আলাহার শপথ হো? আমি বললাম, আলাহার
শপথ।
তিনি বললেন, তোমার হাতটি আমার মাথায় রাখ এবং তোমার আত্মা শপথ কর।
আমি তা করলাম।
এরপর তিনি বললেন, তুমি যতক্ষণ যে আছ তাতে বেঁ রে কর।
তখন ঐ
আলাহী বের হয়ে আসলেন এবং আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।
আল-মাহদী বললেন, এখন তোমার
রক্ত আমার জন্য হালাল।
এরপর তিনি হুমকি জানি করলাম এবং মাটির নির্দেশ করার সকলকে আমাকে তাদের তথ্যে দেখতে পেতাম না।
আমার দৃষ্টিতে নষ্ট এবং চূল লাগে যায়, এমনকি আমি চুপ ছাড়ে ভয়ের মতো হয়ে গেলাম।
এরপর অনেক দিন চলে যায়।
একদিন আমাকে ভাবা হলো। আমি মাটির
নিচে কারাগার থেকে বের হলাম।
আমাকে বলা হল, আমির মুহম্মদিনাম সালাম কর।
আমি
তাকে সালাম করলাম এবং আমি ধরণ করলাম যে, তিনি আল-মাহদী।
এরপর যখন আমি
আল-মাহদীর কথা উল্লেখ করলাম তখন তাকে বললেন, আল-মাহদীর উপর আলাহার রহম করেছেন।
তখন আমি বললাম, আপনি কি আল-হাসাই।
তখন তিনি বললেন, আল-হাসাইর উপর আলাহার রহম করেছেন।
তখন আমি বললাম, আপনি কি আর-রাশীদ।
তিনি বললেন, ‘হাঁ’, তখন আমি
বললাম, হে আমির মুহম্মদিনাম।
আপনি তুমি দেখতে পাচ্ছে আমার দূর্বলতা ও অস্বুতান।
যদি আপনি আমাকে ছড়ে দিতে ইচ্ছা করেন তাহলে তার হয় না।
তিনি বললেন, তুমি যেখানে যেতে
চাও অ? আমি বললাম, মনে।
তিনি বললেন, সেসুচিত চলে যাও।
এরপর তিনি মন্ত্র চলে
গেলাম এবং কিছুদিন পরে সেখানে ইন্টাক্সশাল করেন।
আলাহার তা আলা তার উপর রহম করান।
এ ইয়াকুব আল-মাহদীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতেন।
তার সামনে পানীয় পরিবেশন
করা ও বিভিন্ন সময়ে বেশী বেশী গান জনার ব্যাপারে তিনি তাকে তৎক্ষণায় করতেন এবং বলতেন,
এ জন্যই কি আপনি আমাকে ওইর নিযুক্ত করেছেন? 
এ জন্যই কি আমি আপনার সংস্পর্শে
আছি মাসজিদুল হারামে পাচ ওয়াক সালাত আদায় হওয়ার পর আপনার সামনে কি শরাব পান করা হয় ও পান গায়া হয় বা？ আল-মাহদী তাকে বলতেন, আবুদুল্লাহ ইবন জমাফর আপনার কথা জানেন। ইয়াকুব তাকে বলতেন, এটা তার ওপর অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এটা আলাহের নিকট লাভে সহায়তা করত তাহলে কোন বাদা যদি এটা সর্বনা করত তবে এটা হত উত্তম। এ সম্প্রে কোন এক কবি আল-মাহদীকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য বলেন হয়ে এমন বাক্যটি যে শরাব সুগন্ধির জন্য পরিচিত তার দিকে অন্তর হোন।

এ বছর আল-মাহদী তার ঈসাবাই নামক প্রাসাদে গমন করেন। প্রথমত প্রাসাদটি তার জন্য কৃত্রিম এক ঘাড় তৈরি করে। পরে এটাই পাকা ইট দ্বারা তৈরি করা হয়। সেখানে তিনি বসবাস করতেন আর এখানেই দিরহাম ও দীনার তৈরি করা হত। এ বছর আল-মাহদী মক্কা, মদিনা ও ইয়ামানের মধ্যে তাকে ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এ বছরের পূর্ব দিকে আর এ কাজটি করেন।

এ বছরই মৃসা আল-হাদী জুরজানে অভিযান পরিচালনা করেন। এ বছর আবু হামিড (র)-এর হতে আবু ইয়েস (র)-কে কাজী নিয়োগ করা হয়। কুফার গভর্নর ইবনু ইয়াহীয়া ইবন ইয়াহীয়া ইবন মুহাম্মদ লোকজনকে নিয়ে এ বছর হজ আদায় করেন। হারামকের রশীদ ও রোমের মধ্যে স্থির হওয়ার এ বছর সীমাকালীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ বছর যারা ইমতীকাল করেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন। সাদাকা ইবন আবুদুল্লাহ আল-সামীন, আবুল আশহার আল-আতারিদি, আবু বকর আল-নাফাপালী ও উকায়র ইবন মাদান।

১৬৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-মাহদী তার পুত্র মৃসা আল-হাদীকে এক বিরাট সৈন্যদলমন্ত্র জুরজানে অভিযান প্রেরণ করেন। এত অধিক সৈন্য তার কোন অভিযানে দেখা যায়নি। তার যোগাযোগের ক্ষেত্রে আবান ইবন সাদাককে নিযুক্ত করেন। এ বছরই আল-মাহদীর পরে যিনি যুরাজ ছিলেন সে ইবন মূসা ইমতীকাল করেন। তিনি কুফায় ইমতীকাল করেন। কুফার নাজিব রাও ইবন হামিদ ও গুজ্জানার ব্যক্তিবর্গের একটি দল কাজীর কাছে তার মূর্ত সাক্ষাৎ প্রদান করেন। এরপর তাকে দাফন করা হয়। তার সালতে জানায় আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আল-মাহদী গভর্নরের কাছে অত্যন্ত কড়া ভাবে পাত্র লিখেন এবং তার কাজের কেবল দিয়ে তার জন্য নির্দেশ নেন। এ বছর আল-মাহদী আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহকে যোগাযোগ সংগ্রহ করে যোগাযোগ করেন এবং তার হস্তে দাবীদারী আর-বাহা ইবন ইয়েসকে নিয়োগ করেন। এরপর এ লাগ্গ যাচাই ইবন ওয়াকিদ তার স্বাধিকারিতা হয়। আর আবু আবুদুল্লাহ তার পদ মর্যাদায় বহাল ছিলেন।

এ বছর বাগদাদ ও বসরায় মহামারী আকর্ষণ প্রেরণ করা ও প্রতি পাকার করে দেখা দেয়। আর তিন প্রেরণ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যাপার অস্ত্রাকার হয়ে আসে। আর এ ঘটনাটি ঘটে ছিল
এ বছরের মুনহাজে মাঝের কিছু দিন বাকী থাকার কারণ। এ বছরই আল-মাহদী রাজ্যের সমগ্র এলাকায় ফিরিয়ে নিলেন একটি দলের পেছনে লাগলেন। তাদেরকে উপস্থিত করালেন এবং নিজের সামনে তাদেরকে বালাকে অবস্থায় হত্যা করেন। ফিরিয়ের নেতা ছিল উমর আল-কালওয়ার্য। এ বছর আল-মাহদী মাসজিদুল হারামের পরিক্ষা মূল্য করেন। পরিক্ষার মধ্যে বহু বাল্ডি ঘর পড়ে যায়।

ইয়াকুতীন ইবন মুসা আল-মুহাসাবকে হারামাইনের ব্যাপারে দায়িত্বের জন্য করা হয়।

আল-মাহদীর মৃত্যুর পর্যন্ত তার পুনরায়নির্মাণ কাজ চালু ছিল। ঐ সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক কোন সংস্কার ছিল নয়।

মুলিনার নামীদার ইবন আবাইহীম ইবন মুহাম্মদ লোকজন নিয়ে হত্যা আদায় করেন।

হত্যা আদায় করার পর কিছু দিনের মধ্যে তিনি ইনতিকোল করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন ইহসাক ইবন আলের ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস।

এ বছর মূলোচ্চ গণ্যমানী ফিরিয়ে ইনতিকোল করেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন। যদি আবু মাসক বাশাহার ইবন বুরাদ (আবুলীর আযাদুর মুক্ত দাস) তিনি ছিলেন যজ্ঞার্থী। যশ বছরের কম বয়সে কবিতা রচনা করতেন। তিনি এখন সব উপস্থিতি যা দৃষ্টিতে অতিরিক্ত ছিল তা দিতে সক্ষম হন না।

তার প্রশংসার করেন আল-আসমাই, আল-জাহিদ ও আবু উবাদা।

বর্ষাপ্রান্তকারী বললেন, তার ছিল তবে তার লাইন কবিতা। যখন আল-মাহদীর কাছে কবর পৌঁছে যে, সে তার বদন করে এবং একদল পাক্ষিক দিলেন যে সে ফিরীক বা ধর্মপ্রচারী তখন তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে সম্মান করে কয়েক বছর বয়সে হত্যা করা হল।

ইবন খালিকানের "তািনাতি" নামক কবিতা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাশাহার ইবন বুরাদ ইবন ইয়ারজুক আল-কালওয়ার্য ছিলেন আযাদুক্ত দাস। আল-আগানি এগারো প্রথমে তার বংশধরা বর্ণনা করেন ও বংশধারা পুনর্গঠন করেন।

তিনি ছিলেন বসরার বাসিন্দা, পরে বসরায় আদায় করেন। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের আদি বাসিন্দার। তিনি ছিলেন মোটামোটাটা ও লোকে চওড়া।

তার কবিতা প্রথম তার বিবর্তনের কবিতার স্বাভাবিক। তার কবিতার একটি প্রসিদ্ধ লাইন হলঃ

"হে তুমি আল্লাহ কে তুমি আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তুমি আল্লাহের আত্মার হয়তাত্ত্বিক।"

অর্থাৎ 'তুমি কি জান মহবুবের সেখেন এমন একটি স্বত্ত্ব রয়েছে যে তোমার নির্বাকতার হবে তবে মহবুব আমাকে দূরে ছেড়ে দিয়েছে।'

তার আরো একটি কথাঃ

"আনাএ আল্লাহ আমি তোমাকে দু'চোখের যাদুর প্রদান তবে আমি প্রেমিকদের ভূপন্থিত হওয়ার স্বভাবগুলোকে ভয় করি।"

তার আরো কবিতা হলোঃ

"যাতায়াত আল্লাহ আমি তোমাকে দূ'চোখের যাদুর প্রদান তবে আমি প্রেমিকদের ভূপন্থিত হওয়ার স্বভাবগুলোকে ভয় করি।"

1. ফিরীক: আব্বাস একত্রে অবিশ্বাস।
অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার কােন কোন এক এলাকায় প্রতি অস্তু। কোন কোন সময় চোখের আগে কাপু প্রেম কর। তারা বলে, আমরা কোন তোমার দুই চোখকে দেখি না? তাদেরকে আমি বললাম, কোন তো চোখের নয়া অন্তরকে সিক্ত করে দেয়।' তার আরো কবিতা হল:

ইফারের কামানে সালিহ নাশিম্যা বনী মুসলিম

লাল পুষ্পের শখের চারিপাশে কৃষির খাওয়া জীবন বুড়োর দোহার

ও মাছ খুদিয়ে আমাদের মাছ হাঁমা + তাদের নিয়ে যাও নিয়ে পাকাই.

অর্থাৎ: 'তখন তোমাদের একটি নয় তখন তুমি উপদেশদাতার কর্মদক্ষতার সাহায্য এগারো কর কিছু দক্ষ ব্যক্তির উপদেশ এগারো কর। পরামর্শ করে তোমার কাছে অপসারনীয় বস্তুকে সহায়তা করা মনে করো না। কেননা ছোট ছোট পালকের বড় পালকের শক্তি যোগাঈ। এই হাটাই উত্তম নয় যেখানে হিংসা তার সাথিকের নয়া পাওনা থেকে বিভক্ত রাখে। আবার ঐ তবার উত্তম নয় যা দোষমান ব্যক্তির দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত বা পরিচালিত হয়নি।'

কবি বাশার আল-মাহদীর প্রশ্ন করত কিতু ওহীর তার নামে বদনম করেন যে সে খেলিয়ে দুর্বল করেছে আর তার মধ্যে কৃষ্ণীয় মহাবলাদেও বিশ্বাস হয়েছে বলে অপবাদ দেয়। যে মানুষ মাটি থেকে আওয়াজ দিয়ে মর্মর দিতে এবং আদমকে সিজড়া না করার প্রয়োজনীয় মুক্তিকে এগারো করত। তার কবিতাতে বলত:

الأرض مظلمة والثائر مشرقة + والائر مغبوطة مدة كانت النائر

অর্থাৎ: 'এটি অন্ধকারময় এবং আওত উজ্জল। আর আওত জুলুপ থেকে উপসাগ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।' আল-মাহদী তাকে হারা করার নির্দেশ দেন এবং তাকে হারা করে।

কেউ কেউ বলেন, সে নিমজ্জিত হয়, এরপর এ বছরই তাকে বসরায় স্নানান্তর করা হয়।

এ বছর যারা ইনিতকাল করেছেন তারা হলেন: আল-হাসান ইবনে সালিহ ইবনে হুইয়াই, হামদের ইবনে সালামা, আর-রান ইবীন মুসলিম, সাদু ইবনে আবদুল আবীম ইবীন মুসলিম, গোলাম আতাবা, তিনি হলেন আতাবা ইবীন আবান ইবীন সামার। তিনি উল্লেখ্য খন্ডনকারী ইবাদত ওয়ারের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি খেড়ে পাতা দিয়ে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্ভূক করতেন। তিনি অনবদত সিয়াম পালন করতে এবং তবে ও ঠুটি দিয়ে ইতিহাস করতেন।

আল-কাসিম আল-হােমায়া, আরু হিলাল মুহাম্মদ ইবীন মুসলিম, মুহাম্মদ ইবীন তালহা, আরু হামিয়া মুহাম্মদ ইবীন মাইমুন আল-ইয়শকবুরী।

১৬৮ হিজরীর আগমন

এ বছর রমায়ান মাসে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে হারানুর রণরায়ের মাধ্যমে তার পিতা আল-মাহদীর নির্দেশ যে সাহিত সংস্থায় হয়েছিল, রোমকরা তা ভঙ্গ করে। ঐহীন বর্তশ মাস টেকে ছিল। এরপর ইরাকের নামিন একটি সৈন্যদল রোমে প্রেরণ করেন। তারা যুদ্ধ করে শত্রুদের বিজয় করে, গনিমত অর্জন করে এবং নিরাপত্তা প্রসার করে। এ বছর আল-মাহদী ফাইল ফিতার

الباسية ১২৫৩
দুঃখ প্রচলন করেন । উমাইয়া বংশের লোকেরা এটা জানত না। এ বছর লোকজনকে নিয়ে আলী ইবনু মুহাম্মদ আল-মাহদী হজ আদায় করেন তাকে ইবনু রাবতা বলা হত। এ বছর যারা ইনিতকাল করেন তারা হলেন।

আল-হাসান ইবনু ইয়ামিয়া ইবনু হাসান ইবনু আলী ইবনু আবু তালিব। আল-মানসুর তাকে পাঁচ বছরের জন্য মধ্যৰাশি শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তাঁর উপর রাগাবিদ হন, তাকে প্রহার করেন, বধী করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াও করেন।

হামাদ আজরাদ- তিনি ছিলেন চতুর, কৌতূহলীয় ও কবি। তিনি আল-ওয়ালিয়া ইবনু ইয়ামিয়াদের সাথে বাস করতেন এবং বাস্তুর ইবনু বুরুদের দুর্বল করতেন। তিনি মাহদীর কাছে আগমন করতেন এবং কৃষ্ণায় অবতরণ করেন। তাঁকে মিনীনীক বলে অপবাদ দেয়া হয়েছিল।

তবাকাতু তাঁরা (طبقات الشعراء) নামক কিতাবে ইবনু কুতায়রা বলেন, কুফায় তিনজন হামাদেকে যিনিদের বলে অপবাদ দেয়া হয়েছিল- হামাদুর রাবতা, হামাদ আজরাদ ও হামাদ ইবনু আল-ইদারকান আল-নাহরী। তাঁরা কবির ভাগ করতেন এবং কৌতূহল করতেন।

খারিজা ইবনু মুহাম্মদ, আবুদুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনু ইয়ামিয়া ইবনু আবুল হাসান আল-বাহরী এ বছর ইনিতকাল করেন। সিওয়ারের পর তিনি ছিলেন বসরার কাহী। তিনি খালিদ আল-হাসান, দাউদ ইবনু আবু হিসান ও সাইদ আল-আকিলী থেকে হাদিস হলেন। তাঁর থেকে ইবনু মাহদী বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও ফকিরু। মূলনীতি ও শাখা নীতির মধ্যে তাঁর কর্তিপ্য অপ্রচলিত ধারণা ছিল। একবার তাঁকে একটি মাসআলা সরকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি উত্তর প্রদানে ভুল করেন। এক বাক্যে তাঁকে বললেন, এ মাসআলাটির হ্রাস হবে এক বছর এক বছর আর তিনি বিচ্ছুর চূপ করে রইলেন। এরপর বললেন, তাহলে আমি আমার মত পাল্টে নিলাম। আর আমি আত্মমমদা বোধিয়ের ব্যাখ্যা। সতৈত্ত ব্যাপারে একটি লেজের অধিকারী হওয়া আমার কাছে বালিলের ব্যাপারে একটি মাথার অধিকারী হওয়া থেকে উঠে। এ বছরের মুলকানা মাসে তিনি ইনিতকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দশ বছরের পর তিনি ইনিতকাল করেন। আলহুস সম্পর্ক অবগত।

আবু ইয়াহইয়া গাউছ ইবনু সুলায়মান ইবনু ইয়ামিয়া ইবনু রাবিয়া আল-জারয়া এ বছর ইনিতকাল করেন। তিনি ছিলেন মিলের কাহী। তিনি উমর কায়দীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আল-মানসুর ও আল-মাহদীর আমলে মিলনীয় প্রদেশের তিন তিনবার প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আরো যারা ইনিতকাল করেন তারা হলেন- ফুলায়হ ইবনু সুলায়মান, একমাত্র কায়স ইবনু রাবিয়া, মুহাম্মদ ইবনু আবদুর্রাহ ইবনু আলাহা ইবনু আলকামা ইবনু মালাকি, আবুল ইউসর আল-আকিলী- তিনি ও আফিয়া ইবনু ইয়ামিয়া ইবনু আল-মাহদীর জন্য বাহাদুরদের পূর্বংশের কাহী ছিলেন। ইবনু আলসাকে তিনকের কাহী বলা হত। কেননা সেখানে একটি কূপ ছিল কোন ব্যক্তি যদি সেখান থেকে কিছু নিয়ে নিত টাহলে দে দুর্দাশ্চত্ত হত। তাই তিনি বললেন, তে জিনেরা। আমার হ্রাস জারি করলাম তোমাদের জন্য হল তাই আর আমার যে জন্য হল দিন। তখন থেকে যদি কেউ দিনে কোন বস্তু গ্রহণ করত দুর্দাশ্চত্ত হত না। ইবনু মুনফ বলেন তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাঁর কৃতি শক্তিতে কিছু অভিযোগ রয়েছে।
১৬৯ হিজরীর আগম

এ বছরের মুহাররম মাসে আল-মাহদী ইবনে আল-মানসুর মাসবাহন নামক স্থানে জুরে আকাশে হয়ে মারা যান। কেউ কেউ বলেন, তাকে বিষ প্রোম করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তাকে মোরা কামড় দেয়। এরপর সে মারা যায়।

আর তাঁর জীবনী হল নিম্নরূপ:

তিনি ছিলেন আমীরুল মুনির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে এল ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুররাশাদ আল-মাহদী। তাকে আল-মাহদী উপাধি দেয়া হয়েছিল এ প্রত্যেক যে হাদীসে উল্লিখিত ইমাম মাহদী তিনিই হবেন কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়নি। তারা দু'জন নামে এক হলেও কাজে বিভক্ত। ইমাম মাহদী (রা) শেষ যামানায় দুনিয়ায় আরাকান চলাকালে আগমন করবেন; পশ্চিমে নায়ি বিচারে তার দেবেন যেমন তা অন্যান্য অবিচারে ভুল রয়েছে। কথিত আছে যে, তাঁর যামানায় ঈসা ইবনে মাহসুন দামেশকে অতৃপ্ত করবেন।

বিপদ-আপদ ও আরাকান সম্পর্কে হাদীসগুলোর মধ্যে এর ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। উম্মী ইবনে আফ্তান (রা)-এর মাধ্যমে হাদীস এসেছে যে, ইমাম মাহদী আবদুল্লাহ বনু আবদুল্লাহ থেকে।

ইবনে আবদুররাশাদ (রা) ও তার বাস্তবে থেকে বর্ণনা এসেছে যে উম্মী হয়। যদি ওর নেয়া হয় তাহলে এটাই নির্ধারিত হবার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য হাদীসে এসেছে যে, ঈসা ইবনে মাহদী বাবুম কেরিয়া (রা)-এর বংশধর থেকে আবিষ্কৃত হবেন। এ বর্ণনাটি পুরোটা বর্ণনার পরিপত্রী। ঈসা ইবনে মাহদী মানসুরের মাতা হলেন উম্মী মুসা বিনত মানসুর ইবনে মাহদী ইবনে আবদুররাশাদ ইবনে হিম মাহদী।

মাহদীর পিতা সুলতান তাঁর দাদা ইবনে মাহদী ইবনে আবদুররাশাদ থেকে বিভক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতে স্বরূপ রহমান প্রকাশে পড়তেন। দামেশকের কাঙ্জি ইয়াহুরাইয়া ইবনে মাহদী ইবনে মাহদী আবদুল্লাহ তার থেকে বর্ণনা করেন এবং উল্লেখ করেন, যখন তিনি দামেশকের আগমন করেন আল-মাহদীর পেছনে তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি দুই সুরার প্রথম বিসমলালহর রাহস্যের রহমান প্রকাশে পাঠ করতে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এটার সন্দর্ভ বর্ণনা করেন।

একাধিক বর্ণনাকারী ইয়াহুরাইয়া ইবনে মাহদী থেকে বর্ণনা করেন। জাফর ইবনে সুলায়মান আল-কাইমুহাম্মদ ইবনে আবদুররাশা আর-রকাশ্বি এবং আবু মুফিয়ান সাইদ ইবনে ইয়াহুরাইয়া ইবনে মাহদী ও তাঁর থেকে বর্ণনা করেন।

আল-মাহদীর জন্ম ছিল একশ ছাত্রিয় কিবা সাতান অথবা একশ তুমি হিজরী সালে। তার পিতার মৃত্যুর পর একশ আটটো হিজরীর মুহাররম মাসে খুলে নির্বাচিত হন। তখন তার বয়স ছিল তেজিশ বছর। বলকার ১ হামিমা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একশ উন্নতির হিজরীর মুহাররম মাসে তিনি তেজিশক কিবা আতিথেন্ত্রিক বছর যোগে ইনতত্ত্বক করেন। তার ভিতরের সময়কাল ছিল দশ বছর এক মাস কয়েক দিন। তিনি ছিলেন তামাটে রংকরে, লুৎ চওড়া ও কোকড়া চূল বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার এক চোখে ছিল সাদা একটি চিন। কেউ কেউ বলেন, অন্য চোখে আবার কেউ কেউ বলেন, বাম চোখে। দারোঝাঁ আর রাকিম বলেন, আমি একদিন

১. বলকাপুর জাতনের দক্ষিণ অর্থাংশ।

আল-বিদায়া ওয়ানে নিয়াহা (১০ম খনি)—৩৪
ফেলু সুমিত্তম তোলতে আমি তাঁদের অভিপ্রেত ও ফেলতে তাঁদের প্রতিবেদন করবে আল্লাহ নামক আত্মাতে আমি তাঁদের প্রতিভাদিক যা হারাম করে।

"অন্তর্গত কমাত্যায় অধিষ্ঠিত হলে সক্রিয়তা করো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বদন ছিল করবে (সুরা মুহাদ্র ৪২)" তারপর তিনি আমাদের হক্ককে দিলেন আমি তাঁদের আত্মীয়তাবাদ মধ্যে থাকে একজনকে হারামের করালাম। সে ছিল বিকে। তখন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। যখন মক্কায় তাঁর পিতার ইনিতিকালের খবর তাঁর কাছে পৌছে, খবরটি তিনি দুর্দিন গোপন রাখেন। এরপর বৃহস্পতিবার দিন যেখানে দেখা হল লোকজন হারাম

তিনি তাঁদের মধ্যে খুঁতবা দিলেন এবং তাঁর পিতার মৃত্যু সম্পর্কে তাও অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, নিচেই আমিরুল মুমিনিনকে ডাকা হয়েছে। সুরতং তিনি এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর কাছে আমিরুল মুমিনিনের পুত্র ও প্রতিপালনের আমি আশা পোষণ করছি এবং মুসলমানদের খিলাফতের জন্য আমি তাঁর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করছি। এরপর সেদিন লোকজন তাঁর হাতে খিলাফতের বিষয়ে গৌরব করেন। কবি আবু দালামার তাঁর প্রতি সমরদেনা আত্মন করেন ও তাঁর জন্য একটি শোকগুঢ়া রচনা করেন। তিনি বললেন নিচে।

নিম্নীকে অশীতি তাঁদের মৃত্যুর সময়ে পাপী হয়ে মানব সমারোহ + সামাজিক তারকা + উচ্চারণ, চূড়ি গুন্ধ, ফুল, দেওয়া হয়।

আত্মার অগ্নিতে।

অন্তর্গত 'আমার দু'চেখের একটিকে তাঁর আমিরের খুহীর কারণে তুমি আমাদিতে অবসান দেখছি। আর দ্বিতীয়টি অশুভ করছে। চেখ একবার করে ও একবার হালে। চেখ একবার অপরন করে সেটা তাঁকে দুঃখ দেয়। এক টিকাট প্রসন্ন করে সেটা তাঁকে আনন্দ দেয়।

খুশিতার মৃত্যু তাঁকে লাগান করছে। অন্য দিন এ অনন্যদের আস্তর্য তাঁকে আস্তর্য দিয়ে থাকে। তুমি যেমন দেখছি আমি সরুতপ্ত দেখছি না। এমন চূড়া আমি দেখছি না যা আমি বিশ্বাস করতে পারি। অন্যথাও দেখছি না যা মুলধার উপস্থাপন করা হয়। আহমদ (সা)-এর উক্তি নিয়ে খুশিতার চলে গেছেন। আর তাঁর পরে তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিভাগুলি এসে গেছেন। আল্লাহ তাঁর আলা তাঁকে খিলাফতের মান-মর্যাদা দান করেছেন। আর তাঁর জন্য জ্ঞানতুল্য সাজানো হবে।'

আল-মাহদী একদিন খুঁতবার বললেন, 'হে জনগণ! তোমরা যেমন প্রকাশ্যভাবে আমাদের
এই অনুগত্য দেয়াচ্ছি, অর্কাঝাও যেন এরূপ কর। তাহলে তোমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা স্বাগত জানাবে এবং পরিপ্রেক্ষা প্রশংসা অর্জন করতে পারিবে। যে তোমাদের মধ্যে নায় চিবার ছড়িয়ে দেবে তার জন্য তোমরা আনুগত্যের ডানা অবনত রাখবে। ওয়াদা অশিকারের পোশাক তোমাদেরকে হাঁড়িয়ে দিব। তোমাদের জন্য নিরাপত্তা তোমাদের আলাদায় পরিণত হবে। আল্লাহর প্রদর্শিত গথে সহজ উপজীব্যিনা তোমাদের জন্য আচরিত হবে। যারা তোমাদের অপর চাল গিয়েছেন তাদের কর্মধারা অবহেলিয়া তোমরা এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার জীবনে তোমাদেরকে শান্তি থেকে অব্যাহতি দেব এবং তোমাদের প্রতি ইসলাম করার জন্য নিজেকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করব। বর্ণনাকারী বলেন, তার এসব উত্তম কথাবার্তায় জনগণের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরপর তিনি তার পিতার জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির মাধ্যমে যে মূলধন জমা হয়েছিল যার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না এবং যার অধিকারের বর্ণনা করা যায় না তা তিনি জনগণের মধ্যে বন্ধু করে নেন। তার পরিবারবর্গ ও দাসদেরকে তার মধ্যে থেকে কিছুই দিলেন না বরং তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন মিটানার পরিমাণ বাড়া বায়তুল মাল থেকে বরাদ্দ করেন। অন্যান্য দান ব্যাপ্তী প্রতি মাসে জন প্রতি পাচর নির্দেশনার করন। তার পিতা বায়তুল মাল পরিপূর্ণ রাখাকে পদ করতেন। তিনি প্রতি বছর উত্তম সম্পদ থেকে এক হাজার নির্দেশনা ব্যয় করতেন। আল-মাহদী মদিনের আর-রুসাফ দুর্গের চারপাশে গতি খনন ও শহরের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং উদ্বীগ্ন বিভূতিশীল শহর নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন।

কারী শরীয়ক ঈবন আবুলখালেহ সমস্তে শ্রীলাফ কাছে উল্লেখ করা হল যে, তিনি শ্রীলাফ পেছনে সালাত আদায় করলেন না। তাই তার শ্রীলাফ উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেন এবং তার সাথে কথা বলেন। এরপর আল-মাহদী তাকে অন্যান্য কথা মধ্যে বললেন, হে বাচ্চারিণীর পুত্র। তখন শরীয়ক শ্রীলাফকে বললেন, থামুন, থামুন, হে আমীরে মুমিনীন। তিনি ছিলেন সিয়াম পালনকারী ও ইবাদতওয়ার। তখন শ্রীলাফ তাকে বললেন, 'হে যিনিদের (কাফির)।' আমি তোমাকে অবশ্যই হতে করব। শরীয়ক হস্ত দিয়ে বললেন, হে আমীরে মুমিনীন। যারা যিনিদের কতোড়া চিহ রয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে চেনা যায়; তারা মদ পান করে এবং তারা মদ পরিবেশনকারীদেরকে নিজের কাছে রাখে। আল-মাহদী তখন চুপ হয়ে গেলেন এবং শরীয়ক তার সম্ভ্র থেকে বের হয় এবং শুধু গেলেন।

ধীরণিকারণ উল্লেখ করেন, একদিন বাদাস প্রথচ গতিতে বইতে লাগল। মাহদী তখন তার বাড়ির একটি ঘরে প্রবেশ করেন এবং মাটির সাথে তার গাল লাগিয়ে বলতে লাগলেন:

اللهم إن كنت أنت المطلوب بهذه العرفية دون الناس فما أنا أبين من يديك

اللهم لا تسمتي بئ الأعداء من أهل الدنيا

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! এ শাফতের যদি লঘুক্ষুব্ধ আমিই হয়ে থাকি জনগণ নয় তাহলে আমি তোমার সামনে একেবারে হাফিল, তুমি যা ইচ্ছা কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে এমন আচরণ কর না যাতে ..... ভিন্ন ধর্মলীলা আমাদের শক্রদের আলসিদ হয়। এরপর অবশ্য বহুদূর্ঘণ বিরাজ করে ওপর আকাশ পরিকার হয়ে যায়।

একদিন এক ব্যক্তি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করে। তার সাথে ছিল এক জোড়া পাদুকা।
সে বলল, এগুলো রাসুলুদ্দাহ (সা)-এর পাদপাকা। আমি এগুলো আপনাকে হাদিস দিলাম। খোলা বললেন, এগুলো আমাকে দাও। সে তাকে এগুলো দিল। এগুলোতে তিনি চুমু খেলন এবং তার দু' চেহারের উপর রাখলেন। তাকে দশ হাজার দিন্তহাম প্রদান করার জন্য হুকুম দিলেন। যখন লোকটি চলে গেল আল-মাহদী বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশাই জানি যে, রাসুলুদ্দাহ (সা) এসব পাদপাকা ধরিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা আমাকে দেনি করেছিলেন। আর লোকজনও তাকে বিশ্বাস করিত। কেননা সাধারণ জনগণ এ ধরেনে বিষয়াদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

তাদের অভাব হল শাক্তিরূপে বিন্দু দুর্বলকে সাহায্য করা যদিও দুর্বল লোকটি যাত্রিম হয়ে থাকে। তাই আমি তার মুখের ভাষা এ দশ হাজার দিন্তহাম দিয়ে খোরিদ করে নিলাম। আর এই আমি আমার জন্য অধিক দুর্দান্ত ও সঠিক বলে মনে করলাম।

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি করুণার খেলা ও প্রতিযোগিতা পায় করতেন। একজন তার কাছে মুহাদিসগণের একটি দল প্রবেশ করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইতাব ইব্রাহীম।

তিনি তখন তার কাছে আবু হুরায়ারা (সা)-এর বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা করেন। হাদিসটি হল:

লা সাবি লা হেফা লা হেফা লা হেফা (আল্লাহ হেফার লা হেফার লা হেফার)।

তিনি তখন তাকে দশ হাজার দিন্তহাম প্রদান করার নির্দেশ দেন। যখন ব্যক্তি চলে যান তখন তিনি বলেন, আলাব্বাহর শপথ, আমি অবশাই জানি যে, ইতাব রাসুলুদ্দাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। এরপর করুণার কথা যবাহ করার হুকুম দেন। পরে ইতাবের আর কোন কথা উল্লেখ করেননি।

'আল্লামা ওয়াকিদী বলেন, একজন আমি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলাম। তার কাছে আমি কিছু হাদিস বর্ণনা করলাম। তিনি এগুলো আমার নিকট থেকে লিখে নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

এরপর তিনি দাড়ান এবং মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর তখন হয়ে আসেন। তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগানিত। আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে হে আমিরুল মু'মিনীন? তিনি বললেন, আমি খাইয়ুরারের ঘরে প্রবেশ করেছিলাম তা আমার কাছে দাড়াল এবং আমার আমাকে কাপড় ছিড়ে ফেলল। আর সে বলল, আমি তোমার মধ্যে কোন কলাপ খুঁজে পাইনি। হে ওয়াকিদী। আলাব্বাহর শপথ! আমি দাস-দাসী বিবেক থেকে তাকে ঘরিদ করেছিলাম এবং ঘরে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। আর সে আমার কাছে যা মর্যাদা লাভ করার তা করেছে। আমার পরে তার দুই সত্তরের জন্য আমিরুল মু'মিনীনের বায়াত গ্রহণ করেছি। হে আমিরুল মু'মিনীন! রাসুলুদ্দাহ (সা) বলেছেন, তারা অনুরূপ পরিসরের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে আর ইতাবরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম হলেন ঐ ব্যক্তিকে যিনি তার পরিবারের জন্য উত্তম। আর আমি নিজের পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে উত্তম। মহিলাকে বৌদ্ধিত্য পাওয়া যায় শীঘ্র করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে পরিপূর্বতাবে দেখা করতে চাও তাহলে তাকে তুমি ধূসে ফেলতে। আর এ সম্পর্কে তার নিকট আমার বর্তমান মন্ডল থেকে আমি হাদিস বর্ণনা করলাম। খোলা আমাকে দু'হাজার দীনার প্রদান করার
নির্দেশ দেন। যখন আমি ঘরে পৌছলাম, দেখতে পেলাম খাইয়ুরানের দূত দশ দিন্ত কাম দুই মাজারির দিরহাম নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আর তার সাথে ছিল অন্যান্য জামা-কাপড়। সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জাপেনের জন্য ও আমার প্রশংসা করার জন্য লোক প্রেরণ করেছে।

ঐতিহ্যসিকগণ উল্লেখ করেন, আল-মাহদী একবার কূঁফার এক বাসিনার রক্ত হালাল ঘোষণা করেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে ধরিয়ে দেবে তাঁর জন্য পুরকার ঘোষণা করেন এক লাখ দিন্তহাম। লোকটি বাগাদাদে গোপনে প্রবেশ করল তখন তার সাথে এক লোকের সাকাত হয়। সে তখন তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ধরে ও ঘোষণা করে- এটি আমীরুল মু'মিনীনের আসামী। অন্য দিকে লোকটি তাঁর থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সে সক্ষম হয়নি না। এ দু'জন যখন একজন আরেকজনকে টানাটানি করছিল। তাদের কাছে জনতা আমায়ে হয়েছিল। শহরের আমীরের একটি আওয়ীহতে আরোহণ করে ঐ রাজ্য দিয়ে যাচ্ছিল; আমীরের নাম ছিল মাআন ইবনে যাইদা। তখন লোকটি বলল, হে আবুল ওয়ালিদ! আমি তীব্র-সত্র্য, আশ্রয়ালাছি। মা'আন বললেন, তোমার দুর্বল প্রতি তোমার মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে? লোকটি বলল, এটা আমীরুল মু'মিনীনের আসামী। যে তাঁকে সামাল করতে পারে তাঁর জন্য আমীরুল মু'মিনীন এক লাখ দিন্তহাম পুরকার ঘোষণা করেছেন। মা'আন বললেন, তুমি কি জান না? আমি তাঁকে নিরপেক্ষ দিয়েছি। তুমি হয়তো ছাড়ে দাও। এরপর তিনি তাঁর এক গোলামকে হুমকি দিলেন, সে তাঁকে নামিয়ে নিল এবং অন্য একটি সওয়ারীতে আরোহণ করাল। আর তাঁকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে গেল। ঐ লোকটি খোলাফার দরবারে গমন করল এবং সভাসভাবে কাছে এ ঘটনাটি পৌছাল।

আল-মাহদীর কাছে যখন এ ঘটনা পৌছলেন তিনি মা'আনের কাছে এক লোকে প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মা'আন খোলাফার কাছে প্রেরণ করলেন ও তাঁকে সালাম করলেন। কিন্তু খোলাফা তাঁর সালামের উত্তর দিলেন না এবং বললেন, হে মা'আন! আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, তুমি আমার বিরুদ্দ কাউকে নিরপেক্ষ দিয়েছ? তিনি বললেন, "হে!" খোলাফা বললেন, আবারও হে? তিনি বললেন, "হে!"; আপনার রাজ্যে আমি চার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছি, তাঁর মধ্যে আমি কি একজনকে নিরপেক্ষ দিতে পারি না? আল-মাহদী চূপ করে রইলেন। তাঁর কাছে তিনি তাঁর দিকে মাথা উঠায় নজর করলেন এবং বললেন, হে মা'আন। তুমি যেকে নিরপেক্ষ দিয়েছে আমিও তাঁকে নিরপেক্ষ দিলাম। তিনি তখন বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! লোকটি দুর্বল, তাঁকে ৩০ হাজার দিন্তহাম দেয় হুমকি দিন। তিনি বললেন, তাঁর জরিমানা হবে বড় আকারের। আর খোলাফাদের পুরুষদের প্রজাদের অপরাধের মাত্রার উপর নির্ভর করে। কাজেই আমি তাঁর জন্য এক লাখ দিন্তহামের হুমকি দিচ্ছি। মা'আনের সমস্তেই আমি এ লোকটির প্রতি হামলা করলাম তখন তাকে মা'আন বললেন, সমস্ত নিয়ে যাও, আমীরুল মু'মিনীনের জন্য দু'জন কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তোমার নিয়ত সংষ্ঠান কর নিও।

একবার আল-মাহদী বনরায় আপমন করলেন। এরপর তিনি লোকজনকে নিয়ে সালাম আদায় করার জন্য বের হলেন। এমন সময় এক মুসলিমী আসেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মুসলিম চলে এসেছেন, অমির ওয়াহ করা পর্যন্ত তারা যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেন। খোলাফা তখন তাদেরকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। আল-মাহদী মিহরাবে
দাড়িয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না বলা হলো যে মরবাসী এসেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল-মাহদী তাকে হেরিয়ে মরবাসী বললেননি। এরপর তিনি তাকে বললেন।
লোকজন খুলিয়া চরিত্র মাধ্যমে অবক হলেন। মরবাসী এগুলি অস্লানে; তার সাথে ছিল সীল মোহরকৃত একটি পত্র। আর তিনি বলছিলেন, 'এটা আমার কাছে আমিরুল মু'মিনীরের একটি পত্র। দাওয়ান আর-রাবী যাকে বলা হয় তিনি কোথায় আছেন?' আর-রাবী পত্রটি হাতে নিলেন এবং এটা খুলিয়া কাছে নিয়ে আসলেন। মরবাসীও পাশে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি পত্রটি খুললেন, দেখা গেল চামড়ার একটি টুকরা। তার মধ্যে দুর্বল হাতের লেখা। মরবাসী বলছিলেন, এটা খুলিয়া হাতের লেখা। আল-মাহদী মুহাম্মদ হালেন এবং বললেন, মরবাসীটি সত্য বলেছেন, এটা আমারই হাতের লেখা। আমি একদিন শিকারে বের হয়েছিলাম। আমি আমার লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পড়লাম। রাত যন্ত্রে আসল। আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর শেখানো তাবীবের শরণপন্থা হলাম। দুর্বল আত্ম জুতে দেখলাম। এগুলি গেলাম; দেখি এ বৃত্ত লোকটি তার সাথে একটি ইন্দুরে অবস্থান করছেন। তাঁরা দুজনে আত্ম জুতে রেখেছেন। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। তাঁরা আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমাকে বসার জন্য একটি চাদর বিচিত্র দিলেন এবং পানি মিশিয়ে দুধ পান করলেন। আমি যা পান করলাম তা ছিল আমার কাছে অত্যন্ত সুখদুঃ। ঐ জামাকাপড়া আমি সেখানে মুসলামাল, এর থেকে উত্তম যুম আমি কোন দিন যুমাইনী কিংবা যুমষ্টিকে মিল কর হয়েছিল না। তিনি একটি হোট বকুরর কাছে গেলেন এবং এটা করা দখাল। তার সাথে বললেন অন্যহ্যঃ তোমার অর্জিত ধন ও তোমার ছোলামের উপরীতিকা, আর তুমি এটা বহার করলে? তুমি তোমাকে ক্লু করলে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও ক্লু করলে। কিন্তু তিনি তাঁর শেষে কোন ক্লুক্লু করেননি। মহিলাটি যুম থেকে জেগে উঠল এবং বকুরর গোষ্ঠে ভূমা করল। আমি তাকে বললাম, আপনার কাছ কি কোন মতু আছে আপনার জন্য আমি তাঁর মাধ্যমে কোন লিখে দেব? তিনি আমার কাছ চৌড়ার টুকরাটি নিয়ে এসেছিলেন। তার মাধ্যমে লোকটির জন্য ছাইয়ের কাঠ দিয়ে লিখিলাম । পাচ লাখ দিনাম। আমি অশ্বারোহী করেছিলাম পন্থায় হারাইলে। আমি তাকে সম্পূর্ণ পরিমার্জন দিয়ে কাণ করত যদিও এ পরিমার্জন বহুত বায়নুলুল মালে অন্য কোন সম্পদ না থাকে। এরপর খুলিয়া তাকে পাচ লাখ দিনাম দেওয়ার হক্কুম দিলেন। মরবাসী এ পরিমার্জন সম্পদ হস্তগত করলেন এবং আমার অঞ্চলের হক্কের রাস্তায় ঐতিহ্যে স্বয়ংক্রিয়া সবসময়ই করেছেন। ঐতিহ্যে অন্যের কাছে তাঁকে নিয়ে মেহমানদারী করলেন। এভাবে তার ঘরটি আমিরুল মু'মিনীন আল-মাহদীর মেহমানখানা হিসেবে পরিচিত হতে থাকে।

সিওয়ার-সিরওয়ারের সাথী রাহবাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আল-মাহদীর কাছ থেকে বিদায় হয়ে আসলাম। আমার ঘরে পৌছলাম। আমার সামনে খোঁবার রাখ হল কিছু খোঁবা থেকে আমার মন চাইল না। এরপর একা ঘরে প্রবেশ করলাম যাতে দুপুরে খোঁবার পরে একটি যুমাতে পারি কিছু যুম আসল না। এরপর আমার দাসীদের কোন একজনকে ডাকলাম যাতে তাঁর সাথে চিঠি বিনোদন করা যায় কিছু তাঁর দিকে মন আকৃষ্ট হল না। তাই উঠে দাড়ালাম, ঘর থেকে বের হলাম। আমার খরচে সাওয়ার হলাম। কিছু দুরে যাওয়ার পর এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয় তাঁর সাথে ছিল দু'হাজার দিনাম। আমি বললাম, এগুলো কার কাছ
২৭১

থেকে এসেছে? তখন তিনি বললেন, এটা তোমার নতুন আমারের নিকট থেকে। আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে পাইলাম এবং আমাদের অলি-গুলিতে চলতে লাগলাম যাতে আমি যে দিয়েছি দিয়েছি তাকে কিছুটা মুক্ত পাওয়া যায়। আসর নামায়ের সময় যখন আসল। প্রতিময় জায়গায় একটি মসজিদে আমার পৌঁছলাম। আমি নামায় আদায় করার জন্য অবতরণ করলাম। আমি যখন নামায় শেষ করলাম একটি অদ্য লোককে দেখতে পেলাম। তিনি আমার কাপড় টেনে ধরলেন এবং বললেন, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। আমি বললাম, আপনার প্রয়োজনটা কি? তিনি বললেন, আমি একজন অদ্য লোক কিন্তু আমি যখন আপনার কাছ থেকে সুগন্ধি পেলাম বুঝতে পারলাম আমি একজন বিশ্বাসিনী ব্যক্তি। তাই আমি আপনার কাছে আমার প্রয়োজনটি উপহার করতে চাই। আমি বললাম, সেটার কি? তিনি বললেন, মসজিদের বর্তমান যে হৃদাসাথি রয়েছে এটা ছিল আমার পিতার। তিনি এখান থেকে খুরাসানে চলে যান। আর এটা বিবর্তকে করে দেন এবং আমাকে তার সাথে নিয়ে নেন। তখন আমি ছিলাম খুব ছোট। সেখানে আমারা পরে পৃথিবী হয়ে যাই। আর আমি অক্ষুন্ন হয়ে যাই। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি বাগদাদে ফিরে আসি। তখন আমি এ প্রাসাদের মালিকের কাছে আগমন করি। তার থেকে আমি কিছু অর্থ চাই যাতে তার দ্বারা চলাচলকে রাখতে পারি এবং সিওয়ার নামক ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। কেননা তিনি ছিলেন আমার পিতার বন্ধু। তার কাছে হয়ত সম্পদ ধারকতে পারে এবং তিনি আমাকে তার থেকে কিছু দান করতে পারেন। আমি বললাম, তোমার পিতা কে? তখন তিনি যে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে যিনি ছিলেন আমার কাছে অধিক প্রভাব তখন আমি বললাম, আমিই সিওয়ার তোমার পিতার বন্ধু। এ দিনে আলাহুতা তার আমার আমাকে বুঝ, প্রশংসা, খাওয়া-দাওয়া এবং আমার-আয়েশ থেকে বিতর রেখেছেন এমনকি আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন যাতে আমি তোমার সাথে একত্র হতে পারি। আর আলাহুত আমাকে তোমার সামনে উপবিষ্ট করে দিয়েছেন। আমি আমার প্রতিনিধিত্ব হয়েছে একটি দিয়েছি তার সাথে যে দুর্ভাগ্য দিয়েছে তা যেন তাকে প্রদান করে। আমি তাকে আরো বললাম, যখন আমায় আসলে তখন তুমি অমুক জায়গায় আমার ঘরে আসব। এরপর আমি সিওয়ার হ্রদম্য এবং রাজনীতিতে চলে এলাম এবং বলতে লাগলাম, এজন্য আল-মাহদীর কাছে রাতের গল্পের ক্ষেত্রে এর থেকে অত্যন্ত কোনো গল্প আছে বলে আমি মনে করি না। আমি যখন তার কাছে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তিনি তা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং এ অজ্ঞতাতে তিনি দুর্ভাগ্য দায়িত্ব প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। আর আমাকে কলামন, তোমার কি কোনো ঝর্ণ আছে? আমি বললাম, হয়, তিনি বললেন, কত? আমি বললাম, পঞ্চম হ্রদার দীনার। তখন তিনি চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ আমার সাথে কথাবার্তা বললেন। তারপর যখন আমি তার সমুখ থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার ঘরে পৌঁছে দেখলাম, আমারের জন্য পঞ্চম হ্রদার দীনার এবং অন্যের জন্য দুর্ভাগ্য দীনার নিয়ে আমি ঘরে পৌঁছার পূর্বেই তারা আমার ঘরে পৌঁছে গেছে। অন্য লোকদের ঐদিন আমার ওখানে আসার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে পৌঁছতে একটি দেরী করল। তখন সখ্যা হয় এবং আমি আবার আল-মাহদীর কাছে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমি চিত্ত করে দেখলাম, যদি তুমি তোমার ঝর্ণ আদায় কর তাহলে তোমার কাছে আর কোনো সম্পদ থাকে না। তাই আমি তোমার জন্য আরো পঞ্চম হ্রদার দীনার প্রদান
করার হকিম দিলাম। তৃতীয় দিনে অর্ক লোকটি পুনরায় আগমন করল। তখন আমি তাকে বললাম, তোমার ওর্লাইয়া আলাহু তা'আলা আমাকে বহু কল্যাণ দান করেছেন। খুলিফা যে দু'হাজার দীনার তাকে দিয়েছিলেন তা আমি তাকে প্রদান করলাম। আবার আমার নিজের কাছ থেকে আরো দু'হাজার দীনারও তাকে প্রদান করলাম।

আল-মাহদীর শী দাব্বালেন। তিনি বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়! আমার প্রয়োজনও পূর্ণ কর। আল-মাহদী তখন বললেন, এ কথাটি অন্য কোথায় কাছে শুনিনি। তাই তার প্রয়োজন পূর্ণ কর এবং তাকে দশ হাজার দিনার প্রদান কর।

একদিন ইবন খাইয়াত আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। তিনি তাকে পঞ্চাশ হাজার দিনার প্রদান করার জন্য হকিম দেন। ইবন খাইয়াত তা বিতরণ করে দেন এবং নিজে উল্লেখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।


আখ্তে বিখ্যাত কেন্দ্রে আব্দুল্লাহ গম্বু এবং যিনি বেরেন কেন্দ্রে, যিনি আব্দুল্লাহ গম্বু এবং যিনি আব্দুল্লাহ গম্বু এবং যিনি আব্দুল্লাহ গম্বু এবং যিনি আব্দুল্লাহ গম্বু।

অর্থাৎ আমি বিভাক্ত হয়ে আমার হাত দিয়ে তার হাত ধরলাম আমি জানতাম না তার থেকে দান ভাবে সীমাপরিয়ে আস। আমি তার থেকে অতুলক পাইনি যাতুলক বিভাগ থেকে থাকে। আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে এবং আমার কাছে পূর্ব থেকে যা কিছু ছিল আমি স্বয়ং বস্ত্র করে দিলাম।

বর্ণনিক বললেন, যখন এ কবিতাটি আল-মাহদীর কাছে পৌঁছল তখন তিনি তাকে প্রতিটি দিনারের পরিবর্তে দীনার প্রদান করলেন। সামরিকভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, আল-মাহদীর কীর্তি ও অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মাসরাবারের তার মূল ঘটে। তিনি মাসরাবারের দিকে রওনা হয়েছিলেন তার পুরু আল-হাদির কাছে লোক প্রেরণ করে তাকে জুরুজান থেকে ডেকে পাঠানোর জন্য। যতেক তার পুরু তার কাছে হামিদ হন এবং তার থেকে থিলাফতের নিয়ূক্ত পত্র বাতিল করে তার পরে হামদুর রশিদকে তিনি যুবরাজ নিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু আল-হাদি তা থেকে বিতর থাকেন ও অগ্রীকৃতি আপন করেন। তাই আল-মাহদী তাকে হামিদ করার জন্য তার দিকে রওনা হয়ে যান। যখন তিনি মাসরাবারের পৌঁছে তখন তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। যখন তিনি বাগদাদে কারের সালামতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি যুদ্ধে দেখেছিলেন-একজন বৃদ্ধ লোক প্রাদের দরজায় দাঁড়ায়। তিনি বলছিলেন কেউ কেউ বললেন, একজন ঘোষকের তিনি ঘোষণা করতে থেকেছিলেন। ঘোষণা বলছিলেন।

কান্নি তার ফলে প্রেরণ করে আলোচনা ও আব্দুল্লাহ রূপে রূপান্তর ও মূল বমুক অনেক জীবনের জন্য যেন কে বর্ণনা করে।

অর্থাৎ, আমি এ প্রাসাদে যেন দেখিয়ে তার বাসিন্দা তিমিতে হয় পড়েছে, প্রাসাদের এক-চতুর্থাংশ ও তার ঘরগুলো জানানো হয়ে পড়েছে। সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডধরতা উপভোগ করার ও
রাজ্য শাসনের পর করে পানে চলে যাচ্ছে যার উপর বড় বড় পাথর রাখা হবে। তার সৃষ্টি ও সুনাম বাতীত আর কিছুই রাখে থাকে না। তার প্রতিষ্ঠার ঘোষকেরা তার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে।

এ ঘটনার পর তিনি মাত্র দশ দিন বেঁচে ছিলেন।

এরপর তিনি মারা যান। বর্ষণ রয়েছে যখন অদৃশ্য আহ্মদকারী তাকে বললেন:

কারী কেহই কিছু মানা করে মানুষের জন্য কিছুই সত্য যাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ আমি এ প্রাপ্তার যমতি দেখি যেন তার বাসিন্দা ধ্রুব হয়ে গেছে যার চিহ্নিত গৃহীত যে মত গেছের।

আল-মাহদী তার উত্তরে বললেন:

তাদাক আমরা নাম্নীর নাম বিভাগ মাথায় বিভাগ + কলে পিন যোগ সত্য সত্য জানালাম।

অর্থাৎ "এরপর মানবজাতির নতুন কাজগুলো পুরাতন হয়ে যায়। আর একটি যুগের কার্যকলাপ কেন একদিন পুরাতন হয়ে যাবেই।"

অদৃশ্য আহ্মদকারী বললেন:

তুমি মনে দুঃখ দাও দুঃখ দাও + দুঃখ দাও দুঃখ দাও দাও দাও দাও দাও দাও দাও দাও।

অর্থাৎ "জীবন থেকে পাখের সংহ কর কেননা তোমাকে মরতে হবে। আর নিশ্চয়ই তোমাকে শুধু করা হবে তখন তুমি এ প্রেরণ-উত্তরে কী বলবে?

আল-মাহদী উত্তরে বললেন:

আহলাদীন যখন আল্লাহ তাদের প্রকাশে করে দিয়েছেন আর আমি তার সাক্ষাৎ দিয়েছি। এটি এমন এক কথা যার সুন্দর বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।"

অদৃশ্য আহ্মদকারী বললেন:

তুমি মনে দুঃখ দাও দুঃখ দাও + দুঃখ দাও দুঃখ দাও দাও দাও দাও দাও দাও দাও।

অর্থাৎ "জীবন থেকে পাখের সংহ কর। কেননা তুমি রঙও কারী। তোমার উপর যা অবশীর্ষ

হবে তার সময় নিকটবর্তী হয়েছ।"

আল-মাহদী তার উত্তরে বললেন:

তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি 

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃ) —৩৫
টিলেট তালাত বাদ উপলব্ধি করেন + তুলে মুন্ন শীতর ও অন্ত কালীনে অর্থাৎ "এ মাসের শেষ পর্যন্ত বিশ রাত পরে আরো তিন রাত তুমি এ দুনিয়ায় অবস্থান করবে তবে তুমি তা পরিপূর্ণ করতে পারবে না।"

অনাহারিতাসিক বলেন, এরপর তিনি উনিশ দিন জীবিত ছিলেন। এরপর মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করেন।

ইবন জাহর (R) তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে মতবিক্রম উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, "তিনি একটি হরিণের পিছু নিয়েছিলেন, কুকুরগুলো ছিল তাঁর সামনে। তখন হ্রিণটি একটি ধ্বংসসাধ্য প্রবেশ করল। কুকুরগুলো তাঁর পিছনে প্রবেশ করল। আল-মাহদীর ঘোড়াটি এগিয়ে আসল এবং তাঁকে ধ্বংসসাধ্যের অভিযোগ বহন করে নিল। তিনি ধ্বংসসাধ্যে প্রবেশ করলেন তাতে তাঁর পিঠের হাড় ডেকে যায়। আর এ কারণে পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু এসে যায়। কেউ কেউ বলেন, তাঁর কোন একটি দাসী অন্য একটি দাসীর কাছে বিসমিল্লাহ দর্শনগুলোর উপরে ছিল বড় একটি নাশপাতি যা ছিল বিসমিল্লাহ। আর আল-মাহদী নাশপাতি খুব পাসন করেন। তরুণীটি তাঁর কাছে আশ্বাস করল, তাঁর হাতে ছিল খাবারের থালাটি। আল-মাহদী উপরের নাশপাতির পুলে নেড়ে এবং তা ভক্ষণ করেন ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পড়িত হন। দাসীটি তখন চীৎকার করে বললে লাগল, হায়! হায়! আমি কে মুমিনিনের কুল হয়ে গেল। তিনি মেনে এককভাবে বেঁচে থাকেন এটা আমি চাই। আমি কি নিজ হাতে তাকে হত্যা করলাম? তাঁর মৃত্যু ছিল এক উনসত্তর হীরদরীর মৃত্যুর ১ম মাস। আর প্রশ্ন মতে, তাঁর বয়স ছিল তেতাল্পিল বছর। তার খিলাফতের সময়কাল ছিল দশ বছর এক মাস কয়েক দিন।

কবরা তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্থ প্রায়শ করেন যা ইবন জাহর ও ইবন আসাকির উল্লেখ করেছেন। এ বছর যারা মায়া যান তারা হলেন। উবায়দুল্লাহ ইবন মিয়াদ, নাফি' ইবন উমর আল-জামহী এবং আল-কারি নাফি' আবু নূআয়ম।

মৃত্যু আল-হাদ্দী ইবন মাহদীর খিলাফতকাল

এক উনসত্তর হীরদরীর প্রথম দিকে মুহাররম মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার পর তিনি ছিলেন যুবরাজ। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পিতা, তাঁর তাই হারুনর রশীদকে যুবরাজ হিসেবে অধিকারী ছিলেন পৌঁছে শুধু তা বান্ধব করা তাঁর পক্ষে সর্বপ্রথম হয়ে উঠেন বং তাঁর পিতা আল-মাহদীর মসজ্জায়ন নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। আর আল-হাদ্দী তখন ছিলেন জুরুজান। কিন্তু সংখ্যার সর্বাধিক কর্মচারী যেমন দারুয়ান আর-রাশী এবং একদল সেনাপতি হারুনর রশীদের খিলাফতের ক্ষেত্রে অধিকারী দেয়া ও তাঁর জন্য বায়ুআত গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। আর আর-রশীদ ও বাগদাদে হাবির ছিলেন। তাঁরা আল-মাহদীর মুতাবত বান্ধবদের জন্য সেনা নিয়োগ করার লক্ষ্যে বাজের সংস্করণ গ্রহণ করেছিলেন। এদিকে আল-মাহদীর মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সাথে আল-হাদ্দী জুরুজান থেকে দৃষ্টি বাগদাদ রওনা হয়ে আসেন। তিনি এক শিক্ষাদের মধ্যে পৌঁছে যান। তিনি বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং জনগণের মাঝে কুতুবা দেয়ার জন্য
দ্বারকা, তাদের থেকে বায়ান নেন, তারা তার বায়ান গ্রহণ করেন। দারোয়ান আর-রাবী আমগেন্ন করেন। আল-হাদিদ তাকে খোজ করে বের করেন এবং তিনি তার সামনে হামির হলেন। তিনি তাকে কমা করে নেন, তার প্রতি দ্যা প্রদর্শন করেন এবং দারোয়ানের পদে বহাল রাখেন। তাকে ওধিরের পদ মর্যাদা দান করেন ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রদান করেন। আল-হাদিদ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যিনিদেরকে খোজে আখ্যানিরেখা করেন এবং তাদের অনেককে হতা করেন। আর এ ব্যাপারে তিনি তার পিতার অনুকরণ করেন। মূর্ত আল-হাদিদ তার সম্পর্কের কাছে একাধিক খুব খোলা মেলা ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি টিঠাফতের আসনে উপবেশন করেন তখন তার দিকে নয়র করতে সাহস করতেন না। কেননা তার দায়িত্ব ও টিঠাফতের দায়িত্বকে দায়িত্বরোধ করে তার থেকে উদ্ভাসিত হতে থাকত। তিনি ছিলেন একজন সুদর যুবক ও একটি জীবনপ্রদ পর্বতশৃঙ্গ।

এ বছর মদিনায় আল-হাদিদের ইব্বন আল-হাদিদ হসান ইব্বন হসান ইব্বন হসান ইব্বন আল-হাদিদ আবু তালিব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। একদিন মসজিদে নবী থেকে উপবাস হন। লোকজন নালাত আদায় করতে আসেন, যখন তাকে দেখেন তখন তারা তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তবে তিনি সহানুভূতি তেমন মিলিত হয় এবং তার প্রতি কিতাব, সুন্না ও আহলে বায়ানের সত্যির ভিত্তিতে বায়ান করে। তার বিদ্রোহের কারণ ছিল নিরাম।

মদিনার মুতাহাকের মদিনা থেকে বাগদাদে রওনা হয় যাতে খলিফাকে টিঠাফতের জন্য অধিষ্ঠান জাপন ও তার পিতার মৃত্যুতে সমর্পন জাপন করতে পারেন। এরপর এমন ঘটনা ঘটল যার কারণে তিনি বিদ্রোহ করলেন এবং একদল লোক তার সাথে যুদ্ধ হল। তারা তাদের কেন্দ্রভূক্ত করল তার মসজিদের নবী। তারা লোকজনকে মসজিদে সালাত আদায় করতে নিষেধ করে। কিন্তু মদিনার বাসিন্দাগণ বিদ্রোহীকে সমর্পন করলেন না বরং মসজিদের মর্যাদা শুঙ্খ করায় মদিনার বাসিন্দাগণ তার লোকায়ত করেন লাগালেন এমনকি এরপর বর্তমান ছিল যে, তার সমস্ত মসজিদের আশেপাশের ময়লা-আবর্জনা ফেলত। কৃষ্ণকায় সৈন্যদের থেকে তারা কয়েকবার যুদ্ধ করে এবং বারবার তাদের দলের লোকের নিঃর্গ হয়। তারপর তিনি মকায গমন করেন এবং হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর আল-হাদিদ তার বিদ্রোহ একটি সৈন্যদল শ্রেণি করেন। লোকজনের হজ্জের আহ্লাদ আদায় হবার পর তারা তার বিদ্রোহ যুদ্ধ করে, আর বাকীও পলায়ন করে এবং এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার বিদ্রোহ ঘোষণার পর থেকে নিঃর্গ হয় পর্যন্ত সমাজটি ছিল নয় মাস আঠার দিন। তিনি বাকী জীবনে জনগণের মধ্যে ভদ্র ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলেন। খলিফা তাকে চল্লিশ হাজার দীনার দান করলেন। তিনি তার পরিবার এবং বাগদাদ ও কুফার বন্দু-বাঙ্কেরদের মধ্যে তা বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি কুফা শহর থেকে বের হয়ে আসেন। তার গায়ে বাল একটি জামাত ছিল না। তার গায়ে ছিল মায়ে একটি চাদর যার নীচে কোন জামা ছিল না।

এ বছরই খলিফার চাচা সুলায়মান ইব্বন আবু জাফর লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। মাহমুদ ইব্বন ইয়াহুদা একটি বিরাট সৈন্য দলের সম্পর্কে তার নামকরা রচিত গ্রন্থের প্রকাশ করেন। রোমকরা তাদের সনাতন ইসলাম মুসলিমদের জন্য এগিয়ে আসে এবং তারা
আল-হাদারি পর্যন্ত পৌছে যায়। এ বছর খানা ইনতিকাল করেন তাদের করেকজন হলেন। আল হুসাইন ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আলী ইবন আবু তালিব-তাশরীকের দিনগুলোতে তিনি নিহত হন। আল-মানসুরের আয়াদকৃত গোলাম ও দারোয়ান আর-রাবী ইবন ইউমাস। তিনি খালিফা ওয়ারও ছিলেন আবার দারোয়ানও ছিলেন। তিনি আল-মাহদী ও আল-হাদি উভয়ের দস্তের কাজ করেন। কেউ কেউ তার বংশধরায় অপবাদ দেয়। আল-খাতারের তার জীবনের তার বর্ধিত একটি হাদিস উপস্থাপন করেন। তবে এটা মুসলিম হাদিস হিসেবে গণ্য। যার শুধুমাত্র সনদে পোশাক করা হয়ে থাকে। তারপরে দারোয়ানের দায়িত্ব পায় তার সম্ভান আল-ফযাল ইবন রাবী। আল-হাদি তাকে এ পদে নিযুক্ত করেন।

১৭০ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-হাদি তার ভাই হারুনর রশিদকে খিলাফত থেকে বাদ দিয়ে তার পুত্র জা'ফর ইবন আল-হাদিকে যুবরাজ নিয়োগ করার জন্য সংক্রম করেন। হারুন এ ব্যাপারে আনুগৃহীত হন। কোন শ্রোকে বিশেষতা প্রকাশ করেননি বরং তিনি হাযাবাক উত্তর দেন। আল-হাদি আমীরদের একটি দলকে এ ব্যাপারে আমারন করেন। তারা এ ব্যাপারে তাদের সাহা দেন কিন্তু তাদের মাতা আল-খায়যুরান তা মানতে অস্বীকার করেন। তিনি তার পুত্র হারুনর রশিদের প্রতি স্বাধীনতা উত্তর মূল্য থেকে অবিচার আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু আল-হাদি খিলাফতের প্রাথমিক অবস্থায় নিজের পক্ষে মুক্ত করার পর তাকে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোন প্রকার মধ্যস্থতা করতে নিষেধ করেছিলেন। রাজ্যগুলো ও আমীরগণের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এরপর আল-হাদি শপথ করেন যদি কোন আমীর তার পদ চেঙে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। তার তার ব্যাপারে কোন প্রকার সুপরিশ করার হবে না। আল-খায়যুরান এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে থাকে বিন্দু রইলেন আর শপথ করলেন, আল-হাদির সাথে কখনও কখনও বলবলেন না। তিনি তার নিকট থেকে অন্য এক বাসস্থানে চলে গেলেন। আর এদিকে আল-হাদি তার ভাই হারুনের পদপুরুষের ব্যাপারে জেন শুরুর সময়ে। ইয়াহুইয়া ইবন খলিদ ইবন বাবামাকের কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন ঐ প্রথিয় আমীরদের অন্যতম খানা ছিলেন আর রশিদের কাতরের লোক। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, হারুনের পদপুরুষ ও আমার পুত্র জা'ফরের নিযুক্তির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? খালিফা তাকে বললেন, আমার আশ্বাস হচ্ছে আপনি জানানগণের উপর নিরাপত্তাকে সহজ করতে পারবেন তবে কল্যাণকর মনে হচ্ছে যে আপনি জা'ফরের হুদ ব্যক্তিত্বে সাহা দেবে না। কেননা তিনি এখন বালেগ হসন। ব্যাপারটি জটিল আকার ধারণ করে এবং জনগণ মতবিরোধের অন্তর্গত নেবে। এরপর তিনি কিছুদিন চূপ করে রইলেন। আর এটা ছিল রাজ্যের কেলা। এরপর তিনি তাকে করাকের নিপুণ করার হ্রদতম দেন। পরে তাকে ছেড়ে দেন।

একদিন আল-হাদির কাছে তার ভাই হারুন আগমন করলেন এবং তার সাথে দূরে বসলেন। আল-হাদি তার পানে কিছুদিন তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন, হে হারুন! তুমি কি প্রত্যাক্ষে যুবরাজ হওয়ার আশা পোষণ করেছ? তিনি বললেন, 'হ্যা, আল্লাহর শপথ! যদি এটা আমার জন্য বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপনি যার সাথে সম্পর্কিত করেছেন আমি তার সাথে অবশেষই ঘনিষ্ঠ্য রক্ষা করব। আপনি যদি কারো উপর যুদ্ধ করে থাকেন তাহলে আমি তার
সাথে ব্যাপার আচরণ করে। আমার মেয়েদের সাথে আপনার পুত্রের বিয়ের অনুমতি দেব।
আল-হাদিদ বললেন, এটা তোমার খেয়াল মাত্র। তখন হারুন তার হাতে চুন্ন করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন আল-হাদিদ শপথ করেন যেন হারুন তাঁর সাথে সিংহাসনে বসেন।
তখন তিনি তাঁর সাথে বসেন। এরপর তাঁকে দশ লক্ষ দীনার প্রদানের নির্দেশ দেন। আর তাঁকে অনুমতি দেন তিনি যেন বায়ুতল মালে প্রবেশ করে সেখানের দিকে যেখানে যা ইচ্ছা সংঘাত করেন। আর এ নির্দেশের জারি করা হয় যে, যখন সরকারী আদায়কৃত শক্তি ও কর রাজাধামের পৌঁছে যখন অর্থের পরিমাণ যে তাঁকে প্রদান করা হয়। এর হকুমের সবটাই পালন করা হল এবং আল-হাদিদ ও আর রুশীদের গৃহ সত্ত্বে আছে যার বলে প্রকাশ করলেন। মীমাংসার পর আধুনিক মাওসিলে আল-হাদিদ হঘন করেন। এরপর সেখান থেকে করতে আসেন এবং রৌদুল আউয়াল মাসের ২৫ তারিখ জুমুআর রাত ইসাবাদে তিনি ইনিকেলিক করেন।
কেউ কেউ বলেন, একজন সত্তর হিজরীর শেষাংশে তিনি ইনিকেলিক করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। খিলাফতের সময়কাল ছিল ছায়া মাস তেইশ দিন। তিনি ছিলেন লখা, সুদর ও সাদা। তাঁর উপরের চাঁদ ছিল পাতলা। এ রাতে একজন খলিফা (আল-হাদিদ) ইনিকেলিক করেন; একজন খলিফা (আর-রুশীদ) নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং একজন খলিফা জনগ্রহণ করেন।
তিনি হলেন আল-মামূন ইবনে আর-রুশীদ। তাঁদের মাতা আল-খায়মুর রাতের প্রথম বাগে বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে একজন খলিফা জন্য দেবে, একজন খলিফা মৃত্তামুখে পতিত হবে এবং একজন খলিফা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কথিত হচ্ছে যে, তা তিনি বহু পূর্বে আল-আওয়াই (র) থেকে বলেন। আর তিনি তা অনন্ত গোপন রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর যে সমাজের নাম রেখেছিলেন আল-হাদিদ তাঁকে তাঁর অন্য পুত্রের জন্য ভয় করতেন। আর তিনিও তাঁকে দূরে

আল-হাদিদের জীবনীর কিছু অংশ

তিনি ছিলেন আরু মুহাম্মদ মুসা ইবন মুহাম্মদ আল-মামূন ইবন আবদুল্লাহ আল-মামূন ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল-হাদিদ। একজন উন্নতির হিজরীর মুহাম্মদ মাসে তিনি খিলাফের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং একজন সত্তর হিজরীর রবীউল আউয়াল কিংবা রবীউল হানিফ মাসের ১৫ তারিখ ইনিকেলিক করেন।
তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। কেউ কেউ বলেন, চল্লিশ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, ছায়ার বছর। প্রথম মতটি বিখ্যাত।
কথিত হচ্ছে যে, তাঁর মতো এর কম বয়সে তাঁর পূর্বে কেউ খিলাফের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে

ইসা ইবনে আবু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একজন আমি আল-হাদিদের কাছে ছিলাম। তাঁর সামনে একটি চিল্লি আনা হল, তাঁর মধ্যে ছিল দুটি তকুলীর মাথা। তাদেরকে বয়ে না হয়ে এবং মাথাধারা কেষে আনা হয়েছে। এর থেকে অধিক সুন্দর ছবি আর দেখিনি। তাদের চুলের মত এত সুন্দর চুলও আর দেখিনি। তাদের দু'জনের চুলে ছিল মুক্তা ও মূল্যবান পাখির
াল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

তবে তবে সাজানো। আর এ দুঃজনের সৃষ্টির নায় সোচিয় আমি আর কোন দিন দেখিনি। আমাকে খালীফা বললেন, তুমি কি এ দুঃজনের অবস্থা সম্পর্কে জান? আমি, বললাম, 'না'। তিনি বললেন, উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের একজন অন্যজনের উপরে চড়েছিল। তারা দুঃজনে অশ্রু কাজ করছিল। আমি আমার খাদিমকে হৃদ্যুক্ত দিলাম, যে যে তাদের উৎস পেতে দেখো। খাদিম বলল, তারা দুঃজনে বিলিত হয়ে রয়েছে। আমি এখানে পেলাম; তাদেরকে একই লেপের ভিতর দেখতে পেলাম তারা অশ্রু কাজে লিপ্ত ছিল। তাই আমি তাদের দুঃজনের গদালের কর্তনের ব্যক্তিত্বদান দিলাম। এরপর তাদের মাথাগুলো তাদের সামনে থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হৃদ্যুক্ত দিলাম।

তিনি তার পূর্বের কথায় ফিরে আসলেন। মনে হল যেন ইত্যাদির কোনো ঘটনা ঘটতে না। তিনি ছিলেন বিক্ষিপ্ত, দেশ সম্পর্কে পারদর্শী ও দানশীল। তিনি বললেন, অপরাধীর শাস্তি তুলনাতীত করা ও পদশিখনকে ক্ষমার চেয়ে দেখা একজন শাসকের জন্য কতই না উত্তম! এতে করে রাষ্ট্র পরিচালনার লোভ করে যায়।

একদিন তিনি এক ব্যক্তির উপর রাগান্তিত হন। তখন লোকটি খালীফাকে রায়ি করার প্রাণপণ চেষ্টা করল। অবশেষে খালীফা রায়ি হলেন। লোকটি অজ্ঞহাত পেশ করতে লাগল তখন আল-হাদী বললেন, রায়ি হয়ে যাওয়াই অজ্ঞহাতের প্রহরীস্বরূপ হিসেবে তোমার জন্য যথেষ্ট।

তিনি একদিন এক ব্যক্তিকে তার পুরুষ সম্পর্কে সাবধান প্রদানকালে বললেন, যে বস্তু তামাকে সত্য করে সেটা তোমার দৃঢ়পাল ও ফিতনা। আর যে বস্তু তোমার কাছে খারাপ লাগে তা হল সালাত ও আল্লাহর রহমত।

আমি-মুহাইয়ার ইবন বাকার বর্ণনা করেন যে মারওয়ান ইবন আুরু হাফসা আল-হাদীর জন্য একটি কাসীডা প্রণয়ন করেন। তার মধ্য থেকে একটি পঞ্চিক এরপর হেলেঃ

তোর দিনের পাপে নিস্থাবাদে পিতৃরাজ আল্লাহ, তোমার প্রতি শাস্তি ফিরায়ে না করা হল। এরপর কাওন ব্যক্তিই জানে না এ দুঃস্বাভাবিক মধ্যে কোনকে প্রভেদ করা।

আল-হাদী তাকে বললেন, কোনটা তোমার কাছে অধিক প্রয়োগ কি? তুমি হাজার যে হল নগদ কিংবা এক লাখ যা দেওয়া হ্যাতে আসবে? তিনি বললেন: হে আমীরকুল মুহম্মদ! এর থেকেও কি উত্তম হয় না? তিনি বললেন, সেটা কী? তিনি বললেন, এক হাজার হে নগদ আর এক লাখ দশট ঘুরে আসবে। আল-হাদী বললেন, এর থেকেও কি উত্তম হয় না? আর তা হল সমূঢ় তোমার জন্য নগদ। এরপর তিনি তার জন্য এক লাখ ঢিব হাজার নগদ অনুশোচনা করলেন।

আল-খাতীব রাগাদিদী বললেন, আল-আহাবারিয়া (র) সাহল ইবন আহমদ দীবাজি সুত্তে আল-মুহাজির ইবন ইকাশা আল-মুমাজি (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমরা একদিন আমাদের এক লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ দেয়ে জন্য আরু মুহাজির আল-হাদীর কাছে আমন্ত্রণ করলাম। লোকটি বুঝতে পারলেন গালি-গালজ করেছে এবং রাসুলুলাহ (সা) পর্যন্ত কোন ভিডিয়ে গেছে। আল-হাদী আমাদের জন্য একটি মজলিস ফাকলেন। মুঘল গজ্জারদেরকে ঐ মজলিসে হায়রি করানো হল। খালীফার দলবর্ধনের আশাপ্রাপ্ত সকলে হায়রি হল। লোকটি হায়রি হল এবং আমরা হায়রি হলাম। আমরা তার থেকে যা শুনেছি তা সাক্ষাৎ দিলাম। আল-হাদীর চেহারা বিরল
হয়ে গেল। এরপর তিনি মাথা নীচু করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠালেন। আর বললেন, আমি আমার পিতা আল-মহদীকে তাঁর পিতা আল-মানসুর থেকে হাদিস বর্ণনা করতে চানি। তিনি তাঁর পিতা আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দাল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে কুরআনের অংশ অ্যাপল করতে তাঁকে আলীর অপমান করেন। আর তুমি হে আল্লাহর দুর্শাসন! কেন কুরআনের একটি দিক সম্ভব হলে এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করেন? তাঁর পরামর্শ করতে পারেন। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হল।

এ বছর রবীউল আউয়াল মাসে আল-হাদী ইনতিকাল করেন। তাঁর ভাই হারুন তাঁর সালাতে জানায় পড়ল। তিনি প্রসাদ তিনি বাগানের পুরুষ দিকে ইসাবাদে নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন আল-আবইয়াদ, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর চেলে মোরের সংখ্যা ছিল নয়জন, সাতজন পুত্র ও দু'জন কন্যা। জাফর, আব্দাল্লাহ, আবদুর্রহমান, ইসহাক, ইসমাইল, সুলাইমান, মুনাফ (কিছু) যিনি তিনার মৃত্যুর পর জন্মত্ত্ব করেন। তাঁই পিতার নামে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। কন্যা সত্তান দু'জন হলেন: উম্মু ইসা যাকে আল-মামুন বিয়ে করেন। উম্মু আব্দাল্লাহ যার উপাধি ছিল তাওবা।

হারুনর রশিদ ইবন আল-মানসুর খিলাফতকাল

যে রাতে তাঁর ভাই মারা যান সেই রাতেই তাঁর খিলাফতের বায়ানাত গ্রহণ করা হয়। আর তা ছিল একশ সত্তর হিজরির রবীউল আউয়াল মাসের ১৫ তারিখ বুধবার রাত। তখন রশিদের বয়স ছিল বাইশ বছর। তিনি ইয়াহীয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাকের কাছে লোক প্রেরণ করেন ও তাঁকে কারাগার থেকে বের করে আনেন। এ রাতেই আল-হাদী তাঁকে এবং হারুনর রশিদকে হত্যা করার দৃষ্টি সংকল্প করেছিল। আর রশিদ ছিলেন তাঁর বিদায়ী (দুষ্ট পোশাক) পুত্র। তাঁকে ঐ সময় মসজিদ প্রদান করেন। ইউসুফ ইবন আল-কাসিম ইবন সাবাহীকে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ দ্বারের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি খালিফার সামনে কঠোর হিসেবে দাহাদ মন্দ হন এবং ইসাবাদে মিশরের উপর দাঁড়িয়ে তার জন্য ব্যাপ্তি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, যে রাতে আল-হাদীর মা যায় তখন ইয়াহীয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাক আর-রশিদের কাছে আগমন করেন। তিনি তাঁকে নিপ্পিয়ে দেখতে পান তখন তিনি বলেন, হে আমিরল মুমিনীন! উদ্ধৃত। আর-রশিদ তখন তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে আর কতদিন ভয় দেখাবে? যদি তোমাকে এই ব্যক্তি একথা বলতে হবে তাহলে এটা হবে তাঁর কাছে আমার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। ইয়াহীয়া বলেন, এই লোকটি ইতোমধ্যে মারা গেছে। হারুন তখন উঠে বললেন এবং বললেন, বিভিন্ন পদেশে প্রশাসক নিযুক্তির ব্যাপারে তুমি আমাকে পরামর্শ প্রদান কর। তখন ইয়াহীয়া বিভিন্ন পদেশের শাসকের নাম উল্লেখ করতে লাগলেন এবং রশিদও তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করতে লাগলেন। তাঁর দু’জন একত্রে বায়ান অবশ্য অ্যা একজন হিতনাটিক আগমন করেন এবং বললেন, হে আমিরল মুমিনীন! আপনি শু সংবাদ গ্রহণ করেন। এফান্স আপনার একটি পুত্র সত্তান জন্ম নিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাঁর নাম হবে আবদুল্লাহ এবং তাকেই বলা হবে আল-মামুন। এরপর তাঁর বিয়ে তিনি তাঁর ভাই আল-হাদীর সালাতে জানায় আদায় করেন এবং তাকে ইসাবাদে দাফন করেন। আর তিনি শপথ করেন যে, বাগানাদে গিয়ে তিনি সালাতে যুক্ত.
আদায় করবেন। যখন তিনি সালতে জানাতে থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি নেতা আরু আসামকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কেননা তিনি জা'ফর ইব্রুন হাদিয়ের পক্ষের লোক ছিলেন। কোন এস সময় বাগদাদের সেতুর কাছে রশীদ মানুনের ভিড়ে পরিত হন। তখন আরু আসামা তাকে বলেন, তুমি ধৈর্য ধর এবং তাকে যতক্ষণ না সুবর্জাত অতিক্রম কর যায়। রশীদ তখন বলেছিলেন, আমীরের হক্তম শিরোধার। জা'ফর ও আরু আসামা সেতু পার হয়ে গেলেন কিন্তু রশীদ ভগ্ন হয়ে চুরি চাপা দাড়িয়ে রইলেন। রশীদ তখন খেলিয়া হন তখন তিনি আরু আসামকে হত্যা করার হত্যা দেন। এরপর তিনি বাগদাদের দিকে সম্পাদ শুরু করেন। তখন তিনি বাগদাদের সেতু পর্যন্ত পৌছেন তখন তিনি থরুরিরেরকে ডাকেন এবং বলেন, আমার থেকে একটি আঁটি এখানে পড়ে গিয়েছে আমার পিতা আল-মাহলী এক লাখ দীনার দিয়ে এটা আমার জন্য থরিয় করেছিলেন। যখন কিছু দিন অতিবাহিত হল ঐ জিনিসটির বৌদ্ধ আল-হাদী আমার কাছে লোক প্রেরণ করেন। তখন আমি এটা দুরতের কাছে নিকেপ করলাম এবং এটা এখানে পড়ে যায়। থরুরিরা সেতুখে তুর দিতে থাকে এবং বহু চেষ্টা পর তারা এটা পেয়ে যায়। তাতে থরীদ অতিল আনন্দিত হন। রশীদ তখন ইয়াহুইয়া ইব্রুন খালিদকে মস্তী নিয়োগ করেন তখন তিনি তাকে বলেন, আমি তোমার কাছে প্রজাদের ব্যাপারটি চেকে দিলাম, এটা আমার যাচ থেকে খুলে নিলাম এবং তোমার যাচে টা সোর্পন করলাম। তুমি যাকে ইহঙ্গ আমার নিয়োগ কর এবং যাকে ইঙ্গ বরখাস্ত কর। এ সব করে কবর ইবরাহিম ইব্রুন আল-মাওসিলী বলেন:

আল্লাহ তার প্রেরিত শুল্ক কাহায় সেমোরা + মূল্য ও লে হারুন এই নৃত্য চুন প্রয়োজন 

কিন্তু আল্লাহ হারুন নেতা হারুন নেতা হারুন নেতা হারুন 

অর্থাৎ "তুমি কি দেখ না? সূর্যটি ছিল রূপ্য। আর যখন হারুন শাসনের অধীন করেন তখনই তার জোতি উজ্জল রূপ ধারণ করল। আর এটা হচ্ছে আল-হাদী হিসাবে তার মানুষের ব্যাপার। কেননা হারুনের এ সূর্যের অভিভাবক আর ইয়াহুইয়া হলেন তার ওহের।"

এরপর হারুন ইয়াহুইয়া ইব্রুন খালিদকে হক্তম দিলেন কোন কাজের সিদ্ধান্ত তার জন্য আল-খায়ুরানের পরামর্শ বাতিত যেন না নেয়া হয়। তিনি এটি করেন। কাজের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিতেন, মীমাংসা করতেন, পরিচলন করতেন এবং হক্তম জারি করতেন।

এ বছর হারুনের রশীদ আমীরের জন্য নিশ্চিত অংশ বনু হামিমের সদস্যদের মধ্যে বরাবর বন্ধ করার নীতি প্রবর্তন করেন। এ বছর হারুন যিন্দিকের অনেকের ভয়ে বের করেন এবং তাদের মধ্যে থেকে একটি বিদ্রোহ দেখালে হত্যা করেন। এ বছর আহলে বাদাতে কিছু সস্য তার বিচ্ছেদ বিদ্রোহ করেন। আর এ বছরই মুহাম্মদ ইব্রুন রশীদ ইব্রুন যুবারাজ জন্মধ্যে হন। তিনি আল-আমীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার জন্যের তারিখ হল এ বছরের শাওল মসৃণ ১৬ তারিখ জুমআর দিন। এ বছরই থরীদ খাদিম ফারাজের হাতে তারও শহীদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। আর লোকজন তা ব্যবহার করে সর্বনাশ করে। এ বছরই আমীরুল মু'মিনন আর-রশীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ প্রার্থনা করেন এবং হারামাইনবাদীদেরকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করেন। কৃতিত্ব আছে যে, এ বছর তিনি মুক্ত করেন। এ সম্পর্কে কবর দাতিদ ইব্রুন রাজিয়া বলেন:
প্রথম লাখ তালিমের উপর একটি স্বাগত + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা + ও অমাবিভাষিত সত্য 

রাঙা নাতি ওলেন নাতি শেখের বিশ্বাস একটি স্বাগত + ও অমাবিভাষিত সত্য + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা 

এ বছর, মূলায়মান ইবনু আবদুর কাদুর ও ইবনু আবদুর কাদুর রহমান ইবনু আবদুর কাদুর রহমান ইবনু আবদুর কাদুর রহমান ইবনু আবদুর কাদুর রহমান ইবনু আবদুর কাদুর রহমান ইবনু আবদুর 

মারাত্মক ডাঙ্গা ভিত্তি করে একটি স্বাগত + ও অমাবিভাষিত সত্য + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা 

কি করা সংখ্যা প্রচুর + ও অমাবিভাষিত সত্য + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা

অবাকে “আল-কাদার কবিতার জগতে যা সৃষ্টি করেছেন তার পূর্বে এ সূত্র অনুসরন করতে বিশ্ব্য ছিল”

কাব্যের শুরুর সংখ্যা মূলায়মান + ও অমাবিভাষিত সত্য + ও অমাবিভাষিত সত্য ন্যূনতা

বিবাদের সম্পর্কে তার মাঝে কিছুটা পরিচিতি ছিল। এ সময়ে তার রচনাও পাওয়া যায়।

তিনি তার শুরু করেছিলেন। পরে আল-নদর ইবনু আবদুর ও আল-কাদার ও আল-কাদার রায়ী তার পরিপূর্ণ করেন যেমন মুঘলের সাধূদের এবং নদর ইবনু আলে-আহামদ। তবে তারা আল-কাদার যে লিখেছিলেন তার সাথে পুনর্পূর্ব সংগ্রহ বিশ্বাস করতে পারেননি। ইবনু আবদুর কাদুর একটি কিছু লিখেন এবং এটি যাবতীয় ক্রিয়া উল্লেখ করেন ও তার সমাধিতে লিখে দেন। আল-কাদার ছিলেন একজন সৎ, বুদ্ধিমান ও রাজতাত্ত্বিক লোক। তিনি একটি পরিপূর্ণ মানের ভাগার ছিলেন। তিনি দুর্নিবার সম্পর্কে কিছুই করতে চেষ্টায়। তিনি কথিত ও সংসারের জীবন যাপনের অভাব হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমার সাধকের বাইরে আমার চিন্তাধারা অতিক্রম করে না। তিনি ছিলেন চতুর ও বিদ্যুত জীবনের অধিকারী। কথিত আছে যে, এক বাক্য ইলমুল ওদুদ এ আত্মনিয়োগ করেন কিন্তু এ সময়ে তিনি তত দক্ষ ছিলেন না। তিনি বলতেন,

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খন) —৩৬
একদিন আমি তাকে বললাম, এ কবিতাটিকে তুমি কোন করে উল্লম্ব উড়নের বিভিন্ন ওয়েনে চিহ্নিত করবে?

এই কবিতার শেষ ছায়া তোমার ফুটনের পায়ে জাগায় দাও বলে সত্যের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমার বক্তব্য হয়েছে।

তখন তিনি তার জীবনাবধি একবার চিহ্নিত করার জন্য আমার সাথে বন্ধ গেলেন।

এরপর আমার কাছে তার ছুটি গেলেন আমি জানি না। মনে হয় মনে আমি যে তারে দিয়ে করেছিলাম তার ব্যবহার পেরেছিলাম। তিনি করেছিলেন বলে তার পিতার বৌদ্ধ অন্যান্য কারা নাম আহমদ রাখা হয়নি। এ কবিতা আহমদ ইবন আবু খায়েথ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আল-খুলীল ১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম মাসে ১৭০ হিজরীতে বসরাতে ইনিকিলকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ১৬০ হিজরীতেই ইবনুল জাতী থ্যু উক্ত নামক তার কিছু বলেন যে, তিনি ১৩০ হিজরীতে ইনিকিলকাল করেন। এ মতটি অন্য অধিক।

এ বছরই আর-রাবী ইবন সুলায্যমান ইবন আবুদুল জাকার ইবন কামিল আল-মুরাদী আল-মিসরী ইনিকিলকাল করেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। ইমাম শাফিউর্ত (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন শেষ যুক্তি যিনি ইমাম শাফিউর্ত (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সন্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম শাফিউর্ত (র) তার সৎ ও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।

এল-ললাসা, আল-মুখার এবং ইবনুল আবুদুল হাকাম সম্পর্কে ইমাম সাহিতর (র) উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আর বানারিন্দেও তারা আমার আঁধার ছিল।

স্বপ্ন জ্ঞান মা সৃষ্টি দরজা + মন্ত্র নাম আল্লাহের হবিজ জ্ঞান

মন্ত্র নাম আল্লাহের হবিজ জ্ঞান

অর্থ পরম ব্যাখ্যা করা না দৃশ মুর্শিয়া হতে মুর্শি দান করে। যে ব্যক্তি তার ব্যাপী ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে পরিশীলন পায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্ফূর্তর করতে পারে না। যে আল্লাহর প্রতি আশা ভরসা করে সে তার আশা ভরসা পরিপূর্ণ পায়।

আর-রাবী ইবনুল সুলায্যমান ইবনুল মাদাদ আল-রাবী ইমাম শাফিউর্ত (র) থেকেও বর্ণনা করেন।

তিনি দুর্ভাগ্য হঠান chor হিজরীতে ইনিকিলকাল করেন। আল্লাহ অধিক পরিপূর্ণ।

১৭১ হিজরীর আয়াত

আর এ বছর আর-রাবী ইবনুল ইয়াহুদিয়া ইবনুল খালিদকে হিন্দুর নিয়োগ করেন। আর এ বছর খুনীয়া
আর-রশীদ আল-জামাইরার ১ নাযিব আবু হুরায়ারা মুহাম্মদ ইবন ফারুকের আল-খুলদ প্রাসাদের ভোতরে তাঁর দোহারের সামনে নৃসিংহস্যালের হত্যা করেন । এর এ বছরই আল-ফুলর ইবন সাইদ আল-হারাকির বিবাহের করেন এবং নিহত হন । এ বছরই আফিকার নাযিব রাওয়া ইবন হাতিম খলিফার কাছে আগমন করেন । এর এ বছরই হারুনর রশীদের মাতা আল-খামাইরান মক্কার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন । হাজিকের যাত্রীতি রীতিনীতি পাশাপাশি করা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন । আর এ বছর লোকজনকে নিয়ে যান হত্যা করেন । তিনি ছিলেন খলিফাদের চাচা আবদুল্লাহ সামাদ ইবন আলী।

১৭২ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরই খলিফা হারুনর রশীদ ইরাকবাসীদের থেকে উঁচু ক্ষমা করে দেন যা তাদের থেকে অর্ধেকের পর নেয়া হত । এ বছরই খলিফা হারুনর রশীদ দাবীদাদ থেকে বের হয়ে এমন একটি জায়গার পূজিত করেন যেখানে তিনি ভাগামার্জন দ্বারা আরম বসবাস করতে পারেন । তিনি এরপর জায়গায় পেতে বার্ধক্য হন । পুস্তরা ফিরে আসেন । এ বছরই লোকজনকে নিয়ে ইয়াকুব ইবন আবু জাফর আল-মসুর হত্যা আদায় করেন । তিনি ছিলেন হারুনর রশীদের চাচা । এ বছরই ইসহাক ইবন সুলায়মান ইবন আলী গ্রিয়েক্কারী যুদ্ধ করেন ।

১৭৩ হিজরীর আগমন

এ বছর মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান বসবাস ইনিফিকাল করেন । তখন হারুনর রশীদ তাঁর সম্পদ বাজায়া করার হুকুম দেন । এসব সম্পদ খলিফাদের জন্য ছিল যথাপর্যায় ও পরম্পরা । তাঁর কাছে সৌনা, রূপা, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র পর্যন্ত পরিমাণে পাওয়া যায় । সভাস্বর্ণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রদান এবং মুসলমানদের জন্য পরিমাণে পাওয়া যায় । তাঁর পুর্ণ নাম ছিল মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্দাল। তাঁর মায়ের নাম ছিল উসম হাসান বিনত জাফর ইবন হাসান ইবন হাসান ইবন আলী । তিনি ছিলেন কুরআনশাদের ব্যক্তিত্ব সম্পদ সাহিদী এবং বীর পুরুষদের অস্তমিত । মানসুর তাঁকে সরা ও কুফার দায়িত্ব একত্রে অর্পণ করেন । আল-মাহাদী বীয় কর্ণা আল-আবাসাকে তাঁর কাছে বিয়ের দেন । আর তিনি ছিলেন প্রচুর সম্পদের অধিকারী । তাঁর দেবীকার ছিল এক লাখ দিবাহ । তাঁর একটি চুনি পাথরের আঁটি ছিল যা সচরাচর পাওয়া যায় না ।

তিনি তাঁর পিতা সুত্তে বড় দাদা থেকে একটি মারফত হাদিস শর্লারী করেন । হাদিসটিতে হল, “ইমামের মাথার সামনের দিক দিয়ে মাসাহ করা আর যার পিতা রয়েছে তার মাথার পিছনের দিক দিয়ে মাসাহ করা।” তিনি একবার আর-রশীদের দরবেশে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেছিলেন । তিনি তাঁকে খলিফা নির্বাচিত হওয়ার জন্য ধীরভাবে আগমন করেন । আর অন্যদিকে খলিফাই তাঁকে সমায়র করেন, তাঁর তামিল করেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে দেন । যখন তিনি বিদায় হয়ে থাকলে মনোনিভ করেন । তিনি বের হয়ে পড়লেন আর-রশীদ এবং কালোয়া নামক জায়গা পর্যন্ত তাঁর পেছনে পেছনে পেলেন । তিনি এ বছর জমাদিউল হাম্রা মস্ত ৫১ বছরে ইনিফিকাল করেন । তাঁর জমাকৃত সম্পদ জন্ম করার জন্য আর রশীদ তাঁর লোকজনকে প্রেরণ ।

1. আল-আমাইরা দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকা উত্তরাঞ্চল।
করেন। তারা তার সহায়-সম্পদ থেকে অভিজিত মওজুদ তার কাছে বর্ণ বাবদ তিন কোটি দীনার এবং ছয় কোটি দিনহাম বাজেয়াস করেন।

ইবন আরার উল্লেখ করেন যে, তার মৃত্যু ও খায়যুরানের মৃত্যু একই দিন সংঘটিত হয়। তার দাসীদের মধ্যে থেকে একজন দাসী তার করার উপর দাড়িয়ে থেকে কবিতা আবৃতি করেন।

আম্সি তরুণ লম্বীন হোয়ীত মুনিতান্ত + আলো তরুণ ফুল লে হুইতান্ত।

এই নিহীতের মাতৃবার মা সন্তান + ক্রান্তিমনে উল্লিখিত মুনিতান্ত।

অর্থাৎ ‘তুমি যাকে ভালবাস তার জন্য মৃত্যু হয়ে গেছে তার শ্যামাভাগ্ন।’ তাই তার উপর মাটি ঠেলে দাও এবং তাকে বল তুমি তো আমাদের অতর্কী জীবিতের নায় বিনামুখ করিয়ে। তার জন্য হে মৃত্যুকে ভাবো কেন আমরা ভালবাসি। যার উপর মাটি ঠেলে দিচ্ছ তার মাহাত্ম্য ব্যতীত আমাদের কাছে গর্ব করার আর কিছুই নেই।’

এ বছরই আমীরুল মুহাম্মদ আল-হাদি ও আর-রশীদের মাতা এবং খোলিফা আল-মাহদীর দাসী খায়যুরান মৃত্যু মুখে গিয়েছিল। আল-হাদি তাকে খোদি দেখিয়েছিল আর তিনিও খোলিফাকে কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরপর তিনি তাকে আহ্বান করে দেন ও তাকে বিয়ে করেন।

তিনি দু'জনে খোলিফা জন্য দেন, তারা হলো মুর্শিদা ইল-হাদি ও আর-রশীদ। নিম্নে উল্লিখিত দু'জন মহিলা ব্যতীত অন্য কোন নারীর জন্য এরপূর্ব সুখলাম্বিত হয়নি। তারা হলেন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের স্ত্রী আল-ওয়ালাদা বিন্ন আল-আব্বাস আল-আবসিয়া। তিনি খোলিফা আল-ওয়ালাদ ও খোলিফা সুলায়মানের মাতা ছিলেন। অন্য একজন মহিলা ছিলেন শাহ ফারাদ বিন্ন ফিরোজ ইবন ইয়াদ গাদার। তিনি তার মানীব খোলিফা আল-ওয়ালাদ ইবন আবদুল মালিকের জন্য দু'জনে যথা মারওয়ান ও ইব্বরহীমকে জন্য দেন। তারা দু'জনই খোলিফা নির্বাচিত হয়েছিল।

সীমান্ত মিনার আল-মাহদীর মায়েরে। আল-খায়যুরান থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তার পিতা এবং তার দাস আবদুরাছাই ইবন আব্বাস (রা)-এর মায়েরে রাসুলুলাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, রাসুলুলাহ (সা) বলেছেন, ‘যে আলাহুকে ভয় করে তাকে প্রতিরোধ করি ভয় করি।’

খায়যুরানকে যখন বিদ্রুপ করে তার আল-মাহদীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল যাতে তিনি তাকে খোদি করেন খায়যুরানের সব কিছুই আল-মাহদীর পদ হয় শুধুমাত্র তার দু'টি সংকীর্ণ পায়ের নালা ব্যতীত।

খোলিফা তাকে বলেন, হে দাসী! তুমি নিরস্বহে অভ্যন্ত সুলভী ও পদসম্ভাবনার মানুষ যদি না তোমার এ দু'টি সংকীর্ণ ও দাসমুক্ত পায়ের নালা না হো। দাসী বলেন, তাই আমীরুল মুহাম্মদ আপনি নিরস্বহে যা অভ্যন্ত প্রয়োজন মেনে করেন তা এ দু'টি মাঝে হয়ে থাকে যা আপনার দেখা কোন প্রয়োজন নেই।

কিল্লিফা তার এ উত্তরটি প্রতিপ্রতি করান এবং তাকে খোদি করলেন। তিনি খোলিফার কাছে অভ্যন্তা মহা আজন করেন। আল-মাহদীর জীবনের আল-খায়যুরান একবার হৃদ্য পালন করেন। তিনি যখন মক্রাহ অনশন করেছিলেন তখন মাহদীর তার জন্য আশ্বাসিক কর্মকাণ্ডে একবার বিশেষ করতে আবৃতি করেন:

নাহি ফি গায়ত্রী সর্ষোত্তর কিংবা লিরান এই বিক্রমে যিমি সর্ষোত্তর

নিবীত মাহদী ফি যাই আহল ও তাই অক্কম উলুম ও নাহি হুইত তাই
ফাইদা করি সিংহের পলন করে হৃদয়ম অনেক তোমায় বক্তা মনে থাকে।

অবাধিতা আমার অন্তর ও সৃষ্টি করলে হয যখন তোমাকে ডিয়েছে। হে তোমার সঙ্গিনী আমার যে অন্যায় রয়েছে তা দ্বিপার্থী। তুমি অনুপ্রাণিত আর আমি উপস্থিত। তাই তুমি ব্যতীত সূত্র অবলম্বন কর। যদি বাতাসের সাথে সাথে তোমার উড়ে আসা সম্ভব হয তাহলে বাতাসের সাথে উড়ে এসে পৌঁছাই যাও।” তখন তিনি উদ্ধ দিলেন কিন্তু যিনি উদ্ধে লিখিতেছেন তাকে লেখার হয়কুম দিলেন।

ফাইদা করি সিংহের পলন করলে হয যখন তোমাকে ডিয়েছে। হে তোমার সঙ্গিনী আমার যে অন্যায় রয়েছে তা দ্বিপার্থী। তুমি অনুপ্রাণিত আর আমি উপস্থিত। তাই তুমি ব্যতীত সূত্র অবলম্বন কর। যদি বাতাসের সাথে সাথে তোমার উড়ে আসা সম্ভব হয তাহলে বাতাসের সাথে উড়ে এসে পৌঁছাই যাও।” তখন তিনি উদ্ধ দিলেন কিন্তু যিনি উদ্ধে লিখিতেছেন তাকে লেখার হয়কুম দিলেন।

অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্ভুক্ত কথা তুমি বর্ণনা করেছ তা আমার কাছে পৌঁছাই। তাই আমি তোমার নিকটে পৌঁছাই কিছু আমিকে উড়তে পারাচি না নেচে আমি উড়ে যেতাম। আফসার ! যদি বাতাস তোমার কাজে ঐ জিনিসটি পৌঁছাই দিত যা অত্যন্ত সুরক্ষিত রেখে থাকে। আমিকে দুইতরখানে রাখা সুসজ্জিত খাদ্যের নয়া প্রভুত রয়েছ। তুমি যদি আমার পরে আমাকে ত্বরণ করে সুখ পাও তাহলে সে সুখই হবে যখন মৃত্যু স্বতন্ত্র।

গত্যাঙ্গাসনায় উল্লেখ করেন, খুর্দী আল-মাহরী বসরার নারীর মুহাম্মদ ইরুন সুলায়মানকে হাদিয়াহ তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি যেমন মারা যান সেমন একশ চাকরী মারা যায় প্রত্যেকের হাতে ছিল মিষ্টকে পরিপূর্ণ রূপে পেয়ালা।

এরপর খায়মুরান আল-মাহরীর কাছে লিখেন, তুমি যা কিছু প্রেরণ করেছ তা যদি তোমার সম্ভব আমার ধরা মূল্য হিসেবে প্রেরণ করে থাক তাহলে তোমার জেনে রাখা উচিত তোমার সম্ভব আমার ধরা, তোমার প্রেরিত বস্তু থেকে অনেক বেশী। তাতে করে তুমি মূল্যায়ন আমাদেরকে ছাড়া করেছ। আর তোমার প্রেরিত বস্তু দ্বারা যদি তুমি তোমার ভালোবাসার অধিক বোঝার ইচ্ছা করে থাক তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসায় অপবাদ প্রদান করেছ। এ কথা বলে তিনি এগুলো তাঁর কাছে ফেরত পাঠানো ইচ্ছা করলেন। এরপর এগুলো দিয়ে তিনি মদায় পরে দারুল খায়মুরান নামে খ্যাত ভাড়িটি খরিদ করেন এবং এ দরায় মাসজিদুল হারামের পরিধি সৃষ্টি করেন।

প্রত্য বছর খায়মুরানের দান-খয়রাতসহ যাবতীয় খরচের পরিমাণ ছিল এক কোটি যাতে হাজার দিরহাম। এ বছর জমাদিউজ ছাত্রী মানের ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার দিন বাপদাদে তিনি ইনতিকালে করেন। তার পুত্র আর-রহিদ তাঁর জানায় করে বহন করেন ও ফুলা-বালীতে এককার হয়ে যান।

তিনি যখন কর্মস্থলে পৌঁছে তখন পানি আনা হল এবং তিনি তাঁর পাঁচোলা ধুয়ে নিলেন ও মোজা পরিধান করলেন। তার সালাতে জানায় আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর মায়ের করে অবতরণ করেন। কবর থেকে বের হয়ে আসার পর তাঁর কাছে খাদ্যা আনা হল তিনি তাঁতে বসলেন। আল-মসুর ইব্রাহিম আর-রাবেকে ডাকলেন এবং আলাহুর সম্মুখটির জন্য তাকে একটী
আংটিসহ যাবতীয় খরচাদির অংশ দান করলেন। মাতা খায়মুরানকে দফন করার পর আর-রশীদ কবি ইবনা নাবিকার কবিতা আবৃত্তি করেন।

ওঃ না কোনো মানুষ জীবনে প্রহােহ + মিন দেহর হতে কোনো ল্যাটিসিমাট
+ স্তর ব্যাফর্মেন্ট কান্টা স্যামাক + লিভার বিজ্ঞাম লেন নি লেনে মুচ।

অর্থাঃ “আমারা তাওয়াকারীদের নায়া এই দীর্ঘ দিন যাবত পড়ে থাকা করিতে অবশিষ্ট ফসলের রূপ ধারণ করালম যাতে বলা হয়েছে যে, সময়টি অবিচ্ছিন্ন রয়ে যাবে। আমার যখন আমারা পৃথক হলাম তখন মন হয়েছে যে, আমিও মালিক দীর্ঘকাল বসবাস করার জন্য একটি রাতির এক সাথে থাকি।”

এ বহরই ইন্টিকাল করেছে গাদির (প্রতারক)। সে ছিল খলিফা মুসা আল-হাদির দাসী।
খলিফা তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সে ভাল গান গাইতে পারত। সে একদিন গান গাছিল তখন খলিফার মধ্যে একটি চিঠি জানাতে হয় যা খলিফাকে দাসী থেকে অনুমনস্ট করে দিল।
তার বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কেউ খলিফাকে প্রশ্ন করলেন ২ এটা কি হে আমীরুল মুমিনীন তুমি বললেন, আমার মধ্যে একটি চিঠি জানাতে হয় যে, আমি মরে যাব।
আমার পরে আমার ভাই হারানুর রশীদ খলিফা হবে। তখন সে আমার এ দাসীকে বিয়ে করবে।
প্রতিষ্ঠিত সদস্যগণ চীৎকার দিয়ে উঠলেন এবং খলিফার দীর্ঘ আয়ুর জন্য দু'আ করলেন। এরপর খলিফা তাঁর ভাই হারানুকে ডাকলেন এবং এ ঘটনা সম্পর্কে তাকে অগ্রতি করলেন।
হারান এরপর কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আল-হাদি তার থেকে তালাক দেয়া,
আয়াত করা, খালি পায়ে হেতে হজ্জ পালন করা এবং তাকে বিয়ে না করার নয়া কঠিন কঠিন শপথ
নিলেন। তিনি শপথ করলেন। অনুরূপভাবে দাসী থেকেও শপথ নিলেন। দাসী শপথ করল।
এরপর দু'মাসের কম সময়ের মধ্যে তিনি ইন্টিকাল করেন। এরপর আর-রশীদ দাসীর কাছে
প্রস্তাব পেশ করেন। দাসীটি বলল, আপনি আমি যে শব শপথ করেছি তারপরে আমার ও তোমার
মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা কেমন করে সব হবে? হারান বললেন, আমি তোমার ও আমার শপথ
ভঙ্গের জন্য কাফ্ফরা আদায় করে দেব। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করলেন এবং তার কাছে
বেশ মর্যাদা লাভ করল। এমনকি যখন দাসীটি তার কোলে যুমাত তখন তিনি তার কষ্ট হবে এ
ভয়ে একটুও নড়াচড়া করতেন না। এমন অবস্থায় এক রাত দাসীটি যুতি থেকে ভয় পেয়ে হেঁটে
উঠে এবং ভয়ে কিন্তু থাকে। খলিফা তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? দাসীটি বলল, হে
আমীরুল মুমিনীন! আজ আমি আল-হাদীকে বলে দেখালাম; তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে
বলছিলেন।

ًا َُِّٓـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّْٓৃ
কেন তোহা পুরুষের কাপড় এবং মায়ী জোড়া দেয় বাচ্চাদের?

হামদের কর্তা মাতা আলীকে পূজা করবেন, তাঁর বালকাদের তাঁর গৌরবের জন্যে।

অর্থাৎ “আমি কবরের বাসিন্দাদের সাথে মিলিত হওয়ার পর তুমি আমার সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করেছে। তুমি আমাকে ভুলে গেছ। তোমার মিথ্যা ও পাপে পূর্বে শপথ ভঙ্গ করেছে। তুমি প্রতারণা করে আমার সত্বাবাদী ভাবে বিয়ে করেছে। সে তোমাকে প্রতারক বলে আখ্যায়িত করেছে। আমিও মুসলমান ব্যক্তিগত অন্ত্যে হয়ে পড়েছি। আমিও অবশিষ্ট মৃত্যু ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছি। তন্ত্র কোন নিঃসঙ্গ পুরুষ যেন তোমাকে আনন্দ দান না করে। পরিবেশনে-কারী মুসলমানদের মুহুর্ত তোমাকে দৃষ্টি ভস্ম না হয়। যে হওয়ার পূর্বে তুমি আমার সাথে মিলিত হবে এবং তুমি যেখানে তোর বেলা অবস্থান করে আমিও সেখানে উপস্থিত থাকব।”

আর-রশীদ তখন বললেন, এটা একটি অর্থহীন স্বপ্ন। এদারে বলল না, না, হে আমি রূপ মুহুর্তে আল্লাহর শপথ! এ কবিতাটিতে যেন আমার অন্তরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এরপর সে কাপড়ে লাগল ও ছুটিয়ে করতে লাগল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তোর হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হল।

এ বছরের হারানের হিয়ালিয়ালাম নামক একটি দাসী ইনতিকাল করে। সে প্রায় বলত হিয়ালিয়ালাম তাই তার নাম দেয় হয়েছিল হিয়ালিয়ালাম। আল-আসামাইল বললেন, দাসীটির পূর্বে একজন প্রাক্তন ছিল। আর সে পূর্বে খালিদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনি বারমাকের দাসী ছিল। খালিদ হওয়ার পূর্বে আর-রশীদ একদিন খালিদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনি বারমাকে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন দাসীটি রাগয় তার সামনে পড়েছিল এবং এ স্থানে বলছিল, আমাদেরকে যে কি আপনাকে পাওয়ার ভাব্য হবে? তিনি বললেন, কেমন করে এটা সেবা? দাসীটি বলল, আপনি আমাকে এ বৃদ্ধ থেকে হেরা হিসেবে চেয়ে নিন। এরপর আর-রশীদ তাকে খালিদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনি বারমাকে থেকে হেরা হিসেবে ইচ্ছে করেন। তিনি তাকে তা দান করেন আর দাসীও তার কাছে মর্যাদা লাভ করে এবং তিন বছর তার কাছে অবস্থান করে ও পরে মারা যায়। আর-রশীদ তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তার জন্যে চেষ্টা থেকে চেষ্টা। তার অপেক্ষায় হল নিশ্চিন্তঃ

তার মূলত সম্পর্কে আল-আসামাইল ইবনে আহনাফ বলেন:

যাই মনে তোমাস্ত কি তোমাকে বিশ্বাস করে পাওয়া, চায় আল্লাহ বিশ্বাস করে পাওয়া।
অর্থাৎ "হে মহিয়সী! যার মৃত্যুতে সমাধিসূচক সংস্কার দৃষ্ট রক্ষা করছে। তবে যুগ আমার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করছে, তাই তোমাকে মৃত্যুর কোলে নিঃক্ষেপ করছে। আমি বন্ধু হার কিন্তু তোমাকে আমি যেখানে দেখতাম সেখানে বার বার গমন ব্যাতিত অন্য কাউকে আমার বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতে পারছি না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আর-রশিদ তাকে চলিয়ে হাজার দিলাম প্রদান করার হকৃম দিলেন। প্রতি পত্তির জন্য দশ হাজার। আল্লাহ অধিক পরিজ্জাত।

১৭৪ হিজরীর আগমন

এ বছর সিরিয়া দলাদলিত হয় এবং বাসিন্দাদের মাঝে বিপ্লবধায়ান দেখা দেয়। এ বছর আর-রশিদ ইসহাম ইবনে কাবী আবু ইসহামকে কাবী নিযুক্ত করেন যখন তার পিতা ছিলেন জীবিত। এ বছর আবদুল্লাহ মালিক ইবনে সালিহ রাইহানালী তুন্দুক পরিচালনা করেন। তিনি রোমানদের শহর থেকে পড়েন। এ বছর আর-রশিদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তিনি খামিয়া মসজিদ নিকটবর্তী হন তখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মসজিদ মহামায়ী দেখা দিয়েছে।

তিনি তাই মকায় প্রবেশ করেননি যতক্ষণ না তিনি আরাফাতের অবস্থানের সময় আরাফাতের অবস্থান করেন। এরপর তিনি মূহাদলিফা আগমন করেন। এরপর মিনা গমন করেন। তারপর মকা প্রবেশ করেন বায়তুলহারাত তাওফিক করেন, সামার করেন এবং বিদায় হয়ে চলে আসেন কিন্তু সেখানে অবস্থান করেননি।

১৭৫ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশিদ তার পরে তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে মুসরাদ যাত্রায় শুরু করেন এবং তার নাম রাখেন আল-আমিন। তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছর। এ সম্পর্কে কবি সালিম আল-খাদিম বলেন।

قد وقى الله الخلافة إبنى + بنيت الخلافة للهجلان الأزهر
فهو الخلافة كعم أبيه وجد + شهيداً عنده مماليك ومعمار
قد بيع الثقلان في مهد سرة + لمحمد بن زينب ربيعة إبنة جعفر.

অর্থাৎ "লুফাইয়া যখন রাজধানীর শহর নির্মাণ করেন তখন আলাহ তাতে আলাহ তাকে উত্তম ও উজ্জ্বল কর্ম সম্পাদন করার অর্থনীতি দেন। তিনি তার সমন্বয় ও তার দাদা থেকেই লুফাইয়া নির্বাচিত হয়ে আসছেন। তাতের দু'জনেই তার চরমের দক্ষতা ও অভিজাততা সাক্ষাৎ দেন। আফরের কন্যা যুবায়দার পুত্র মুহাম্মদের জন্য জিন ও ইনসান হিসাবে দেশের বায়তুলহারাতে অগ্রগতি হয়। করেন।"

আর-রশিদের আবদুর্রাজহ আল-মামুনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও অবর্ধিতা লাভ করেছিলেন। আর ভালবেন, নিঃসন্দেহে মামুনের মধ্যে রয়েছে আল-মামুনের বৃদ্ধির ভিত্তি, আল-মাহাদীর ইবাদত ও আল-হাদীর আয়াসমনবাদ। আর আমি যদি ইহ্যা করি তাহলে তার মধ্যে চতুর্থ গুণটি বা আমার সম্মুখ করার পারি। আমি মুহাম্মদ ইবনে মুসরাদকে অধ্যাপিকার দিয়েছি। আর আমি অবশেষে জানি যে সে প্রত্যেক পূর্বাপরী কিন্তু আমার জন্য এটা ব্যাপ্তিত অন্য কিছু সম্ভব নয়। এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন।
অবাঞ্ছিত "আমার কাছে আমার অভিমতের কারণ প্রকাশ করেছে তবে যে কাজটি ছিল অধিক প্রেয় তার কাছে আমি পরাজয়বরণ করেছি। দৃঢ় বস্ত্র করে দেয়ার পর ওলানে পুনরায় কোন করে ফেরত নেয়া যায়? তা হবে বিভিন্ন প্রকারের মুল্লম ও জবরদস্তি। বিলাশকের কাজটি সুসংহত হওয়ার পর উল্টা পাক থেকে যাওয়ার আমি আশঙ্কা করিছি, আর কাজটি মন্মত হওয়ার পর তা নষ্ট হয় যাওয়ার আমি ভয় করিছি।"

আলহাম্বা ওয়াফদীর মন্ত্রনার আবদুল্লাহ মালিক ইবন সালিহ এবার গীতারায় যুগ পরিচালনা করেন। আর আর-রাঀদ লোকানন্দে নিয়ে হজ আলাদায় করেন। এ বর্ষ ইয়াহেরা ইবন আবদুরাহম ইবন হাসান দায়লামে বিধায় করেন ও সেখানে সংগ্রহ করেন। এ বছর যারা ইনতিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ৪ পরেহোয়া ও ইবাদতওয়ার শাওয়ানা।

তিনি ছিলেন একজন কৃষক্যায় দাসী। তিনি খুব বেশী বেশী ইবাদত করতেন। তাহ থেকে কলী হয়নালের কী কথা বর্ণিত রয়েছে। একদিন আল-ফুয়ায়ল ইবন ইয়াহ তার কাছে দু'আর দরখান্তে পেশ করেন। তখন তিনি বলেন, তুমি কি চাও তোমার ও তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তার সম্ভবে আমি দু'আ করব এবং তা তোমার পক্ষে মন্ত্রণ করা হবে। তখন আল-ফুয়ায়ল একটি গীতারায় দেন এবং বেশী হয়ে যান। এ বছরই ইনতিকাল করেন ৪ আল-লাইস ইবন সাদ ইবন আবদুর রহমান ইসলামী। তিনি ছিলেন আযাদকুত গোলাম। ইবন মালিক বলেন, তিনি ছিলেন কায়স ইবন ফিষাম-এর আযাদকুত গোলাম। তিনি আবদুর রহমান ইবন মুসফির আল-ফাহমীরও আযাদকুত দাস ছিলেন। আল-লায়ছ স্বত্ত্বালাম মিসরিয়া শহরগুলোর ইমাম ছিলেন। চুরানকেই হিজরিতে মিসরিয়া শহর কাসানে নামক জায়গায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর তার মৃত্যু ছিল এ বছরের শাবান মাসে। কিছু তিনি মিসরের বিভিন্ন শহরে লালিত পালিত হন। ইবন মালিক বলেন, তিনি ছিলেন মুলত কাসান-এর অধিবাসী। কেও কেউ বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন উমর-রুদ্ধিম্মার অধিকারী। তিনি মিসরের কার্য নিয়ূক্ত হয়েছে। কিছু পরবর্তীতে তাঁরা তার রুদ্ধিম্মার প্রশংসা করতে পারেননি। তিনি একশ চূড়ান্ত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর এটা একটি অভিনব অভিমত। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, তিনি প্রতি বছর সরকারের তহবিল থেকে পাচ হাজার দীনার ধরে বাবদ পেতেন। অন্যারা বলেন, তিনি মফলোর খরচ হিসেবে প্রতি বছর আশু হাজার দীনার পেতেন। তার উপর যাকাত ওয়াজির হত না। তিনি ছিলেন ফিকহ হিদিস ও অভিধান শাহরের একজন বিশেষজ্ঞ। ইমাম শাফিক (র) বলেন, আল-লায়ছ মালিক (র) থেকে বড় ফকির ছিলেন কিন্তু তাঁর সাধীরা তাকে আহ্মত করেন। ইমাম মালিক তার কাছে লোক প্রেরণ করেন এবং তার কন্যাকে উপহার দেয়ার জন্য কিছু বড়ু চান। তখন তিনি ব্রিশ উল্টার দোসা প্রেরণ করেন। মালিক এর ঘরে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেন এবং তার থেকে পাছার দীনার মুম্লামানের বন্ধ বিক্রি করেন। এরপরেও তাঁর কাছে

আল-বিদায়া ওয়ানি নিহায় (১০ম খৃ)---৩৭
কিছু বাকী থাকে। একবার তিনি হঠাৎ পালন করেন। মালিক তার কাছে হাসিয়া প্রেম করেন।
তিনি একটি পাত্র প্রেম করেন যার মধ্যে ছিল পাকা তাজা খেজুর। তখন তিনি এক হাজার
দীনারসহ পাত্রটি ফেরত দেন। তিনি তার সাথে আলিমদের প্রেমকে এক হাজার দীনার এবং
কোন কোন সময় তার এক হাজার দীনার দান করতেন। তিনি নৌপথে আলেকজান্দ্রিয়ায় এমন
করতেন। তিনি ও তার সাধনের এক নৌযানে এমন করতেন এবং অন্য নৌযানে থাকতে তাদের
রানাবানার ব্যবস্থা। তার কৃতিত্ত্বপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত বিশাল। ইবন খালিকান বর্ণনা করেন
ফে, যেহেতু আল-নায়েছ ইনিতিকাল করেন তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শেখেন না।

ذَٰهِبُ اللَّٰهُطَٰٰ لَيْنَ أَنْ تُكْمَلِ وَمَسِیٰ الْعِلْمِ غَرِیْبًا وَبَنِیٰا

অর্থাং “আল-লায়েছ ছলে গেছেন তোমাদের জন্য আর আল-লায়েছ সৃষ্টি হবে না। নিঃস্ব
অবস্থায় আল-লায়েছের ইলম কবরে ছলে গেছে।”

যোগকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এদিকে সেদিকে বোঝ করেন কিছু তারা কাউকে দেখতে
পেলেন না।

এ বছর আরো একজন ইনিতিকাল করেন। তিনি হলেন আল-মুন্নাবি ইবন আবদুল্লাহ ইবন
আল-মুন্নাবি। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশের একজন সদস্য। আল-মুহাম্মদ তখন তাকে কার্যের পদ
প্রদান করেন এবং বায়তুল মাল থেকে এক লাৎ দিরহাম প্রদান করেন তখন তিনি বলেন, আমি
আলাহর কাছে শপথ করেছি যে, আমি কোন পদ গ্রহণ করব না। আমি আমীরুল মুমিনীন থেকে
আলাহর কাছে আব্দুর হারম মন আমি আমার শপথের ধিয়ানত না করি। মাহীদী বলেন, তুমি কি
আলাহর শপথ করে বলছ? তিনি বলেন, আলাহর শপথ করে বলছ। মাহীদী বলেন, ছলে যাও,
আমি তোমাকে কোন করে দিলাম।

১৭৬ ফিজরীর আগমন

এ বছর দায়লাম শহরে ইয়াহুইযা ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান ইবন আলী ইবন আবু তালিব
আবিভূত হন। জনগণের একটি বিরুদ্ধ দল তাঁর অনুযায়ী হলেন। তাঁর শপথ বৃদ্ধি পেতে লাগল।
ভিলু পরগনা ও শহর থেকে লোকজন তাঁর দিকে ধারিত হতে লাগল। আল-রশ্তীয় এজন্য
অভিন্নতিতে নিপুণভাবে হলেন এবং তাঁর ব্যাপারে পেলেশান হয়ে পড়লেন। পঞ্জাশ হাজার সেনাসহ
আল-ফয়ল ইবন ইয়াহুইযা ইবন খালিদ ইবন বারমাকে তাঁর দিকে প্রেম করেন এবং তারঃ
কুরুল জাবাল, রায়, জুরাজাত, তাবারিস্তান, কুমাস ও অন্যান্য আয়াত শাসক নিযুক্ত করেন।
আল-ফয়ল ইবন ইয়াহুইযা বড় শান-শুক্তে ঐনা এলাকায় গমন করেন। প্রতিটি মোমালে
দক্ষতাকর্কা মারফত আল-রশ্তীরের উৎসাহ বাষ্পক পঁয়ালা ও ভিলুর রকমের উপাদান
পৌঁছতে থাকে। দায়লামের শাসক ও আর-রশ্তীরের লেখক, সেনাপতিকে এক কোটি দিরহাম
প্রদান করার অস্বীকার করেন যদি সে তাদের উপর ইয়াহুইযার বিদ্রোহ নিরাময় করতে পারে।
আল-ফয়ল ও ইয়াহুইযা ইবন আবদুল্লাহ কাছে পত্র লিখে তাকে নিরাপত্তার ওয়াদা করে, উচ্চ
আশা দান করে, লোত-লালসা দেখায় এবং যদি সে তার কাছে বের হয়ে আসে তাহলে
আর-রশ্তীরের কাছে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বলে অস্বীকার করে। তবে ইয়াহুইযা তাদের
কাছে বের হয়ে আসতে অস্বীকার করেন যতক্ষণ না আর-রশ্তীর নির্জন হতে তার জন্য নিরাপত্তারমা
লিখে দেন। আল-ফযাল আর-রশিদের কাছে এ ব্যাপারে পর লিখেন। তাতে আর-রশিদ খুশী হন এবং এটাকে একটি সুর্বসু সুযোগ মনে করেন। তাই তিনি নিজ হাতে নিরাপত্তামালা লিখে দেন এবং তার মধ্যে বনু হাশিমের মুরক্কি, কাশী ও ফকরুহের সাক্ষাৎ প্রদর্শন করেন। বনু হাশিমের মুরক্কিরের মধ্যে আবদুল সামাদ ইবন আলিও ছিলেন। হারুন লকো মারফত নিরাপত্তামালা প্রেরণ করেন, তার সাথে বহু পুরস্কার ও উপকৃত প্রেরণ করেন যাতে এসবগুলো তাদের তাকে প্রদান করেন। তাদের তাকে এলাকা প্রদান করেন। তখন তিনি নিজে তাদের কাছে আবাসসম্পর্ক করেন। তাদের তাকে নিয়ে বাগদাদ প্রবেশ করেন। তিনি আর-রশিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর-রশিদ তাকে যথাযোগ্য সমান করেন এবং প্রচুর সম্পদ দান করেন। বারামকীরা আর-রশিদের বস্তু বিলুপ্ত করেন এজন্য ইয়াহুইয়া ইবন খলিদ বলতেন, আমার স্বামিনরা এবং আমি নিজে তার বস্তু বিলুপ্ত করতেছি। তাদের এরপ বিলুপ্ত করার কারণে আর-রশিদের কাছে ফযালের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি আলবাসী এবং ফাতিমীদের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন।

এ সম্পর্কে আল-ফযাল ইবন ইয়াহুইয়া এর প্রশংসা এবং তার কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জাপানরে মারওয়ান ইবন আবু হাফস বলেন।

ঠাকুর প্রভৃতি ধ্বনিতে প্রত্যাশিত হোন না।

ধারাকীপ্ততায় সুর্বসু সুযোগ মনে করেন।

জুলুম বলে, তাহীন তার সাক্ষাৎ প্রদর্শন।

জুলুম বলে, তাহীন তার সাক্ষাৎ প্রদর্শন।

বহু পুরস্কার বিজয়ী ক্যান্টন প্রদান।

বহু পুরস্কার বিজয়ী ক্যান্টন প্রদান।

মারওয়ান ইবন আবু হাফস বলেন।

মারওয়ান ইবন আবু হাফস বলেন।

মারওয়ান ইবন আবু হাফস বলেন।

মারওয়ান ইবন আবু হাফস বলেন।
ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ পানে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আস ! আস ! এ কথা বলে তিনি কোথার হাসি হাসিল। তিনি আরো বললেন, কোন কোন লোক ধারণা করছেন যে, আমরা তোমাকে বিষ পান করতে বাধ্য করেছি। ইয়াহুইয়া তখন বললেন, হে আমিরুল্লাহ মুমিনীন ! আপনার সাথে আমাদের রয়েছে ঘনিষ্ঠতা, আল্লাহর, সহস্রমির্থতা ও অধিকার। তাহলে আপনি ? আমাকে কোন কথার উপর শাস্তি দেবেন এবং কয়েদ করবেন ? এতে তার প্রতি আর-রশিদের অনুরূপ দেখা দিল কিন্তু এতে বাক্য ইবন মুসা ইবন জাহিদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবারর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, হে আমিরুল্লাহ মুমিনীন ! এ বাক্যের সময়, আমি নেন প্রতারিত না হন। কোন এ বাক্যের অধ্যায় ও অপরাধী। আর এটা হলো তার থেকে ব্যবস্থা ও অনুচ্ছেদ। আমাদের শহরে সে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এবং তার সরকার আইন বলের প্রবণতা সাধারণের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়াহুইয়া তাকে বললেন, তোমরা আমার কে ? আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। সিন্দেহে তোমার পিতা, আমাদের পিতা ও তার পিতার সাথে মদ্যায় হজরত করেন। তারপর ইয়াহুইয়া বললেন, হে আমিরুল্লাহ মুমিনীন ! এ আমার কাছে এসেছে যখন আমার ভাই মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ নিহত হয়। তিনি বললেন, তার হত্যাকারীর উপর আল্লাহর অভিযুক্ত বর্ধিত হয়। তারপর তিনি আমার কাছে বিষ পঙ্কর কবিতা আবৃত্তি করেন এবং আমাকে বলেন, যদি তুমি এ ব্যবস্থা অনুসারে করতে তুমি আমাকে প্রথম ব্যবস্থা হিসেবে পাবে যে তোমার হাতে বায়ান করতে এবং আমাদের সাহায্য তোমার সাথে থাকা অবস্থায় কে এমন আছে যে বসরায় তোমার সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে তোমার পাবেন। ষে অন্যান্য ব্যবস্থা, এতে আর-রশিদ এবং আই-মুবারের চেহারা বিবর্ণ হয় হেল। আই-মুবারের দুধ পশালেন এবং কঠিন শপথ সহকারে শপথ করতে লাগলেন যে, সে এ ব্যবস্থা মিথ্যাবাদী। আর-রশিদ হযরত ও পরেশান হয়ে পড়েন। এরপর তিনি ইয়াহুইয়াকে বললেন, তুমি কি শোক গাথার কিছু অংশ সংরক্ষণ করে রেখেছে তুই বললেন, হঠা এবং কিছুটা আবৃত্তি করেন। আই-মুবারের তখন আমার প্রচেষ্টার অনুযায়ী করতে লাগলেন। তখন তাকে ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা বল যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহর শক্তি সাঙ্গর্থে থাকে আমি পৃথিবী হয়ে গেলাম। আর আল্লাহ মেন আমাকে আমার শক্তি সাঙ্গর্থের উপর সোপার্ন করেন। কিন্তু সে এরপর শপথ করতে অবশ্য করতে, তাই আর-রশিদ তার ব্যর্থতা ব্যবস্থা প্রহার করতে সংঘর্ষ নিলেন এবং তার উপর রাগাবিভাগ হলেন। তারপর সে শপথ করল কিন্তু আর-রশিদের দরবার থেকে সেরা হবার সাথে সাথে আল্লাহ তার উপর পশ্চাদাত্মক রোগ নিক্ষেপ করে দিলেন। আর তৎপরতা সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কেউ কেউ বললেন, তার স্বী বালিশ দ্বারা তার চেহারায় মেরেছিল। এভাবে তাকে আল্লাহ মেরে ফেলেন।

তারপর আর-রশিদ ইয়াহুইয়া ইবন আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেন এবং তাকে এক লাখ দীনার প্রদান করেন। কেউ কেউ বললেন, তারের কিছু অংশের জন্য তাকে বন্ধী করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বললেন, তিনি দিনের জন্য বন্ধী করেছিলেন। আর-রশিদ থেকে যে সম্মান তিনি পেয়েছিলাম তার পরিমাণ হল চার লাখ দীনার। এসব ঘটনার পর তিনি মারা এক মাস জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি মারা যান। আল্লাহ তাকে রহম করলেন।

এ বছরই সিয়ারায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিভাজিত ও মতভেদ দেখা দেয় তারা হল
নানানিয়া ও ইয়ামানিয়া। নানানিয়া হল কায়স সম্প্রদায়ের লোক আর ইয়ামানিয়া হল ইয়ামানের। হুরান নামক স্থানে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ একাশ পায়। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যে অশাৎ ও বিশৃঙ্খলা বিচার করিয়েছিল তা আবার তোমা ফিরিয়ে আনে। তাই এ বছর এভাবে তাদের বহু লোক মারা যায়। খুব কয়েক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তার চাচা মূসা ইব্ব ইসা সিরিয়ায় নাযিম ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন আবুদুস সামাদ ইব্ব আলি। আলাহ অধিক পরিজ্ঞাত।

জাফর আল-মানসুরের আযাদকৃত গোলামের একজন সানাদী ইব্ব সাহীল ছিলেন শুধু দামেশকের নাযিম। যখন শহরে বিভক্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন কায়সিয়ামের সদা আবুল হায়যাম আল-ময়ীরী আহিলীতের ভয়ে দামেশকের শহর রাটা ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর এ আল-ময়ী ছিলেন একজন কৃতিত্ব ও কুর্দার্শ ব্যক্তি। জাহিম বলেন: তিনি ভাড়াটিয়া, মাঝি ও তাঁহী থেকে শপথ নিতেন না এবং বলতেন, তাদের কথা কোন শপথ ব্যতীতই গ্রহণীয়। তিনি মুটেরা ও শিক্ষকদের ব্যাপারে আলাহ প্রদত্ত কল্যাণের ধারণা করতেন। তিনি দু’শ চার হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ব্যাপারটি যখন প্রথম আকার ধারণ করে আর-রশীদ নিজের পক্ষ থেকে সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় একটি দলসহ মূসা ইব্ব ইয়াহীয়া ইব্ব খালিদকে গ্রেপ্তর করেন। তারা জনগণের মধ্যে শাস্তি স্থাপন করেন; তাদের চেষ্টায় বিভক্তি প্রশমিত হয় এবং প্রজাদের যাবতীয় বিষয় স্থিতিশীল হয়। আর-রশীদ তাদের বিষয়টি ইয়াহীয়া ইব্ব খালিদের কাছে সোপার্ড করেন। তিনি তাদের ক্ষত করেন ও তাদের মূর্ত করে দেন। এ সম্পর্কে কোন কথা বলেন।

قد هاجت_pair.sham_هَيَّا + يشبيب * رأس وليده
قصب موسى عليه + نحنله وجناوته
قدانت الشام لمَّا + أيِّي يسنح وحيده
هذا الجواهر الأذى + يلد كُل جَوْر يجوره
فيَّاه جود أبيه + يحيي وجود جدونه
فجأ موسى بن يحيى + يطارف وتليله
ونزال موسى ذري المجد + وهو حضور موهده
خصسته بسليحي + منشوره وقصيدته
مِن البَلاَمِك عودًا + له فاكَّر بعوده
حوُرا على الشعر طرًا + خلفه ومديته

ওরফক "সিরিয়ায় এমন যুদ্ধ বিচারে আগ্নে জুলে উঠেছে। যার কারণে বালকের মাধ্যমার চুল পেকে যায়। সেনাপতি মূসা তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে তা প্রশমিত করার জন্য বাঁধায় পড়েন। যখন তিনি তার অন্যান্য কল্যাণ ও বর্ক্ত নিয়ে আগমন করেন তখন সিরিয়া তার সামনে
মন্তকাবনত হয়ে পড়ে। তিনি এমন একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন যার দানের ফলে সকল দানের পূর্বতাত এসেছিল। তার পিতা ইয়াহুদির দান ও তার দাদার দান তাকে দান করতে উদ্ধুপি করেছে।

এরপর মৃদু ইবন ইয়াহুদি তার নিজ অর্জিত ও উদ্যোগকারী স্বত্বে প্রাপ্ত সম্পদ দান করেন। আর এভাবে মৃদু মান-মর্যাদার পাক্য ফল অর্জন করেন যা তার পোলান বা বিশ্বাস অবিশ্বাস অংশ হিসেবে বিবেচিত। কবি বলেন, আমার কাহিনি (কবিতার) ও গল্পের মধ্যে কৃত প্রশংসাতে তার জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। এমনি মর্যাদা বারবারকীর থেকেই বারবার এসে থাকে। আর উক্ততর রূপ নিয়ে এসে থাকে। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকারের প্রশংসা কবিতাই নিজেদের জন্যই তারা সংঘ করে নিয়েছে।

এই বছরে আর-রশিদ আল-গাতাররী ইবন আতকে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন এবং আল-আরাস উপাধি প্রাপ্ত হয়ে এমন মালিক ইবন আল-হায়ান আল-খুয়াকে তখন নিয়ুক্ত করেন। এই বছরে আর-রশিদ জাফর ইবন ইয়াহুইয়া ইবন খালিদেক মিসরের নায়িব নিয়ুক্ত করেন। এরপর জাফর, উমর ইবন মিহরাবকে সেখানকার নায়িব নিয়ুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ক্রিতপূর্ণ অবয়ব, ক্রিতপূর্ণ আকৃতি, পদক্ষেপান্তর ও টোরা চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার নায়িব হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার কারণ ছিল নিম্নরূপ:

মিসরের নায়িব মৃদু ইবন ঈসা আর-রশিদের পদচারিতির দৃষ্টি সংকল্প করেছিল। তখন আর-রশিদ বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে অবশ্যই বরখাস্ত করব এবং একজন উত্তম লোককে মিসরের নায়িব নিয়ুক্ত করব। তখন তিনি এ উমর ইবন মিহরাবকে ডাকলেন এবং জাফর ইবন ইয়াহুইয়া আল-বাদামকীর স্থানে তাকে মিসরের শাসক নিয়ুক্ত করলেন। তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র সওয়ার হয়ে রওলা হলেন এবং তার পোলাম আবু দারারা অন্য একটি ক্ষুদ্র সওয়ার ছিল। এইভাবে তিনি মিসরে প্রবেশ করেন এবং মিসরের নায়িব মৃদু ইবন ঈসার মজলিসে পৌঁছেন ও মানুষের পেছনে বসে পড়েন। লোকজন যখন বিদায় নিলেন তখন তার দিকে মৃদু ইবন ঈসা মুখ ঘুরিয়ে তিনি তাকে নিষেধ পারেননি যে তিনি কে সুতরাং নায়িব তাকে বললেন, হে শায়ান! আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? তিনি বললেন, হায় আমি তাকে আহ্বান ও সদাচারী করুন। এরপর তিনি তাকে পত্রটি দিলেন। যখন তিনি তা পাঠ করলেন তখন, তুমি কি উমর ইবন মিহরাব? তিনি বললেন, হায়। আমির বললেন, আল্লাহ ফিরাকের উপর অধিপত্নী অবতীর্ণ করুন। যখন সে বললেন মিসরের সাহায্য কি আমার নয়? এরপর তিনি তার কাছে দায়িত্বৰ্ষ সমর্পণ করলেন এবং অন্য চারি ভাল গল্প করলেন। উমর ইবন মিহরাব তার দায়িত্বৰ্ষ অর্জন করেন ও কাজে আসনযোগ্য করেন। তিনি বৃথা রূপালা কাপড় বাতাস অন্য কোন কেবল হাদিয়া প্রধান করতেন না। এরপর প্রত্যেকটি হাদিয়ার উপর হাদিয়াদাতার নাম লিখে রাখতেন। এরপর তিনি প্রজাদের থেকে রাজ্য আদায় করতেন এবং রাজ্য আদায়ের ব্যাপারে তাদের উপর কাঠারতার অবলম্বন করতেন। তাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে টালবাহানা করত। তখন তিনি শপথ করে বললেন, কেউ যদি এ ব্যাপারে টালবাহানা করে তাহলে তাকে এরপ শপথ দেয়া হবে এবং তা দেয়ার পর ভ্রুক্ত তা আদায়ে টালবাহানা করত তাকেও বাধাদান প্রেরণ করতেন। এরপর লোকজন তার সাথে শিষ্টচার শিক্ষা করলেন। পরে দ্বিতীয় কিংবদন্তির আদায়ের
সময় যখনীয়ে আসল কিছু এবার তাদের বছর লেক এটা আদায়ে অক্ষর হয়ে পড়লেন। তখন তারা যা কিছু হাদিয়া আদায় করতে পারতেন তা তিনি হাতের করাতেন যদি তা নেপথ হত তা তিনি তাদের থেকে আদায় করতেন আর যদি তা পরের আদায় হত তখন তিনি তা বিক্রী করে দিতেন এবং এভাবে রাজস্থান আদায় করতেন তিনি। তিনি তাদেরকে বলতেন, আমি এগুলো তোমাদের জন্য সংগ্রহ করছি তোমাদের প্রয়োজনের কাজে লাগবে। এরপর মিসরের শহরগুলোর মাধ্যমে রাজস্থান তিনি পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিলেন। তারু পুরুষ আর কেউ এরকের করেননি। এরপর তিনি মিসর থেকে বিদায় দিলেন। কেননা তিনি আর-রাজাদের সাথে শর্ত করে ছিলেন যে যখন দেশে শান্তিতে ফিরে আসবে তখন তিনি রাজস্থান আদায় করে দেবেন। আর এটাই তার বিদায়ের অনুমোদন হিসেবে গণ্য। মিসরের শহরগুলোতে তার সাথে কোন সৈন্য সামান্ত ছিল না। তার সাথে শুধু ছিলেন তার গৌরাম আবু দারার ও দারোয়ান। দারোয়ানই তার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করত। এ বছর আবুদুর রহমান ইবনে আবুল মালিক গোলিয়ানী যুদ্ধ পরিচালনা করেন ও একটি দূর্গ জয় করেন। এ বছর আর-রাজাদের শীর্ষ যুবাবদা হজ পালন করেন। তার সাথে ছিলেন তার যাবতীয় আমির হজ ছিল। রাজাদের চাচা, সুলায়মান ইবনে আবু জাফার আল-মাসুর। এ বছর যারা ইন্তিকাল করেন তারা হলেন?

ইবরাহীম ইবনে সালিহ ইবনে আলি ইবনে আবুদুর রাজা ইবন আব্বাস। তিনি মিসরের আমির ছিলেন। মোহাম্মদ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবরাহীম ইবনে হারমা; তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কবি। তিনি হলেন। আবু ইসাহাক ইবরাহীম ইবনে আলি ইবনে সালিহ ইবনে আমির। ইবনে হারমা আল-ফিহরী আল-মাসুর। মোহাম্মদ বাসিন্দাদের প্রতিনিধি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছিলেন তখন তিনি প্রতিনিধিদের প্রধান হিসেবে মানসুরের কাছে গমন করেন। মানসুরকে আরোপ করে একটি পদ্ধতি পাশে এমনভাবে তাদেরকে বসানো হল যাতে মানসুর লোকজনকে পেছন থেকে দেখতে পান কিন্তু তারা তাদের দেখতে না পায়। আবুল খাসিব দারোয়ান নাড়িয়ে বলছিল— তার আমিরকে মুকিনী। ইনি অমুক কবি, এরপর তাকে হুকুম দেয়া হয় এবং তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন। এভাবে আবার সে বলে— ইনি অমুক হতের। এরপর তাকে হুকুম দেয়া হয় এবং তিনি খুব দান করেন। এভাবে করার পর ইবনে হারমা এর পাল আসল। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে আমি বলতে শুনলাম।

اِلْمُرْحَبَّا، وَلَا أَهْلُهُ وَلَا أَنْعُمُ اللَّهُ بِعَدْنَا—

অর্থাৎ "কেনার মারাত্মক নিষেধ, কেনার আহারন নিষেধ আর আলাদা যেন তোমাকে কোন সতর্ক প্রহার দান না করেন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম— তুই ধর্ম হয়ে গেছে। এরপর আমাকে কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল। আমি আমার কাজী পাঠ করলাম। তার মধ্যে আমি বলতে লাগলাম।

سَرَّى سَوَى١ عِنْدَ الصِّيَابَا المُتَجَابِلِ + وَقَبَّلَ لِلَّهِ الْخَلِيْطِ المُزَلِّلِ

অর্থাৎ "তার কেমন ছিল কাপড় বাঁধা, মুখমন্ডল সমীরেন দুলায়িত সকল বেলায় এমন এক শরীকের সাথী লাভ করেন যিনি একদিন পৃথক হয়ে যাবেন।"

এরপর আমি আমার এ কথায় পৌঁছলাম।
ফামাকের নিয়মন্ত্রণের মাধ্যম দিয়ে নিয়মকে নিয়মতিত দিয়ে লাগল। আর আমি নিয়মকে ষ্টার্ভ সংগঠন করার জন্য নিযুক্ত করেছি যে নিজেই হারিয়ে যাচ্ছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর পদ্ধতির পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হল, দেখা গেল তার চেহারা যেন চন্দ্রের একটি টুকরা। এরপর আমাকে কান্তিদা এর বাক্যে অংশুক্তি অর্থীত করতে বলা হল এবং তার সামনের দিকে দিয়ে নিকটে হওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। আবার তার কাছে বসার জন্য বলা হল। এরপর তিনি বললেন : হে ইবরাহীম! তোমার দুর্বলি, যদি তোমার অপরাধের কথা আমার কাছে না পৌঁছত তাহলে আমি তোমাকে তোমার স্বাধীনের চেয়ে বেশি মর্যাদা প্রদান করতাম। তখন আমি বললাম, হে আমীর মুমিনী। আপনার কাছে আমার যত অপরাধের সংবদ্ধ পৌঁছেছে আপনি তার কিছুই করেননি। আমি এখনও আমার অপরাধ বীকার করি। বর্ণনাকারী বলেন, মানসুর তখন তার হাতের ছুঁটি উপরে লেখা করলেন এবং তা দ্বারা আমাকে দুইটি উপায় করলেন এবং আমাকে দশ হাজার দীনী ও পুরুষর ব্রহ্ম প্রদত্ত পোশাক আরও করার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমাকে ক্ষমা করলেন এবং আমার সম্মিলনের সাথে মিলিত হবার অনুমতি প্রদান করলেন। মানসুর তার উপরে যে রাগাতিত হয়েছিল তার একটি নমুনা হল তার মতো।

৩৮৬

ওমে অল্লামা উল্লাম তারাহমানের হালিম + ফাইন ও হুমাইনের ফেতাহের হাদিম + খাজাকের + ব্যালিন ও মুরাসতের দানিয়া বেগম + সাহায্যের সালামাতে।

অর্থাৎ “যতদিন যাবৎ মা তাদের মহবরত নিয়োজিত থাকবেন ততদিন আমি অবশ্যই ধাতিতার বংশধরকে মহবরত করব। তারা এমন লোকের কন্যার বংশধর যিনি আল্লাহর সমুক্ত আযাতকারী, আল্লাহর জীব + সুমৃত বন্ধন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি আমার মহবরত থাকার কারণে তাদের ব্যায়ত অন্যসব বিচর্চিতাকারী পশ্চাদের মহবরতের কোন চিন্তায় আমি করি না।”

আল-আফাইফ বলেন, আমাদের ছাত্র বলেন যে, আল-আসমাই বলেন : আমি ইবুন হারমান মাধ্যমে কবিবের বর্ণনার পরিসমাপ্তি ঘটালাম। আবুল ফারাজ ইবুন আল-জাদাবী এ বছর তার মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এ বছরই ওয়াকি ইবুন জাদাবী-এর পিতা আল-জাদাবী ইবুন মালিক ইনিজকাল করেন। আবার এ বছর আবু আবুদ্রুহ সাইদ ইবুন আবুদুর রহমান ইবুন আবুদুর ইবুন মালিক অল-মাড়োর ইনিজকাল করেন। আল-মাড়োরর সনারাহীর জন্য সনের বছর তিনি বাগানের কাষ্ঠের দায়িত্ব পালন করেন। ইবুন মুঈন ও আনারা তাকে ছিকি বা নির্ভররোগী বলে উল্লেখ করেছেন। এ বছর মারা ইনিজকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন সালিহ ইবুন বাহিরী আল-মাড়োর।

তিনি ছিলেন পরেহেরাগার বানানের অন্যতম। তিনি অতাগ করেন। তিনি ওয়া-
নসীহত করতেন। সুফিয়ান আস-সাব্বী ও অন্য আলিমগণ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন। তিনি বলতেন, এ সুফিয়ান হলেন সমন্দরের জীতি প্রদর্শনকারী। একদিন খোলা আল-মাসীদী তাকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। তিনি গাধায় সয়াওয়া হয়ে তাঁর কাছে আগমন করলেন। সয়াওয়া অবশ্যই তিনি খোলা করিয়া অতি নিকটে পৌছে যান তখন খোলা তাঁর দু পুত্রকে- একজন তার পরে মুবজান মুসা আল-হাদভি ও অন্যজন হারুনর রশিদ- তাকে সাওয়ারী থেকে নামিয়ে আনার জন্য এগিয়ে যাবার হকুম দিলেন। তারা এগিয়ে গেলেন ও তাকে নামিয়ে নিয়ে আসলেন। তখন সালিহ নিজেকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যদি আজকে আমি তোমামদের আশ্রয় নেই এবং আজকের দিনে এ জায়গায় সত্য প্রকাশ না কর। তাপর তিনি আল-মাসীদীর কাছে উপবিষ্ট হন এবং তাকে উক্তসরের নসীহত করেন এমনকি তাকে ক্রমন করতে বাধা করলেন। এরপর তাকে বললেন, “তুমি জেনে রেখো, উমতের মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ (সা) - এর বিরোধিতা করে তাকে তিনি শক্ত মনে করেন। যাকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) শক্ত মনে করেন তাকে আল্লাহ তা’আলা শক্ত মনে করেন। সুতরাং আল্লাহর শক্ততা ও রাসূলের শক্ততা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েক বছর ধরে প্রতিপালন নাও যা তোমার নাতজের জানি হবে অন্যায় ধর্মের জন্য প্রতিপালন হয় যাও। জেনে রেখো, যদি শান্তি বিলুপ্ত হয় যেমন বিদায়তে লিঙ্গ শান্তির যোগ্যতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় তাহলে আর। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা তাঁর বাঙালির উপর প্রতিপালন। মানব জাতির মধ্যে সুগৃহ পদ ব্যতি হলেন তারা যারা আল্লাহর কিবর ও রাসূল (সা) - এর সুনামকে আকৃতি হয়েছেন। এভাবে লীল বক্তৃতা করলেন। তাপর আল-মাসীদী ক্রমন করেন এবং এ বাক্য তার রেজিষ্টার হইতে লিখে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

এ বছরই আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর আমর ইবন হামিম ইনতিকাল করেন। তিনি ইরাকে কার্মী হিসেবে আগমন করেন। এ বছর ফারজ ইবন ফুয়ালা আত-তানাথী হামিমী ইনতিকাল করেন। তিনি আর-রশিদীর মিলাফতের আমলে বাগদাদে বায়তুল মলে কোয়ারাতক্স ছিলেন। তাঁর জন্য ছিল ৮৮ সালে। আর তিনি ৮৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁর বৃতিপূর্ণ কার্যক্ষেত্রের অন্যতম হলো একদিন আল-মানসুর তাঁর সোনালী প্রসাদে প্রবেশ করেন। উপস্থিত সকলে দৃঢ়ভাবে কিছু ফারজ ইবন ফুয়ালা দাড়ালেন না। খোলা রাগাবিত্ত হলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন দাড়ালেন না? তিনি বললেন, আমি ভয় করছি আল্লাহ তা’আলা আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি এতাটে কেন রাগি ছিলে রাসূলুল্লাহ (সা) কারা জন্য জনগণের দাড়ানোকে পালন করতেন না। সর্বনাসারী বললেন, মানসুর তখন কাঁদলেন, তাকে নিকটে ডেকে নিলেন ও তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। আবু সালামা আল-মাসাহাব ইবন মুযাহাব ইবন আমর আদ-দাক্কী এ বছর ইনতিকাল করেন। তিনি তিনি আল-মানসুর, আল-মাসীদী ও আর-রশিদীর মিলাফতে আমলে বাগদাদের পালিশপুরার ছিলেন। তিনি একবার আল-মাহীর মুহুর্তে বুহারের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ৬৬ বছর জীবিত ছিলেন। আবু আওয়াল আল-মাদাহই ইবন আবদুল্লাহ আস-সারী ছিলেন বর্ণনকারী শায়খের অন্যতম ইমাম। তিনি এ বছরই ইনতিকাল করেন। তিনি ৮০ বছর অতিক্রম করেছিলেন।
১৭৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশিদ জাফর আল-বারমাকীকে মিসর থেকে বরখাস্ত করেন এবং ইসহাক ইবনু সুলায়মানকে তার স্থলে আমির নিযুক্ত করেন। তিনি হাময়া ইবনু মালিককে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন এবং রায়, সিজিস্তান ও অন্যান্য প্রদেশের শাসনভারসহ অতিক্রম এ প্রদেশের শাসনভারও আল-ফ্যুল ইবনু ইয়াহুইয়া আল-বারমাকীকে অর্পণ করেন। আল-ওয়াকিলী উল্লেখ করেন- এ বছরের মুহাররম মাসের শেষের দিকে প্রচুর বাস্ত ও অহংকারপ্রহৃত বিকাশ হয়েছিলো জনগণ। অনুরখতার জন্য সাধারণ সফর মাসের শেষের দিকেও আরো একবার বিকাশ হয়েছিলো। এ বছর আর-রশিদ লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন। এ বছর কাদী সুরায় ইবনু আবদুল্লাহ আল-কুরাম আল-নাকিব ইনিতিকালের করেন। তিনি আবু ইসহাক ও অন্য অনেকের কাছ থেকে হাদীস ঘোষণা করেন। তিনি মুকাদমার রায় প্রদান ও কার্যকরী করেছিলেন কৃতজ্ঞতাভাজন। রায় প্রদান করার জন্য বসার পূর্বে তিনি নামা করতেন। এরপর মোহাম্মে থেকে একটি কাগজ বের করতেন ও এটার মধ্যে নয় করতেন। এরপর তার কাছে মুকাদমা পেশ করার জন্য পেশাকরে ছুফুম দিতেন। এ কাগজের মধ্যে কী আছে তা পড়ার জন্য তার কোন এক সর্বী উদ্দীপন হয়ে পড়লেন দেখা গেল এটার মধ্যে লেখা ছিলো।

যার শুরুটি বন আব্দুল্লাহ অন্বুর চেহরা ও হাতের আব্দুল্লাহ অন্তৰ্বিন্দী অন্তর্বিন্দী অন্তর্বিন্দী

অর্থঃ "হে ওয়ায়ক ইবনু আবদুল্লাহ! দীঘি তারবারি ও তীব্রতাকে সংরক্ষণ কর। হে ওয়ায়ক ইবনু আবদুল্লাহ! মহাসমানের অধিকারী আমার সামনে দানাকান্ন হওয়াকে সংরক্ষণ কর।" তার মৃত্যু ঘটেছিল মুলকাদামা মাসের এক তারিখ শনিবারের দিন। এ বছর ইনিতিকাল করেন। আবদুল ওয়াহবি ইবনু যায়দ, মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ও মুসা ইবনু আয়ুন।

১৭৮ হিজরীর আগমন

এ বছর কায়সেরের ছোটি ও কায়সেরের একটি লক্ষ মিসরের শাসক ইসহাক ইবনু সুলায়মানের মাধ্যমে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তারা তার সাথে যুদ্ধ করে। এভাবে এক বিদ্রোহ বিপজ্জন দেখা দেয়। তখন আর-রশিদ ফিলিপিনের নাযিব হাকামা ইবনু আয়ুনকে একদল আমিরসহ ইসহাকের সাহায্যের প্রস্তাব করেন। তারা বিরুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আনুগত্যের নিষ্ঠায় লাভ করেন ও তাদের যেমন দাখিল ভাষা ও অন্যান্য পাওনাদি বদলে ছিল তা পুরোপুরি আদায় করেন। ইসহাক ইবনু সুলায়মানের স্থলে হাকামা প্রথায় এক মাস মিসরের নাযিব ছিলেন। এরপর আর-রশিদ তাকে মিসরের বরখাস্ত করেন এবং আবদুল মালিক ইবনু সালিহকে তথাকার শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরই আফ্রিকাবাসীদের একটি লক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও তারা আল-ফাল ইবনু রাওহ ইবনু হাতিমকে হত্যা করে ও সেখানে আল-মুহাম্মদের বংশধরদের যারা ছিল তাদেরকে বের করে দেয়। আর-রশিদ তার কাছে হাকামাকে প্রস্তাব করেন। তার হাতে তারা আনুগত্য স্বীকার করায় তিনি ফিরে আসেন। এ বছর আর-রশিদ যুদ্ধলগতের যাবতীয় কাজ ইয়াহুইয়া ইবনু আলিস ইবনু বারমাকের কাছে অর্পণ করেন। এ বছরই আল-ওয়ালাদ ইবনু
তারিক্য আল-জাহীরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করে এবং বাসিন্দাদের মধ্যে তথা বর্দ্ধনে কয়েক হয়। এরপরে সে সেখান থেকে আরম্ভিয়া গমন করে। পরে তার সকলে যথাযথে বিকাশ করা হয়। এ বছর আল-ফয়ল ইবন ইয়াহিয়া খুর্সিনে গমন করেন ও সেখানের পরিস্থিতি তিনি সুবিন্যস্ত করেন। সেখানে তিনি দুর্গ ও মসজিদ তৈরি করেন। মাওয়ানানাহারে যুদ্ধ করেন। সেখানে তিনি অনারবদের নিয়ে সৈয়দাদ গঠন করেন। তাদের আল-আকাইনার নাম দেন। তাদের ওয়ালা (মুহূর্তের পর তাজা সম্পদ) তাদের জন্য নির্বাচিত করেন। তারা সম্মান ছিল ব্যাজ পাই লাঞ্চ। তাদের থেকে প্রথ বিশ্ব হাজার কে বাগাদাদে স্থান করেন। তারা সেখানে কারামানিয়া নামে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে কবর মাওয়ান ইবন আবু হাফসা বলেনঃ

মাফ হিল্লান্ডাল অহা লে + আদান ইহুদাল ইহুদাল লে মাফ হিল্লান্ডাল + আদান ইহুদাল ইহুদাল লে + আদান ইহুদাল ইহুদাল লে + আদান 

মাফ হিল্লান্ডাল অহা লে + আদান ইহুদাল ইহুদাল লে + আদান ইহুদাল ইহুদাল লে + আদান 

আরো অপরাধ আইনে বিদ্রোহ করেন। তারা তার পার্থক্য দুঃখিত হয়ে সেখানে এটা ভিত্তিত হয় না। দেশের জাতের হিজাবতকারী তাদের তীর সূক্ষ্মজ, এ উদ্ধৃতি ও আরিস সূত্র প্রাপ্ত। তাদের হাতে রয়েছে যাবতীয় উপকরণ। হাজীদের পানীয় পরিবেশনকারীদের বংশধরা বিভিন্ন সেনাদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের ব্যাপী অন্যদের মধ্যে তাদের নাম আকর্ষণ নাই। আব্বাসের বংশধরা বিভিন্ন সেনা দলে পরিচিত হয়ে পড়েছে আল-ফয়ল আবর ও অনারবদের নিয়ে সেনাদল পুনর্গঠন করেছেন। তাদের সংখ্যা পাই লাঞ্চে উন্নিত হয়েছে, তাদের নাম

1. মাওয়ানানাহারে হামদুর্দিলার উত্তরে অবস্থিত রুশীয় তুরস্কিয়ার সভাসংস্থী সমূহের অংশ, যা উত্তর ও পূর্ব দিকে মধ্য এশিয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

রেজিস্টারভূক্ত হয়েছে। এমন সম্প্রদায়ের কাছে তারা পরামর্শ গ্রহণ করে আসছে যারা কুরআনে
উল্লেখিত আহমদ অর্থাৎ মূয়ামাদ (সা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের নেতা আল-ফয়ল ইবন
ইয়াহুদিয়া দানশীল ব্যক্তি যার দুই হাতের দানের কাছে বিস্ময় বায়তি সোনা-রপা কিছুই অবশিষ্ট
থাকে না। তার প্রস্তুতির পর থেকে প্রতিদিনই তার দান-দানক্ষীণ দেশের লোকেরা সম্পদের
অধিকারী হচ্ছে। কত দীন-দরিদ্র দারিদ্রের শেষ সীমায় পৌঁছেছে তিনি অর্থনৈতিক কর্মের জন্য
সম্পদ জমা রেখেছেন যা অর্জনের সাথে দৃঢ়-কষ্ট জড়িত। তিনি জানান আলো দান করেন যখন
দানশীল ব্যক্তি তত দান করে না (অভাব কারণ)। আর যখন হিন্দুস্তানী তরবারী কোষ্ঠের হয়
তখন তার ভয় তা কার না। অন্য কারণের জন্য সুত্তু কিংবা ক্রোধ নেই চূড়ান্ত সুত্তু তিতে
আলাইহরই জন্য। আলাইহর সুত্তু তিতে তাকে সত্যের পানে আহ্মান করতে থাকে। তোমার সুযোগ
ছড়িয়ে পড়েছে যে কোন তুলনা নেই সাধারণ বৃত্তি কিংবা নাবতা সম্পন্ন নদী হেক তাতে কিছু
আসে যায় না।

তার খুসাস যাওয়ার প্রাক্কালে তার সম্পদে তিনি কন্ষ্টা আবৃত্তি করেছিলেন।

*আল্লাহ তামালা জালাল উসমান ইব্রাহিম তোম আন্দুম* + তঁহাদের হসান লাইন লাইন জালাল উসমান ইব্রাহিম তোম

*এবং আবু অব্বাস সম্ভবতঃ সামুদায়িক হুদ উদ্দিন মুহাম্মদ উদ্দিন মুহাম্মদ নুসরাত উদ্দিন মুহাম্মদ নুসরাত

অর্থাৎ 'তুমি কি দেখ না দানশীলতা হৃদয়ত আদম (আ) হতে শুরু হয়ে আল-ফয়লের হাতের
তালু পর্যন্ত পৌঁছেছে। যখন তারা আবাসকে অধীকারী করল আকাশ কূপতাতা অবলম্বন করল
যখন কোথায় তোমার জন্য ক্রাগী গুঁড়ি গুঁড়ি বৃত্তি এবং কোথায় তোমার জন্য বড় বড়
ফেটায়ালা বৃত্তি।'

তার সম্রে আরো বলেন:

*আল্লাহ তামালা জালাল উসমান ইব্রাহিম তোম আন্দুম* + দেখে প্যাস ব্যাসার ভাঙ্গার ভাঙ্গার ভাঙ্গার

*লিখিন বীল ইসলাম তালাক মব্বো বানতে পন তোম সুবিষ্ঠ কেলব নুসরাত উদ্দিন মুহাম্মদ নুসরাত

অর্থাৎ 'কোন একটি শিশুর পুত্র তার মাতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তার মাতা তখন তাকে
আল-ফয়লের নামে দাকে এভাবে শিশুটি রক্ষা পেয়ে যায়। হে ফয়ল! আলাইহ আপনাকে
মান-মর্যাদা দান করেছেন যাতে আপনার দ্বারা ইসলাম জীবিত থাকে। কেননা আপনাই ইসলামের
মান-মর্যাদা। আর আপনি এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যাদের ছোট্টা (রুমিক ক্ষেত্রে) প্রোচ ও
বয়স্কদের নায়া।'

বর্ণনাকারী বলেন, কবিকে একাধারে সৌদামন্ত্র প্রদান করার হুকুম দেওয়া হল। ইবন জারীর
এরূপ উল্লেখ করেছেন। কবি সালিম আল-খাসীর তাদের সম্পর্কে বলেন:

*কেহ তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল তেঁতুল

*জামাতে ফাতেমে ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম ফাতেম

*লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না লেন্না

বর্ণনাকারী বলেন, কবিকে একাধারে সৌদামন্ত্র প্রদান করার হুকুম দেওয়া হল। ইবন জারীর
এরূপ উল্লেখ করেছেন। কবি সালিম আল-খাসীর তাদের সম্পর্কে বলেন:
অর্থাৎ, “কেমন করে তুমি এমন এক ঘরের দরিদ্রতার ভয় করছ যার বাসিন্দা হলেন সাগরতুল্য বারোমাকীরা। তারা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের মধ্যে রয়েছেন ফয়ল ইবন ইয়াহীয়া।

তিনি এমন এক অভিযানকারী বাহিনীর সদস্য কোন অভিযানকারী বাহিনী যাদের সমতুল্য নয়।

তার আছে দু’টো দিন। আনন্দের দিন ও দুঃখ করের দিন। আর এ দু’টোর মাঝে সময়টি যেন একটি কোয়েলার ন্যায়। যখনই বারোমাকীদের কোন সত্তান দশ বছর বয়সে পৌঁছে। তাকে তখন আমি বুঝতে পারি আমার কিংবা ওইর বলা”।

আল-ফয়লের খুরাসানের এ সফরে বিভিন্ন রকমের ঘটনা সংগঠিত হয়। তিনি বহ শহর জয় করেন; তার মধ্যে কাবুল ও মাওয়ারায়নাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুর্কী রাজার উপর আধিপত্য অর্জন হয় তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। আল-ফয়ল এ সফরে বহ সম্পদ অর্জন করেন।

তারপর বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি বাগদাদের নিকটবর্তী হলেন তার জন্য আর-রশিদ ও গানামানা বাড়িরগুলি ঘর থেকে বের হয়ে আসেন যাতে তাকে অভাবন্ত জানাতে পারেন।

কবি, বক্তা ও মুয়াভির শ্লোকজন তার কাছে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাদেরকে হাজার হাজার লাখ লাখ দীনার ও নিরহাম দান করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে এত সম্পদ তিনি দান করেন যার হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর বলত। একদিন একজন কবি আল-ফয়লের কাছে প্রবেশ করেন এবং দেখেন অর্থের খলি তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। আর তিনি তা জানানোর মাধ্যমে বন্ধন করেছেন। তখন তিনি বলেন:

কিন্তু লালিলের প্রিয় বনি হাসান, বনি হামদ, দীনারের বনি নাদান।

অর্থাৎ, “আল-ফয়ল ইবন ইয়াহীয়া ইবন খালিদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তার দুই হাতের দানগীরতা সকল কূপকে কূপঘাতার সাথে চিহ্নিত করেছে।” তখন তাকে বহ সম্পদ প্রদানের জন্য দিলেন।

এ বছর মুহাম্মদ ইবন যুসফি ইবন আসিম ঐবিকালি যুগল পরিচালনা করেন। আর সুলায়মান ইবন রাশিদ শীতকালীন যুগল পরিচালনা করেন। মক্কার নাযিব মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবন আলী ইবন আবদুরসালাম ইবনে ইব্বারা।

এ বছর খারাই ইন্টর্নাসিয়াল করেন তারা। তখন বললেন: জাফর ইবন সুলায়মান; আনতার ইবন ইয়াহীয়া; আবদুন মালিক ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন ইমাম; বাগদাদের কাবি ইবন হামাম, আর-রশিদ তারা সালাতে জানায় পড়ান এবং বাগদাদে তাকে দাবান করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তিনি আরে বছর ইন্টার্নাসিয়াল করেন। আল্লাহ সময় অবগত।

১৭৯ হিজরীর আগমন

এ বছর আল-ফয়ল ইবন ইয়াহীয়া খুরাসান থেকে আগমন করেন এবং সেখানে তিনি উমর ইবন জামিলকে তার প্রতিনিধি রেখে আসেন। এরপর আর-রশিদ মানসুর ইবন ইয়াহীয়া ইবন মানসুর আল-হিসাবারিয়ার সেখানকার আমির নিযুক্ত করেন। এ বছর আর-রশিদ খালিদ ইবন বারোমাকে দারোনায়ী পেশা থেকে বরখাস্ত করেন এবং আল-ফয়ল ইবন আর-রাবির কাছে এ
পেশাটি ফেরত দেন। এ বছরই খুচানার হামায় ইবন আতরক সিজিফ্নি বিদ্রোহ করে। স্থায়ীত্বের তার সর্বদা বর্ণনা করা হবে। এ বছরই আল-ওয়ালিদ ইবন তারিফ আল-শাহরী জাহিদের ফিরে আসেন। তার শাহশুক অন্য গেল এবং তার অনুসারীদের সংখ্যায় বেড়ে গেল। তখন আল-রশীদ তার প্রতি ইল্যায়দ মায়েদ আল-শাইবুনিকে প্রেরণ করেন। তিনি তার সাথে কুষ্টি লড়লেন ও তাকে পরে হতা করেন। তার সন্ত্রে ছড়িয়ে হয়ে গেল। তখন কবি আল-কারিয়া তার ভাই আল-ওয়ালিদ ইবন তারিফের উক্তি থাকায় বলেন:

আমি শেখুর মালক মোরাফ + কান্থে নম্বর লাইলে ইবলে চোদেফ।

ফতে লাইব রাজাদী আল নাকিয়া + এলামালী আল নাতিয়ান ও সোলিয়া।

আরবের তুমি ব্যবহার করে পনার মনে না মনে হয় তুমি ইবন তারিফের প্রতি শেখ প্রদর্শন করেছ না। তিনি এমন একজন যুবক ছিলেন যার প্রভাবশালী ছিল ইমাম পাশার। আল-তায়র ও তারবার ব্যবহার তার অন্য কোন সম্পদ ছিল না। এ বছরই আল্লাহর দরবারে শোকর আপনের লক্ষে আল-রশীদ উমরা গালান করার জন্য বাগানকর থেকে মকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। যখন তিনি উমর সমাজ করলে তখন মোহাদ্দিন অবস্থান করেন এবং লোককেকে নিয়ে এ বছর হজ আদায় করেন। হজ পালনের সময় তিনি পায় হেটে মকর থেকে মিনায় গমন করেন। এরপর মিনা থেকে আরাফাত ও মুসাদলিফা পর্যন্ত গমন করেন। এভাবে তিনি সব কয়টি দরবার ও ইবাদতের স্থানগুলোতে পায় হেটে উপস্থিত হন। এরপর তিনি বসার পথে বাগানকর ফিরে আসেন। এ বছর যামা ইনিতিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ইসমাইল ইবন মুহাম্মদ। তিনি হলেন আবু হাসিম ইসমাইল ইবন মুহাম্মদ ইবন ইল্যায়দ ইবন রাবিয়া আল-হিমইয়ারী। তার উপাধি ছিল আল-সাইদ। তিনি ছিলেন প্রায় কবির অন্যতম। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অপরিকর রাষ্ট্রীয় এবং দুর্বল শীর্ষ। তিনি মদ পান করতেন এবং পুনর্নবীকরণে বিদ্বেষ করতেন। তিনি এক্টিল এক ব্যক্তিকে বললেন, আমাকে একটি দীনার সঞ্চার দাও তাহলে আমি তোমাকে যখন এ পৃথিবীতে ফিরে আসব তখন একটি দীনার প্রদান করব। লোকটি তখন তাকে বললেন, আমি আশংকা করছি যে, তুমি কোন কিংবা হোক এ পৃথিবীতে ফিরে আসব তখন আমার এই একটি দীনারও বিলায় যাবে। আল্লাহ তাকে কৃতসংহ করেন। সে তার কবিতা সাহারীদেরকে গালি দিত। আল-ওয়ালিদ বলেন, যদি এক্সম না হত তাহলে আমি তার প্রেরণ অন্য কাউকে আমাদিকার দিতাম না। বিশেষ করে দুই শায়খ ও তাদের চেলেদেরকে অভ্যাসিকার দিতাম না। ইবনুল জাওয়ী এ সম্পর্কে তার কৃত্রিম বিধিক উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমি তার বিবাহ ও দুর্গম্য আচরণের জন্য এরলোকে উলেখ করা প্রদান করিনি। মূল্যের সময় তার চেহারা ক্ষণবর্ষ ধারণ করেছিল এবং তার অতটাই কষ্ট হচ্ছিল। যখন সে মারা যায় তখন উপস্থিত জনগণ সাহায্যে কিয়ামতে গালি দেয়ার কারণে তাকে মাটিতে দাফন করেছিল।

এ বছর আরো যামা ইনিতিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন হামাদ ইবন যামাদ। তিনি হামাদের একজন ইমাম ছিলেন। আরো একজন হলেন খলিদ ইবন আবদুল্লাহ। তিনি একজন নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম সদরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি চারবার আল্লাহ থেকে
নিজেকে খোদাই করেছিলেন। অন্য একজন হলেন, ইমাম মালিক ইবন আনাস (রা)। অন্য একজন হলেন আল-আওয়াইর সাথী আল-হাকাল ইবন মিয়াদ। আবার অন্য একজন হলেন আবুল আহওয়ায়। সকলের জীবন্ত আত-তাকমিল (التكميل) নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইমাম মালিক (র)

তিনি ছিলেন আবু আবদুর্রাহমান মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আমির ইবন আবু আব্বাস ইবন আমির ইবন আবু আবদুর্রাহমান মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আমির ইবন আবু আব্বাস ইবন আমির ইবন আবদুর্রাহমান মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আমির ইবন আবু আব্বাস ইবন আমির ইবন আবদুর্রাহমান মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ইবন আমির ইবন আবু আব্বাস ইবন আমির। তিনি যু-আসবা ইবন-হিমিয়ার নামের খ্যাত। তিনি ছিলেন তার যুগের দারুল হিজরতের ইমাম। তিনি অনুবর্তীর চার মাত্যাহারের ইমামদের ছিলেন অন্যতম। তিনি একাধিক তাবিদ থেকে হাসিদ শেখেন। তার থেকে বহু ইমাম হাসিদ শেখেন। তাদের মধ্যে প্রথিত কয়েকজন হলেন: দুই সুফিয়ান, তৃতীয় ইবনুল মুরারক, আল-আওয়াই, ইবন মাহনী, ইবন জুরাইফ, আল-লাইফাই, আশ-শাফিই, আশ-মুলকী। তার সাথে ছিলেন। ইয়াহীয়া ইবন সাইদ আল-আনসারী তিনি তার শিক্ষক ছিলেন, ইয়াহীয়া ইবন সাইদ আল-কাজান, ইয়াহীয়া ইবন ইয়াহীয়া ইবন আল-আদুন্যী, ইয়াহীয়া ইবন ইয়াহীয়া ইবন নাশাপুরী। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আর্বাচ উনশত সনদ হল: ইবন উমার (রা) থেকে নাফি'। এবং নাফি' থেকে মালিক (র)। ইমাম মালিক সকলে সুধিমান ইবন উমাইয়া বলেন, তিনি বর্ণনাকারীদের সাথে কর্তৃ সমালোচক ছিলেন না। ইয়াহীয়া ইবন মুনসিন বলেন, ইমাম মালিক যীদের থেকে বর্ণনা করেছেন আবু উমাইয়া বাতিত সকলে বিশ্বাস। একাধিক ব্যক্তি বলেন: ইমাম মালিক (র) ছিলেন নাফি' ও মুহাম্মদের সুদৃশতম শিশু। ইমাম শাফিই (র) বলেন, যখন হাসিদের আলোচনা আকারে তখন সে ক্ষেত্রে ইমাম মালিক হলেন নক্ষত্র তুলা। তিনি আরো বলেন, তিনি হাসিদের অধ্যয়নের ইচ্ছা পোষণ করেন তারা ইমাম মালিকের বংশধর। তিনি ছিলেন অনেক কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের অধিকারী। তার সময়ে বিভিন্ন ইমামের প্রশংসিত বর্ণনা এত অধিক যে, এখানে বর্ণনা করা তা সব বন্ধ নয়। নিম্ন যৎ সামান্য বর্ণনা করা হল:

আবু মুসা বলেন, আমি ইমাম মালিককে বলতে চেয়েছি। যতক্ষণ না ৭০ জন মুক্তিদাতা নিয়ে হয়েছে, আমি ফাতওয়া দেয়ার মোট ততক্ষণ আমি কোন ফাতওয়া প্রদান করিনি। তখন তিনি হাসিদের বর্ণনা করাতে ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তিনি পরিক্রমা পরিচ্ছন্ন হবেন, ওয়ায় করতেন, খুশ্চি লাগাতেন, দাড়ি আচার করেন ও উপকরণ পরিদান করতেন। আর এভাবে তিনি সর্বদা তাল পোশাক পরিদান করতেন। তার অংশ নকশা ছিল: হেসবে লা-মুহাম্মদ হেসবে লা-মুহাম্মদ। অর্থাৎ আলাহই আমার যথেষ্ট এবং তিনি ইবন উমার অবিপরিক। তিনি যখন তার সেই প্রশ্ন করতে তখন বলতেন: মাশাই আরোহর অর্থাৎ আলাহু যা চেনেছেন, আলাহু বাতিত অন্য কারণে এক্তিত শার্কি নেই। তার ঘটিতে বিভিন্ন রকমের ফরশ-কাপড়ের বিছানা থাকত। মুহাম্মদ ইবন আবদুর্রাহমান ইবন হাসান যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন থেকে ইমাম মালিক ঘরে বসে যান। তিনি কারণে কাছে সুখে-দুঃখে গমন করতেন না। জুমুআর নামক কিংবা আমাজাতের জন্যে সে হতেন না এবং বলতেন, যা কিছু জানা আছে তার সবটুকু বলতে হয়না। সকলেই অজুহাত পেশ করার ক্ষমতা রাখেনা। যখন তার মৃত্যু সন্নিকট হয় তখন তিনি
বলেন, আমি সক্রি দিক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। এরপর তিনি বলতে লাগলেন: রায়ে আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাত্র ইলাহ নেই। এরপর তিনি সফর মাসের 14 তারিখ রাত মন্তব্যে এ বছরের বর্ষায় আজ্ঞা মারের 14 তারিখ ইন্টিকাল করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি সত্তর বছরের পূর্বে ছিলেন এবং জান্নাতুল বাকি দাতন করা হয়েছিল তাকে। ইমাম তিরমিদী (র) সুফিয়ান ইবন্ন উয়ানা থেকে তিনি ইবন্ন জুরাইজ থেকে, তিনি আবু যাবার থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে এবং তিনি আবু হাযরায়া (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই যুগটি অতি নিকটে যখন জনগণ ইলাহ অন্যের করার লক্ষ্যে উদ্বেগ সওয়ার হয়ে আগ্রহ করতে থাকেন, তারা মদিনার আলিম থেকে বেশী জানিয়ে আর কামান করা হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। ইবন্ন উয়ানা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ আলিম হলেন মালিক ইবন্ন আনাস (র)। আবুর রায়াদাক ও অন্যের বলেন। ইবন্ন উয়ানা থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যাতে বলা হয়েছে তিনি হলেন আবুল আমীর ইবন্ন আবদুল্লাহ আল-উমরী। ইবন্ন খালিকান। আল-ুমাইতীয়াত নামক কিন্তু তার জীবনের উল্লেখ করেছেন এবং বিশ্লেষিত বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য উপকারী বর্ণনাও পেশ করেছেন।

১৮০ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর সিরিয়ায় নায়নীর ও ইয়ামনীর মধ্যে দাঙ্গা-বিশ্বাস্তল পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এজন্য আর-রশীদ অবিভক্ত নিষ্পত্তি হন। এরপর তিনি একদল আমীর ও সৈয়দ জাফর আল-বারমাকিকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। জনগণ তার প্রতি অনুগতা প্রকাশ করেন। জাফর সিরিয়ার প্রত্যেকটি ঘোড়া, তরবারি ও তারাকে জনগণ থেকে ছিনিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ এভাবে এ হাদাসার আত্মা নিষ্পত্তি দিলেন। এ সম্পর্কে কোন এক কবি বলেন:

লক্ষ্যে আল্লাহ নিয়ন জানাদার + ফেরাদ আলশাম মুহাম্মদার +

এই জীবন মাথা বিরোধী + তিনি তিনি ক্ষেত্রে শীতকাল + তিনি তিনি ক্ষেত্রে শীতকাল +

রাসারামা আমীর মুমিনার + বীর বীর + তিনি তিনি সৈয়দের এবং তিনি তিনি সৈয়দের এবং

রাসারামা মুমিনার শিক্ষিত + মাঝে + মাঝে মাঝে + মাঝে +

আর্থাৎ “বিপর্যয় ও বিশ্বাস্তল অধিনি পোস্তিত হয়ে উঠল। এখন এমন সময় এসেছে যখন তার অন্তি মিঠিয়ে হয়ে পড়েছে। যখন এ অন্তির উপর বারমাকি বলে থেকে সাপ্তের চোখ পড়ে উল্লাস ও অন্তির উপর পরিতে হল তখন অধিনি ও পোস্তিত মিঠিয়ে হয়ে পড়ল। এটাকে আমীরুল মুমিনীন জাফর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। আর তার মধ্যেই হয়েছে এদিকে ফাটল ধরা ও ভেঙে যাওয়ার ক্ষতি। মর্যাদাবান দলনেতার কল্যাণের মধ্যে এটার প্রতি শান্তি নিক্ষেপ করা হয়েছে। নায়নী ও কাহতানের উভয় দলই তার মীমাংসার প্রতি সুপ্ত প্রকাশ করেছে।"
এরপর জা'ফর সিরিয়ায় ঈসা আল-আকিয়ে প্রতিনিধি রেখে বাগদাদে ফিরে আসেন। যখন তিনি আর-রশিদের কাছে আসেন, তিনি তাকে সম্ভাষণ করেন, নেকটা দান করেন ও কাছে নিয়ে বসান। আর জা'ফর সিরিয়ার তীতি উদ্দেশ্যকারী তার অবস্থার বর্ণনা দিতে শুরু করেন এবং ঐ আদাহার প্রশংসা করতে লাগলেন যিনি তাকে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তার উপর দয়া প্রদর্শন করেন এবং তার চেহারা দেখার তাওফিক দিয়েছেন। এ বছরই আর-রশিদ জা'ফরকে সিজিস্তান ও খুরাসানের শাসক নিযুক্ত করেন। এরপর সেখানে মুহাম্মদ ঈসান ঈবন কাহতাবাক শাসক নিযুক্ত করেন। বিশ রাত পর আর-রশিদ জা'ফরকে খুরাসান থেকে বরখাস্ত করেন। আর এ বছরই মাসুিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আর-রশিদ আল-মাওসিলের প্রাচীর ধ্বংস করে ফেলেন। আর-রশিদ জা'ফরকে পাহারাদার নিযুক্ত করেন। আর-রশিদ আর-রাকা নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং এটাকে নিজের ধারায় উপযোগী শাসিত নীচু হিসেবে বণ্য করতে এখ্যান করেন। বাগদাদে তার পূর্ব আল-আমিনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাকে কুফা ও বসরার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি হারহামকে আফ্রিকা থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠান। এরপর পাহারার জন্য তাকে জা'ফরের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এ বছরই মিসরে প্রায় সম্মেলন সংঘটিত হয়। যার ফলে আলেকজান্ড্রিয়ার মিনারার গঠন নিচে পড়ে যায়। এ বছরই আল-জাহায়রা খারানা আশ-শায়বান নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুসলিম ঈবন বাকরা ঈবন মুসলিম আল-আকিল তাকে হত্যা করেন। এ বছরই জুরাজে একটি দলের আভাব হয় তাদেরকে বলা হত আল-মুহাম্মাদ। কেননা তারা রক্ষণের কাপড় পরিধান করত। তারা একতার লোকের অনুগত করত, তাকে বলা হতো আমি ঈবন মুহাম্মদ আল-আমারাকি তাকে মিনারের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা হতো। আর-রশিদ একদল সৈন্য পাঠান যাতে তাকে হত্যা করা হয়। পরে তাকে হত্যা করা হয় এবং আলাখ তাঁর আলা ঐ সময় বিদ্রোহের আওতা ভিত্তি করে দেন। এ বছরই জা'ফর ঈবন আসিম নীরীহকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং মূসা ঈবন মুহাম্মদ ঈবন আলে ঈবন আবদুল্লাহ ঈবন আবাস লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন। এ বছর যারা ইনিতিবাল করেন তাদের একটি দল হল নিম্নরূপ:

ইসমাইল্ই ঈবন জা'ফর ঈবন আবু কাহারুর আল-আমারাকি; তিনি ছিলেন মদিনাবাসীদের কারী এবং বাগদাদের খালিফা আল-মাহদীর পুত্র আলীর শিক্ষক। এ বছর আলী ঈবন মাহদীর ইনিতিবাল করেন। তিনি একাধিকবার হজের আমারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি আর-রশিদ থেকে বয়েনে কয়েক মাসের বৃষ্টি ছিল।

ঈসান ঈবন আবু সিনানও এ বছর ইনিতিবাল করেন। তিনি ছিলেন হাসান ঈবন আবু সিনান আবু আওফ ঈবন আওফ আত-তামীরুল আল-আমারাকি। তিনি যাত হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আনাস ঈবন মলিক (রা)-কে দেখেছেন। আনাস ঈবন মলিক তার জন্য দু'আ করেছেন। ফলে তার বংশ থেকে কাহারু, ওবারি ও নেককার বানানের জন্য হয়। তিনি দুটি থিলাফতের যুগধ পেয়েছেন- বনু উমাইয়া ও বনু আবাবাইয়া। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। এরপর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি উমম ইসলামের অধিকারী হন। তিনি আবাবা, ফাসি ও সুরিয়ানী ভাষায় ধর্মগ্রহণ ইত্যাদি লিখেন। তিনি আবাবারা রাজ্যার সামনেই বিতর্কে 'ইরাব (যেমন, যথেষ্ট প্রেরণা) লাগাতেন বা প্রদান করতেন। কেননা আস-সাফাহার তাকে আল-আমারাকের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিয়ায় (১০২ খ্র)-৩৯
এ বছর ঘটিয়া ইনতিকাল করেন তাদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলঃ ১. আবদুল ওয়ারিস ইবন সাইদ আল-বায়তুল। তিনি বিশ্বনাটের অন্যতম। ২. আফিয়া ইবন ইয়ামাহ ইবন কায়স। তিনি আল-মাহদীর আমলে পূর্ব রাগদাদের কাজ ছিলেন। তিনি এবং ইবন আলাছা আর-সারাকার জামি’ মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আফিয়া ছিলেন একজন ইব্রাদতুওয়ার, সাধারণত তার ও পরেতেন ব্যাপ্তি। একদিন দুপুরে বেলা তিনি আল-মাহদীর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমাকে কফ্যা করে দিন। আল-মাহদী তাকে বললেন, আমি তোমাকে কেন কফ্যা করব। কেন আমার কি তোমার বিচর্চে কোন আপত্তি উথাপন করেছ? তিনি বললেন, ‘না’ বরং দু’জনের মধ্যে ছিল ঝড়। মুকাদ্মাটি আমার কাছে পেশ করা হয়। তাদের একজন উভয় তারা খেজুর সংহার করল। মনে হয় যে, আমি নিজেই সন্নদ্ধ করি। তাই একই সমারে তারা এক রিকাবি খেজুর হাদিয়া পাঠাল যা শুধুমাত্র আমীরুল মু'মিনীনের জন্য প্রথম জাতে। আমি তাকে এগুলো ফেরত দিলাম।

পরদিন সকাল বেলা যখন আমারা বিচারকার্যে বসলাম, তারা দু’জন আমার অস্ততে যায় সমন্বয় বলে বিবেচিত হচ্ছিল না বরং তাদের মধ্য থেকে হাদিয়া দাতার প্রতি আমার অস্ততে কোনো প্রশ্ন পড়েছিল। তার থেকে এ হাদিয়া কবুল না করা অবশ্য আমার এরপর দীর্ঘ হয়েছিল যদি কবুল করতাম তাহলে ক্ষত্রিয় হত তা। সুতরাং আমনি আমাকে কফ্যা করতো। আলাহ আপনাকেও কফ্যা করেন। এরপর তিনি তাকে কফ্যা করে দিলেন।

আল-আমাসী বলেন: একদিন আমি আর-রশিদের কাছে ছিলাম। তার কাছে আফিয়াকে দেখতে পেলাম। আর-রশিদ তাকে উপাধিত হতে বললেন। কেনাক একটি সমন্বয়ে তার বিচর্চে আর-রশিদের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার বিচর্চে আনীত অভিযোগ সম্প্রতি আর-রশিদ তাকে অবগত করেছিলেন। আর তিনি তার শ্রেষ্ঠ জবাব দিচ্ছিলেন। মজলিসটি বিলিশিয় হল। এরপর খেলায় হাইটি দিলেন তখন লোকজন তার হাইটির উপর দিলেন কিছু আফিয়া উত্তর দিলেন না। আর-রশিদ তাকে বললেন, লোকজনের সাথে কেন কেনে আমার হাইটির উপর দিলেন না? তিনি বললেন, কেননা তুমি হাইটির পর আলহামদু লিলাহ বলনি। আর এ ব্যাপারে তিনি হাদিসে দাবা প্রমাণ পেশ করেন। আর-রশিদ তাকে বললেন, তুমি তোমার রাষ্ট্রীয় কাজে চলে যাও। আলাহার শর্ত! তোমার সমক্ষে যা কিছু বলা হয়েছল সে অনুনাশ্রয়ী তোমার বিচর্চে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। হাইটির পর আমি আলহামদু লিলাহ বলনি আলসেজনাতু তুমি আমার প্রতি উদারতা দেখাও। এরপর তিনি তাকে তার প্রশাসনিক কাজে সমন্বয় সহকারে ফেরত পাঠান। এই বছরই ইনতিকাল করেন।

সীবুয়ায়হ

তিনি হলেন আবু বক্ত আমার ইবন ইবন ইমান ইবন কবর শাস্তি সীবুয়ায়হ বলে প্রসিদ্ধ। বনু আল-হালিফ ইবন কাবরের আয়দূরত গোলাম। কেউ কেউ বলেন, আলে-আর রাজী ইবন মিয়াদের আয়দূরত গোলাম ছিলেন। তাকে সীবুয়ায়হ কেন বলা হয় তার কারণ হলো তার মাতা তাকে পুত্রের নায় নাচাতেন আর তাকে এ কথাটির বার বার বলতেন। সীবুয়ায়হ শব্দটির অর্থ হল আপেলের সুপ্তিকী। প্রথম জীবনে তিনি হাদিস ও ফিকা শান্তিদিদিদের সংসর্পের ছিলেন। একদিন
তিনি হাম্রাদ ইবনার সালামার কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। এরপর একদিন উষ্ণতায় ভুল করেন। তিনি আবার নিজের কথাকে দিতে বাড়াবাড়ি বলেন। তাতে সীরুওয়ায়াহ অস্বীকার হলেন। এরপর আল-খালীল ইবন আহমদের সাহচর্যে সম্পৃক্ত হন এবং নাম শারা পাঁটা লাফ করেন। তিনি বঙ্গদাসের প্রবেশ করেন এবং আল-কিসাই এর সাথে মুনায়ারাকে করেন। সীরুওয়ায়াহ ছিলেন একজন পাক-পিত্ত সুপার ও সুখানী অধিকারী উত্তীর্ণ যুক্ত। প্রত্যেক প্রকারের বিদায় সাথে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অতি অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিষ্ঠা সাহিত্যের সাথে নিজের অংশ জুড়ে নিয়েছিলেন। নাম সম্পর্কে তিনি একটি কিতাব লিখেছিলেন যার তুলনা হয় না। তার মৃত্যুর পর নাহাবিদের ইমামগণ তার শরহা বা ব্যাখ্যা লিখেন। তারা নদীর প্রাঙ্গণের মধ্যে ভূম দেন এবং তার মিষ্টদার বের করার প্রচেষ্টা চালান কিন্তু তারা তার গভীরে পৌঁছেতে পারেননি।

আলামারা ছালার বলেন, তিনি এক স্ত্রীটি প্রশ্ন করেছিলেন। বরং তাকে প্রায় ৪০জন নাহাবিদ কিতাবটি নিখার সাথে সাহায্য করেছিলেন। এর এটা ছিল নাহাবিদ আল-খালীলের মৃত নীতিমালা। এরপর সীরুওয়ায়াহ এটাকে নিজের বলে দাবী করেছিলেন। নাহাবিদের বিভিন্ন শর্তে এ ধরনের আচরণ বিরল বলে গিয়েছিলেন। বদনারাকীর বলেন, সীরুওয়ায়াহ অবু খাতাব এবং আল আখ্তাফ ও অন্যদের থেকে ভাষা শিখেছিলেন। সীরুওয়ায়াহ বলতেন, "নাম ইবন আবু ইব্রাহিম" জুমাতে দিনকে আরাবে বলা হয়। তিনি বলতেন, যদি কেউ বলতেন, "আরাবে তাহাল এটা হবে ভুল। এ তথ্যটি আলামারা ইতিহাসের কাছে উত্থাপন করার হলে তিনি বলতেন, তিনি ঠিক বলতেন, আলাহর জন্য তাঁর প্রশ্নে। তালহা ইবন তাহিরের কাছে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি খুরাসান প্রত্যাগমন করেন। কেননা তিনি নাম শারহা পান করতেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হন। আর এ অসুস্থতাতে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি কিছু কথা পেশ করেন যা নিম্নরূপ:

যৌমে দ্বিতীয়া লেখিতে হবে + ফাতে মোহাল পঞ্চ আলম

ব্রিন্টি ফাসিলা লেখিতে হবে + ফাতে মোহাল পঞ্চ আলম

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার আশা করে যাতে দুনিয়ার তাঁর জন্য চিন্তাহারী হয়। অথচ আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অকেলামান সময়ে আশা পোষণকারী ইনতিকাল করে যায়। মানুষ ছোট ছোট খেজরির পাঁছ লালন-পালন করে যাতে এগুলো তাঁর জন্য বেঁচে থাকে। তারপর ছোট ছোট খেজরির পাঁছ বেঁচে থাকে কিন্তু মানুষ তো মরে যায়।

কথিত হচ্ছে যে, যখন তার মৃত্যু সন্ধিকট হয় তখন তিনি তাঁর মাথায় তাইয়ের কোলে রাখেন। তাইয়ের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। তিনি চৈতন্যবোধ ফিরে পান এবং তাইয়ের দেখতে পান যে, তিনি কৃদন্ত করেন, তখন তিনি বলেন:

কিন্তু জিমিয়া ফরাদের বুদ্ধি প্রতি, ইলায় আলম অফিসিয়া ফিন্ন যামের দীর্ঘ।

অর্থাৎ 'আমারা ছিলাম একান্তভাবে। যুগ আমাদের মধ্যে বিদ্রোহ ব্যাধিনের বিরুদ্ধ সৃষ্টি করে। বাধা হয়ে আমারা বলে এমন কে আছে যে যুগের অবতরণ থেকে বক্তা গেতে পারে?' আল-খালীল আল-খালীল বলেন। কথিত হচ্ছে যে, তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩২ বছর।
এ বছর যারা ইন্টিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন অর্ফীর অল-আবিনা। তিনি দীর্ঘকাল চিন্তামুক্ত থাকতেন এবং খুব বেশী করে কাঁদতেন। তার একজন নিষ্ক অর্ফীর সফর থেকে প্রত্যাগমন করেন। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। এ সময়ে তার চোখে কিছু হলে তিনি বললেন, এ যুবকের আগমন আমাকে আল্লাহর দরবারে উপনিবেশ হওয়ার তলা করণ করিয়ে দিয়েছে। আল্লাহকে তুমি অতি অতি তার ধার আসন। এ বছর ইম্বদা মুহাফিদ উত্তন মুসলিম ইব্বন খালিদ আল-মিনজি ইন্টিকাল করেন। তিনি ছিলেন মক্কার বাসিন্দা। ইল্মায় তিনি তার সৃজিতমূলক বিভিন্নকর সমালোচনা করেন।

১৮১ হিজরির আগমন

এ বছর আর-রশিদ রোমকন্দ শহরে যুদ্ধ করেন এবং একটি দুর্গ জয় করেন তার নম ছিল আস-সাফ। কবি মাযরাওয়া ইব্বন আবু হাসাম এ সময়ের বলেন যম

"কিং মোহমম্মদ তীন মনসী গুলি তুলে নির্বাহ করে। তারা সফসাফ দুর্গ টিকায় জনামন শুন সমতল দৃশিতে পরিণত করে নিয়ে এসছেন।" এ বছর আবদুল মালিক ইব্বন আলিহ রোমকন্দের শহরে যুদ্ধ করেন। তিনি আনকারা পর্যন্ত পৌছে যান এবং মাতুরা জয় করেন। এ বছর আলুমাহারা সম্প্রদায় জুরাজে আরবাতে বিভাগ করে। এ বছর আলুমাহারা সম্প্রদায় জুরাজে আরবাতে বিভাগ করে। এ বছর দীনী শিক্ষার শিক্ষক কিতাবেলাতে আল্লাহর প্রতি হাফ পড়ার পর রাসূল (সা)-এর প্রতি দুর্বল পাঠ করার হেজম লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এ বছর লোকজনকে নিয়ে আর-রশিদ হজ আদায় করেন। মিন তারিক করার ক্ষেত্রে তুল্য। ইয়াহীয়া ইব্বন খালিদ শাসনভার গ্রহণের দায়িত্ব থেকে আর-রশিদের কাছে অবহিত প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে অবহিত প্রার্থনা করেন। ইয়াহীয়া মক্কা স্থায়ীভাবে বসবাস করত।

এ বছর যারা ইন্টিকাল করেন তারা হলেন আল-হাসান ইব্বন কাহাবা। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় আমীরদের অন্তর্ভুক্ত; হাময়া ইব্বন মালিক, তিনি আর-রশিদের আমলে খুরাসানের আমীর ছিলেন; খালাফ ইব্বন খলিফা, তিনি আল-হাসান ইব্বন আরাফার হৃদয় ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল এক শত বছর। আবদুল্লাহ ইব্বন আল-মুবারক, তিনি ছিলেন আবু আবদুর রহমান আবুদুল্লাহ ইব্বন আল মুবারক আল-মারুশ। তার পিতা ছিলেন তুর্কি এবং হামাদানবাসী বনু হামাদানার এক ব্যবসায়ী ব্যক্তির আয়কৃত গোলাম। ইব্বন মুবারক যখন হামাদান আগমন করতেন তখন হামাদানবাসীরা তাদের আয়কৃত গোলামের সত্তার প্রতি খুব ভাল আচরণ করতেন। তার মতে ছিলেন খাওয়ারিয়া মহিলা। তিনি ১১৮ হিজরীতে জমান হয়ন। তিনি তারি ইমাম ইসমা’ল ইব্বন খালিদ, আ’মাশ, ইহুমাইত ইব্বন উরওয়া, হুমায়দুত তাবিল প্রধান থেকে হাফিজ শ্রবণ করেন। তার থেকে বহু লেক হাফিজ শ্রবণ করেন। তিনি কষ্টক্ষেত্র, ফিকাহ, আরবী ভাষা, প্রমাণ, দানীবন্ধ, সাহিত্য এবং কবিতা দুর্দান্ত সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার শিষ্য কঠিন হজ পালন করেন এবং মুক্ত হজ করেন।

তার ছিল এই চার লক্ষ নীচারের একটি ব্যবসায়ী মূলধন। তিনি তার সিদ্ধি শহরে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি যখন কোন আলমের সাথে মিলিত হলেন তার প্রতি
তিনি ভাল ব্যবহার করতেন। প্রতি বছর তাঁর ধ্বং এক লাখ দীনার মুন্নাফা হত। তিনি তাঁর মুন্নাফার সবাইকে বিদাত্তয়ে, পরহেয়ার ও বিদান ব্যক্তিদের জন্য খরচ করে ফেলতেন। কোন কোন সময়ে থেকেও খরচ করতেন।

সুফিয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, আমি তাঁর কাজ ও সাহায্যের করার যাত্রায় লুন্ডামূলক পর্যবেক্ষণ করলাম, অনুরূপ করতে পারলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাহবর ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে তিনি তাঁর থেকে প্রশ্ন ছিল না।

ইসমাইল ইবন আইয়াশ বলেন, “পৃথিবীর বুকে তাঁর নায় তাঁর সময়ে অন্য কেউ মর্যাদাবান ছিল না। আমি এক্সে কোন ভাল অভাস সম্পদে জানি না যা আল্লাহ তা’আলা ইবন মুহাম্মদাকের মধ্যে সন্তুষ্টি করে দেননি। তিনি বলেন, আমার কেরাকেজ সাধী একাদিন বর্ণনা করেন। তাঁরা মিসাঝ থেকে মরা সফরকালে। তাঁর সমূহ ছিল। তিনি তাঁর ধরে ধরে নিজের নিজের কাছে নিয়ে কাজ করেন। একবার তিনি আর-রাজিয়া অগমন করেন সেখানে হারানুর বীর্য অবস্থান করিয়েছিলেন। যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন লোকজন তাঁর কাছে জমায়েত হন। তাঁর চত্বরকে লোকজনের ভীড় এগে গেল। তখন আর-রাজিয়ার একজন উম্মু ওয়ালাদ প্রাসাদ থেকে উদ্ধ নিয়ে একবার লোকজনের ভীড় দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, লোকজনের কী হয়েছে? তখন তাঁকে বলত হল, চুরাসানের উলমায়ি কিরামের এক বীর্য অগমন করেছেন তাঁকে আবদুররায় ইবন মুহাম্মদ বলা হয়। তাঁর অভিপ্রেত জন্য লোকজন তাঁর কাছে সেখানে এলেন। মহিলাটি বললেন, ইনিতিয়া বাদশা, হারানুর বীর্য বাদশাহ নন মার জন্য বেত, লাস্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়-উত্তিষ্ঠ মাধ্যমে জনগণকে তাঁর প্রতি সমান প্রদর্শনের লক্ষ্যে জমায়েত করা হয়।

একবার তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। কোন এক শহর অতিক্রম করিয়েছিলেন। তাঁর সাথী-সাথীদের একটি পাথে মারা গেল। সেখানকার কোন একটি আবজনার রায়ের যাত্রায় তিনি নিক্ষেপ করার জন্য তিনি হঠল দিলেন। তাঁর সাথীরা তাঁর সমুখভঙ্গে চলে গেলেন। তিনি তাঁদের একটি পিছনে পড়ে গেলেন। যখন তিনি ময়লা ফেলার যাত্রায় গমন করেন তখন দেখলেন একটি যুবতী মহিলা তাঁর নিকটে একটি বাড়ি থেকে একটি বাড়ি হয়ে আসল এবং এই মূল পাখিটি কুড়িয়ে নিল। এরপর সে তা গুটিয়ে নিল এবং ঘরের দিকে ঢ্রাম প্রত্যাগমন করল। তিনি এগিয়ে আসলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর মূসু পাখিটি নিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করলেন। যুবতী মহিলাটি উত্তর দিল, যেখানে আমার ভাই ও আমার জন্য এ পালায় উদ্দেশ্য আর কিছু নেই। আর আমাদের জন্য এ ময়লা ফেলার যাত্রায় যা কিছু হয় তা ব্যতীত অন্য কোন খাবার নেই। আর কিছু দিন থেকেই আমাদের জন্য আজানের দরন মূর্ত জঙ্জঙ্জা খাবার হয়েছে। আমাদের পিতাকে ছিল বহ সম্পদ। এরপর তাঁরা উপর যুলুম করা হয় এবং যাত্রীয় সম্পদ নিয়ে নেয়া হয় ও তাঁকে হত্যা করা হয়। ইবন মুহাম্মদ বেলাক বহনকারী জানোয়ারদের ফেরত ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বললেন, তোমার কাছে খরচের অর্থ করত রয়েছে? তিনি বললেন, এক হাজার দীনার। তিনি বললেন, তাঁর থেকে বিশ দীনার গান করে আলাদা কর যার দ্বারা আমাদের জন্য মারু পর্যন্ত যাওয়া যুক্তি হবে। আর ব্যক্তিগতা তাঁকে দিয়ে দিয়ে। এ বছর হজ্জ পালন থেকে এ কাজটি উত্তম। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের নিয়ে ফেরত আসলেন।
তিনি যখন হজ্জে গমন করার সংকল্প করতেন তাঁর সাথীদের বলতেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা এ বছর হজ্জের সংকল্প করেছে তারা যেন আমার কাছে তাঁদের খরচ নিয়ে আসে, আমাকে যেন তাঁদের জন্য খরচ করতে না হয়। এভাবে তিনি তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে নিতেন এবং প্রতিটি লোকের থলির উপর মালিকের নাম লিখে দিতেন। আর সবগুলো থলিকে একটি সিদ্ধুকে পুরে নিতেন। এরপর তাঁদেরকে নিয়ে বের হতেন। প্রচুর পরিমাণ খরচ করতেন ও সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন। তাঁদের সাথে তাঁর ব্যবহার করতেন ও নয়তার আশ্রয় নিতেন। যখন তাঁরা হজ্জ সম্পন্ন করতেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলতেন, তোমাদেরকে কি তোমাদের পরিবর্তন কোন হাদিয়া নিতে বলেছে? এরপর তিনি তাঁর প্রত্যেকের জন্য তাঁর পরিবারের ফরমাইন মুতাবিক মদ্দী হাদিয়া, ইয়ামানী হাদিয়া ও অন্যান্য হাদিয়া খরিদ করে দিতেন। যখন তাঁরা মাদিনায় পৌছতেন তখন ও তাঁদের জন্য মাদানী হাদিয়া খরিদ করতেন। আর যখন তাঁরা তাঁদের শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি রাতৃতার মাঝখানে থেকে তাঁদের ঘরের লোকদের কাছে সংবাদ পাঠাতেন যাতে তাঁদের ঘরবাড়ি পরিকার-পরিক্ষণ করতে পারে, দরবার জানালায় চলাচল রঘু দিতে পারে ও বড়ির ফাতল ইত্যাদি বেরামত করতে এবং সুসজ্জিত করতে পারে। যখন তাঁরা নিজ নিজ শহরে পৌছতেন তাঁদের আগমনের পর তিনি তাঁদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতেন ও তাঁদেরকে ডাকতেন। এরপর তাঁরা কাওয়া-দাওয়া করতেন ও তাঁদেরকে তিনি বলত দান করতেন। এরপর তাঁরা কাওয়া-দাওয়া ও তাঁদেরকে তিনি বলত দান করতেন। এরপর ঐ সিদ্ধুকে চেয়ে পাঠাতেন, সিদ্ধুকে খুলতেন এবং থলিগুলো বের করতেন। তাঁদের মধ্যে থলিগুলো বন্টন করে দিতেন যাতে তাঁদের প্রত্যেকের নাম লিখা খরচের অর্থ বৃদ্ধি নিতে পারে। তাঁরা তাঁদের ঘরে ফিরে যেতেন। তাঁরা আদলাহর স্ত্রীর করতেন, প্রশংসার আগ্রহ বহন করতেন তাঁদের সহরের সামর্থ্য এক উচ্চ বোধ হয়ে যেত। আর এ সমাজের মধ্যে থাকত খাবারের বিভিন্ন উপকরণ যেমন গোষ্ঠ, মুরগী, হালুয়া ইত্যাদি। এরপর তিনি লোকজনকে খাওয়াতেন তাঁর তীব্র গুরুত্ব মধ্যে তিনি ছিলেন একাধারে রোয়াদার।

একদিন এক ডিনিক তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাঁকে এক দিনাঞ্চল দান করলেন। তাঁর এক সাথী তাকে করেন, তাঁর ভুনা গোষ্ঠ ও ফালুদা ভক্ষণ করে থাকে। তাই তাঁর জন্য এক টুকরাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, আদলাহর শপথ! আমি ধরণা করেছিলাম যে, সে তুমি তোরকারী ও রুটি খেয়ে থাকে। যদি সে ফালুদা ও ভুনা গোষ্ঠ খেয়ে থাকে তাহলে তাঁর জন্য এক দিনাঞ্চল যথেষ্ট হবে না। এরপর তিনি তাঁকে এক গোলামকে লুকা দিলেন এবং বললেন ঐ এক দিনাঞ্চল মেরত নিয়ে এস এবং তাঁকে দশ দিনাঞ্চল প্রদান কর। এভাবে তাঁর পদ মর্যাদা ও কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ অনেক বেশি।

আবু উমর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, “আলিমগন তাঁর প্রশংসোযোগতা, পদমর্যাদা, ইমামত ও ইনসাফের উপর একমত রয়েছেন।” আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এ বছরের রমজান মাসে ৬২ বছর বয়সে ইনিনিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইবনে ফুয়াল এ বছর ইনিনিকাল করেন। তিনি দু’বার মিসরের কাছী নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দীননার ও বিশঃত। তিনি একবার আলাহর কাছে তাঁর থেকে আশা আকাশা দূরীতৃতু করার দরখাস্ত করেন। আলাহ তাঁর আলা তাঁর থেকে দূর করে দিলেন। তখন
আল-বিদায়া ওয়ান নিহয়া ৩১১

তাঁর কাছে এরপর জীবন যাপন করা ভাল লাগছিল না। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে তা ফেরত দেয়ার জন্য দরখাশ করেন। তিনি ফেরত দেন ও পূর্ববর্তী অবস্থায় তিনি ফিরে আসেন।

এ বছর ইয়াকুব আত-তারিফ ইনিতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও কৃষ্ণের অধিবাসী। আলি ইবন মুওয়ায়াফাক, মানসুর ইবন আমার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একজাতে আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমি ধারণা করেছিলাম যে, প্রভাত হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার রাতের কিছু অংশ বাকি ছিল। তখন আমি ছোট একটি দরজার কাছে বসে পড়লাম। দেখতে গেলাম— একজন যুবক কাঁদেছেন ও বলছেন, “তোমার ইয়ামাত ও সমানের কসম, আমি তোমার অবাধ্যতা দ্বারা তোমার বিরোধিতার ইচ্ছা করেন। বর্ণ আমার নফস এটার শিকার হয়েছে এবং দুর্ভাগ্য আমার উপর জ্যালেট করেছে। আমার উপর তোমার বিলিভিত পর্দা আমাকে প্রতারণা করেছে। কেননা আমি আছে যে, আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে! যদি তুমি আমায় থেকে তোমার সম্পর্কের রন্ধ কেটে দাও তাহলে আমি আছে যে তোমার সাথে সম্পর্কের রন্ধ বহাল রাখতে পারে। আমার প্রতিপালকের অবধারণ মধ্যে আমার বয়সের যে দিনগুলো চলে গেছে তা কতই খারাপ হে আমার দুর্ভাগ্য! কতবার আমি তাওয়া করব এবং আবার গুনের এবং স্বপ্নের শরীফে উদয় হয়েছে আমি যেন আমার মহান প্রতিপালক থেকে লজ্জাবোধ করি। মানসুর বললেন, তখন আমি বললাম যে—

أَوُلُمَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ الرَّجَمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

যায়েছে যে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠানের সন্ধান নেই। তিনি কর্মকর্মার আলোক ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "হে মুঘলিনগর! তোমারা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-

পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইশক-হব মানুষ ও পাথুর যাতে নিয়ন্ত্রিত আছে নির্মাণ জন্য, কোন বহুবী বর্ণের ফরেরান যাতে আমার না আলাহ যা তাদেরকে আদেশ করে তা

ও তারা যা করতে আদিদ হয় তাই করে। (সূরা আহ্সাব ৪৬)

মানসুর বললেন, আমি একটি আওয়ায় শুনলাম ও একটি কঠিন সোন্দুলমান অবশ্য অনুভব করলাম। এবার আমি আমার কাছে চলে গেলাম। যখন আমি ফেরত আসলাম তখন ঐ

দরজাটির কাছ দিয়েই অতিথিত কর্তৃছিলাম। দেখলাম সেখানে একটি জানায়া রাখা হয়েছে। এ

সম্পর্কে লক্ষ্যজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং দেখলাম যে, ঐ যুক্তি এ আযাতটি পাঠের কারণে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

১৮২ হিজরীর প্রার্থনা

এ বছরই আর রশীদ তার ভাই মুহাম্মদ আল-আমিন ইবন যেছানা। এরপর যুবরাজ হিসেবে

বীয় পুত্র আবদুল্লাহ আল-মামুনের পক্ষে বায়ানত প্রচার করেন। যখন তিনি হজ থেকে প্রত্যাবর্তন

করার পর আর-রাজা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার পুত্র আল-মামুনকে জা'ফর ইবন


ইয়াহইয়া আল-বার্মাকীর সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং তাকে বাগদাদে প্রেরণ করেন। তার সাথে ছিল তার খিদমত করার জন্য আর-রশিদ পরিবারের একদল লোক। তিনি তাকে খুরাসান ও আশপাশের এলাকায় প্রশাসন নিয়োগ করেন এবং তার নাম দেন আল-মামুন।

এ বছর ইয়াহইয়া ইবন খালিদ আল-বার্মাকী মক্কা আশপাশ থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর আবদুর রহমান ইবন আবদুল মালিক ইবন সালিহ সীমাবাদী মুসন্দ পরিচালনা করেন এবং আসাহের কাহিফের শহর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ বছরই রোমানরা তাদের বাদশা কুস্তানতিন ইবন আল ইউন এর দু'চোখ উপরে দেন এবং তার মাতা বিনিয়োগকে তাদের সমাজের হিসেবে নিয়োগ করেন এবং তার উপাধি দেয়া হয় আগাতাহ। মুসা ইবন ঈসা ইবন আল-আহসান লোকজনকে নিজে হজ্জ আদায় করেন।

এ বছর যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ইনিক্তাক্ষর করেন তাদের মধ্যে হতে একজন হলেন ইসমাইল ইবন আইয়াশ আল-হিমসী। তিনি সিরিয়ার প্রাসিদ্ধ নেতাদের অন্যতম ছিলেন। তার সম্প্রদায় সমালোচনা রয়েছে।

অন্য একজন হলেন মারওয়ান ইবন আবু হাফসা। তিনি একজন প্রিসিড প্রবাদাত্মক কবি ছিলেন। তিনি খলিফাদের এবং বার্মাকী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করতেন।

অন্য একজন হলেন মা'আন ইবন যায়িদা। তিনি প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন তা সবেও তিনি ছিলেন কৃপণগত অন্যতম। তিনি কৃপণতার কারণে প্রায় সময়ের সোপান ভক্তি করতেন না, যেন বাতি জুলাতেন না এবং সূত্র, পশম ও মোটা কাপড় ব্যাপক পোশাক পরিধান করতেন না।

তার বন্ধু সালিম আল-ঈসার যখন রাজার দিনাজ পতন করতেন তখন তিনি টাইট ম্যাডায়া আর্হাহ করতেন আর তার গায়ে শোভা পেত এক হাজার দীনারের মুল্যমান চাদর। তার কাপড় থেকে খুশুর না থাকবার অন্যদিকে মা আন খুব খারাপ ও নিকৃতিতে হয় সহায় দরবারে পৌঁছতেন। তিনি একদিন খলিফা আল-মাদরীর দরবারে যান। তখন তার পরিবারের এক মহিলা বলেন, যদি খলিফা তোমাকে কোন কিছু দান করেন তাহলে তার থেকে আমাকে কিছু দান করবে। তিনি বলেন, যদি খলিফা আমাকে এক লাখ ফিলহাম দান করেন তাহলে তোমার জন্য থাকবে এক দিনহাম। এরপর খলিফা তাকে যাত হাজার দিনহাম দান করেন, তখন তিনি মহিলাটিকে চারটি এক-ফিলহাম দিনহাম দান করেন। তিনি এ বছর বাগদাদে ইনিক্তাক্ষর করেন এবং নসর ইবন মালিককের কবরস্থানে তাকে দাতা করা হয়।

অন্য একজন হলেন কায়ি আবু ইউমফ। তার পূর্ব নাম হল ইয়াকুব ইবন ইবন ইবরাহীম ইবন হাবিব ইবন সাদ ইবন হাসান। হাসানা ছিলেন তার মা। তার পিতা হলেন বুজায়র ইবন মুআবিয়া। তিনি তুলে দিয়েছেন দিন তাকে শিখে বলে গণ্য করা হয়। এজন্য তিনি উত্তর যুগে অংশ নিতে পারেন নি। আবু ইউমফ ছিলেন আবু হানাফিয়া (র)-এর প্রথিত সাধ্যদের অন্যতম। তিনি আল-আমাশ, হুমায়ন ইবন উরওয়া, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবন সাইদ ও অন্যদের থেকে সৃষ্টির বর্ণনা করেছেন। তার থেকে যারা বর্ণনা করেন তারা হলেন: মুহাম্মদ ইবন হাসান, আহমদ ইবন হাবিব এবং ইয়াহইয়া ইবন মুঈন। আলী ইবন জায়দ বলেন, আমি তাকে বলতে অনেক আমার পিতা ইনিক্তাক্ষর করেন তবে আমি ছিলাম ছোট। আমার মা আমাকে একজন ধোপার কাছে নিয়ে যান তখন আমি আবু হানাফিয়া (র)-এর মজলিসে গমন করতাম এবং সেখানে
বসতাম। আমার মাতা আমার পিছনে পিছনে যেতেন এবং আমার হাত ধরতেন ও আবু হানিফা (র)-এর মজালসিষ থেকে ধরে নিয়ে আমাকে সেই দোপার কাছে পৌঁছাতেন কিন্তু আমি এ ব্যাপারে তার বিরোধিতা করতাম এবং আবু হানিফা (র)-এর কাছে আমি গমন করতাম। যখন এ ব্যাপারটি দীর্ঘকাল চলতে লাগল আবু ইউসুফ (র)-এর মাতা আবু হানিফা (র)-কে বললেন, এটাতে একটি ইয়াতিম বাচ্ছা, তার কোন সম্পদ নেই। আমি তাকে আমার চরকার আয় দ্বারা লালন-পালন করছি আর তুমি তাকে আমার থেকে নিয়ে পথব্রুত করছো। আবু হানিফা (র) তাকে বললেন, চুপ থাক হে আহমদ! সে তো বিদ্যা অজন্ম করছে এবং অচিরেই ফীরোয়াপাঠারের দ্বিতে রাখা তাজা ফালুদা ভক্ষণ করবে। আমার মাতা তাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধ, আচর্চ্যজনক কিসুদা কাহিনি বর্ণনা করছো। আবু ইউসুফ (র) বললেন, পরবর্তীতে আমি কাহী নিয়ক হলাম। আর তিনি ছিলেন প্রথম ব্যাপ্তি যাকে আল-হাদী কাহী নিয়ক করেছিলেন এবং কায়টি কুঞ্জ উপাধি দিয়েছিলেন। আবু ইউসুফ (র)-কে বলা হতো কাহীতু কুঞ্জহিত দুনিয়া অধিক দুনিয়ার কাহীনের কাহী। 

কেননা তিনি সবগুলো প্রশ্নে যেখানে সেখানে খলীফা ছকুম জারি করতেন সেখানে তার প্রতিনিধিত্ব করতো। আবু ইউসুফ (র) বললেন, আমি একদিন আর-রশিদের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম; ফীরোয়াপাঠার নির্মিত ট্রে এর মাধ্যমে ফালুদা উপহার করা হল। তখন তিনি আমাকে বললেন, এটা থেকে খেয়ে নাও। কেননা এটাতে সব সময় বানায়ো হয় না। আমি বললাম, হে আবুরুল মুযীন! এটা কি? তিনি বললেন, “এটা ফালুদা।” আবু ইউসুফ (র) বললেন, এরপর আমি মূখকাহী হিলাম, তিনি বললেন, তেমনের কি হয়েছে, তুমি মূখকাহী হয়েছ। আমি বললাম, 'না, কিন্তু না, আবুরুল মুযীনকে আলাহু বারুদি রাখুন।' খলীফা বললেন, তুমি অবশ্যই আমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ পরিবেশন করবে। এরপর আমি তাঁর কাছে সব ঘটনার খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই জান উপকারে আসে, এটা দুনিয়া ও আধিকারে পদমযাদা অর্জন করতে সাহায্য করে। এরপর বললেন, আবু হানিফা (র)-কে আলাহু রহম করান। তিনি তাঁর আকালের চেয়ে নাছা যা দেখতেন তা মাথার চেয়ে নাছা দেখতেন না। আবু হানিফা (র) আবু ইউসুফ (র) সদ্যক্ষে বললেন: তিনি ছিলেন তাঁর সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানি।

আল-মদানী বললেন, আবু ইউসুফ (র) তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাদিসের অনুসারী ছিলেন। ইবনুল মাদানী বললেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সবাধীন। ইবনুল মাদানী বললেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। আবু যুরুক বললেন, তিনি কালো মুখ হওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। বাঘারার আল-খাফাফ বললেন, আমি আবু ইউসুফ (র)-কে বলতে থেমেছি; যিনি কুরআনকে মাধুরকে বলে তাঁর সাথে কথা বলি হারাম। তাঁর থেকে দূরে থাকা ফরয। তাকে সালাম দেয়া ও তার সালাম দেয়া কোনটাই বৈধ নয়। সূরাকাফের যা লিখে রাখা প্রয়োজন তা হলো তাঁর নিম্ন বর্তিত বৈধমুক্ত 4 এর মঝে পাশ পাশ দ্বারা সম্পদ অর্জন করে সে ফকিরে পরিণত হয়। যে হয়েছিল কাহিনি মুহূর্তের চাহা করে সে মিথ্যার আপ্রয়োজ্য নয়। যে ইলমে কালো কিংবা বিতর্কের সাহায্য ইলম অর্জন করে সে মিথ্যায় পরিণত হয়।” একবার যখন তিনি ও ইমাম মালিক মদানী আর-রশিদের সামনে চালু করা ছিলো এর মাসাখালা ও শাক্ত সর্বজনীন সম্পর্কে মুনায়ারায় লিখ হন ইমাম মালিক এ সম্পর্কে বাপ-নাদা ও পূর্ব পূর্বদের থেকে আগত দশীলগুলো পেশ করেন। আর তিনি এরপর মূখকাহী তাদের খেলাফায় রাশিদীনের সময় শাক-সর্বজনীন থেকে কর আদায় করা হয় না তখন আবু আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ)——৪০
ইউসুফ (র) বলেন, আমি যা দেখেছি আমার সাথী যদি তা দেখতেন তাহলে মানালাটি তিনি পুনর্বিচিত্র করতেন যেমন আমি করেছি। এটা তার থেকে নায়া মন্তব্য।

তার নিদেশ জাতির বৈঠকে উল্লাসে কিরাম তাদের স্তর অনুযায়ী উপস্থিত হতেন যেমন আহমদ ইবুন হাবল। তিনি ছিলেন একজন মুহল্লা। লোকজনের মাঝে তিনি মজলিসে মাত্রিয় হতেন, মুনায়ারা ও মুহরামাহ করতেন। এতদূর্ঘণেও তিনি নাযা হুকুম জাতি করতেন। তিনি বলতেন, আমি আশা করি যে এই হুকুমটির ব্যাপারে আল্লাহ আমার কোন যুক্তি কিংবা কারো প্রতি দুর্বলতারোধ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা না করেন। তবে একদিনের ঘটনা বারবার মনে পড়ে। আমার কাছে একটি লোক আগমন করেন এবং বলেন যে, তার একটি বাগান আছে। আর এখন এটি আমীরুল মুমিনীনের দখলে চলে গেছে। তখন আমীরুল মুমিনীনের কাছে আমি প্রেরণ করলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবগত করলাম। তিনি বললেন, বাগানটি আমার। আল-মাহদী এটাআমার জন্য খুবি করিয়েছেন। এরপর আমি বললাম, যদি আমীরুল মুমিনীন চান তাহলে তাকে হামিয় করে তার অভিযোগ আমি শুনতে পারি। লোকটিকে হামিয় করানো হয়। সে বাগানটি দাবী করে। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি বলেন? তখন তিনি বললেন, এটা আমার বাগান। আমি লোকটিকে বললাম, তুমি তো শুনলে আমীরুল মুমিনীনের কুবরা উত্তর দিলেন? লোকটি তখন বলল, তাহলে শপথ করানো হেক। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি শপথ করবেন? তিনি বললেন, 'না'। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সামনে তিনিসহ শপথ পেশ করব। যদি আপনি শপথ করেন, তাহলে তো ভাল কথা অন্যায় আপনার বিরুদ্ধে হে আমীরুল হুকুম দেবো হে আমীরুল মুমিনীন। এরপর আমি তাঁকে কহি তিনি যুক্তি শপথ করতে অপ্রতীক্ষিত আপনি করলেন। তখন আমি অভিযোগকারীর পক্ষে বাগানটির হুকুম দিলাম। আবু ইউসুফ (র) বলেন, মুকাদ্দমা চালাকালীন সময়ে লোকটিকে বলিলাম সম্পর্কে মতামত পেশ করার জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

এরপর কাশী আবু ইউসুফ বাগানটি লোকটির কাছে সোপার্দি করার ব্যবস্থা করলেন।

আল-মুআমিই যাকারিয়া আল-হারীরী; মুহাম্মদ ইবুন আবুল আহরার থেকে সম্বন্ধ করেন।

তিনি হামাদ ইবুন আবু ইসহাক থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বশর ইবুন আল-ওয়ালাদ থেকে এবং তিনি আবু ইউসুফ (র) থেকে সম্বন্ধ করেন। তিনি বললেন, এক রাতে আমি নিজের বিস্মান্ত যুমিয়ে ছিলাম। গতীর রাতে খলিফার দুটি আমার ঘরের দরজায় আরম করতে লাগলেন, আমি বিরতি সংক্রান্ত বের হয়ে আসলাম। দুটি বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকলেন। এরপর আমি গেলাম; দেখলাম তিনি বসে আছেন, তার সাথে রয়েছে ইস্বা ইবুন জা'ফর। তখন আমাকে আর-রেশিদ বললেন, 'এই বাতিয়ার নামে আমি চিত্রেছিলাম যেন আমাকে একটি দাসী হেবে করে কিংবা আমার কাছে বিক্ষিত করে কিংবা তা সে করে না। আমি তোমাকে সাহে রেখে বলছি যদি সে আমার এ কথা মানে না করে আমি তাকে হত্যা করব।' আমি তখন ইস্বা ইবুন জা'ফরকে বললাম, আপনি এরপ করেন না কেন? তিনি বললেন, আমি তালাফ, আযাদ করা এবং সম্পদ সাদাকা করা এবং শপথ করিষে যদি আমি দাসীর বিক্ষিত করি কিংবা কাউকে হেবে করিষ (মূল কথা এ শপথের জন্য আমি তাকে দাসীর প্রদান করতে পারি না) আমাকে আর-রেশিদ বললেন, এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কোন ব্যবস্থা
আছে আমি বললাম, 'হ্যা, সে আপনার কাছে দাসীর অর্থে বিক্রি করবে আর অর্থে আপনার কাছে হেরে করবে। তখন ঈসা ইবন জাফর অর্থে কটি হেরা করলেন এবং অর্থে এক লাখ দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। খলাফা তার থেকে এটা গ্রহণ করলেন। এরপর দাসীটিকে উপস্থিত করা হলো। হারুনর বীরীয় সময় তখন তাকে দেবলনে তখন বললেন আজ রাত আমি তার সাথে মিলিত হবে পারি এর কোন ব্যবসা করা যায় কি? আমি বললাম, সে তো খাদিমাদুর দাসী, তার ইস্তিমক দরকার (প্রয়োজনীয় ইয়াত পালন করা)। তবে আপনি যদি তাকে আমাদের দেন এবং তাকে বিয়ে করেন তাহলে আপনি তার সাথে মিলিত হবে পারেন। কেননা আমাদের মহিলার ইস্তিমক প্রয়োজন নেই। বর্ণনাকারী বললেন, হারুনর বীরী তাকে আমাদের দেন এবং তাকে বিয়ে করেন তাহলে আপনি তার সাথে মিলিত হবে পারেন। আমার জন্য দু'লাখ ডাক্তার ও বিশ্ব কাপড়ের হ্রুমক দিলেন এবং দাসীটিকে কাছে দান হাজার দিনীর প্রেরণ করা হলো।

ইয়াহুইয়া ইবন মুহাম্মদ বললেন, একদিন আমি আবু ইউসুফ (র) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তখন তার কাছে বিভিন্ন ধরনের কাপড় ও খুশুব হামিয়া বর্ণ আসল তখন এক বাড়ি একটি হামিয়ার সনদ সম্পর্কে আমার কাছে দিলেন হামিয়াটি হলো নিম্নরূপ: যদি কারা কাছে কোন হামিয়া আসে এবং তার কাছে কিছু সংখ্যক লোক বসা থাকে তাহলে তারা ঐ হামিয়ায় শরীফ হবে। আবু ইউসুফ (র) বললেন, এ ধরনের হ্রুমক পানির, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আর এখন যে হামিয়া এসেছে তা সে পর্যায়ের নয়। তে যুবক! এটা বায়ুমূল মালে নিয়ে যাও এটা বলে কামে হামিয়া থেকে কোন কিছু কাউকে দিলেন না। বিশ্ব ইবনে গিয়াছ আবু-মুহাম্মদীয়া বললেন, আমি আবু ইউসুফ (র) কে বলতে জনিয়ে আমি সেটের বছর যাবৎ আবু হামিয়া (র) এর সংস্পর্শে ছিলাম। এরপর আমাকে তেলের বছর দুনিয়াটিকে ভেঙে করার সুযোগ দেয়া হলো। এখন আমি আমার মৃত্যু সন্নিকট বলে ধরণা করছি। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর তিনি মাত্র কয়েক মাস জীবিত থাকার পর ইনিনেলেন করেন।

এ বছর রমিয়া আউয়াল মাসে ৬৭ বছর বয়সে আবু ইউসুফ (র) ইনিনেলেন করেন। তার পরে তার সন্তান ইনিনেলেন কারী নিয়ুক্ত হন। তিনি পূর্বে বাগদাদের পূৃতৃণ্ডের নায়িব ছিলেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে নায়ারা মনে করেন যে, ইমাম শাফিক (র) আবু ইউসুফ (র) এর সাথে সংযোগ করেছিলেন যেমন আবুদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-বালী আল-কায়বাবেল আল-রহিলুল তে সাপিয়া, আল-শাফিকুল নামক কিংবদন্তী এ কথা উল্লেখ করেছিলেন তাহার অবশ্যই তুল করেছিলেন। কেননা ইমাম শাফিক (র) সর্ব প্রথম ১৮৪ হিজরীতে বাগদাদের প্রথম অগ্নিহোত্র করেন। শাফিক (র) ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান আশ-শায়াবানীর সাথে সংযোগ করেন। তিনি তার সাথে ভেলাই আচরণ করেন এবং খোলা মেলা আলানো করেন। তার মধ্যে কোন প্রকার বিয়ের পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন এ ব্যাপারে যাদের কোন জন্য নেই তারা উল্লেখ করে থাকেন। আল্লাহ অবিকি পরিচালিত।

এ বছর নায়ারা ইনিনেলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ইয়াকব ইবন দাউদ ইবন তাহমান। তিনি হলেন আবু আবুদুল্লাহ ইয়াকব ইবন দাউদ ইবন তাহমান। তিনি আবুদুল্লাহ ইবন হামিয়া আস-সালামীর আযহাকৃত গোলাম। খলিফা আল-মাহীয় তাকে উদ্ধৃতি নিয়ুক্ত করেছিলেন। তিনি তার কাছে অধ্যায় মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। খলিফা তার কাছে যাবতীয় কাজের তার অর্জন করেছিলেন। এরপর যখন তাকে এক বিলায়তের ব্যবসায়ী হতে করার হ্রুমক দিলেন যেমন পূৃতে
উল্লেখ করা হচ্ছে যে তাঁকে ছেড়ে দেন এবং এই নাসিকে তাঁর বিদায়ের গীতের কাজ করে। আল-মাহদী তাকে মাত্র নীচে অবস্থিত কুমের নয়ার কারণে নিশ্চিত করেন। তাঁর জন্য একটি গোলাকৃতির কক্ষ তৈরি করা হয়। তাঁর চুল বড় হয়ে যায় এমনকি জীব-জংলার চুলের নয়া লম্বা ও অবিনিম্য হয়ে পড়ে এবং তিনি অন্ধ হয়ে যান। কেউ কেউ বললেন, তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়ে যায়। তিনি প্রায় ১৫ বছর ঐ কুটিতে অবস্থন করেন যেখানে তিনি মন্ত্র আলে দেখতে পেলেন না এবং কোন শান্ত ও শান্ত না শুধুমাত্র মালাতের সময় তাকে মালাতের কথা তারা জানিয়ে দেওয়া হত। প্রতিদিন তাঁর কাছে রুটি ও এক কল্লী পানি রাখা হত। এরপ্রস্তুতে তাঁকে অবস্থান করতে লাগলেন। এভাবে তিনিই আল-মাহদী ও আল-হাদীর যুগ অতিক্রম হল এবং আর-রশিদের যুগের প্রথমাংশেরও অতিবাহিত হল। ইয়াকুব বললেন, আমার যুগের মধ্যে আমার কাছে এক ব্যক্তি আগমন করে বললেনঃ

“عسَى الكُرْبِ الَّذِي أَمْسِيتُ فِيهِ + يَكْبُن وُرَاءَهُ فَرْجُ قَرَبِ ١١٠٠
فَقِيَانِنْ خَافِفٌ وُفَكَّكُ عَانُ + وَيَسِيِّ أَهْلِهِ الثَّانِي الغَدِيرِ."

অর্থাৎ “তুমি যে দুঃখ কষ্টে আছ তোর পিছনে রয়েছে অতি সম্ভবত নিকটীকৃত। ফলে আশ্রয়কারী বাক্স তীর্থ মুক্ত হবে। দাসের তাঁর দাসত্ত থেকে মুক্ত পাবে এবং অপরিচিত দূরের পরিবার নিকটে আসবে।”

একদিন যখন তাঁদের হলে আমাকে দাকা হল। তখন আমি ধারণা করলাম যে, আমাকে মালাতের সময় সম্পর্কে অবগত করানো হচ্ছে। নীচে আমার দিকে একটি রশি বুলিয়ে দেয়া হল এবং আমাকে বলা হল, “এ বিচারে তোমার কেমনে বুঝি।” এরপর সেখানে উপস্থিত লোকজন আমাকে টেনে উঠল। উঠানের পর আমি যখন আড়ালের দিকে নথি করলাম তখন কিছুই দেখতে পেলাম না। আমাকে খ্রিস্টীয় সামনে দাঁড় করানো হল এবং আমাকে বলা হল, আমীরুল মুমিনীকে সালাম করা। আমি তাকে খ্রিস্টীয় আল-মাহদী মনে করলাম এবং আমি তাঁকে তার নাম ধরে সালাম করলাম তিনি বললেন, আমি ওই লোক নই। এরপর আমি বললাম, আপনি কি খ্রিস্টীয় আল-হাদী। তিনি বললেন, আমি ঐ লোক নই। পরে আমি বললাম, আস-সালামু আলায়কুম হে আমীরুল মুমিনীন আর রশিদ। তখন তিনি বললেন, ‘ইহা, আমি খ্রিস্টীয় আর-রশিদ। এরপর খ্রিস্টীয় বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার সমক্ষে আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে সুপারিশ করেনি। তবে গতরাতে আমার একটি ছোট মেয়ে আমার চুলনের উপর চড়ে বসল তখন আমার শরণ হল আমাদের তোমার গদানের একটি চড়তাম আর তুমিও আমাকে এবং বেশ করতে। এরপর তুমি যে দুঃখ-কষ্টে আছ তোর প্রতি আমার আগ্রহ দয়াও উদ্দেশ্য হল। তাই আমি তোমাকে বের করে নিয়ে আসলাম। এরপর খ্রিস্টীয় তোর প্রতি আরে দিয়ে আমার রশিদ বলার নিয়ম করলাম। কিন্তু ইয়াহীয়া ইবনে খালিদ ইবুন বারমাক তোর প্রতি হিংসা করতে লাগলেন এবং আংশক করতে লাগলেন যে, তাকে এমন মৃদুতায় অধিষ্ঠিত করা হবে যেমন মৃদুতায় তিনি আল-মাহদীর যুগের মূর্তিদানের জন্য। ইয়াকুব ইয়াহীয়া ইবুনে খালিদ ইবুন বারমাকের একটি আশাকর কথা আঁচ করতে পারলেন। তাই তিনি আর রশিদ থেকে মঞ্চ চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি মৃত্যুর পর্যন্ত সেখানেই
বসবাস করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া আশংকা করছিল যে, আমি আবার শাসন কার্যে ফিরে আসব, না, আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে পূর্বের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করানো হত তাহলে আমি কোন দিন তা করতাম না।

এ বছর ইমাম আহমদ ইবন হাসাল (র)-এর হাদিসের উত্তাদ আবু মুআবিয়া ইয়াহীয়া ইবন মুরায়্যা ইনিকাল করেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস আলিম, আবিদ ও পরহেয়গার। তাঁর পিতা ইনিকাল করেন আর তিনি ছিলেন বসরার শাসক। তিনি পাচাচত দিব্যাকর নায় সমুদ্র রেখে যান। কিন্তু ইয়াহীয়া ঐ দিব্যাকর থেকে এক দিব্যাকরের শাল্য করেননি। তিনি খেজুর পাতা দিয়ে নিজ হাতে কাজ করতে এবং তার আয় দিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবিকার খরচ চালাতেন। এ বছরই তিনি বসরায় ইনিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এর পূর্বে ইনিকাল করেন। আল্লাহ সম্মান অবত।

১৮৩ হিজরীর আগমন

এ বছরই আরমানিয়াদের ঘটি থেকে জনগণের প্রতিকূলে আল-খাযার সম্প্রদায়ের আবিষ্কার ঘট। তারা আরমানিয়াদের শহরগুলোতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারা মুসলিম জনতা ও বিষয়ের মধ্য থেকে প্রায় এক লাখ লোককে বন্দি করে এবং বহু লোককে হত্যা করে। আরমানিয়ার নাযিব সাইদ ইবন মুসলিম পরাজয়বরণ করেন। আর-রশিদ তখন তাদেরকে দমন করার জন্য খামিম ইবন খুযায়ামা ও ইয়াহীয়া ইবন মামীনকে এক বিরাট সৈন্যদলসহ সংগঠন করেন। তারা ঐসব শহরে বিরাজমান বিশেষের দমন করেন ও শাসি প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছর আল-আকবার ইবন মুসা আল-হাদি লোকজনকে নিয়ে হচ্ছ পালন করেন।

এ বছরে যে সব দেশগুলো রাঙ্গি ইনিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন: আলী ইবন আল-কায়াল ইবন ইয়ায়। তিনি তার পিতার জীবনশায় ইনিকাল করেন। তিনি ছিলেন অধিক ইবাদতযাত্রি, পরহেয়গার, আল্লাহর ভয় তীত ও বিনির্বাণ। অন্য একজন হলেন: আবুল আকবার মুহাম্মদ ইবন সাদি, বনু আজাল আল-মুসাকার ও আহ্মদুল দাস। তিনি ইবন সাদাক হিন্দুমের পরিচিত ছিলেন। তিনি ইসলামের ইবন আবু খালিদ, আল-আমাথ, আস-সাজরী, হিশাম ইবন উরওয়া ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি আর-রশিদের কাছে প্রবেশ করেন এবং রশিদদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমার জন্য রয়েছে আল্লাহর সামনে দওঘামান হবার স্থান। এখন চিন্তা করে দেখ কোন ঠিকানায় তোমাকে মেটে হবে জন্যে না জাগানেম? আর-রশিদ তখন কাদের থাকেন এমনকি তিনি মারা যাওয়ার উপক্রম হন।

এ বছর যারা ইনিকাল করেন তাদের অন্য একজন হলেন: মুসা ইবন জাফর। তিনি হলেন আবুল হাসান মুসা ইবন জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আল-ফাসায় ইবন আলী ইবন আবু তালিব আল-হাশিমী। তাকে আল-কায়ালও বলা হয়ে থাকে। তিনি ১২৯ খ্রীস্টাব্দের শেষে কর্ম করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতযাত্রী ও মান-সমানের অধিকারী। যদি কারা সম্প্রদায়কে তাঁর কাছে খবর পোষ্ট করে, তে তাকে কেউ নিজে তখন তিনি তাঁর কাছে সৃষ্টি ও উপলব্ধি সংগঠন করেন। তাঁর সত্তায়-সৃষ্টির জন্য নিয়েছিল চরিত্রনির্মাণ। একবার তাকে একটি পরিজ তৈরিকারক গোলাম হাদিয়া মেটায় তিনি তাকে খুঁড়ি করে নেন। এবং তার শশ্না
কৃত্রিম এক হাজার দীনার দিয়ে খরিদ করে নেন যার মধ্যে সে ছিল। তাকে আযাদ করে দেন আর সব। কৃত্রিম তাকে দান করেন। একবার খিলীফা আল-মাহদী তাকে বাগদাদে দাকেন ও তাকে বন্ধী করেন। রাতের বেলায় বলেন আল-মাহদী আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে দেখলেন।
তিনি তাকে বলছিলেন: "হে মুহাম্মদ! 

فَهَلِ عُسِيَّتُمُ إِنْ تُولَّيْتُمُ آنْ تُفِسَدُوا فِي الأرض وَتُغَطَّفُوا أَرْحَامًا?

অর্থাৎ "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সত্বত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়রা কর্মে ছিল করবে (সূরা মুহাম্মদ ৪:২২)।" তীত হয়ে আল-মাহদী জেগে উঠেন এবং তার সম্পদে হৃদে জারি করেন ও তাকে রাতের মধ্যে কারাগার থেকে বের করে আলেন। তাকে নিজের সাথে বনান, তার সাথে মুরাখা করেন ও তার প্রতি প্রীত হন। আর তাকে থেকে অদৃশ্য নেন যে, তিনি তাকে ও তার বংশধরদেরকে করে বিকৃত বিবেকগুলো মোহ করবেন না।
তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা আমার কাজ নয়। আর এরপ আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি।
তখন খিলীফা বলেন, আপনি সত্য বলেছেন এবং তিনি হাজার দীনার তাকে দেয়ার জন্য হৃদে দেন। আর তাকে মদিনা প্রতারণের আদেশ দেন। তোর না হতেই তাকে রাতায় পাওয়া পালে।
আর-রশিদের খিলোয়াদ পর্যন্ত তিনি মদিনায় অবস্থান করতে থাকেন। এরপর খিলীফা আর-রশিদ হজ্জ আদায় করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে সালাম দেয়ার জন্য প্রশংসা করেন তখন তার সাথে ছিলেন মূসা ইবন জাফর আল-কায়ম। খিলীফা আর-রশিদ বলেন, আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূললাল্লাহ ইয়া ইবনা আম অর্থাৎ আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক হে আলাহুর রাসূল! হে চাচাতে তাই। তখন মূসা বলেন, আস-সালামু আলায়কা ইয়া আরম্ভ অর্থাৎ হে পিতা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক।
আর-রশিদ তখন বলে উঠেন হে আবুল হুসাইয়ান! এটা আহকার ও গবেষ্য করা। এরপর এটা সব সময় তার অন্তরে বিরাজ করে। ৬৯ হিজরী সনে তিনি তাকে ডেকে পাঠান ও কারাগার নিক্ষেপ করেন। তার তার কারাবরণ যখন দীর্ঘদিন হল তখন মূসা খিলীফাকে একটি পত্র লিখেন। পরে তিনি লিখেন, হে আবুরুল মুনিন! আমার একটি দৃষ্টের দিনের সাথে সাথে তোমাও একটি সুখের দিন অতিবাহিত হচ্ছে।
এভাবে আমরা এমন একদিনের উপলব্ধির হে যদিও বাতিলের আশ্রয় গ্রহণকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ বছর রজবের
2৫ তারিখ বাদামে তিনি ইতিমুকাল করেন। আর তার কবরও বাগানের রেখেছে বলে প্রশংসা।

এ বছর ইয়ারা ইতিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্য একজন হলেন: হাশিম ইবন বাশীর ইবন
আবু হামিম। তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ। হাশিম ইবন বাশীর ইবন আবু হামিম আল-কায়ম ইবন
দিনার আস-সালামু আল-ওয়ার্সিতি। তার পিতা ছিলেন হজ্জ ইবন ইউসুফ আছ-হাকারী বাহুটি। পরে তিনি আচার বিক্রিত করতেন কিন্তু তারা পুলিএর ইলেম হাসিনকে নিয়ো করতেন যাতে তার পুলিএর পেশার কাজে সাহায্য করতে পারে। তিনি কিন্তু হাসিন শ্রেষ্ঠ করা তাকে বিরত রেখেছেন। ঘটনাক্রমে হাশিম একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন ওয়ার্সিতের কাজী আবু
শায়াবা তাকে দেখতে আসেন। আর তার সাথে ছিল অনেক লোক। বাশীর যখন তাকে দেখলেন
eতে তিনি খুশী হলেন এবং বললেন, হে বৎস। তোমার বিষয়টি এতদুর পৌঁছছে হে কাজী
সাহেব আমার ঘর এসেছেন। আজকের দিন থেকে তোমাকে আমি হাসিন অবেষ্টন হতে বারণ
করব না। হাশিম নেত্রুম্মী আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। ইমাম মালিক, শ’বা, আহমদ ইবুন হাসাব ও তাদের ব্যাপী অনেক বছর লোক। তিনি ছিলেন পুণ্যবাদ ও ইব্রাহিমীয় বাদামদের অন্যতম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দশ বছর যাবত ইসলামের সালাতের ওষুধ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন।

এ বছর যার ইনিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্য একজন হলেন। ইয়াহিয়া ইবুন যাকারিয়া ইবুন আলু মায়াল। তিনি ছিলেন মাদারিনের কারী। তিনি ছিলেন নির্বাচনী ইমামদের অন্যতম। অন্য একজন হলেন ইবান ইবুন হাবিব। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতা নাবিদেদের অন্যতম। তিনি অবু আমার ইবুন আলা ও অনান্ডের থেকে নাত শাহ শিক্ষা করেন। আর তার থেকে নাত শাহ শিক্ষা করেন। আল-কিসাই ও আল-ফারারা। বসরায় তারা একটি দল ছিল তাদের কাছে থেকে ডেষী-বিদেশী আলিম, সাহিত্যিক ও বাস্তু জানিয়ারা পালাত্মক জান অর্জন করতেন। এ বছরই তিনি ৭৮ বছর যোগে ইনিকাল করেন।

একশ চৌরাষ হিজরীর আগমন

এ বছর আর-রশিদ রাখা থেকে বাহরাম ফিরে আসেন। জনগণ তাদের উপর দাহর্কুত করে বাকী অশ্ব আদায় করলে যিনি করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন যে জনগণকে এ যোগার প্রহর করত এবং তাদের ব্যবহার করতু। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক নিযুক্ত করেন।

একবার একজন প্রশাসন বর্ধিত করেন আবার একবার তাকে নিযুক্ত করেন। একবার এক অঞ্চলে অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করেন আবার সংযুক্ত করেন। আল-জামারায় আবু আমার আশ-শাবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন আর-রশিদ তাকে দমন করার জন্য নিজ পক্ষ থেকে নেপথ্য শাহহাকে শ্রেণী করেন। এ বছর ইব্রাহিমী ইবুন মুহাম্মদ আল-আকাসি লোকজনকে নিয়ে হজ আদায় করেন।

এ বছর যারা ইনিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন। আহমদ ইবুন রশিদ। তিনি ছিলেন সংসার ত্যাগী ইব্রাহিম। তিনি দরবেশী জীবন যাপন করতেন। তিনি মাতির কাজ দ্বারা নিজের হাতের অর্জন থেকে জীবন যাপন করতেন। তিনি একজন কর্মী হিসেবে মার্কিন কাজ করতেন। তার ছিল একটি বেঙ্গল ও প্রতিযোগী দিয়ে নির্মিত একটি টুটুরী। তিনি প্রতি জুমুআ এক ডিমাহ ও এক-ষষ্ঠামাশ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করতেন। এ পরিমাণে অর্থ দ্বারা এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত ডিনালিপাট করতেন। সঙ্গে তিনি শুধু সবিনার কাজ করতেন। আর সংসারের বাকী দিনগুলো ইব্রাহিম বদন্তী করাতেন। কারা করা ঢেলে তিনি যুবায়দার গড়ে জন্য নিয়েছিলেন। শুধু মত হল, তিনি এমন এক মহিলার গর্ভে জন্ম নেন যাকে আর-রশিদ নামকরণ করেন। এর পর তাকে বিয়ে করেন এবং মলিলা এ যুক্তিটিকে নিয়ে গর্ভস্ত হন। এরপর আর-রশিদ মলিলাটি বসরায় শ্রেণী করেন এবং তাকে একটি চুনি পাথরের আঁটি ও অন্যান্য মূল্যবান দ্বারা দান করেন। আর তাকে বলেন, যখন তিনি জীবন জেনে তখন মলিলা তার কাছে আগমন করেন। কিন্তু যখন তিনি জীবন হয় তখন মলিলা তার কাছে আসেন না এবং তার নতুনটিও আসেন না বরং তারা দুর্জনে আশ্রয় করেন। অন্য দিকে আর-রশিদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তারা ইনিকাল করেছেন। বিষয় প্রকৃত ঘটে যা ছিল না। তিনি তাদের দুর্জনকেই বহু বিজ্ঞাপ্ত করেছেন কিন্তু তাদের কোন সংবাদ পাননি।
যুবকটি নিজ হাতে কাজ করতেন এবং নিজের শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরপর তিনি বাগাদাদে ফিরে আসেন এবং মাটির কাজ করতেন ও দীর্ঘকাল যাবৎ এভাবে চলতে লাগলেন। তিনিই আমিরুল মুমিনীনের সত্তান। তিনি কারো কাছে তা উল্লেখ করতেন না যে তিনি কে। 
তবে তিনি যার হয়ে মাটির কাজ করতেন একবার তার ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন মৃত্যু সন্ধ্যা হয় তিনি অ্যাংটিটি বের করে দিলেন এবং ঘরের মালিককে বললেন, এটা নিয়ে খুশী আর-রশীদের কাছে গমন করবে এবং তাকে বলবে চাওঁ এ আংটিটির মালিক আপনাকে বললেন আপনি আপনার এ মৃত্যু হঠানো মৃত্যুর ঘাতক ভুল করে। অন্যথায় আপনি এমন সময় অনুমতি দেবেন যখন কোন অন্তঃপক্ষের কাছে তার অনুপন্থ কোন উপকার করতে পারবেন না।
আলাহুর সমুদ্র হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের দিকে প্রত্যন্তরহিত ভয় করেন। কোনা এটাই হয়তো আপনার শেষ সময় হোতে পারে। আপনি যে আবস্থায় আছেন যদি অন্য ব্যক্তিও এ অবস্থায় থাকে তাহলে সে আপনার কাছে পৌঁছত না, আপনি ব্যবহিত অনেকের কাছে সে গমন করত। যারা এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছেন তাদের সংবৎস আল্লাহ কাছে পৌঁছতে।

বর্ণনাকারী ব্যক্তি বলেন, যখন যুবকটি মরা যায় তাকে আমি দাফন করলাম এবং খোদায় কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি আপনার সামনে দাড়ালাম তিনি বললেন, তারা যে যোগজোগ করে আমি বললাম, এ আংটিটি এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছেন এবং আপনাকে দিতে বললেন। আমার অপর বলা যায় তাঁর সাথে জ্ঞান ও সংবাদ করেছিলেন তা আমি আপনার সামনে উপস্থিত করেছি। 

যখন আপনার আংটি ঠিক করে নাম লিখে তিনি তাচি চিনতে পারলেন। এরপর তিনি বললেন, হায়, দুর্ভাগ্য! এ আংটির মালিক এখন কোথায়? তিনি বললেন, আমি বললাম, মরে। সে যে আমিরুল মুমিনীন। এরপর আমি তাকে এসব কথা উপস্থিত করলাম যা তিনি আমাকে ওপারিত করে গেছেন। আমি তার কাছে নতুন উল্লেখ করলাম যে, তিনি মেরে গেছেন।

তুমি ধারুসারায় এক দিনের উপর ও প্রতি দিনের দিনের দিনে কিংবা এক দিনের উপর ও এক-দিনের দিনের দিনে একদিন কাজ করতেন ও তা দ্বারা ধনুমা সবাই দিনের দিন খাদ্য গ্রহণ করতেন। এরপর ইবাদত মশাল হতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি এ কথাটি শুনলেন তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে পড়েলেন, গড়াদি থেতে লাগলেন, উলট-পালট হবে লাগলেন ও বললেন, আল্লাহ শপথ! হে আমার পুত্রের! তুমি আমাকে নিস্তেজ করেছ। এরপর তিনি শুনলেন এবং লোকটির দিকে মাথা উত্তেজন করে বললেন, তুমি কি তার কবরটি চিনে? লোকটি বললেন, হ্যা, আমি নিজে তাকে দাফন করেছিলাম। খোদায় বললেন, যখন সকাল হবে তখন তুমি আমার কাছে আসবে। বর্ণনাকারী ব্যক্তি বলেন, এরপর আমি তার কাছে আসলাম। তিনি আমার সাথে তার কবরটির দিকে গমন করলেন এবং সেখানে তোরাত পার্থক্য কানাকাটি করলেন। এরপর খোদা লোকটিকে দশ হজার দিনের প্রশিক্ষণ হর্কুম দেন এবং তার ও তার পরিবারের নিয়মিত বেশন সন্দর্ভের জন্য লিখে দিলেন।

এ বছর আবদুল্লাহ ইবনে মুসাবব ইবনে হাবিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব-মুবারক ইবনে ইবনে আল-কারশী আল-আসদী ইনিতকাল করেন। তিনি বাকারের পিতা ছিলেন। আমিরুল মুমিনীনের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি কতোলো নায়নসঙ্গত শর্ত সহকারে তা ঘোষণা করেন। তিনি তাকে ইয়ামানের প্রশাসনের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত
ন্যায়গুণের শাসকদের অন্যতম। যদিন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন তার বয়স ছিল প্রায় সত্তর বছর।

এ বছর যারা ইনিতকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন: আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ আলী আবদুর আলম সাহাদের হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি তার পিতা এবং ইব্রাহীম ইবনে সাহাদ থেকে হাদিস সম্পাদন করেন। তিনি ছিলেন ইব্রাহিমের ও সনাতন তারিখের একজন। একজন তিনি আর-রশিদাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। অনেকে যা তঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তর কথাবার্তা তারা করে উপস্থাপন করেন। তিনি একটি মসজিদ পাথরের কিংবা সাফা পথের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কি কাঁদার পাশে লোকজনকে দেখতে পাচ্ছো? তিনি বললেন, হ্যা, আমি বহু লোককে দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তাদের প্রোত্সাহকে লোককে তার নিজ সর্বদা প্রশ্ন করা হবে। তখন তাদের প্রশ্ন করা হবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। তখন আর-রশিদ বাবু কানাল দেন। উপস্থিত জনতা তাকে রুমালের পর রুমাল এর দিলে যাতে তিনি চারের পানি মুছতে পারেন। এরপরে তিনি তাকে বললেন, হে হারুন! মানুষ নিজ সম্পদ অভিন্ন ব্যাতি করে তার জন্য সে তিনি তাকে পার হবে আলে ব্যক্তি সমগ্র মুসলমান জনতাকে সম্পদ অভিন্ন ব্যাতি করে তার জন্য কর্ম নির্ভর করে। এরপর তিনি উদ্ধৃত লোকদেরকে তাদের অবস্থায় হেঁটে চলে গেলেন এবং আর-রশিদ কর্তৃক করেছিলেন। এ ঘটনা ছাড়াও তার সাথে বহু প্রশ্নসহ ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। তিনি ৬৬ বছর বয়সে ইনিতকাল করেন।

এ বছর যারা ইনিতকাল করেন তাদের মধ্যে অন্য একজন হলেন: আবু আবদুর্রাহ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন মাদান আল-ইস্পাহানী। তিনি তাদের সমাজে প্রকাশ করেন। এরপরে তিনি ইব্রাহীম ও পর্যবেক্ষণকারী মসজিদটি শুধুমাত্র হবে। আবদুর্রাহ ইবনে মুসারক তাকে বললেন, আরমুখ মুহাম্মদ অথবা সংসার তারিখের বর। ইয়াইয়া ইবনে সাইদ আল-কাদান বললেন, তার থেকে শর্ত কর্তৃকের অধিকারী আমি তার কাছে দেখি। তিনি যে সর্বশেষে এক্ষেত্রে দেখতেন। ইবনে মাহদী বললেন, আমি তার যে আমি কাউকে দেখি। তিনি একই রূপে থেকে প্রতিদিন তার রুটি খরিদ করেন না। এই রূপে হাজারা থেকে প্রতিদিন তার রুটি খরিদ করতেন না। তিনি যাকে চিনতেন না তার থেকেই জিনিস খাঁচা খরিদ করতেন। আলবতলেন, আমি আশ্বাস করছি যে তারা আমাকে ওনানতে লিপ্ত করবে তাতে আমি অন্য লোকের মধ্যে গণ্য হবে যে ধর্মে বিশ্রাম নিয়ে জীবন যাপন করে থাকে। তিনি নিস্ব যাপনের জন্য শান্ত করতেন না পরমকালে হেক কিংবা শীতকালে হেক। তিনি যখন ইনিতকাল করেন তখন চল্লিশ বছর অতিমুখে করেছিলেন না।

আলাহ তার প্রতি রহম করুন।

১৮৫ হিজরী বলন্ম

এ বছর তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন মহারাজা আল-দায়ের হততা করেন। তখন আর-রশিদ আবদুল্লাহ ইবনে সাইদের আল-হাদের তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ বছরই আবুবকর রামান আল-আস্তামি, আবান ইবনে কাহোরা আল-খারিজের মার্জুল আলাকায় নামক স্থান হততা করেন। এ বছর খুলাসার বায়সনের শহরগুলির হামায় আশ-শারী বিপদকে সুরুতে করে। ঈসা ইবনে আলী ইবনে ঈসা, হামায় এর দশ সহার সৈন্যের বিশ্রাম রুবে দাঁড়া ও তাদের হততা করেন।

আল-বিদ্যা ওয়ান নিহাদ (১০র খ্র) —৪১
করেন। আর হামিয়ার পিছের দাওয়া করতে করতে কাবুন ও যাবিলিতাত পর্যন্ত চলে যায়। এ বছর আবুল খানী বিদেশ ঘোষণা করেন এবং তিনি আবু ওয়ার্দ, তৃস ও নিশাপুর দখল করে নেন। মারবকে ঘেরাও করেন এবং নিজের বিষয়টিকে শতক্ষেত্র করে নেন। এ বছর ইমামাও ইবন মাহীদ বায়াহা নামক স্থানে ইনিডিয়ালের করেন। আর-রশীদ তাঁর স্থানে তাঁর প্রতি আসাদ ইবন ইয়াহীদকে নিযুক্ত করেন। উত্তীর ইয়াহিয়াহ ইবন খালিদ এ বছর আর-রশীদ থেকে রমায়ান মাসে উমরা করার অনুমতি প্রাপ্ত করেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। এরপর তিনি হজরের সময় পর্যন্ত তাঁর সৈন্যদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। এ বছর আমীরে হজর ছিলেন মানসুর ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস।

এ বছর যারা ইনিদিয়ালের করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ৪ আবদুর সামাদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস। তিনি ছিলেন আস-সাফুফার ও আল-মানসুরের চাঁদ। তিনি ১০৪ হিজরীতে জন্মান্ত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুমায় দেহের অভিকারী। তার দুর্দম দাত পড়েন। আর দাতের মূল ছিল এক পাঠিত। তিনি একদিন আর-রশীদকে বলেন, হে আমীরুল মুজাফিন! আজকের মজবুতে মিলিত হয়েছেন আমীরুল মুর্মিনের চাঁদ, তার চাঁদ চাঁদ এবং তার চাঁদ চাঁদ চাঁদ। আর এটি হল এর যে, সুলায়মান ইবন আবু জাফর হলেন আর-রশীদের চাঁদ ও আল-আকাস ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী হলেন সুলায়মানের চাঁদ। আর আবদুর সামাদ ইবন আলী হলেন আল-সাফুফারের চাঁদ। এসব সংক্ষিপ্ত সার হল যে, আবদুর সামাদ হলেন, আর-রশীদের চাঁদ চাঁদ চাঁদ। কেননা তিনি তাঁর দাদার চাঁদ। আবদুর সামাদ তার চাঁদ থেকে, তিনি তাঁর দাদার আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আনুগত্য ও দানশীলতা হায়ত দীর্ঘকাল করে, শহরসমূহ আবাদ করে, সম্পদকে পর্যন্ত করে যদিও সম্প্রদায়টি পাশার ও বাহিত্যার হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, নিশ্চয়ই আনুগত্য ও দানশীলতা কিয়ামতের দিন হিসাবে সহজে করে দেবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত করেন।

"১হসাবে, তিনি যে সালাতে আনুগত্য রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অকুষ্ঠ রাখে, তারা তাদের প্রভাবিত হয়ে ব্যভিচার করে। (সূরা রাইদ ৪: ২১)"

এ বছর যারা ইনিদিয়ালের করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ৪ মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস। ইমাম হিসেবে পরিচিত। তিনি মানসুরের বিলাতে আমলে কয়েক বছর যাবে হাজীদের প্রশাসন ও আপাতনামার দায়িত্ব ছিলেন। তিনি বাগদাদে ইনিদিয়ালের করেন এ বছরের সাওয়াল মানে। আমীর তাঁর সালাতে জানায় পড়ান এবং তাকে আল-আকাসায়তে দাফন করা হয়। এ বছর হাজীদের যে সব উদ্দাল ইনিদিয়ালের করেন তাঁরা হলেন ৪ তামাম ইবন ইসমাইল, আমর ইবন উসাইদ, আল-মুহাম্মদ ইবন মিয়াদ, এক অভিষেক আনুয়ারী আল-মুহাম্মদ ইবন ইমরান, ইউসুফ ইবন ইবন-আল-মারজুসুন এবং আল-আওয়ারীর পরে মাগায়ি, ইলম ও ইবদতে সিরিয়াবাসীদের ইমাম আবু ইসহাক আল-কাফারী। এ বছর যারা।
ইনতিকাল করেন তাঁদের মধ্যে অন্য একজন হলেন ৪ রাবি আল-আদবিয়া। তিনি হলেন রাবিবরা বিনুট ইসমাইল, আল-আতিকের আযাদকৃত দাসী। তিনি হলেন আল-আদবিয়া অথবা আদবিয়া গোয়ার একজন সদয়া, বসরার বাসিন্দা এবং বিখ্যাত ইবানতকারী। তাঁর সম্বন্ধে আবু মুসা আল-হুলিয়া আর রাসায়িল নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওয়াইবে ‘সাফওয়ারুস সাফওয়া’ নামক কিতাবে এবং শায়খ শহরবুদীন আস-সুহরাওয়ার্দী ‘আল-মাআরিফ’ নামক কিতাবে এবং আল-কুতুবী এবং তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। বেহ লোক তাঁর প্রশংসাকে ভেদ করেছেন তবে তাঁর সমালোচনাও করেছেন আবু দাউদ আস-সিজিবান্দী এবং তাঁকে মিন্নদীর বলে অপবাদ দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ কোন থ্যাতি হয় তাঁর কাছে পৌছেছে। 'আল-মাআরিফ' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর জন্য কিছু কবির রচনা করেছেন:

ইনি জীবনে ফি আল্ফুদ্দীন প্রথমে + উবহে জ্যোতি মান আর জ্যোতি
ফাল্জিমায় মিনি লাল্লালা মোয়াসার - হেলাবে লিপি ফি আল্ফুদ্দীন

অধ্যাত আমি তোমার সবাইকে আমার অন্তরে আমার কিছু কথা হবে হলে দিয়েছিল। যে আমার কাছে বসতে চায় তাঁর জন্য আমি আমার শরীরকে মুখ করে দিয়েছি অধ্যাত সে আমার সাথে কথা বলতে পারে কিংবা আমা থেকে ভাল আরনে পেতে পারে। সুরাত আমার দেরী আমার শরীর বন্ধ হিসেবে পরিগণিত। আর আমার অন্তরে আমার আত্মাকে বন্ধ হলেন আমার সাথে।

অতঃপর স্বরাজিক তাঁর বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর নেক আমাদের তথ্য দিয়ে পেশ করেছেন। তিনি দিনে সিয়াম পালন ও রাতে কিয়াম পালন করতেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভাল ভাল অপনের কথা বর্তিত রয়েছে। আল্লাহ অধিক পরিজ্ঞাত। আল-কুদস শরীরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কবর তুরের পূর্বাংশে অবস্থিত। আল্লাহ সম্যক অবস্থিত।

১৮৬ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছর আলী ইবনে ইসাই ইবনে মাহান, আবুল খানিবের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মারব থেকে নাসার উদ্দেশ্যে র্যাকে সেই হন। তখন তাঁর সাথে তিনি যুক্ত করেন। আবুল খানিবের তাঁর মহিলাদের ও সত্যাগ্রহীদের বন্ধী করেন। খুসানায় শারী ফিরে আসে। এ বছর আর-রুইদ লোকজন নিয়ে হজ পালন করেন। তাঁর সংগী ছিলেন তাঁর দু'পুত্র মুহাম্মদ আল আমিন ও আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি দুই হামাদের মাজিনাদের জন্য যা দান করেন তাঁর পরিমাণ দীঘায় দশ নাই পঞ্চাদ জাহাজ দীনার। তিনি প্রথম লোকজনকে দান বস্তু করতেন। এরপর তাঁরা আমীনের কাছে গমন করতেন। তিনি তাদেরকে দান করতেন। এরপর তাঁরা মামুনের কাছে গমন করতেন। তিনিও তাদেরকে দান করতেন। আমীনের কাছে ছিল সিরিয়া ও ইরাকের শাসন ক্ষমতা। তাঁর মামুনের কাছে ছিল হামাদান থেকে পূর্বাংশের সহরসমূহ পর্যন্ত বিদ্যুত এলাকার শাসন ক্ষমতা। তাঁর এ দু'সমানের পর তাঁর তৃতীয় সত্যাগ্রহ আল-কাসিমের জন্য তিনি ব্যাঙ্গন শ্রোণ করার চেষ্টা করেন। তাঁকে উপহার দেন আল-মুতামান এবং তাকে আল-জাহিদা, সীমান্তবর্তী দুর্গ ও ঘাটসমূহের শাসন ক্ষমতা অপর্ণ করেন। এটির ফলে তাঁর এ পৃথ আল-কাসিম, আবুল মালিক ইবন সালিহের কোনো মানুষ হন। আর-রুইদ যখন তাঁর দু'সমানের জন্য ব্যাঙ্গন শ্রোণ করেন আবদুল্লাহ মালিক ইবন সালিহ তখন তাঁর কাছে লিখেন।
যাই আরাম মুক্তি লেগে নেয়া হয় এতে কাজির কেহ নাম নিঃসূচিত তবে আমার মুক্তি লেগে নেয়া হয় এতে কাজির কেহ নাম নিঃসূচিত 

অর্থাৎ 'হে বাদশা! যিনি তাঁকে হোক তা হত সৌভাগ্য। কাজিমের জন্য দিয়ে খামকি পাথরে দ্বারা আধুন জুলান। আলুন তা'আলা একক সত্তা। সুতরাং যুবরাজদেরকে একই পর্যায়ের গণ্য করেন।'

আর-রশিদ এসকলপই করলেন। আর রশিদের একজন কেউ কেউ তাঁর প্রশংসা করলেন। আবার কেউ কেউ দোষ হিসেবে বর্ণনা করলেন। তবে কাজিমের জন্য এ কাজটি পাকাপোক হয়নি। বরং মূর্তা এটাকে নিয়ে নেয় এবং তাকদীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রায় হয়। আর-রশিদের যখন হও লামায় সাঙ্গ করলেন তাঁর সাথে যে সব আমীর ও উমর ছিলেন তাদেরকে হানির করলেন, আর দুই যুবরাজ মুহাম্মদ আল-আমজীন এবং আবদুল্লাহ আল-মুমিনকেও উপস্থিত করলেন। এরমধ্যে একটি কাজটি লিখিতে এবং তার মধ্যে সাধু হিসেবে আমীর ও উমরের যথেষ্ট নিয়ে। আর রশীদ এ লেখাটি কাব্য শরীফে যুক্ত দেবার ইচ্ছা করলেন কিন্তু তা নীচে পড়ে যায়। তখন বলা হয় যে, এ কাজটি অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়ে গেল। এ বিষয়ে পরে বর্ণনা আসবে। এ যাবার নামাটি কাব্যে যুক্তে দেওয়া সম্পর্কে (কবি) ইবনাহীম আল-মাওসিল বলেন।

খিবর আলমূর মুগ্ধে + ও আব্দুল্লাহ আল-আমজীন মুমিন

অর্থাৎ 'পরিপালন হিসেবে উভয় কাজ ও পরিপূর্ণতা লাভের কারণে বেশী যোগ কাজ হল এটা যার ফয়সালা আলাহু তা'আলা পরিশ শহরে সুসমধ্যে করে দিয়েছেন.'

আবু জা'ফর ইবনুল জারীর এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা রেখেছেন এবং ইবনুল জাতীয় 'আল-মুন্তাজাম' (宝) নামক গ্রন্থে এ বর্ণনা রেখেছেন ও তার অনুকরণ করেছেন।

এ বছর যে সব ব্যাখ্যা ইন্তিকাল করেন তাঁরা হলেন। আবু রায়াইন আসরবাগ ইবনুল আরবুল আরিয় ইবনুল মারওয়ান ইবনুল হাকাম। তিনি এ বছরের রমায়ন মাসে ইন্তিকাল করেন। হাসান ইবনুল ইবরাহীম এ বছর ইন্তিকাল করেন। তিনি করিমানের কাজে ছিলেন। তিনি এক বছর যোগ ইন্তিকাল করেন।

কবি সালিম আল-খাশিব

তিনি ছিলেন সালিম ইবনুল আব্দুল্লাহ ইবনুল আতো। তাঁকে আল-খাশিব বলা হত। কেননা তিনি কোনোরূপ করিমের জিলার বিভিন্ন করে ইরুল কাজের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, কেননা তিনি সাহিত্য চর্চায় দু’লাখ দৃষ্টিকোণ ছাড়েন। তিনি একজন আঞ্চলিক কবি ছিলেন। তিনি একই রকম অর্থের শেষ কবিতা রচনা করতে পারতেন যেমন তিনি মুসা আল-হাদী সম্বন্ধে বলেন।
অনুক্রম মুসা মুসল্লি দ্বারা ভূমি তুলা, কখনও সাধারণ ভূমি কখনও বসন্তকল্যাণের প্রথম ভূমি 
এরপর কখনও প্রবাহিত পানি, কত হিসাব করি? এরপর দুই মুঘল এপসিল ব্যক্তিগণের মাঝখানে 
করা নয়। এরপর ক্ষমা, পরিমিতি গতি, আমোদনীয় পদ চিহ্ন, উত্তম মানুষ মুদার 
প্রেমের শাখা, যে তাকিয়া তার জন্য চন্দ্রের চমক, বর্ষার জলের জন্য সূর্যের পবিত্র তুলা এবং 
ভিয়াখন প্রেমের জন্য গব ।

অল-বক্তীর উক্তিকে করেছেন যে, তিনি অনুভূতির বেহায়াপনা ও দৃঢ়তা পাপাচারের জীবন 
হাপন অভ্যস্ত ছিলেন। আর তিনি ছিলেন বাশারাই ইবন বুরেন হাজারের অন্তর্গত। আর তাঁ 
রিতো বাশারার কবির থেকে ছিল উত্তম। যে সব কবিতায় বাশারার উপর তিনি জয়ী ছিলেন 
তার একটি হল নিম্নবর্ণ:

বাশারার বলেন:

মন রাপ্ত নাসে নয় সে ব্যাপার প্রাচীন নামাজী নাম + বালিয়ে তাবশালী লভ্য ।

অনুক্রম "যিনি জনপদে পর্যাক্ষক করেন তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণে সফলকাম হন না। অন্য দেহে পুরস্কার পায় - পরিবর্তন করিকল্পে সফলকাম হন।"

সালিম বলেন:

মন রাপ্ত নাসে মাত রূপ নাম + বালিয়ে তাবশালী লভ্য ।

অনুক্রম "যিনি জনপদে পর্যাক্ষক করেন তিনি দুঃখিত মারা যায়। আর সাহসী লোকই 
উত্তম ব্যাপারে বড়ো ভোগ করে সফলকাম হন।"

এটা শেষ বাশারার রাগ করলেন এবং বললেন, সে আমার কথার অর্থসংহিত নিয়ে নিয়েছে 
এবং এগুলোকে এমন শব্দ পর্যন্ত হয়েছে যেগুলো আমার মনোযোগ থেকে অধিক হালকা। বারমাকী 
ও বক্তীরাদের থেকে তিনি প্রায় চারিশ হাজার সীনার অর্জন করেন। কেউ কেউ বললেন, তার 
চেয়ে বেশি। যখন তিনি ইতিকালে করেন তখন আবু শামার আল-গাসানীর কাছে তির হাজার 
সীনার আমন্ত্রণ রেখে যান। ইবরাহীম আল-মাওসিলী একদিন আর-রশিদের কাছে পান গাইলেন 
ও তাঁকে অত্যন্ত তৃপ্ত করলেন। তখন বক্তীর তাঁকে বললেন, চেয়ে নাও। তিনি বললেন, হে 
আমীরুল মুশীনী! আমি আপনার কাছে এমন জিনিস চাই যেখানে মালিকের কোন কিছু দাবী 
নেই। আর এটা ব্যাপার অন্য কোন জিনিসই আমি আপনার কাছে চাই না। তিনি বললেন, এটা 
আবার কি? তখন তিনি সালিম আল-খাশরীর আমন্ত্রের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি কোন 
ওয়ার্চ রেখে যাননি। তাই তিনি তার জন্য এটার আদেশ জারি করলেন। কেউ কেউ বললেন, এ 
আমন্ত্রের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ লাখ সীনার।
এ বছর যারা ইনিতিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন : আল-আব্রাস ইবন মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন আর-রশিদের চা- আল-আব্রাস ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্রাস। তিনি ছিলেন খুদারশেদের সদরদের অন্যতম। আর-রশিদের মুখে তিনি আল-জাহিদার আমার ছিলেন। একদিন আর-রশিদ তাকে ৫০ লক্ষ দিয়ে দান করেন। তার নামের সাথে সম্পর্কিত আল-আকাবিয়া নামক জায়গায় তাকে দাফন করা হয়। তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। আল-আমিন তার জনামায় পড়ান। এ বছর ইনিতিকালকারীদের অন্য একজন ছিলেন ইয়াকতিন ইবন্ন Mুনা। তিনি ছিলেন আব্বাসী ফিলাফতের আধ্যায়কদের অন্যতম। তিনি ছিলেন তীব্র-সম্পদ বৃদ্ধিজীবী। একবার তিনি একটি খুব বড় কোষল অবলম্বন করেছিলেন। যখন মারওয়ানুল হিমার ইবরাইম ইবন মুহাম্মদকে হারানের বন্ধী করেছিলেন। আব্বাসী ফিলাফতের আনোলনকারীরা কিঙ্কর্ত্বকিযুড়ি হয়ে পড়েছিল যে তার পরে তারা কাকে নতুন নির্ধারণ করবে? যদি ইবরাইমকে হত্যা। করা হয় তাহলে তার পরে আনোলন পরিচালনা করবে? তখন ইয়াকতিন মারওয়ানের কাছে গমন করেন। তিনি তার সামনে একজন ব্যবহারী বেশ দায়িত্বমান হলেন এবং বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে আমি ইবরাইমকে ইবন মুহাম্মদকের কাছে কিন্তু সামাজিক বিক্রির কিছু তার থেকে এখনও মূল্য হস্তক্ষেপ করতে পারিন। দেশের, আমার দুভারা তাকে পাকড়াও করেছে। যদি আমিরুল মুমিনীন চান তাহলে তিনি আমার ও তার মধ্যে একজন হবর ব্যবসা করা হতে পারেন তাহে তার থেকে আমার দ্বারা সামাজিক মূল্য। আমি আদায় করে পারি। খুল্লা মারওয়ান বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি একজন গোলামসহ তাকে তার কাছে প্রেরণ করেন। যখন ইয়াকতিন তাকে দেখে ভান করেন বলে, হে আল্লাহার দূর্দম! তুমি করতে ওসিয়ত করছ তোমার পরে যার থেকে আমি আমার সম্পদ ক্ষতি করব? তিনি তখন বললেন, ইবনুল হারিয়া অর্থের তার ভাই আবদুল্লাহ আল-সায়থাফ। তখন ইয়াকতিন আব্বাসী ফিলাফতের আনোলনকারীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে তার অভিমতের কথা জানালেন। তখন তারা আল-সায়থাফ এর হাতে বায়াত করেন। এর পরের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

১৮৭ হিজরীর আগমন

এ বছর ছিল আর-রশিদের হাতে বার্মাকীকার পতন। তিনি জাফর ইবন ইয়াহদিয়া ইবন জালাল আল- বার্মাকীকে হত্যা করেন। তাদের ঘরগোলা ধ্বংস কর দেন এবং এতে তাদের নাম ও নিশানা মিটে যায়। তাদের ছোট ও বড় নিঃশেষ হয়ে যায়। এর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দেখা যায় যা ইবন জাহ্রার ও আমারা উল্লেখ করেছি। কথিত আছে যে, আর-রশিদ একবার ইয়াহদিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন হসানকে জাফর আল-বার্মাকীর কাছে সেখান দেন যাতে তিনি তাকে তাকের কাছে বন্ধী করতে রাখেন। ইয়াহদিয়া তার সাথে সবমাত্র মাত্রাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে থাকেন। এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দেন। আল-ফযজ ইবন রাবী, আর-রশিদের কাছে এটা সর্বাধিক প্ররক্ষা নিনা করেন। আর-রশিদ তখন তাকে বললেন, তোমার দূর্লভ্যা, আমার ও জাফরের মধ্যে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না। এরপর তিনি মনে মনে বলেন, সে হয়ত আমার কথা অমান্য করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর এ সম্পর্কে আমি জানি না। এরপর আর-রশিদ জাফরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার কাছে সত্য কথা বললেন। আর-রশিদ তার উপর রাগগ্রস্ত হলেন এবং শপথ করেন যে তিনি তাকে হত্যা করবেন।
অন্যদিকে তিনি বারমাকীদের ঘৃণা করতে লাগলেন। এরপর তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন। আর জনগণের মধ্যে তারাই অধিক সম্পদ অর্জন ও অধিক গ্রিয়া পাত্ত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে অপসরণ করতে লাগলেন। জা'ফর ও ফয়লের মাতা আর-রশীদের বিনাশ (দুর্দশ মাতা) মাতা ছিলেন। তাই আর-রশীদ বারমাকীদেরকে দুনিয়ারী মর্যাদা দান করেন ও এ কারণে তাদেরকে অছুর পরিমাণে সম্পদ দান করেন। তাদের পূর্বে কোন মাতৃ কিংবা তাদের পরে কোন সদর্পর ও মূর্ত্তি এক পরিমাণ সম্পদ তার থেকে অর্জন করতে পারিনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জা'ফর একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন যার জন্য খরচ হয়েছিল দুই কোটি দরিদ্ধাম। আর-রশীদ তাদের প্রতি যে শান্তি প্রয়োগ করেছিলেন তার কিছুই বর্ণনা গোষ্ঠ করা হল। কেউ কেউ বলেন, আর-রশীদ তাদেরকে হত্যা করেছেন। কারণ তিনি যখন কোন শহরে কিংবা প্রদেশে যেতেন, কিংবা যাত্রা বা কোন ক্ষেত্রের কাছে যেতেন কিংবা কোন বাগানে যেতেন জিজ্ঞাসা করলে বলা হত ওং জা'ফরবে। আবার কেউ বলেন, বারমাকীরা আর-রশীদের বিলাত বিনিজ করতে ও যিন্দিনীরা আকাদা প্রকাশ করতে চেরিলে। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদেরকে আল-আকাবাস এর কারণে হত্যা করেছেন। আলিমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলিম রয়েছে যারা এটা অবিকার করেন যদিও ইবন জারীর এটা উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল আজাদু উল্লেখ করেন, আর-রশীদকে বারমাকীদের হত্যা করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আর-রশীদ বলেন, যদি আমি জানি পারি যে, আমার জামাত এর কারণ জানে তাহলে আমি অবশাই এসকলে পুড়িয়ে দেব। অন্যদিকে ব্যাধি জা'ফর খলিফা আর-রশীদের ঘরে প্রবেশ করতেন। এমনকি যখন তিনি বিশ্বাসযোগ্য কারা সাথে বিশ্বাস করতেন তখনও তিনি প্রবেশ করতে পারতেন। এটা অত্যন্ত ইযুক্ততা আরুক ও উচ্চ মর্যাদা ব্যাপার ছিল।

মাদকতাপূর্ণ শর্বন পানে যারা তাঁর সঙ্গ দিত তারা জা'ফরের মধ্যে সংগৃহীত হত। হাবুর রশীদ তার বিলাতের শেয়ারের দিকে মাদকক্ষয় হয়ে পড়েছিলেন। তার পরিবারের মধ্যে তাঁর কাছে অধিক গ্রিয়া ছিল তার বলেন আল-আকাবাস বিনু আল-মাহাদি। তিনি তাকে নিজের কাছে উপস্থিত রাখতেন এবং জা'ফর বারমাকীও তার সাথে উপস্থিত থাকতেন। তিনি তাকে বিয়ে করলেন যতে তার দিকে নম্র করাটা বেত হয়। কিন্তু তাঁর সাথে শান্তি করাটা হয়েছিল যে, আর-রশীদ আকাবাস সাথে সম্পর্ক করবেন না। কোন কোন সময় রশীদ উত্তে দাড়িতেন এবং দু'জনকে রেখে চলে যেতেন। তারা দু'জনে শর্বন পানের দরকার মাতাল হয়ে যেত। প্রায় সময় জা'ফর তাঁর সাথে সম্পর্ক করত। একবার সে তাঁর গতব্যুৎক্তি হয়ে পড়ে এবং সে একটি সমাজ জন্য দেয়। আকাবাস তাঁর সত্তানটিকে তাঁর একজন দাসীর সাথে মকায় প্রেম করে। আর বাস্তাই সেখানে বড় হতে থাকে।

ইবন খলিফার উল্লেখ করেন, রশীদ যখন তাঁর বলেন আকাবাসকে জা'ফর থেকে একে বিয়ে করেন জা'ফর তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসত। একটি আকাবাস জা'ফরের সাথে সম্পর্ক করতে ইচ্ছা করল কিন্তু জা'ফর আর-রশীদের ভয়ে এ কাজ থেকে বিয়ের রহিল। তখন আকাবাস একটি কৌশলের আশ্রয় নিল। জা'ফরের মাতা প্রতি শত্রুরার রাতে একটি সুন্দরী কুমারী তরুণীকে জা'ফরের কাছে হাঁসিয়া বুঝতা প্রেম করত। আকাবাস তাঁর মাতাকে বলল, আকাবাস একটি দাসীর বেশে তাঁর কাছে প্রেম করতে দাও। এ কাজ করার জন্য সে তাঁকে বার বার অনুরোধ করল, সে
আল-বিদায়া ওয়ান নিয়ায়া

যাই গেলে আকাশা তাকে হয়কি প্রদান করে। অগত্যা সে তা করল। যখন সে জা’ফরের কাছে প্রবেশ করল তখন সে তার চেহারায় প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অর্গন হতে পারল না। এরপর জা’ফর তার সাথে সঙ্গম করল। তখন সে বলল, রাজ কন্যাদের চালাকি কি টেরে পেয়েছ? আর ঐ রাতে সে গভীরতর হয়। এরপর জা’ফর তার মায়ের কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি জান আমাকে সন্তা দ্বারা বিনিময়ে বিদ্রুপ করে দিলেন। এরপর জা’ফরের পিতা ইয়াহীউয়া ইবন খালিদ আর-রশিদের পরিবারের দৈনন্দিন খরচ-হাস্য করে দিতে লগদেন। ফলে রাজ পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনটনে পড়তে হয় যার ফলে এমনকি যুখায় কথাকবার আর-রশিদের কাছে অভিযোগ উৎখাত করেন। এরপর যুখায় আর-রশিদের কাছে আল-আকাশার গোপন তথ্য ফাস করে দেন। ফলে আর-রশিদ রাগে উন্নাদ হয়ে পড়েন। আবার যখন সংবাদ পেলেন যে, আকাশা তার সতন্তাকে মক্কায় প্রবেশ করে দিয়েছেন তিনি পরবর্তী বছর হতে গমন করেন এবং বিষয়টি সমন্তে সুনির্দিষ্ট হন। কেউ কেউ বললেন, কোন সদী তার বিকৃত্তে আর-রশিদের কাছে গোপনে অভিযোগ করেছিল। আর যা ঘটেছে তার বিজ্ঞাতি বর্ণনা আর-রশিদের কাছে পেশ করেছিল। সতন্তানি ছিল মক্কায়, তার কাছে ছিল বিষয়ক্তি নিয়ন্ত্রিত সদী এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও অনেক অল্পকারাদি। আর-রশিদ পরবর্তী বছর কিংবা কিংবা পূর্ব তার বিবাহ করেননি। এরপর বিষয়টি তার কাছে পরিকার হয়ে গেল। আর এর বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা যায়।

আর-রশিদ যে বছর হতে করেন ইয়াহীউয়া ইবন খালিদও ঐ বছর হতে করেন। তিনি কাবুর বিদ্রোহের দাবিতে দুটির করেছিলেন, "হে আল্লাহ! যদি আমার সম্ভার মাল, সতন্ত্ব ও পরিবার-পরিবরতা বিনষ্ট হয় যাওয়াতে তুমি পান কর তাহলে তুমি তাই কর। আর তাদের মধ্য থেকে যেকল তুমি আমার জন্য অবশিষ্ট রাখ।" এরপর বের হয়ে আসলে যখন মসজিদের দরজা পর্যন্ত আগমন করলেন তখন আবার ফিরে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তাদের সাথে তুমি ফ্যাকে করিনো বিনষ্ট কর। আমি তোমার সস্তানেতে সস্তুষ্ট। তুমি তাদের মধ্য থেকে কাবুরে বাদ দিও না।"

আর-রশিদ যখন হতে করেন ফিরে আসলে হিযর গমন করেন। তারপর আল-আবের দ্বোপকের প্রত্যুষ এলাকায় মৌল্য বেঁধে গমন করেন। যখন শনিবার রাত আসে এর বছরের মুহাররম মাস চলে যায়, তিনি তার খাদিম মাসজুর ও তার সাথে আবু ইসমাইল হামাদ ইবন সালিমকে একদল সন্নাহ প্রেরণ করেন। তারা রাতের বেলায় জা’ফর ইবন ইয়াহীউয়াকে যেতে ও করে ফেলে। তখন খাদিম মাসজুর তার কাছে গমন করেন। তার কাছে ছিল বর্ধিতুষ্ট আল-মুতাবিব; আবু রুকানা আল আমায় আল-মুগান্নী আল-কায়ম্যানি, সে ছিল তার কাজে এবং সে ছিল আন্দে; আবু রুকানা গান পাঞ্চিল।

৩২৮

ফ্লার টিউন ফ্লার ফ্লার টিউন ফ্লার টিউন ফ্লার টিউন ফ্লার টিউন

অর্থাৎ "নিজেকে মৃত্যু থেকে দূরে মনে করা না। কেননা প্রতিদিনের যুবকের কাছে মৃত্যু আগমন করবে, কারা কাছে রাতে এবং কারা কাছে সকাল।"

আল-খাদিম তাকে বলল, হে আবুল ফাল! মৃত্যু তোমার কাছে রাতের বেলায় উপস্থিত।
তুমি আমি দুজন হলে তাকে থাকা ডাও। জাফর খানকি সে বায়ুর জনা ইন্দিয়াল ডুপায়ে এগিয়ে গেল মুহর গতিতে যায় সে তার পরিবারের কাছে প্রথম প্রবেশ করতে পারে ও তাদেরকে সৌভাগ্য করতে পারে। কিছু আল-খাদিম বলল, প্রবেশের অনুমতি নেই তবে সৌভাগ্য করতে পারে। তখন সে সৌভাগ্য করে। তার সবগলা গোলাম আমাদ করে সেই কিছু কিছু সংখ্যার গোলাম আমাদ করে দেয়। আর-রশ্দের দুতুল্য তাকে খোজ করার জন আগমন করল। এরপর তাকে জোর করে তারা করা হল ও তারা তাকে তাড়িতে নিয়ে চলল। যে ঘটে আর-রশ্দের অবস্থান করছিলেন সেখানে তারা তাকে নিয়ে আসল। আর-রশ্দের তাকে বন্ধ করেন এবং গাধার নাম বেধে নেন। দুতুল্য আর-রশ্দের কাছে জানতে চাইল, এরপর তার সাথে কী করা হবে? তখন তার প্রিয়েক করার নিয়ে দিলেন। জন্মান জাফরের কাছে আগমন করল এবং বলল, নিড়ানে আমি মুহুম মুহুম আমাকে ছফুক দিয়েছেন যেন আমি তার মাথা নিয়ে তার কাছে গমন করি। জাফর বলল, হে আরু হাস্তম। সম্পত্তি আমি মুহুম মুহুম মাতাল। যখন তিনি সুচতন্তা ফিরে পাবেন তখন আমার সঙ্কেতে তিনি তোমাকে তিন্তরকার করবেন।

এরপর জাফর কথাটি আবারও বলল। জন্মান আর-রশ্দের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, সে বলছে সম্পত্তি আপনি ব্যস্ত। আর-রশ্দের বললেন, হে মায়ের দায়িত্ব চোষকারী! তার মাথা আমার কাছে নিয়ে আস। সে জাফরের কথাটি পুনরাবৃত্তি করল। তৃতীয় বারের সময় আর-রশ্দের বললেন, এখন আমি খালিফা আল-মাহদীর কাছে দায়িত্ব নই, যদি তুমি আমার আদেশ অনুসরণ কর ও তার মাথা আমার কাছে নিয়ে না আস আমি এমন বাকিকে প্রেরণ করব যে তোমার ও তার উভয়ের মাথা আমার কাছে নিয়ে আসবে। এরপর জন্মান জাফরের কাছে ফিরে গেল এবং তার মাথা কেটে নিল। মাথা নিয়ে সে আর-রশ্দের কাছে আগমন করল এবং এটা তার সামনে রেখে দিল। বাগাদদ ও অন্যান্য জায়গায় যে সব বারমাকি সদস্য বিদ্যমান ছিল তাদের সকলকে একত্রে তাদের জন্য লোক প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যাদের পাওয়া যায় একত্রে তাদের সকলকে পাকাইয়ে ও করার জন্য ছফুক দেয়া হল। তাদের একজন বাকী রায়ল, ইয়াহিয়া ইবন খালিদকে তার ঘরে বন্ধি করেন এবং আল-ফয়ল ইবন ইয়াহিয়াকে অন্য একটি ঘরে বন্ধি করা হল। বারমাকিরা যেসব পার্থিব সম্পদ হত্ত্বত ও কুস্তিগত করেছিল তার সব কিছুই বাজেয়ার করা হল। আর-রশ্দের কাছে জাফরের মাথা ও শরীরটা প্রেরণ করা হল।

মাথাটিকে উপরের সেতুর কাছে স্থাপন করা হল তার শরীরটা দু'খে ভিক্ষা করা হল এক খোলাচ্ছে সেতুর কাছে স্থাপন করা হল এবং অন্য খোঁটি অন্য সেতুর কাছে স্থাপন করা হল। এরপর এগলোকে পড়িয়ে দেয়া হল। বাগাদদে ঘোষণা করা হল, বারমাকিরদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই এবং যারা তাদের আশ্রয় দেবে তাদের নিরাপত্তা নেই। তবে মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া ইবন খালিদের জন্য বাতিক্রম ছফুক রয়েছে। কেননা সে খালিফাকে সৎ উপদেশ দিয়েছিল। আর-রশ্দের সামনে আনাস ইবন আরু শায়খের আনা হল। কেননা সে খনিমীকে বলে অধিনোগ আনা হয়েছিল। সে ছিল জাফরের বন্ধু। আর-রশ্দের তার মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়।

এরপর আর-রশ্দের তার বিচ্ছিন্ন নীচে থেকে একটি তলালরার বে করেন এবং ঐ তরারি দ্বারা তাকে হত্যা করার ছফুক দেন। তিনি একটি বন্ধনী আবৃত্তি করেন যে আনাসের হত্যা সম্পর্কে পূর্ণে রচিত হয়েছিল।

আল-বিদ্যায় ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র) — ৪২
কল্পনের সীমা নির্দেশের প্রতি তাকিয়ে রয়েছে আর ভাবাগুলো অপেক্ষায় রয়েছে।

এরপর আনাসের গদ্যন উড়িয়ে দেয়া হল। তলোয়ারের রক্ষক চলে গেল। আর-রশিদ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মুসা আব্বাকক আল্লাহ রহম করুন। লোকজনেরা বলে উঠল অসাধারণ নিজের রক্ষা করতে আল্লাহর করুন। একবার বলেছিলেন যে যে তার সাথে কেলাকুলি করেন এবং বলেন, রাতের বেলা যদি আমি নারীদের সাথে একাকী মিলিত না হতা তাহলে আমি তোমাদের পুরুষ হতাম না। তোমাদের ঘরে যাও, মধ্য পান কর, আল্লাহর কর এবং একটিকে সুখের জীবন যাপন কর যেমন আমি সুখের জীবন যাপন কর থাকি। এ বাক্য প্রতি তুমি বেন আমার নিয়ম না অনন্দে মেতে থাকতে পার এই আমার কামনা। জাফর বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর মুল্লামী। অবদুল্লাহের জন্য আল্লাহর কাছে আসব আল্লাহর কাছে চাই না। আর-রশিদ বললেন, না, এখানে করা না জীবনের ঘরে বিদায় নিয়ে ফিরে যাও। এরপর জাফর তার প্রতি বিদায় দিলেন। তবে রাতের একাংশ পাঠ পাওয়া দিলে বিপর্যয় সংস্করিত হল যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সময়লা মূলবাবস্তা না প্রশ্ন রাত শুনাবার। কেউ বললেন, এটা ছিল এ বছরের সফর মাঝের পাল্লা তারিখের রাত। তখন জাফরের বয়স ছিল ৫৬ বছর। যখন তার পিতা ইয়াহাইয়া ইবনু খালিদদের কাছে জাফরের নিহত হওয়ার সবাদ পৌছে তখন তিনি বললেন, আল্লাহ বেন তার পুত্রকে হত্যা করেন। যখন তাকে বলা হল আল্লাহর ঘর-বাড়ি ধর্ম করে দেয়া হয়েছে তিনি বললেন, আল্লাহ বেন তার ঘর-বাড়ি ধর্ম করে দেন। কথিত আছে ইয়াহাইয়া যখন তার ঘর-বাড়িগুলোর দিকে নয় করেন মুহূর্তের পর্যন্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছিল এবং ভবনগুলো হুড়োলাস করে দেয়া হয়েছিল আর ভিতরের ছিল তা লুটপাট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, এবারই কিয়ামত সংজ্ঞায়িত হবে। তার কোনো এক সাথে তার উপর যে মূর্তিতে আপত্তি হয়েছিল তার প্রতি সমবেদনা জাপন করে একটি পত্র লিখেছিলেন। এ সমবেদনা পত্রের উত্তর প্রাদানকালে তিনি লিখেছিলেন, আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে রায়ি এবং তার শক্তি সমক্ষে আত্ম। আল্লাহ পাপের কারণে ব্যাঘাতের শান্তি দেন। আল্লাহ তার কোনো বাদামী উপর যুদ্ধ করেন না। আল্লাহ যা কর্মা করেন তাই প্রচুর এবং সমস্ত প্রশ্নসা। আল্লাহর জন্য। বারমাকীদের সর্বক্ষেষণ বহুল কথা শেখাতে লিখেছেন। আর-রাকাশী এ সময় বলেন। কেউ কেউ বলেন। আল্লাহর নাগায় বলেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
ওঁ ত্রিভুবনে সংগম পা পদম বিমুখ + তেজী পূর্ণতা 
ওঁ ত্রিভুবনে বিমূল মাতার পুত্র 

doনু ন মোহিতায় মেধাতার + স্বামিস্ব বিনিময়।

অন্ধকার। এখন আমার বিশ্বাস নিচ্ছি আমাদের স্বাধীনতাতে বিশ্বাস করছে, যেমন গেছে উল্লাস চলার পান, যেমন গেছেন যিনি উচ্চ চলাচলে প্রতিনিধিত্ব হয়েছিলেন। সত্তরাং তুমি সওয়ারের বল, যারা রাত্রের বেলায় ভ্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এবং কর্ম অন্তর্বাদ তুলে বিশ্বী প্রান্ত অভিজ্ঞ করা থেকে তোমার নিরাপদ হয়ে গেলে যুগান্তকে বলে যাও তুমি জাফরের উপর আধিপত্য বিশ্বাস করলে, আর কখনও তুমি তোমার কৃষ্ণকালের উপর আধিপত্য বিশ্বাস করতে পারবে না। উপহার ও উপাদানগুলোকে বলে যাও ফুলের পরে যেন এগো। ভক্ত হয়ে যায়; বিপদ-আপাদকে বলে যাও প্রতিজ্ঞায় যেন নতুন নতুন এলাকাকে গ্রাম করে, তোমার সামনেই পড়ে যাও। বারমাইকের ক্ষেত্রে তুলনায় অবশ্যই অবশ্য করতে। জাফর যখন তার দেহের মধ্যবর্তী অংশ পরিত হয়ে যাচ্ছে তখন আর রাকাশী জাফরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন।

আমার আরম্ভিক সময় দোষ ভালোবাস + বিদ্যমান প্রথমের অনুপ্রাণন + নতুন ন ব্যাপার সাধারণ অনুশীলন + সৃষ্টি ব্যাপারের স্বাভাবিক অনুশীলন + ইতিহাস বাক্যাংশ শিক্ষামান + বিদ্যমান জ্ঞান + উপাদানে আল ব্যাপারে সাধারণ।

অন্ধকার। আল্লাহর শপথ, চৌগলোকের ভয় যদি বিদায় না থাকত, ক্ষীরফর পক্ষে অত্যন্ত প্রাণীর নয়। বয়স্কর যদি না থাকত তাহলে তোমার দেহের অংশের চতুর্দিকে আমার তাজাফ করতে তোমার সমানতার তার মধ্যে চুম্ব থেকে যেমন হৃদ্যপ্রতি পাল্লাধিকার কালো পাথোর চূর্ণ করে থাকে। হে ইবন ইয়াহিয়া। তোমার পূর্ব এখন তুলনায় আমি আর দেখিনি তোমার অন্য একটি ধরালোলা তোলাও তোলার ভোতা করে দিয়েছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরে প্রবাদ এবং বারমাইকের নিরাপদ সম্মানে গ্রাস করে ফেলেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আর-রঘীদ বলকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, জাফর তোমাকে আত্ম বছরের ক্ষেত্রে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করতে বললেন, এক হাজার দীনার। বর্ণনাকারী বলেন, আর-রঘীদ তখন করিয়ে দুই হাজার দীনার প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। আর-রঘীদ ইবন রাকার তার চাই মুনাফার আর-মাইয়ার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আর-রঘীদ যখন জাফরকে হত্যা করেন একটি মহিলা একটি ক্ষতিরূপে গাধার উপর দাড়ালেন এবং বিদ্যমান ভাষায় বলতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ, হে জাফর। আজকের দিনে তুমি একটি অমূল্য নিদর্শন পরিণত হলে, তুমি তোমার পূর্ণ চরিত্র মাধ্যম প্রকাশ করে। তারপর কবি কবিতা আবৃত্তি করলেন:
শেষে জাহাঙ্গীরের আদেশে রাজকীয় অফিসার রাশি তিনটি প্রনাম। প্রথমে তিনটি মাত্র জাহাঙ্গীরের সাথে রাশি নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনটি মাত্র জাহাঙ্গীরের ব্যবহার নিয়ে যাওয়া হয়। তিনটি মাত্র জাহাঙ্গীরের ব্যবহার নিয়ে যাওয়া হয়।

ইমনুল জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেন: জাহাঙ্গীরের একটি দাসী ছিল। তার নাম ছিল ফাতিমা মুহাম্মদী। দুনিয়ায় তার কোন সমক্ষ ছিল না। তার সাথে তার সবকিছুর অন্য দাসীগণের তার বাবাদের খুব ছিল একলাখ দীনার। জাহাঙ্গীর থেকে তার পাশাপাশি তার পেতে ইচ্ছা করলেন। জাহাঙ্গীর অবৈধতা জনালেন। আর-রশিদ যখন তাকে হত্যা করলেন তখন এ দাসীটিকে তিনি নিজের জন্য নির্বাচন করলেন। একরাতে মদ্যপানের মজলিসে তাকে হাত দিয়ে হাত ধরে নেলেন। খুব কাছে ছিল তার একদল সাথী ও রাজ্যের কেবল গল্প বর্ণনাকারী। দাসীটির সাথে তারে যে সব দাসী গান গেলে। তারা দাসী গানের জন্য নির্দেশ নেয়া হল। তারা প্রত্যেক গাইতে লাগল।

ফাতিমা মুহাম্মদীর পালা যখন তার অসল তখন আর-রশিদ তাকে গাইতে আদেশ করেন কিন্তু তাকে অন্য ফেলতে লাগল এবং বলল, তারপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তবে না। আর-রশিদ খুব রাগাবিহিত হলেন এবং উপস্থিত সদস্যদের একজনকে আদেশ করলেন যেন তাকে আর-রশিদের কাছে ধরে নিয়ে আসে। আর তিনি তাকে ঐ দাসীকে দিয়ে দেবেন। তারপর যখন ঐ বাবার চলে যাওয়ার ইচ্ছা করল আর-রশিদ তাকে বললেন, তার মধ্যে এবং আর-রশিদের মধ্যে চুক্তি হল যে, তুমি তার সাথে সংসদ করবে না। তারপর লোকটি বুঝতে পারল আর-রশিদ এটার দ্বারা তাকে দমন করেছে। তিনিই পরের লোকটি তাকে হায়ির করে এবং প্রকাশ করলেন, যে, আর-রশিদ তার প্রতি রাজি এবং তাকে গান গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। দাসীটি গান গাইতে অনুরোধ জানালেন এবং অশ্রু ফেলতে লাগল, বললেন লাগল। তারপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

তবে না। আর-রশিদ পূর্বের চেয়ে অনিচ্ছা রাগাবিহিত হলেন এবং বললেন, যে বিদ্বানরাও যতক্ষণ বাচার হলেন। এমন এমন কথা বললেন, যে তারা তাকের নির্দেশ দিয়েছিল। এই তিনিতে তাকে কলের নেতৃস্থানীয় লোক।

তিনি তার কনিষ্ঠো অসাধুল বন্ধ করেন এরপর তাকে ক্ষুদ্ররূপ দিলেন। কিন্তু তার গাওয়া
থেকে বিরত রইল। তখন তিনি দুটি অসুলি বদন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কেঁদে উঠলেন এবং চরমভাবে শংকিত হলেন। তার দিকে অনুরোধ মালা নিয়ে প্রায় সবং সবে এগিয়ে আসলেন যাতে সে গান গায় ও নিহত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং আমীরাল মুহীমীন যা ইচ্ছা করেন তার প্রতি যেন যথাযোগ্য সাহায্য প্রদান করে। তারপর তাকে তৃতীয়বারের মত নির্দেশ দিলেন তখন সে ঘৃণাভরে গাইতে লাগল।

লাম রাইত দীনীয়া হে দরস্ত আইনট নিন নাই।

অর্থাৎ যখন আমি দুর্নিবারে দেখলাম যে তা ধ্বংস হয়ে গেছে তখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলাম যে নিঃসন্দেহে নিআমত আর ফিরে আসবে না।' বর্নাকারী বলেন, আর-রশিদ লক্ষ্য দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন ও গান গাওয়ার বাদা যত্নের কাঠের তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন এবং তার দ্বারা দাসীরা দোকে, মুখে ও মাথায় আঘাত করতে লাগলেন যতক্ষণ না কাঠটি ভেঙে গেল আঘাতই করতে ছিল। রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। অন্য দাসীরা তার কাছে থেকে দ্রুত পলায়ন করল। আর রশিদের সম্মুখ থেকে দাসীটিকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তিনিদিন পর সে মারা গেল।

বর্ণিত রয়েছে যে আর-রশিদ বললেন, বারমাকিদের সম্পর্কে যে আমার সাথে প্রতারণা করলেন তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ পতিত হোক। তাদের পর আমি আর কোন স্বাদ, শান্তি ও আশা ভরসা পাই না। আল্লাহর শপথ। আমি চেয়েছিলাম আমার আহ্বায়ক অর্ধ্বে ও রাজত্বের অর্ধে তাদেরকে দান করে তাদেরকে তাদের অস্থিয় হয়ে দেব।

ইবুন খলিফাকান বর্ণনা করেন, একদিন জাফর এক ব্যক্তি থেকে চলিয়ে হাজার দীনারের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করলেন। দাসীর তার বিক্রেতার দিকে তাকাল এবং বলল, ত্রিমাত্র ও আমার মধ্যে যে চূকটি আছে তা একটি মরাশ কর। তুমি আমার মূল্য থেকে কিছু ভরন করো না। তখন তার মনীর ব্রুন করলেন এবং বললেন, তোমরা সাফী থাক, নিচ্ছিয় এ দাসীটি মুক্ত। আর আমি তাকে বিয়ে করলাম। তখন জাফর বললেন, তোমরা সাফী থাক, মূলাটাও তারই জন্য।

তিনি একদিন তার নায়িবের নিকট পত্র লিখলেন। এরপর তোমার বিশ্বাসে অভিযোগকারীর সংখ্যা বেড়ে গেছে, তোমার প্রশংসাকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এখন তুমি ইনসাফ কর কিংবা সহ পড়। আর-রশিদের দুশ্চিন্তা দূরীকরণে মে আচরণ তিনি প্রদর্শন করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনী।

একদিন আর-রশিদের দরবারে একজন ইয়াহুদী জোটস্থিতি প্রবেশ করে এবং তাকে সবাদ পরিবর্তন করে যে এ বছর তিনি ইনসাফকার করেন। এতে আর-রশিদের অত্যন্ত দুঃখিতমুখ হয়ে পড়েন। তারপর জাফর তার কাছে প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্ন করেন কি সংবাদ। ইয়াহুদী যা বলেছিল তিনি তা জাফরের কাছে পেশ করলেন। জাফর ইয়াহুদীকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার হাত আর কথা বাকী রয়েছে? সে উল্লেখ করল একটি দীর্ঘ সময়। তখন জাফর বললেন, হে আল্লাহর মুহীমীন! তাকে আপনি হত্যা করুন যাতে আপনি তার মিথ্যাটি সম্ভব অবহত হতে পারেন। সে আপনাকে আপনার হাতায় সবকে মিথ্যা খবর পরিবর্তন করেছে। আর রশিদ ইয়াহুদীকে হত্যা করার ছুঁকুম দিলেন আর আর-রশিদ থেকে দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেল।
বারমাকের হত্যাকাণ্ডের পর আর-রশিদ ইব্রাহীম ইবন উম্মান ইবন নুহায়কে হত্যা করেন। আর এটার কারণ হল যে, তিনি বারমাকের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বিশেষকরে জাফরের জন্য তিনি অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত কলাকাটি করতেন। 

তারপর তিনি কলাকাটির পর্যায় থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পর্যায়ে উপনীত হন। তিনি যখন ঘরে মদাপান করতেন তার দাসীকে বললেন, আমার তলায়ারটি আমাকে দাও। তারপর তিনি এটাকে কেষ্মুকত করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর শপথ। আমি নিষ্চয়ই তার হত্যাকারীকে হত্যা করব। 

তিনি এরুপ অধিকাংশ সময়ই বললেন। তখন তার পুত্র উম্মান আশংকা করলেন যে, যদি খালিফা একথা জানতে পারেন তাহলে তাদের সকলকে তিনি ধাক্কা করে দেবেন। আর তিনি চিন্তা করে দেখলেন তার পিতা একাজ থেকে বিরত থাকছেন না। উম্মান তখন আল-ফয়ল ইবন আর-রাশীদকে পাঠাতে পাঠান এবং এ বিষয়ে তাকে অবগত করেন। আল-ফয়ল খালিফাকে বিষয়টি জানান। খালিফা তাকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে এ খবর সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে যথাযথ সংবাদ দেন। এরপর তিনি বললেন, ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার মতো তোমার সাথে আর কে আছেন? তিনি বললেন অমুক খাদিম। তাকে ডাকা হল এবং সে সাক্ষী দিল। আর-রশিদ তখন বললেন, একজন গোলাম ও একজন অধিকাংশ বাস্তবের কথা একজন বড় আমীরকে হত্যা করা হলাল নয়। সম্ভবত তারা দু'জনই এ কথার উপর মূখ্য করেছে। 

তারপর আর-রশিদ তাকে শরাব পান করার সময় রাহিত করান। তার সাথে একাজে বললেন ও মন্দ্বা করে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্যে হে ইব্রাহীম! আমার কাছে একটি গোপনীয় তথ্য রয়েছে আমি ও তোমাকেই এ সম্পর্কে অবগত করতে পারে যাচ্ছি। রাত ও দিনে আমার উপর আমার দুর্ভাগ্য অনেককাল পরে। তিনি বললেন, এটা কি? আর-রশিদ বললেন, আমি বারমাকের হত্যার ব্যাপারে লজ্জিত রয়েছি, আমি চেয়েছিলাম আমার আমার আম থেকে ও রাজত্ব থেকে অর্থের বে বের করে দেই তবুও আমি তাদের সাথে যেন যে কাজটি করেছি সে কাজটি না করতাম। কেননা আমি তাদের পরে আর কোন সাদা কিংবা শান্তি পাচ্ছি না। ইব্রাহীম বললেন, আবুল ফয়ল জাফরের উপর আল্লাহর রহমত বর্তমান হক। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আমার মনীব! তাকে হত্যা করে আপনি ভুল করেছেন। তখন আর-রশিদ বললেন, তোমার উপর আল্লাহর লাইনত বর্তমান হক। তুমি দাড়াও। এরপর তিনি তাকে বদন করেন এবং তিনি দিন পরে তাকে হত্যা করেন। এভাবে তার পরিবার ও তার সত্তারা বেঁচে গেলেন। 

এ বছরই আর-রশিদ আবুল মালিক ইবন সালিহের উপর রাগানিত হন। তার কারণ ছিল এই যে, আর-রশিদের কাছে সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তিনি খিলাফতের ইঙ্গ রাখেন। তার কারণেই বারমাকের উপর তিনি খুব রাগানিত হয়েছিলেন। আর তার সে সময় বড়ো অবস্থায় ছিল। এরপর আর-রশিদ তাকে বদন করেন। আর-রশিদের মৃত্যুর পরবর্তী তিনি কারাদণ্ড করেন। তারপর আল-আমন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন ও তাকে সিরিয়ার নামের নিযুক্ত করেন। এ বছরই সিরিয়ায় আল-মুদারিয়া ও আল-নাযারিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নলাদিল দেখা দেয়। আর-রশিদ মুহাম্মদ ইবন মাসুর ইবন যিয়ামেজকে তাদের নিকট ঘোষণা করেন। তিনি তাদের মধ্যে সদিক স্থাপন করেন। 

এ বছরই মাসীসা নামক স্থানে বিরাট ভূমিরূপ সংঘটিত হয়। শহরের কিছু প্রাচীন ধ্বংস হয়ে
যায় এবং রাতের এক সময় শহরের পানি শুকিয়ে যায়। এ বছরই আর-রশিদ তাঁর পুত্র আল-কাসিমকে স্মৃতিকালীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য রোমের শহরগুলোতে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে কুরানী ও ওসিলা হিসাবে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁকে সীমান্তের দুর্দশা মুক্তির প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি রোমের শহরগুলোর উদ্ভেদের রাখা হয় এবং তাদেরকে ঘাড় করে ফেলেন। তারা বহু বলী রেখে যায়। যাতে তারা তান্ত্রিকের দেশকে মুক্ত করতে পারেন এবং আল-কাসিমও তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি তা করেন।

এ বছরই রোমেরা সন্ত্রাস ভুষক করে। এ সময় তাদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে আর-রশিদ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। আর-রশিদের রাজা রীনিয়া যার উপাধি ছিল আগসতাত্বিক এবং তার মধ্যে সন্ত্রাস স্থাপন করেন। কিন্তু রোমেরা তাঁকে পরবর্তী করে এবং আল-নাকফারকে তাদের সম্বন্ধে নিযুক্ত করে। আল-নাকফার ছিলেন খুব সহায়ী। কবির আছে যে, তিনি ছিলেন আলে ঝুনুনার বংশধর। তারা সম্রাট রীনিয়াকে পদচারণ করেন এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলে।

আল-নাকফার তখন আর-রশিদের কাছে লিখিয়েন। রোমের সম্বন্ধে আল-নাকফারের ব্যবহার সম্বন্ধে কথা হওয়া হয়। আলামার মাধ্যমে তারা তাঁকে আপনাকে আর-রশিদ নামক বৃত্তি অক্ষুন্ন পাথি হিসেবে গণ্য করেছেন। আর নিজেকে আল-রশিদ নামক সুন্দর পদাতিক সেনার মনে করেছেন। তাই তিনি আপনাকে কাছে এমন সর সম্পন্ন উঠান্দে দিয়েছেন যে পরিমাণ সম্পদ উঠান্দের উপর আপনি ছিন্ন না। আর এটা ছিল নারীদের দুর্দশা ও নিয়ন্ত্রকের ফলস্বরূপ হয়। আপনি আমার এ প্রতি পড়ির পর আপনাকে সমাধী যেবা সম্পন্ন ছিলেন তা আমার কাছে ফেরত পাঠান। এটাকে নিজের মুক্তিপন্ন হিসেবে মন করবেন। অন্যথায় আমাদের ও আপনার মধ্যে তখনকার সিদ্ধান্ত নিবে। হারানুর রশিদ যখন তাঁর এ প্রতি পড়িবার তখন তিনি এক অধিক রাগান্তিত হলেন যে, কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারে না এবং কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে পারল না। তাঁর সত্যবাদ তাঁর ভয়ে তীব্র সত্যত হয়ে পড়েছিল।

এরপর তিনি কালি কলম চেয়ে নিনেল এবং পড়ের অন্য পৃষ্ঠা লিখিয়েন। পরম করণাজ্ঞায় ও অসীম দাদিয়ে আল্লাহর নামে আমীরুল মুমিনীন হারানুর রশিদ হতে রোমের কুরুক আল-নাকফারের বাড়ি হে কাফির মহিলার পুত্র। আমি তাঁকে পড়িছি উত্তর তুমিন নিজ চোখে দেখেছি, সম্ভব না। বিদায়। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সেনাপতি নির্দেশ করেন এবং তিনি রোমনা হয়ে যান। হিব্রুর দরজা পার্শ্ব তিনি পৌঁছে যান। এরপর তা জয় করেন এবং সম্ভাব্য কান্ডকে নিজের জন্য মনোনিত করেন। গনিনত হিসেবে প্রচুর সম্পদ লাভ করেন।

বিদ্যুৎ এলাকা দূর্ঘস্ত করেন এবং পুলিশ দেন। তারপর আল-নাকফারের প্রতি বহুল বিখ্যাতি কর আদায়ের শুরু তাঁর কাছে সন্ত্রাস প্রদান দেন। আর-রশিদ তা প্রশ্ন করেন। যখন তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আর-রশিদের পৌঁছে তখন কাফিরটি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ভিন্নতাতে আশ্রয় নেয়। তখন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। কেউই ঠাণ্ডার দরজার ভয়ে সেখানে থেকে আসতে সক্ষম হল না এবং হারানুর রশিদকে এ ব্যাপারে সংবাদ পৌঁছাতে পারল না যতক্ষণ না শীতের মৌসুম শেষ হল।

এ বছর আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলিই লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন।
এই সনে যাদের ইনিতিকাল হয় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

জা’ফর ইবন ইয়াহুদিয়া বারমাকী

এ তালিকায় রয়েছেন (বাগানের জালাফেতের) উদ্দীপ্ত তুর্গীকরের পুত্র উদ্দীপ্তের আবুল ফযল জা’ফর ইবন ইয়াহুদিয়া ইবন ইয়াহুদিয়া বারমাক আল-বারমাকী। খলিফা হাজারুর রশিদ তাকে শাম (ধৃষ্টর সিনিয়া) ও অন্যান্য প্রধানের শাসনকর্তা (গভর্নর) নিয়োগ করেছিলেন। হুরানের কায়স ও ইয়ামানের মধ্যে উত্থিত দাংগা- যা আকুলীআন ফিতনা নামে অভিহিত - উত্থিত হলে তা নিষ্ঠুরের জন্য খলিফা বারমাকীকে দামেশকে পাঠিয়েছিলেন। এটি ছিল ইসলামী বিশেষ কায়স ও ইয়ামানের মধ্যে প্রজুলিত প্রথম দাংগা আওন। জাহিলিয়াতের সময়কাল হতে তাদের মধ্যকার সংঘাতের আওন বিভিন্ন ছিল, যা এ সময় তারা পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছিল।

জা’ফর বারমাকী তার বাহিনীতে দামেশকে উপনীত হলে সব সম্ভাব্যের আওন নির্বাপিত হয়ে সমাজ জীবনে সম্প্রীতি ও আনন্দের বায়ু প্রবাহিত হয়। এ প্রসঙ্গে সন্দর্প সুন্দর কাব্য রচিত হয়েছিল। ইবন আনাফির তার তারীক (ইতিহাস) গ্রন্থে জা’ফর বারমাকীর জীবন স্মৃতাবধ অংশে সে সব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। সেইলার কুয়েক পঞ্চজি:

লক্ষ্য আনিলেছি ইসলাম নীরুর ফিনিয়া + ফেছ আছি আলে ইসলাম শুনেছি রাহা

এই জানি মোঃ বেকির মি ব্রেক + উজ্জালা হালিমের বিরহিত + শুরু আছে রাহা

রাহা তোমাদের মানুষ + জুমফর + পছন্দ তালের কথা + বন্ধু হাজারুর

হুসাইনের মানুষ ল্যাক্স তেলি + কোচচান যাই আইস্টেটে হালিমের।

অর্থাৎ “শামের দাংগায় আওন প্রজুলিত করা হল। এখন শামের জন্য আওন নির্বাপিত হওয়ার সময় সমগ্র। যখন বারমাকী সাগরের তরঙ্গ সে আওনের উপর উঠল পড়ল তখনই তার শিখা ও কুলিঙ্গলা নিভে গেল।

আমিরুল মুমিনীন (খলিফা হাজারুর রশিদ) জা’ফরকে দিয়ে তার উপর আহ্বাত শালিত করলেন যত ছিল তার মাথা বেদনার প্রতিষ্ঠের ও প্রলেপ। পুণ্য ও তাকওয়ার জন্য তিনিই কর্মী আন্দোলন পাল। তার শালিত অবাকে প্রত্যাহার করার সাধা নেই কারা।” এ কবিতাটি বেশ দীর্ঘ।

জা’ফর ছিলেন বাহিনী, অল্পকর্পুর্ণ ভাষণ প্রতিভা, প্রবল মেধা ও দান-বদনর্দনের অধিকারী। পিতা তাকে কায়স (ইমাম) আবু ইউসুফ (রা)-এরা সন্নিধানে অবস্থান করিয়ে তার নিকট হতে ফিকহে বুঝিতে অর্জনের ব্যবস্থা করছিলেন। হাজারুর রশিদের সংস্করণ ও তার বিশেষ ঘটনাটা গড়ে উঠেছিল। একারণে তিনি হাজারুর রশিদের দরবারে এক হাজার দত্তাবের স্বাক্ষর করেন এবং সেইলার একটিতে তিনি ফিকহের বিধান হতে বিচ্ছিন্নতির শিকার হননি। জা’ফর তার পিতা থেকে কাব্য হামিদ থেকে উম্মান (রা)-এর কাব্যিক আবুল মালিক ইবন মারওয়ান থেকে কাব্যিক ওয়াহিদী (ওয়াহিদী লিখন) যাদন ইবন হাবিবি (রা) সনদে প্রাপ্ত হয়েছে যে, যায়দ...
(র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি যখন বিস্মিল্লাহির রাসূলুল্লাহ হইতে তখন তার দীন (১) হরফটি স্পষ্ট করে লিখবে। খতীর ও ইবন আসাফকের এটি অবুল কাসিম কাবী মুহাম্মদ (যাদের নাম ছিল অবুনুর্দাহ ইবন আহমদ বালখী। যিনি মুহাম্মদ ইবন যায়দ-এর কার্যের ছিলেন) তারা পিতা অবুনুর্দাহ। ইবন তাহর হতে তাহর ইবুনুল হুসায়ন ইবন মুযায়ান হতে ফায়ল ইবন সাহুল মুর-রিসাতাতের হতে জাফর হতে ইয়াহীয়া হতে পূর্বক সন্দেহ হামিদটি রিওয়াত করেছেন।

আকার ইবন বাহর আল-জাহিম বলেছেন, জাফর হারানুর রশিদকে বলেন, হে আমি মুহাম্মদ মু'মিনীন। আমার পিতা ইয়াহীয়া আমাকে বলেন, যখন দুনিয়া (-র সময়) তোমার কাছে এগিয়ে আসে তখন তুমি দান করবে এবং যখন দুনিয়া পিরিয়ে যাবে (সম্পদ-রূপে হবে) তখন তুমি দান করবে। কেননা, দুনিয়া স্থায়ী হবে না। পিতা আমাকে একবিতা গুনিয়েছেন।

লাটেখিখ, বদ্বীতা র্ম মুফিকেলা ফলিস্তিন নাম্ভর সিব্রফ
ফরণ বোল্ট দ্বাই অর্জনী তে ফারুমে বাহারত হাফ

“দুনিয়া যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হবে তখন তুমি ক্ষুদ্রতা করবে না। কেননা, অপবায় ও অপচয় সম্পদের ঘটিত করে না। আবার দুনিয়া অপবায় হলে দান-বদনাতা তখন তোমার জন্য অবিকল ঘটত। কেননা, দুনিয়া যখন বিমূখ থাকে তখনকার দান-দক্ষিণা সুনুম-সুখীতি রেখে যায়।”

খতীর বলেছেন, সমুদয় মথ্যাদা, দূষিততা, শ্রেষ্ঠতা ও মাহাত্মোর বিচারে জাফর হারানুর রশিদের কাছে বিশিষ্ট ও একে আসনের অধিকারী ছিলেন। যাতে কেউ তার সংগ্রহ তুলনীয় ছিল না। তিনি ছিলেন চারিত্রিক উদারতা, অমায়িকতা ও সন্ত প্রসন্ন হসিরুশের অধিকারী। তার বদনাতা, দানের অধিক ও অপচয় তথ্যের দানের অধিক উদারতার অপেক্ষা রাখে না। বাগিয়াতা ও অলংকারপূর্ণ বক্তব্য-ভাষণেও তার কাহিনি ছিল। ইবন ‘আসাফক’ কাহিনী ‘আবুল আকবার ওয়াল আকবানিয়া’-এর তত্ত্বাধিকারী আকবার ইবন মুহাম্মদ-এর হাজিব (সাইব) মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেছেন যে একবার অর্থ ও খাদ্যসংকট নিপৃত্ত হয়েছিলেন এবং অতিষ্ঠ অংশতায় হয়ে পড়েছিলেন। পাওনাদারা তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিয়ে লাগল। তার কাছে একটি মুখাস্ত সুগ্ধিতাপূর্ণ ছিল, যার কয়লম্যু ছিল দশ লাখ। মুহাম্মদ পাপ্তটি বিক্রির উদ্দেশ্যে জাফরের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাকে নিজের অর্থনৈতিক দৌড়বাদ এবং পাওনাদারদের চাপ সৃষ্টির কথা অবহিত করে বললেন, এ পাপ্তটি এ তার শেষ সখ। জাফর বললেন, আমি দশ লাখেই এ পাপ্তটি কিনিলাম। পরে তিনি তার হতে সম্পূর্ণ মূল্য তুলে দিলেন এবং পাপ্তটি নিয়ে গেলেন। এ ঘটনা ছিল বাহরের বেলা। জাফরের তার একজন লোক দিয়ে পাওনামূল্য বিক্রেতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বিক্রেতাকে বাহরের পগল-আসরে আপাতানন করলেন। বিক্রেতা (মুহাম্মদ) বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, পাপ্তটি তার আসে বাড়িতে পৌছে গিয়েছে।

মুহাম্মদ বলেন, সকাল হলে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য পুনরায় জাফরের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি তাকে তার ভাই ফয়দের সংগে খলিফার বাসতিবনের সামনে প্রবেশ অনুমতির

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ) —৪৩
অপেক্ষাকরত দেখতে পেলাম। তখন জাফর তাকে বললেন, আমি তাই ফয়লের কাছে তোমার অবস্থার কথা বলেছি। তিনিও তোমাকে দশ লাখ পেশের আদেশ দিয়েছেন। আর আমার বিদ্বষার পাত্রটি তোমার আপাতেই তোমার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। এ ছাড়া আমি আমিরকুল মুহিমিনের কাছে ও তোমার সংগে আলাপ করব। তবে প্রবেশ করার পর ক্ষীণিকার কাছে তার অবস্থা ও ঋণপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করলে ক্ষীণিকার তাকে তি লাখ দীনার (বর্গমুদ্রা) প্রদানের আদেশ দিলেন।

জাফর এক রাতে তার কোন বন্ধুর সংগে গল্পের আসরে বিনোদন করছিলেন। তখন একটি ঘোরে পোকা (খনফসী) উঠে এসে তার কাপড়ের উপরে বসলে জাফর সেটি ধরে দূরে ফেলে দিলেন এবং বললেন, লোকে বলে, গোরে পোকা যার প্রতি আমার হয় তার জন্য তা সম্পদ প্রাপ্তির সুস্থাপাদ। তখন জাফর তাকে এক হাজার দীনার প্রদানের আদেশ দিলেন। পোকাটি আবার ফিরে এসে লোকটির গায়ে বসল। জাফর তাকে আরও এক হাজার দীনার সেয়ার আদেশ দিলেন।

একবার তিনি ক্ষীণিকার দেহের সংগে হত্যা গেলেন। মদিনায় অবস্থাকালে জাফর তার সংগীতের একজনকে বললেন, সেরা সুন্দরী, সেরা পাগলিকা ও কৌশলপুরীকে এক বাড়ি খুলে দেখ, আমি সেটি ক্ষয় করব। লোকটি বঁচিতে উঠের একটি বাড়ি খুলে পেল এবং মলিকের কাছে সেটি বিক্রয়ের প্রস্তাব করলে সে অনেক বেশি মূল্য দায়ী করল এবং মূল কথা। জাফরকে দেখিয়ে নেয়ার কথা বলল। জাফর বাড়ির মলিকের বাড়িতে গিয়ে বাড়িতে দেখে অভিভূত হলেন এবং তার গায়ে হত্যা আরও অধিক অভিভূত হলেন। মলিক তার দাম-দস্তর শুরু করলে জাফর বললেন আমার কিছু মূল্য নিয়ে এসেছে। তাতে তুমি সমস্ত হলো উত্তম, অন্যথায় আরও বাড়িতে দেব। তখন মলিক বাড়িকে বললেন, 'আমি এক সময় সঙ্গেছিলাম এবং তুমি ও আমার কাছে বেশ সুখ-আনন্দ ছিলে। এখন আমি অভাব-অনন্তন বিপর্যস্ত। এ কারণে আমি তোমাকে এ রাজার কাছে বিক্রি করে দিতে চাই। যাতে তুমি আমার কাছে আমার তার কাছেও তোমার সুখ-আনন্দ থাকতে পার। বাড়ি তাকে বলল, আলাহুন্ব কসম! হে আমার মলিক। আমার উপরে আপনার যে রপ্ত মলিকানী অধিকার রয়েছে আপনার উপরে আমার সরূপ অধিকার থাকলে আমি আপনাকে দুঃখ ও তার সমগ্র সম্পত্তির বিনিময়ে বিক্রি করতাম না। আর আপনি যে আমাকে বিক্রি করে আমার মূল্য ভাগ না করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে অঙ্গিকার ছিলেন তা গেল কেম্পার? তখন বাড়ির মলিক জাফর ও তার শিক্ষার্থীর বললেন, আপনারাও সেখান থাকেন যে, আমি আলাহুন্ব উদেশ্যে তাকে আমদ (মুক্ত) করে দিয়াম এবং তাকে স্বীকৃতি প্রদর্শন করলাম। মলিক একবার বললে জাফর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাড়িলেন এবং তার সঙ্গীরাও উঠে পড়ল ও বহনকারীকে সঙ্গে নিয়ে আসা মুদ্রা তুলে নিয়ে থাকল। জাফর বললেন, আলাহুন্ব কসম! এ মাল আর আমার সঙ্গে যাবে না। বাড়ির মলিককে বললেন, আমি তোমাকে ও সম্পদের মলিক বানিয়ে দিয়েছি। এগুলা তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে। এ কথা বলে মাল করেছিলেন তিনি চলে গেলেন। এমনই ছিল তার ব্যবহার। তবে ভাই ফয়লের তুলনায় তিনি দান দিয়েছিলেন। তবে ফয়ল তার চেয়ে অধিক সম্পদের মলিক ছিলেন।

ইবন আসাকির দারা কুতুনী সূত্রে তার সনদে বর্ণনা করেছেন, জাফরের মৃত্যুর পর লোকেরা
তার একটি কলসে এক হাজার সর্বমুদ্রা পেয়েছিল। ফেরুলোর প্রতিটির ওজন ছিল একশত দীনারের সমান। মুদ্রাগুলোর উপরিভাগে জাফরের নাম অংকিত ছিল। কবি বলেছেন—

‘একাড়ি পঞ্চদশ দার’

‘হলদে বরণ (সোনালী), রাজ ভবনের ছাপমুক্ত (কত মুদ্রা)। যার মুখায় বরণ ‘জাফর’
(শন্দটি) জলজুল করছিল। যার একটির মূল্যে এক শতাংশ অধিক। কোন অস্ত্রগুলকে তুমি তা
নিয়ে দিলে সে সচ্ছল হয়ে যায়।’

আহমদ ইবনুল মুহাম্মদ আর-রাবিআহ বলেছেন, আন-নাতিনীর বাচ্চা আনন জাফরের কাছে
একটি কাজের লিখা এমন যে, জাফর তার পিতা ইয়াহইয়াকে বলবেন, তিনি যেন মোলিফ
হাররুর রসীস্নেকে আননেকে ক্রম কৃত হয় পরামর্শ দেন। এ পর্য্যন্ত আনন জাফর সম্পর্কে তার এ
কবিতা লিখে পাঠালে—

যা লামার জেলায় (জেলা) আলো চাপান + মন দায় হোটার আমি চাপান
লালচনি (লালচনি)। যদি হোটার আমি চাপান + মন দায় হোটার আমি চাপান
আমার হোটার চাপান + মন দায় হোটার আমি চাপান।

‘হে প্রেম ভর্সনা তিতারকারী! একটি বিরতি দাও, তুমি কখন না কেন? কে আছে এমন
(বাহাদুর) যে প্রেমের অনল দাঁড় করতে পারে? আমার প্রেম মিলিয়া করার পর আমাকে
তা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ভর্সনা কর না; কেননা প্রেম মিলিয়া শরবত অতি মূল্য।
প্রেম-ভাববাসা আমাকে বেষ্টন করে ফেলেছ; আমার পিছনে প্রেমের এক সাগর। সামনে সাগর
আর সাগর।’

তাফ্তি রায়ে উমেদ পার্নহাই ফুনুকী কেওলার শেরো শেরো
সিয়ান শুনাই ফি হোতার লামা এতে + এতে শুনাই পার্নহাই

প্রেমের পতাকাগুলো অগত উদ্ধৃত (আমার ধাতের বার্তা নিয়ে) আমার মাধব উপরে
পরিছন্ন করে উড়ছে, আর আমার চারপাশে অবস্থান নিয়েছে অশ্রুশন-আকাশের সেনাবাহিনী।
প্রেম ভর্সনাকারী লম্ব ভর্সনা করে কিংবা ভাবী। এ দু’টোই আমার কাছে সমান।’

অন্ত মুচকী মন খনি পরের + অন্ত মুচকী মন খনি পরের
লালগুলো হাতারে ফি কেরো + মাফীক ফি ফুনুকী

তুমি বারমাক গোষ্ঠীর সুনিবার্তিত পরিচ্ছন্ন হে কলাণ (এ দান-ফিকার) সাগর। হে
জাফর! কোন গো কীর্তনকারী। তার গো বর্তনয় তোমার মহাকায় প্রেমে প্রথম পৌছতে
পারে না। তার দশমাঙ্ক বর্তন করতে পারে না।’
লোমসুস্ত ক্ষেৎে জলহোড়ে + নিন্ধে ফিজেহা উর্দেুচাঁ আখের।

'তাহার হস্তসহ কোন নিষেপ পাথরকে ছিয়ে দিলে ও তাতে সরুণ পরী-পলাব লক্ষপ্ত করতে শুরু করে।'

লা বিস্তিত মুজাদ্দি আন্তুই + চিনিার এর্দাল নিন্ধে বলিতে।

'কেন্দ্র আবিষ্কারের চূড়ান্ত করে উপসীত হতে পারে না। কিভু তা তুরে যে তার সহনশীলতার নয়া অর্জমায়' সহনশীল হয়।'

ছয়িড়া মুক্তেলাকে মুক্তে মুক্তে খানা এ ক্ষেতে + ফেরা যো নিন্ধে বহে মিনির।

এসহে বোঁদী এ মানি- আন এর গৃহের পর ইঞ্জ এর গৃহের তিন এর গৃহের তিন।

'রাজ্যমুক্ত তার মাযায়। গর্বে আন্তুলিত হয়; আর মিছার তার আসন হয়ে গর্ব অনুভব করে।

পুরুষীর চাঁদ উদয়কালে তার সৎ সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। কিংবা উজ্জল আত্মা তার মুখগুলো

'আলাহুর কসম! আমি বুঝতে পারি না - আধার রাতের চাঁদ রয়েছে তার মুখগুলো নাকি তার চেহারা আরো উজ্জলতর।'

'ইস্তিমতের জ্বোর মীলেল না + যান্ত নাটোর তস্তি।

'আগ্নেকু সাক্ষাত্রাধ্যায়ের তোমার কাছে কামনা করে দান-দক্ষিণার বর্ধণ। আর তোমার চেহারা আন্দায় উদ্ভাসিত হয় সাক্ষাত্রাধ্যায়ের আগমন।'

কবিতার নিচে কে তার কমা বিষযাদি উলুলে করল। জা'ফর তখনই বাহনোরাহী হয়ে পিতার কাছে চলে গেলেন এবং তাকে নিয়ে খণ্ডফার দরবারে সৌষ্ঠব হয়। ইয়াহুয়া বাঁধীকে খাদি করার জন্য খণ্ডফারকে পরামর্শ দিলে খণ্ডফা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে খাদি করব না।

কোনা, কবিগণ তার সম্পর্কে ব্যাপি কবিতা লিখেছে এবং তার (ভাবে আচরণের) বিষয়টি সুবিধিত। এমনি কি (সত্য কবি) আরো নাওয়াস তো তার সম্পর্কেই বলেছেন।

লা যেলিয়াই তা বেন রাজ্য + আর তুলতান কুন মাতাক্ষেম।
বেশ্যার সত্তা কিংবা চরম ইত্য খৈবী ব্যতীত কেউ তাকে খরিদ করে না।

হুমায়া ইবন আশরাস বর্ণনা করেন। আমি এক রাতের জাফর ইবন ইয়াহীয়া ইবন খালিদের সংগে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ তিনি জীবন-সমৃদ্ধ হয়ে যুম থেকে জাগতে হলেন ও কৌতুক লাগলেন। আমি বললাম, আপনার কী হল? তিনি বললেন আমি সপ্ত দেখালাম, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি এসে এ দরজায়, চোখের দুটি ধরে বলতে লাগলে-

কান লম যুক্ত প্রিন্ট আলোর প্রকালা + ইন্দিস লম স্যাম পর্যালোচনা শামির।

'মনে হয় যেন, হাজুন হতে সাদা (পাহাড়) পর্যন্ত কোন সুস্থতা ছিল না এবং যেন মক্কা যেন কোন পর্যায়ের রাতের আসর জমানি।'

হুমায়া বলেন, আমি জাবাবে তাকে বললাম-

যার নক্ষত্র স্থান আল-বাবা দান + স্থান লিলায় + আলগোর্গ ইলো লাজুক।

'না না (কেন নয়?) আমারাই ছিলাম তার বাসিন্দা। পরে কালের ধরন এবং অস্তিত্ব অপরাধ অপেক্ষা অপরাধ আমাদের বিনাশ করে দিয়েছে।' হুমায়া বলেন, পরবর্তী রাতে খলীফা হারন তাকে হত্যা করে তার মাথায় পুলিশের উপরে লটকিয়ে রাখলেন। খলীফা সেখান হতে বেরে গতীর দৃষ্টিতে তাকে দেখান এবং আবৃত্তি করানে।

তিনি হাঙ্ক নাম অসাধু + হাঙ্ক মেশিয়া বেশি।

ফালা তুষনিন ফান লোস্তান + রেহমীন নেতুরুতি মা অল্ফ।

'রুপ ও কাল চর্চা জোকে যা আগাম সরবরাহ করেছিল তার জগতা ছিল এবং পরিজনতাতে পরে তাতের জীবনে তিত করে দিল।' বিশ্বিষ্ট হয়ো না, কেননা, সময় তার জুড়ে দেয় সুখদর্শের বিশ্লেষণে দায়িত্ব।

হুমায়া বলেন, আমি জাফরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওহে! আজ তুমি (রোহানলের) প্রতীক হয়েছে। তুমি তো ছিলে দান-বদনদানতাকে চূড়ান্ত প্রতীক।

হুমায়া বলেন, খলীফা আক্রমণণ্ডল ক্রুশ উটের ন্যায় আমার দিকে চেঁদ পাকিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন-

মাইবা ম্যাং মিউনাম মান জুমফ মান অতুন ফিয়া কান।

মন জুমফ অন্ত মান ও মন কান কান বিনু লোলাতে।

'জাফরকে নিয়ে মানুষের এত বিশ্বাস-মাত্মার্তি কেন? তারা যা কিছু (তার যোগাযোগ-বদনদান) প্রত্যক্ষ করেছেতা তা তো আমাদের (আক্রমণণ্ডল) করণেই ছিল জাফর কে? তার পিতাই বা কে এবং যা বারমাস শুধুই বা কি? - যদি না আমরা (তোদের সুযোগ দিয়ে) থাকতাম।'

একথা বলে খলীফা তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।
জা'ফরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল একক সাতাশি হিজরী সনের সফর মাসের সূচনায় শনিবার রাতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সাইব্রিশ বছর এবং এর মধ্যে সতের বছর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

(জা'ফর পরিবারের করণ পরিপ্রেক্ষিত এমন হয়েছিল যে,) এক ইসলাম আমহার দিনে জা'ফরের মা আব্বাসা শীর্ষ নিবাসের জন্য মানুষের কাছে একটি দুর্গাধারচার সাহায্য প্রার্থনা করছিল। লোকেরা তাকে তাদের পূর্বকার প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, এমনি এক দিনে আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার শিক্ষার চারিদিকে আমার সেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। আমি আমি বলতাম, আমার মৃত্যুতত্ত্ব পুরো নয়।

খতিবের বাগানদারী তাঁর সনদে বর্ণনা করোন, হারুনের রবীন্দ্র কর্তৃক জা'ফরকে হত্যা করা এবং বার্মাকাদির উপর শেষে আসা ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ সুফিয়া ইবনুল উয়ায়িনা (র) - এর কাছে পৌঁছলেন তিনি কিবালামুখী হয়ে বললেন, ইয়া আলাহ ! জা'ফর আমার দুর্নিয়ার বামেলা মূর্তির জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। আপনি তার আমিরাতের আমেলা মূর্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

আল-মুনতাজাম কিতাবে ইবনুল জাওয়ি উল্লেখ করেছেন, খলিফা মোহেরের কাছে এ মরম সংবাদ পৌঁছল যে, নতুন বাক্কি বার্মাকাদির করবসানে গিয়ে কানরাকাটি করে ও তাদের জন্য বিলাপ-মাতম করে। খলিফা তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। সে জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে খলিফার দরবারে এবং করল। খলিফা তাকে বললেন, দুর্ভাগা ! তুমি সব করেছ কেন ? লোকটি বলল, হে আমার মুহিমীন ! তারা আমাকে বিশাল অনুমোদন করেছিল এবং অনেক দান-দক্ষিণা দিয়েছিল। খলিফা বললেন, তারা তোমাকে কী দান করেছিল ? সে বলল, আমার নাম আল-মুনতাজাম ইবনুল মুহির। আমার নিবাস দামেশকে। এক সময় আমি দামেশকে বিশাল সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলাম। পরে আমার সে প্রাচুর্য নিষ্ঠেয় হয়ে গেল এবং আমার অবস্থা এমন হল যে, আমি আমার বসত বাড়িটি বেঁচে ফেলতে বাধ্য হলাম এবং আমি করপরিশীলন হয়ে গেলাম। তখন আমার বন্ধুদের কেউ কেউ আমাকে বাগানের বার্মাকাদির শরণাপাল হওয়ার পরামর্শ দিল।

আমি বাড়িতে গেলাম এবং আমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে নিয়ে বাগানের পৌঁছলাম।

তখন আমার সঙ্গে ছিল বিশেষ অধিক নারী। আমি তাদের একটি অনাবাদ মসজিদে রেখে সালাত আদায়ের জন্য একটি অনাবাদ মসজিদের উদেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি একটি মসজিদে পৌঁছলাম যেখানে এমন একদল লোক ছিল যাদের চেয়ে সুন্দর চেহারার মানুষ আমি দেখিনি।

আমি তাদের সঙ্গে বললাম এবং আমার পরিজনের কথা মেটাতার জন্য সামান্য বাধ্য প্রার্থনা করার কথাটি মনে মনে আওঁড়াতে লাগলাম। কিন্তু লজ্জা আমাকে তা মুখ হতে উচকারণে বাধা দিল।

আমার এ অবস্থায় একজন খাদিম এসে লোকদের আহবান জানালে তারা সকলে উঠে পড়ল।

আমি তাদের সঙ্গে চলাম। তারা এক বিরাট ভবনে প্রবেশ করল। দেখলাম উদ্বীয় ইয়াহইয়া ইবনুল খাদিম সৈন্যের উপর বিচার রয়েছেন। লোকেরা তাঁর চারপাশে আসন নিল। তখন তার এক
ভাতিজার সংগে তার কন্যা আইশা-র আক্তদ সম্পন্ন করা হল। মজলিসে মিশকের টুকরা ও আধেরের পাত্রের শিকার হল। এরপর খাদমেরা মেহমানদের প্রতিকালের কাছে রুপার তেরিও একটি উপহার পাত্র নিয়ে গেল। যাতে ছিল এক হাজার করে সর্বমুখুদ্রা ও সেই সংগে মিষ্ক চূর্ণ। লোকারা তা নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি একাকী বসে রহিলাম। আমাকে দেয়া উপহার পাত্রটি আমার সামনেই ছিল। সেটি অতি মূল্যবান হওয়ার কারণে সেটি নিয়ে যেতে আমি অন্ততে শংকা বোধ করিলাম।

উপস্থিত কেউ আমাকে বলল, তুমি এটি নিয়ে চলে যাচ্ছ না কেন? তখন আমি হাত বাড়িয়ে পাত্রটি তুলে নিলাম এবং সর্বমুখুদ্রাগুলো আমার পকেটে রাখলাম ও পাত্রটি বগলদাবা করে উঠে পড়লাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, সেটি হয়েতো আমার কাছ হতে নিয়ে নেয়া হবে। আমি এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলাম। উদ্দিয় আমার অভ্যতা আমাকে দেখে চল্লিখনি। আমি দরজার পড়তে কাছে পৌছলে লোকারা তার আদেশে আমাকে তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তখন আমি মালের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলাম।

ঈদীর আমাকে বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তখন আমি আমার সব কথা তাকে বর্ণনা করলে তিনি কেন্দে ফেললেন ও তার সত্তানদের বললেন, এক নিয়ে গিয়ে তোমাদের সংগে মিলিয়ে লও। তখন একজন খাদিম এসে আমার কাছ হতে সর্বমুখুদ্রা ও পাত্রটি নিয়ে গেল। আমি তার সত্তানদের কাছে একের পর এক দশ দিন অবস্থান করলাম। আমার মন পড়লেন আমার পরিবারের কাছে। কিন্তু আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারিলাম না। দশদিন অতিক্রান্ত হলে খাদিম এসে আমাকে বলল, তুমি তোমার পরিবারের কাছে যাবে না? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! অবশেষে যাব। তখন খাদিম আমার সামনে হইটে লাগল, কিন্তু পাত্র ও সর্বমুখুদ্রা আমাকে ফিরিয়ে দিল না। আমি (মনে মনে) বললাম, হায়! এ ঘটনা যদি আমার কাছ হতে পারি ও সর্বমুখুদ্রা নিয়ে যেয়ার আগে ঘটে মেটে! হায় আমার পরিবার-পরিবর্তন যদি তা দেখেন পেত।

খাদিম আমার সামনে চলতে চলতে এমন একটি বাড়িতে পৌছল যার চেয়ে সুদর বাড়ি আমি দেখি। বাড়ির ভিতরে প্রতিশীল করে আমি দেখলাম যে, আমার পরিবারের লোকারা সেখানে সর্ব (অলকার) ও রেশমী বন্ধ জুটোপটু খুলে। তারা বাড়িতে এক লাখ দিন রৌপ্য মুল্লা (রৌপ্য মূল্লা) ও দশ হাজার দীনার (সর্বমুখুদ্রা) পাঠিয়ে নিয়েছে। সেই সংগে সমৃদ্ধ আসাবাবপ্রস্থ বাড়ির মালিকানার দলীল ও দুইটি বিবাদ গ্রামের লাখের জাপান বরাদ্দপত্তা পৌছে দেয়া হয়েছে।

এরপর হতে আমি বারমাকীদের সংগে প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করিলাম। তারা দুর্লভ শিকার হলে আমর ইবনন মাসাসাদা আমার নামে প্রদত্ত গ্রাম দুইটির বরাদ্দ বাতিল করে আমার উপর তার খারাজ (রাজস্ব) ধর্ষ করে দিল। এরপর হতে যখনই আমি আটানের শিকার হই তখন তাদের (পরিবার) বাড়ি-ঘর ও বাড়িরের কাছে পৌছে তাদের শ্রদ্ধে কল্লাকাটি করিও।

এস বন্ধু খুশী মামূন গ্রাম দুটি ফিরিয়ে দেয়ার ফরমান জারী করলেন। এতে বৃত্ত লোকটি মূল্য ও দুর্লভ শিকার হলে মামূন বললেন, কী ব্যবসা? আমি কি তোমার সংগে নতুন করে সদর কর্ম না? সে বলল, তা অবশ্যই। তবে তা-ও তো বারমাকীদের বরক্তি।

মামূন বললেন, আমার সাহাবার অবাধ রাখ। কেননা অগ্রকার্য পারিপালন ব্যবস্থাময় এবং উত্তম সাহাবার ও প্রতিশীল রক্ষা করা ঈমানের অংশ।
হয়রত ফুযায়েল ইবুন ইয়ায় (র)

এ সনে যাদের ইনিতিকাল হয় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফুযায়েল ইবুন ইয়ায় আবু আলী আত্ত-তাহমী। তিনি শীঘ্র স্থানীয় অধিক আবিদকদির অন্যতম, খ্যাত আলিম ও ওলিগনের অন্তর্ভুক্ত। খুরসার দিনের অংশ জন্মগ্রহণ করেন এবং হয়ে অবস্থায় কুফায় আগমন করেন। তিনি আ’মাশ, মানসুর ইবনুল মু’তাওম, আতা ইবনুস সাইব, বসাইন ইবন আবদুর রহমান মুন্যদের কাছে থেকে হাদিস আহরণ করেন। পরে মক্কায় চলে যান এবং সেখানে ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। তিনি ছিলেন প্রতিমিথের লিলাওয়াতের অধিকারী এবং অধিক পরিমাণে সাহাত-নিয়াম গালানকারী। তিনি ছিলেন হাদিসের অস্ত্রাভাজন (ছিকা) ইমামরূপে মহান নেতৃত্বের আসনে বরিত। (আলাহু তাকে রহম করুন ও তার প্রতি সতুর্ত হোন)।

খলীফা হারুনর রশীদ ও তার মধ্যে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে যা আমরা তার ঘরে খলীফার আগমনের অবস্থা ও বিভাগে বর্ণনা করেছি। খলীফাকে ফুযায়েল ইবুন ইয়ায় যা বলে ছিলেন এবং হারুনর রশীদ তাকে সম্পদ গ্রহণের অনুরোধ করলে তা রহে তার অস্ত্রীকৃত ইত্যাদি বিষয় সেখানে আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ বছরের মুহাররাম মাসে তিনি মক্কায় ইনিতিকাল করেন।

বিভিন্ন বর্ণনার আছে। এক সময় ফুযায়েল বিপথখাবারী দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল এবং রাহাজানি করে বেড়াত। সে এক কর্তৃনীতি প্রেম নিবেদন করত। এক রাতে সে প্রেমিকার কাছে যাওয়ার জন্য একটি দেয়াল টপকাবার সময় সে কেন কুয়ারান তিলাওয়াতকারীকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে চন্তে পেল-

"আল্লাম যান লর্দি অমন্যা আন তথ্যান প্যালোথর সুলায় ইল্লার।"

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি আল্লাহুর অ্যাক্জে তাদের অত্র ভীত-সত্ত্ব হওয়ার সময় এসে পৌঁছিয়ে ১৬ (সুরা হাদিদ: ১৬)।"

তিলাওয়াতের আওয়াজ কর্কুতরে আহরণ করলে সে আব্দাকে বলে উঠল, ইন্না, ইন্না এবং সে তওবা করে তার পেশা ও অপকর্ম সম্পর্কে পরিচালন করল এবং একটি অনািয়া স্থানে চলে গিয়ে সেখানে রাত অতিবাহিত করল। সেখানে সে একটি কাফেলার লোকদের বলতে শুনল, উদাহরণ সামনেই ফুযায়েল ডাকাতদের আশানা। ফুযায়েল বের হয়ে পাঠকদের নিরাপত্তা দিল এবং নিজের তওবায় অবচিল রইল। এরপর হতে তিনি ইব্যারাত ও দরবীর শীঘ্র স্থবি উপনীত হতে লাগল এবং এক সময় এমন বর্ণে যুক্ত পরিণত হলেন যে মানুষ তার মধ্যে হিদায়াত পেতে লাগল এবং তার বারী ও কমের অনুসরণ করতে লাগল।

ফুযায়েল (র)-এর অমূল্য বাণী

১. সমগ্র দুর্দিন্না যদি এমন হলাল হত যে, তার জন্য আমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না তবুও আমি তা থেকে এমনভাবে আহরণ করে চলতাম যেরূপ তোমরা মৃত লেখের পাশ দিয়ে পথ চলার সময় তা তোমাদের কাপড়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর।
2. মানুষের জন্য আমল করা শর্করা। মানুষের উদ্দেশ্যে আমল বর্জন করা রিয়া। আল্লাহর 
তোমাকে এই অপব্যাপ্ততা হতে বক্সা করলে তাই হল ইখলাস।

3. খলিফার হারুনর রশীদ একদিন তাকে বললেন, আপনি কত বড় তায়গী সাধক! ফুয়াল 
(র) বললেন, খলিফা আমার চেয়ে বড় তায়গী সাধক! কেননা, আমার তায়গ নগণ্য দুনিয়ার 
ব্যাপারে যা মশায়র পাখা হতেও নগণ্যতা। আর আপনার তায়গ অনুম্বুল অধিকার্ডের ব্যাপারে। 
সুতরাং আমার তায়গ হচ্ছে ক্ষরিঙ্গু বিষয়ের ব্যাপারে। আর আপনার তায়গ স্বাভাবিক বিষয়ের ব্যাপারে। 
নিশ্চয় একটি মুখ্য মায়া তায়গমাজ উত্তে একটি লালের মায়াতায়কারী চর্চে অধিক তায়গী 
প্রুশ্ন। (আবু হামিয় অস্পর্কে বর্তিত আচ্ছা যে, তিনি খলিফা সুলায়মান ইবন আবদুল মালিককে 
অনুরূপ কথা বলেছিলেন)।

4. ফুয়াল (র) বললেন, আমাকে করুণ হওয়ার নিশ্চিত্যযুক্ত একটি দু'আ'র সুযোগ দেওয়া 
হলে তেনি আমি ইমাম (রস্তী প্রধান)-এর জন্য প্যারয় করতাম। কেননা, তাকে দিয়ে সমার 
দেবরের কল্যাণ সাধিত হয়। রস্তী প্রধান (প্রশাসক) ভাল হয়ে গেলে দেশ ও দেবরের আল্লাহর 
বান্দারা নিরপেক্ষ লাভ করে।

5. আমি কখনও আল্লাহর না-ফরমানী করলে তার প্রতিক্রিয়া আমার গাধা, আমার খাদিম, 
আমার তৃতীয় ও আমার ঘরের আমারের আচরণে প্রত্যক্ষ করি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪:১৫ (আল্লাহ জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছে। 
........ তোমাদের মধ্যে কে উত্তম অমলকারী তা যারই করার জন্য . . . . (সুরা মুর্ল ২) ’;
সম্পর্কে তিনি বললেন, অর্থাৎ কে অধিক ইখলাস সস্পুন এবং কে অধিক সুষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারী 
........ আমল অবশ্যই ঐকান্তিক রূপে আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং নবী (সা)-এর অনুসরণে 
যথার্থ হতে হবে।

এ বছরের ইনফরমাল হয় তাদের মধ্যে উল্লেখ্যগুলোর তালিকায় আরও রয়েছেন 
বিশেষ ইবনুল মুফাতিয়াল্লাহ, আবদুস সালাম ইবন হারব, আবদুল আলিয়া ইবন মুহাম্মদ ইবন 
দাওয়ার্দী, আবদুল আলিয়া ইবন আল-আকিনী, আলিইবন ইসি যিনি আদিসাইফিয়া কাসিম 
ইবনুর রশীদের সঙ্গে রোম অঞ্চলের আমারী (গভর্নর) ছিলেন, মু'আমিসর ইবন সুলায়মান। যাব্দি আবু 
শুয়ায় ইবন আল-বাবরানী (আল বাবাই বাবাই)। আবু শুয়ায় বাবারায় (বাবারানী) অবস্থানকারী প্রথম 
ব্যক্তি। তিনি সেখানে একটি রুপান্তরের বিবাদে নিম্ন পাক্তৎ। এক আমারীর কন্যা তার প্রতি 
আসক্ত হয়ে তার পারিবারিক জীবন বিদিয়মান দুনিয়ার সুখ প্রাপ্তির জন্য পরিত্যাগ করে 
এবং আবু শুয়ায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবর্ত হয়ে তার এস রুপান্তর ঘটে ইবাদতে নিম্ন হয়।
ষামি-শ্রী দুর্জন সেখানে ইনটিভিক করেন। এ মহিলার নাম জাওয়ারা বলা হয়েছে।

১৮৮ হিজরীর আগমন

এ বছর ইবাদাতীম ইবন ইসরাইল সাইফ অধিনায় পরিচালনা করেন এবং সাফাতের 
গিরিপথ রোম প্রাভাত উপস্থ করেন। রোম (বায়ান্টাইন) সম্রাট আন-কাফরের তার 
মুকাবিলায় অবতীর্থ হলে যুদ্ধে সে তিনি আচাতপ্রাপ্ত হয়ে পরাজয়বরণ করে। যুদ্ধে তার 
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ)——৪৪
হেব আন ফেনা মুল্য তোহার ফেনা + হাদান লক ইদালীবা ফেকান মাদানার

আইনা গুদা মসবুর কোত্বাবু + হাতুলাযু শিখুল ফেকান হুল" 

"মনে কর সম্ভা পৃথিবী কুমালাক হেকালে বিং সব মানুষ তোমার আনুগত্য হীকাল করে নিয়েস। তাতে হল কী ! আগামীকাল তোমার গথার্থি কী করবের গথার্থ নয় ! যেখানে মানুষ একের পর এক তোমার উপর মাটি দিয়ে ধীরবে।"

খলীফা বলেন, বাহলুল ! অতি উত্তর বলেছ। আরও কিন্তু ? বাহলুল বলেন, হায়, হে আমার মুমিরিন। আলাাছু তোমার সম্ভো সৌম্য দিয়েছেন সে তার সৌন্দর্ধের পরিসর করলে এবং সম্ভো দিয়ে দুঃখীনাদের প্রতি সমাধিতা করলে তোমার নাম আলাাছু দফতরে পৃথ্যনদীর তালিকায় লিপিকর করা হব। বর্ণনাকার বলেন, এতে খলীফা মনে করেন, বাহলুল তার কাছে কিছু পেতে চায়। তাই, খলীফা বলেন, আমি তোমার ধরণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার আদেশ দিল। বাহলুল বলেন, এমন করেন না, হে আমার মুমিরিন। কেননা, ধরণ দিয়ে ধরণ পরিশোধ করা যায় না। বর্তম হন্ডাদের হল ফিরিয়ে দিয়ে এবং আপনার নিজের ধরণ নিজে পরিশোধ করল। খলীফা বলেন, আমি তোমার জন্য ভাবা জারী করার আদেশ দিল, যা দিয়ে তুমি তোমার খাদের প্রয়োজন মোটামুটি পারব। বাহলুল বলেন, হে আমার মুমিরিন! তার প্রয়োজন নেই। কেনায়, আলাাছু সুবোধ আপনাকে দিয়েন আর আমাকে ভুলে থাকতে এমন হবেই না। দেখা আমার এত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এলাম যখন আপনি ভাবা জারী করেননি। আপনি চলে যান! আপনার ভাবা জারীতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। খলীফা
বললেন, এ এক হাজার দীনার নিয়ে যাও। বাহলুল বললেন, এগুলো এর মধ্যে মালিকদের ফিরিয়ে দিন। সেটিই হবে আপনার জন্য উপার্জন। আমি এগুলো দিয়ে কী করব? যাও, এখান থেকে চলে যাও, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। বর্ননামারী বললেন, খলীফা তখন চলে গেলেন।
নুনিয়া তার কাছে নিকুঞ্জ অনুভূত হল।

আবু ইসহাক আল-ফাযারী

এ বছরে যারা ইনিতিকাল করেন তাদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন ইব্রাহীম ইব্রাহীম ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল হারিজ ইবনুল ইসমাইল ইবনুল খারিজা, যিনি আবু ইসহাক নামে খ্যাত। প্রথম মাদাগাবীদ ও পুষ্কার। মাদাগী ও অন্যান্য বিষয়ে সিরিয়ার ইমাম। তিনি ছাত্রী ও আওয়ামী প্রমুখ হতে হানিফ আহরণ করেছেন। তিনি এক আলাদালাদিহিজরী সনে চতুস্তরে এর পূর্বে ইনিতিকাল করেন।

ইব্রাহীম আল-মাওসিলী

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বছরে যাদের ইনিতিকাল হয় তাদের অন্যতম ব্যক্তি খলীফার সভাদে সাহিত্য বিষয়ে আদর্শের সদস্য ইব্রাহীম ইবনুল মাহান ইবনুল হামান। তার উপন্যাস আবু ইসহাক। খলীফা হারিনুর রশিদের অন্যতম সভাকর্তা। গায়ক এবং হারিনুর রশিদ ও অন্যান্য খলীফার আদর্শের ব্যাপার। তার পূর্বে পুরুষ ছিল পারস্য সৈনিক। কুফায় জন্মগ্রহণকারী ইব্রাহীম সৈদের যুব-তর্কণের সংগ্রহ করে তাদের কাছে গানের তারির গ্রহণ করেন।

পরে তিনি মাওসিল (মসুল) চলে যান এবং পুনরায় কুফায় ফিরে আসেন। এ কারণে তাকে মাওসিলী বলা হত। পরে তিনি খলীফার দলবারে যায়। প্রথমে তিনি খলীফা মাহাদীর দলবারের স্থান লাভ করেন এবং হারিনুর রশিদের বিশেষ সুন্দর লাভ করেন। তিনি ছিলেন হারিনুর রশিদের রাতের আদর্শের মোহাবেহ, সততাস ও অন্যতম গায়ক। ইব্রাহীম মাওসিলী অত্য সম্পদের মালিক ছিলেন।

প্রাগামণ্ড বর্ণনামতে এ বছরেই ইব্রাহীম মাওসিলীর মৃত্যু হয়। প্রাগামণ্ড তালিকাভুক্ত আল-ওয়াফায়াতের তালিকাতে ইব্রাহীম খালিরিকান বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম (কবি-গায়ক) আবুল আতাহিয়া ও আবু আদর আশ-শায়াবানী দুই তের হিজরীতে একই দিনে বাগদাদে ইনিতিকাল করেন। তবে প্রথম বর্ণনাটি প্রাগামণ্ড।

মৃত্যু সন্নিকটকালে তার অবীত কবিতায় আছে:-

ملِّ وَاللهُ الَّذي نِيبُ مِنْ مَعْسَسَةٍ هَذِيِّ دِينٍ
সোফ্যালি উন গোন ফুরের লি ফয়ন ও হোম্বিগেরement

"আল্লাহর কসম ! আমার রোগ নির্মিত ও ব্যবস্থাপনা প্রদানে আমার চিকিৎসক ক্লাস্ত হয়ে
গিয়েছে। অত্রিরহ মৃত্যুর 'শেক সংবাদ' শোনা যাবে। যা ঘোষিত হবে বন্ধু ও শরের
উদ্দেশ্যে।"

এ বছরে আরও ইনিতিকাল করেন জারী ইবন আবদুল হামিদ, রুসুদ ইবন সাদ, আবদা
ইবন সুলামায়মান উকবা ইবন খালিদ আবিদ উমর ইবন আইউব। যিনি ইমম আহমদ ইবন হামল
(র)-এর মাশাইখদের অন্যতম এবং একটি বর্ণনা মতে ঈসা ইবন ইউনুসও এ বছরেই ইনিতিকাল
করেন।

১৮৯ হিজরীর আগমন

এ সনের প্রারম্ভকালে হারমুর রশিদ হজ্জ থেকে ফিরে এসে রায় অতিমুখে সফর করেন এবং
প্রশাসনে রদদালের জন্য নিয়োগ ও বক্সটিঙ করেন। এ ধারায় আলী ইবন ঈসাকে কুরআনের
প্রশাসন পদে পুনর্নিয়োগ প্রদান করেন। এসব অংশগুলির শাসনগুলি ‘ফসল’ হরকে রকমের জন্য
ও সম্পদের হামিদ-তাহফা নিয়ে তার নিকট সমবেত হয়। পরে খলীফা বাগদাদ অতিমুখে
প্রত্যাবর্তন করেন। পরিষেদে কামরুল লুসাস-এ ইসলাম আহমেদ সমগ্র হলে সেখানেই
কুরআনের অনুষ্ঠান উদ্যোগ করেন এবং বিলহজের তিন দিন অবশিষ্ট থাকাকালে বাগদাদে প্রবেশ
করেন।

পুল অতিক্রম করার সময় তিনি জাফর ইবন ইয়াহিয়া বারকারীর মৃত্যুর নামিয়ে ফেলার
আদেশ দেন। সেটি নামিয়ে পোড়ানো হয় ও পরে দাফন করা হয়। লাশটি নিহত হওয়ার সময়
হতে এদিন পর্যন্ত শুলীবিদ্য অবস্থায় ছিল।

তারপর হারমুর রশিদ আর রাক্কায় (আর-রশিদ নগরী) বসবাস করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ
ত্যাগ করেন। রাক্কায় অবস্থানে তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানের স্থানীয়দের দমন করা। অন্যথায়
বাগদাদ ও তার মনের অবহাওয়া -পরিবেশের জন্য তার মনে দুঃখের বোধ ছিল। বিষয়টি আবাস
ইবনুল আহানের কবিতায় ফুটে উঠেছে। খলীফার সংগে বাগদাদ ত্যাগ প্রসংগে আবাসের
কবিতায় আছে-

মা অন্যহানি আরুল্লাহ রাখ কর যুগে রে জনন যুগে হল এল্লালের
সালাম তা হল এই সুরুফ বি মুমারি ও লালালের

'আমরা (হজ্জ থেকে ফিরে এসে) উত বসাতে না বসাতেই (অবিন্দে) পুনরায় চলতে শুরু
করলাম। এমন যে, আমাদের উত বসানো ও প্রশাসনের মধ্যে ব্যবহার রেখা ছিল না।'

আমরা আগমন করলে লোকেরা আমদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। আমরা
বিদায়কে তাদের জিজ্ঞাসার (জবাবের) সংগে সংযুক্ত করে দিলাম।

এ বছরই হারমুর রশিদ রোমানদের হাতে বন্ধু মুসলিমদের বন্ধু বিনিময় করে মুক্ত করে
আলাপন। এমনকি লোকেরা বলতে লাগল যে, সেখানে একজন মুসলিম বন্ধুও অবশ্যই রাখলেন
না। এ প্রসংগে কোন কবি বলেছেন-
তোমাকে দিয়ে মুক্তি লাভ করল সে ভালী দল যাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কঠিন কার্যাগ্রাম। যেখানে কোন বদল সাক্ষাৎ লাভ করা যেত না। এমন এক কঠিন সময়ে যখন তাদের মৃত্যু করার বিষয়টি মুসলমানদের অরাগ করে দিয়েছিল এবং লোকেরা বলাবলি করছিল, মুলতাকিদের কার্যাগ্রামগুলোই হবে ভালীদের করব।

এই বছর সৌদামনদের আরোপ করার উদ্দেশ্যে আল কাসিম ইবনুর রশিদ মারজ দাবিক সীমাতে সনা সমাবেশ করেন। এই বছর আকবাস ইবন মুসা ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আকবাস (রা)-এর পরিচালনায় মুসলমানরা হজ সম্পাদন করে।

এই বছরে বেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইনতিকাল হয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা

এদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আরুল হাসান আলী ইবন হাম্মায়া, ইবন আবদুল্লাহ ইবনুর কীরোয় মাওলা (মিত্রত) সুকুর আসাদী এবং কিসাই নামে সমাধিক পরিচিত। এ পরিচিতির কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি মাত্র এক চার্ট (কিসা' অর্থাৎ চার্ট) ইহরাম বাধার করণে এবং মাত্রকার তার শাখা হাম্মায়া আয়-মায়াতের দরবারে এক কাপড়ে অবস্থানের কারণে তিনি এ নামে পরিচিত লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে অভিধান (পুস্তক ও ভাষা)-বিদ। ব্যাকরণবিদ ও প্রখ্যাত কিরাকাত বিশেষজ্ঞ সাত ইমামের অন্যতম। তার মূল নিবাস ছিল কুষায়। পরে তিনি বাগদাদের নিবাসী হন। তিনি হোসেনর রশিদ ও তার পুত্র আল-আমীরের গৃহ শিক্ষক ছিলেন।

তিনি ইলমুল কিসা করিয়েছিলেন হাম্মায়া ইবন হাবিব আয়-মায়াতের নিজে। প্রথম দিকে তিনি উস্তাদের কিসাই অনুসরণে পাঠান করতেন। পরে তিনি নিজে কিসাই পন্থী অনুসরণে পাঠান করতেন। আবু বকর ইবন আইয়াশ, সুফিয়ান ইবন উয়দিয়ানার প্রমুখ হতে শিখিয়েছেন এবং তার নিকট হতে শিখিয়েছেন ইহাহীয়া ইবন মিযাদ আল-ফারারা, আবু উবায়দ প্রমুখ।

ইমাম শাফিকই বলেছেন, 'কেউ নাহ আহরন করতে চাইলে তাকে কিসাই রোগ গ্রহণ করতে হবে।' কিসাই নাহ শাফিক ইমাম সিলীরের নিকট শিখিয়েছেন। একদিন তিনি উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করান, আপনি এই ইমাম কার কাছে শিখেছেন সিরাজ বলা হল, বিজ্ঞানের বেদুইনদের কাছে। তখন কিসাই কিসাইর পাটিয়ে আঁধার চাকে পেলেন এবং মূল আরবী বেদুইনদের নিকট হতে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করলেন। পরে তিনি উস্তাদ সিলীর কাছে ফেরে এলে দেখতে পেলেন যে তিনি ইনতিকাল করেছেন তার স্বার্থে ইউনিয়ান শীর্ষ আসন দখল করে নিয়েছেন। এতে তাদের দু'জনের মধ্যে বিভক্তিতে একাধিক তক্তবিদান অনুষ্ঠিত হল এবং অবশেষে ইউনিয়ান তার প্রশংসা করার কর নিয়ে তাকে তার আসনে অধিগ্রহণ করলেন।

কিসাই বলেছেন, একদিন আমি হারমুর রশিদকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম। তখন আমার কিরাকাত আমাকে মুহুর্ত করল এবং আমি এমন একটি ভূল করলাম যে ভূল শিখিয়াঁ করে না। আমি এমন পড়ে গিয়ে লুজুমের পড়ে ফেললাম। হারমুর রশিদ
তাতে লুকমা দিতে দুঃসাহসী হলেন না। আমি সালাত ফেরাবার পর তিনি বললেন, এটি আবার
কোন লুকা ভাবে (কোন গোড়ের ভাবে)? আমি বললাম, চোকস ঘোড়া সওয়ারও কখনও পিছলে
পড়ে। হারান বলল, তা হলে তো কিছু বলার নেই।

কেউ কেউ বললেন, আমি একবার কিসাইর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাকে চিনিত দেখতে
পেয়ে আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে? তিনি বললেন, উমরীর ইযাহুইয়া ইবন খালিদ আমাকে
সংবাদ পাঠিয়েছেন। তিনি আমার কাছে কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমার তুল করে
ফেলার ভয় ছিল। আমি বললাম, আপনার যা ইচ্ছা জবাব দিবেন। আপনি তো কিসাই। তিনি
বললেন, আল্লাহ যেন সেটিকে - অর্থাৎ তার জিজ্ঞাসাকে কেটে দেন। যদি আমি এমন কিছু বলি যা
আমি জানি না। একদিন কিসাই এক কাঠ মিহিকীতে বললেন, এ দর্জা দু'টির দাম কত? (بسم الله)

হিসাব বেলার যা মুতাবুলান 
(হে জান বিলায়ত)

মিক্রীতে তখনই বলল হে চড় থেকো (অধিক তুল
করার কারণে যে সাধারণত অধিক পরিমাণে চড়-থাপার থেকে থাকে। দুই সালিজ-এর বললে।
(অর্থাৎ কিসাইর প্রশ্ন ব্যাকরণগত তুল করার কারণে মিক্রী ও ইচ্ছা করে ব্যাকরণে তুল করে
উত্তর দিল এবং কিসাই চড়-থাপার থেকে অভ্যন্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে তাকে হে প্রতিপন্ন
করল)।

প্রসিদ্ধ মতে কিসাই এ বছর (১৭৯ হি.) ইনতিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল সতুর
বছর। এ সময় তিনি রায় অঞ্চলে হারানীর রণের সঙ্গে ছিলেন। রায় অঞ্চলে একই দিনে
কিসাই ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর মূল্য হয়। এ সম্পর্কে হারানীর রণের বলেন,
ফিকা ও আরবি ভাষায় আমি রায় -এ দাফন করেছি। ইবন খালিকান বললেন, কারণ কারণ
মতে কিসাই দুইস বিবাহ হিজতে তুল শহরে ইনতিকাল করেন। কিসাইর মূল্যের পর কেউ
তাকে বেগে দেখল, তার চেহারা ছিল পূর্ণিমার চাদার নায়। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার
মালিক আপনার সঙ্গে কি আচরণ করেছেন? কিসাই বললেন কুরআনের ওলিয়ান আমাকে
মাফিকাত দান করেছেন। আমি বললাম, হামায়-র অর্থে কি? কিসাই বললেন, তার অবস্থান
তো ইরানিয়েন (সুউক মাকামে) আমরা তাকে দূরে অবস্থানকারী তারকার (গ্রহের) নায়
দেখতে পাই।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনুল যুফার (র)

এ বছরের মাঝের ইনতিকাল হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তালিকায় অন্যতম- ইমাম
আবু হানিফা (র)-এর বিশিষ্ট হ্যাট আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (ইমাম মুহাম্মদ)
আশ-শায়াবানি- মালা সুরে শায়াবান গোড়ে। তার মূল নিবাস ছিল দামেশকের কোন জলাব্দ।
তার পিতা ইকাস আচরণ করেন এবং একশ বিশিষ্ট হিজরীতে ওরাইতে ইমাম মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি কুফায় লালিত হন। আবু হানিফা, মিসআর, সাপী, উমর ইবন যাবর ও মালিক ইবন
মিসওয়াল (র) প্রমুখের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালিক ইবন আনাস, আওয়াসি ও আবু
ইউসুফ (র) প্রমুখ হতে হাদিস ও ফিকাহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং
সৈনিকদের দরস দান করেন। ইমাম শাফিই (র) বাগদাদ আচরণ করলে একশ চোরাশি
হিজরীতে ইমাম মুহাম্মদের নিকট হতে ইলম লিপিবদ্ধ করেন।
হাজুনুর রশীদ তার কাজা রাক্কা-র কাজি নিয়োগ করেন এবং তাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইমাম মুহাম্মদ তার পরিবারের লোকদের বর্ণনা, তোমাদের দুসুমিতের কোন প্রয়োজনের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার মনে নিম্নূপ করবে না। বরং তোমাদের আমার সম্পূর্ণ হতে তোমাদের দাহিনা অনুসারে নিয়ে নিবে (এবং প্রয়োজন সমাধা করবে)। কেননা, তা আমার দুষ্টিতা লাঘব করবে এবং আমার মনে একাকী রাখবে।

ইমাম শাফিক (র) বলেছেন, তার মত বিশাল পরিধির আলিম, তার চেয়ে অধিক বাণী ও সাবলীল জীবন ও সরল গ্রামের অধিকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। আমি যখন তাকে কুরআন ফিলাওয়াত করতে শুনতাম তখন মনে হত যেন, তার আত্মাই কুরআন নামিল হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, আমি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানবান কাউকে দেখিনি। তার প্রভাব ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনের চোখ ও অন্তর পূর্ণ করা রাখত। ইমাম তাহার (র) বলেছেন, ইমাম শাফিক (র) ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের কাছে তার কিতাবুস সিয়ার প্রথম দেয়ার জন্য আবাদ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ তা ধারে প্রদানে সমস্ত না হলে শাফিক (র) তাকে লিখে পাঠালেন।

"বল সে মহান ব্যক্তিকে যার তুলনা আমার দুর্বল দেখিনি; এমনকি তিনি এমন যে, যে তাকে দেখল সে যেন তার পুরুষত্ব (বর্ণনা)-দের দেখল। ইলমের বিষয় (কিতাব) তার যোগ্য ব্যক্তিকে দেয়া হতে বিরত থাকতে ইমম-ই তার অধিকারীকে নিষেধ করে। কেননা, তা তে তার যোগ্যতা সম্পন্ন দেয়ার জন্য হতো। . . .

বর্ণনাকরী বলেন, এ কাব্যগত পাওয়া মাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র) তার কিতাবটি হাদিয়ারপেই (ধাররপে নয়) শাফিক (র)-এর জন্য পাঠায় দিলেন। ইবরাহীম আল-হার্বী বলেছেন, কেউ ইমাম আহমদ ইবনুল হাসান (র)-কে বলল, এ সব সুখ মাসামালা অপনি কিতাবে হাসিল করেছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর কিতাব হতে।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ ও কিসাই একই দিনে ইনতিকাল করলে খলীফা হাজুনুর রশীদ বলেছিলেন, আজ ভাষা ও ফিরাহকে একে সমাহিত করলাম। মৃত্যুকালে ইমাম মুহাম্মদের বয়স হয়েছিল আটনব বছর।

১৯০ হিজরীর আগমন

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি ছিল সমরকাদ অঞ্চলের শাসনকর্তা (গভর্নর) রাফি’ ইবনুল লায়েছ ইবনুল নাসর ইবনুল সামাজার কেন্দ্রীয় ফিলাফের আনুগত্য পরিবর্তন করে বিদ্রোহ ও বর্তীদের দায়িত্ব করে। এতে তার রাজধানী ও সন্নিহিত অঞ্চলের তার অনুগম হয় এবং বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। খুসাসের নায়ের আলী ইবনুল ঈসা তাকে দেয়ার জন্য অভিযান পরিচালনা করলে রাফি’ তাকে পরাজিত করে। এতে বিষয়টি আরও সংগঠিত আকার ধারণ করে।

এ বছর জরিম মাসের বিশ্বাস তারিখের খলীফা নিজেই রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের বের হন। এ সময় তিনি ময়মন বিশেষ ধরনের কওদি (কালামমুওয়া) পরিধান করেছিলেন। এ সময়ে আবুল মুআল্লা আল কিকবাহর কবিতা-
তাকে বলা হয়েছিল যে তার দুষ্কর্মের পরায়ণতা ছিল। তাকে একটি স্থানে শাসিত করা হয়েছিল। তাকে একটি স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হারুনের শাক্ত সীমায় পৌছে তিউয়ালা দুর্লভ সেনা হাল্কা স্থাপন করলেন। এ সূত্রদে পেয়ে মানুষ পালন করেন একটি শাস্তির সাথে দেখাতে একটি হারাম নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র 

ইবুন তাকে একটি নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র নামক ক্ষুদ্র 

ব্যাপক সাইকে ইবুন আরুন মূল হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া 

এ বছর ইবুন মূল আরুন আবারুন হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া 

হারুন একটি শাস্তির সাথে দেখাতে একটি হারাম নামক ক্ষুদ্র 

এ বছর ইবুন মূল আরুন আবারুন হাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া 

এ বছর ইবুন মূল আরুন আবারুন হাসিয়া হাসিয়া 

আরুন মুনিয়র আসাদ ইবুন আরুন আবারুন আমিন আল-বাজালী। কুর্সি নাবাসী ও আবু হাসিয়া (র)। এর হাত। তিনি বাগান ও বাজালে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা হলে নিজেই কাজের পথ হতে অবাহ্যতা প্রহর করেছেন।

আহমদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন তাকে আহ্মদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন তাকে আহ্মদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন তাকে আহ্মদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন তাকে আহ্মদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন তাকে আহ্মদ ইবুন হাযর (র) বলেছেন, আরুন মুনিয়র সত্যিকার ছিলেন। ইবুন মসন 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা হলে নিজেই কাজের পথ হতে অবাহ্যতা প্রহর করেছেন।

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে 

তখন হঠাৎ দ্বিকার করে উঠে
ওয়ালাই ফী স্করো ইন্সিনার মস্নী কিন বেনি মন করুক ইল যে সবর সাইন নেই।

'যে অভিযোগ সমাধান করে পারে না তার কাছে অভিযোগ উপায়নে কোন রাত নেই; আর সর করার হিমত না থাকলে অভিযোগ না করতে কোন উপায় নেই।'

আসামালি বলছেন, একদিন চলার পথে আমি দেখলাম, আবুল মুনিবির এক মাত্র বৃদ্ধের মাথায় কাছে বসে বসে তার শরীর হতে মশা-মাছি তাড়াছেন। আমি বললাম, এ বুড়োর মাথার কাছে বসে কী করছেন? তিনি বললেন, লোকটি উন্মাদ। আমি বললাম, আপনি উন্মাদ না সে উন্মাদ? আবুল মুনিবির বললেন, আমি নই, সে-ই উন্মাদ। কেননা, আমি তো যুবর ও আসর জমাআতের সংগে আদায় করে এসেছি। সে জমাআতেও সালাত আদায় করেনি, একাকী ও না। তাছাড়া সে মদ খেয়েছে। আমি তা খাইনি। আমি বললাম এ সংগে আপনার কারো প্রতিটার বিকাশ ঘটানি? তিনি হঁচা বলে, কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন-

তৃক্ষ তো তুনি সাহাদ, আমি যাহো বিশ্বাস মানি তুনি দাহাদ।
লন মীন যুব গুরুদু ও করস সোহাদ লো ভূমি সোহাদ।
ফাটোন না জাজির লেন শালুন্না ফমা নুনি মনে এই সুহুদান লাহার।

'আমি 'নায়িক' (বেঁচুর ভেজানা রস) পরিয়কর করেছি মাদকসীদের জন্য এবং খটি পানি পানে অভ্যন্ত হয়েছি।' কেননা, নায়িক তো 'আমির' (সমানিত বক্তি) কেন নিচ বানিয়ে দেয় এবং সুনাম মুখগুলোকে করে কলামালিঙ্গ। যৌথে তা বৈধ হওয়ার অবকাশ মেনে নিলেও-বার্ধক্য-(এর শুরুত) উদিত হওয়ার পরেও তার জন্য কী আজুহাত হয়তে পারে?'

আসামালি বললেন। আমি বললাম, তুমি ঢিকই বলছে, তুমি জানান। সেই পাগল। এই সালে মৃত্যুবরণকারী উল্লেখ্যদের অন্তর্গত উয়ায়াদ ইবন হুমায়ন ইবন সুহুয়াব হতে আরু আবুর রহমান তামিমী কফী, (হারহানপুত্র) আল-আমীনের গুরুস্মিক। তিনি আমাদ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন হাস্কল (র)। তিনি তার সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করতেন।

ইয়াহিয়া ইবন বার্মাক

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিদিহদের অন্তর্গত ছিল উয়ার্জাফর বার্মাকীর পিতা উয়ার্জাবের আরুল ইয়াহিয়া ইবন বার্মাক। বিলফান মাহতী তার পুত্র হারুনর রশিদকে এ ইয়াহিয়া-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং ইয়াহিয়া তাকে পুনর্বার নয়া। লালন-পালন করেন। তার শৈলী তার নিজপত্র ফায়ল ইবন ইয়াহিয়ার সংগে নানা দান করেন।

হারুনর রশিদ বিলারফটের মসন্দে আসিন হলে তার এ পালক পিতাকে যথাযথ ময়দান প্রদান করেন। তিনি প্রথমে বলতেন, 'আমার পিতা' বলতেন, 'আমার পিতা' ইয়াহিয়া বিলারফটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তার নিয়ন্ত্রণে সম্পর্কিত করলে এবং বার্মাকীদের উপর দুর্লভ নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। তাদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলে জাফরকে হত্যা।
করা হয় এবং তার পিতা ইয়াহিউইয়াকে যাবজীবন কাছাকাছি দেওয়া হয়। কারাগার থাকা অবস্থায় এ বছরই তার মৃত্যু হয়।

ইয়াহিউইয়া ছিলেন অভিজাত মানসের অধিকারী ও বাপ্পী, মুষ্ট কৃষ্ণ ও নিপী মতামতের অধিকারী প্রজাঃ। তার সিদ্ধান্ত ও কর্ম ছিল কল্যাচনবাদ। একদিন তিনি পুলিশের বলতেন, সব বিষয় সম্পর্কেই কিছু না কিছু জান আহরণ করবে। কেননা, কেউ কোন বিষয়ে অঞ্জ হলে তার বিবাদিত অবস্থা করবে। তিনি আরও বলতেন:

আক্ষরু অহস্ত' মা ত্যাজাত' আহস্ত' মা ত্যাজাত' মা ত্যাজাত

"যা কিছু জানে তার উম্মগুলো দিয়ে রাখবে, যা লিখে তার উম্মগুলো মুখস্থ করবে এবং
যা মুখস্থ করবে তার উম্মগুলো (স্থত) বাজ করবে।"

তিনি পুলিশের আরও বলতেন, যখন দুর্নিয়া (পারিবার সম্পদ) এসিয়ে আসে তখনও ব্যাপার
করবে। কেনাকে তা স্থায়ী হবে না এবং যখন দুর্নিয়া পিছিয়ে যাবে তখনও ব্যাপার করবে, কেনাকে, সে
অবস্থায় স্থায়ী হবে না।

কেউ চলার পথে তার আরো থাকা অবস্থায় ও সাহায্য প্রার্থনা করলে তখনও তার সর্বিন্দ্র
দানের পরিমাণ হত দুইশ দিনহাম। এ বিষয়ে জনে জনে ব্যক্তি একদিন বলল:

যারকে হাস্তও ত্যাজাতের জন্য + তোর জন্য প্রশস্তের জন্য + তোর জন্য প্রশস্তের জন্য + তোর জন্য প্রশস্তের জন্য
কলু প্রশস্তের প্রশস্তের প্রশস্তের + প্রশস্তের প্রশস্তের + প্রশস্তের প্রশস্তের + প্রশস্তের প্রশস্তের
মাতার দুইশ দিনহাম।

"হে হাসুর্ম' (নারী অক্ষরুযুক্ত পুত্র প্রতিবেদনবী) ইয়াহিউইয়া (আ)-এর 'মিতা'? আপনার জন্য
আমাদের পালনকর্তার দুটি জানাতে তৈরি করে রাখা হচ্ছে। (কেনাকে,) যে কেউ পথ চলাত
আপনাদের পাশ দিয়ে যায় তার জন্য আপনাদের দান বরাদ্দ রেখে দুইশ। (কিছু) আমার মত
লোকের জন্য দুইশ দিনহাম ব্যবহার; তা তো ব্যস্ত অহস্তের পথচারীর জন্য যা।"

এ কবিতা শুনে ইয়াহিউইয়া বললেন, তুষী সত্য বলেছে। একথা বলে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে
যাওয়ার আদেশ দিলেন। বাড়িতে পৌছে তার খরার খরার জিজ্ঞাসা করলে বললেন যে, সে
একদিন বিয়ে করেছে এবং সে তার অক্ষরু তুলে আনতে চায়। তখন ইয়াহিউইয়া তাকে তার
মহরান বাবদ চার হাজার, তার বাড়ি বাবদ চার হাজার। তার অন্য বাবদ চার হাজার আনবার পর্যন্ত বাবদ চার হাজার। বল তুলে
আনার খরার খরার চার হাজার এবং অনুমোদন অন্য খরার খরার দিনহামের দিনহামের দিনে
দিলেন।

আর একদিন এক ব্যক্তি এসে তার কাছে কিছু চাইলে তিনি বললেন, পোড়া কপাল
কোথাকার। এমন সময় তুষী আমার কাছে এসেছে যে, আমার কাছে বিশেষ কোন সম্পদ নেই।
তবে (এক কাজ কর) আমার এক বন্ধু আমাকে আমার পদর্থী কিছু হাস্তিয়া দেওয়ার জন্য
অনুযোগে চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তুষী তোমার একটি বাড়ী বিক্রি করতে

তাঁতখন সে লোকেরা এসে আমার সংগে বাণিজ্য দরদাম করে তা বিশ্ব হাজার দীনার পর্যন্ত পৌঁছল। এতে বেশী মূল্য জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আমার মন দুর্বল হয়ে গেলে আমি তা বিক্রয়ে সর্বত্র দিয়ে দিলাম। তাঁরা বাণী নিয়ে গেল এবং আমি বিশ্ব হাজার দীনার বুকে নিলাম।

তাঁরা বাংলাটি ইয়াহীইয়াকে হাইদার দিল। পরে আমি ইয়াহীইয়ার সংগে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, কত মূল্যে বিক্রি করতেছি? আমি বললাম, বিশ্ব হাজার দীনার। ইয়াহীইয়া বললেন, তুমি ছোট মনে লোক! যাও তোমার বাণী তোমার কাছে নিয়ে যাও। আর ইতিহাসে আমার আর মোড়সওয়ার / পারসিক (ফারসি) (বন্ধু অনুরোধ করেছেন। আমি যেন তার কাছে হতে পসন্দনীতি কোন হাইদার চেয়ে নেই। আমি তার কাছে এ বাংলাটি চাইব। তুমি কিছু এটি পঞ্জাব হাজার দীনারের কমে তার কাছে বিক্রি কর না।

তখন সে লোকেরা আমার কাছে এল এবং বানীর মূল্য বিশ্ব হাজার দীনার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল। আমি সেটি তাদের কাছে বেঁচে দিলাম। পরে আমি ইয়াহীইয়ার কাছে গেলে এবং তিনি আমাকে তর্পণ করলেন এবং বাণী আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম, আমি আপনাকে সাহায্য করছি যে সে মুক্ত (আয়াত) এবং আমি তাকে ক্রুদ্ধে প্রহ্লাদ করলাম। আমি বললাম, যে বাণী আমাকে পঞ্জাব হাজার দীনার পাইয়ে দিল আমি কোন দিন তার আবুমলীয়ন করব না।

খুব বর্ণনা করেছেন, হারানুর মানুষ মানসুর ইব্রুন মিয়াদের কাছে একটি দিয়েছাম দাবী করলেন। তখন তার কাছে দশ লাখের অভিজ্ঞ ছিল না। এদিকে খলীফা তাকে চিবিশ ঘন্টার মধ্যে এ অর্থ প্রদান না করলে তাকে হতা করা ও তার বাড়ি-ঘর মিমসার করে দেয়ার হমক দিলেন।

সুতরাং মানসুর অক্ষর দুই-চাঁদ পড়ে গেল। তিনি ইয়াহীইয়া ইব্রুন খালিদের কাছে গিয়ে তাকে তার সংকল্পের বিষয়টিও অবহিত করলে তিনি নিজে তাকে পঞ্জাব লাখ দিলেন এবং পুরুষ ফ্যাকেলের নিকট হতে বিশ্ব লাখ দিলেন। পুরুষের বিশ্ব দিলেন, বাবা! আমি গোলমৃত যে, তুমি এ অর্থ দিয়ে একটি জমি খরিদ করার ইচ্ছা করেছিলেন। এটি (সাহায্য প্রদানে) এমন এক সম্পদ যা কৃতজ্ঞতার সুসল্লতা এবং যা যুগে যুগে বিদ্যমান থাকবে। তিনি তাকে অপর পুরুষ আফরের নিকট হতে দশ লাখ দিলেন এবং তার বাণী দানানীরের নিকট হতে একটি হার নিয়ে দিলেন যেটি একলাখ বিশ্ব হাজার দীনারের (তথ্য প্রদানের সমস্মুল) খরিদ করা হয়েছিল এবং তাতে করুকাজাকারী (মায়ান আদায়কারী/প্রাইভি)-কে বলেছিলেন, এটি বিশ্ব লাখ হিসেবে দরহাম।

এসব অর্থ সম্পদ হারানুর মানুষ সাপেক্ষে উপস্থিত করা হলে তিনি হারানুর ফিরিয়ে দিলেন।

কেননা, তিনিই এটি ইয়াহীইয়ার বাণীকে হিব করে দিলেন। সুতরাং একবার হিব প্রদান বস্তু ফিরিয়ে যেয়া পয়সা করলেন না।

কারণা এবং আবদ্ধ থাকার সময় তার কোন সত্তা তাকে বলল, আর কোন প্রতিপত্তি ও অবলুপ্ত প্রাচুর্যের পরে আর কে, এ অবস্থায় পৌঁছছি। ইয়াহীইয়া বললেন, বাবা! মজলার বদ দু'জনে আমার রাতের আঘাতের চলছিল এবং সে বদ তার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। আমার হাতে 'উদাসীন' থাকেন। এরপর তিনি এ কথা আবৃত্তি করলেন-
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

রৈরি ফুল কেদ উদাহ ফুল নুমে কেদ কেদ রৈরি ফুল নুমে কেদ কেদ

মক্তাল দর্শন সম্মানতার স্বীকার হোক দান জিনি দুর্গতি দেয়া দেয়া।

"বহু সম্পদায় দীর্ঘকাল আচারের কারণ কালিত্তিকতাকে করে। সময় তখন প্রবল বর্ধনে পরিক্রমা (বিধায় কোন সংকট দেখা দেয় না)। সময় দীর্ঘতাতে তাদের ব্যাপারে নূরাজতা অবলম্বন করে থাকে, পরে যখন সে মুখ খুলে তখন তাদের রক্ত কান্না কাঁদিয়ে দেয়।"

ইয়াহীদ ইবনে খালিদ ই সুফিয়ান ইবনে উরায়ান (রা)-এর জন্য মাসিক এক হাজার দিনের অনুষ্ঠান বর্ণ করে রেখেছিলেন। এ কারণে সুফিয়ান সিজাদায় পড়ে তার জন্য দু'আ করতেন ও বলতেন, ইয়া আল্লাহ। সে আমার দুনিয়ার আমলে মিসিয়ে দিয়েছি এবং আমাকে ইবাদাতের জন্য অবসরমুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার আখ্যানের সমস্যা মিসিয়ে দিন।

ইয়াহীদ প্রথম হলে তার কোন বুদ্ধি তাকে স্বপ্নে দেখে অন্য বলল, তোমার পালনকর্তা তোমার সৎ কী আচরণ করেছেন? ইয়াহীদ বললেন, সুফিয়ানের দু'আর বক্তব্য আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

ইয়াহীদ রাধিকা কারার অর্জনে থাকা অবস্থায় এ বছরের মুহাররম মাসের তিন তারিখে ইনস্টিটিউট করেন। মুহাররমে তার সম্পদ হয়েছিল সত্তর বছর। পুত্র ফয়ল তার জনাদার সালতে ইমামতি করেন এবং ফয়জুর তিনে তাকে দাফন করা হয়। তার পকেটে একটি চিকিৎসা পাওয়া গিয়েছিল যাদের তার নিজ হস্তক্ষেপে লেখা ছিল কিংবদন্তি তার নিজে প্রতিজ্ঞাত করেন।

"বড়ো অপরিপক্ষ বলুন এই লেখা। বিবাদী পীরের পিছনে চলেছে। বিচারের হবেন এ নায়ক বিচারক যিনি চুক্তিকে না এবং যার সাক্ষ্যের এইরূপে প্রমাণ হয় না। চিকিৎসা হারানুর রসোদের কাছে পৌঁছানো হল। তিনি সেটি পাঠ করলেন এবং সেটি সিদ্ধতাতে কাঠিলেন। পরে দীর্ঘতাতে তার মূল্যবান মূল্যবান প্রকৃতিতে ছিল।

ইয়াহীদ সক্ষমতা তে জন্মকে কবি বলেছেন যে:

সালত আল্লাহ হল অন্ত হর্ষ + হোক নএ লক্ষ্যে লীলার বন খালি

ফুলতে শেরার বাল + রাজত রোজ লাল বাজি বাল + বাজি।

"আমি দান-বদনতাতে অস্বীকার করলাম। তুমি কি স্বাধীন? সে বলল, না, আমি তো ইয়াহীদ ইবনে খালিদের গোলাম। আমি বললাম, ক্যাম্পাসে তে সে বলল, না বরং সে মীরাত সৃষ্টি। প্রতিক পরিপ্রেক্ষ্যে পুরুষাননুরক্ষে আমার গোলাম সত্তার মীরাত লাভ করেছে।"

১৯১ হিজরীর আগমন

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ ৪ হাজারের ইবনে সায়ার নামের এক বক্তি ইবাদের শ্যামল সমাজকে অঞ্চলে বিদ্রোহ করে এবং নগর তে নগরে মুরু মুরু বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয়।"
তাকে দমন করার জন্য হারানুর রূপান্তর তাকে ইব্রুন মালিককে অভিযুক্ত করেন। তাকে তাকে পরামর্শ করে। ছাড়াও আন্তর্জাতিক ব্যাপক করা নিষ্ঠুর হয়। তাওকে ঢোকায়। কাছে বিজয়োষ্ঠ প্রেরণ করেন।

শামে আবুল নিমা বিগ্রহের পতাকা উদ্ভাসন করলে খলীফা তাকে দমন করার জন্য ইয়াহইয়া ইব্রুন মুবাকে প্রেরণ করেন এবং তাকে শামের নামের নিয়ূক্ত করেন। এবছর বাগদাদ প্রচুর বিরোধিতা হয়।

এ বছর ইয়াহইয়া ইব্রুন মাঝলাদ ছবায়রী দশ হাজার যোদ্ধা ছিল যে কর্মচারী তুমুলু হতে দুই মনিলা দূরবর্তী স্থানে পঞ্চাশ জন সহযোদ্ধাদের তাকে তত্ত্ব করে। অর্থশিষ্টকরা পরিচালনা হয়। হারানুর রূপান্তর সাইকা (শ্রীমকালিনি) অভিযুক্তের দায়িত্ব প্রদান করে হারানুর ইব্রুন আহ্মদকে। তার সহযোদ্ধা তালিকা তৈরি করে যে সিম্ভ হয় হাজার। এর অন্যতম ছিলেন ব্যান পিতায়ের দায়িত্বের প্রার্থী মানসুর আল-খাদিম।

হারানুর রূপান্তর নিজের কাছে কাছে কাছে অবস্থানের উদ্দেশ্যে হাদিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তিনি তাবি গীর্জা তথা জাজকদের বুঝাত নিবাস ধ্বনি করার আদেশ দেন এবং বাগদাদ ও অন্য সব নগরের নিজস্ব পোশাক ও বেশভূষায় পার্থক্য রক্ষার আদেশ জানিয়ে করেন। এ বছরের খলীফা আলী ইব্রুন মুসাকে খুলাসার শাসনকর্তা পদ হতে বর্ধিত করে তার স্কুলে হারানুর ইব্রুন আয়ানকে শেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এ বছরের শীতাল মাসে হারানুর রূপান্তর হিরাকাল জায় করে তা ধর্মকে দেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদের বিদ্যুত করেন। তাদের প্রত্যেক অঞ্চলে আয়ান যারা ও আল কানিসাতুস সাওয়া (কারে গীর্জা) অভিযুক্ত ভূত বাহিনী প্রেরণ করে এবং সমস্ত অঞ্চল বাহিনী ছড়িয়ে দেন। এ সময় হিরাকালের গৌরবিতা এক বাজো পিণ্ড হাজার ভাড়া গোনা লোকের (ভারতের লুকাইনের) প্রেরণা ঘটেছিল।

খলীফা হুমায়ূন ইব্রুন মার্ফরকে শামের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ হতে মিসর পর্যন্ত এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বুঝাতে সাইকারি (সাইকা) ধ্বনি প্রেরণ করে সেখানকার বাসিন্দাদের বদ্ধী করে তাদের রাশিয়ায় নিয়ে আগে এবং সেখানে দাস-দাসরূপে তাদের বিদ্যুত করা হয়। এমনকি আজকের মূল্য দুই হাজার দিনের উঠেছিল। তাদের বিদ্যুত সম্পদ করেন কার্য আবুল বুধরার।

এ বছরে ফায়জ ইব্রুন সাহুল মামুরের হতে ইসলাম প্রচার করেন। এ বছর হজের আমির ছিলেন ফায়জ ইব্রুন আবুস ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন আলী আকাশ। তিনি ছিলেন মক্কার প্রশাসক। এ বছর হতে দুইশ পরের বিষয় সর্বত্র লোকের বাড়ীকাবনি। কার্য আবুল বুধরার।

এ বছরে যাত্রীদের ইতিহাস হয় তাদের শিক্ষাহীন মধ্যে রয়েছে - সালামা ইব্নুল কাফাল আল-আবারাস, আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম ফাকিহ। তিনি মালিক ইব্রুন ইউনুস ইব্রুন আবু ইসহাক হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি হারানুর রূপান্তরের কাছে আইন করায় খলীফা তাকে বিউল অর্থ প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। (উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আরও ছিলেন) ফায়জ ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন সালাম।
মুহাম্দ ইবনুল হুসায়ন আল মিসরীর। আষ্টাভজন দুনিয়া তারী সাধকের অন্যতম। তিনি বলতেন, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এমন কোন কথা বললাম যার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হবে। এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মামার আর-রাকুকী।

১৯২ হিজরীর আগমন

এ বছর হারহামা ইবনে আয়ামে খুরসানের শাসনকর্তারূপে সেখানে গমন করে পূর্ববর্তী শাসনত্ব আলী ইবনে ইসাকে এফতার করেন এবং তার সব সম্পদ ও মুল্যবান সংগ্রহ রাখেন। পরে তাকে উচ্চের পিঠ উলটে মুখে বসিয়ে সমগ্র খুরসান অঞ্চলে তার 'কুফিয়া'র বিবরণ প্রচার করা হয়। হারহামা এসব বিষয়ে পত্র লিখে খলীফাকে অবহিত করলে খলীফা এতে সতুভু প্রস্তাব করেন। পরে হারহামা আলীকে খলীফার দরবারে পাঠায় পিলে তিনি তার বাগদাদের বাড়িতে আত্নী করে রাখেন। এ বছর হারহামা শীঘ্র হাবিব ইবনে নাসুর ইবনে মালিককে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ছাবিত রোম অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে মাতমুর জয় করেন নেন। এ বছর হাবিবের মধ্যে মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে সঙ্ক্ষিপ্ত সম্পত্তি হয়।

এ বছর খুরসারিয়া (ভাষ্ট ধর্মগ্রন্থী) সম্প্রদায়ে জুবালাও ও আয়ারাবায়নজ অঞ্চলে বিনোদ করলে হারহামা রশীদ তাদের দমন করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে হায়তাহম খুরসানে দশ হুজরার অস্থায়ী সেনাসহ কর্মকরেন। আবদুল্লাহ বিনহিদের বিপুল সংখ্যাকে হতা ও বন্দী করেন এবং তাদের নারী ও স্ত্রীদের বন্দী করে সকল বন্দী বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। খলীফা তাদের পুত্রদের হত্যা করার এবং নারী ও স্ত্রীদের বাগদাদে বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করেন। খুরসারিয়া ইবনে খায়িমও ইতোতোর এ ধর্মগ্রন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এ বছরের রবীউল আউলালে হারহামা শীঘ্র রাকুকা হতে নেপথে বাগদাদ আগমন করেন। রাকুকায় তিনি পুত্র কাসিম ইবনে হুসী তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি খুরসারিয়া ইবনে খায়িমকে আলাদী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার মনের ইচ্ছা ছিল খুরসানে রাফিঃ ইবনে লায়হের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা। কন্না, রাফিঃ বিনোদ করে সমরকন্দ ও পার্শ্বধারী বিষয়ে অঞ্চলে কর্তৃত্ব অতিষ্ঠা করেছিল। হায়তাহম মানে হারহামা শীঘ্র খুরসানে অভিযান রাখেন। বাগদাদে তিনি পৃথ মুহাম্মদ আল-আমিনকে তাদের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। অপর পৃথ মামূস তার ভাই আমিনের বিধানসংখ্যকতার ভয়ে পিতার সংগে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং মামূস খলীফা সফর সঙ্গী হন।

পথিমধ্যে হারহামা তার জনৈক আমিনের কাছে তার তিন পুত্রের দুর্মতি ও অসাধারণের অভিয়োগ করেন। অথচ তিনি তাদের 'মুবরাজ' গোষ্ঠী করে রেখেছিলাম। তিনি আমিনকে তার দেহের একটি বাড়ির অবস্থা দেখিয়ে বলেন, আমিন, মামূস ও কাসিম- এ তিনজনের প্রত্যেকেই আমার কাছে গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছে। তারা আমার সাহস-প্রাকাশ গণনা করছে এবং আমার সময় ফিরিয়ে যাওয়ার বাস্ত পোষণ করছে। এ অবস্থা তাদের জন্ম অকল্যাণকর। হয় যদি তারা বুঝত ! তখন আমির তার জন্ম দু'আ করলেন এবং খলীফা তাকে তার কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার আদেশ প্রদান করে তাকে বিদায় জানালেন। এটাই ছিল তাদের শেষ দেখা।
এ বছর হাস্যরূপ (খাঁরাবী) বসরার প্রাত বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেয় এবং খলীফার আমিলকে হত্যা করে। হারানুর রশিদ এ বছর হায়াসাম ইয়মাননীকে হত্যা করেন। ইসা ইবনে জাফর হারানুর রশিদের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রয়েনা করলে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়। এ বছর হজের আমির ছিলেন আব্দাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু জাফর আল-মানসুর।

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

এদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে জামি' ইবনে ইসমাইল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে মুতালিব ইবনে আবু ওয়াদা। সে ছিল বিখ্যাত গীতি শিল্পী। তার গীতি প্রতিষ্ঠা ছিল প্রবাদতুল্য। প্রথম দিকে সে কুরআন হিফজ করতে শুরু করেছিল। পরে গীতি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুরআন বর্জন করে।

আল মাগানির প্রস্তাব আবুল ফারজ ইবনে আলাই ইবনে ইবনে হুসাইন তার সম্পর্কে বিশ্বাস করার কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। আবুল কাসিম বলেছেন, আমি একদিন হারানার একটি কুঠীরের উপর থেকে নিচে রাস্তার উপর দৃষ্টি দেখেছিলাম। তখন সেখানে একটি কাল দাসী ছিল। তার সঙ্গে ছিল গান বহনের জন্য একটি মশক। সে মশকটি রেখে বলে পড়ল এবং উদ্ভাসের সঙ্গে গাইলে লাগল—


to الله أَشْكُرُ بِخَالِقِهِ وَسُمُّا جَنِّي + لِهَا عِسْلٌ مُّنِّي وَبَيْنَ عَلَيْهِمَا

فرْعَى مُصَابِ الْقَلْبِ أَنتَ قَلْبِي + وَلَا تَنْكِرِيُّ هَائِمَ الْقُلْبِ مَغْرَمًا.

'আলাহার কাছেই অভিযোগ করিতে তার কৃপণতা ও আমার দান-বদনায়তন। আমি তাকে দিয়ে যাইছি মধ্যে, সে আমাকে 'দান' করতে তিনটি মাকাল। প্রেমের আহতকে ফিরিয়ে দাও ...... তুমিই তাকে করে কুরআন করিয়ে দিন; তাকে করে কর না দিশাহারা চিন্তা, আসকতে নিমজ্জন কর।

আবুল কাসিম বলেন, আমার কান এমন কিছু শুনল যা আমাকে দেখাহারা করে দিল। আমি তা দাসীর মুখে আর একবার শোনার প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু সে দানযোগে চলে যাক করল।

আমি তাকে দিয়ে কুরআন করিয়ে দিয়ে তার পিছনে চলে যাও এবং তাকে কলি দুটি আমার শোনাতে বললাম।

সে বলল, আমাকে প্রতিদিন আমার উপরে মালিকের বরাদ্ধপূর্ণ 'আরাজ' দুই দিনসহ উপার্জন করে দিয়েছিল।

তখন আমি তাকে দুই দিনসহ দিয়ে দিলে কলি দুটি আমার শোনাতে বললাম।

আমি তাকে মুখে করে দিলাম এবং সেদিনের সারা দিন আমি তা বুঝতে করতে লাগলাম। কিন্তু সকাল হলে তা আমি বুঝলে গেলাম। আমি তাকে স্নান করিয়ে দিলাম এবং তাকে তা পুনরায় শোনাতে বললাম।

আমর সে দুই দিনযোগ নিয়েই তা আমাকে শোনালাম। পরেবলল, তোমার কাছে চার দিনযোগ ভাবি মনে হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু, আমার তো মনে হয়, এ দিনের তারক হারার দীনার উপার্জন করবে।

আবুল কাসিম বলেন, পরে এক রাতে আমি কলি দুটি আবর্ণ রশিদকে পোশাক দিয়ে আনালাম।

তিনি আমাকে এক হাজার দীনার দান করেছিলেন এবং পরের তিনবার তিনি আমাকে যা পুনরায় শোনাতে বললেন ও আমাকে তিন হাজার দীনার দিলেন। তখন আমার মুখে মুহূর্ত হালিম দেখেছিলেন শোনাতে। তখন আমার মুখে মুহূর্ত হালিম দেখেছিলেন শোনাতে।

তখন আমার বুধির ঘটনাটি শোনালাম। তিনি হালিম দিয়ে এক হাজারের দীনারের একটি হলে আমার দিকে দুই দিনগুলি দিলেন এবং বললেন, কাল বুধির মিথ্যাবাদী বানানতে চাই না। তার অপর একটি ঘটনা এই— আবুল কাসিম বলেন, একদিন সকালে আমার কাছে মাত্র তিনটি দিনযোগ ছিল। আমি দেখলাম, এক বুধি ঘড়ে কুলসী নিয়ে কূপের দিকে যাচ্ছে এবং হুঁড়ে হুঁড়ে বর্জন তা কর্তা করে সুবোধ করিয়ে—
শক্তিগুলো অক্সিজেন টুল লিপিত + বলা ছিল যে আমাদের প্রতি একটি অস্বাভাবিক প্রতিরোধ করে যায়। এই চিন্তা দ্বারা আমাদের সমস্ত সম্পদ ও অভিজ্ঞতা ক্ষতি প্রাপ্তি হয়েছিল।

কিন্তু তারা সত্যিই সুমধুর শব্দ বলেছিল যে সমস্ত বাণিজ্যিক ক্ষতি প্রতিকৃত হয়েছিল এবং আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সম্পদ অন্যথায় নিয়ন্ত্রণ পায়।

আল্লাহর ক্ষুদ্র কাণ্ডের কাছে আমাদের রাত্রিগণ হারায় দূরত্বের কথা বললাম। তারা বলল, আমাদের রাত্রি যে কঠিন ছিল (দ্বিতীয় ঘরে যায়), এ অবস্থায় এ কারণে যে সুখ্যভাবে তাদের দুর্বলতাকে আচরিত করে। কিন্তু দেখা গেল যে অনেকে আমাদের চেষ্টা অসম্ভব করে না। জাতিকর্তাদের রাত্রি যখন প্রমোদের নিকটবর্তী হয় তখন তার অল্পসঞ্চার বাড়িতে থাকে। আর রাত্রির নিকট আসন ধরা হয় (সুখ্যভাবে যেমন) আচরিত। আমাদের যে দুরবস্থায় রাত্রি কাটে তারা যদি সে অবস্থায় সম্মুখীন হত, তবে অবশ্যই শয্যায় তাদের অবস্থা আমাদের মতই হত।

আবুল কাসিম বললেন, আমার দিরকাম ভিনটা তাকে দিয়ে দিলাম এবং গানটি আর একবার শোনাতে বললাম। সে বলল, তুমি তো এর বিনিময়ে এক হাজার দীনার, এক হাজার দীনার, এক হাজার দীনার উন্নয়ন করবে। পরে এক রাত্রি হারিয়ে রশিদ এ গানটির জন্য আমাকে তিন হাজার দীনার দান করলেন।

বক্র ইবনুন নাত্তাহ

এ বছরে মূর্তিস্ফুরণকারী বিশিষ্টদের অন্যতম আবু ওয়াহিদ বকর ইবনুন নাত্তাহের আল-হামাদী আল-বসরি। খাতিমত কবি, হারিমুর রশিদের যুগে বাগদাদে বসবাস করেন। কবি আবুল আতাহিয়ার সংগে উষ্ট-বসনা ছিল। আবু আফফান বলেছেন, মুহাম্মদের মধ্যে সুরিতমূর্তির কাব্য প্রতিভায় খাতিমত ছিলেন চারজন। তাদের প্রথমজন বকর ইবনুন নাত্তাহ। মুবারাদের বলেছেন, আমি হাসান ইবন রাজাকে বলতে চেষ্টা করেছি, একদল কবি কাবার্চারের আসরে সম্ভাব্য হয়। তাদের অন্যতম ছিলেন বকর ইবনুন নাত্তাহ। কবিরা তাদের দীর্ঘ কবিতা শুনিয়ে শেষ করলে বকর ইবনুন নাত্তাহের অধিক কবিতা পাঠ করলেন:

মাছরোগের গতি হ্রদের গভীরত্বে এক্ষেত্রে জলের এমন এমন এমন এমন

সূচক মোহ এবং কৃত্রিম প্রতিরোধ

যাঁকে বিদ্যমান এক এক এক এক এক

লজ্জার আত্ম স্বীকার করা হয়

“যদি সে তার সম্মিলিতই দিত এবং তার কথা চোখের পাতায় চলাচল হতে লাগে দশিকাকৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কিংবা চোখের পাতায় নির্দিষ্ট হত (নিদ্রা এসে যেত), তাতে তার কান্ত হতে যেত না। অর্থাৎ এমন এককবিকের ব্যপারে সুপরিশ যার বাসনা, আর যদি নিশ্চিত হতে যেত। যে সুপরিশ তার কাছে প্রত্যাখ্যাতি হত। তে মনে লাগে কিংবা কিভাবে তাকে কথা দেখতে যেত যে আল্লাহ তার কাছে তোমাদের সানায় সেনার বিপদ বিনিয়োগ হয়েছে। দৃষ্টিকোণে হত্যাকারীর কারণে চোখের পাতাগানে ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে না এ কারণে মনে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হই ।”
বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত কবিগণ তাঁর এ কবিতা লুকে নিল এবং সকলে ছুটে এসে তাঁর মাথায় চুম খেতে লাগল।

ঈবনুন নাত্তাহের মৃত্যুতে আবুল আতাহিয়া তাঁর শোকপাখায় বললেন?

 amat abu nizhaq abu waail + bker famsi ishwar qad bana (Riban).

আবু ওয়াইল বকর ঈবনুন নাত্তাহ ইনতিকাল করল, কবিতাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল (যুমিয়ে পড়ল)।

বাহলুল পাগল

এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম ছিলেন (আল্লাহু, পাগল বাহলুল মজনুন। বাহলুল সাধারণত কুফার করবার সময়ে অবস্থান করতেন। তাঁর বাদী-বদন্ত ছিল অতি মূল্যবান। হারানুর রশিদ ও অন্যান্যদের তাঁর উপদেশ দেয়ার বিষয়টি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ঈবন ইদরীস

এ বছর রাশিদের ইনতিকাল হয় তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লাহ ঈবন ইদরীস আল-আওফী আল-কুফী। তিনি আ'মাশ, ঈবন জুরায়জ, ত'বা, মালিক ও আবরূ অনেকের নিকট হতে হাদিস আহরণ করেছেন। তার নিকট হতে হাদিস শাখার ইমামগণের একদল হাদিস রিওয়ায়ত করেছেন।

হারানুর রশিদ তাঁকে কায়ি নিয়ে করার জন্য আহরণ করেছিলেন। তিনি 'আমি এর উপযোগী নয়' বলে কফার রূপে আহরণ করলেন। তাঁর পূর্বে ওয়াকী' (র) -কে এ পদের প্রত্যাবৃত্তি দেয়া হয়েছিল এবং তিনিও তা গ্রহণের অস্বীকৃতি জানান। পরে হাফস ঈবন গিয়াছেন প্রত্যাবৃত্তি দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করলেন। খলিফা তাঁদের প্রত্যেককে সফর করে আসার কষ্ট বীরের সুরে পাচ হাজার করে 'যাতায়ত ভাতা' প্রদানের আদেশ দিলে ওয়াকী' ও ঈবন ইদরীস তাঁও গ্রহণ করলেন না। হাফস তা গ্রহণ করলেন। এ কারণে ঈবন ইদরীস আজিবেন তাঁর সংগে কথা না বলার কষ্ট করলেন।

স্কোর এক হজরের সফরে হারানুর রশিদের সংগে তাঁর দুই পুত্র আমিন ও মামুন এবং কায়ি (ইমাম) আবু ইউসুফ তাঁর সংগে ছিলেন। কুফায় পৌছে খলিফা সেনানাবাসের মুহাদিসনগণকে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। উদেশ্য ছিল তাঁর পুত্রের জন্য হাদিস আহরণের ব্যবস্থা করা।

মুহাদিসনগণ সকলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঈবন ইদরীস ও ঈসা ঈবন ইউসুফ উপস্থিত হলেন না। সমবেত মাঝারীকরণের নিকট হতে হাদিস প্রবেশ সম্পন্ন করার পর আমিন ও মামুন ঈবন ইদরীসের কাছে গেলেন। তিনি তাঁদের এক হাদিস শোনালেন। তখন মামুন বললেন, চাতা, আপনি চাইলে আমি হাদিসগুলো এখনই মুখ্য শুনিয়ে দিতে পারি। শাযখ অনুমতি দিলে মামুন তা হবে শুনিয়ে দিলেন। শাযখ তাঁর মেধা ও মুখ্য শপিতে অভিভূত হলেন। পরে মামুন তাঁকে কিছু সম্পদ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর কিছুই গ্রহণ করলেন না।

পরে দুই তাহ ঈসা ঈবন ইউসুফের কাছে গিয়ে তাঁর কাছেও হাদিস শোনলেন। মামুন শাযখকে দশ হাজার মুলা দেয়ার ইচ্ছা করলেন তিনি তা গ্রহণের সম্মতি দিলেন না। শাযখ পরিমাণটি কম মনে করলেন এ ধারণায় মামুন পরিমাণ বিশৃঙ্খল করার কথা বললে শাযখ বললেন, আল্লাহু কসম। ছাদ পর্যন্ত এ মসজিদ পূর্ণ করে মাল দেয়া হলেও আমি তাঁর কিছুই রাসলুল্লাহ (সা)-র হাদিসের বিনিময়ে গ্রহণ করব না।

আল-বিদিয়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃ)--৪৬
ইবুন ইন্দুরের মৃত্যুর সন্ধিক্ষ হলে তার মেয়ে কাইতে লাগল। তিনি বললেন, তুমি কান্ড কেন? মেয়ে বলল, আপানে এ ঘরে পূজা হাজারবার কুরআন শরীফ খতম করেছেন (আপনার মৃত্যুতে আমারা এর বর্তমান হতে মাহরম হয়ে যাব)।

সা'সা'আ ইবুন সালাম

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট বাণিজ্যের অন্তত্ত্ব ছিলেন আবু আবদুল্লাহ সা'সা'আ ইবুন সালাম- মতান্তর ইবুন আবদুল্লাহ- আদ-দামেশকী। পরে তিনি আনাদুল্লাহিয়া (স্পেনে) বন্দরস করেন। সেটি ছিল আবদুল মালিক ও তার পুত্র হিসামের শাসনকাল। সা'সা'আ-ই প্রথম ব্যক্তি যার মধ্যে ইলম হাদিস ও আওয়াঈর মায়হাব স্পেনে পৌছে। তিনি কর্ডেরা জামি'র মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়েই জামি'র মসজিদ (কর্ডেরা) চতুরে গাছ লাগানো হয়। যারা আওয়াঈ শায়ী ফকিরদের মায়হাবের অনুকূল এবং ইমাম মালিক ও তার অনুসারীদের মতে মারকুশ।

সা'সা'আ ইমাম মালিক, আওয়াঈ ও সাইদ ইবুন আবদুল্লাহ আবীর প্রমুখ হতে হাদিস রিওয়াত করেছেন এবং আবদুল মালিক ইবুন হাদিস ইবুন ফকির-এর নায় একদল তার নিকট হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক তাকে ফকিরু তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবুন ইলিমস তার ইতিহাস গ্রন্থ তারিখ মিসর-এ তার আলোচনা করেছেন এবং হুমায়ুদি তারিখ উদ্যুগেসে তার আলোচনা সন্মিলিত করেছেন। ইলিমসের বর্গন্য এ বছরে তার সমাধি হয়। তিনি তার শায়খ ইবুন হাদিস যার কাছে উদ্বেগ করেছেন যে, সা'সা'আই স্পেনে আওয়াঈর মায়হাব প্রচারকারী প্রথম ব্যক্তি। ইবুন ইলিমস বলেছেন, সা'সা'আ প্রথম ব্যক্তি যিনি স্পেনে ইলম হাদিসের বিষয় ঘটান।

তার বর্ণনামতে সা'সা'আ মৃত্যুর হয়েছিল একশ আশি হিজরীর কাছাকাছি সময়ে। হুমায়ুদির বর্ণনায় একশ বিন্যাস হিজরীতে সা'সা'আ ইনিতকাল করেন এবং এটি অধিক প্রামাণ্য।

আলী ইবুন জুবয়ান

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উদ্বেগের অন্ত আবুল হাসান আলী ইবুন জুবয়ান আল-আবীসী। বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের জন্য হারুনুর রসীদের নিযুক্ত কাজ ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু হানিফা (র-এ) এর অন্যতম ছাত্র এবং আস্থাভাজন আলিম। হানিফার তাকে 'কাফিউল কুয়াত' (ধ্রুবন বিচারপতি) নিয়োগ করেন। তিনি হারুনুর রসীদের দরবার হতে ভর হওয়ার সময় কলিফার তার সাথে বের হতেন। তিনি এ বছর কাওমীনি নামক স্থানে ইনিতকাল করেন।

আবাস ইবুনুল আহমদ

এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টরা অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত কবি আল-আবাস ইবুনুল আহমদ ইবুনুল আসওয়াদ। তার জন্য হয়েছিল খুবাসানের আরব অধূরাতিত অঞ্চল এবং তিনি প্রতিপূর্ণ হন বাগদাদ। তিনি ছিলেন সুভাষ, অমালিক এবং পাঠক নসরিদ সরস কব্য রচনাকারী। আবুল আবাস বলেন, আবদুর্লাহ ইবুনুল মুঠায় বলেছেন, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনার জন্ম মতে কব্য বিচারে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ কবি কে? আমি অবশ্যই বলব, আল-আবাস।

তিনি বলেছেন:

ছদ্ম সহায়তার দিয়া তুমি বন্ধ হয়েছিল + ফরিদ তুমি ফিরি ফিরিয়েছি ফিরিয়েছি
ফকাইব ছেড়ে রেখেলেন তোমাদের গুরুগুলোকে, যে সাধারণের জন্ত আপনারা দেরি করতে ভুল করেছেন।

হরুনর রশিদ একবার গুনীর রাজের সময়ে তাকে তলব করে পাঠালে তিনি অস্বীকার করেন এবং জরে নারীর অংশগুলো আরও ভীত হন। দরজায় উপস্থিত হয়ে খলীফা চাইলাম যে, তুমি তার ও মর্য ভাবে দেখে সৌধের মোড় তৈরি করে দিবে। কবি বললেন, আমীর মুহম্মদ! আজ রাজের মত এই অধিক ভয় আমি আর কেন দিন পাইনি। খলীফা বললেন, কেন? কবি তখন গুনীর রাজে তার বাড়িতে পুলিশের হাত দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেন।

পরে তিনি আসন পাশ করলেন এবং তুমি কম্পন দূর হয়ে শান্ত হওয়ার পরে বললেন, আমীর মুহম্মদ! আপনার পরিবর্তন করলেন। খলীফা বললেন:

ছানার রোহিতায় ফলমূল দেহের জন্য বাঁচাতে + জীবনের জগতে হিসেবে করাতে যদি, তাহাতে দেখা না হয়ে, তাহাতে হালক তোমার চেষ্টায় গেলেই যাচাই কর।

হরুনর রশিদ বললেন, এখন তোমার জীবনে দিয়ে শেষ হওয়ার পর। আল-আব্দালাও বললেন:

ইদা মালাত মলাত মলাত মলাত মলাত + ফল দেহের জন্য বাঁচাতে + জীবনের জগতে হিসেবে করাতে যদি, তাহাতে হালক তোমার চেষ্টায় গেলেই যাচাই কর।

রাতে, তোমার আঘাত নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসে এবং হাজারের সে আঘাত গভীর হয় ও কমটি বেঁধে যায়, তুমি চোখের ছীণ আলাও দেখতে পাওনা; তখনই তোমার উন্মুক্ত হয়। তুমি (আঘাতের মাঝে) চোখ দেখতে পাওনা।

হরুনর রশিদ বললেন, আমি তা-ই দেখেছি; এখন তোমার জন্য দশ হাতার দিঘির আদেশ দিয়েছি।

তার যে কবিতার জন্য বাধার ইজ্বাল বুড়ি তার কল্পনা গীতিকে প্রদান করেছিল এবং যে কবিতার কারণে তাকে শ্রীকৃষ্ণের তালিকাকূটে করা হয়েছে তাতে আছে—

আবির্ভাবেরা আমারা অবশ্য প্রস্তুত হয়ে তোমাদের জন্যে এই কাজ করি যে জন্যে আপনার রাজার দিন।

'আমার কাছার তাদের কারণে হয়ে আমাকে তাদের ডাকবাসার সাথে আবদ্ধ করিয়েছিল এবং যখন তারা আমাকে প্রেমানুরাগের জন্য 'জাগ্রত' করে দিল তখন তারা যুগের প্রথাবিগত (আমাকে উঁচু করে দিয়ে) গুরুত্ব হয়ে গেল।

আমাকে তারা উঁচু দাড়াতে উন্মুক্ত করল এবং যখন আমি স্তম্ভণ দাড়িয়ে গেলা তাদের তুলে দেয়া বোধ করে (প্রেম সাগরে ঝাপ দিলা) তখন তারা বসে গেল (নিশ্চিত হয়ে গেল)।
অন্য এক কবিতায় আছে—

ঋণিত্তিনি যাসূ আহারাতু ফর্ডে সেথি বুতু ফর্ডে সেথি ।

হোয়াসা হোর থিস মিব কল্প বুতু ফনিস হোর থিস লে বুতু।

“হে সা’দ! তুমি আমার কাছে তার কথা বলেছ এবং বলে বলে পাগলামী বাড়িতে দিয়েছে; হে সা’দ তোমার কথা আরও কেন্দ্র করে বল। তার শ্রেষ্ঠটি আমার জন্ম শ্রেষ্ঠ অন্তরফোগাম, হ্যায় তাকে ব্যাপী আর কাউকে চিনেন; সুতরাং তার নেই পূর্ববর্তী, নেই তার পরবর্তীও।”

আসমানী বলেছেন, আমি বসরায় আবাস ইব্রুল আহমাদের কাছে গেলাম। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় মরণাপন্ন; তখন তিনি বলছিলেন—

যাতে নিয়ে আর করা বুঝে মুজাদ মুফ্তি বুরুন বায়ে দিয়েছে।

কেলাম জাদু স্বাধীন হে রাজা অসাফাম তু দিনের।

নিজের দেশ হতে দূ দশের অবস্থানকারী হেনিসাং যে তার দেশের জন্য ব্যবন করেছে; যখনই দুর্ভাগ্য ভরা কাজের চিত্রকার তীব্র হয় তখন তার দেহের রোগ ব্যাধি বুদ্ধি পেতে থাকে।

এরপর কবি অচেতন হয়ে গেলেন এবং গেছে উপরে বসা এক পাখির ডাকে চেতনা ফিরে গেয়ে বললেন:

লেবাদ হাতের ফাহার মিনির হাফিজ বিকী উপরে ফানির।

শানের মা শানের ফানী ক্লান বিকী উপরে সকনেন।

‘অন্তরের ক্ষেত্র বেড়েই চলে; শাখায় বসছে কলার সুরে কাঁধে অদৃশ্য ধনিদিতা। যা আমাকে উদ্দিত করেছে তা-ই তাকেও উদ্দিত করেছে, তাই সে খেদেছে। আমাদের প্রতোকেই কাঁধে তার নিবাসের আর্কবর্ণে।’

আসমানী বলেন, এখন সে আর একবার চেতনা হারিয়ে ফেলল। আমি তার দেহে নাড়া দিলাম। দেখালাম পাখি উড়তে গিয়েছে।

আসুলী বলেছেন ৪আল আবাস্স এ বছর (১৯৩ হিন্দু) ইনতিকাল করেন। কারা মতে এর পরে এবং অনা কারার এর আগে একটি অট্টালি হিজরীতে তার ইনতিকাল হয়। আবার সমধিক অবগত। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, আল-আবাস হারুনর রশিদের ইনতিকালের পরেও জীবিত ছিলেন।

ঈসা ইবুন জাফর

এ বছরে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম মহীয়ী যুবরায়দার তাই ঈসা ইবুন জাফর ইবুন আবু জাফর আল মানসুর। হারুনর রশিদের শাসনামলে তিনি বসরায় নায়িব ছিলেন। এ বছরের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তার মৃত্যু হয়।

ফায়ল ইবুন ইয়াহইয়া

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় অন্যতম ছিলেন উমর জাফর প্রমুখের তাই ফায়ল ইবুন ইয়াহইয়া ইবুন খালিদ ইবুন বার্মাক— আল-বার্মাকী। ফায়ল ও হারুনর রশিদ ছিলেন
পরের দুঃখ ভাই। (হারুনের রশিদের মাতা) খায়েরুযার ফাইলকে ধন্য পান করিয়েছেন। আবার ফাইলের মাতা যুবায়দা বিনত ইবন বুরায়হ হারুন আর-রশিদের স্ত্রী পান করিয়েছেন। এ যুবায়দা ছিল বাতীন মনু অধিকের শর্কর বঙ্গীর।

এ প্রসন্নে কবি বলেছেন:

কেমি লক্ষ প্রশ্ন অন আত্র তুলের + গুটিকে হিসার + কমা মন তুলে রিয়ালার হয়েছিল।

‘তোমার জন্য (হে ফাইল !) এ ফাইলয় ও মাহাত্ম যেন যেন, প্রেত মহিয়ার নারি ঠোমাকে ও মহিসা (হারুন)-কে একই তুলনের দুঃখ পান করিয়েছে। সব নির্দেশি অবদানেই তুমি (পিতা) ইয়াহুদিয়ার সমাতুল। যেমন নির্দেশি অবদানে ইয়াহুদিয়াও ছিলন (তার পিতা) খালিদের সমতুল। (ও সুঘা উদরসুরী)’!

এত্তবাসিকাণ্ড বলেছেন, ফাইল ছিলন তাঁর ভাই জাফরের তুলনায় বড় দাদার। তবে তাঁর মধ্যে প্রচুর আঘাতিত ছিল এবং স্বভাব আচরণে ছিলেন রূপ প্রকৃতির ও গোমড়া যোগে। তার তুলনায় জাফর ছিলেন তারার সন্তানী ও হাসিমুম এবং দায়-নদিকায় ফাইলের চেয়ে পিছনেন।

মানুষের অক্ষর ছিল তাঁর প্রতি অধিক। কিন্তু দানের স্বভাব এমন একটি ভূত যা না দেয় ও অসুন্দরকে চেয়ে দেয়। ফাইলের ক্ষেত্রে তাঁর দান তাঁর মন ব্যভাবকে আচরণিত করে রেখেছিল।

ফাইল একক তাঁর সাহিত্যিক এক বাইরের দান করে পিতা এ ব্যাপারে তাঁকে ভূতসন্ন করলেন। তিনি বললেন, আকাশ, এ প্রাকা তু নুটে-নুড়ে। সন্তাতিয় ও সংকটে এবং অভাব-অন্তনের জীবনের সময়ও আমাকে সংঘ দিয়েছে। সববিধায় সে আমার সংগে রয়েছে এবং উদ্ভাস সংগে দিয়েছে। কোন কবি বলেছেন:

ইন্দোর অথাত এভাবে সাহায্যের মন যেন কোন যখন তিনি মন্ত্রকে মানান করে।

‘সাদৃশ লোকেরা জীবনে সংঘ লাভ করলে তাদের স্বর্ণ রাখে যারা জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের সংগে দিয়েছিল।’

একক তিনি কোন সাহিত্যের মনে দেখার দীনার দান করলেন সে লোকটি কেনে ফেল। ফাইল তাকে বললেন, কাঁচ কেন ? পরিপন্তী কি কর হচ্ছে ? সে বলল, না। আল্লাহর কসম ! আমি কাঁচএ এ জন্য না, পৃথিবী আপনার মত লোকের কথে ফেলে কিবা তুমি কর দে।

আলে ইবনুল জাহাম তার পিতা হতে বর্ণ করেন। একক আমার অবস্থা এমন হল যে, আমি একটি কপালের মালিক ছিল না। এমনকি আমার হাঁচির জন্য পঞ্চায়ত করের ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় আমি ফাইল ইবন ইয়াহুদিয়ার উদ্দেশ্যে দেব হলাম। পথে দেখলাম তিনি খিলাফত ভবন থেকে দলবল পরিবর্ত হয়ে রবিয়ে আসছেন। আমাকে দেখল মারহাত্ত্ব (স্বতন্ত্র) জানিয়ে বললেন, এসা আমার সংগে। আমি তাঁর সংগে চলতে লাগলাম। পথে একক সে তিনি হতে পেলেন যে, এক গোলাম একটি পাঠের সামনে এক বাঁধকে ডাকছে।

গোলাম-বাধকে যে নামে ডাকছিল ফাইলেরও সে নামের এক বাঁধক ছিল যাকে তিনি
অলি-বিদায়া ওয়ান নিয়ায়া

ভালবাসতেন। এতে তিনি অহির হয়ে গেলেন এবং তার মনের অবস্থা আমাকে অবহিত করলেন। আমি বললাম, আপনার দুর্বস্ত্র তো বনু আমিকের সে ব্যক্তির দুর্বস্ত্র নয় যে বলছিলাম।

ওদুয়ার দুয়ার দুয়ার বিখোবে মনে + ফোষিয়ে আরোহণ তোলাটোলাই না- নামে নামে নামে নামে নামে নামে নামে।

“আমার যখন মিনার পর্যটন পাদদেশ ছিল তখন এক আমানকারী দোকান ….. সে তার অজ্ঞাতসারে হয়েদের দুর্বলেরকে উদ্দেশ্যে দিল। সে ডোকান লায়লা। এ আমার লায়লা ব্যতীত অন্য কোন লায়লাই হবে। কিন্তু লায়লাডোকান দিয়ে আমার বুকে অবস্থানকারী পাঠিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল।”

ফায়ল বললেন, কবিতার লাইন দুটি আমাকে দিতে দাও। বর্ণনাকারী (জাহাম) বললেন আমি এক দোকানদারের কাছে গিয়ে এক পাতা কাগজের মূলের বিনিময়ে আমার আংটিটি তার কাছে বদন্ত রাখলাম এবং লাইন দুটি তাকে দিলাম। কাগজ তা নিয়ে নিয়ে এবং সুধু থাক। বলে আমাকে বিদায় করে দিলেন। আমি বাড়িতে ফিরে এলে আমার গোলাম আমাকে বললেন, আগন্তুর আংটিটি দিন, সেটি বদন্ত রেখে আমাদের খাবার এবং ঘোড়ার দানে- পানির ব্যবহার করল। আমি বললাম, আমিই সেটি বদন্ত রেখে এসেছি।

সেদিন সকাল হওয়ার পূর্বেই ফায়ল শ্রীহাজার তর্ফ মুড়া ও দশ হাজার রোপামূল্য পাঠিয়ে দিলেন। এ পরিমাণ অর্থ আমার জন্য মাসিক বাড়া করলেন এবং এক মাসের বিকাস অগ্রিম পাঠায়ে দিলেন।

কোন সীঘ্র উদ্দেশ্যে ব্যাক্তি একদিন ফায়লের কাছে আমাকে কলে ফায়ল তাকে নিজের সংগে পাল্লকে বসালেন এবং তখনগোত্তা সম্পান প্রদর্শিত করলেন। সে ব্যাক্তি তার অর্থপ্রাপ্ত হওয়ার কথা জানিয়ে এখানে আমীরের উল্লেখ নিন্দিতে সংগে আলাপ করার অনুরোধ জানালেন। ফায়ল বললেন, টিক আছে, তোমার খণ্ড কত? তিনি বললেন, তিনি লাইন দিতে হবে। তার এ দায়িত্বের ও দূর্বল জন্যে আহত ও মানুষের হয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মনের দুর্বলের বাড়িতে না গিয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সেখানে বিশ্বাস করলেন। পরে বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তার পাঁচালী আগেই ফায়লের পাঠানো অর্থ তার বাড়িতে পৌছে গিয়েছে।

ফায়লের উত্তরে কোন কর্ম অর্থ সম্পাদন করলেন -

লক্ষ গভীর যারা পঞ্চলেন খনি খনি খানি + মামে কল্পনার সীমায় প্রস্তুত হয়ে পৃষ্ঠ ।

হে ফায়ল ইবন ইয়াহিয়া ইবন খালিদ! তোমার জন্য সত্যি রয়েছে কোন (ফিলিল-মাহায়া)। কারও নাম ফায়ল হলেই সে ফায়ল ও মাহায়ার অধিকারী হয়ে যায় না। আল্লাহ মানবকুলের মধ্যে তোমার ভিতরে ফায়ল মাহায়া দেখতে পেয়ে তোমাকে নাম দিলেন 'ফায়ল'। ফলে (নাম ও কান-বিশেষ ও ক্রিয়া) সম্পর্কিত হয়ে গেল।
আল-বিদায়া ওয়াল্ন নিহায়া

তিনি খলিফা হারুনর রশীদের দৃষ্টিতে জা’ফরের তুলনায় মধ্যক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।
তবে জা’ফর খলিফার সুন্নজর ও বিশেষ অনুষ্ঠান ভাইয়ের চেয়ে অধিক লাভ করেছিলেন। তিনি
ফাযলকে ও বড় বড় দায়িত্বের পদে নিয়োজিত করতেন। যেমন খুরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের
প্রশাসকের পদ।

হারুনর রশীদ যখন বারমাকাদের প্রতি ক্ষুদ্র হয়ে তাদের হত্যা করেছিলেন তখন ফাযলকে
একশ বোকায়াতের দুই দিলেন এবং যাবজ্জীবন কারাগার দিলেন। রাক্কায় হারুনর রশীদের মুতাব
কয়েক মাস আগে কারাগারেই এ বছর (১৯২ হি.) তার মৃত্যু হল। যে ভবনে তার মৃত্যু হয়েছিল
তার সেখানকার সংগী-সাথীরা তার জানাতে এনে করল। পরে লাশ কারাগারের বাইরে নিয়ে
আসা হলে সেখানে তার জানায়া পড়ল এবং সেখানে দাফন করা হল। মৃত্যুকালে তার বয়স
হয়েছিল পয়তালিশ বছর। তার মৃত্যুর কারণ ছিল জিহ্বার ব্যাধি যা বৃহৎপ্রস্ত ও শুক্রবার অত্যন্ত
কঠিন রূপে ধরনে করেছিল। শান্তিবাসের ফজরে আলাহের পূর্বক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়। ইব্র জাহীরের
বর্ণনায় তার মৃত্যু হয়েছিল একশ ভ্রাতঘনদেহ ইহীজির মুহারাম মাসে এবং ইব্রুল জাওয়ার মতে
একশ বিরামকাহই ইহীজিরতে। আল্লাহু স্যামক অবহিত।

ইব্রুল খলিফাক বিশ্বে পরিচর্ত তার জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন এবং তার কীর্তিঃ অবদানের দীর্ঘ
ফিরিদি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন খুরাসানের গভর্নর থাকা অবস্থায় তিনি একবার বলত
পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে অগ্নিপুজো করার একটি মসজিদ ছিল এবং তার পূর্বপুরুষ বারমাক
এ মসজিদের অন্যতম সেবায়ে ছিল। ফাযল সেটা আংশিক ধ্যানে সেখানে আল্লাহর নামে একটি
মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের গারুনি অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ মসজিদ ধ্বংস করা
সম্ভব হয়নি।

ইব্রুল খলিফাক বর্ণনা করেছেন। ফাযল কারাগারে নির্দেশ পর্কিঙে আরোপী করতেন ও
কাদতে থাকতেন একান্তে ইসলামে যেন ধরে থাকাকে হয়েছে।

إِلَيْهِ ِفِيْمَا تَأْتَيْنَا ُنَّاُ ُذِرَّعَ أَشْكُوُكَيْ + ُقَٰٰ يَهُدَّ كَشْفُ ِمَجْزَكَرَةُ + إِلَّا ِبَلَوِيَّ
*خَرْجُتَا مِنْ الدَّنْهَا + عَلَّتْنَا فِيهِ + إِلَّا ِقََّالَ + ُنَّا ِثَّبَتُ + ُقَٰٰ يَهُدَّ كَشْفُ ِمَجْزَكَرَةُ*

“আমাদের উপর নেমে আসা দুর্ঘটের ফরিযাদ থাকু আল্লাহর কাছই ; কেননা, তার
ক্ষতিতেই রয়েছে দুঃখ-হীন এবং বিপদ বিদ্যুত্তিত করা। আমরা দুনিয়ার বাসিন্দা হোক এবং সেখান হতে
বহিষ্কৃত ; এখন মৃতদের অত্যুষ্ঠ নয় আমার জীবনের নয়।”

কোনদিন কোন প্রযোজনে জেল দারোগা আমাদের কাছে এলে আমারা আশ্রয় হতে হলেও
এ লোকটি দুনিয়ার জগত হতে এসেছে।

b: মুহাম্মদ ইব্রুল উমায়া

এ বছর মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কবি ও সাহিত্যিক মুহাম্মদ ইব্রুল উমায়া। তিনি
এমন এক পরিবারের সদস্য যাদের সকলেই কবি ছিলেন। তবে তাদের একজনের কবিতা
অপরজনের সংগে মিলিত হয়ে গিয়েছে।
মানসূর ইবনুল যাবরিকান

এ বছরে মূত্যুবরণকারী খাতিমানদের তালিকায় রয়েছেন কবি আবুল ফাযাল মানসূর ইবনুল যাবরিকান ইবনুল সালাম। হারানুর রশিদের স্ত্রীকাব্য রণনারায়। তার মূল বংশধর ছিল আল-জাহারা নিবালী। পরে তিনি বাগুদাদে বয়স করেন। তার দাদাকে বলে হত 'দুধা দ্বারা শকুনের আপ্যায়নকারী'। এ নামকরণের কারণ ছিল এই যে, একদিন তিনি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলে শকুন দল মেহমানদের চারদিকে চক্র দিতে লাগল। তিনি শকুনের জন্য একটি দুধা জাগই করার আদেশ দিলেন। যাতে মেহমানরা তাদের কারণে কষ্ট ভোগ না করেন। এ আদেশ পালিত হল। এ প্রসঙ্গে কবি বললেন-

অবুট্রু ব্যুভারে ফাস্তুত + খালিক (জাদুক ১) তো কিশুর আলেমি রহমত–

'আপনার পিতা বনু কাসিদের সেনা; আপনার মামা বা নানা শকুনের দুধা জাগই করে আপ্যায়নকারী!'

তার রয়েছে অনেক সরস কবিতা। কুলশুম ইবনুল আমর হতে তিনি বর্ণনা করতেন। যিনি তার সৌরের উন্মুক্ত ছিলেন।

ইউসুফ ইবনুল কাবী আবু ইউসুফ

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উলমেলোগ্যদের অন্যতম ছিলেন ইমাম ও কাবী আবু ইউসুফের পুত্র ইউসুফ। তার হারিয়ের শাখায় ছিলেন আস-সারিয়া ইবনুল ইয়াহে ও ইউসুফ ইবনুল আবু ইসহাক প্রমুখ। তিনি রায় চারিকারী (মুজাফাতিন) ফকেহ ছিলেন। পিতা আবু ইউসুফের জীবনকালেই বাগুদাদের পূর্বের কাব্যি নিযুক্ত ছিলেন এবং জামি’ আল-মানসূরে খলীফার হকিম জুহুমার খতীরের দায়িত্ব পালন করেন। বাগুদাদের কাব্যিপ্রদেশ থাকা অবস্থায় এ বছর রজত মাসে তিনি ইনতিকাল করেন।

১৯৩ হিজরীর আগমন

ইবনুল জাহানের মাত্র এ বছরের মূহারম মাসে ফামল ইবনুল ইয়াহিয়া ইনতিকাল করেন।

ইবনুন্ন জাহানের বর্ষায় একাধ বিহিরীক হিজরীতে ফামলের মৃত্যু হয় (বেল্লা পুর্বে উদ্ধৃত হয়েছে)। ইবনুল জাহানের বর্ষায় অধিক সংগঠিতপূর্ণ। তার বর্ষায় আরও আছে, এ বছর সাইদ আল-জাহানীর ইনতিকাল করেন।

ইবনুল জাহানের বর্ষায়- এ বছর হারানুর রশিদে মুরাজান গমন করেন। সেখানে তার কাছে এক হাজারের পাঁচ উট কোছাই হয়ে আলী ইবনুল মুসার সম্পদ ভার্ডার নীত হয়। এটি ছিল সফর মাসের ঘটনা। পরে হারানুর রশিদে সেখান হতে তৃপ্ত শহরে গমন করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এখানে অবস্থান কালেই তার ইনতিকাল হয়। এ বছরেই ইরাকের নায়িব হারাত্তা ও রাফিক ইবনুন্ন লায়ষ্য-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং হারাত্তা রাফিককে পরাজিত করে বুখারা দখল করেন ও রাফিক’-এর ভাই বুখার। ইবনুন্ল লায়ষ্যকে বদল করে খলীফার কাছে পাঠায় দেন। খলীফা তখন তৃপ্ত অবস্থান করেছিলেন এবং অধিক অসুস্থতার কারণে সফরে অপরাধ ছিলেন।

বদলের খলীফার সামনে উপস্থিত করা হলে এন অনুযায়ী করে খলীফার করণা উত্তরকারের চেষ্টা করল। খলীফা বিবেচিত হলেন না বরং কাঠার ভাবে বলেন, আলাহুর সকাম! আমার জীবনের যদি শুধু এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যে, তোমাকে মৃত্যু দেয়ার আদেশ প্রদানের
জন্য আমার ঠোঁট নাড়াতে পারি তবুও আমি তোমার মৃত্যুকথার আদেশকারী করব। তারপর তিনি জীবনের শেষের দিকে কে চোখ টেনে টেকে করল। একদিন হারমনির রাজত্বের দিকে তার দুই হাত তুললে আইরানের কাছে দু'আ করলেন, যেন তিনি বুঝতে পারিয়েছিলেন তার ভাই শাফেকের তার আয়ত্তে এনে দিয়েছেন অরুণ তার ভাই রায়ারের তার আয়ত্তে এনে দেন।

খঞ্জনা হারমনির রাজত্বের ইতিহাস

কৃষ্ণ অবস্থানে হারমনির রাজত্বের একটি স্পন্দন দেখলেছিলেন যা তাকে ঘাবড়ে দিয়েছিল এবং দৃষ্টিগত করেছিল। এ সময় জিবিলের ইবনে বুখারীর কাছে আমন করল (এবং তাকে চিন্তিত দেখতে পেয়ে) বললেন, আমি মৃত্যু মুহিমান! কী ব্যাপার? হারমনির বললেন, “আমি বলে দেখালম একটি হাত। যাতে রয়েছে লাল মাটি যা আমার খাতের তলা হতে বের হয়ে এসেছে এবং একজন বক্তা বললে, এটি হারমনির মাটি (কবর)। তখন জিবিল তার কাছে বললেন, নিয়ে লুঙ্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, এটা মনে করেন প্রাপ্ত বাজে স্পন্দন, তত্ত্বাবধায়ী আমিনি হে আমি মুহিমান! এটির কথা তুলে যান। পরবর্তীতে যখন হারমনির রাজত্বের মুহাম্মদ হুসাইনের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন তখন তুল অভিনবকরার সময় বাধি তাকে আকস্মিক করল। স্পন্দনের কথা তার মর্যাদা এল এবং তাকে ভারত করে দিল। তিনি জিবিলকে বললেন, কপালপাড়া! আমি তোমাকে যে স্পন্দনের কথা শনিয়েছিলাম তা কি তোমার মনে পড়ে? জিবিল বললেন, তুমি একটা তুমি হারমনির কাছে নিয়ে এস। হারমনি তার হাতে করে কিছু লাল মাটি নিয়ে এল। হারমনি তা দেখে বললেন, আইরান কসম! এই সে হাত যা আমি দেখেছিলাম এবং এই সে হাতের মাটি।

জিবিলের বলেন, আইরান কসম! এরপর তিনি যেতে না যেতেই তার মৃত্যুর হয়ে গেল। তিনি যে কাউকে অবহিত করিলেন মৃত্যুর আগেই দেখানে তার কবর খনন করার হুকুম দিয়েছিল। সেটি ছিল হুমায়ুন ইবনে গাদন তাহি-র বাড়ি। তিনি কবরের দিকে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আদম সত্যন! তুমি এখনই যাবে! পরে তিনি তার কবরে কোরআন তিলাওয়াত করার হুকুম করলেন। তারা তিলাওয়াত করে যেখানে সম্পন্ন করল। এ সময় হারমনির কবরের পাড়ে একটি ‘খাঁটিয়া’ ছিল। মৃত্যুর সময় সন্নিকট হলে তিনি একটি চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে মিলিয়ে এবং বলে বলে মৃত্যুর যাত্রা ‘ভোগ’ করে লাগলেন। উপস্থিতদের কেউ তাকে বলল, আমি যে পড়লে তা আমার জন্য অবিচার সহজ হত। এতে তিনি সুস্থ ব্যক্তির হাসি হাসলেন। পরে বললেন, তুমি কি কবর কবিতা শোনি?

রায়ের মৃত্যুর পর হারমনির কবরে থাকলেন। হারমনির কবরের বাণী জামাদালের দিয়ে তিনি ইতিহাস করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ অর্থাৎ সাতবছর বছর। তার বিলাত্কাল ছিল তেমনি বছর।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্‌)—৪৭
নাম ৪ আমীরুল মুম্নিনীন হারানুর বশীদ ইবুন আল-মাহাদী মুহাম্মদ ইবুন মানসুর আবু জাফর আববুল মাহাদী ইবুন মুহাম্মদ ইবুন আবু মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল মুহাম্মদ ইবুন আববুল 

১. যে দাসীর গত্বে মালিকের সন্তান জন্য নেয়া তারকে উত্তৰ ও লালাদ বলা হয়। মনে রাখতে হবে যে, তখনকার রাজপরিবারের দাসীরা সাধারণত বিভিন্ন রাজপরিবারের কন্যা হয়। -অনুবাদক
তিনি এর্দিদিন তার ব্যক্তিগত সম্পদ হতে এক হাজার দিনহাত সাদা করতেন। তিনি হজ্জ গমন করলে তার সঙ্গে একজন ফকিহ ও তাদের সম্পদের হজ্জ করতেন। আর নিজে হজ্জ না গেলে তিনজনকে হজ্জ করতেন এবং তাদের জন্য উন্নতমায়ের পোশাক ও প্রচুর অর্থ বয় করতেন। দান ব্যাপারে অন্যসব বিষয়ে দাদা আবু জাফর মানসুরের সাদর্শ শাস্ন করা পাতল করতেন। দানে তিনি ছিলেন ভক্তগামী ও বিশাল পরিমাণে দানকারী। ফকিহ ও কবিরদের ভালবাসতেন এবং তাদেরকে দানদিক্ষা দিতেন। তার কাছে কারো সংকর্ম ও সাদর্শন বিনষ্ট ও অনাদৃত হত না। তার আঁটিতে অংসিত বাংলি ছিল— (কালিমা) 

**اللّهُ۬ وَاللّهُ۬**। তিনি দৈনিক একশ রাকাতের নফল সালাত আদায় করতেন। বিশেষ কোন কারণ ব্যাপারে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তার এ নিয়মে কেন ব্যতিরিক্ত হতো না।

ইবন আবু মারিয়াম ছিলেন হারুনের আনস্তাদানকারী বিনোদন সংগ্রণী। হিজাব ও অন্যান্য অংশের বিষয়ে তথা প্রাণের অবগতি তার বৈশিষ্ট্য ছিল। হারুনুর রশিদ তাকে তার রাজকীয় বর্ণনা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজ পরিবারের সদস্য করে নিয়েছিলেন। একদিন ঘটনা, হারুনুর রশিদ ইবন আবু মারিয়ামকে জাফরের সালাতের উদেশ্যে জানিয়ে দিলে তিনি উত্তে উঠে করলেন যে হারুনুর রশিদকে সালাতের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিলে তিনি উত্তে উঠে করলেন। পরে হারুনুর রশিদকে সালাতের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিলে তিনি উত্তে উঠে করলেন। যে হারুনুর রশিদকে উন্নতমায়ের পোশাক ও প্রচুর অর্থ করেন।

একদিন আব্বাস ইবনুল মুহাম্মদ হারুনুর রশিদের কাছে আগমন করলেন। তার সঙ্গে ছিল রুপর তরী একটি পোড়ারফিটের বৈঠাব, যাতে অতি মূল্যবান উত্তম গুপ্তিক। আব্বাস এ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি ও পোশাক করতে লাগলেন এবং ক্ষুদ্রকায় তার গ্রহণ করার আবেদন জানালে তিনি তার গ্রহণ করলেন। তখন ইবন আবু মারিয়াম তা দানদিক্ষা করার কাছে তাকে তাঁকে তার করালেন। এই ক্ষুদ্র হয়ে আব্বাস তাকে বললেন, ‘দুর্ভাগ্য কোথাকারে! আমি এমন কিছু নিয়ে এলাম যে হতে অন্য নিজেকে পরিবারের লোকদের বসিয়ে রেখে আমার মনীর আমীরুল মুমিননকে অপ্রিন্ট ব্যাহার করালাম। আর তুমি তা নিয়ে নিলে? তখন ইবন আবু মারিয়াম সে গুপ্তি তার পাশাপাশি মাঝের করলেন এবং তখনই তা হতে ছায়া যতদূর যায় না তখনই তা হতে লাগিয়ে পার। হারুনুর রশিদ এ অহস্য তাকে হাসি সংবরণ করতে পারিলেন না। পরে ইবন আবু মারিয়াম সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা 'খাকান' নাম্বার এক খাদিমদের ভাষায় এক খাদিমকে বললেন, আমার গোলামকে দুঃখে নিয়ে এসো। ক্ষুদ্রকায় তাকে বললেন, ‘যাও, তার গোলামকে ভালে নিয়ে এসো।’ গোলাম উপস্থিত হলে তাকে বললেন, যাও এ গুপ্তি (বাঁধ) ‘সাতাক'-এর কাছে নিয়ে যাও। তাকে বললে, “সে যেন তা তার নিজেকে মালিশ করে। আমি এসে তার সঙ্গে সংগম সুখ ভোগ করব।” এতে হারুনুর রশিদ়ের হাসি সর্বমাত্র ছাড়িয়ে গেল।

পরে ইবন আবু মারিয়াম আব্বাস ইবনুল মুহাম্মদকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমীরুল
মুমিনীনের কাছে এ সুগুছি নিয়ে এসে তার প্রশংসা করতে শুরু করেছ যার রাজত্ব এত বিশাল যে, আকাশ যা কিছু হর্ষণ করে এবং পৃথিবী যা কিছু উৎপন্ন করে তা তার কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্বই হয়ে থাকে। বরং এর চেয়ে বড় বিশ্বের ব্যাপারে এই যে, মালাকুল মাওতেকে বলা হল, ‘এ লোক তোমাকে যা আদেশ করবে তা তুমি বাংলা ভারতীয় করবে।’ আর তুমি কি না তাই সামনে এ দামী সুগুছির প্রশংসা করেছ এমনভাবে যেন তিনি তরকারী বিষ্কম্বিত। কিংবা রূপে তৈরিরান্তো বা বাবুটির অধুনা খেজুর বিষ্কম্বিত। এ কথা তো হাসির দমকে হার্লনুর রাতান প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। পরে তিনি ইবনে আবু মুরায়মনকে এক লাখ দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন।

একদিন হার্লনুর রাতান ঔষধ পান করলেন। ইবনে আবু মুরায়ম সে দিন তার প্রহরীর (‘সচিবের’) দায়িত্ব পালনের আবেদন জানালেন এবং যা কিছু (হাদিয়া-নজরানা রূপে) অর্জিত হবে তা তার ও আমীরুল মুমিনীনের মধ্যে বন্ধ হওয়ার শর্ত করলেন। হার্লনুর তাকে প্রহরীর দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। চারাদিক হতে দুবেরা হাদিয়া নিয়ে আসতে লাগল। মহিতী মুসলিমদার কাছ হতে এবং বাবনামীকরের ও বড় বড় আমীরদের কাছ হতে। এ দিনের মোট হাদিয়ার পরিমাণ ছিল যাতে হার্লনুর দীনার। পরের দিন হার্লনুর সন্তান তাকে প্রতিরূপ পরিমাণে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তা অবহিত করলে হার্লন বললেন, ‘আমার হিসাব কোথায়? ’ ইবনে আবু মুরায়ম বললেন, ‘আমি তার বিনিয়োগ দেয় হার্লন আলেপ দিয়ে আপনার সংগে আপোষ করলাম।

একবার তিনি আবু মুসলিম আবু যারীর (অন্ন) মুমাহমেদ ইবনে হামিমের কাছ হতে হাদিস শেখানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিজের কাছে আমান করে আনলেন। এ প্রসঙ্গে আবু মুস্লিম বললেন, আমি তার কাছে যে কোন হাদিস উল্লেখ করলেই তিনি বলে উঠতেন । মুজাহিদ (আলাহু আল্লাহ মনিবের অন্তর্গত এবং সালাম করুন।) এতে তিনি কোন ওয়াজ-উপদেশের বিষয় অনেকে মনে করেন যে আপনার জন্য উঠলে তিনি আমার হাতে পানি চেলে দিতে লাগলেন। আমি তো তাকে দেখেছিলাম না। তিনি বললেন, আবু মুসলিম! আমি কি জানেন যে, কে আপনার হাতে পানি চেলে দিচ্ছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ‘আমীরুল মুমিনীন’ আপনাকে পানি চেলে দিচ্ছেন। আবু মুসলিম বললেন, ‘তখন আমি তার জন্য দুজন করলে তিনি বললেন, ‘আমি তো ইলমের তাজ্জিম করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছি।’

একদিন আবু মুসলিম তাকে আমান হতে আবু মুসলিম আবু হারানুর (রা) সনদে (বর্ণিত) আদেম ও মূসা (আ)-এর বিতর্ক সংক্রান্ত হাদিস তাকে শেখানিরানো ছিল। তখন হারানুর রাতানের চাচা বললেন, হে আবু মুসলিম! এরা দু'জন কোথায় একত্রিত হয়েছিলেন? এতে হারান প্রচুরে রাগানিত হয়ে বললেন, ‘হাদিসের প্রতি কাঁপে হচ্ছে? তারাবারী ও চামড়ার ফরাস (মুহম্মদ কার্যকর) করার সময় বিবি কে বন্ধুর জন্য বন্ধুরের চামড়া) নিয়ে এসে।’ তা নিয়ে আসল হলে লোকেরা তার জন্য সুপারিশ করতে লাগল। হারানুর রাতান বললেন, ‘এতে ধর্মদোষ।’ পরে তাকে কারাকুশ করার আদেশ দিলেন এবং কসম করে বললেন, ‘তার মাঝায় কে এসব চুকিয়েছ তা আমাকে অবহিত না করা পর্যন্ত সে বের হতে পারবে না।’ তখন চাচা শফি-কাথিন কসম করে বললেন, ‘কেউ তাকে তা বলে দেয়নি, বরং কথাটি হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে
গিয়েছে। আমি এন্ড্যু আল্লাহর কাছে তওবা ও ইসতিগফার করছি। তখন ফলীফা তাকে মুক্ত করে দিলেন।

কারো কারো বর্ণনায় আছে, আমি একদিন হারানুর রশীদের দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তার সামনে গর্দন করিতে একটি লাশ পড়েছিল এবং জলাদ লাশের ঘাড় তার তরবারি মুছে নিছিল। তখন হারানুর রশীদ বললেন, "আমি তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছি, কারণ সে কুরআনকে 'সৃষ্টি' (মাহলুক) বলেছে। এ কারণে তাকে হত্যা করা মুহাম্মদ-পারসিন আল্লাহর নেকটা পাওয়ার উপায়। কোন আলিম মন্দীকা তাকে বললেন, আমীরুল মুহিমীন। আপনি এদের প্রতি সুদৃষ্টি দিয়েন যারা আসু বকর (রা) ও উমর (রা)কে ভালবাসে এবং তাদের অন্যদের চেয়ে অধিক সাবধান করে। আপনি আপনার প্রতিপজ্জন মাহাত্ম্যে তাদের মর্যাদাময়িত করবেন। হারানুর রশীদ বললেন, "আমি কি তা-ই করছি না? আল্লাহর কসম! অনুরূপই আমি তাদের ভালবাসি এবং যারা তাদের ভালবাসে তাদেরও আমি ভালবাসব এবং যারা তাদের প্রতি বিদ্যমান পোশাক করে আমি তাদের শান্তি দিব।

ইবনুস সিমাক তাকে বললেন, "আল্লাহ কাউকে আপনার উপরে উন্নীত করেননি। সুতরাং আপনার সাধন হবে যেন কেউ আপনার চেয়ে আল্লাহর অধিক অনুগ্রহ না হয়। এ কথা তোমার হারুন বললেন, 'আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তার উপদেশ অত্যন্ত সারাগর্ভ।' (বর্ণনা এর) ফুয়াদ ইবনুস ইয়ায অধ্যা অন্য কেউ তাকে বললেন, দুনিয়াতে এদের কাউকে আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যে উন্নীত করেননি। সুতরাং আহিতে তাদের কেউ আপনার উদ্দেশ্য না যেতে পারে আপনাকে সে সাধনায় করতে হবে। কাজেই নিজেকে মেহতাত্মা শ্রমে নিমগ্ন করুন এবং আপনার পালনকর্তার আনুগ্রহের কাজে প্রতিযোগী হয়ে সাহিত্যিকে লাগিয়ে রাখুন।

একদিন ইবনুস সিমাক তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন কলিফা পানি পান করতে চাইল ঠাও পানির একটি কন্নী তার কাছে দিয়ে আসা হল। তিনি ইবনুস সিমাক বললেন, 'আমাকে নসীহত করুন!' তিনি বললেন, 'হে আমীরুল মুহিমীন! এ পানি আপনাকে দেয়া না হলে (এবং ক্ষো করে নিতে বাধা হলে) আপনি কত দাম দিয়ে তা করেন তা? তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের অর্ধেক দিয়ে।' ইবনুস সিমাক বললেন, স্বচ্ছন্দে পান করুন! পান করার পরে তিনি বললেন, 'বলুন তো, যদি আপনার দেহ হতে এ পানি বেরিয়ে যেতে বাধাহীন হয় তবে কিপরিমাণের বিনিময়ে আপনি তার সুরাহার ব্যবস্থা করবেন?' তিনি বললেন, 'আমার রাজত্বের অবশিষ্ট অর্ধেক দিয়ে।' তখন ইবনুস সিমাক বললেন, যে রাজত্বের অর্ধেকের দাম একবারের পান করার সমান এবং অপর অর্ধেকের দাম একবারের পেশায়ের সমান তা অবশ্য তাতে প্রতিদয়াতিত্ব কিনা না হওয়ার উপযোগী বিষয়। এতে হারানুর রশীদ কাঁদতে লাগলেন।

ইবনুস কুতুয়ারা বললেন, আর-রিয়াশী আমদের সনিবাসেন। তিনি আসামাইকে বলতে গুনেন, 'আমি হারানুর রশীদের কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন তার নখ কাটছিলেন। দুইটি ছিল কুবার। এ ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বৃহস্পতিবারে নখ কাটা সুন্নততরুণে বিবেচিত; তবে আমার কাছে এ তথ্য পূর্লেন যে, ততোবারে নখ কাটা দারিদ্র বিদৃষ্ট করা।'। আমি বললাম, 'আমীরুল মুহিমীন! আপনিও দারিদ্রের ভয় করেন? তিনি বললেন, হে আসামাই। দারিদ্রকে আমার চেয়ে অধিক ভয় করে এমন কেউ কি আছে? ইবনু
আসাকির ইব্রাহীম আল মাহদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হারুন রশীদের কাছে ছিলাম। তিনি তার বাবুটিকে ডেকে বললেন, তোমার কাছের মধ্যে কি উচ্চ গোষ্ঠী আছে? বাবুটি বলল, 'জী হয়, বিভিন্ন ধরনের আছে। হারুন বললেন, খাবারের সঙ্গে তা-ও পরিবেশন করবে। পরে তা সামনে পরিবেশন করা হল তিনি তা হতে একটি গ্রাস তুলে নিলেন এবং তা মুখে দিলেন। এ সময় জা'ফর বাবরকী হেসে দিলে হারুনর রশীদ তার গ্রাস চিনানা বন্ধ করে দিলেন এবং জা'ফরকে ক্ষত্ত্ব করে বললেন, তোমার হাসির কারণ কি? জা'ফর বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! সে কিছু নয়। বাসির সঙ্গে গত রাতের একটি কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। হারুন বললেন, তোমার উপরে আমার অধিকারের কসম! যদি না তুমি আমাকে আসল কথা অবহিত কর। জা'ফর বললেন, 'ঢিক আছে। আপনি এ লুকামাটি খেয়ে নিন! তখন হারুন সেটি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি অবশেষই আমাকে আগল ঘটনা অবহিত করবে। তখন জা'ফর বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনার ধারণায় আপনার এ উচ্চের গোষ্ঠীর খাবারের দাম কত পড়ছে? খেলীফা বললেন, 'চার দিনতাহ হবে।' জা'ফর বললেন, না, আল্লাহর কসম! হে আমিরুল মু'মিনীন! বরং চার লাখ দিনতাহ। খেলীফা বললেন, তা কি রূপে? জা'ফর বললেন, অনেক দিন আপনি আপনি একবার আপনার বাবুটির কাছে উচ্চের গোষ্ঠ চেয়েছিলাম। কিন্তু সে দিন তার কাছে তা ছিল না। তখন বলে হয়েছিল, 'অবশেষই রানিয়াঁ উচ্চের গোষ্ঠ সুন্না থাকবে না।' সুরতার আমার সেদিন হতে আমিরুল মু'মিনীনের বাবুটিরের জন্য দৈনিক একটি উচ্চ বই করে চলছিল। কেননা, আমারা বাজার হতে উচ্চের গোষ্ঠ খুব করি না। কাজেই সেদিন হতে আজ পর্যন্ত উচ্চের গোষ্ঠীর জন্য চার লাখ দিনতাহ বায় করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আজকের দিন বায়ীত আর কেন দিন আমিরুল মু'মিনীন উচ্চের গোষ্ঠীর চাহিদা প্রকাশ করেননি। জা'ফর বললেন, আমি হেসেছিলাম এ কারণে যে, আমিরুল মু'মিনীন আজই সে গোষ্ঠ হতে এ লুকামাটি মুখে দিয়েছেন এবং বায়ীতে আমিরুল মু'মিনীনের জন্য তার দাম পড়ছে চার লাখ দিনতাহ।

বর্ণনাকারী বলেন, এসব কথা শোনার পর হারুনর রশীদ প্রচণ্ডে কীতে গালেলে এবং তার সামনে হতে দেখতেন তুলে নেয়ার আদেশ দিলেন। পরে তিনি নিজে নিজেকে এই বলে ধমকাতে গালেলেন। 'আল্লাহর কসম! হারুন! তুমি বায়ীত হয়ে গেছে!' তিনি এভাবে তিনি মুআয়িন তাকে দুঃখের সালাতের সময় হওয়ার অবগতি প্রদান পর্যন্ত তিনি কীতে থাকলেন। মুআয়িনের আহারে তিনি তার হয়ে লোকদের সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরে ফিরে এসে মুআয়িনগণ তাকে আসলে সালাতের আহার জানানো পর্যন্ত কীতে থাকলেন। এ সময় তিনি দুই হামের (মক্কা-মদিনা) ফকিরদের জন্য বিশ লাখ দান করার আদেশ দিলেন। এবং হামের জন্য দান লাখ বরাদ্দ করলেন। অনুরূপ বাগানদের চিত্র ও পূর্ব প্রাচীনের দশ লাখ করে বিশ লাখ এবং কুফা ও বসরার ফকিরদের জন্য দান লাখ সালাত করার আদেশ দিলেন। পরে আসরের সালাতের জন্য বেরিয়ে গেলেন। পরে আবার ফিরে এসে মাগরিবের সালাত পর্যন্ত কীতে থাকলেন এবং সালাতের পরে ফিরে এলেন। তখন কাশী আবু ইউসুফ তার কাছে এলেন। তিনি বললেন, কী বায়ীত! আমিরুল মু'মিনীন! আজ দিনভর কেদে চলছেন? হারুনর রশীদ তার ঘটনা বলবেন এবং তার বাসনা পূরণের জন্য বিশাল অর্থ ব্যয়ের কথা এবং তা হতে মার এক লুকামা আহার
করার কথা অবহিত করলেন। তখন আবু ইসলুম জাফরকে বললেন, আপনারা যে উট যারাই করতেন তার গোষ্ঠ কি নষ্ট হয়ে যেত কিংবা লোকেরা তা আহার করতে নি? তিনি বললেন, না, বরং লোকেরা তা আহার করত। আবু ইসলুম বললেন, আমীরুল মু'মিনীন। আপনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সওয়াবের সুসংবাদ গ্রহণ করলেন- আপনার সে অর্থ ব্যয়ের জন্য যা বিগত দিনগুলোতে মুসলমানগণ আহার করেছে এবং যে সাদাকার জন্য যা কার্য তাওবীক আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন এবং অজেলের এদিনে আল্লাহ আপনাকে তার যে ভয় ও জ্বাইরা তাওবীক দান করেছেন সে জন্য। আল্লাহ তাাআলাতা তো বললেন, "লীন হাফেজ মাফাম বিবাদিন।" যে তার পালনকর্তার সামনে দাঙাবাবর (এবং জীবনের হিসাব নিকাশ দেয়ার) ভয় ভয়ার্ত, তার জন্য রয়েছে দুটি জানাল।" তখন হারুনর রশিদ আবু ইসলুফকে চার লাখ দেয়ার আদেশ দিলেন এবং সে সময় খাবার আনিয়ে তা আহার করলেন। ফলে এ দিনে তার সকলের খাবারই বিকালের খাবারের হয়ে গিয়েছিল।

আবী ইব্রাহিম তালা আল-আহিজ বললেন, হারুন রশিদদের জন্য তাবাগাহিনী ও রসিকতার একে সময়ে ঘটেছিল যা তার পরে আর কারা ক্ষেত্রে ঘটবে। (যেমন) আবু ইসলুফের ব্যাক্তিত্ব ছিলো তার কাজী (বিচারপতি), বারামকী(সেদের ব্যাখ্যা খণ্ডন-ওবায়ন)-রা ছিলো তার উদ্ধার ও মৃত্যু। অত্যন্ত সুসংবাদ ও মীমাংসা ফাউল ইবনুর রাজি' ছিলো তার প্রধান সাহিব (প্রধানসর্বদা); উমর ইবনুল আব্বাস ইবনুল মূহাম্মদ তার একাত সহর। মাওয়ালি ইবনুল আবু হাফসা তার সহকর্মী, তার গায়ক ইমামবাদ মাওয়ালি যিনি সংগ্রিপ্ত বিভেদ সমকালে ছিলেন অতুলনীয়। ইবনুল আবু মাওয়াম তার রসিক বুদ্ধ এবং তার সুরণশিল বারসুমা। আর (সমর্থক উল্লেখযোগ্য) তার জীবন সর্পিল ইসলাম জাফর হতে যুবায়ান যিনি ছিলো যে কোন ভাল কাজে সর্বাধিক আগ্রহী এবং যে কোন নেক ও পুণ্যকাজে সকলের জন্যে অগ্রগণ্য। হারুনর রশিদের সর্বকালের ব্যবস্থা (নাইরে যুবায়ান) সম্পন্ন করেছিল এবং তার হাত দিয়ে আল্লাহ তাাআলাতা হাপেনর সর্বকালের ভক্তিমন্দ সম্পাদন করিয়েছিলেন।

খুলে মাহাদীব বর্ণনা করেন। হারুনর রশিদ বললেন, আবী ইব্রাহিম এক সম্প্রদায়ের সদস্য যাদের দর্শন প্রভাব বিতর্ককরী। যাদের উপস্থিত সুসংবাদ। আবীর রাসূলুর হাশিয়াম (সা)-এর উজ্জ্বলতার ধন্য এবং আল্লাহর মীমাংসা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। একবার হারুনর রশিদ বায়তুরাক তাওয়াফ করার সময় এক ব্যক্তি তার সামনে এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই যাতে কিছু রুদ্ধ থাকবে।' তিনি বললেন, না এবং তার সুন্দর নয়। আল্লাহ তাাআলাতা তো তোমাকে চেয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে আমার চেয়ে নিকৃত্ত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিল এবং তাকে তার সংগে 'কোমল' কথা বলার আদেশ দিয়েছিলেন।

তাতে ইবনুল হাফের হতে বিবিষ্ট। তিনি বললেন, একবার আমি হারুনর রশিদকে মক্কার রাস্তায় দেখতে পেলাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, "তোমার জন্য সং কাজের আদেশ প্রদান ও অন্যায় কাজে নিষেধাজ্ঞা প্রদান অপরিহার্য। তখন আমার প্রশ্ন আমাকে ভয় দেখাল যে, এখনই তিনি তোমার গদানি উভয়ে দেয়া হবে। আমি বললাম, তবুও তোমাকে তা করতেই হবে।" তখন আমি দূর থেকে তাকে ডাক দিলাম- 'হে হারুন! আপনি উত্তীর্ণ ও পংশাপালক শাস্ত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'লোকটিকে ধর।' তখন আমাকে তার কাছে উপস্থিত করা হল।
তখন তার হাতে ছিল বোহরা তৈরি একটি কুঠার। যা দিয়ে তিনি কৃত্রিম করেছিলেন। তিনি তখন একটি কুব্যসী উপাধিত ছিলেন। তিনি বললেন, কোন গোড়ার লোক হে? আমি বললাম, একজন মুসলমান। তিনি বললেন, ‘তোমার মা পুরহারা হেক! তুমি কোন গোড়ার লোক? আমি বললাম, আনুবাদ গোড়ার। তিনি বললেন, আমাকে আমার নাম ধরে ডাক দেয়ার হিম্যাত তোমাকে কে দিয়েছে? তাহায় বললেন, ‘তখনই আমার মনে এমন কথার উদয হল যা ইতোপূর্বে কখনও উদয হয়নি।’ আমি বললাম, আমি আলাহকে তার নাম ধরে ডাকি- ইয়া আলাহ।’ সুতরাং আলাহকে আপনার নাম ধরে ডাকব না কেন? আলাহ সুবহানান্তু ওয়া তা'আলাও তার সৃষ্টির মধ্যে তার কাছে সর্বদিন হরিয়াসদের তাদের নাম নিয়ে ডেকেছেন- ‘হে আদম!, হে মৃদু!, হে সুদু!, হে সালিহ!, হে ইবরাহীম!, হে মুসা!, হে ঈসা!, ওহে মুহাম্মদ বল। আর তার সৃষ্টির মধ্যে তার সর্ব্বগীয় অপসারণী ব্যবহার করতে করেছেন তার উপনির্দেশ এবং ভাগের বলেছেন যে, তুমিই বিশেষ প্রস্তুতি হারানুর রশিদ এ কথা হবে বললেন, তাকে বের করে নিতে।

ইবনুস সিযামে একজন তাকে বললেন, আপনি একাকী ইন্টিকাল করেন, একাকী কবর প্রেরণ করেন, ও সুনাম হতে আলাহকে একাকী উদান হতে। সুতরাং মহিয়ান-রায়ন আলাহকে সামনে উপস্থিত এবং কান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবশ্বকতা করন হত। যখন দুঃখম্য আন্দোলন করে, পা পিছলে যাবে, মহিয়ান আগত হবে। তখন কোন তোলা করল করা হবে না। কোন বিচ্ছিন্নতা করা হবে না। এহে মুহাম্মদ, আলাহ বললেন। এ হলে হারানুর রশিদ কাদের লাগলেন এবং তার কানান আওয়াজ চের গেল। তখন ইয়াহুদিয়া ইবন খালিদ ইবনুস সিযামকে বললেন, হে ইবনুস সিযাম! আপনি আমীরুল মুমিনেন্দের সন্তান আজকের রাতটি দিয়েছিল করেন। তখন তিনি উঠে সূখ হতে কাদেটে কাদেটে বেরিয়ে গেলেন। যাত্রায় ইবন ইযাহ মনে তার ওয়াজের মাঝে তার দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে বললেন, ‘হে সুরী চেহারার অধিকারী! আলাহকে এদের সকলের ঢাকে জাবান্দী করতে হবে। আলাহকে তা’আলা বলেছেন এলে ব্যাখ্যা লাগে মুখার্জিত হতে বর্ণনা করেছেন।

পুরোনো জীবনে সংযোগের সব সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। এতে হারানুর কাদের লাগলেন এবং পরে হেকাদে দিয়ে লাগলেন।

ফুয়াজিয়া বলেন, একজন হারানুর রশিদ আমাকে ডাকলেন। সেদিন তিনি তার ঘরগুলো সুসজ্জিত করেছিলেন এবং বহুল পরিমাণে খাদ্য পানীয়ের ও সুবাুদ খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তিনি (কবি) আকুল আতাহিয়াকে ডেকে বললেন, আমাদের এ সুখ ও প্রাচুর্যের বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা কর। আকুল আতাহিয়া বললেনঃ

- উশ মাবানা লক সালিমা + ফি তৈল শাখার ২৫ ক্ষুদ্র ফির
- তামুলিকুল বিশাহীকা + ত লাদী খোল ইল্লিয়া সিব কর
- ফাতী আলফ ২৫ তুল্য বিশিষ্ট + তুল্য স্যালাহ ২৫ সিবুর
- ফুমাফু তুয়াল মুয়াত + মাকানত আলী বেলোর
বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শেষ হার্নুর রশীদ প্রচো ও প্রবল কলান্ত্র যে গুলো পড়ছেন। তখন ফাইয়া ইবন ইয়াহ্যাহ কবিকে বলেন, আমিরুল মুহম্মদ আলেমের ওর রশীদ শেষের জন্য। আপনি তাকে দুধে দিলেন হার্নুর রশীদের তাঁকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, যে আমাদের অক্ষরের মধ্যে দেখতে এবং আমাদের অক্ষর আরে। বাঁধিয়ে দেয়া এবং দুখ করিন। এমন এক সুগন্ধ বর্ণনায় আছে হার্নুর রশীদ আবুল আতাহিয়াকে বললেন, সার্বভৌম সংকিত করতার কিছু লাইন বলে আমাকে উপদেশ দিল। তখন তিনি বললেন:

লাতামেন মোতেরি ফেরো নেম্বার তামুফ + লেন রেম্বাফ জাম হাবাব হাবাবের

*উল্লেখ দেয়া হইল তালিকায় যে সেই আমন্ত্রণ সাহায্য করে তাকে নির্দেশ করেছি। পিতারে আর্ন ও পার্কার্নার দিয়ে তিনি মূলরক্ষা ব্যবহার করেন তাকে করার কালেও। জেনে রাখুন, মূলরা তার হতে আর্নাঁকারীর বর্ণ পরিধানকারী ও চাল ব্যবহারকারী যে কোন ব্যক্তিকে তা আর্নের হয়ে। তিনি মূলর আদের করে এক তার উপরোক্ত পথ ধরে চলে না। চুক্তো জায়গো লোকো চালের পারে না।*

বর্ণনাকারী বলেন, কবিতা শেষ হার্নুর রশীদ অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

একবার হার্নুর রশীদের আবুল আতাহিয়াকে আর করেছিলেন। জেলেনার সে কি বলে তা পৌঁছাবার জন্য কুসুমা লোক অভিনয় করেছিল এ সময় আবুল আতাহিয়া একদিন জেলনার দেয়ালে লিখলেন:

*আমিও প্রভু তোমার নাম শুনতে মুক্তি হয় তোমার মন্দ নিয়ন্ত্রে হৃদয়ে চলে গেছে*।

*শোন আলা আলাইহ কসম যুগুম অবশ্যই দূর্রোগী। মন লোকরাই বড়ু যুলুম, বাজে থাকে। বিচার দেন বিচারের সমকাশে তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হবে। আলাইহ কহে সমবেত হবে বদী ও বিবাদী।*

বর্ণনাকারী বলেন, কুসুমা তখন তাকে ডেকে আলাইহ ও অভিযোগ মুক্ত করে ছেড়ে দিলেন এবং এক হাতের দিনার তাকে হিরা করিন।

হাসান ইবন আবুল ফাইহ বলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল মুহাম্মদ ইবন উয়ানা (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলছেন, আমি হার্নুর রশীদের কাছে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, "আপনার খবর আর কি। আমি বললাম,

*বুঝিয়ে তোমার বেলুন প্রথমে তারা তোমার চলান ও সকন্তু।*
"ঘরগলো যা গেপন করে রাখে তা-ও আশ্বাসর দৃষ্টিতে রয়েছে ; দৃষ্টধারণ ও নিরবতা অবলম্বন দীর্ঘমেয়াদী হয়েছে।"

তখন হারানুর রৌপ্য বললেন, 'হে অমুক . . . ! ইবন উয়ায়েনার জন্য এক লাখ, যা তাকে ও তাঁর উত্তরসূরীদের প্রয়োজন মিলিয়ে দিবে। অথচ রৌপ্যের মোটেই লোকান্তর করবে না।

আসসাই বললেন, আমি হজ্জের সফরে হারানুর রৌপ্যের সংগে ছিলাম। আমারা একটি উপাত্তাকার পথ চলছিলাম, দেখেছি তার পাশে এক সুন্দরী নারী বসে আছে। তার সামনে রয়েছে একটি পেয়ালা এবং সে এই কবিতা আবৃত্তি করে করে সহায়তা প্রার্থনা করেছে।

ফাতিমা কে মুহাদ্দিন তাকে আকাশ + নান্দল আর আকাশ + নৌকাবাদ + নৌকাবাদ + নৌকাবাদ

ফাতিমা আর মুহাদ্দিনের মন্ত্রে আমি ছিলো। তার বিচার করো প্রাণের সাথে মিলিয়ে আসো কাঁতি।

"দূরত্বের নিপ্পেশ্বর আমাদের নিপ্পেশ্বর করে দিয়েছে এবং কালের চক্র আমাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই আমরা তোমাদের কাছে এসেছি এবং তোমাদের খাদ্য ও পাত্রের যাত্রা শেষ করতে পারে। আশায় হাত পেতে চাই। সুতরাং তোমরা আমাদের কাছে প্রতিদান ও বিনিময় অনুষ্ঠানে চিন্তা করি; হে বায়তুল হারামের যিহেশ্তে আগত যাত্রীরা। যে আমাদের দেখলে সে আমাকে ও আমার দাতিদের দেখলে, তোমরা আমার দাতীদের এবং আমার অবস্থার সম্মানে আত্মা প্রতি দয়া কর।"

আসসাই বললেন, আমি হারানুর রৌপ্যের কাছে গিয়ে সে নারীর কথা অবহিত করলে তিনি নিজে তার কাছে এলেন এবং তার বক্তব্য বলে তার ভর্তি দায়িত্ব হলেন ও কে ফেললেন। পরে যাদিম মাসরকে তার পেয়ালাটি বর্ণ দিয়ে তাঁকে আদেশ দিলেন। সে তার পূর্ণ করে দিল। এমনকি তা থেকে তাকে আদেশ দিলো তার হাত ব্যাপো পড়তে লাগল।

একবার হারানুর রৌপ্যের কাছে এক পল্লীবাসী বেদুইন উট চালায়। তু সাগিত গাইতে অনলেন:

আবার মুহাদ্দিনের হাতেছে এবং তার হাতেছে নারীর হাতেছে।

কীন হাতেছে এবং তার হাতেছে চক্ষুর কীনের।

"হে চিত্তার ভাবে ভিত্তিতে হয়ে না; তুমি অতিবাহিত করছ আর তারপাশ তোমার জন্য

উৎস হচ্ছে। সে কী রূপে তোমাকে মন করবে; অথচ বিধি লিখন করিয়ে গেছে; আর

তোমার সুখাস্থ ও বায়ুধি নেমে গিয়েছে।

তখন হারানুর রৌপ্যের কাছ হালকে বললেন, তোমার সংগে কী আছে? সে বলল, চারশ দীনার। খলিফা বললেন, সেগুলো এ বেদুইনের দিয়ে দাও! সে দীনারগলো হাতে নেয়।

পর তার সংগে তার কাঠ হাত দিয়ে আহার করল এবং কবিতা আবৃত্তি করে বলল,

ওকেন্দ্র জেলুস কুৎসাহার বেঞ্চা উমরু + বাসি দেয়ে তেকুনী জেলুস।
“আমি তো ছিলাম কা’কা’ ইবন ‘আমরের পাশে উপবেশনকারী; কা’কা’-এর পাশে বসা বাড়ি দুর্গা হয় না।”

তখন হারুনর রশিদ কোন খাদিমকে আদেশ করলেন, তার কাছে বিদায়: স্বর্গ এ কবিতা অবতীর্ণ করে দেয়ার জন্য। দেখা গেল যে, তার কাছে আছে দুইশ দীনার।

আবু উবায়দ বললেন, এ কবিতাটি একটি প্রবাদ বাক্য এবং এর মূল ঘটনা এই যে, মুযাবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)-কে কিছু সহায়তা পেয়ালা হাবিয়া দেয় যত তিনি তার সত্তাসদাদর মধ্যে বসন্ত করে দিলেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন কা’কা’ ইবন আমর এবং কা’কা’-এর পাশে ছিল জন্মের বেদুইন। যার জন্য কোনো পেয়ালাটি অবশিষ্ট ছিল না। বেদুইন দুজন মাথা নত করে বসে রইল। তখন কা’কা’ তার ভাগের পেয়ালাটি তাকে দিয়ে দিলেন। তখন বেদুইনটি উঠে দাড়াল এবং এ বলতে লাগল।

ওক্তে জেলিস মুফতিয়া।

একদিন হারুনর রশিদ মহিলার মুযাবাদার কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি হাসিল ছিলেন। কেউ বলল, আমীরুল মুমিনীনের হাজির কারণ? তিনি বললেন, আজ আমি এ নামের, অর্থাৎ মুযাবাদার নিকট ব্যবস্থা করলাম এবং তার কাছে বিশ্বাস করলাম ও যুমিয়ের পড়লাম। পরে সর্ব চেলে রাখার আওয়াজ আমার যুধ ডোগ্স দিয়ে লোকারা বলল, এই তুলনার সৃষ্টি অর্থ হতে এসেছে। তখন মুযাবাদ বলল, ‘এগো আমাকে হিবা করে দিন!’ (হে চাবার ভাই !) আমি বললাম, ঠিক আছে, তা তোমারই! পরে আমি তার কাছ হতে বেরিয়ে আসার আগেই সে মুখ ভেঙেছিলো (কৃত্রিম কোট দেখিয়ে) বলল, “তোমার কাছে কী সাদচর্চা পেলাম এ জীবনে?”

একদিন হারুনর রশিদ মুহম্মদ আলীবাদীকে বললেন, ‘নেকড়ে সম্পর্কে সর্বাধিক সুন্দর কবিতা কি আছে বল। তা হলে তুমি এ আংটি পাবে। যা এক হাজার ছয়শ দীনারে কেনা হয়েছে।’ তখন ফায়ল কবির এ পঞ্চিত আবৃত্তি করলেন-

যিনাম ই ইধিডি মুফতিয়া মুফতিয়া + নিত্য রঘু রঘুরায়া নের পেনতান নাম.

“সে তার এক পৃত্তি (চোখ) দ্বারা যুমায় এবং অপরটি দ্বারা সকল হতে আজারকার কারে।

সূত্রাং (বলা যায় যে, সে একই সংগে জগত ও নির্দিষ্ট।”

হারুনর রশিদ বললেন, ‘তুমি আমার কাছ হতে আংটি টি হিয়ানী নেয়ার জন্যই এমন করে বলল। পরে আংটি তার দিকে ছোড় দিল। পরে যুবাবাদকে তার কাছে লোক পাঠালেন এবং এক হাজার ছয়শ দীনার দিয়ে আংটি মুহম্মদের নিকট হতে কিনে আনলেন এবং এ কথা বলল তা রশিদের কাছে পাঠালে দিয়ে। তা আমল করেছিলে যে, এটি আপনার বেশ পদন্তে।

হারুনর রশিদ কোনো পুনরায় মুহম্মদের কাছে পাঠালে দিলেন এবং বললেন, “আমনা কোন কিছু হিবা করে তা পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে।”

হারুনর রশিদ একদিন আবার ইবন আহমাদের বললেন, আহমদের সর্বাধিক প্রেম রসাতন্ত্র ও লালিতাপূর্ণ কবিতা কোনটি? আবার বললেন, বুঝায় সম্পর্কে জামালের উক্তি –

আলায়নে অছে আসম সুকুফ্তিয়া + বেশিনাই লাইঝেষ উন্ন কুল মান্যে।
“হায় আমি যদি (প্রেমের) অন্ধ ও (দূরন্তে) বধির হতাম, রুহান্না আমাকে নিয়ে চলত এবং
তার কথা আমার কাছে গোপন না হত।”

রশীদ আক্রান্তকে বললেন, এ ধরনের সংগে তোমার কবিতা আরও লালিতাপূর্ণ। তা এই-

টাফাহ লহৌল ফী বীরাদ ইল্লেল কালীম + হত ই লাদী মরেই মি নিন বেইলে মোকাল্যে-

' প্রেম আলাহুর সকল বাদার কাছেই চক্র দিল; শেষে যখন তাদের মধ্য হতে আমার কাছে
এল তখন (চক্র দেয়া বস্ত করে) থেকে গেল।'

তখন আক্রান্ত খালিফাকে বললেন, আমি মুর্দাম মুনিন। তা হলে আপনার বক্তব্য এ সবের
চেয়ে সুষ্ক রসাইকাক–

আমার মিল্লায়ে লেন্ট মল্লিকেই + ও আলং কালেলে কো লীলে ক্যনাদী।

“তোমার জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তুমি আমার মালিকানা অর্জন করেছ। আর সকল মানুষই
আমার গোলাম। আর তুমি আমার হাত-পা কেটে ফেললেও প্রমত্তিশয়ে আমি বলব, উত্তম
করেছ, আরা কর।”

বর্ণনাকারী বলল, হারুনর রশীদ এটা অনন্তিত হলেন এবং হেসে দিলেন।

হারুনর রশীদের তিন পর্যন্ত প্রেমীয় দাসী প্রসঙ্গে তার কবিতায় রয়েছে -

মল্লে তাদের তামাসিন্ট তামানী + অল্লানে মিন তালিমে যেকোন মাত্র

মালী তাদের গাফিন্ট ক্না ক্না + ব্যাপনেন মহিন মিন এক্সপানী।

মাত্র অসুটুল্লে লহৌল + মীন প্রিন আমে মিন মালান্তান।

“তিন উল্লিঙ্গ আমার ‘লাগামের’ মালিকানা দখল করেছে এবং আমার হনসর্বত্র
অনুভব করেছে। এ কী ব্যাপার– জগত তো আমার অনুভব করে আর আমি আনুভব করি
তাদের– অথচ তারা লিপ্ত আমার অব্যাহতাত্য। ব্যাপার এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, প্রেমের রাজ্য
কর্তৃত্ব যার বলে তারা বলিফান– আমার রাজন্যের চেয়ে অনেক প্রস্ত।”

এবং আল-ইক্বরদের প্রশ্নকার তার ফিতাবায় যে কবিতা উল্লেখ করেছেন -

তুবূদু মসাদু ও তখন হলো অন্তঃ ফাল্লুন রাতিশ্রী ও তফসী রাজতিও ও তরফু ফুজ্জুন।

“বাইরে দেখায় প্রত্যাখ্যান। অন্ততে সাইকিয়া রাখে প্রেম– সে প্রেমিকা মনে মনে রায়ী, চেয়ে
(ক্রমিকে) ক্রেডের প্রকাশ।”

ইবন জারীর প্রশ্ন বর্ণনা করেছেন, হারুনর রশীদের ভরণে দাসী-সেবাদাসী, খাস বাস্তু
এবং তাদের খাদিমা এবং তার স্ত্রী ও বোনদের খাদিমা মিলিয়ে চার জাহাজ বাংলা ছিল। একদিন এদের
সকলেই তার সামনে উপস্থিত হল এবং তাদের মধ্যে গায়করা তাকে পান গেয়ে শোনান।
এতে তিনি অত্যন্ত মাত্যায়ন হয়ে তাদের মাঝে মুদ্রা ছিটিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। এতে সে
দিন প্রত্যেকের প্রাতঃ সপ্তদিনের পরিমাণ ছিল তিন হাজার দিনরাম। ইবুন আসাকিরেরও এটি বর্ণনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় আছে, তিনি মদিনা হতে একটি বাদী খুরিদ করেছিলেন। সে তারকে প্রচৌরপে মোহাবিত করে ফেলেছিল। একদিন তিনি তার সাক্ষাৎ মালিকদের ও তাদের সংস্কৃতির আশ্রিতদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। তখন তারা আশ্রিত লোক উপস্থিত করল। খলিফা তার প্রধানমন্ত্রীকে অর্থনুর্ধ্ব রাজী করতে তাদের সংগে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রয়োজনগুলো লিখে নেয়ার আদেশ দিলেন। তাদের মধ্যে একজন লোক এমন ছিল যে, সে ঐ বাদীর প্রেমে পড়ার কারণে মদিনায় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। বাদী তাকে কাছে লোক পাঠাতে তারকে নিয়ে আসা হল। ফয়াল তাকে বললেন, তোমার প্রয়োজন বল। সে বলল, আমার বাসনা এই যে, আমার মুখে মিনীন আমাকে অমুক (বাদীর) পাশে বসান, আমি তিন রিতাল (হাতে পাউডার) সুরা পান করব আর সে আমাকে তিনটি গান শোনাবে। ফয়াল বললেন, তুমি কি উন্মাদ? সে বলল, "না। তবে আমি (আমার পেলে) আমার এ বাসনা সরাসরি আমির মুমিশীনের কাছে নিবন্ধন করতে পারি।" তখন খলিফার কাছে বিয়নীটি উল্লেখ করা হল যে, তিনি প্রথমকে উপস্থিত করে বাদীকে তার পাশে এমনভাবে বসাবার আদেশ দিলেন যাতে তিনি (খলিফা) তাদের দেখতে পান এবং তারা তাকে দেখতে না পায়। তখন বাদীকে একটি চেয়ারে বসান হল। খাদিমরা তার সামনে ছিল এবং প্রথমে পুরুষকে উপস্থিত করে একটি চেয়ারে বসানো হল। সে এক রিতাল (সুরা) পান করে বাদীকে বললো, আমাকে এ গান গেয়ে তানও—

যেমন মুহাম্মাদ ব্যাখ্যা করেন যে, "হা করিনি হেন প্রত্যেক তোমাকে জন্ম দেখা হয়েছে।"

'আমার বক্তৃতা খাম! আল্লাহ তোমাদের বরকত করবে। যদিও হিন্দু (প্রয়োদ্ধী) সম্প্রদায় তোমাদের দেশে অবস্থান করেনি। তাকে বলবে পথের ভাটি আমাদের অতিজোড় করানি, কিন্তু এই অবস্থায় আমার মা আমাদের মধ্য হতে প্রাণায়োগী অনেক হবে এবং তোমাদের নিঃসন্দেহে সংগে আমার নিঃসন্দেহ দুর্ভু বাড়বে যথাযথ।'

বর্ণনাকারী বললেন, তখন বাদী তাকে গান গেয়ে শোনালে এবং খাদিমরা তাকে উদ্দুল করলে সে আর এক রিতাল পান করে বাদীকে বলল, আমাকে তোমার জন্য উৎসর্গীত করা হোক—আমাকে এ গানটি শোনাও—

নাছে না একে হায়াতের সুখী এবং বিদায়ের বিদায়।

'জনসমক্ষে আমাদের (ফাতিমা) চেয়ারগুলো কথা বলে; আমরা (আমাদের মুখগুলো) নিজেরা পালন করে। আমার প্রথমত কথা বলে। কখনো আমারা রাগ করি এবং আমার চেয়ে থাকে সুখের বিলিক; তা আমাদের অভ্যন্তরে থাকে, অন্যতম আমাদের আছে না।'
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

বর্ণনাকারী বলেন, বাংলা তাকে গেয়ে শোনাল এবং সে তৃতীয় রিতুল পান করে বলল, আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য উৎসর্গিত করুন। এ গানটি আমাকে শোনাও-

أحسنُ ما كنا نقرفنا + وخذنا الدهر وها كل

فلبيد ذا الدهر لنه مره + عادا لنا يوما كنا كلنا.

"উতুমই ছিল আমাদের (মিলন ও) বিচ্ছেদ; কাল আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি। হায় যদি সে যুগ আমাদের জন্য তেমন একটি দিন ফিরিয়ে দিত যেমন আমরা এক সময় ছিলাম।"

বর্ণনাকারী বলেন, পরে সে তরুণ সেখানকার একটি সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠল এবং সেখান হতে মাখা নিচের দিকে দিয়ে বাঁধিয়ে পড়ে আবহাওয়া করল। হারুনর রশীদ বললেন, এ তরুণ অতি বাংলা দেখিয়েছে। আল্লাহর কসম! সে তাতাহাতা না করলে আমি অবশ্যই বাংলা তাকে হবা করে দিতাম।

হারুনর রশীদের মাহাপ্রভ, এসব বিবরণ সুদীর্ঘ। মনীষিগণ এর অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। আমি তার একটি যথাযথ য়োগ নিয়েছি উল্লেখ করলাম। ফুয়ায়ল ইবনে ইয়ায় বলেছেন, অন্য কারো মৃত্যু হারুনর রশীদের মৃত্যুর চেয়ে আমাদের জন্য কঠিন নয়। কোনো, তার পরে আমি বহ কঠিন সংকটের আশ্চর্য করি এবং (এজন্য) আমি আল্লাহর কাছে দু'-আ করি। তিনি যেন আমার বয়স হতে নিয়ে তার বয়স বাড়িয়ে দেন। মনীষিগণ বলেন, যখন হারুনর রশীদের মৃত্যু হল এবং সে বন্ধু মাখাচাড়া দিয়ে উঠল এবং জাতীয় জীবনের কঠিন বিরোধ এবং হাঙ্গামা দেখা দিল। এমনকি কুরআন সূত্র (মাখালক) হওয়ার মতবাদ প্রকাশ পেল। তখন আমরা ফুয়ায়লের সবের আশ্চর্য করেছিলেন তা প্রভুর নামে প্রথমে বলালাম।

হায় ও লাল মাটি এবং জনাক যোগ দিয়েছে, 'এটি আমার মু'মিনগণের কবর' সংক্রান্ত স্পেনের বিবরণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তুসে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, হারুনর রশীদের স্থানে শোনা যেন কোন বক্তা বলছে - (কবিতা)

------------

যেন আমি এ প্রসাদে, যের বাসিন্দারা ধ্বনিত হয়েছে . . . (শেষ পর্যন্ত) আগে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এ স্থলে দেখেছিলেন তাঁর বাহির আল-হাদি এবং তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল-মাহদী। (আল্লাহই সমধিক অবগত)। আমরা আরো বর্ণনা করে এসেছি যে, হারুনর রশীদ তাঁর জীবনকালে নিজেই তাঁর কবর করেন এবং তাঁতে একবার পূর্ণ কুরআন কতম করার আদেশ দিয়েছেন। তাকে কবরের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তিনি তখন কেদের কেদে বললেন, 'হে আদম সত্তার! এখানেই হবে তোমার ঠাই।' তিনি বুক বর্তমান যুগ প্রথম এবং পারের দিক থেকে করার আদেশ দিয়েছিলেন। পরে তিনি বলে লাগলেন।

মা আগ্নে আনো।

-আলামী হলো, এনী স্লামান

এ সময়ে তিনি কেদে চলছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে, তাঁর মৃত্যুর অবস্থায় তিনি বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! অনুসরণ করুন! আমাদের মন কাজ
ক্ষমা করে দিন। যে সেই সত্য যার মূর্ত্তি নেই। যারা মারা যায় তাদের প্রতি রহম করুন। তার ব্যাধি ছিল রক্তের এবং মতাত্মার ফুসফুসের (স্বাস কাটের)।

তার বাকিগত চিকিৎসক জিবরিল তার ব্যাধির কথা তার থেকে গোপন করেছিলেন। হারুনর রশীদ এক ব্যক্তিকে বোলে তার পেশার নিয়ে যাওয়ার এবং তা কার পেশার তা অবহিত না করে (হাবিবী) জিবরিলকে তা দেখিয়ে আনার আদেশ দিলেন। তাকে বলে দিলেন যে, চিকিৎসক কার পেশার জন্য চাইলে তাকে বলবে, 'এটা আমাদের এক রোগীর পেশার'। জিবরিল পেশার পরিক্ষা করে তার কাছের এক ব্যক্তিকে বললেন, 'এ পেশার সে বাক্তির পেশারের নয়।' 'সে বাক্তি' দ্বারা কে উদ্দেশ্য তা পেশার নিয়ে আসা বাক্তি অনুধাবন করে ফেলল। সে চিকিৎসককে বলল, "আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বললি, এ পেশায় যার তার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। (তার রোদার বস্তু কেমন) কেননা, তার কাছে আমার কিছু পাওনা রয়েছে। এখন তার ব্যাপারে আমার ভরসা থাকবে। . . . আমার আমার পাওনা উন্নয়ন করে নিব। তিনি বললেন, যাব, তার কাছে হতে উন্নয়ন করে নাও, কেননা অন্য কয়নিন্ত তার জীবন আছে। লোকটি ইতিমধ্যে হারুনর রশীদকে সব কথা অবহিত করলে তিনি জিবরিলকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। জিবরিল হারুনর রশীদের মূর্ত্তি হওয়া পর্যন্ত আমাতায়ন করে থাকলেন। হারুনর রশীদ তার এ অবস্থায় কবিতা বললেন যে-

এই ব্যান্ড মুক্তিতে নাচল মায়ে বন্দুস হিমালে
জোরে হিন্তে ছুরি পাই ফাটি হিমালে
লেগ আসতে পিয়ে লেগ আসতে পিয়ে
ফসলে মস্তকে ওলান আর ইসলাম ওলান আর

"আর যামে তুমি ভয় অবস্থায় বসবাস হয়েছি; তুমি আমার কোন অতিকরণ বদ্ধ নেই। আমার অবস্থায় ব্যাপারে আমি আমার মানবদের কাছে আশাবাদী; কেননা, তিনি আমার প্রতি অতি দয়ালু। আমাকে তুমি নিয়ে এসেছে তারই আল্লাহর ফাইসাল। এতে আমারও রয়েছে পূর্ণ ভূষিত। সবর ও অৎসাহসম্পন্ন।"

হিজরী এক বছর তিরানবাই সেন ওই জুমাদাল উহরা শবিদার তিনি ইনতিকাল করেন। মতাত্মার তার মূর্ত্তি হয়েছিল জুমাদাল উলা মসজিদ এবং মতাত্মার রোড়েল আউলায়েল। তখন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশত অথবা সাতা এক অথবা আতচলিত বছর। তার খিলাফতের সময়কাল ছিল তেইস বছর এক মাস আটের দিন- মতাত্মার তেইস বছর তিন মাস। তার পুত্র সালিম তার জানায়ার সালাত আদায় করেন। তুমি এর অন্তর্গত সানাবায় (সনবাই) নামের জনপদে তাকে সমাহিত করা হয়। কিউ কেউ বলেছেন, হারুনর রশীদের মূর্ত্তি পরে তুমি হতে লোকদের প্রত্যাবর্তনকালে আমি সানাবায়ে তার আবাসস্থান এ কবিতা পাঠ করলাম-

মনালু মস্তক মিলমোহি + ও মনঁজলে ন্যায়ে মেহরু
খিলাফতের বাদার বিল তাস্মীয় অতি জনপ্রিয় মৌর
আক্তরত তৈরি তোমার কাছে বন্দুস তাস্মীয় মাতৃ

“সেনাবাহিনীর নিবাসগুলো রয়েছে অবাদ, কিন্তু প্রধান নিবাসটি এখন পরিত্যক্ত। আলাউহু খলিফা চলে গিয়েছেন জীবনাত্মক জগতে; তার কবরের উপরে ছুটাছুটি করছে ছাগল ছ্নারা। এক কাফিলা এগিয়ে এল তাকে নিয়ে গর্ব করতে এবং কাফিলা চলে গেল এমন অবস্থায় যে তারা তার জন্য শোক প্রকাশ করছিল।

আবু লিন্না তার মৃত্যুর শোকগাথা রচনা করেন। তাতে আছে—

গৃহিতে ফিরে শনিন + ফিরে হুসেন + 
মারাও নাথ শনিন | গৃহিতে বিদায় —

“পূর্বদেশে একটি সুখ অতিমিত হল। তার জন্য দু'চেখ অষ্ঠু ঠালিয়া এমন সুর্য আমরা কোন দিন দেখিনি যে দিকে উদিত হয় সেদিকেই অতিমিত হয়।

অন্যান্য কবিগণও তার শোকগাথা রচনা করেছেন। ইবনুল জাওয়ী বলেছেন, হারানুর রশিদ এত পরিমাণ মৃত্যুর রেখে যান যে, অন্য কোন খলিফা তা রেখে যাননি। ফু-সফদ্দিব ও বাদি-রহব ব্যাঙ্গীত তার রেখে যাওয়া মস্তিমুক্ত ও মূলবান অবস্থায়ের মুজা ছিল দশককোটি পঞ্জিশ হাজার বর্ষমুদ্র। ইবন জারীর বলেছেন, যায়রুল্লাহ মালে রিয়াজ মুসার পরিমাণ সত্র কোটিরও অধিক ছিল।

খলিফা হারানুর রশিদের স্ত্রী, দাসী ও সত্তান-স্ত্রী

হারানুর রশিদ তার চাচাত বোন অর্থাৎ চাচা জাফর ইবন আবু জাফর আল-মানসুরের কন্যা যুবায়িয়া উমে জাফরকে বিয়ে করে। এ বিয়ে হয়েছিল পিতা মাহীর জীবনকালে একশ পঞ্চাশটি হিজরী সনে। এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মেন হয় পুত্র মুহাম্মদ আল-আমানের। যুবায়িয়ার মৃত্যু হয়েছিল দুইশ বছর হিজরীতে (বিবরণ সমাপ্ত)। পরে তিনি তার তাই মুসা আল-হাদিদীর 'উমু ওয়ালাদ' (আমাতুল আরী-কে) বিয়ে করেন এবং এ স্ত্রী গর্ভে পুত্র আলিহুর রশিদের জন্য হয়। তিনি সালিহ আল-মিল্লানীনের কন্যা উমাহাম্মদকে এবং তার স্ত্রী সুলায়মান ইবনে আবু জাফরের কন্যা হল আল-আবাসের। তার মাতা তার মা খায়রাবানের বাইয়ের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং উমাহাম্মদের বংশের আবদুরোহিত ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুরোহিত ইবনে আবদুর উহমান ইবন আফরাত (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে করেন। একে আল-জুবারাতিয়াও বলা হয়। কেননা, ইয়াহীদের জুর্নাল তার জন্য হয়েছিল। হারানুর রশিদের চার জন স্ত্রী রেখে যান। এরা ছিলেন যুবায়িয়া, আবাসা, সালিহের কন্যা এবং এ শেষাকাল উমাহাম্মদ। আর বিপিন্ত ও একান্ত দাসী-বাঢ়ির সংখ্যা ছিল অনেক। এমনকি একটি কোষ বলেছেন যে, তার ভবনের চার হাজার মুস্তার নেবানী ছিল।

তার পুত সত্তানদের মধ্যে রয়েছেন যুবায়িয়ার সত্তান মুহাম্মদ আল-আমান। মারিদা মাসী উমু ওয়ালাদের ঘরে আবুই ইসহাক মুহাম্মদ আল- মু তাজিম। কাফস মাসী বাঢ়ির গর্ভে কাসিম আল-মু তাজিম। আমাতুল আরীয়ের গর্ভে আলী, রাইম (নামী বাঢ়ির ঘরে সালিহ)। এছাড়া আবুই ইরাকুব মুহাম্মদ, আবু ইসহাক মুহাম্মদ, আব্বু আকাস মুহাম্মদ ও আবু আলী মুহাম্মদ-এরা সকলেই উমু ওয়ালাদের সত্তান। আর কন্যা সত্তানদের
মধ্যে ছিল জামের কন্যা সাকিনা, মারিদার কন্যা উমর হাবিব। এছাড়া আরও উমরুল হাসান, উমর মুহাম্মদ হামদুরা ও ফাতিমা- যারা ছিল গামাস এবং উমর সালামা, খাদিমা, উমরুল কাসিম রামলা, উমরুল আলি, উমরুল গালিয়া ও রায়া-এরা সকলে উমর ওয়ালাদের সত্তান।

মুহাম্মদ আল-আমিন এর বিবাহ ফাতাত

এ বছর অর্থাৎ একশ তিরানত্রই হিজরী সনের জুমাদাল উথরা মাসে হুসেন নেছারীতে হারানুর রশিদের ইনিক্টাকাল হয়ে গেলে সালিহ ইবনুন রশিদ কাছে ভাই এবং পিতার পারে 'যুবরাজ' রূপে বিখ্যাত মুহাম্মদ আল-আমিন ইবন মুযাবিদার কাছে পত্র লিখে তাকে পিতার মৃত্যুর সংবাদ অবহিত করলেন এবং তাকে সাতুলা দিলেন। আমিন তখন বাগদাদে অবস্থান করছিলেন। পত্রটি খাদিম রাজার মাধ্যমে পৌঁছিল। পত্রের সংখ্যা ছিল (রাজকীয় আঘাত, লাল ও চাদর)।

এটি ছিল জুমাদাল বড় চোখ দৃষ্টান্ত বুদ্ধিমতী। তখন আল-আমিন তার আল-খুলদ প্রাসাদ হতে আবু জা'ফরের ভবন কাঠামোয় যাওয়ায় (সোনালী ভবন) চলে গেলেন। এ ভবন ছিল বাগদাদের শহরতলীতে। আল-আমিন লেক্সের নিয়ে সালাত আযাম করলেন এবং পর মিলেন উঠে ভাষণ দিলেন। এতে তিনি হারানুর রশিদের মৃত্যুতে সম্বন্ধন প্রকাশ করলেন। লেক্সের আল্লাহবাঈ শোনেন এবং তাদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ সময় তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লেক্সের ও বনু হাশিমের শীর্ষস্থানীয়রা ও আমিররা তার হতে বায়ু আকার করল। সেনাবাহিনীকে তিনি দুই বছরের অবদান-অতর্ক প্রদানের আদেশ জরিয়ে দিলেন। পরে তিনি মিলেন থেকে নেমে চাচা সুলায়মান ইবনু জা'ফরের অবকাশে লেক্সের বায়ু আকারের নির্দেশ প্রদান করলেন।

ভাবে আল-আমিনের কর্তৃত্ব সৃষ্টি এবং স্বর্ণ হলে তার ভাই আল-মামূন তার প্রতি ঝিংসা করতে থাকেন এবং তাদের দুর্জনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল (ইনশাআল্লাহ আমরা একটি পরে তার বিবরণ উল্লেখ করব)।

আমিন ও মামূনের বিবাহ

এ বিবাহের মূল সূত্র ছিল এই যে, হারানুর রশিদ খুরাসান অঞ্চলের (প্রদেশ) প্রারম্ভিক অংশে পৌঁছে সেখানকার সংক্ষিপ্ত ধনতালী। পুর্বপুল ও অত্যন্ত পুরুষ মামূনকে হিবা করলেন এবং তার পক্ষে বায়ু আকার নিয়ে যাত্রা করলেন। এদিকে আল-আমিন বকর ইবনুল মুহাম্মদকে পুল্ল পুল্ল দিয়ে তা হারানুর রশিদের মৃত্যুর পর আমির (আল্লামাখিল প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ)-এর কাছে পৌঁছবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। হারানুর রশিদের মৃত্যুর হল এসব পত্র আমিররদের এবং সালিহ ইবনুল রশিদের কাছে অপর্ণ করা হল। এই পত্র তিনের মধ্যে মামূনের প্রতিও একটি গণ্য ছিল যাদে তাকে আনুষ্ঠানিক প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছিল। সালিহ জনতার কাছে হতে আমিনের জন্য বায়ু আকার করলেন। ফায়জ ইবনুল রাশিদ সেনাবাহিনী সহকারে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরে মামূনের জন্য গৃহীত বায়ুতের কারণে কিছুটা সংকটবোধ ছিল। মামূনও তাদের কাছে তার পক্ষে বায়ু আকারের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করলেন। কিছু তারা তাতে সাড়া দেয়ন। এ পর্যন্তই দুই ভাইয়ের মধ্যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করল। কিন্তু সেনাবাহিনীর বিপুল অংশ আমিনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিল। এ অবস্থায় মামূন ও ভাই আমিনের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা পূর্ণ পত্র লিখলেন এবং নিজেকে খুরাসানে তার নায়িকাপশ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্রিস্টাব্দ)—৪৯
প্রকাশ করে সেখানকার পঁপাল ও মশকসহ বিভিন্ন উপহার-উপলব্ধি পাঠাল। তক্তবরে বায়ান পর্যক্তির পর শনিবার সকালে অল-আমিন শিকারিগণের জন্য দুইটি ময়দান তৈরি করার আদেশ দিয়েন। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো কর্ম বলেছেন-

"আল্লাহর আমীন' একটি ময়দান নির্মাণ করেছেন; আংশিনাকে বাগানে পরিণত করেছেন। হরিণাল ছিল সেখানে স্থানী দৃশ্যমান; তাতে তার জন্য দিক নির্দেশ করছিল মূর্তিয়ার।"

এ বছরের শাবান মাসে মুয়ায়াদা রাকা হতে ধনাভাগ ও (বাঙালি) হারানুর পরিচ্ছেদের কাছ হতে পাওয়া উপহার সামগ্রী ও মহামূলকানি প্রশাসন-পরিচ্ছেদের মধ্যে বাগানে প্রাগায় হিয়া আলভান অনন্ত এনিয়ে মাজন্নে স্বাগতিক জানালেন।

আমিন তার অধিকাংশ চূড়ান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তাদের বহাল রাখলেন এবং অপর অধিকাংশ চূড়ান্ত অঞ্চলের কর্তৃত্ব বহাল রাখলেন এবং পিতার নিযুক্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে হতে অন্যতম ব্যক্তি অন্যদের বহাল রাখলেন।

এ বছর রামান্তোর আন-নাকফার (নফাকর) মৃত্যুবরণ করে। বারজান তাকে হত্যা করে। তার রাজত্বকাল ছিল নয় বছর। তারপর তার পুত্র ইসমাইল বুলুম রাজত্ব করে মরায় যায় এবং আন-নাকফারের ভূধর মীরখানি সিংহাসন দখল করে। (আল্লাহ তাদের লান্নত করুন।) এ বছর খাবাসান নাভিন প্রতিষ্ঠা ও রাকিব ইবনুল লায়ছের মধ্যে সংঘটিত হয়। রাকিব তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। পরে তারা 'পালিয়ে গেলে রাকিব' এককী হয়ে পড়ে এবং তার প্রতিরোধ দূর্বল হয়ে যায়।

ইসমাইল ইবনুল উলায়া

ইনি শীর্ষস্থানীয় আলিম ও বিশিষ্ট মুহাম্মদিয়াদের অন্যতম। ইমাম শাফিই ও আহমদ ইবন হামল তার কাছে মহীস প্রবণ করেছেন। বাগানের মামলার মূল নির্দেশ দিয়েন এবং বাসর সাদকার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতিক ও মাধ্যমিক প্রীতি। তিনি কম হানতেন। তিনি ছিলেন বায়ান (রেশ্মী) বন্ধ ব্যবসায়ী এবং এ ব্যবসায়ের আয় হতে সমস্ত বায় নির্বাহ করতেন। হজ সম্পাদন করতে এবং সুফিয়ান ইবনুল উলায়া, সুফিয়ান ছাত্রী মূর্তিমন্দিরের ন্যায় বহুদের জন্য বায় করতেন। হারানুর রাজনীতি তাকে বিচারপতি পদে নিয়োগ করেছিল। তার বিচারপতির পদে সংবাদ ইবনুল মুকাবেরকের কাছে পৌঁছাতে তিনি তাকে গোন্দ ও পন্দ্য ভর্তনামূলক পদে লিখেছিলেন। এ বছর ইবনুল উলায়া, বিচারপতির পদে ইস্যাফ দিলে খলিফা তার ইস্যাফপত্র প্রণয় করেছেন। তার মৃত্যু হয়েছিল এ বছরের সিলিয়ান মাসে। আবদুলাহ ইবনুল মালিকের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
মুহাম্মদ ইবন জাফর

আবদুল্লাহ ইবন জাফরের উপাধি ছিল ‘গুনদার’। তিনি শি'বা, সাইদ ইবন আবু আরবা ও আরো অনেক মনীষী হতে হাদিস রিওয়ায়ত করেছেন। তাঁর কাছ হতে রিওয়ায়তকারীর সংখ্যাও অনেক। তাঁদের মধ্যে উলুলেখযোগ্য ইমাম আহমদ ইবন হাবেল প্রমুখ। তিনি ছিলেন ছিলা (আহ্মাদের) মুসুদ্দু সূচির অধিকারী। তাঁর সর্বকে এমন বঙ্গ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা দুর্নিবার্থ প্রতি তাঁর অনুভূতি ও উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে। এ বছর তিনি বসরায় ইনতিকাল করেন এবং মাতামাতের এর পূর্ববর্তী বছর এবং কারো কারো মতে এর পরবর্তী বছর তিনি ইনতিকাল করেন। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী মনীষীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অনুষ্ঠান (গুনদার) উপাধি ছিল।

আবু বকর ইবন আইয়াশ

তিনি ছিলেন অন্যতম ইমাম। আবু ইসহাবের নাম। আমাশ, হিশাম, হায়াম ইবন উরওয়া প্রমুখ ছিলেন তাঁর মছাদেরের শায়খ। তাঁর অনেক ছবার মধ্যে বিশেষ উলুলেখযোগ্য ইমাম আহমদ ইবন হাবেল। ইয়াহীদ ইবন হাবেল বলেছেন, তিনি ছিলেন প্রায় বিদ্বান। চলতি বছর যাত্রা মাটিতে পাতি সংযুক্ত করেননি। যাত বছর যাত্রা প্রতিনিধি পূর্ব এক যথেষ্ট কুরআন পাঠ করেছেন। আমি পান্নান সায়মান পালন করেন। ছিয়ানকেই বছর বয়স ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময়ে হলে তাঁর পুত্র তাঁর জন্য কাঁদতে লাগলে তিনি বললেন, ‘প্রিয় পুত্র, কারবে কেন? আল্লাহর করম! তোমার পিতা কখনও কেন অস্ত্রী কাজ করেন নি।

১৯৪ হিজরীর আগমন

এ বছর হিমস্বাসীরা তাদের শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করলে আল-আমিন তাকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ ইবন সাইদ হাবেরকে তাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। নতুন শাসনকর্তা সেনাকার শীর্ষস্থানীয় এককলের হতা করেন এবং প্রাকৃতিক অঞ্চল পুনরুজ্জীবন দেন। তখন তারা তার কাছে নিরপেক্ষ আবেদন জানায় তিনি তাদের নিরপেক্ষ দেন। পরে তারা আবার বিশ্বাসী সৃষ্ট করলে তিনি পুনরায় তাদের অনেকে হতা করেন। এ বছর আমিন তার তাঁর কাসিমকে আল-জায়িরা ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা পদ হতে বরখাস্ত করে মুসাবারা ইবন খামিকে তার স্থলে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে তাঁর কাছে বাগদাদে অবস্থান করার আদেশ প্রদান করেন।

এ বছরই আমিন সকল নগরীর (সাজজিদের) মিলনের মোতাবেক তাঁর পুত্র মুসা ইবনুল আমিনের জন্য দু'আ করার এবং তার পরবর্তী আমির হওয়ার ফরমান জানিয়ে করেন এবং পুত্রকে 'আন-নাতিকু বিল হাজি' (সত্যবাদি) যোগ্যতা তুলনা করার। এ ফরমানে পুত্রের পর তাঁই মামূনের জন্য এবং তাঁর পর অপর তাঁই কাসিমের জন্য দু'আ করার আদেশ দেয় হয়। প্রথমদিকে আমিনের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর দুই ভাইকে প্রথম প্রতিষ্ঠাতা করা। কিন্তু উদাহরণ ইবনুল রাবি 'তাকে পরমেশ্বর দিয়ে থাকেন এবং কোজায় ভাইদের স্বাক্ষর তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন। উদাহরণ মামূন ও কাসিমকে পালাতে করতে উদ্দেশ্য করেন এবং মামুনের বিষয়টি তার কাছে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করেন। মামূন খবর হলে ফায়লে উদাহরণের পদ হতে সরিয়ে দিয়েন,
এ আশ্চর্যকারী উদ্যোক্তাকে এসব করতে উদ্দেশ্য করেছিল। আমাদের শেষে এ ব্যাপারে উদ্যোগের সঙ্গে এককাল্যাণ পোষণ করেন এবং পুরুষ মুসলিম জন্য দু'আ করার ও তার পরে 'মুহারাম' হওয়ার ফারমান জারি করেন। এটি ছিল এ বছরের রূপরেখা আওতায়ের ঘটনা। মামূনের কাছে এসব সংবাদ পৌঁছলে মামূনের কেন্দ্রে সঙ্গে দান মোকামায় বন্ধ করে দিলেন এবং মুসলিম ও রাজকীয় বন্ধে খাঁকাহার (আমীরের) নামের মোহারের হাম দেয়া বন্ধ করে দিলেন এবং ত্রি সঙ্গে সম্পর্কের অনিঘট ঘটালেন। এ পরিস্থিতিতে (বিঘটিত) রাফির ইবনুল লায়ছ, নিরাপত্তা প্রশ্ন করে মামূনের কাছে পত্র লিখলেন। তিনি তার সহযোগীদের নিয়ে মামূনের কাছে চালে এল। মামূন তাকে সমাল ও মর্যাদার সংগে গ্রহণ করলেন। তার পরপরই হারামাও অগামন করলে মামূন গণ্যমান্য বায়দিয়ের নিয়ে তাকে ব্যাপ্ত জরানেল এবং তাকে বিশেষ পাঁচ বাহিনীর অধিনায়ক করলেন। সেনাবাহিনী মামূনের প্রতি আকুল হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে আমীর স্পুদ ও দৃকিতকর্ষে হলেন। তিনি মামূনের কাছে একাধিক পত্র লিখলেন এবং শৈষনিয়ের তিনজন আমীরকে দৃঢ়তর পাঠালেন। এ তিনি তার পুত্রকে অব্যবস্থা মেনে নেয়ার জন্য মামূনকে অনুরোধ করলেন এবং তাকে আন-নাতকিক বিল হাজর যিনি ভূমিত করার বিষয়টি অবহিত করলেন। মামূন এই তার অসাধ্য প্রাক্ক করলে আলীগুর নামের তাকে বিয়ে শুনিয়ে সম্পত্তি করার এবং আমীনের আহবানে সাড়া প্রাদানের রাজি করার জন্য জোর প্রচারিত চালালেন। এতে মামূন আরো কঠোরতর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আৱারাহ ইবনুল মুসা ইবনুল ইসা করলেন, "আমার পিতাও নিজেকে বায়াউত থেকে অবমুক্ত" করেছিলেন। তাতে কি ফাইনা হয়েছিল? মামূন বললেন, 'তাহার পিতা ছিলেন একজন অপসারণী বায়দি। পরে মামূন আবাসাকে বিবি প্রতিপ্রত্যেক প্রাদান ও প্রাক্কাল নিয়ে থাকলেন। অবশেষে আবাসার তার হাতে খিলাফতের বায়াউত করলেন। পরে তিনি বাগাদাদ প্রত্যাবর্তন করার পর বার্সামে আলীর কার্য্যম সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন এবং প্রাক্কালীয় উপদেশ দিতেন।

dুটগুণ আলীর কাছে ফিরে এসে তার ভাইয়ের বক্তব্য তাকে অবহিত করলেন। এ সময় ফাকেল ইবনুর রাজী মামূনকে বরখাস্ত করার জন্য চূরালে সিঙ্গাক গ্রহণ করেছে আমীনকে উদ্ধৃত করলেন। সুতরাং আমীন মামূনকে বরখাস্ত করলেন এবং সম্ভবত তার পুত্রের জন্য দু'আ করার আদেশ জারি করলেন। মামূনের সমালোচনা ও তার সোচ চারা জন্য সারা দেশে লোক নিয়ে করা হল। হারামের রশীদ যে লিপিটি লিখিতেছিল এবং কাবা শরিফে গথিত রেখেছিলেন। মকাই লোক পাঠিয়ে সেটি নিয়ে আসা হল। আমীন সেটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করলেন এবং পুত্র আন-নাতকিক বিল হাজরের নিন্দা নিয়ে ব্যাপারে চূড়ান্ত বায়াউত গ্রহণ করলেন। এ সময় আমীন ও মামূনের মধ্যে পদের আদান-প্রদান ও দুড়তের গন্যমান চলতে থাকে। তার বিশদ আলোচনা বেশ দীর্ঘ। ইবনুল জাদুর তার প্রৌঢ়ের ছুটি আমীনের প্রতি পূর্বোকাকাল নিজের নিজের প্রিয়জন বেচে জোড়ার করলেন এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করলেন ও জনপদের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট হলেন।

এ বছরেই রোমানের তাদের সম্রাট মীকাণের প্রতি বীরশৃঙ্খল হয়ে তাকে উৎখাত ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মীকাণের রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে স্নায়ুপীত (রাহবলিয়াত) গ্রহণ
করে। রোমানা তার স্কুলে ইলিয়ান (লিওনেন)-কে তাদের রাজা মনোনীত করে। এ বছরের হিজাবের শাসনকর্তা (নাযিব) দাউদ ইবনুর ইসা মতান্তরে আলী ইবনুর রশীদ লোকদের নিয়ে হজ্জ সম্পাদন করেন। এ বছরে মূলতৃবর্গকারী বিনিয়োগের তালিকায় রয়েছেন।

আবু বাহর সালিম ইবন সালিম আল-বালাশী

তিনি ছিলেন (বালু হতে আগত) বাগদাদ প্রবাসী। এখানে ইব্রাহিম ইবন তাহমা ও সুফিয়ান সাউরী হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তার কাছ হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হেসান ইবনুর আরাসা। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিশ্ব অবিদ। চলিশ বছর তার জন্য শয্যা বিদ্যানা হয়নি এবং দীর্ঘ কাল তিনি ঈদের রিদ্রি ব্যাপি ছিলেন আলাহ ও আকাশের দিকে মাথা তুলতেন না। তিনি মুতাজিম মতবাদের দাস ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনার দুর্লভ বিষয়টি হতেন।

তবে সব কাজের আদেশ ও অন্যান্যের নিষেধে তিনি ছিলেন নেতৃত্বদানকারী। বাগদাদ আগমনের পর তিনি হারুনর রশীদের বহ কাজে প্রতিবদ্ধ হয়ে ও তার কর্তার সমালোচনা করেন। খলিফা তাকে বাটটি বেড়ি পড়িয়ে অতর্কণ করেন। আবু মুআবিয়া তার জন্য সুপারিশ করতে থাকলে তাকে চারটি বেভিয়েতে আবদ্বার রাখেন। পরে তিনি নিজ পরিবার-পরিজনের সংখ্যা মিলিত হওয়ার জন্য দূর্লভ হতাশ করেন। হারুনর রশীদের মৃত্যুর হলে যুবযাদা তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

তিনি তার পরিবারের কাছে ফিরে যান। তারা তখন হজ্জ উপলক্ষে মজাজ অবস্থান করছিল। তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন তার শীলা খাওয়ার বাসনা হল। সে বাসনা হওয়ার দিনেই শীলা বর্জিত হল এবং তিনি তা ভক্ত করলেন। এ বছরের জিলহাজ মাসে তিনি ইতিকাল করেন।

আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবদুল মজিদ

ছাতীফ গোষ্ঠের লোক। বার্ষিক পঞ্চম হাজার আমদানীর মালিক ছিলেন যার সবই মুহাম্মদের কিছু বয়ে করতেন। তিনি মুরাশি বছর বয়সে ইতিকাল করেন।

আবুন নাসর আল-জা'হানী আল-মুসাব

মদীনা শরীরে মসজিদে নবীর সুফির উত্তর দেয়ালের কাছে অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ সময়ে নিরভর পালনকারী। কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত সুপর জবাব দিতেন এবং অভিন্ন মূল্যবান কথা বলতেন যা অমূল্য বাণিজ্যের উক্তি এবং লিপিবদ্ধ করা হত। জুমুআর দিন তিনি সালাতের আগে সের হতেন এবং মস্তীকের বিশিষ্ট দলের কাছে গিয়ে ওয়াজ করতেন। তিনি বলতেন (কুরআনের বাগী-

যাই আল্লাহ সন্তুলুন বিকাদ ও হিয়াব যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও 

(সে মানুষ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সে দিনের, যখন পিতা সত্তারের কোন উপকারে আসবে না। সত্তারাও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার (সুরা লুকমান ৪:৩৩) এবং

যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও মূল্যবান মুক্তি ও যাহা লাডোজীর ও 

(হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সে দিনের, যখন পিতা সত্তারের কোন উপকারে আসবে না। সত্তারাও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার (সুরা লুকমান ৪:৩৩) এবং

যাহা লাডোজীর ও তাঁর লুলুম ও 

লোকা নখে সখিয়ার চেয়ে হারিয়া বিদায় না দিয়ে না দিয়ে

"পুরুষ ইরাকে যদি একটি একটি কলালহানা নষ্ট হয়ে মারা যায় আমার ভয় হয় যে, আলালাহ আমাকে সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" তখন হারিনুর রশিদ বললেন, আমিও উমর (রা)-এর মত নই এবং আমার যুগল তাই যুগল মত নয়। আবু নাসর বললেন, "এ যুক্তি আপনার কেনা কাজে আসবে না।" হারিনুর রশিদ তাকে তিনশ দীনার দেয়ার আদেশ করলে তিনি বললেন, 'আমি সুবিক্ষিপ্ত নিবাসীদের একজন ; সুভর্তা আমিও তাদের একজন হব এ হিসাবে এ যুদ্ধ তাদের মধ্যে কর্তৃ করে দেয়ার আদেশ দিন।

১৯৫ হিজরীর আগমন

এ বছরের সফর মাসে আহমেদী যে মুহাম্মদ তার ভাই মুহাম্মদের নাম অর্কিত রয়েছে তা দিয়ে
লেবর দিতে আদেশ দিলেন। তার জন্য মিষ্ঠদের দু'আ করতে নিয়ে দিলেন এবং তার জন্য ও তার পরবর্তীতে তার পুত্রের জন্য দু'আ করতে আদেশ দিলেন। এ বছরই মুহাম্মদ নিজেক্কে 'ইমামুল যুখীন' নামে উচিত করেন। এ বছরের রবিউল আরবির জন্য আহমেদ আলী ইবনে ইসা ইবনে মাহানকে জাদান, হমাদান, ইস্পাহান, কুম ও সিলিয়াং অঞ্চলের শাসনকর্তৃত্ব নিয়োগ করেন এবং মুহাম্মদের বিকৃপে মুক্তি ও বস্ত্র হওয়ার আদেশ দিলেন। এ উদ্দেশ্যে বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে দিলেন এবং তাদের জন্য বিপুল পরিমাণ বাহ্য করেলেন। আলীকে দুই লাই দীনার এবং তার পুত্রকে পঞ্চাশ হাজার দীনার অনুদান দিলেন। এছাড়া খেলাত দেয়ার জন্য কারুকাজ চাহিদ দুই হাজার তরবারী ও চৌহাজার তোড়া মাস প্রদান করলেন। আলী ইবনে মুসা ইবনে মাহান চাপলিশ হাজার মোড় সওয়ার মোড় নিয়ে বাগাদাদ হতে প্রস্থান করলেন। তার সংগে মুহাম্মদ বন্ধু করে আনার জন্য রূপার তৈরি একটি বিষয় বেছে ছিল। আমিয়ে বিদায় দেয়ার জন্য তার সংগে বের হলেন এবং রায় পর্যন্ত পৌছে বিদায় দিলেন। এ সময় আমীর তাহির চান হাজার সেনা নিয়ে তার (আলীর) সংগে সাংস্কার করলেন। এ সময় তাদের মধ্যে কিছু ব্যাপারে (তুর্ক-বিতর্ক) সংঘটিত হল। যার পরিণতিতে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। এতে আলী ইবনে ইসা নিহত হল এবং তার সহযোদ্ধারা পরাজিত হল। আলীর মাথা ও ধীর আহমেদ্দ তাহিরের কাছে পৌছানো হল। তাহির এ বিষয়ে উদ্ধোন করে মুহাম্মদের উচ্চ যুদ্ধ রিয়ালিতালের কাছে পত্র লিখলেন। আলী ইবনে ইসা-র হত্যাকারী ছিল তাহির আস-সুগার (ছোট তাহির) নামের এক ব্যক্তি। পরে তার নাম রাখা হল 'যুদ্ধ ইয়ামিনানয়'। কেননা, তার বাকা হয়ে যাওয়া দুই হাতে তরবারি ধরেছিল এবং তা দিয়ে
আলী ইবন ঈসা ইবন মাহানী কর্তব্য ছিল। এতে মামুঃ ও তার দলের লোকেরা আনন্দিত হল। এ দুঃখান্ত যখন বাগদাদে আমীনের কাছে পৌঁছাল তখন তিনি দলজায় মাছ শিকার করছিলেন। তিনি (সংবাদ বাককে) বললেন, রেখে দাও ওসব! কাওছার দুটি মাছ শিকার করেছে। আসি এখন একটি শিকার করতে পারলাম না।

বাগদাদের বাসিন্দারা আত্মরক্ষিত হল এবং এ ঘটনার বিতৃষ্ণিকার আশঙ্কায় ভাল হল। মুহাম্মদ আল-আমীন তার কৃতকর্ম-অংশিকার ভঙ্গ করা, ভৈ মামুন কে বরখাস্ত করা এবং পরে সংঘটিত ভাবার ঘটনার কারণে অনুতপ্ত হলেন। দুঃখান্ত তার কাছে পৌঁছেছিল এ বহুলের শাওয়াল মাসে। পরে তিনি বিশ হজারার বাহিনী দিয়ে আবদুর রহমান ইবন জাবালা আব্বাসীরকে হামদানে পাঠালেন তাহির ইবনুল হাসায়ন ইবন মুসামাব ও তার অনুগুলি খুরাসানবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। এ বাহিনী প্রতিপক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছিল তারাও সামনের দিকে এগিয়ে এল এবং উভয় প্রাণ যুদ্ধে লিপ্ত হল। যাতে উভয়কে বহ সংঘটিত সৈন্য নিহত হল। শেষ দিকে আবদুর রহমান ইবন জাবালার বাহিনী পরাজিত হয়ে হামদানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হল। তাহির সেখানে তাদের অবরোধ করে রাখল এবং অবশেষে তাদের সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য করল। তখন তাহির তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে তাদের নিরাপত্তা দিল এবং বিশ্বস্ততার আচরণ করল। আবদুর রহমান ইবন জাবালা ও বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ফিরে চলল। কিন্তু পরে তাহিরের বাহিনীর সঙ্গে বিধায়কাদের কাছ তাদের অস্তরক্ত সুযোগে তাদের উপর আক্রমণ পরিলক্ষিত হল এবং তাদের বিশাল সংখ্যায় হত্যা করল। তাহিরের বাহিনী দুটি অস্থানের পরিচয় দিল এবং পরে তারা নিজস্বের প্রত্যেক পাঠা আক্রমণ চলাচল এবং প্রতিপক্ষের পরাজিত হল। এতে আবদুর রহমান ইবন জাবালা নিহত হলেন এবং তার বাহিনী ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গেল। পরাজিত বাহিনী বাগদাদে পৌঁছলে সেখানে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন ধরণের ওজনের বিষ্ণু ঘটল। এসব ছিল এ বছরের চিংড়িয়া মাসের ঘটনা। তাহির কায়বীনের ও সূলগু অঞ্চল হতে আমীনের শাসনকর্তাদের তালিকায় দিলেন এবং এ সব অঞ্চলে মামুনের কোনো অভাব জন্মায় হয়ে গেল।

এই বছরের মীলকাজ্জিই শামে আসুফিয়ানীর বিদ্রোহের ঘটনা সংঘটিত হয়। তার প্রকৃত নাম আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) সে শামের শাসনকর্তাদের সেখানে হতে বিত্তিজীবন করে তার কর্তৃত্বের প্রতি আহ্মান করে। আমীন তার বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু বাহিনী তার দিকে না গিয়ে রাক্যায় অবস্থান গ্রহণ করে। তার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ পরে উপস্থাপন করছে। এ বছর লোকের নিয়ে হজ সম্পাদন করেন হিজারের নাযিব দাউদ ইবন ইসা। এ বছর অনেক বিশিষ্ট বাক্সে মৃত্যুবরণ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন--

ইসহাক ইবন ইউসুফ আল-আযরাক

হাদিস শাক্তের অন্যতম ইমাম, আহমদ প্রথম তার কাছ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

বাক্কার ইবন আবদুল্লাহ

ইনি বাক্কার ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুসাব ইবন হাবিব ইবন আবদুলরাক ইবনুল যুবায় (রা)।
কবি আবু নুওয়াস

তার নাম ও বংশধরা- হাসান ইবন হানিন ইবন সাক্বাহ। ইবন আবদুল্লাহ ইবন সাদ তার আল-জারাহ ইবন আবদুল্লাহ আহাকামির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাকে আবু নুওয়াস আল-বিসরিও বলা হয়েছে। তার পিতা ছিলেন দামিশক নিবাসী এবং মারওয়ান ইবন মুহাম্মদের অঞ্চলের লোক।

পরে তিনি আহওয়ামে সরবার শুরু করেন এবং খালিবান নামের এক নারীকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর ঘরে আবু নুওয়াস ও আবু মুহাম্মদ নামে অপর এক পুত্র সন্তানের জন্য হয়। পরে নুওয়াস বসবাস চলে যান এবং সেখানে আবু যাহিদ ও আবু উবায়দার কাছে আদাব (শাহিদ) অধ্যায়ন করেন, সীমাবংসের কিভাবে অধ্যায়ন করেন এবং খালাফ আল-আহমাদের ঘনিষ্ঠ সাম্যতায় অধ্যায়ন করেন এবং ইউনুস ইবন হাবিব আল-জারামির আন নাহিবিয়ের সাম্যতায় অধ্যায়ন করেন। কাবী ইবন খালিকান বলেছেন, আবু নুওয়াস আবু উসমান ও ইবনুলাহ বুকুরীর সংসর্গ লাভ করেন। তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন সাদ, হামেদ ইবন যাব্ব, হামেদ ইবন সালামা, ইবনুল আযাহিদ ইবন যীহিদ। মুহাম্মদ ইবন সুলাযমান, ইহাইয়া ইবন কাদান প্রথম হতে এবং মুহাম্মদ ইবন এবনাহিম ইবন কাহরীর আস-সুফী তার কাছ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার কাছ হতে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন শাকিশ। আহমদ ইবন হামল, শোদার এবং অন্যান্য খায়তিমান আলিম্যে, তার বরাতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ ইবন ইবনাহিম ইবন কাইবর বুকুরী হতে হামাদ ইবন সালামা হতে হাদিস আনাস (রা) সন্দে বর্ণিত হাদিস। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন প।

লাআমুরুন্না অহ্মেকে না অহ্মেকে বংসিন তুলিন।
লেখাটির নির্দিষ্ট শ্বাসমূহে ও ক্ষুদ্র শ্বাসমূহের লেখাটির ফার্মেন্টের নিয়ে অন্যের বলার কথা হয়েছে।

প্রত্যেক নবীর জন্য একটি শাফায়াত (সুপরিশ বর্ণনা) রয়েছে, আমার শাফায়াতটি অমি কিয়াদাতের দিনে আমার উপহারের কবিরা সোহারাকারীদের জন্য বুকিয়ে রেখেছি।” পরে তিনি বললেন, “জন তুমি কি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখছে না?”

আবু নুওয়াস বললেন, ‘খানসা ও লায়লার নিয়ে বিশ্বযুদ্ধটি খাটজুন মহিলা কবির কবিতা শেখার আগে আমি কবিতা বললিনি; সুতরাং পুরুষ কবিরাদের সংখ্যা তুমি বুঝে নাও। ইয়াকুব ইবনুস সিক্কুতিয় বললেন, জাহিদ কবি ইমরুল কায়স ও আশ হতে ইসলামী কবি জারির ও ফরায়দাকর হতে এবং নতুন প্রজন্মের কবি আবু নুওয়াস হতে কবিতার প্রশিক্ষণ লাভ করলে তা তোমার জন্য যথেষ্ট। আসমাই, জাহিদ ও নাজুকাম প্রথমে তার অনেক মহিলা তার সাহিত্য দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। আবু আমর শায়াবানী বললেন, আবু নুওয়াস যদি তার কবিকে ময়লা-দুর্গন্ধ দেয় না করত তবে অবশ্যই আমরা তার কবিতা প্রমাণরূপে পেশ করতাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তার মনের সুতি সূন এবং অন্ধাঙ্গ বয়ঃক সুন্দর বালক-বিশারদের বিষয়ে তার কবিতা। এদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়, যা তার কবিতায় সুবিধিত এ সব তার অপকর্ম ও আপত্তিক হওয়ার কারণ।

একবার একদল কবি মামুনের কাছে সমর্থত হল। তাদের বলা হল- এ কবিতার রচনাকারী কে-?

ফলাম তাকাল রাতে সাগর কাঁটানো + তোর চাঁদে আঁক বিস্তার ইন্দর যাকে কোথায়?

“যখন সে তাকে 'ঝুঁক ঝুঁক' করে গলাধরণ করছিল, আমরা তখন থেকে গেলাম, যেন আমরা দেখেছিলাম, মাত্র ত অবস্থানত একটি চাদ তাদকাদের গলায় ফেলেছে।”

লোকেরা বলল, (এর রচয়িতা) আবু নুওয়াস, মামুন বললেন, তা হলে এ কবিতা কার-?

এই ছাড় দোন লেখার ফন্টি হয়ে তুমি হেমে আঁক মোর বিশালির অঞ্চল তার সারথ প্রাক্তন হয়ে হতে প্রস্নানতো।” লোকেরা বলল, আবু নুওয়াসের কবিতা। তিনি বললেন, তা হলে এ কবিতা কার?

ফলমূলের মাঝে, দুর্ঘটনা বেশি থাকলে কোথায়?

“তাদের অন্য সন্ধিমূহে (রক্তে রক্তে) প্রবিষ্ট হল- রোগের রক্তে রক্তে আরোগ্য নির্মায় প্রবিষ্ট হওয়ার নিয়ে।” লোকেরা বলল, এ-ও আবু নুওয়াসের কবিতা। মামুন বললেন, সুতরাং আবু নুওয়াসই তোমাদের সেই কবি।

সুফিয়ান ইবনু উয়ায়ান ইবনু মুনাফিরকে বললেন, তোমাদের আবু নুওয়াসের এ কবিতা কত রসায়নের হয় নাই।

আল-বিদায়া ওয়ার নিহায়া (১০ম খৃ) —৫০
যাওয়া নির্বাচিত হয়ে মাত্র ইমরান + যেখানে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈশিষ্ট্যের নাম।

আইনের মাধ্যমে করা হয় + নির্দেশিক্ষা বাবা ও হামিদ

বসি দীর্ঘ অঙ্গের দাবি বিবেচিত + বল্লাম মুদ্রন বিবেচিত।

লোকের মোট পাঁচ অন্ধের + তাটে রোপণ বাবাই।

"আহার! সে চাদমুখা যা দেখে ছিলাম এক শোক অনুষ্ঠান। যে এক পলক রিলাম করছিল
সখাদের মাঝে বসে। পাত্রের অমুচান্তিত তাকে আমার সমন্বিত প্রকাশন করেছিল; এহরি ও
এই রান্নকের নামকে মূল্য মানিয়ে; অসাধ্য সংগে। কাদেছিল আর মুক্ত করছিল তার চোখ হত;
আর (শোক নে) শোলাপ পাপড়িতে আঘাত করছিল "উদ্বাস" দিয়ে (লাল ফুলের ন্যায় হত দিয়ে
গাল চাপাচাপি ছিল)। তার আপনজনের মধ্যে মুসলিম রালমান থাক। আর ঐতিবে আমার তাকে
দর্শন লাগ করাও চলমান থাক।

ইবনুল আরাবী বলেছেন, আবু নুয়ায়া তার এ কবিতায় নেরা কবির আসনে অর্থিত-

তারেতে মৃদুরি বলকে জনাহনে।
ফুগিনী তারে মৃদুরি ছালনা হয় না

"আমার কল্পনক হতে আমি আশাগোপন করেছি তার যাবার আশ্রয়-আশ্রয় দিয়ে; ফলে
আমার চোখ দেখতে পায় আমার কল্পনকে, কিছু সে দেখে না আমাকে।"

সুতরাং তুমি যদি কল্পনকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে সে জানবে না (জবাব দিয়ে
পারবে না) এবং আমার অবস্থান কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলে আমার অবস্থান চিহ্নিত করতে
পারবে না।

আবুল আতাহিয়া বলেছেন, 'মৃদু ও ফুগিনী' দুনিয়ার প্রতি অনুগত শাজার কবিতা
বলছি; তবুও আমার বাসনা হয় যে, যদি আমি তার বিনিময়ে আবু নুয়ায়াসের তিন লাইন কবিতা
পেয়ে যেতাম- যা তার কবরে লিখা রয়েছে- তা এই বলে।

যাদানো তাওফির + অথবা তাওফির অথবা তাওফির
ইকেন সাঙ্গে দীর্ঘ + ফল্মে সরকে অক্ষর
যাকাতের দীর্ঘ বাপতাম মুদ্রন দিয়ে অনুন্নত অক্ষর

'হে নুয়ায়া (নুয়ায়াস)। একটা ধারণ কর, অথবা মেজাজ বিকৃত কর অথবা ধৈর্যের মহাব
দেখাও। সময় যদি কখনো তোমার সম্পর্কে মন্দ আচরণ করে থাকে; তবে অবশ্যই অনেক অধিক
পরিমাণে সে তোমাকে আনদ দিয়েছো। হে অধিক পরিমাণের পাপের পাপি! আর্তাহীর ক্ষমাকে
তোমার পাপের চেয়ে অনেক অধিক।

কোন আমীরের শুভ্রগাথায় আবু নুয়ায়াসের কবিতায় আছে এখানে।

ওর জন্য হে আল্লাহ মুহম্মদ! বীর ব্যাপঃ দাক্তা নালাষ।
লোকেরা সুফীয়ান ইবন উয়ায়নকে আবু নুওয়ারের এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনালে— যাতে রয়েছে—

মা হবে না তোমার সব + বিদ্যুত তোমার +
ফুটছ জ্বালানি মোহনিয়া + রঙের হাল মেচিয়া +
খিল তোমার মাটিয়া + তোমার হাল মেচিয়া +
ফাক্সিয়া মনে তোমা লাল + এস লাল এস লাল +
ফেয়া লু সিয়া নিউ নিউ + গুরুমি লেমি লেমি +
চার্জ দাদা মামলার বই + রু জিফ জুমুর ললিত।

"যে কোন 'আসক্তি'-র পিছনে রয়েছে কোন না কোন সূত্র ও কারণ ; যা থেকে হয় তার সূচনা ও ক্রমবিকাশ। আমার অন্তরে আসক্তির জন্য যে কোন চেহারাকে সৌন্দর্যের নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে আচরণ করেছে। খেয়াল করে দেখলাম তাকে ও সৌন্দর্যকে ; যা সে চেয়ে তুলে তুলে মনে আছে কবর বলতে। তাই সরিয়ে নিল। এমন তার অবস্থা এই যে, যদি তার জন্য সৌন্দর্যের ব্যাপারে পুনঃ প্রচারনা ব্যবস্থা করা হয় তবে কোন চাহিদাই তাকে ফিরিয়ে আনবে না। কৌতূহল ও তামাশার বিষয়টি বাস্তবের রূপ ধারণ করল ; বাস্তবই এখন রয়েছে যা ক্রীড়া ও 'তামাশা'-র উৎপাদিত সুফল।"

ইবুন উয়ায়না এ কবিতা জন্য বললেন, 'আমি এ নারীর অন্তর্গত প্রতি ইসলাম আনন্দ করলাম।'

ইবুন দুয়ায়ন বলেন, আবু হাজার বলেন, জনতা কবিতার এ লাইন দুটি বললে দিলে আমি তা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখতাম—

ওরো আর্টি সইনটে মায়া + মিন আলোর অপুর্ক ক্রীড়া
ওরো উপরের উপরে হায়টি বিখ্যাত মিলে সুপিয়ালে +

আমি যে পরিমাণ বিপদ-মুসবিতে আক্রান্ত, তোমার কাছে তার চেয়ে বেশী চাইলে সে ‘
বেশী' (না থাকার কারণে) তোমাকে অন্তর্গত করে দিল। আমার জীবনের অনুরূপ (দৃঢ়ময়)
জীবন সহকারে আমার হায়তের (প্রস্তাব) মূত্র করে পেশ করা হলে তারা তা পেতে অন্ধহী
হবে না।
আবু হুরায়রা (রা) হতে সুহায়ল হতে আবু সালিহ সনদের এ হাদীস আবু নুওয়াস জুনেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

"القلوب جنود مجردة فما تعارف منها + اننلف ومانناكر منها اختلف.

কলবগুলো যুথবন্ধ (সমবেত) বাহিনীর ন্যায় (ছিল); সুতরাং (কাহের জগতে) যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় গড়ে উঠেছিল তারা (পৃথিবীতে) সম্প্রীতিসম্পন্ন হয় এবং যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়। আবু নুওয়াস তাদের এক কবিতায় হাদিসটি হস্তাবদ্ধ করলেন এভাবে—

"أين القلوب لأحنان محنة + لله فِي الأرض بالاهوام تعترف
فما نناكر منها فهو مخالف + وما تعارف منها فهو مؤتلف.

“অন্তরগত অবস্থায় আল্লাহর যুথবন্ধ বাহিনী, পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতির সূচীত তারা পরিচিত হয়। সুতরাং এগুলো মধ্যে যারা পরস্পর অপরিচিত তারা মতবিরোধকারী এবং গুলো মধ্যে যারা পরস্পর পরিচিত তারা সম্প্রীতিবন্ধ।"

একদিন আবু নুওয়াস একদল মুহাম্মদের সংগে আবদুল্লাহ ওয়াহিদ ইবন যিয়াদের কাছে উপস্থিত হলেন। আবদুল্লাহ ওয়াহিদ তাদের বললেন, আপনাদের প্রভুকে দশ দশটি হাদিস পসন্দ করুন, যা আমি তাকে শোনাই। তখন আবু নুওয়াস বৈষ্ণব তাদের প্রভুকেই তা গ্রহণ করে সম্মতি প্রকাশ করলেন। আবদুল্লাহ ওয়াহিদ আবু নুওয়াসকে বললেন, তারা যেরূপ সম্মতি প্রকাশ করেছে তুমি সেরূপ করছ না কেন? তখন তিনি আবুর্যি করতে লাগলেন—

"ولقد كنت رؤينا + عن سعيد عن قنادة
عن سعيد بن المسيد + ب شم سعيد بن عبادة
عَن الشهابي والشفع + بى شهاب جهاندة
وعن الأخيار تحكي + و عن أهل الإفادة
أن مدة ماهبها + فله أجل شهادة.

“আমরা তো রিওয়ায়াত করতাম— সাইদ হতে কাতাদা হতে সাইদ ইবনুল মুসায়াব তারপর সাইদ ইবনুল উবাদা (রা) সনদেং এবং শাবিয়ে হতে, শাবিয়ে তো দুটোতো শাযখ এবং উত্তম ব্যক্তিদের হতে ও বিদানরঙ্গ হতে— আমরা তা উদ্ধৃত করি যে, “যে প্রেমক্রমে (বিরহে) মারা যাবে, তার জন্য শহীদের সৌওয়া।”

তখন আবদুল ওয়াহিদ তাকে বললেন, ‘পাপচারী! আমার এখান হতে বেরিয়ে যাও! তোমাকেও হাদিস শোনাব না এবং তোমার কারণে এদের কাউকেও হাদিস শোনাব না। এ সবাদ মালিক ইবন আনাস ও ইবরাহীম ইবন আবু ইয়াহিউদের কাছে পৌঁছলে তারা বললেন, তাকে হাদিস শোনাওনা ইজ আমাদের দৃষ্টিতে সমীচীন ছিল, হয়তঃ আল্লাহ তার সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন।"
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

“হে যাদুদারী দুইপুত্তী (নমন) ও শীবার অধিকারী এবং ওয়াদা করে করে আমাকে হত্যাকারী। আমাকে মিলনের ওয়াদাদিয়ে পরে তা বঙ্গ কর; হায় আমার দূর্ভাগ্য- আমার সংগে তোমার ওয়াদা ভঙ্গর করে।

(এ প্রসঙ্গে) মুহাদিদ আল-আযারাক শাহর ও ওয়াফা সূত্র ইবন মাসুদ (রা) হেত হাদিদ বর্ণনা করেন। “কাফিফ নারী ও জাহানামের বেড়িতে আবার কাফিফ বয়িতত কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করে না।”

আবু নুওয়াসের এ কবিতা ইসহাক ইবন ইউসুফ আল-আযারাকের কাছে পৌছালে তিনি বলেন, আলাহুর দৃশ্যম আমার নামে, তাবিদের নামে এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবিদের নামে মিথ্যা বলেছে।
গালিম ইবন মানসুর ইবন আমার হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, আমি আরু নুওয়াকে আমার পিতার মজলিসে প্রচরণযুক্ত কাঁদতে দেখলে আমি বললাম, আমি আশা করি, এ প্রচু কান্নার পর আলাহু আপনাকে আযাব দিবেন না। তখন সে এ কবিতা বলতে লাগল—

লম অব্বক ইন মজলিস মসুর + শোকা লাগে জনন এবং হোর

+ লাম মিন ইবার + অহোলার + শ নাম মিন নিফতে ফি পিযার

+ লাম মিন নার + অগ্নি লার + লাম মিন খোলার + জুর

কিন্তু বনাণ্ডি লজ গুমন + শিয়া + ফিনি কলস হুমাদর।

“মানসুরের মজলিসে আমার কান্না জানাত ও তার হ্রুয়ের প্রতি আকর্ষণের কারণে ছিল না
এবং কবর ও তার ভয়কার অবস্থার ভয়েও ছিল না এবং শিবার ফুঁকের প্রেমের ভয়ে ছিল না।
আলাহু ও তার বাষ্টিত শিলার ভয়ে ছিল না; কিবা সহজ হইতে নির্ভরিত হওয়ার কারণেও
ছিল না। আমার কান্না ছিল সে 'হিরিস শাকের' জ্য আমার সজ্জা যাকে সব সাঙ্কে হতে সুরক্ষা
করে। পরে সে বলল, আমি তো কোথায় আপনার পিতার কাছে বলা ঐ সুন্দর বালকের কান্নার
কারণে। সে ছিল একটি সুপীর বালক, যে ওয়াজ যেন মহিয়ান-গবরান আলাহুর হয় কাদাহি।”

আরু নুওয়া নিজেই বর্ণনা করেছেন, একবার এক তাতী আমাকে দাওয়াত করল এবং তার
বাড়িতে আমাকে আপায়ন করার জন্য অত্যন্ত বিনিত আবার। করল এবং আমি তার আহবানে হ্যা
না বলে পর্যন্ত আমার পিছনে লেগে থাকল। আমি সম্মত হলে সে তার বাড়ির দিকে চলল এবং
আমি তার সঙ্গে চললাম। দেখলাম, তার বাড়িতে ভালই। দেখলাম, তাতী মোটামুটিতে একটি
আপায়লা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে এবং অন্য তাতীতীদেরও সম্বলত করেছে। আমার
পাঞ্জার পর্ব শেষ করলে মেয়ান আমাকে বলল, 'জানন্ব! আমার একশত কামনা, আপনি আমার
দাদী সম্পর্কে কিছু কবিতা বলবেন। সে তার এক দাদীর প্রতি প্রবলপূর্বে আসসক ছিল। আমি
তাকে বললাম, তাকে আমার সামনে নিয়ে এস, তবে আমি তাকে দেখে তার গঠনাকৃতি ও তার
রূপ সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা বলব। সে তাকে পদার্ত বাইরে নিয়ে এলে আমি দেখলাম আলাহুর এক
কুশী ও বিদ্যা চুল স্থীতি, কুশী, চুলা সাদাকালের মিথ্রণ বদ-সুরত, যার মুখের লাল রূপে গড়িয়ে
পড়েছিল। আমি তার মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তার নাম কি? সে বলল, তাসনীম (সুপের
পানি)। তখন কবিতা রচনা করলাম—

আসসির লিলি হুব হামিল + জামিরিয়া মাজসির কামলাপুরি

কান্না না ফিক্রিয়া কামিন + আর হরমে মি হুম মাজসির

সৌন্দর্যে মি হুম দিয়ে লাম সরীত + আফুর্তিয়া মেনা মিক পুস্ট।

“তাসনীমের থেমে আমার রাতকে বিনিয়োগ করে রেখেছে, সে এক কিশোরী (বাদী) সৌন্দর্যে
সে পেচার সেরা; তার মুখের রাগ যেন বাদী সিরাকে কিংবা রসূলের এক গাঁট। তার প্রতি
আমার থেমে সে এমন এক বাড়ু ছাড়ল যা দিয়ে সে রোম সম্রাটকে কাপিয়ে দিল।”
বর্মাকারী বলেন, কবিতাটা হেন তাত্ত্বিক আদেশ আন্দোলন হয়ে নাচতে লাগল এবং সারা দিন হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল। সে বলতে লাগল, আলাদাহুর কসম। কবি আমার গৃহস্থীকে রোম মম্বার সংগে তুলনা করেছেন।

আবু নুওয়াসের আর একটি কবিতা -

আমাদের নিজেদের বুঝে লিখিত রচিত বিষয় -

অন্যমনো নারী যেন পালন করুন + ব্যবহার করিয়ে আনন্দ -

"লোকেরা আমাদের তুক-বিক্রী করে দিয়েছে তাদের ধারণা প্রসূত এ কথা বলে যে, আমার গোদাবরীর বোঝা অতিশয় হয়ে গিয়েছে। (আচার্য) আমি জাহাজে যাই কিছু জানাতে তাতে তোমাদের কী সমস্যা - হে জাহাজ সত্তারা! মোটকথা, ঐতিহাসিক ও সমালোচকের বাণিজ্য ব্যবহার করিয়ে কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। মদের তুলি ও কুকুম সংশ্লিষ্ট এবং অশ্রুবিহীন সুরানী কিশোরা ও তুলির নিয়ে তার প্রেম-নীতিতে স্তন্ত্র বহু অশ্রু ও দুর্গ্যম কবিতা রয়েছে। এ কারণে একবার তাকে সাফিক বলেছেন এবং অলীকাত অভিযুক্ত করেছেন, একবার তাকে ধর্মের হবে অভিযুক্ত করেছেন। এক কি মনে করেন, সে ছিল ভনিতাকৃতী। তবে তার কবিতার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রথম মতটি অধিক প্রত্যাশী সাবান হবে। আর ধর্মের হওয়ার অভিযুগ অবশ হইয় ঘটুক নয়। তবে তার মধ্যে চরম বাণিজ্যতা ও অশ্রুতা ছিল। তার শৈশব ও বার্ধক্যে তার সমর্পণ এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার যথার্থতা আলাদাহুর যা মানুষ। জনসাধারণের মধ্যে তার সমর্পণ এমন অনেক কথা প্রচলিত হয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই। আমি দামিশের আংশিক একটি গয্যিনী আছে যা থেকে পানি থেকে বের হয়। দামিশকারীরাত এই তার আবু নুওয়াসের গয্যিনী নামে অভিহিত করে থাকে। এটি তার মৃত্যুর শুরু শত বছরের চেয়ে কষ্ট সময় পরে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং এটিকে তার নামে সম্পর্কিত করার প্রক্তৃত কারণ আমার জন্য। আলাদাহুর সম্পর্কিত একটি।

মুহাম্মদ ইরান আবু উমর বলেন, আমি আবু নুওয়াসকে বলতে গেলাম, আলাদাহুর কসম। আমি হরাম কাজের উদ্দেশ্যে কথনা আমার পাটাম খুলিনি। একবার হারানুর রহিদের পুত্র মুহাম্মদ আল-আমিনকে বলেছিলেন, তুমি তো যথিদীর- ধর্মের হব। তখন আবু নুওয়াসের বলেন, আমি কে কে যথিদীর হব। এখানে আমি এ কবিতা বলছি -

চালু শরম দিতে পারে। দুর্গ্যম কবিতা হয়ে নাচতে লাগল এবং সারা দিন হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল।
প্রথম মাসকে আমি তো পাচ মাসকে আলাদা করি যথাসময়ে; আর আলাদায় জন্য অগ্রতা হয়ে তার তাওহীদ ও একজনাদের সাক্ষাৎ প্রমাণ করি। 'জানাবাতে' লিখ হলে আমি সুখে করে গোলস করি; কোন মিসকান আমার কাছে এলে তার জন্য যাহা হই না। আবার 'সাহিত'-র ভেরোয়া (ক্রান্তীর্ণয় কোন 'পেয়ালার' আহরন পেলে আমি তাতে পাঠ দেই অতি র্তুত। তা পান করি নিতে রূপ, দুর্ঘন্ত জন্য পাজর সহকারে এবং চন্দ্র হাল ছালা- যা সকলে দুঃখ পান অভ্যস্ত ছিল এবং চিত্তবিহী ধর্মেন সাদা মায়া-র কুটির কিতিরের বোঝ, বাসার আর মিত্র; সুরাসের জন্য এ সব অত্যন্ত উপাদেয়। রাজিয়েরের সংজ্ঞেতে কে আমি সামন্বিতে (চিঠিৎস্যক) বাহ্তীশ্বেন্দ্র ফু-এর উদ্দেশ্যে আত্মানে মেলে দিব।

কথিত হুন আমাদের কোন বললেন, অথচ কোথাকার! বাহ্তীরিয়-এর ফুনের অস্ত্রীয় নিতে তোমাদের বাধাকে ধরল কে? আবু নুয়ায়েস বললেন, 'তাকে দিয়ে কাফিয়া' (কবিতার ছন্দ মিল) পূর্বী হয়েছে। আমাদের তো রাজকীয় পুরস্কার প্রদানের আদেশ দিলেন। (তার উদ্যোগ বাহ্তীরিয় ছিলেন খোলায় রাজিরের ব্যক্তির চিঠিঙ্ক) জাহিদ বললেন, আবু নুয়ায়েসের উক্তির চেয়ে অধিক সুখ মর্য সম্পন্ন ও চৌদ্ধদিন উত্তরে কুদরের কবিতায় আমি দেখি। তার উক্তি-

আব্দুল গাদ্র কে তার জানায় + বাই জেদ বলে মার্জ
লে দেঃ সৌদি ম্যান হও + নিজ নির্দেশ নামক নামক
যাওয়া ফিতাতে এ বাদাবী হও + মোহু হয়ন সুধার চালু
ফাসম বিদিতে নর্ত নির্দোষ মূর্ত হুন রাজিরের চালু

লে জানে নাই ফার মার্জ করল।

'আলুন প্রকল্পনায় লে কোন আলুন প্রমাণ করল; কোনুর্দিক-মশককারী লে নিতে বাছাইরে উপনিত হোক- আলাদু টের।' বাঁকুক কেই উম উপদেশদাতা ও নীহারিকারী, সাধারণ উপদেশদাতা তুল করলেও- উচ্চ কর্ণ ওপু তার প্রবৃত্তিতে অনুসরণ করে; আধার সত্যের পথ-পথ তার জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তোমার দুঃখের তোলট সে (জাহান) নারীদের দিকে, যাদের মহারাণা হচ্ছে নেক আমাল।

সুনরী হুরেরের আমাদন্যমুক্ত করতে পারে ওপু সে ব্যক্তি যার মীমাংস (আলুনের পালস) তারী হবে।

মন লোন নাকি নাকি দুই + সৌদি বেলা নির্বাচ চালু
ফার ফারা দে দিন গুলোতা + তো লে জানে রাজি রাজি।

'লে আলাদু কে ভয় করে চলন তাকুয়া অবলম্বন করল; সেই সে ব্যক্তি যার কাছে লাভজনক ব্যাবসাক্ষেত্রে পৌছে দেয়া হল। দীনে লে কোন গলদ বিশার ও দান নেই; সুনরী তুমি সকাল-বিকাল যাত্রা কর। বে জন্য তোমার যাত্রা করার ইচ্ছা হয়।'
আবু আফাফন তাকে একবার দে কাসাহাটী আয়োজিত করতে বললেন, যার তোমরা আছে-

লাল থর ভেল হয়ে না, হিন্দার দিকে নজর দিও না ....)

আবু আফাফন তাকে বললেন, আদ্যক্ষের কসর। দীর্ঘদিন (এক মুহুর্ত) পরবর্তী আর তোমার সংগে কর্তা বলব। আবু

আফাফন বললেন, তার এ কসর আমাকে দুঃখিত করলে দিল। পরে যখন আমি চলে যেতে

উদাহর হল তখন তুমি বললেন, তোমাকে আমার করে দেখব অথবা বললাম, আপনি না কসর

করলেন? তুমি বললেন, (‘সম্পর্ক বর্জন’-এর চেয়ে

‘দীর্ঘকাল’ ও ‘দাদার’-এর মেয়াদ অন্তর্ভুক্ত করে আছে।

আবু নুওয়াসের অন্তর্ভুক্ত করিন্তে আছে -

আর রোথ বেঙ্গ ফির থরবর অনুভূত।

ওয়ার রোথ হামিন থরবর শন্য +

ফের লেখিন দার, এক শুধু শান্ত +

আর কল হয় কে হালক এবং কুদিন +

এ আমল স্থানে দিবস +

শোন যেকোন লোক নিশ্চিত

কতই হালকের সাথে করো দোপুর সুলল।

তোমার সংস্থার সকলে বলেছে -

কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে না।

লোক কিবা নিশ্চিত করে না।

আহুজিকে করে অহংকারের নিম্নগামল করল, তুমি অহংকারের

পরিরতি সম্পর্কে অবহিত হলে কখনো অহংকার করে।

আহুজিকে দীনকে ধ্বংস করে।

বুদ্ধিমত্ত্বাত্মার হয় এবং মর্যাদা ধ্বংস করে দেয়।

সুতরাং সত্ত্ব- সত্ত্ব- সত্ত্ব হও।

আবু আহমেদের কালিত্তের ইবনে ইসমাইল এক কাগজ বিক্রেতার (লাইব্রেরীর) দোকানে বসে

ছিলেন। তিনি সেখানে একটি খাতার মলাটে একটি লিখেছেন-

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খণ্ড)---৫১
আবার উদাহরণের মুখ্য কিছুঃ যেমন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যেসব কিছুর বিষয় তিনি অন্যায় করেন।

এরর বিষয়ে কিছু হয়ে যে কিছুর একটি অধিকার তাকে অধিকার করে। অংশ সব কিছুর তার কারণ এ কথা নির্দেশ বিদ্যমান যে তিনি এক একক।

পরে আবু নৌয়াস সেখানে আগমন করলেন এবং এক কবিতা গঠন করে বললেন, আল্লাহর কসম! কবি অন্যস্ত সুদর কবিতা বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! আমার মনে চয় যে, আমি যত কবিতা রচনা করেছি তার সবের বিভিন্ন এ কবিতা আমার হত! এটি কার রচনা? লোকেরা বলল, আবুল আতিহায়ার। তখন আবু নৌয়াস সে খাতার হাতে নিয়ে তার পাশে লিখলেন—

সুখেন মন খোলে ছাড়ে টেনে যেন এ কিছু নিম্নের হতে যেতে যে তাকে দিতে।

যেতে যেতে মন দিতে যেতে তাকে দিতে যে তাকে দিতে।

হোলে মন দিতে যেতে মন দিতে যেতে তাকে দিতে।

হোলে মন দিতে যেতে মন দিতে যেতে তাকে দিতে।

'পবিত্র-নিঃশ্লেষ্য সে সত্য যিনি সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন হীন-লাঞ্চলকর দুর্বলতা হতে।
তাকে পরিচালিত করতে থেকেছেন এক স্বতরাত্মা ক্ষত্র হতে পরবর্তী স্থিতার ক্ষত্রের দিকে।
একটি একটি করে ক্ষমাবহে সৃষ্টি করেন দৃষ্টির অন্তরালে প্রদার অভ্যন্তরে।
অবশেষে প্রকাশ পেল সৃষ্টিতম প্রদার স্থিতার মাঝে।'

তার প্রেরণা কবিতার তালিকায় রয়েছে—

তোমাদের মুক্তিজন সত্বরের যেমন হরে হরে ছাড়া ছাড়া

নিঃশ্লেষ্য যেতে যেতে মন দিতে যেতে মন দিতে যেতে যেতে তাকে দিতে।

যেতে যেতে মন দিতে যেতে তাকে দিতে।

যেতে যেতে তাকে দিতে যেতে তাকে দিতে।

'আমার যৌবনের শক্তি বিস্মিত হয়ে গেল এবং খেলাধূলায় সত্তা পড়লঃ যখন বাধ্যতামূলক আমার সিদ্ধির মহাশ্লাহের সংবাদ দিল এবং বুদ্ধি-বিবেকে আমাকে নিষেধ করল। ফলে আমি নিম্ন পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট হলাম এবং আমাকে সত্তরকারীর বজবার সন্ধ্যা হলাম। হে উদাসীন, ভূলের বীরকরদিক রা! ভূলকারীর জন্য পুনরায়ে যথে প্রহর্যোগ্য নয়। আমরা আমাদের আমল দ্বারা মূক্তি লাভের ক্ষমতা রাখি না— যে নিন, যে নিন আমার কপালের কাচেই প্রকাশ্য হবে। তবুও মন কাজ ও ঘটতো-বিঘটতো সত্যে আমরা আল্লাহর উত্তম ক্ষমার প্রতি আশ্রয় করি।

এবং তার কলাভূষণে এ ক্ষেত্র—
নমোত ও বিলে গুরুত আন্ডনোবনা + যাতে নূহ মসনা লাওত ও নর্তিলা না।

আল্লার বড় দুই ইবানী লাওন এবং মহফর ভুেন মিন ঔলানরা +

“আমরা মলে যাই এবং জীব হয়ে যাই; কিন্তু আমাদের পাপগুলো আমরা মারা গেলেও -
মেয়া যাই না এবং জীব-বিদিশ হয়ে যায় না। ওহে শোন। বছর দুই চোকোলা এমনে অ্যালে বে,
চেক তাদের উপকারে আসে না এবং যার অন্তর অদ্ধ চেক তার উপকার করে না।”

অনুরূপ তার এ কবিতা -

লো আন্ডনী অর হমুল্লানো নাম নর্তিলা + যুও হসাব মামা লাওন না।

সুখানী নূহ মলকে আইত লিলে + মুহল্লা সুখানী ডিও বিচ মোটে মোটে 

কথা দেখাতে সাভার দিয়েও + ফলানাস বিয়ে মামা + মোটে মোটে 

'কোন জান তার চেকা হয়ে হিসাব দিবসের দৃষ্টি চিতেখন করে উপস্থাপন করলে নে চেক 
আল পলক ফেলবে না। পুত্ত-পরিব মহা রাজত্বের অধিকারী আলাহ্ত !' কোন সে রাত - যার 
কালকে নিপুত করা হয়েছে (হাশরে) অবস্থানের দিন ঘামরা। সুটির পালনকরা সুটির জান বিনাশ 
লিখে দিয়েছেন ; সুনরাম মানুষ রয়েছে আগমন ও প্রত্যাগমনের মাঝে 

বর্ণিত আছে, আল্লার নূরযাস হজরের ইহরাম বিদ্ধার ইচ্ছা করলে এ কবিতা রচনা করলেন-

যায় মালীক মালীক + হালকে ক্লান 

আস্ত কি শঙ্ক লক + এমলকে না শরিক 

সুর্দি ফেল অল্লাক + এঁত লে হ্যাত উলরক 

লোকে ভার মুল কি + আস্ত কে শঙ্ক লক 

এমলকে না শরিক + এমলকে না সাভার 

সাভার সফটে দি এমলকে + উলরক হোমণি না 

সাভার হোমণি এমলকে + উলরক হোমণি না 

সাভার হোমণি এমলকে + উলরক হোমণি না 

হে মালিক! কতই নিয়ন্ত্রণ তুমি! যারা কোন কিচুর মালিক, তাদের হে মহা মালিক! 
লাকায়কা- হামির বাহ্মার হামির- বিচিত্র সব প্রশংসা তোমার, আর রাজত্ব ; তোমার কোন শরীক 
নেই। তোমার বাহ্মার তোমার উদেশ্য ইহরাম আধিক হয়েছে ; সে কেহানেই পথ চলক। তুমিই তার 
জন্য, হে আমার পালনকরা তুমি না হলে তো সে ধারা হয়েছে মেষ। লাকায়ক- হামির, হামির, 
সব প্রশংসা তোমার। এবং রাজত্ব ; তোমার কোন শরীক নেই। রাত- যখন তার অধার ঘনীভূত 
হয় এবং মহাকাশে সন্তুষ্টনির্দেশ তাদের করপথে চলমান হয়। সকল নবী ও ফেরাশতা এবং
যারাই তোমার উদ্দেশ্য ইহরাম বাধে (ও তালবিয়া উচ্ছারণ করে)- তারসীবে পাঠ করে কিংবা সালাত আদায় করে তা তোমাকেই জন্ম; লাব্বায়ক- হাফিজ- সব প্রশংসা তোমার এবং রাজত্ব (তোমার), কোন শরীক নেই তোমার। হে পাপচারি! কতই মৃদু তুই। সে পালনকর্তার অবাধ হয়েছে যিনি তোমাকে সুপরিমিত করেছেন, তোমাকে 'ক্ষমতাবান' করেছেন এবং তোমাকে অবকাশ দিয়েছেন। তোমার আশা-বাসনা (দুর্দশা)-কে অতিক্রম করে দাড়িয়ে যাও এবং তোমার আমলকে উদ্ধ কিছু দিয়ে সমাধু কর; লাব্বায়ক- হাফির বানা হাফির! সব প্রশংসা তোমার এবং রাজত্ব, নেই কোন শরীক তোমার। “

মুহাফিক ইবন যাকারিয়া হোসেন, মুহাম্মদ ইবনুল আকাব ইবনুল ওয়ালাদেন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আহমদ ইয়াহীদ ইবনুল ছালাবকে বলতে হয়েছি, আমি আহমদ ইবনুল হালের নিকট প্রবেশ করলাম। আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখালাম যার সত্য তাকে চিত্তাকৃষ্ট করে রেখেছি এবং তিনি নিজের কাছে অনেক মনোয়ের উপস্থাপিত পরিসরক ছিলেন না। তখন আগে তাঁর সামনে সংগঠিত করে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর মনেরকে করতে লাগলাম এবং আমি শায়ারাব গোরের মাওলা- এ কথা বলে তাঁর কাছে পৌছাই উপায় যুক্ত লাগলাম। অবশেষে তিনি আমার সংগে কথা বলতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, আপনি কোন প্রকারের ইল্লম নিয়ে চারা করেছেন? আমি বললাম, অভিধান ও কাবা নিয়ে। তিনি বললেন, আমি বসরায় এক দল লোককে দেখালাম, তারা এক ব্যক্তির কাছ হতে কবিতা লিখেছে। আমাকে বলা হল, ইসলাম আবু নুযায়া। আমি লোকদের ডিঙিয়ে তাঁর কাছে পৌছালাম। আমি তাঁর কাছে বললে তিনি আমাদের এ কবিতা দেখালেন—

'ইন্দির জীবনকালে কোন দিন তুমি নির্জনে অবস্থান করলেও এ কথা বললে যে, আমি নির্জনে রয়েছি (সুতরাং যা ইচ্ছা তা করতে পারি) বর্তমানেও রয়েছে গোপন পর্যবেক্ষণকারী। কতগুলো অল্প এক মুহুর্তের জন্য 'অমনেরপ্তি' ধারণা কর না এবং কোন গোপনে পাপকারীও তার কাছে অদৃশ্য থাকে না। আমারা পাপের কাজে উদাসীনতা প্রাদর্শ করেছি; ফলে পাপের পরে পাপের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। হায় বাসনা! যদি আল্লাহ বিশ্ব বিশ্বায়োগ্য মাফ করে দেন এবং আমাদের তওবা করার অনুমতি দেন তবে আমরা তওবা করব।'

কারা কারা বর্ণনায় এ কবিতার সংগে আবু নুয়ায়ারের নিশ্চিত কবিতার উল্লেখ রয়েছে—

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
ওতপ্ত হওয়ার করীম উন্মেষ্ট ফাহিয়া আর বিশ্বাস ও জাহাজ উন্মেষ্ট

"আমার (জীবন) চলার পথ যখন আমার জন্য সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং আমার হৃদয় জরায়ুত দূষিত তার জন্য বিলাপ নেমে আসে তখন আমি বলি—আমার অপরাধের দীর্ঘ ফিরিয়ে ও আমার ভালবাসির বিশাল পরিধি করলে আমি ঝাঁঝ হয়ে গেছি এবং তবুও আমার কোন অংশ নেই। আমি নিজের তীব্র সাগরে চুবে যাই (হাদ্দুরা খাই) --- এবং কখনো আমার সত্য ফিরে এসে এবং তবুও করু সে আমাকে সত্য প্রতি দয়াবানের ক্ষমা শ্রদ্ধায় করিয়ে দেয়। ফলে আমি জীবন ফিরে পাই এবং তার ক্ষমার প্রতি আশাবাদী হয় (তার দিকে) ধাবিত হই। তখন আমি আমার কথায় বিনয়ী হই এবং আর্য্য ভরে (ক্ষমা) প্রার্থনা করি; আশা করি, বিপদ অবমুক্তকারী আমার তবুও করুন করুন।"

ইবন তাররায় আল-জারিয়ার বলেছেন। আমি এ কবিতাগুলো উদ্ধত করি -ও- জবাবে বলা হল, আবু নুয়ায়ের। এগুলো তার 'মুখ' (পৃথিবীর প্রতি অনৈতিক ও বিরাগ) বিষয়ক কবিতার অন্তর্ভুক্ত। নাইবিদগণ বহে স্থানে এগুলো দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা আমারা উল্লেখ করি হয়।

হাসান ইবনুন্দ-দায়া বলেছেন, আবু নুয়ায়ের মরণ-ব্যাধির সময় আমি তার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি আবৃতি করতে লগদলেন -

ফেরত মা প্জামুখতাল ত নেতা ফানাক লোকুল (লাগ) রিবাত করাল

স্বস্বারহ নির্ধারণী প্রতিরোধ ও বিলাস স্বাভাবিক প্রতিরোধ

তুমি মেজাজ করো মহারানী তিন প্রতিরোধ করো -

"কর, তোমার সাধারণের বেনী বেনী গোনাই করে; কেননা তুমি তো এক মহান ক্ষমাশীল গণকর্তার সাক্ষাত লাভ করে। তুমি অচিরেই দেখতে পাবে - তার কাছে গেলাই - ক্ষমা এবং সাক্ষাত লাভ করে। এক কফতাবান মহিয়ান মালিকের। তখন তুমি এই আক্ষেপে হাত কাড়ান যে, আওনের (আহ্মানের) ভয়ে তুমি মন কাজ করি করেছিল।"

আমি বললাম, হতভাগা! একবার নায়ক পরিস্থিতিতেও তুমি আমাকে এমন উপদেশ দিলে?

তিনি বললেন, অপি তারা (হাদীস শোনা-) হামজাই ইবনুন্দ সালামা হাতের সূত্রে আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, নবী (সা) বলেছেন, তুমি তো তার কথা গেলাই - ক্ষমা 

একটি কাটার না তুমি আলাদা হুমাইন মালিকের।

তেমনি তুমি এই আক্ষেপে হাত কাড়ান যে, তুমি মন কাজ করি করেছিল।

লাইয়োন আহকার ও তোমরা বুঝি তোমাদের কেউ জন করে মূতুব্রান না করে।

রাবির প্রমুখ শাফিক হতে বর্ণনা করেছে। তিনি বললেন, আবু নুয়ায়েস যে দিন মৃতুব্রান করেন সেদিন আমারা তার কাছে প্রবেশ করলাম এবং তখন তার জীবন বায়ু নিঃসৃত হই। আমারা বললাম, আজকের দিনের জন্য আপনি কী প্রস্তুত করে রেখেছেন? তিনি এ কবিতা অনুন্নত করলেন-
তৃণমলে তৃণমল ফলাফল তৃণমল তৃণমল
কুহী কুহী কুহী কুহী কুহী

ওফু ওফু ওফু ওফু ওফু
ওফু ওফু ওফু ওফু ওফু

লোকে লোকে লোকে লোকে লোকে
লোকে লোকে লোকে লোকে লোকে

'আমার পাপারশি আমার দৃষ্টিতে বিশ্বাস প্রতিভত হয়; পরে আমি তাকে আপনার কমার
পাশাপাশি রাখলে- হে আমার পাপারশি ! আপনার কমার বিশ্বাস দেখা যায়। আপনি তো সদা
সবদা গোনাহ ফক্কাকারী এবং অন্যান্য সবাদাতার কারণেই আপনার কমার ও দানের ধারা সদা
চল্লান। আপনি (ও আপনার অনুরাগ) না হলে কেন আবিদ ইবলীলের খপন হতে রক্ষা পেত না।
কেননা, সে তো আপনার বিশিষ্ট নির্বাচিত আদাম (আ)-কে বিবাহিত করে ফেলেছিল।

ইবুন আসাইকের এটি বর্ণনা করছেন। তার বর্ণনায় আরো আছে যে, লোকেরা আবু নুয়াহের
মাথার কাছে এক টুকরা কাগজ পেয়েছিল যাতে তার নিজ যত্নকরে লেখা ছিল--

যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো
যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো যাইহো

'হে আমার পাপারশি ! পরিমাণে আমার পাপ যদি হয় বিশ্বাস, তবে আমি তো জানি,
তোমার কমার বিশ্বাস দেখা যায়। হে আমার পাপারশি ! তোমার কাছে দু'আ করিয়ে কালাকাটি সহকারে,
যেমন তুমি আদেশ করেছ। তুমি যদি আমার হাত ফিরিয়ে দাও তবে কে আছে (আমাকে) দয়া
করবে? যদি এমন হয় যে, তুমি পুনর্বার তোমার কাছে আশ্বাস্ত হয়ে, তবে অপরাধী পাপাচারী
কর কাছে আপনা পোশন করবে? আপনা ও বসনা এবং তোমার সমৃদ্ধ কমার বাহীতে এবং এই
ভরসা বাহীতে যে, আমি একজন মুসলিম- আমার সমর্পিত তোমার কাছে আমার (দায়ি করার)
আর কেন উল্লেখ ও সুরত নেই।'”

ইবুন ইবনুন নায়া বলেন, আমি আবু নুয়াহের কাছে গোলাম, তখন তিনি মুর্শুদ অবশ্যই
চিন্তন। আমি বললাম, কী অবস্থান এখন আপনার? তিনি দীর্ঘ সময় মাথা নত করে রাখলেন এবং
পরে মাথা তুলু বললেন, (কবিতা)

দেখুন তার তালিকায় ফেলে সে তার সে তার
নায়া নায়া নায়া নায়া নায়া

ফালা ফালা ফালা ফালা ফালা ফালা
ফালা ফালা ফালা ফালা ফালা ফালা

“বিনাশ-বিলুপ্তি” আমার দেহের উপর-নিচ সর্বত্র চলাচল করছে আর আমি দেখতে পাচ্ছি।
যে, এক এক অং করে আমার মৃত্যু হচ্ছে। এক একটি মুহূর্তে আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার তার অভিগ্রাম আমার এক একটি অং করে দিয়েছে। আমার হিমত ও সুন্দর সময় অভিবাহিত হচ্ছে জীবন ভোগের আনন্দ বিলাসে; এখন জীবন-নীর্ঘু অবস্থায় শরণ করছি আল্লাহর আনুগত্যের কথা। আমরা মন্দ করেছি- পরিপূর্ণ মন্দ; হে আল্লাহ! মার্জনা! মাগফিরাত! ও ক্ষমা! ও ক্ষমা!

এরপর অবিলম্বে তুমি মৃত্যু হল। আল্লাহ আমাদের ও তাকে মার্জনা করলেন আমান।

তার আংটিতে খোদাইকৃত বায়ি ছিল না। তিনি সেটি গোসলের সময় তার মুখের মধ্যে দিয়ে দেয়া ও সিয়ে করেছিলেন। লোকেরাও তাই করেছিল। মৃত্যুর পরে তার পরিবার সম্পদের মধ্যে তার কাপড়-চোপড়, তার আসবাবপত্র ও তিনিকে দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত কিছু পাওয়া গেল না। এ বছরেই বাগদাদে তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ইয়াহুদী অধিকারী (টিলাবুমি) শাহীনী গোষ্ঠের নিজস্ব দানকরে দান করা হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চম বছর এবং মতায় যাতে যাই বছর অথবা উনিষ্টে বছর। তার বস্ত্রের কেউ তাকে স্পষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ আপনার সংগে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে তার জন্য মাফ করে দিয়েছেন যা আমি নাগিস (ফুল) সম্পর্কে রচনা করেছিলাম।

তুর্কির নবাব বৃত্তিতে নবাবের বৃত্তিভুক্ত পাতুন ও সাহিত্যিক বিশেষত এই আলাদা বস্তুর মাছের মাছ পানির।

তুর্কির নবাব বৃত্তিতে নবাবের বৃত্তিভুক্ত পাতুন ও সাহিত্যিক বিশেষত এই আলাদা বস্তুর মাছের মাছ পানির।

আল্লাহ আপনার সংগে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে তার জন্য মাফ করে দিয়েছেন যা আমি রচনা করেছিলাম এবং তা আমার বালিশের নিচে রয়েছে। তখন তারা এসে এক টুকরা কাজে তার হাতের লেখা দেখতে পেলে-

যা রাখে ও আল্লাহ দেখে কাহিনী কথিতে ফল শুনায় আন্তরিক আকাশ আকাশের কোন অক্ষর অক্ষর।

সহ অন্যান্য লাইনগুলো, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইবন আসাইরের একটি বর্ণনায় আছে।

কাউ বলেছেন, আমি লাইন আরু নামের সাথে উত্তম বৈশ্বিক ও বিশ্বাস প্রাচীনত্বের মধ্যে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ আপনার সংগে কে আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি বললাম, কিসের উপায় আপনি তা নিজেরাং করেন-মন্দ কর্ম জড়িতে রেখেছিলাম? তিনি বললেন, 'এক রাতে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি কর্মসংশ্লেষে এলেন এবং তার চারধম (জায়নামাতা) বিষয়ে দুই রাক্ষাত সালাত আদায় করলেন, যাতে তিনি দুই হজার বার সুরা ইখলাস (ফল হুমাই এই এক) পাঠ করলেন। পরে তার সওয়া এ কর্মসংশ্লেষের বাসিন্দাদের জন্য
হাদিয়া করলেন। আমিও তাদের সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলাম এবং আল্লাহ আমাকেও মাক্ত করে দিলেন।

ঈবন খালিকান বলেছেন, আবু উসামা ওয়ালিবা ঈবনুল হুবাবের সংসারে অবস্থানকালে আবু নুওয়াসের রচিত প্রথম কবিতা ছিল—

হামলাল হেবে তুব না থেকে তুর্খ হয়, সাহেব।

তুমি সুন্নাহ না লইয়ে হীর হীর গলা তুর্খ হয়, সাহেব।

প্রচেষ্টার বোঝা বহন করা কৃত্তিক, মত্ত তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সে কাঁদলে তার জন্য যথাস্থির। তার অবস্থা অবাকে কৃত্তিক নয়। তুমি হাসন মৃত্তিক ভূত। আর প্রেমিক চিত্কার করছে (বেদনায়); আমার কোন বাধতে তোমার বিষ্ণু জাগে, (অথচ) আমার সুখুতাই হল পরম বিষ্ণু।

মামূন বলেছেন, তার এ কবিতা কতই সুন্দর— (পূর্বে উল্লিখিত)

তার এ কবিতা কতই সুন্দর— (পূর্বে উল্লিখিত)

ও জন্য যথাস্থির; আল্লাহ যাঁর হাতে + দোষ প্রকাশিত হয় আল্লাহর লেখক।

ইবন খালিকান বলেছেন, পালনকর্তার প্রতি তার সীমাহীন আশার প্রমাণ পাওয়া যায় তার এ কবিতায়—

হোকে যা প্রকাশ করে সাহেব।

হোকে যা প্রকাশ করে সাহেব।

হোকে যা প্রকাশ করে সাহেব।

তোমার যত সম্রাট হয় পাপের বোধ বহন কর।

১৯৬ হিরোরা আগমন

এ বছর হাদিস শেফার যথার্থ বর্ণনা মাশাইতের অন্তর্ভু আবু মুসা আব্বাইয়া আয়ারীর এবং আওয়াজের শাপিদ ওয়ালিবা ঈবনুল মুসলিম প্রাচীনতার ইন্ডিকাল করেন। এ বছর আমাদ ঈবন ঈয়ারীকে দল করেন। কারণ, তিনি সংকটপূর্ণ সময়ে আসনের কৃত্তিকাণ্ড, জনসাধারণের ক্ষমতার অধিকার এবং শিকার ইত্যাদিতে নিমিত্তাত ব্যাপারে তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এ বছর হামিরা আমাদ ঈবন ঈয়ারী ও আবদুল্লাহ ঈবনুল হুসায়ন ঈবন কামতাকে চিহ্নিত হাজার সহকারে মামূনের পক্ষে নিযুক্ত তাহির ঈবনুল হুসায়নের সংগে যুদ্ধ করার জন্য হলোয়ান অভিমুখে স্থান করেন। এ বাহিনী হলোয়ানের কাছে পৌঁছিয়ে তাহির তার বাহিনীর সুরক্ষার জন্য পরিযাপ্ত করেন এবং প্রতিপক্ষের দুই সেনাপতির মধ্যে বিরোধে সৃষ্টি কৃত্তি কোশল চালাতে থাকেন। এতে সফলতা দেখা দেয় এবং তারা মতবিরোধে লিঙ্গ হয় যুদ্ধ না
করেই ফিরে চলে যায়। এ সময় তাহির হুলোনানে প্রবেশ করেন। তখন তার কাছে মামুনের পত্র আসে এমন্যে, তুমি তোমার কর্তৃক্ষতীনী অঞ্চল হুসায়না ইবনে আয়ানকে সমর্পণ করে আহওয়ালে চলে এসে। তাহির এ হুকুম প্রতিপালন করেন।

এ বর্ষ মামুন তার উদ্ধৃত ফায়ল ইবন সাহলকে উন্নতি প্রদান করে তাকে বড় বড় কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং 'মুর-রিয়াসতেরান' (দুই রাজত্বের অধিকারী) হিসাবে ভূষিত করেন।

এ বছর আমীন শামের শাসনকর্ত্রীত্বে আবদুল মালিক ইবন সালিহ ইবন আলীকে নিযুক্ত করেন, যাকে তিনি হারুনর রশীদ প্রদত্ত করাবাস হতে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাকে তাহির ও হারুনার বিকৃতে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী সরবরাহ করার আদেশ দেন। আবদুল মালিক রাকায় পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন এবং শামের নেতৃত্বসমূহের বাহিনীর কাছে মনোরঞ্জন ও সৌহার্দ্যমূলক পত্র পাঠিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতি আহবান করেন। এতে তিনি বিপুল সংখ্যক লোক তার কাছে সমবেত হয়।

পর জনতার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যার সূচনা হয়েছিল হিসমবাহিনীর মধ্যে। সংকট ঘোষিত হয় এবং যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী রূপ ধারণ করে। এতে আবদুল মালিক ইবন সালিহ মূল্যবর্ণন করেন বাহিনী হুসায়ন ইবন আলী মাহানের পরিচালনায় বাগদাদে প্রতাপরূপ করে। বাগদাদবাহিনী তাকে সমর্পন এবং জানান। এ ছিল এ বছরের রাজনীতির ঘটনা।

হুসায়ন বাগদাদে সৌধে আমীন দুর্গের মাধ্যমে তাকে তালাব করলে তিনি বললেন, "আমাদের কম! আমি তো দরবারের পাশাপাশি নই, তাতেও নই; আমি তার দ্বারা নিয়োজিত নই এবং আমার হাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ স্ঙ্গীতী হয়নি। সুতরাং এ রাতে আমাকে তলব করার মতলব কী?

আমীনের উত্তরটি তাই মামুনের থিলাফতের মসনদাসীন হওয়ার বিবরণ

আমীনের বলছেন যে হুসায়ন ইবন আলী ইবন মাহান সকলকে খলফার দরবারে হারিয়ে দিলেন না। এটি ছিল তার শাসন হতে প্রতাপরূপের পরের ঘটনা। বরং সকলকে তিনি জনতার সাথে মোতায়ন করেন এবং জনতাকে আমীনের বিকৃতে উন্নতি কর্তাল দেন। তিনি খলফার খেলাধুলায় নিমজ্জন ও কীভাবে তাদের দিকে উন্নতি করে বললেন, এই যে অবস্থা থিলাফত তার জন্য সংস্থা নয়। তিনি বললেন, সে তো জনতাকে সংস্থাটির মুখে ঠেলে দিতে চায়। পরে তিনি জনতার বিকৃতে করণ উপরের করলেন এবং তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। এতে বিশাল জনতা তার আশাপ্রদ সমর্পণ করে।

এ বছরের রাজত্বের পক্ষে আমাদের পক্ষে যায়াত প্রহর করা হল। এটি ছিল এ বছরের রাজত্বের এগারো তারক বিশাল। মগলবার আমীনকে তার (থিলাফত) ভূমি তাকে গুরুত্ব দিয়ে বাগদাদে আবু জাফরের ভনে স্নাতনত্বে বাধা করা হল এবং সৌভাগ্য পাশাপাশি বাধা করে রাখা হল এবং তার জীবনযাত্রা সংক্রান্ত করা হল। আকাশ ইবন ইসা ইবন মুসা আমীনের মাতা যুবায়াকেও সেখানে স্নাতনত্বের আদেশ দিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলে তাকে চারুক দ্বারা প্রহর করে জবরদস্তি স্নাতনত্ব হতে বাধ্য করল। যুবায়াদা তার সমন্ডনদের নিয়ে স্নাতনত্ব হলেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্রী) — ৫২
বুধবার সকালে লোকেরা হৃদয়ন ইবুন আলীর কাছে তাদের ভাতা দায়ী করল এবং তার সংগে বিরাধে লিখ হল। ফলে বাগানদার বাসনারা দুই দলে বিভক্ত হল। একদল খলিফা আমীনের পক্ষে এবং একদল তার বিপক্ষে। এ দুই দল প্রচুর যুদ্ধে বেশি ঘটে এবং তাতে খলিফার দল বিজয়ী হল। তারা হৃদয়ন ইবুন আলী ইবুন ঈসা ইবুন মাহাকে যুদ্ধজীবিতে করার প্রস্তাব করল এবং তাকে খলিফার সামনে উপস্থিত করল। খলিফাকে কারামুক করে তারা তাকে পুনরায় মসনদাসীন করল। এ সময় খলিফা সাহারার মাহাকের মধ্যে যাদের কাছে অস্থ ছিল না তাদের সমস্ত মদ্য তার সমন্বয়ে হাজির করা হল। তিনি তার বৃত্তকর্মের জন্য তাকে তিরস্কার করলে হৃদয়ন বললেন, খলিফার সমস্ত প্রাণের তাকে এরূপ করার দুঃখান্ত যুগিরছে। খলিফা তাকে মাফ করে দিলেন এবং তাকে থিলাতে (বিশেষ রাজকীয় পুরস্কারে) ভূষিত করে উমীর পদে নিয়োগ করলেন এবং তাকে আন্তর কর্তৃক এবং দরবার কর্তৃক বহিরাঙ্কনের কর্তৃক প্রদান করলেন এবং যুদ্ধের কর্তৃক নিয়োগ করে হৃদয়ন অভিমুখে অভিযানে যেরূপ পাড়ার আদেশ দিলেন।

হৃদয়ন মিসর (পূল) অভিযান করার সময় তার একান্ত অনুগত সহচর ও খাদিমদের নিয়ে পালন করলেন। আমীন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠাল। অধোরেহী দল তার পিছনে ধাওয়া করল এবং তাকে নাগালে পেয়ে গেলে উভয় দল যুদ্ধে লিখ হল। খলিফার বাহিনী তাকে রাজবংশের বাসনারিতে হত্যা করল এবং তার কর্তৃত্ব মাত্রা আমীনের কাছে নিয়ে এল। লোকেরা শত্রুরবার আমীনের প্রতি তাদের বায়আত-অনুগত নবনিয়ম করল। হৃদয়ন ইবুন ঈসা নিহত হলে হাজির (শাহ-মাহাত্মা) ফয়জল ইবনুর রাবী' পালিয়ে গেলেন। অপরদিকে তাহির ইবনুল হৃদয়ন অধিকাংশ অঞ্চলে মামূনের পক্ষে প্রধান বিয়ত করে সেসব স্থানে প্রধান নিয়োগ করলে অধিকাংশ অঞ্চলের লোকেরা আমীনের ব্যায়আত-অনুগত প্রাথমিক করে মামূনের ব্যায়াত গ্রহণ করল। তাহির মামূনের কাছে পৌঁছে ওয়াসিত এবং সন্ত্রিত অঞ্চলসহ মাদায়ন কর্তলগত করল এবং হিজাব, ইয়ামান, আল-জাহীরা এবং মাদায়নের প্রভূত প্রবেশের মামূনের পক্ষে নাবির (শাহক) নিয়োগ করল। তখন ইসলামী সামাজিকের অঞ্চল পরিমাণে তালাক আমীনের দেখল অবশিষ্ট ছিল।

এ বছরের শা‘বান মাসে আমীন চারশ যুদ্ধতাকা তৈরি করে প্রতি পাতকার জন্য একজন সেনানায়ক নিযুক্ত করলেন এবং তাদের হারছামার সংগে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। এ মুহুর্ত রম্যহৃদয়ন যুদ্ধে লিখ হল। হারছামার তাদের শক্তিরেখা করে তাদের অপ্রাণীদের অধিনস্ত আলী ইবুন মুহাম্মদ ইবুন ঈসা ইবুন নাহিকে বক্ত করে মামূনের দরবারে পাঠালেন। অপ্রতিক্রিয়াকারী তাইরের বাহিনীর একটি দল পালিয়ে আমীনের কাছে পৌঁছে আমীন তাদের বিপুল সমপ দান করলেন এবং মর্যাদামূলক করলেন এবং সমস্ত সর্বত্র তাদের দাড়ি গলিয়া মুহূর্ত সুসঞ্চী দ্বারা আবৃত করলেন। এ কারণে এ বাহিনী জাতীয় গলিয়া (গলিয়া বাহিনী) নামে অভিহিত হয়েছিল। পরে আমীন তাদের যুদ্ধতাকায় উদ্দীপ্ত করলেন এবং বিশাল বাহিনী দিয়ে তাহিরের সংগে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালেন। তাহির এ বাহিনীকে পরান্ত করে বিদ্ধিত করে দিলেন এবং তাদের সকল সমস্ত (অন্তর-শত্রু) হস্তগত করলেন। তাহির ক্রামভুক্ত বাগানদারের নিকটবর্তী হয়ে তা
বললেন আল্লাহ, তাঁর ভূমির ভিতরে আসুন।

(খালিফা) আমিনুল্লাহকে বলে দাও- তার সম্পর্কে, গালিয়া বাহিরিত সেনাবাহিনীর মাঝে তুমি কিছুই বলতে পারিনি। আর তাহির, আমার সত্য তাহিরের জন্য উৎসুক হোক! তার দুটি ও ফরিদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে রাজীভূত হবেন না। হে ওয়াদা নিঃক্ষণকারী! যার ওয়াদা ভাঙ্গা করা তাকে অহংকার করে দিয়েছ। যার অপরাধ বিনা লাভসমূহের ব্যত্যাশায়। সিংহ এসেছে তোমার দিকে তার সব দৃষ্টিতে নিয়েছ; হিন্দুদের সংঘে আক্রমণকারী সিংহের নায় হয়েছে। সুতরাং পালিয়ে যাও- কিছু তার মত দূর্বলতার কাহার হতে পারে।

মেটকথা, আমার নিয়ন্ত্রণ হারাতে হয়ে গেল এবং তিনি কিংবদন্তিবাদিত্ব হয়ে গেলেন।

তাহির ইব্নুল্লাহ তার বাহিরিসহ অভিযাত্রী হল এবং ফিলাহের বার তার সাথে মঞ্চের আল-আমারের তোরণে পৌছে গেল। নগরসদিদের জীবনযাত্রা সংকটপূর্ণ হয়ে গেল। সত্রাসী ও দাণ্গাবাজ লোকেরা ভাল মানুষের উত্তর-সম্ভাষণ করে তুলাল। বাড়ি-ঘর ধ্বংস হল, জনতার মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি সেই তাইকে, পুত্র পিতায় স্বাধীনতার কারণে আরোহণ করতে লাগল। চরম অরাজকতার বিতার ঘটল। সমগ্র জনতার মধ্যে বারাব সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল এবং নগর জুড়ে খুন-খারাপ ও হানিহানি চলতে লাগল।

এ বছর তাহিরের পক্ষ হতে নিয়োজিত আব্বাস ইবনে মুসা ইবনে ঈসাহাশিমী মানুষের হজ্জের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি মক্কা ও মদিনায় মামুরের ফিলাহকের জন্য দু'আ করেন। এটি ছিল প্রথম হজ্জের মোস্তুম যাতে মামুরের জন্য দু'আ করা হয়।

এ বছর হিমস্বীদের বরণা ইমাম, ফকিরুহ ও মুহাম্মদ বাবুদিয়া ইবনুল ওয়ালীদ হিমসী ইন্দিরকাল করেন। এ বছরে মূর্ত বরণকারী বিষিদের তালিকায় আরো রয়েছে:-

কার্য হাফস ইবনে গিয়াছ

ইনি নববই বছরের অধিক জীবন লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হলে তাঁর কোন সহচর
কানতে শুরু করলে তিনি তাকে বললেন, 'কেন না, আল্লাহর কসম! আমি কখনও হারামের
উদ্দেশ্যে আমার পাজামা খুলিনি; আর একবার হয়নি যে, বাদি-বিবাহী আমার সমানে বসেছে এবং
চুক্তি ও রায় কার বিরুদ্ধে গেল আমি তার পরোয়া করেছি- আপনজন হোক কিংবা অনন্যী
এবং রাজা-বাদশা (ক্ষমতাধর) হোক কিংবা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হোক।

আবদুল্লাহ ইবন মারিউক

তিনি আবু মুহাম্মদ অহ্যায হামিদ নামে পরিচিত। এক সময় হারামর রশিদের উর্ধ ছিলেন।
পরের সব কিছু পরিত্যাগ করে দরকারী গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর সময় ওসিত করেন যে,
তাকে যেন মৃত্যুর মুহর্তে তাকে আতাকে নিকেপ করা হয; এ নীলে যে, আল্লাহ তাকে রহম
করবেন।

محمد ইবন রাশাইন ইবন সুলায়মান

কবি আবু শীন; কবিদের উন্নতাদ। কবিতা চর্চা করা ও চুন তৈরি করা তার কাছে পানি
জ্ঞান করার চেয়ে সহজতর ছিল। একবার ইবন কালবানান প্রমুখের। কবি আবু শীন, আবু
মুসলিম ইবুনুল ওয়ালিদ, 'সারিউল গাওয়ানী'- উপাধিধারী আবু নুরান ও দিবল আসর জমিয়ে
কবিতা চার্ট করতেন। আবু শীন তার শেষ জীবনে অক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন। তার শ্রেষ্ঠ কবিতার
মধ্যে আছে-

"কবি আবু শীনের কবিতা যে যেমন জ্ঞান সহজতর ছিল, তেমনি তার কবিতা যে যেমন জ্ঞান
করার চেয়ে সহজতর ছিল। কবি আবু শীন যে যেমন কবিতা পরিত্যাগ করেন তেমনি তার কবিতা
পরিত্যাগ করেন। "

১৯৭ হিজরীর আগমন

নতুন বছরের সূচনা হল এ অবস্থায় যে, তাহির ইবুনুল হাসান হামাদা ইবন আলিয়া ও তাদের
সহযোগী বাগদাদ অবরোধ ও আমীনকে সংক্ষিপ্ত গভীরে অবদো করার ব্যাপারে অত্যন্ত
অনন্যীয়তার পত্থর গ্রহণ করল। কাসিম ইবুনুল রশিদ ও তার চাচা মানসুর পালিয়ে মামুনের কাছে
পৌছেলে মামুন তাদের সমানের সংগে গ্রহণ করলেন এবং তাই কাসিমকে জুরাজের শাসনকর্তা
নিয়োগ করলেন। বাগদাদে অবরোধ প্রচরণ ধারণ করল এবং কামান দাগানো হল ও পাথুরে গোলা বর্ষণ করা হল। আমীনের অবস্থা চরম সংকটাপন্ন হল। সেনাবাহিনীর বয় নির্বাচ অচল হয়ে পড়লে আমীন সেনান-রংবার পাঁচ গলিয়ে দিহাম-দীনার তৈরি করতে বাধ্য হলেন। তার বাহিনীর অনেকে পালিয়ে তাহিরের কাছে চলে গেল। শহরের অধিক হারে খুন-কারাবি চলতে লাগল।

সাধারণ মানুষের বহু সম্পদ লুটিত হল। আমীন তার স্বার্থ রক্ষায় নগরীর বহু ভবন এবং সুসজ্জিত মুল্যবান ঘর-বাড়িতে ও দোকান-পাড়ে আগ্নেয় লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। এসব তিনি করেছিলেন মূলত হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে এবং ধ্রুবতি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। কিন্তু তার সে বাসনা পূর্ণ হল না। তাঁকে হত্যা করা হল এবং তার ভবনগুলো ধ্বংস করা হল (বিবরণ সমাপ্ত)। তাহিরও আমীনের নয়া জুলাও পোকাংহও এর পশ্চাৎ অবলম্বন করল এবং সমগ্র বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার উপরক্রম হল। এ পরিস্থিতির বিবরণে কেউ কেউ বলেছেন? (কবিতা)

মন যে এসাইক যাবার দিনের বাদুল্লাহ, জালেম নতুনে, মানুষ মানুষ, তেমনি অন্তর্ভুক্ত যাকে কে স্বাধীন হয়ে নির্মাণ করে। তাঁর কাছে একই পথে যাওয়ার জন্যে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নেই।

কবিগণ এ বিষয়ে বহু কবিতা রচিত করলেন। ইবন জাফিবের সে সব কবিতার বিবর্ধিত অংশ সংকলিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অতি দীর্ঘ একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যাতে ঘটনাবলীর আনুপ্রেক্ষিত বিবর্ধিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। বিষয়টি মূলত এক ভাঙ্গার গ্রন্থের বিবরণ। আমি যা সম্পূর্ণই পরিহার করলাম।

এ সময় তাহির বাগদাদের আমীর-উমারের ও অন্যান্য ধনীদের বাসতী সম্পদ ও আমদানীর উপর দখলদারী প্রতিষ্ঠা করে তাদের নিরাপত্তা ও মামুনের হাতে বায়ালের আহ্বান জানাল। এতে তাদের সকলেই সাফট দিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অবদ্ধরাজ ইবন হুমায়ন ইবন কাহতাবা, ইয়াহুদা, ইবন আলী ইবন মাহান। মুহাম্মদ ইবন আবুল আকাশ সুদী প্রমুখ। হাশমী ও অন্যান্য আমীরদের অনেকে তার সংগে পত্র আদান-প্রদান করল এবং আত্মীকরণে তার পক্ষ অবলম্বন করল।
ঘটনাচক্রে একদিন আমীরের লোকেরা তাহিরের কিছু লোককে নাগালে পেয়ে কসরে সালিহ (সালিহ ভরন)-এর কাছে তাদের কিছু কিছু লোককে হত্যা করল। আমীর এ সংবাদ অবগত হয়ে আনন্দ ও গর্বে আমীর হয়ে ক্রিয়া, সূত্রতা ও পানে মাত্র হলেন এবং সব কাজের দয়ালুত্ব ও কর্তৃত্ব মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে নাইফের কাছে ন্যস্ত করলেন। পরে কর্মান্বয় তাহিরের সহচরদের প্রতিপত্তি সব হতে থাকল এবং আমীরের পক্ষ অত্যন্ত দূর্বল হয়ে গেল। মানুষ তাহিরের সেনাবাহিনীর দখলকৃত অঞ্চলে সম্বর্ধন হতে লাগল। তার দখলকৃত এলাকায় অত্যন্ত নিঃসনাদ ছিল। সেখানে কেউ চুরি, লুট পাড়া ও অরাজকতার ভয় করত না। তাহির বাগদাদের অধিকাংশ মহল্লা, আবাসিক অঞ্চল ও শহরতলী দখল করে নিল এবং শরুকের দিকে কোন খাদ্য বহন করে নিতে মানুষের নিষেধ করে দিল। ফলে শরুকের এলাকায় খাদ্য প্রদান মূলায় অত্যন্ত চাড়ে গেল এবং যারা ইতিপূর্বে বাগদাদ তাগ করেছিল তারা আক্রমণ করতে লাগল। বহিরাগত ব্যবসায়ীদের পণ্যব্যবহার ও অন্যান্য বাগদাদে যেতে নিষেধ করে দেয়া হল। পণ্যবাহী সব নৌকা বসরা ও অন্যন্য শহর অভিমুখে যুগিয়ে দেয়া হল। দুই দলে মধ্যে অনেক যুদ্ধ হল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছিল দাবুকল হিজারার ঘটনা, আমীরের পক্ষের হীরাকা যাতে অনুকূল অবস্থায় ছিল এবং এতে তাহিরের দল অনেক লোক নিতে হয়েছিল। এটি ছিল একটি যুদ্ধের কৌশল। বাগদাদের বাহিত্যেরের এক একজন উল্লং হয়ে এগিয়ে আসত। তার সংগে থাকত আলকাতরা পলিশ করা তীর চালুকা চাটাই (এক প্রকার ঢাল) এবং কাঁধে নিচে থাকত একটি বুড়ি যার মধ্যে থাকত একটি পাথর। কোল মোড়া দুর্র হতে তাকে তীরের নিকেপ করলে সে তার তীরের চাটাই (ঢাল) দিয়ে তা ঠেকিয়ে দিত ফলে তা তাকে আঘাত করতে পারত না। পরে প্রতিপক্ষ কাছাকাছি এলে (পাথর উঁচু করতে যাতে যেরূপ প্রতিরূপ করে দিত) বুড়ির ফিতিরের পাথরটি তার দিকে নিকেপ করত। যা তাকে আঘাত করত। এভাবে তারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করল।

অপর একটি ঘটনা ছিল শামসীয়র ঘটনা। এ ঘটনায় হারামশা ইবনে আয়ান বন্দী হল। এবং ঘটনা তাহিরের জন্য স্বীকৃতি করলেন সে শামসীয়র উপরিভাগ দেখান (টাইমস) নদীতে একটি পুল তৈরি করার আদেশ দিল। তাহির নিজেই কিছু সংগী নিয়ে অপর পাড়া পাড়া হয়ে গেল এবং নিজেই তাদের বিকৃত কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘটি হতে তাদের হাতের দিয়ে দিল এবং হারামশাহ তার বাহিনীর আরো অনেক বন্দীকে মুক্ত করে আনল। এ পরিস্থিতি মুহাম্মদ আল-আমিনের জন্য স্বীকৃতি করল। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

মুহতি বাইজ নেফুল-তে কলিবি + এই মা মলা লীনি ক্যা তাতুল

লে মেত কি নেগরুং রিনিব + যোয়ান্ডে ও স্যুল মায়েল নোয়ল

ফিলস বসেগল অরুড় উনাদ  + এই মা মলা প্রেমুল গতুরেল

“এই প্রজাতির মধ্যে সর্বাধিক সাহসী হনুমানীর সংগে আমি শক্তি পরিলক্ষয় অবতীর্ণ হয়েছি; যখন সে শত্রুমাত্রার সংগে আঘাতকার করছে; স্বাভাবিক মানুষের শক্তি প্রকাশ নয়। যেকোন শক্তিহরুর সংগে তার রয়েছে প্রতিরোধ-প্রতিযোগিতা; তার সংগে সমানে সমান চালিয়ে যায়।"
এবং এ যা বলে তার মর্ম অনুধাবন করে। হঠকারিতা করে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সে উদাসীনতা প্রদর্শনকারী নয়; যখন উদাসীনতা প্রবন্ধ ব্যক্তি কোন কাজকে নষ্ট করে দেয়।"

এদিকে আমাদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সেনাবাহিনীর বায় নিবহ তো দুরের কথা, তার নিজের জন্য ব্যাপার অর্থে তখন তার কাছে ছিল না। অধিকাংশ সংগী-বন্ধু তখন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তখন তিনি এক ব্লিট ও লাঞ্ছিত ব্যক্তি। পূর্ণ বর্ষটি এরপূর্ব আঘাতকে ও নৈরাশ্যের মধ্যে অতিবাহিত হল। চারদিকে চলছিল খুনাখুনি, জালাও-পোড়াই, চুরি-ছিনতাই। বাগদাদ তখন এক অভিশপ্ন নগরী যেখানে কেউ কারো জন্য সাহায্য-সহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে না- যা ফিতানা ও দাঙ্গা-হামামার বায়ুবিভক্ত ধর্ম।

এ বছর হজারীদের হজতে নেতৃত্ব দিলেন মামুনের পকে নিয়োজিত আবাস ইবুন মুসা হাশিমী।

এ বছরে মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্টদের তালিকায় রয়েছেন অন্যতম বিশিষ্ট যাহিনি মুহিনায়তাবাদী দরশেন্ অবাস ইবুন হারব ; মিররাবলীদের ইমাম আব্দুল্লাহ ইবুন ওহাব। আলি ইবন মুহাসিবর (প্রখ্যাত হান্সেবিদ) -এর ভাই আবদুর রহমান ইবুন মুহাসিব, ওদরশ উপাধিধারী প্রধান কারিদের অন্যতম, নাফি‘ ইবুন আবু নুআমের কিরানাত রিওয়াতাতকারী ইহেমান ইবুন সাইদ এবং বিদান মুহাম্মদ তালিকায় অন্যতম ব্যক্তিত্ব ওয়াকী ইবনুল জাজরাহ আর-রুফাসী। যিনি ছয়টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

১৯৮ হিজরীর আগমন

এ বছর খুযায়ামা ইবুনখামিয়া তাহিরের নিকট হতে নিরাপত্তা গ্রহণ করার নামে খযীফা মুহাম্মদ আল-আমিরের সংগে প্রতারণামূলক আচরণ করল। হারছামা ইবুন আয়ান নগরের পূর্বদিক হতে প্রবেশ করল। মুহাররমের আট তিরিক বুধবার খুযায়ামা ইবুন খায়ীম ও মুহাম্মদ ইবুন আলি ইবুন ঈসা অতর্কিতে বাগদাদ পুলের উপর রাখিয়ে পড়ল এবং তা বিভ্রান্ত করে দিয়ে সেখানে তাদের পতাকা স্থাপন করল। তারা জনতাকে মুহাম্মদ আল-আমিরের বায়াত প্রতিযাহার করে আব্দুল্লাহ আল-মামুনের বায়াত প্রহরের আহারে জানাল। বৃহস্পতিবার তাহির নিজে নগরীর পূর্ব পাঁচে চুকে পড়ল এবং নিজেই যুগ্ম নেতৃত্ব দিয়ে লাগল। নিজে বাড়িতে অবস্থানকারীদের জন্য নিরাপত্তা ঘোষণা প্রচার করা হল। দাঁড়াও-রাসিক্ট ও আল-কারখে-এর সহিকেটে অনেক হানাহামির ঘটনা সংঘটিত হল। তাহিরের বাহিনী আবু জাফর উপশহর, আল-খুলদ ভবন ও কসরের যুবায়ত অবেদিক করল হল। তারা কসরের যুবায়তার দিকে লক্ষ্য স্থির করে প্রচারের চারদিক যানজানীক (কামা) স্থাপন করল এবং গোলাবর্ধন করতে লাগল। তখন আমান তার মা ও সত্যনকে নিয়ে আবু জাফর উপশহরের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন। পথে সাহারান জনতা তার কাছ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কেউ কারো দিকে নজর দেয়ার ফুসফুস ছিল না। এতে তারা খুলদ ভবন হতে আবু জাফর উপশহরের প্রকল্প করল। কোনো, গোলার অধিকারের কারণে সেখানে টিকে থাকা সত্য ছিল না। এবার ভবন বিদামান আসাব পত্ত, কাপড়-চোপড় ও মূলাবাদ সামাজিক জীবনে দেয়ার আদেশ দেয়া হল। পরে অবেদিক আরো কাঠার ও স্থায়ী করা হল। এরপূর্ব কমিন পরিস্থিতি মহা সংকট ও ধাঁসের ছায়াগ্রাহে পুষ্পর পর্যন্ত এক চারদিন রাতে আমান দোলার পাড়ে গেলেন এবং নারী ও গায়িকা দাসীকে নিয়ে আসার হুমকি দিলেন। কিন্তু গায়িকার কাঠে তখন বিরহ- বিচ্ছেদ মূলক গান
ও মৃত্যুর আলোচনা বিষয়ক গান ব্যতীত অন্য কোন গান উক্তিরাত্রি হইল না। এ অবস্থায় আমীন অন্য গানের আদেশ দিলেছিলেন এবং বাবী একই ধরনের গান গেয়ে চলছিল। সর্বশেষ যে গান দে গাইল তা ছিল—

আমা ও বউ আলোচনা বিষয়ক গান ব্যতীত অন্য কোন গান উক্তিরাত্রি হইল না।

মায়ের সকন্তল এবং দিব্যাসনিক মায়ের কথা মা মৃত্যুর রয়েছে বহু বহু দুঃখ (ফিতা)। বাবাতি ও আমার মনভাঙ্গা পরিধিত্র শুলুই বাদাশার ক্ষমতা প্রতিপত্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যেই, যার রাজত্ব তামামী হয়ে অন্য রাজার প্রতি ধাবিত হয়েছে। আরাম অধিপতির রাজত্ব শুধু চরমের স্বর্গ; যা কখনো বিশ্বাস হবে না, তাতে সেই কোন অংশীদার।

“শোনো, আরিক সম্প্রদায়ের স্বপ্ন ও একর অল্পকালের মধ্যে করল কাজে। মৃত্যুর রয়েছে বহু বহু দুঃখ।”

বর্ষার্তু বলেন, গান থেকে আমীন বাবীকে গালি দিলেন এবং তাকে সমান্ত হতে উদ্ধৃত দিলেন। এ সময় বাবী আমীনের একটি (সুদীর্ঘকাল) পেয়ালায় আছে। কোথায় থাকো দেখিয়ে দিয়ে তোমাকে চিনে ধানে। বাবী চলে গেলে আমীন এক চিত্রকরীকে ধনি দিতে তুললে—(তোমরা দুজনে বাহরে বাহরি পরিধিত্র শুলুই বাদাশার ক্ষমতার প্রতিপত্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যেই, যার রাজত্ব তামামী হয়ে অন্য রাজার প্রতি ধাবিত হয়েছে। আরাম অধিপতির রাজত্ব শুধু চরমের স্বর্গ; যা কখনো বিশ্বাস হবে না, তাতে সেই কোন অংশীদার।)

পূর্বায় ধনিটির পুনরায় ধনিটি শোনা গেল। এর এক বা দুই রাত পরের ৪টা সকাল বাবীর আমীন নিহত হলেন। অবশ্য অবস্থায় আমীনের জীবন এই কঠিন ও সংকটপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, জীবন দক্ষতার জন্য তার নুনুকক খানা ও পানীয় ব্যবস্থা ছিল না। এমনিই এক রাতে তার ক্ষুধার হওয়ার পরেও অনেক সাধ্য সাধনার পর তার জন্য রুটি ও মূর্ছির ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে পানি সকাল করা হলে তা পাওয়া গেল না। সুতরাং তাকে পিপাসা সার্থক অবস্থায় রাত কাটা তে হল এবং সকালে পানি পান করার সুযোগ পাওয়া পূর্বেই তাকে হত্যা করা হল।

আমীনের নিহত হওয়ার বিবরণ

অবস্থা সংগ্রহ হয়ে পড়লে অবশিষ্ট আমীন পরিচালক ও নেয়ারা তার কাছে সমবেত হয় এ সংকট উত্তরের ব্যাপারের পরামর্শ করলে। একদল বলল, যারা এখনও আপনার সংগে আছে আপনি তাদের নিয়ে আল-জায়িরা অথবা শামে চলে যাবেন এবং সম্পদ সংহত করে অর্থ সঞ্চয় করবেন এবং জনসাধারণের সৃষ্টির জন্য গ্রহণ করবেন। অন্যরা বলল, আপনি তাহিরের কাছে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ নিশ্চিত করবেন এবং তাইয়ের বায়াত অনুগত গ্রহণ করবেন। এরপ করলে নিয়ম আপনার ভাই আপনার জন্য এবং আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য গ্রন্থায়ন মিটানো পরিমাণ
সম্পদের আদেশ দিয়ে দিবেন। আপনার শেষ চাওয়া পাওয়া তো একটু শাস্তি ও নিরাপত্তা, তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পেয়ে যাবেন। কেউ কেউ বলল, ভাইয়ের কাছ হতে নিরাপত্তা লাভের কাজে হারাওয়াই উদ্দিত হবে। কেননা, সে আপনাদের মাওলা এবং আপনার প্রতি অধিক নেই প্রবণ। অবশেষে খেলীফা এ শেষ প্রতিবাদ তো আকৃষ্ট হলেন। সফর মাঝের চার তারিখ রবিবার রাতে ইশার পরে হারাওয়া কাজে যাওয়ার কথাবার্তা স্থির হল। খেলীফা খিলাফতের পোশাক ও রাজকীয় মুকট (তায়লামান) পরিধান করলেন। তিনি তার দুই স্তনকে ডাকিয়ে এনে তাদের দ্বারা নিলেন (নাকে মুখ লাগালেন) এবং বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমাদের দুজনকে আমি আল্লাহর হাওয়ালা করছি। এ সময় তিনি (আসুন্তন) দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। পরে একটি কাল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন। তখন তার সামনে ছিল একটি মোমবাতি। হারাওয়ার কাছে পৌঁছলে হারাওয়ার মর্যাদা ও সমানের সংগে তাকে প্রাণ করলেন। পরে তারা দুজন দলে নিউতে একটি হারারাকায় (যুদ্ধে আওয়াল লাগাবার যাত্রা) আরোহণ করলেন। তাহির এ সংবাদ অর্জিত হলে প্রশ্ন হয়ে উঠল। এ বলল, "আমিই এসব কিছু করলাম, আর এখন তা অনেকের ভাবে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং সব কিছু হারাওয়ার নামে সম্পূর্ণ হতে? কাজেই হারারাকায় থাকা অবস্থায় তাহির তাদের কাছে পৌঁছে গেল। এ সময় তাহিরের সংগে লোকেরা নৌমানটি কাত করে দিলে বিতর্কের লোকেরা ডুবে গেল। তবে আমীন সাহারে অপর পাড়ে উঠলে কোন সৈনিক তাকে বন্ধু করল এবং সে একে বিষয়টি তাহিরকে অর্জিত করলে তাহির একদল অন্যরা ফৌজ সেদিকে পাঠিয়ে দিল। এ বাহিনী সে বাড়িতে পৌঁছল যেখানে আমীন (বন্ধু) ছিলেন। তখন আমীন তার কাছে অবস্থানরত সংগীতে বলতে লাগলেন, 'আমার নিকটে সের এস, আমি অবশ্য তাদের অনুভব করছি।' তিনি অত্যন্ত শক্তির করে নিজের কাপড় চোপড় শরীরে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন এবং তার হাতে উঁচু গতিতে স্পর্শিত হচ্ছিল। যেন তার বুকের পাঁজর হতে বেরিয়ে পড়ে উপকরণ করছিল। শক্তি বাহিনী তার কাছে বুকে পড়লে তিনি বললেন, ইম্মা লিয়াহী ওয়া ইম্মা ইলায়হি রালিউন। তখন তাদের একজন কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার সিদ্ধি বরাবর তারাবর দিয়ে আত্মা করল। তখন আল্লাহর বলতে লাগলেন এ দুর্বার গায়ে। আমি রাসূলের চার বাংলা। আমি খেলীফা হারাওয়ার রক্ষিতের ছেলে। আমি তো মামুনের ভাই। আমি মুহররুল বায়দের আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর। তার কাছে আত্মার করল। এবং উপর অবস্থায় মার্জ পিছন হতে তাকে ফিরাই করল। আরা তার মাথা তাহিরের কাছে নিয়ে গেল এবং ধোঁ সেখানে ফেলে রাখল। পরে সকলে এসে ধরতি একটি ঘোড়ার গনিতে জড়িয়ে নিয়ে গেল। এটি ছিল এ বছরের সফর মাঝের চার তারিখ রবিবার রাতের ঘটনা।

খেলীফা মুহাম্মদ আল-আমিনের জীবনপথ

আবু আবদুল্লাহ মতাবের আবু মুসা মুহাম্মদ আল-আমিন ইবনে হারাওয়ার রশিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মহদী ইবনুল মানসুর আল-হাশিমী আল-আবাসী। তার মতাত ছিল উমর জাফর মুহাম্মদ সিন জাফর ইবনে আবু জাfফর আল-মানসুর। আমীন এককৃত সত্য হিসেবে তাদের জানায় করেন। (আবু বকে ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইবাইয়াশ ইবনে হিশাম তার পিতা হতে আমাদের কাছে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ আল-আমিন ইবনে হারাওয়ার রশিদ একক সত্য আল-বিদায়া ওয়াল নির্দয়। (১২ম পং)-১৩।
হিজরী শাওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। আর এক শত তুর্কনবী হিজরী সনের জমাদাল উখরা মাসের
tের দিন বাবু থাকা আবহাওয়া (সতরে জমাদাল উখরা) তিনি খিলাফতের মসনদারী
হন, (মসনদের সুবাহর মাসের পাঁচ দিন বাবু থাকা আবহাওয়া) এবং এক শত আটনবী হিজরীতে তিনি
নিহত হন। কুরাইশ আদ-দানানাই তাকে হত্যা করে এবং তার মাধ্যম তাহির ইবনুল হুসাইনের
কাছে নিয়ে গেলে সে একটি বলুমের মাধ্যম মাধাটি গেঁধে তা দুঃখ করিয়ে রাখি এ আয়ত
tিলা শ্লাত করে—(বলুন! কে আল্লাহ আপনার রাজত্বের মালিক
— যাকে ইহুদি রাজত্ব দেন। তার কাছ হতে ইহুদি রাজত্ব ছিন্ন নেন।
--- সুরা আলে
(মরান)। তার খিলাফতকাল ছিল মোট চার বছর সাত মাস আট দিন।

আমীন ছিলেন দীর্ঘ দেহী, মোটা, পৌর বর্ণের, উচু নাক, ছোট চেহার বিশিষ্ট। কাঁধের হাড়
মোটা ছিল এবং কাঁধ চেহার প্রশস্ত ছিল। অনেকে তাকে অধিক ক্তীর্থভাব, সুরামতত্ত্ব ও সালাত
কম আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। ইবন জারির ও তার জীবন চিহ্নিত আলাহনায় তার
অধিক হারে সুদনী ক্তীর্থভাব ও খায়িকৃত (হিজর) -দের সংখ্যা করা, সম্পদ ও মাণ্ডিয়া দান
করা, দেশের সকল অংশে হতে প্রভৃতি উপকরণ ও গায়কদের সমবেত করা প্রকৃতি বিষয় উল্লেখ
করেছেন। এতে আরো আছে যে, আমীন হায়ব, সিঙ্ক, ইপাল, সাপ ও ঘড়ার আকৃতি বিশিষ্ট যুদ্ধ
নৌয়ান নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন এবং এ কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়েছিলেন।
কবি আবু
(এ প্রস্তুত এমন কবিতা রচনা করে তার প্রশংসা করেছেন না প্রকৃত বিচারে আমীনের
কর্মের চেয়েও নিরূপন। এ কবিতার সূচনায় তিনি বলেছেন।

سُحْرَاللّٰهِ للامين مطابا + لم تُسْحَر لِصاحب المحراب

فذا ماَرَ كاَبِه سِرَان بروأ + سار في الماء راكبا ليث غاب

‘আল্লাহ আমীনের জন্য এমন সব যানবাহন বন্দীভূত করে দিয়েছেন যা কোন মহিলার
অধিপতির জন্য (আন্দার স্নাতকরের জন্য) বন্দীভূত করেন। যখন তার বানসমূহ (অভিযোগের
নিয়ে) সরে সফর করে তখন সে বনের সিংহের আরোহী হয়ে পৌর সফর করে।’

এরপর আবু নুওয়াস প্রতিটি নৌয়ানের পৃথিবী পৃথিবি বিপ্লব দিয়েছেন। এ ছাড়া আমীন
বিনোদন ও মূর্তির উদ্দেশ্যে বিশালাকার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন। এ সব কারণে
অধিক পরিমাণে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা হতে থাকে।

ইবন জারির আরো উল্লেখ করেছেন যে, একদিন খুলদ নতুন আরোজিত এক আন্দারনুত্বানে
আমীন বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেন। এতে বহুমূল্য রেশমী ফরাশ বিদানো হয় এবং সোনার রুপার
পাত্র ঘরে সাজসজ্জা করা হয় এবং তার সস্তান ও অন্তর্বং বস্ত্রের উপকরণ করা হয়। আমীন
দাসীদের তত্ত্বাবধায়কার এ মরম আদেশ প্রদান করেন যে, সে তার জন্য একসম সুদৃশী বাদীকে
তৈরি করবে। আদেশ তাকে এরপর নির্দেশ দেয় হল যে, সে এ বাদীদের দশ দশ জনকে একত্রে
পাঠাবে, যারা তাকে গান গেঁদে শোনাবে।

আদেশ অনুসারে দশ বাদীর প্রথম দলটি উন্নততাতে সংগঠন আগমন করে সম্মিলিত সুরে
(নূর্তোর তাল) এ গান পাইল—
হেমন্দা গল্পে নিয়ে বলা হয়েছে:

"তারাই তাকে হরত করল- তার স্বাভাবিক হওয়ার উদ্দেশ্য; যেমন একদিন (পারস্য সমর্ত কিলিয়ার প্রধানরাজ্য জিম্মিয়ারার) কিলিয়ার সংগে বিষাদাহ্তক করতে ছিল।"

গান শেষে আমীন চর্ম বর্জ্জন ও রাগানিত হলেন এবং গায়িকার মাধ্যমে পেয়ালা ছুঁড়ে মারলেন এবং তত্ত্বাবধায়কে সিঙ্গের সামনে ছুঁড়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। সিঙ্গ তাকে খেয়ে ফেলল।

পরে আর দশজনকে হাসির হওয়ার আদেশ দিলে তারা এই গান গাইতে গাইতে ছুটে এল-

"মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ, মানুষের মসৃণ।"

'মালিক'-এর হতাশ থেকে যায়া আরাম হয়, তারা যেন দিনের শেষ আলোক বাদারের নারীদের কাছ (তাদের বিলাপ দেখার জন্য) আসে; তারা দেখে নারীরা তাদের মাধ্যম বিলাপ করেছ এবং গালী চড় মারছে তাদের আলো ফোটার আগেই।

আমীন এদের তাড়াতাড়ি দিলেন এবং অপর দশজন উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিলেন। তারা এসেও সমিলিত সুরে নাচের তালে তালে গাইতে লাগল।

"ক্লাব ল্যাম্বাডি করা একটি নাচ হ'ল এবং আমরা ভালুকের ক্ম থেকে একটি সাহায্যকারী ও কম অপরাধকারী ছিল। তাকে রক্ত মাখাতে করা হয়েছে।

এ গান শেষে আমীন বাংলাদেশের তাড়াতাড়ি দিলেন এবং তখনই আসর ছেড়ে উঠে দাড়ালেন ও আসর তাঁহুর করে সেখানে যা আছে সব জুলুজ দেবার আদেশ দিলেন।

বর্তমান মতে আমীন অধিক সাহিত্যানুষ্ঠানী ও বাণী ছিল। নিজেও কথিত রচনা করতেন এবং কবিতার জন্য বড় বড় পুরস্কার দিতেন। আবু নুওয়াস ছিলেন তার সতকাবি। আবু নুওয়াস তার সতর্ক অনেক বিতর্কিত রচনা করেছেন। অধিকাংশ হয়ে আবু নুওয়াসকে হাসারন রঘুনদের উপলব্ধ মহাকাব্য মিনাক্ষিক-ধ্রু ধ্রুবিন্দুর সংহারকী পেয়েছিলেন এবং তাকে দরাশার উপস্থিত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সমাপ্ত দৃষ্টান্ত করে সত্যালীগের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। পরে আবার মদ পানের অভিযোগে তাকে কারারুদর করেন এবং দীর্ঘদিন কারারুদর রাখেন। পরে আবার মদ না খাওয়া এবং দুীর্ঘদিন বিষাদ-বলকের সংহারকী করে শেষ মুক্তি দেন। আবু নুওয়াস তার প্রতিপালন করেন। আমীন তাকে তাড়াতাড়ি করার পর হে সে এ সব কাজ আর করত না। আমীন কাম্যত কাছে সাহিত্য শিক্ষা করেন এবং তুলসী শিক্ষা করেন। এক্ষেত্রে তার সূচনার একটি রিওয়ার করছেন, যা মনে তার একজন গোলামের মুখ্যত্ব তাকে সম্পর্কের সময় তিনিই বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে হারিয়েছেন তার পিতা হবে। তিনি মানসুর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইব্রাহিম আবদুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্রাহিম আবদুল্লাহ (র্র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাশিদ ইব্রাহিম (স্য)কে বলতে গেছি, যে ইহুদি অবস্থায় মূর্ত্তি করবে, তাকে তালিবিয়া পাঠানো অবস্থায় উঠানো হবে।"
আমীন ও তার ভাইয়ের মধ্যে বিভোধ সংক্রান্ত বিবরণ এবং তার পরিগতিতে তার গদীচূর্ত হওয়া, চরম সংক্ষেপ হন নিহত হওয়া ইত্যাদি বিষয় আগে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে যে, শেষ মুহূর্তে অসহনীয় অবস্থায় অবস্থায় আমীন হারছামার সংগে সমৃদ্ধায় উপনিহি হতে বাধ্য হন এবং নৌকায় আপন নেয়ার পর তা উত্তরে দেয়া হলে তিনি সাতরে অপর তীরে উঠেন এবং একজন সাধারণ লোকের বাড়িতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি ছিলেন প্রচুর ভয়ান, সরল, ক্ষুদ্র ও ব্যস্ত। সে ব্যক্তি তাকে সব ও ইসতিফারের তালকিন করতে থাকলে আমীন রাতের কিছু অবশেষে তাতে নিন্মগুলি রইলেন। ইতিমধ্যে তাহির ইবনুল হুসায়ন ইবনু মুসাবারের প্রেরিত অনুসারী দল সেখানে পৌছে গেল এবং তার কাছে চুকে পড়ল। দরজা সংকীর্ণ ধারাকার কারণে তারা ঠেলা-ধাকা দিয়ে তার উপরে হঁটে খেয়ে পড়ল। আমীন তখন তাদের প্রতিরোধে দাড়িয়ে গেলেন এবং তার হাতে ধরা একটি বালিশ দিয়ে তাদের ঠেলাকে থাকলেন। তারা পায়ের গোড়ালীতে আঘাত না করার পর্যন্ত এবং তবরার দিয়ে তার মাথায় অথবা কোমরে আঘাত না করার পর্যন্ত তার কাছে পৌছতে সম্ভব হল না। পরে তারা তাকে যবাই করল এবং তার মাথা ও ধার তাহিরের কাছে নিয়ে গেল। তাহির এতে অত্যন্ত আনিতা হল এবং মাদাহাট বল্লুম মাথায় গেথে সেখানে দাঁড়ি করিয়ে রাখার আদেশ দিল। সকলে লোকেরা বাংলার বাইতের কাছে বল্লুম মাথায় করিত মাথাটি দেখতে লাগল এবং কমায় দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল।

পরে তাহির আমীনের মাথায় চাঁচাত ভাই মুহাম্মদ ইবনু মুসাবারের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সমগ্র রাজকীয় চাড়, লাঠি এবং জুড়া- যা ছিল মানুষের যুক্তি পাঠিয়ে দিলেন এবং দুপুর সেখানে (মাদাহাটের প্রধানমন্ত্রী) মুহ-রিয়াসাতায়নের সাকাত করে। সে এগুলি একটি চালের মধ্যে রেখে মাদাহাটের কাছে প্রবেশ কারণ। মাদাহাট দেখে নিজস্বত প্রতিষ্ঠা হলেন এবং যে তা নিয়ে এসেছে। তাঙ্কে এক লাখ নিরুদ্ধ দেয়ার আদেশ দিলেন। মাদাহাট পৌছার সময় মুহ-রিয়াসাতায়নের আবু তাহিরের দোয়ারপাশে করলেন, আমারা তো তাকে বস্তু করে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলাম, সে তাকে খুন করে আনল। মাদাহাট বললেন, যা হয়তো তা তো। হয়ে গিয়েছে। তাহির মাদাহাটের কাছে লেখায় একটি পত্র বিগত ঘটনাবলী এবং তার সবশেষ পরিগতির বিশদ বিবরণ অবিহিত করেন।

আমীনের মৃত্যুতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা তিমিত হল। অকল্যাণের অনেক নিজে গেল এবং লোকের নিরাপত্তা ও প্রশাসন লাভ করল। তাহির জুমুআর দিন বাগাদাদে প্রবেশ করে জনগণের সামনে অন্তর্যাত সারসংগত ভাষণ দিলেন। যেতে তিনি পবিত্র কুরআনের বহ আযাত উক্ত করলেন। তিনি বললেন, আরবর যা ইচ্ছা তা করেন এবং যেমন ইচ্ছা হয়ে করতে ও ফাযাসালা দেন। তাপণে তিনি ঐক্যবদ্ধ ধারায় এবং পূর্ব আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। পরে তিনি সেনা ছাউনিতে চলে গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করলেন। তিনি যুবায়দারকে আবু জামারের তথ্য হতে খুলড ভাবে স্নাতকতি করার আদেশ দিলে মুয়াসিদা এ হেরেন হুমায়ুন আওয়াল মাঝার বার তাহির কথার সেখানে হতে বের হলেন। আমীনের দুই পুত্র মুসা ও আবদুল্লাহকে তার চাচা মাদাহাটের কাছে খোরাকানে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যা একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।

আমীন নিহত হওয়ার পাঁচ দিনের ব্যবধানে একজন সৈনিক তাহিরকে ধরে ধরে তার কাছে তাদের প্রাপ্ত ভাতা দাবি করলে। কিন্তু তখন তাহিরের কাছে কোন অর্থ ছিল না। বিশুদ্ধতাকারী
দলটি সমবেত ও দলবদ্ধ হয়ে তাহিরের কিছু আসবাব লুটে নিল এবং 'হে মুসা! হে মানসুর! বলে ধনি তুলল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমীরের পুত্র মুসা-যাকে আন-নাতিক উপাধি দেয়া হয়েছিল- সেখানে রয়েছে। অথচ তাহির আগেই তাকে তার চারার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে তাহির ও তার সমর্থক সেনা নায়কদের নিয়ে একদিকে সমবেত হলেন এবং তার সমর্থকদের নিয়ে বিদ্রোহীদের সংগে যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে তারা তারা কাছে ফিরে এসে তুল সীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করলে তাহির কারণ। নিকট হতে বিশ হাজার দীনর ধার গ্রহণ করে সেনাকের চার মাসের ভাত দিয়ে দিলেন। এতে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল। 

এছাড়া ইবরাহীম ইবনুল মাহদী যুবামার সমর্থ মুহাম্মদ আল-আমীরের নিহত হওয়ায় আফ্রিক প্রাকাশ তার অর্জনে শক্ত করার চেষ্টা করলেন। মামুনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাকে কঠোর ভাষায় তিরক্ত করলেন ও সতর্ক করে দিলেন। ইবন জারীর আমীরের মৃত্যুতে রচিত অনেক মানুষের শেষকাব্য উদ্ধৃত করেছেন এবং তাকে ব্যাপক করে রচিত কবিতারও কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপ আমীরকে হত্যা করার সময়ে তাহির ইবন হুসায়নের কবিতা হতে এ লাইন দুটি উল্লেখ করেছেন:-

"মাক্ক এর খাসি মৃত্যুর কাব্য ও পয়্যাত্ব ও পিতা বস্তুর কবিতার জন্য।"

"বিশ মাসের মধ্যে সময় অতিক্রম বেরিয়ে দিলেন।" হারমুন রশীদের পুত্র আবদুল্লাহ আল-মামুনের খিলাফত

মামুনের ভাই মুহাম্মদ (আমীর) একে আতান করে হিরজী চেনের ৪০ সমাধি দিলে মুহাররমের নিহত হলে পূর্ব হতে পশ্চিমে সর্বোচ্চ মামুনের জন্য নির্দিষ্ট উভয়াত্রা সম্পন্ন হল। মামুন হাসান ইবন মাহলকে ইরাক, ফারিস ইরান, আহওয়ায় কুফা, বসরা, হিজায় ও ইয়ামানের সানকার্তা নিয়োগ করলেন এবং এসব অঞ্চলে নায়িব মনোনীত করে পাঠালেন। তাহির ইবনুল হুসায়নকে নাসর ইবন শাবেহের সংগে যুদ্ধ করার জন্য রাক্সাক ফিরে আসার ফরমান পাঠালেন এবং তাকে আল-জাজীরা, শাম, মাওসিল ও আল-মাগাবরের নায়িব নিযুক্ত করলেন। হারমুনকে খুব জলানের প্রশাসন হওয়ার ফরমান পাঠালেন। এ বছর হাজারদের হজে নেতৃত্ব দিলেন আল-আকবার ইবন ইসবাহ হাদিমী। এ বছর সুফিয়াম ইবন উয়ানা আবদুর রহমান ইবন মাহদী ও ইযাহুয়া আল কান্তান- হাদিস, ফরকু ও রিজাল শায়েস এই দিকপাল ও সমকালীন সর্বজন বর্ণনা আলাম-ইযাম ইন্তিকাল করেন।

১৯৯ হিরজীর আগমন

এ বছর মামুনের নিয়েজিত নায়িব- শাসনকর্তারূপে হাসান ইবন মাহল বাগদাদে আগমন
করলেন এবং তার অধিকৃত অল্পসমূহে সহকারী প্রশাসকদের পাঠিয়ে দেন। তাহির ইবনুল হুসায়ন তার অধিকৃত আল-জামিরা, শাম, মিসর ও পশ্চিমাঞ্চলে দায়িত্ববার প্রণয় করেন এবং হারাম্যা খুলাসানের শাসনকর্তারপ্রে সেখান গমন করেন। পূর্ববর্তী বছরের শেষ দিকে হিলাহজ মাসে মুহাম্মদ (নফসে যাকিয়ার) বংশধর রিয়া-র ইমামতের আহার জানীয় হাসান আল-হারশ বিদ্রোহের পরের উত্তরাধিকারে টিকে উত্তরাধিকার করেছিল এবং রাজস্ব আদায় ও পশুপালন লুটেশন করে বিভিন্ন অঞ্চলে দাগা ছড়িয়ে দিয়েছিল। মামুন তাকে খালেদ করার জন্য বাহিনী পাঠালেন এবং এ বাহিনী চলমান বছরের মুহারামের তাকে (হাসান আল-হারশকে) হত্যা করলে এ বিদ্রোহ প্রশমিত হল।

এ বছরের জমাদাল উখার মাঝের দশ তারিখ বৃহস্পতিবার মুহাম্মদ (নফসে যাকিয়ার)-এর বংশধর রিয়া-র ইমামত এবং কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে আলমের আহার জানীয় মুহাম্মদ ইবন ইবারাহিম ইবন ইসমাইল ইবন ইবারাহিম ইবন হাসান ইবন ইবন আলী ইবনে আরুত তালিব কুফায় বিদ্রোহের পরকাল উত্তরাধিকার করেন। এ মুহাম্মদই ইবন তাুবতায়ার নামে সমধিক পরিচিত।

তার প্রধান সহযোগী এবং তার পক্ষে সমর্থনকারী দায়িত্বের পালনকারী ছিল আবুস সায়ারা আসু-সায়ারা ইবন মাওসীর শায়াবানী। কুফাবাদারী তাকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করতো একমত পোষণ করল এবং সম্প্রদায় দূর-দূরকালের অঞ্চলে তার পাশে সমর্থন করল। কুফায় প্রস্তাব অঞ্চলের পালিবাদারী ও তার কাছে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আনতা প্রকাশ করল। কুফায় তখন হাসান ইবন সাহলের নিয়ূক্ত শাসক ছিলেন সুলায়মান ইবনে আবু জাফর আল-মামাসুর।

হাসান ইবন সাহল এ পরিস্থিতির জন্য তাকে দোষারোপ করলে কঠোর ভাষায় তিরিকর করলেন এবং বিদ্রোহ দ্বারা জন্য যাহির ইবন মুহারর ইবনুল মুহারর পরিচালনায় দশ হাজার অধ্যাপকরের একটি বাহিনী পাঠালেন। দুই দল কুফার বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহী বাহিনীকে পরিচিত করে তার বাহিনীকে পাকিস্তান হত্যা করল এবং বিদ্রোহী বাহিনীর সব সম্পদ লুট করে নিল। এটি ছিল জমাদাল উখরার মাঝের শেষ দিনের ঘটনা। এ ঘটনার পরের দিনই শীত দলের আমির ই�ন্ন তাবতাবার (মুহাম্মদ) আকস্মিক মৃত্যু হয়ে গেল।

কথিত মতে আবুস সায়ারা-ই বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করে মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন যায়িস ইবনে আলী ইবনুল হুসায়ন ইবনে ইবনে আবুত তালিব নামের এক অন্য বয়স্ক বিদ্রোহকে তার শ্রদ্ধাপ্রদর্শন মনোনীত করল। যাহির তার বৈচিত্র্য যাওয়া সৈনিকদের নিয়ে ইবন ইবারাহিম তাকে আনতা নিল।

হাসান ইবন সাহল চার হাজার ঘোড়া সয়ার দিয়ে আবুদুস ইবন মুহারর পাঠালেন। যা বাহিনী ছিল যাহিরের সাহায্যকারী বাহিনী। নবাগত বাহিনী ও আবুস সায়ারা তাদের মাঝে মুখ্য সংগঠিত হল এবং আবুস সায়ারা এ বাহিনীতে পরাজিত করল। এমনকি আবুদুসের বাহিনীর একজন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারল না।

এ পরিস্থিতিতে তালবিহ (শীতা বিদ্রোহী)-রা এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আবুস সায়ারা কুফায় দিয়াহম-দীনার (রোখা মুহরা ও পুর্ব মুহরা) ধালী করল এবং তাতে ঈদুল ইফটার (যারা আলাহার প্রথম সারিবদ্ধ হয়ে-সীনাদা ধালী প্রচীরের নায় হয়-যুদ্ধ করে আলাহার তাদের আলাহারে আয়াতের ছাপ ব্যবহার করল। পরে আবুস সায়ারা বসরা, ওয়াসিয়া, মাদায়িন এবং অন্যান্য অঞ্চল অভিমুখে তার বাহিনী প্রেরণ করল এবং সেসব স্থানের (মামুনের নির্দেশিত) শাসকদের পরাজিত করে জয় দখল প্রতিষ্ঠা করল। এভাবে বিদ্রোহীদের
প্রতিপত্তি সবল হল। পরিস্থিতির অবনতি হাসান ইবন্ন সাহলকে ভাবিয়ে তুলল। হাসান আব্দুস সারিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে হারহামার কাছে পত্র লিখলেন। হারহামা প্রথমে তাতে সাড়া দিলেন না। তবে পরে আগমন করে বারবার আব্দুস সারায়েকে পরাজিত করে তাকে কৃত্রিম প্রত্যাবর্তনে বাধা করলেন। তালিবী বিদ্রোহীরা কৃত্রিম আক্রান্তদের বাড়ি-ঘরে আক্রমণ চালিয়ে লুপ্ততরাজ করল। তাদের সহায় সম্পদ ধ্বংস করল এবং তাদের কাছে কিছু নিজে কাজ করল। আব্দুস সারায়ার মানানিমে তাদের দৃষ্টি পালাত তার তার আহ্বানে সাড়া দিল। অনুরূপ মনুষ্য অর্থী হজ্জের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য হাসান ইবন্ন হাসান আফতাতেকে মক্কাবাসীদের কাছে প্রশ্ন করেন। মক্কার নায়ির (শাসক) দাতাদের ইবন্ন ঈসা ইবন্ন মুসা ইবন্ন আলি ইবন্ন আবদুর্রহাম ইবন্ন আবাস (রা) এ সংবাদ অবহিত হয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে পালিয়ে করলেন। তখন মক্কার লোকেরা ইমামবিহীন অবস্থায় থেকে গেল। মক্কার বাসিনদের পক্ষ হতে মক্কার মুহাম্মদিন আহমেদ ইবন্ন মুহাম্মদ ইবন্ন মুদালী আলিদ আফরকিয়েকে (আরাফত ময়দানের) সাহায্যে ইমামবিহীন অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি আপন করলেন। পরে মক্কার কায়ে মুহাম্মদ ইবন্ন আব্দুর রহমান মাথনুলীকে কল হলে তিনিও বীরত্ব হলেন না। তিনি বললেন, আমি করা জন্য দু'আ করব। যেখানে দেশের দানকার্য পালন করো। তখন লোকেরা বাধা হয়ে তাদের মধ্যভাগে একজনকে অর্থী করে দিলে সে তাদের যুবর ও আসর সাহায্য ইহুদী করল। হুসায়ন আফতাস এ সংবাদ অবহিত হলে মক্কার দাতাদের নির্দেশক পূর্ববর্তী সময়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বায়দুরাজ তওয়াফ করে রােতে মুহাম্মদীয়ায় অবশ্য করলেন। পরে মুহাম্মদীয়ায় ফজরে সাহায্যে ইমামতি করলেন এবং মিনার দিনগুলিতে অস্বীকার হজ্জের আমলের নেতৃত্ব দিলেন। মোটকথা, এ বছর হাজিগণ আরাফত হতে ইমামবিহীন অবস্থায় মুহাম্মদীয়ার গমন করলেন। এ বছরে মুহাম্মদীয়ার বিশিষ্ট ও বর্ণণের তালিকায় রয়েছেন ইহুদী ইবন্ন সুলায়মান, ইবন্ন নুমায়, ইবন্ন সাবুর, আমুর আল-আমারী, মুহাম্মদীয়ার পিতা ও ইনুনসু ইবন্ন বুকায়র প্রমুখ।

২০০ হিজরীর আগমন

এ বছরের প্রথম দিনে হুসায়ন ইবন্ন হাসান আফতাস একটি ক্রিয়াকরা চালাই বিচিত্রী মাকাম (ইবরাহীমে)-র পিছনে উপবেশন করলেন এবং কা'বা গাত্র হতে আব্দুর্রহামরের পারাগুলি গিলাফ তুলে নেয়ার আদেশ দিলেন। সে বললো, আমরা এটাকে তাদের গিলাফ হতে পবিত্র করছি। সে হতো করে দু'টি হলুদ বর্ণের লোহা চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে আবুস সারায়ার-র নাম অস্বীকার হল। পরে সে কা'বা ভাবে রক্ষা ধনভার ধরক করে নিলে এবং আব্দুর্রহামের পরিচয় সম্পদ তলাকী করে দলক করলেন। এমনকি সে সকল ধনভারের মাল সম্পদ তা 'মুহাম্মদীয়ার' সম্পদ হওয়ার অভিযোগ দখল করে নিল। মামুখ তার ভয়ে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। সে থাকের মাথায় বিদ্যমান সেনাগুলো পালিয়ে করেন। তাতে অনেক মহনের পর সামান্য পরিমান পাওয়া যেত। সে মসজিদুল হারামের সামনালো কুলু ফেলে অন্ত সত্য বিদ্রোহ করে দিল। এ ছাড়াও অত্যাব নিকট চারিতের পরিচয় দিল। পরে তার কাছে আবুস সারায়রের নিহত হওয়ার সংবাদদত্ত পৌছান যে তা গোপন করল এবং বুধে এক তালিকায় আমির মনেনীত করে নিজের কুম্ভ অব্যাহত রাখল। পরে মুহাম্মদারের মোলা তারিখে মক্কা হতে পালিয়ে গেল।
মন্ত্র প্রদেশ হরমনী ব্যাংক হামা + বিশেষক যাইমের লেখিকা

"আপনি কি দেখেছিনি নে আয়ীকল মূল্যমানী। আপনার তবরার দিয়ে হাসান ইব্রুন সাহেলের আযাত হানা।...

'আলাত' মুরুর রাসুল অবির সরায়া + আইকটে উপরে প্রেমিনে।

'মত্র আবুস সায়ারার মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল এবং জগত্বাসির জন্য রেখে দিল শিকার উপকরণ'।

এ সময় সবসময় তালীবাদের পক্ষে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল যায়দ ইব্রুন মুসা ইব্রুন জাফর ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন আলী ইব্রুন হুসায়ন ইব্রুন আলী (রা)। তার সমর্থক পরিচিতি ছিল 'যায়দ আনুনার' (আওরুন যাযাদ) নামে। সে মুহাম্মাদ কালো পাতাকাধিরীদের ঘর-বাড়ি অধিকারে পুড়িয়ে দেয়ার কারণে এ নামে অভিহিত হয়েছিল। আলী ইব্রুন সাহেব তাকে বন্ধি করে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তার অনুগামী সেনাকর্তাদেরসহ তাকে ইয়ামানের বিদ্রোহী তালীবী শীর্ষের বিবাদে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

এ থেকেই ইয়ামানে বিদ্রোহ করেন ইবরাইম ইব্রুন মুসা ইব্রুন জাফর ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন আলী ইব্রুন হুসায়ন ইব্রুন আলী (রা)। তার সমর্থক পরিচিতি ছিল জায়ত্বার ('কসাই') নামে। ইয়ামানবাদী বহু লোককে হত্যা ও তাদের সম্পদ লুটপ্রাপ্ত করার কারণে। এ লোকে মায় অবস্থানকালে বহু অপকর্ম করেছিল যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আবুস সায়ারায় নিহত হওয়ার সংবাদ অবগত হয়ে সে ইয়ামানে পাঠিয়ে গেল। ইয়ামানের (মায়ের নির্দেশিত) নাযিমব তার অগামন খুব গেল। ইয়ামান তাদের নিয়ন্ত্রণে করল এবং খুব হারাওয়ার পথে মদ্য হতে তার মাকে সংগে নিয়ে গেল। এ দিকে ইবরাইম ইয়ামানের অঙ্গনের মুখেই তার প্রতিপত্তি বিদ্রোহ করল। সেখানে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হল, যার বিবরণ অনেক দীর্ঘ।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আপরদিকে মুহাম্মদ ইবন জাফার আলাবীর তার দায়িত্ব হেতু ফিরে গেল। সে মকান থিলাস্তের দায়িত্ব করেছিল, সে বলল, আমার ধারণা হয়েছিল যে, মামুনের মৃত্যুর হয়েছে। এখন তার জীবিত থাকা নিষ্ঠিতরূপে সমাবস্থান হওয়ায় আমি আমার কৃত দায়িত্ব ব্যাপারে আলাবীর কাছে ইসত্তিফাগার ও তত্ত্বও করছি। আমি এখন একজন সাধারণ মুসলিম নগরীর উপরের আনুগুণ্ডে প্রতারক ঢলায়।

আর হাম্মাজা যখন আবুস সারায়া ও তার পক্ষাবলম্বনকারী থিলাস্তের নায়িব মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ প্রশ্নকে পরিচিত করল তখন কেউ মামুনের কাছে এই বলে কৃতীনামী করল যে, হাম্মাজা আবুস সারায়ার সংগে (গোপন) পত্র যোগাইয়ে রাখতে এবং সেই তাকে বিশ্বাসের উদ্বুদ্ধ করেছিল। মামুন তাকে মার্শে ডেকে পাঠালেন। তাকে উপস্থিত করে থিলাস্তের সাথে তাকে প্রহার করা হল এবং তার পেট মাঝানো হল। পরে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হল এবং কয়েকদিন করে তাকে হত্যা করা হল এবং বিষাদীচিহ্ন চেপে যাওয়া হল। বাগদাদে তার নিহত হওয়ায় সংবাদ পৌঁছে জনসাধারণ ও যুদ্ধবিজয়ী ইস্লামের নায়িব হাসান ইবন সাহখালে অস্তিত্ত্বের সময়কাল করল। তার বলল, আমাদের অঞ্চলে আমরা এ লোককে এবং এর নিয়েচিত শাসকদের সহা করব না। তারা ইসলামিক ইবন মুম্বা আল-মাহল্ডেকে নায়িব ঘোষণা করল। এ বিষাদী নিয়ে উভয় পকের সমর্থকরা সমবদ্ধ হতে লাগল। আমার ও সনিকদের একটি দল হাসান ইবন সাহখালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হল এবং আমাদের মধ্যে এ বিষাদে যারা জনসাধারণের পক্ষে ছিল তাদের কাছে পূর্ব পাঠিয়ে তাদের মূল্য অংশ আহগে উদ্বুদ্ধ করল। এ বছর সাইয়ারামাসে তিনি দিন ধরে এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকল। পরে এই মর্মে একটি সমকালীন হল যে, তাদের প্রাপ্ত ভাবানের কিছু অংশ তাদের নেয়ার হয়ে যে দিয়ে রমানতে তারা তাদের বাকি নির্বাহ করবে।

কিছু হাসান সলকমাদে রুসল পাকা পরম্পরা তাদের সংগে টালবাহানা করতে থাকল। থিলাস্তের যাদাই ইবন মুম্বা অর্থাৎ যাদাই আলাবীর (অগ্নি যাদাই) নামে অভিহিত আবুস সারায়া-র তাই বিদ্রোহ করল। তার এর বিরুদ্ধে ছিল আমূলার অঞ্চল। তাকে দামন করার জন্য বাগদাদে হাসান ইবন সাহখালের নায়িব আলাবী ইবন হিশাম বানী পাঠালেন। হাসান এ সময় মাদায়ানে অবস্থান করছিলেন। এ বানী তাকে প্রেরণার করে আলাবী ইবন হিশামের কাছে নিয়ে এল এবং এভাবে আলাবী তার বিদ্রোহ প্রশমিত করে দিলেন।

মামুন এ বছর অবশিষ্ট আলাবীর সমাজে বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠালেন। আলাবীর তার সংখ্যা গণনার করা হল। দেখা গেল নারী-পুরুষ মিলিয়ে তাদের মোট সংখ্যা তেজশিশ হাজার। এ বছর রোমানস তাদের সমাজ আলোচকের হত্যা করে। সে সাত বছর তাদের সমাজ ছিল। তারা সমাজের নায়িব মীরাতিফকে তার স্ত্রীকর্মমূলক সমাট ঘোষণা করল। এ বছর মামুন ইয়াহিয়া ইবন আমির ইবন ইসমাইল কর্তৃক হত্যা করেন। কেননা, সে মামুনকে ‘ইয়া আমীরুল কাফিরিন’ হে কাফিরদের নেতা ও শাসক। বলে সদুপাত করেছিল। তাকে বন্দী অবস্থায় তার সমাজে হত্যা করা হল। এ বছর পরিদৃশ্য হজরের আমির ছিলেন মুহাম্মদ ইবনুল মুতাসিম ইবন হারুনুর রশিদ। এ বছর মৃত্যুবরণকারী শীঘ্র ব্যক্তিগত তালিকায় রয়েছেন আব্দাল ইবন মুহাম্মদ, আবু যামার আনাস ইবন ইয়াম, মুসলিম ইবন কুতায়ারা, হমর ইবন আব্দুল্লাহ হায়দ, ইবন আবু ফদায়ক, মুবাশরিশ ইবন ইসমাইল, মুহাম্মদ ইবন যুসুফ এবং মুআয় ইবন ইহিবার প্রখ্যাত।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র)-৫৪
২০১ হিজরীর আগমন

এ বছর বাগদাদাবাসীরা মানসুর ইবনুল মাহদীকে থিফাটের মসনদাসীন হতে উদ্ধৃত করলে মানসুর তাতে অবিকৃতি জাপন করে। তখন তারা মামুনের নাযিব হয়ে ঝুঁকায় তার জন্য দু’আ করার প্রস্তাব করলে সে তাতে সমত হয়। এ সুত্র ধরে বহু সংখ্যার সভাভাষীর পর তারা হাসান ইবনুল সাহলের নিয়মিত বাগদাদের নাযিব আলী ইবনুল হিশামকে তাদের মধ্যে হতে বের করে দেয়। এ বছর বাগদাদ ও তার চারপাশের জনবসতিতে সত্রাসী, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ও পাপাচারীদের আঘাতকাল ব্যাপকরণ পরিশ্রম করে। সত্রাসী চাদাবাজরা কোন বাত্তির কাছে গিয়ে বিশেষ পরিমাণ অবশ্য হিসাবে অথবা দান হিসাবে দেয়ার দাবী করত এবং সে তা প্রদানে অস্বীকৃত হলে তারা তার বাত্তির সমস্ত সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। অনেক সময় তারা শিষ্ট ও নারীদের মার্ধয় বা অপবরণ করত। কখনও তারা কোন প্রামে গিয়ে ধাপ্পাবাসীদের গুপ্তাপলিত ও চতুর্দশ পদ তাড়িয়ে নিয়ে অস্ত এবং যেমন ইস্কা নারী ও শিষীদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। তারা কাতারবাসীদের সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেল এবং আকরিক অথবা তাদের জন্য কিছুই রেখে গেল না। এ পরিস্থিতিতে উদ্ভুত হয়ে খালিদ আদ-দার্যুবু নামের এক ব্যক্তি এবং আবু হাফিম সাহল ইবনুল সুলাম আজিবনামের অপর এক কুরাসানী ব্যক্তি জনতকে প্রতিষ্ঠিতের আহবান জানান। এতে জনসাধারণের একটি দল সমবেত সম্মিলিতভাবে সত্রাসীদের প্রতিরোধ করল এবং তাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে তাদের অশাস্তি স্তর পথ বন্ধ করে দিল। পরিস্থিতি পূর্বের নায় শাবতে ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। এ সব ছিল শাবতে ও রমায়তের ঘটনা।

এ বছরের শাওয়ালের মাসে হাসান ইবনুল সাহল বাগদাদে ফিরে এল এবং সেনাবাহিনীর সংখ্যা আপোষকালে উপাসিত হয়। মানসুর ইবনুল মাহদী ও তার সহযোগী আমারিরো সরে ডাকল।

এ বছরই মামুন তার পরবর্তী যুদ্ধী (যুদ্ধবাজ ওয়ালিও মাহদু) রূপে আলী রিয়া ইবনুল মুসা আল-কাজিম ইবনুল আফর আস-সাদিক ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল হসায়ন- শহীদের কাবুলা। - ইবনুল আলী ইবনুল আবু তালিব (রা)-এর নাম ঘোষণা করে তার অনুকুলে বায়াতের গ্রহণ করলেন এবং তাকে মুহাম্মদ (ইবনুল হসায়ন) পরিবারের ‘আর-বাইবু’ (রিয়া) নামে অভিহিত করলেন। এ সময় হতে কালো পোশাক কেলে দিয়ে সবুজ পোশাক পরিধানের আদেশ দিলে রিয়া ও তার বুধিনী সবুজ পোশাক গ্রহণ করল এ ঘোষণার ফরমান সকল প্রদেশ ও অঞ্চল পাঠিয়ে দেয়া হল। এ বায়াতের ঘটনা ছিল দুইশ এক হিজরীর রমায়তের দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে মঙ্গলবারের ঘটনা। এর অনুসন্ধান কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মামুন লক্ষ্য করলেন যে, আহলে বায়ত (নবী বংশধর)-এর মধ্যে আলী রিয়া সর্বেস্বত্ব ব্যক্তি এবং দীনবাহিনী ও আমলে আবাসীদের মধ্যে তার তুলনীয় কেউ নেই। এ কারণে মামুন তাকে তার পরবর্তী ‘যুরবাজ’ ঘোষণা করলেন।

বাগদাদাবাসীদের ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর হতে বায়াত করার ঘটনা

মামুনের পরে আলী রিয়ার থিফাটের অনুকূলে মামুনের বায়াতের গ্রহণের সংবাদ (বাগদাদে) পৌঁছলে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল এটে সাড়া দিয়ে বায়াতের করল এবং অপর দল অবিকৃতি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। আবাসীদের প্রায় সকলে
তা প্রত্যাখ্যান করল। আল-মাহদীর দুই পুত্র ইবরাহীম ও মানসুর এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিল। জিলাহাজীর পাঁচ দিন বাকী থাকার সময়ে মঙ্গলবার আকাশীরা ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর নামে একাশে বায়িয়া গমন করল এবং তাকে 'আল-মুবারাক' উপাধিতে ভূষিত করল। ইবরাহীম ছিল কিছুটা কাল বর্ষের। তারা তার পরে তার ভাইপো ইসহাক ইবনুল মুসা ইবনুল মাহদীর জন্যও বায়িয়া দেওয়া দিল এবং মামুনের বায়িয়া প্রত্যাখ্যান করল। মিলাহাজীর দুই দিন বাকী থাকায় তুকবার তার মামুনের জন্য এবং তার পরে ইবরাহীমের জন্য দু'আ করার ইচ্ছা করলে জন্মো বলল, তোমরা শুধু ইবরাহীমের জন্য দু'আ করবে। এতে তারা প্রচুর বিবেচনা লিপ্ত হল এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি সংগঠিত হল। এমনকি সেদিন তারা জমুআর সালাত আদায় না করে তারা প্রত্যেকে একাকী চার রাকআত (মুহর) সালাত আদায় করল।

এ বছর তাবরিস্তানের নবিন সেখানকার পার্বত্য অঞ্চল এবং লারম (লারিস্টান) ও সিরাজ অঞ্চলে মূল জীবন করেন। ইবনুল হায়ম উল্লেখ করেছেন যে, সালাম আল-খাসির এ প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করেছিলেন। তবে ইবনুল হায়ম উল্লেখ করেছেন যে, সালাম এর কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবর্ণন করেন। আল্লাহুই সমাধিক অবিহত।

এ বছর খুরাসান, রায় ও ইসপাহানের বাসিন্দারা প্রচুর দুর্ভিকা ও অকলে আঘাত হয়। খাদ্রিয় অন্তত দুর্স্য হয়ে থায়। এ বছর বারো লাহোর তার প্রায় মতবাদের আনুশোচন করল একদল নির্ধারণ ও অজ্ঞ লোক তার অনুমোদন হয়ে পুনরায় মতবাদ পোষণ করত। তার পরিগণিত কথা পরে আলোচনা হবে। এ বছর হজরের আমির ছিলেন ইসহাক ইবনুল মুসা ইবনুল ইস্মাইহ।

এ বছর মৃত্যুবরণকারী উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন আবু উসমান হামাদ ইবনুল উসমান, হামাদ ইবনুল মাসাদা, ইবনুল আমার আলী ইবনুল আসিম এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুহাম্মদ- আবুস সারায়ায়া যাকে নেতারূপে উপস্থিত করেছিল এবং কুফাবাসিরা ইবনুল তাব্বাতাবার পরে যার হাতে বায়িয়া করেছিল।

২০২ হিজরীর আগমন

এ বছরের প্রথম দিনকে বাগদাদ মামুনের বায়িয়া বাতিল করে ইবরাহীম ইবনুল মাহদীর বিলাতের বায়িয়া অনুষ্ঠিত হয়। মুহারামের পাঁচ তারিখ শুক্লাবার ইবরাহীম ইবনুল মাহদী মিশ্রে আরোহণ করলে লোকরা তার হাতে বায়িয়া গমন করে এবং তাকে 'আল-মুবারাক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইবরাহীম কুফা ও সাওয়াদ অঞ্চলে তার কৃত্তিকে শুভ্রিত করেন। সেনাবাহীনি তার কাছে তাদের ভাতে দাবী করার দিন তাদের সংগঠন মৌলিক পুস্তক অবলম্বন করেন এবং পরে তাদের প্রতেকে দুইশ দিনের প্রাদান করেন এবং তাদের জন্য সাওয়াদ অঞ্চলের ভূমি (ভারত) বিনিময়ের দেয়ার ফরমান লিখে দেন। ফলে তারা মেনে করেছিলেন একটি তরীক করার এবং ফসল ও রাজকীয় রাজস্ব উৎপাদন নির্দেশ করেন। ইবরাহীম পর্বাঙ্গের জন্য আব্দাস ইবনুল মুসা ইলাহীকে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ইসহাক ইবনুল মুসা ইলাহীকে তার সহকারী নিয়োগ করেন।

এ বছরই মাহদী ইবনুল উসমান নামের জন্মার্জ খারিজী নেতা বিদ্রোহ করে। ইবরাহীম তাকে
দমন করার জন্য একদল উমারাসহ আরূ ইহুদী মুতাসিম ইবনুল রশিদকে একটি বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী বিদ্রোহীদের শক্তি খবর করে দেয় এবং সম্ভাব্য নির্মল করে। আবুস সারায়-র ভাই এ বছর বিদ্রোহ করে এবং কুফায় তার সমর্থদের সংঘটিত করে বিশ্বাসঘাতী সৃষ্টি করে। ইব্রাহীম ইবনুল মাহদী তাকে শাসন করার জন্য লোক নিয়োগ করেন। আবুস সারায়-র ভাই নিহত হয় এবং তার মাধা ইব্রাহীমের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ বছরের সীমাবদ্ধ ছানা মাঝের চৌদ্দ তারিখের রাতে আকাশে লাল বর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা সংকুচিত হয়ে আকাশের মুক্তি ছাড়িয়ে পড়ে। বাবায় যায় হাজার পকালাবনকারী ও ইব্রাহীমের পকালাবনকারীদের মধ্যে মুক্তি সংঘটিত হয় এবং তারা প্রচুর খুনাসুনিয়ে লিপ্ত হয়। এ সময় ইব্রাহীমের দলের লোকেরা কালো পোশাক এবং মামলের লোকেরা সবুজ পোশাক বহন করত। এ দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ রজনী মাস পর্যন্ত অব্যাহত রইল।

এ বছরই সাহল ইবনুল সুলামায় আল-মুজামায়া (দরবেশ আবিদ) ইব্রাহীম অবাল মাহদীর আয়ত্তে চলে আসলে তাকে কারারূখ করে রাখা হয়। এর কারণ ছিল এই যে, একদল অনুসরণ তার কাছে সমবেত হয়। তারা সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে নিষেধাজ্ঞার কাজে আত্মিয়োগ করে। কিন্তু তারা সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং সরাসরি বাদামায়ের বায়ের প্রতিবাদ উচ্চ্চরণ করে এবং কিতাব ও সুন্নাহ বাদামায়ের অবাধ জানায়। অবশ্য একজন দাড়ায় যে, সাহলের বাড়ির ফটক রাজাবাড়ির ফটকের রূপ ধরে করে। সাহলের রাজকীয় ফারসাকমর নায় অনুমোদন ও বাহিনীর উপস্থিতি করে দেয়। সুরুর সারকারি বাহিনী তাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তার অনুসারীদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তা (সাহল) অর্থ সমর্পণ করে নারীদের মধ্যে ও বুলো বাতাসাই (চিরল কেঠামো) আবচ্ছন্ন নিল। পরে কোন ঘটে কোনে আত্মপ্রেরন করলে তাকে উঁচে বের করে ইব্রাহীমের কাছে উপস্থিত করা হলে ইব্রাহীম পূর্ণ এক বছর তাকে জেলে আটকে রাখলেন। এ বছরই মামুল ইরাকের উদ্দেশ্যে খুনাসন হতে বের হলেন। এর বিবরণে বলা হয়েছে যে, আলী ইবনুল মুসা আর রিয়া (অর্থাৎ আলীর রিয়া) মামুলকে ইরাকে চলেন বিশ্বস্ত হয় এবং জনবিবাদ সম্পর্কে অবহিত করে। তিনি বললেন, যে হামিদরা জনতাকে এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মামুল যুদ্ধগত উদ্দেশ্যধর্ম। আলী ইবনুল মুসুর পক্ষে আপনার বায়ান অগ্রহের কারণে তারা আপনার প্রতি চরম ফুলক। এ ছাড়া আপনার নায়িব হাসান ইবনুল সাহল ও (যোগ্যতি খলিফ) ইব্রাহীম ইবনুল মাহদীর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এ সব কথা অবহিত হয়ে মামুল তার আমীর ও নিকটসাজ্জাহাদের একটি দলকে সমবেত করে এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা মামুলের কাছ হতে নিজেদের নির্ণয় নিশ্চিত করার পর আলীর বজ্রবাদে সত্যিকার করল। তারা মামুলকে আরো বলল, ফায়স ইবনুল হাসান আপনার কাছে হয়ন্তহামাকে হত্যা করাকে উত্তর বলে প্রতিভাত করেছে। অচেঙে সে ছিল খলিফার কল্যাণকামী। ফায়স বিলাদে তাকে সরিয়ে দেয়ের বাস্তব করেছে। তাঁহির ইবনুল হুসায়ন আপনার জন্য খিলাফত প্রাপ্তির সূচনা ও কর্মশীল ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে লাগামসহ বিশ্বাস্ত আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থ আপনি তাকে দুর রাক্ষায় ঢেলে দিয়েছেন। যেখানে তার কোন কাজ নেই এবং আপনি বিশেষ কোন কাজ করার সুযোগ তাকে দিচ্ছেন না। দেশের সর্বরা এখন অশান্তি ও অরাজকতার ছড়াচ্ছে। মামুল বিবাদটি নিষ্ঠিত
হয়ে বাহিনীকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে প্রথমের আদেশ দিলেন। ওদিকে খলিফার তারাকাসিয়া
ফায়ল ইবুন সাহল সম্পর্কে কুমার করেছেন ফায়ল তা বুঝে ফেললেন এবং এদের
একদলকে তিনি প্রহর করলেন এবং কয়েকজনের দাড়ি উপডে দিলেন। মামুন তার যাত্রা পথে
সাদাবাদের উপনিত হলে একদল লোক মামুনের উদ্যোগ ফায়ল ইবুন সাহলকে আক্রমণ করল।
তখন সে গোসাইয়ানায় ছিল। আক্রমণকারী তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলল। এটি
ছিল শায়েবারের দুই তারিখ ধুলের ঘটনা তখন তার বয়স হয়েছিল যাট বছর। মামুন
আক্রমণকারীদের সাদাবাদের লোক পাঠালে তাদের ধরে নিয়ে আসা হল। তারা ছিল চারজন দাস।
তাদের হত্যা করা হল। মামুন ফায়লের নাম হসান ইবুন সাহলের কাছে এ বিষয়ে সাত্মানুমূলক
পত্র লিখলেন এবং ভাইয়ের স্থানে তাকে উটীর পদে নিযুক্ত করলেন। মামুন ঈদুল ফিতরের দিন
সাদাবাদ হতে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন। ইবরাহিম ইবনুল মাহদী তখন মাদারিয়ে
ছিলেন এবং সেখানেও মামুনের পক্ষে একটি বাহিনী তার সংগে মুক্ত করে চলছিল।

এ বছরই মামুন হাসান ইবুন সাহলের কাছে বুঝানো করেন এবং নিজ কন্যা উমু
হাবিবকে আলি ইবুন মুসা রিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং আলি রিয়ার পুত্র মুহাম্মদ ইবুন
আলি ইবুন মুসা সঙ্গে অপর কন্যা উমু ফায়লের বিয়ে দেন। এ বছর হজের আমার ছিলেন আলি রিয়ার
ভাই ইবরাহিম ইবুন মুসা ইবুন জাফর। তিনি মামুনের পরে তার ভাইয়ের জন্য দু’ আক্রমণ
পরে হজ সম্পন্ন করে ইয়ামানে ফিরে গেলেন। ইয়ামানে তখন হামাদাওয়াহ ইবুন আলি ইবুন
মুসা ইবুন মাহদী বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুক্ত করে রেখেছিলেন। এ বছরে মুহাম্মদ কন্যার বিশিষ্টের মধ্যে রয়েছে
আইয়ুব ইবুন সুলায়মান যামরা, আম্র ইবুন হাবাব, উমুর ফায়ল ইবুন সাহল এবং আবু ইয়াহিয়া
আল-হিমানী প্রথম।

২০৩ হিজরীর আগমন

এ বছর মামুন ইরাকে পদার্পণ করেন। পথে তিনি তুষে। অতিক্রম করার সময় সেখানে তার
পিতার কবরের কাছে সফর মারের কারণে অবস্থান করেন। মাদের শেষ দিকে একজন আলি
রিয়াই ইবুন মুসা আঁগুর খাওয়ার পর হাতি করে ইনটিকাল করেন। মামুন তার জানায় আদায়
করেন এবং তার পিতার পাশে দাফন করেন। আলি রিয়ার মৃত্যুতে মামুন হামাদ অত্যন্ত দুঃখিত
ও মৃত্যুদণ্ড হন এবং হাসান ইবুন সাহলের কাছে সাত্মান পত্র লিখেন এবং আলির মৃত্যুতে তার
অংশীয় মৃত্যু হওয়ার কথা অবহিত করেন। এ সময় মামুন আবাসামি ভাবাদের কাছে এই মর্যাদা
পত্র লিখেন যে, তোমরা আমার প্রতি চরম সুখ হয়েছিল আমার পরে পরবর্তী খলিফাতে আলাই
রিয়ার নাম ঘোষণা করার কারণ। এখন তা তিনি মারাই গেলেন। সুতরাং তোমরা এখন
আমার ফিরে এসো। তারা অবর্জনী কঠোর ভাষায় এর জবাব দিল।

এ বছর বিদ্রোহী হাসান ইবুন সাহলকে আক্রমণ করে। এমনকি তাকে লোহার বেড়া পরিয়ে
একটি ঘরে আটক করে। আমার পত্র প্রিয় বিষয়টি মামুনকে অবহিত করলেন। জবাবে
মামুন লিখেন যে, আমি আমার এ পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আসছি। পরে ইবরাহিম ও
বাগদাদবাদীদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হল। তারা তাকে অপসর করতে লাগল এবং তার প্রতি
বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগল। বাগদাদে বিশ্বস্থল ছড়িয়ে পড়ল এবং সন্তানী ও অপকর্মকারীরা।
মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পরিস্থিতি মনেরকে সংকটপূর্ণ হয়ে গেল এবং জুমুআর দিন লোকেরা যুদ্ধের সালাত আদায় করল। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হামদ মামুনের পক্ষে একটি বাহিনী নিয়ে এসে সামরিক অবদান করল এবং সৈকতে বাহিনীতে অবদান হওয়ার প্রশ্ন বিষয়ে অনুদানের প্রতিবেদন দিল। এতে তারা মামুনের আনুগত্য প্রকাশ করে তার অনুগমন হয়। ঐনা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু খালিদ ইবনে ইবনে মামুনের পক্ষে একটি দল নিয়ে যুদ্ধ করল। পরে ইসলাম কোষাল করে মামুন বাহিনীর হতে বন্দীতু বরণ করল। পরে পরিস্থিতি এমন দাড়ালে যে, বছরের শেষ পর্যন্ত ইবনে ইবনে মামুনের আন্তর্জাতিক করে থাকতে হল। তার ক্ষমতাকাল ছিল মোট এক বছর এগার মাস বাদ দিন। এসময় মামুন হামাদানে উপনীত হয়েছিলেন এবং তার বাহিনী বাগদাদে তার অনুগমনকে করেছিল। এ বছর লোকের হজ্জে নেতৃত্ব দিলেন সুলায়মান ইবনে আবুদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী। এ বছর মূল্যবর্ণকারীদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন।

আলী ইবনে মুসা রিয়া

ঝিনি আলী ইবনে মুসা (কাজিম) ইবনে জা'ফর (আল-বাকির) ইবনে মুহাম্মদ (আল নাফসুম যাকিযঃ) ইবনে আলী (যাজল্লুল আবীলৈল) ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবনে আলী (রা) ইবনে আবু তালিব আল-কুরায়েশী আল-হাশিমী আল-আলাবী-আর রিয়া (الرضي) উপাধিতে ভূষিত (যার অর্থ 'পালনকারী')। মামুন তার অনুকূলে খিলাফতের মনন পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি (আলী) তাঁদের অভিলোচনা করে তাঁকে পরবর্তী 'ওলী আহ্বাদ' (যুবরাজ) ঘোষণা করলেন। (যার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। এ বছরের সফর মাসে তিনি তাঁদের ইতিকাল করেন। তিনি তাঁর পিতার ও অনুযায়ীর হতে হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন এবং একদল রাজবংশ তাঁর হতে হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে কিল্ফা মামুনের রশিদ। আবুস সালত আল-জারাবী। আবু উমমান মাফিনী নাহীবীর প্রমুখ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বলতে শেষ হয়।

اللهُ أَمَّلَ مِنَ أَنْ يَكُنَّ مَلِئَةٌ مَّالَاتِيٍّ أَيْلَيْعَيْنَ + وَهُمْ أُعْجِرُ مِنْ أَنْ يَفعلُوا

মাথাভিযোগ

বান্দাদের তাদের সামরিক অধিক আনুগত্য বাধা করা হতে আল্লাহ অনেক বেশী নায়রাসরিয় এবং বান্দারা যা ইচ্ছা করে তা করার ব্যাপারে অতি অক্ষম।

তাঁর চিত্তের অন্যতম কবিতা-

كلَّنا يَأْمَلُ مَداَ فِي الْإِجْلَ + وَالْمَنَا يَأْهَنُ إِفَاتَ الْأَمْلِ
লাতিনকে আমাদের জিনিসের একটি বড় মেয়েদের আশাবাদী; কিন্তু মুভার উপাদান এগুলো সে আশার পথে কষ্টক্ষয়কারী। বাতিল ও অলীক বসনাগুলো যে তোমাকে প্রভূতি না করে, মধ্যমাপন্থ ও পরিমিলিতকে আঁকড়ে ধরে; অজ্ঞাত প্রদর্শন ছেলে দাও। দুনিয়া তো এক অপসূর্যমান ছায়া; কোন আরাবী যাতে (ক্ষুদ্র বিশ্রামের জন্য) অবতরণ করল, পরে চলে গেল।"

২০৪ হিজরীর আগমন

এটি ছিল মামুনের ইরাক প্রত্যাগমনের বর্ণ। পরিমধ্যে তিনি জ্বরজানে এক্সুম অবস্থান করেন এবং সুনাম থেকে সফর শুরু করে প্রতি মনোযোগ একি দিন বা দুই দিন অবস্থান করেন।

নাহরাওয়ানে পৌছে তিনি সুনামে আস দিন অবস্থান করেন। ইতিপূর্বে রাকায় অবস্থানের তাহর ইবনুল হুসায়নকে নাহরাওয়ানে এসে তার সংগে সাক্ষাতের ফরমান পাঠিয়েছিলেন। সে মতে তাহরের সংগে উপস্থিত হলেন এবং তার বংশের বিষিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সনে-পরিচালকর্মের সাথে সাক্ষাতে উপস্থিত হল। পরবর্তী শনিবার সফর মাসের চৌদ তারিখ প্রথম প্রহরের সূচনায় মামুন বাগদাদে প্রবেশ করলেন- বিশাল বাহিনী ও অত্যন্ত জাহামক সহকার। তখন তাহর পরিধানে এবং তার সহযোগী বাবু বাক্তরি ও তার কর্মবাহিনীর পরিধানে ছিল সুবর্ণ বর্ণের পোশাক।

এ সময় বাগদাদবাসীরা ও বাপু হুসিনের সকলে সুবর্ণ পোশাক পরিধান করল। মামুন প্রথমে আয়ার রাসায়নিক অবস্থান নিলেন এবং পরে স্বাভাবিক পরিবর্তন করে জলালুর তাহরের একটিতে ভবনে অবস্থান করেন।

তখন প্রচলিত রীতি অনুসারে আমির-উমরা ও রাজকীয় পরিবর্তনের ব্যক্তিগত প্রাক্তামে তাঁর ভবনে উপস্থিত হতে থাকে। ইতেমদের বাগদাদবাসীদের পোশাক সুবর্ণে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তারা সংক্ষেপে যে কাল কাপড় দেখতে পেল তা পড়িয়ে দিল। আউদিয়ন এ অবস্থা অবাক রইল।

তাহর পরিধানে আসে তাহর ইবনুল হুসায়নের আবেদন-আবদার পোষণ করার আদেশ দেওয়া ঘট। সে তার প্রথম দরবারের কাল পোশাকের প্রত্যাবর্তনের আবেদন পেশ করল। কেননা, তা ছিল তার পূর্ব পুরুষদের এবং নবীকরণের মীরাব সুরের সম্পদ। পরবর্তী শনিবার অর্থাৎ সফরের অংশ তাহরের তাহরের শনিবার মামুন জনসাধারণের সাক্ষাতের জন্য দরবারে উপবেশন করলেন।

তখন তার পরিধানে ছিল সুবর্ণ পোশাক। তখন তাহর কালের মামুন দিলেন এবং তা তাহরের পরিধানে দিলেন। পরে একাদিক উমরাকেও কাল পোশাকের পরিধান দিলেন। তখন লোকেরা পুনরায় কাল পোশাকের প্রত্যাবর্তন করল এবং এর দ্বারা তাদের আনুষ্ঠানিক ও আরুগুরু বিষয়টি প্রকাশনা হল। একটি বর্ণনামূলক মামুন প্রত্যাগমনের পর সাতার দিন পর্যন্ত সুবর্ণ পোশাক পরিধান অবাহত রাখেন। আল্লাহই অধিক অবগত।

তাহর চাচা ইবরাহিম ইবনুল মাদী ছয় বছর ও কয়েক মাস আবেদন করে থাকার পর তাঁর কাছে উপস্থিত হল মামুন তাকে বললেন, “আপনি ‘কাল’ খলিফা। ইবরাহিম তার অপরাধ হীরার
লেন সাদা বলে রঙের মধ্যেই এবং মিশ্রিত দৃষ্টান্ত এবং দৃশ্য অবস্থানের মধ্যেই।

“অভিজ্ঞ দৃদ্ধচেতা ব্যক্তির জন্য কাল পোশাক অবমাননাকর নয়; তদ্রুপ সুসাহিত্য ভাগ্যবান পুরুষের জন্যও নয়। কালে পোশাক যদি তোমার হাতে সৌভাগ্যমিত হয় তবে অন্য
চরিত্র হচ্ছে আমার জন্য অনুসারে।”

ইবন খালিফাকে বলেন, উত্তরসূরীদের একজন নাসর্কুলাহ ইবন কালানিস ইসকান্দারী এ মর্মটি ছন্দোভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেনঃ

"র্ব সদা হৃদয় পূজা পাশ্চাত্য জন্ম অন্য জন্ম দিকের কাফার।"

"মন হজিয়া প্রভৃতি নাস্তাল সুনাম।"

"অনেক কৃষ্ণী, গুণগ্রন্থিয় সৃষ্টি হচ্ছে; তার মাঝে করুণা হিংসা করে মিশ্কুকে। যেমন চৌকের মণি, মানুষ যাকে কাল মনে করে, অথচ তাই হচ্ছে আলো ও দৃষ্টি।"

মামূন তার চাচাকে হত্যা করার ব্যাপারে তার কোন কোন সভাপতির সংগে পরামর্শ
করেছিলেন। তখন উদ্দীন আহমদ ইবন খলিদ আল-আহওয়াল তাকে বলেন, হে আমীরল
মুমিনী। অপাতি তাকে হত্যা করতে এ বিষয়ে আপনার অনেক নজির ও সমতল পাবেন। আর
আপনি তাকে মর্ম করে দিলে আপনি হবে নজিরবিহীন অতুলনী।

পরবর্তী পর্যন্ত মামূন দুর্বল তার তবেন পাশে আরো অনেক তবে নির্মাণের কাজ
শুরু করলেন। তখন দেশ থেকে অশান্তি ও অরাজকতার পরিবর্তিত শান্ত হয়ে গেল। খলিফা
সাওয়াদবাদরীদের সংগে পঞ্চম ভাগের শর্তে বস্তমান্ত করার আদেশ দিলেন। ইতেমপুরে তার
অর্ধেকের ভিত্তিতে বস্তমান করতে। তিনি পরিমাণের জন্য বড় মাপের পাত্রের প্রচলন ঘটিয়ে যা
ছিল আহওয়ায়ী মাকবুকের দশ মাকবুকের সম্পর্কে। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন
ধরনের কর ও রাজধানী রহিত করেন। বছর স্থানে জনতা সংগে দর্শনে আচরণ করেন। তিনি কুরআ
তার জাতি আবু ইসল ইবনুর শৈল্পিক এবং সরায় অপর বাই সালিহকে নিযুক্ত করেন। উবায়দ্বুলাহ
ইবনুল হুসায়ন ইবন আবদুর্রাহ ইবনুল আকাস ইবনুল আলী ইবন আবু তালিবকে তিনি দুই হারামের
(মক্কা-মদীনা) নায়িক পদে নিযুক্ত করেন এবং এ বছর ইনিই হজের আমিরের দায়িত্ব পালন
করেন। মামূন ইয়াহুদিয়া ইবনুল মুসায় বাবাক আল-খুরাসী সংগে সংযোগে লিপ্ত হন। কিন্তু তাকে
কার করতে সক্ষম হননি। এ বছর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ইতিহাস হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ
রূপে উল্লেখযোগ্য,-

আবু আবুদুর্রাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস -�মাম শাফিকুল (র) তাব্বুক শাফিকুলীন নামক
কিতাবে আমি তার দীর্ঘ বংশীয় জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখের
প্রয়াস পাওয়া হবে। -আলাহুর কাদেই সাহস্য প্রার্থনা !
বংশ পরিচিতি ত: মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবনুল আবদদের ইবন উমামাহ ইবন আবু উসমান। ইবন উমর ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবনুল সাইব ইবন উসমান ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন। ইমাম শাফিত তাদের নাম আয়াদিয়া। শাফিত র মাতৃতে এক অভিযোগ তার মা কোন দেখেন নেন, কৃত্রিম এই তার পেট হতে বেরিয়ে মিসরে ভেঙে পড়ল এবং প্রতিটি শহরে তার একটি সুলিং ছড়িয়ে পড়ল। শাফিত (র) জাগায় জন্মগ্রহণ করেন। মতাৎসরে 'আসকলান অথবা ইমামানে। তখন হিজরী। এক পঞ্চ সন। শৈশবেই তার পিতা ইন্টিকাল করেন। মূলন্তর বয়সেই তার মা তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। যাতে তার বিধি ধারা বিন্ধন না হয়। মক্কায় তিনি বড় হতে থাকেন। 

সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন শ্রবণ পড়তে কোলেন এবং দশ বছর বয়সে মুহাম্মদ মুখ্য করে কোলেন। পরবর্তী বছর বয়সে মতাৎসরে আঁশ পর্যন্ত বছর যায় তিনি তার শায়খ মুসলিম ইবন খালিদ জানীর অনুমোদনে ফাত্তিয়া গ্রহণ করেন (পাঠদান করেন)। প্রথমে তিনি অভিধান ও কাব্যাস্তার মনোযোগ নির্দিষ্ট করেন। তিনি হুয়াল গোটে দশ বছর ও মাতৃতের লাল্ট হয় অধিষ্ঠান করেন এবং সেখানে মাহাবি আস্ত-সাহিত্য ও তার অলংকার শিক্ষা করেন। মাহাবি ও ইমামদের এক বড় সংখ্যকের কাছে তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম মালিককে নিজ মুখ্য করা মুহাম্মদ পাঠ কর শোনান। তার পাঠ ও হস্তান্ত ইমামকে অভিযোগ করে। মুসলিম ইবন খালিদ জানীর হতে হিজাবাব্বি বন্ধনদের ইম্ল আহরণ করার পর তিনি তার ইমাম মালিক হতে আহরণ করেন। বছর লোক তার কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেন। যাদের বর্তমান নামের তালিকা আমি (পূর্বের কিছুটা উল্লেখ করেছি)। তার কুরআন পাঠের (ইসল্যান্ড কিতাবতের) ধারাবাহিক সন্দ হচ্ছে শাফিত ইসমাইল হতে। তিনি কাসতাতীত হতে, তিনি সিলুস হতে, তিনি ইবন কাশীর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবন আব্রুনাহাম (রা) হতে তিনি উমর, ইবন কাব (রা) হতে তিনি রাসুলুলাহ (সা) হতে। তিনি জিবলেল (আ) হতে। তিনি মহিরান গ্রহণ আলাহ তা'আলা হতে।

ইমাম শাফিত (র) বিশাল হাসিল করেছেন (সন) মুসলিম ইবন খালিদ হতে, তিনি জুরায় হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবন আব্দান ও ইবনুস যুবার (রা) প্রথম হতে। তারা সাহরীদের জামাত হতে, যাদের মধ্যে আমর ইবন অরী, ইবন মালিক, যাদের ইবন হায়দিত (রা) প্রথম সংবিধান উল্লেখযোগ্য এবং তারা সকলে রাসুলুলা হতে। তার মিশার আর একটি সন্দ মালিক হতে। তিনি উমর মাহাবি হতে। একদল বিশাল তার কাছে বিশেষ অবস্থান করেন (যাদের তালিকা যুগ পরস্পর আমাদের যুগ পরস্পর একটি পৃথিবীতে আমি উল্লেখ করেছি)

ইবন অরু হাতিম আহু বিশাল দৌলালী সূত্রে, হুমায়ুন মালিক (ওয়ারাকুল হুমায়ুন) মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম সূত্রে শাফিত হতে বিশ্বাস করেছেন যে, ইমামানের নাজরানে তিনি শাসন ক্ষমতায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে লোকেরা তার প্রতি গোষ্ঠী বিষয়ে লিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে শেষের কাছে এ সম্মত কৃত্রিম করে যে, তিনি খিলাফতের আওকাফ পোশাকারী। তখন তাকে বেঁধে আবদ্ধ করে খেতাবের পিতা ভবিষ্য বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একশ উচ্চার হিজরী সনে তার ক্রিয়� (চুঁড়িশ) বছর বয়সের সময় বাগদাদে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি খিলাফত (হারানুর

1. সর্বত্র মুদ্রাচিহ্ন আসলে হবে উমর ইবন উমার (রা)।

আল-বিদায়া ওয়ানান নির্নায়া (১০ম খণ্ড)——৫৫
রশ্দীদের) সঙ্গে মিলিত হন। কলিফার সামনে তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বিতর্কে লিখে হন এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তার সম্পর্কে উত্তর মন্ত্র করেন। তার নামে উল্লেখিত অভিযুগের বিষয়টিতে হারানুর রশ্দীদের কাছে পরিকার হয়ে যায় এবং তার নির্দেশ হওয়া প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাকে নিজের মহেমনরূপে নিয়ে যান। আবু ইউসুফ (র) এর একবছর বা দু’বছর আগে ইনিয়ক্ষেত্র করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাকে অতিশয় কদর করেন। শাফিকি তাঁর নিঃসরত হতে এক উত্তরের বেলে পরিমাণ ইল্ম লিপিবদ্ধ করেন। পরে হারানুর রশ্দীদের কাছে দুই হাজার দীনার, মতান্তর সেচ হাজার দীনার অনুদান প্রদান করেন। শাফিকি (র) মক্কায় ফিরে গিয়ে প্রায় অর্ধের প্রায় সমুদ্র অংশ তার পরিবার-পরিজন এবং তার জাতি ইসলাম ও আমারিয়দের মাঝে বন্ধ করে দেন। পরে একশ পঞ্চানিকই হিজরী সনে শাফিকি (র) মিসরের ইরাক আগমন করেন। এর মধ্যে একজন আলী মনীরী তার কাছে সমবেত হন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আহমদ ইবনুল হাসান, আবু হাওর, হাসায়ন ইবনুল আলী কারাবীয়, হারিছ ইবনুল ওয়ায়হ আল-হাক্কারী, আবু আবদুর রহমান শাফিকি এবং মুয়াসারী প্রমুখ। পরে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং একশ আসানকার হিজরীতে আর একবার বাঙাদাদ গমন করেন। পরে সেখান হতে মিস্রে চলে যান এবং মৃত্যুর পর তার দুই চার হিজরী সন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।

এখানেই তিনি তার কাজকাজে প্রথম কিতাবুল ইল্ম লিপিবদ্ধ করেন যা তার নূতন (পরিবর্তিত মতবাদের) কিতাবসমূহের অন্যতম। যা তার মিঝরী ছাত্র রাবী ইবনুল সুলতাননাম সূত্রে প্রচারিত হয়েছে। ইমামুল হারামায়ন প্রমুখ বলেছেন যে, এ কিতাব তার পূর্বাতন মতবাদের। কিন্তু তাঁর মত কিন্তু মনীরীর জন্য এ ধরনের বক্তব্য বিশ্বকর। আল্লাহই সমধিক অবিহিত।

প্রশ্নী ও মহান ইমামদের অনেকেই ইমাম শাফিকির প্রশ্নাস্প পঞ্চম হয়েছেন। এদের অনাতম আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী। ইনি তাঁর কাছে উসূন (মূলনীতি) শাখা একটি কিতাব লিখে দেয়ার আবেদন করেন। তিনি তাঁর জন্য ‘আর-রিসালা’ লিখে দেন। তিনি সব সময় তাঁর জন্য সালাতে দু’আ করতেন। পোশাকারীদের মধ্যে রয়েছেন তার শাখার মুলিক ইবনুল আনাস ও কুতায়াবা ইবনুল সাইব। কুতায়াবা বলেন, তিনি ইমাম। আরো রয়েছে সুফিয়ান ইবনুল উয়ায়না, ইয়াহুইয়া ইবনুল সাইদ আল-কাতান। ইনিও সালাতে তাঁর জন্য দু’আ করতেন। অনুরূপ আবু উবাদ। তিনি বলেন, শাফিকির চেয়ে অধিক বাগী (অলংকারবিদ) অধিক জানান ও অধিক আল্লাহীর আর কাঁউকে আমি দেখি। অনুরূপ (প্রশ্নাস্পরী) কাশী ইয়াহুইয়া ইবনুল অক্ষাম। ইসলাম ইবনুল রাহোয়াহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান প্রমুখ এবং আরো অনেক। যাদের সকলের নামপ্রকাশ করলে ও বক্তব্যের বিবরণ প্রদান দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আহমদ ইবনুল হাসান তো তাঁর জন্য সালাতে চালিয়ে বছর যাবত দু’আ করেছেন। আবুদুল্লাহ ইবনুল ওয়াহব সুত্রে সাইবেন ইবনুল আবু আইয়ুব হতে শাহরিল ইবনুল ইয়ামীদ হতে আবু আলকামা হতে আবু হায়রারা (র) সনের নবী (সা) হতে আবু দাউদের বর্ণিত—

إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لِهِذِهِ الْأَمْامَ عَلِيَّ رَأْسِهِ كِلِّيَّ مَثَلَّ سَنَةَ مِنَ يَبِيدُ لَهَا امْرِدُنَّهَا

আল্লাহ প্রতি শত বছরের মাধ্যমে এ উল্লেখের জন্য এমন বক্তব্যে পাঠিয়ে দিয়েছি যে প্রতি বছরের জন্য দীনকে নবায়ন করে দিবেন। হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনুল হাসান বলতেন, “উমর
ইবুন আব্দুল্লাহ আশীয় ছিলেন প্রথম শত বছরের মাধ্যমে (মূসালরাস), শাফিক হয়েছেন দ্বিতীয় শতকের মাধ্যমে। আবু দুয়েক তারালি বলেছে, জাফর ইবুন সুলায়মান হতে নাসর ইবন মাবাদ আল-কিলী অথবা আল আবদী হতে জাফর হতে আবু আহমদ ইবন মসুদ (রা) নামে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

লাত সবুরের ভিত্তিতে আমি প্রেরিত হবো তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করবে সেই যিনি সত্য সত্য হয়ে থাকে না। শুন তোমরা কুরআনের গালমন্ড করবে না। কেননা, কুরআনের একজন আলিম বিশ্বকে ইসলাম ভরে দিবে। ইসলাম আল্লাহ! আপনি যেহেতু আপনি প্রথম অংশকে আত্মবিশ্বাস ও বিপদ ভোগ করেছেন, সতুরায় এদের শেষ অংশকে করেন। উল্লিখিত সুন্দরী এই গোয়েন্দা

কবির একজন সুগতিবাদী। হামিদ এবং তার মুসলামি আবু হুরায়রা (রা) সুতুরে নবী (সা) হতে অনুরূপ রিয়ায়াত করেছেন। আবু মুসালমান আবদুল্লাহ মালিক ইবন মুহাম্মদ ইসফারাইনী বলেছেন। এ হাদীসের বিষয়বস্তু মুহাম্মদ ইবন ইরাস শাফিক ব্যতিক্রম অন্য কারা জন্য প্রায়োজন হয় না। তাহীব এ বর্ণনা উক্ত করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মঈন শাফিক প্রস্তুত করেছেন, “অতি সত্যবাদী। কোন অপতি নেই।” একবার এভাবে বলেছেন, “মিথ্যা বলে তার জন্য উন্মুক্তি ও সংক্ষেপের ব্যবহার হলেও তার অভ্যাসে তাকে মিথ্যা বলা হতে বিষ্টার রাখত। ইবন আবু হাদিম বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে চেয়েছি, “শাফিক দেহ (আপাধমক) ফকহু এবং জিন্নাহ সত্যবাদী।” আবু মুহাম্মদ বরাতে কেউ কেউ বলেছেন, “শাফিক এমন কোন হাদীস নেই যাতে তিনি পুলিশ শিক্ষা হয়েছে। আবু দুয়েক হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমামুল আইমা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুয়ায়মাকে ‘এমন কোন সুন্নাহ আছে কি যা শাফিকের কাছে পৌছে নি?’ এই প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, না। তবে এর অর্থ এই যে, কোন হাদীস তার কাছে সংযুক্ত সনদ (মুসনাদরাপ) পৌছেছে, কোনটি মুসনাদরাপ এবং কোনটি মুসনাদরাপ- রায়ের তাঁত সমূহে বিদায় রয়েছে। (আল্লাহই অধিক অবহিত) হামামলা বলেছেন, শাফিকের আমি বলতে চেয়েছি, বাগড়াত আমার কর্মকাণ্ড নাসিরুল সুলাহ’ (নাসিরুল্লাহ-হাদীসের সাহায্যকারী) নামে ভূষিত করা হয়। আবু হাদিদ বলেছেন, আমার শাফিকের সমন্তুলা কাউকে দেখিনি এবং তিনিও তার সমতুল্য কাউকে দেখেছিলেন। যাদুরানী প্রথমে অনুরূপ বলেছেন। শাফিকের ফায়ারাইল ও শাফিকের সংকলনের একটি কিছুতে দুর্ঘট ইবন আলী জারী বলেছেন, “শাফিকের মধ্যে এমন বিশ্বাসী ও শাফিকের সমাজযুগে যে অন্যদের মধ্যে ছিলো। যেমন, তার বৈশ্বারী আভিজাত্যে, তার দীন ও আবাদী বিধানের বিশ্বত্তা, তার বানান্তা, হাদীস সহীহ এবং উল্লেখ্য ও মানসূত্রের অভিজাত তার কিতাব, সুনায়হ ও খুলাকানর সৌদি শরীয়ত এবং অনুমান-বর্গ হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ত- যেমন যুহূদ-সুলামহা বিযুক্তবিদ্যা, পরেহোগী ও পুনর্মাত্র রাখার ব্যাপারে অতুলনীয় দূর্দৃশ্য আহমদ ইবন হাদীসের নায়ক হয় ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাগড়াত ও মিসরী বিশেষ হাদীসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। অনুরূপ আবু দুয়েক ও তার ফিকের হাদীসের তালিকায় আহমদ ইবন হাদীসকে তালিকাভুক্ত করেছেন।
সাহিফি (র) কুরআন-সুন্নাহ এর গুরুত্ব মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন এবং কুরআন-হাদিস হতে দলিল আহৃতে সহলতম ভাবে ছিলেন। তিনি ছিলেন নিয়ত ও ইসলামের ব্যাপারে সুন্দরতম ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি বলতেন, আমার বাসনা হয় যে, লোকেরা যেন আমার কাছে ইসলাম হাসিল করে তার কিছুই আমার প্রতি সম্মিলিত না করে। ফলে আমি তার সওয়াব পেতাম এবং লোকেরা আমার প্রশংসা করত না। একাধিক ব্যক্তি তার বরাতে বলতেন, তোমাদের কাছে (কোন বিষয়ে) রসূলুল্লাহ (সা) হতে কোন হাদিস প্রাপ্তি সাব্যস্ত হলে তোমরা তা-ই সংশ্লিষ্ট করে এবং আমার বস্ত্র ছাড়া করতেন। কেননা, আমি ও তা-ই (যা হাদিস আছে) বলব, যদিও তোমরা তা আমার কাছে শেখানি। একটি বর্ণনায় আছে, “তখন তোমরা আমার অনুগমন (তাকলিদ) করবে না।” অপর বর্ণনায় “তোমরা আমার উক্তির দিকে অকৃত্রিম করবে না।” অর এক বর্ণনায় আছে- “আমার বস্ত্র দেয়ালেও ওপারে তুেক দিবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সা)-এর সমাজের আমার কোন উক্তি-অবিরত নেই।” তিনি আরো বলতেন, “বাহা যা আল্লাহ সংগে শরীক করা বাতিত সব গোলাম নিয়ে সাক্ষাত করা ও কোন ‘বিদ্যাযী’ ব্যক্তি আল্লাহ নিয়ে সাক্ষাত করা চেয়ে উত্তম।” একটি বর্ণনা মতে- ইসলাম কলাম অর্থে আল্লাহ আল্লাহ নিয়ে সাক্ষাত করার চেয়ে উত্তম। তিনি আরো বলতেন, কলাম শাস্ত্রের কোনোতেূর পুনর্বাস করে মানুষ যদি জানত তবে তারা বিয়ে হতে পলায়নের নয়া তা হতে পলায়ন করত। তিনি বলতেন, (আল্লাহ) হাদিসের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হচ্ছে তাদের লাইব্রেরি করা এবং গোষ্ঠীমূলক নিবাসের চক্র দিয়ে এ রূপক নির্দেশ থাকে যে, এ হচ্ছে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে হাদিসের প্রতি মনোযোগ হয়। বুঝে যে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ হয়। বুঝে যে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ হয়। বুঝে যে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ হয়। বুঝে যে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ হয়। বুঝে যে তাদের সাজা যারা কুরআন সুন্নাহ বর্জন করে কলামে শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ হয়।

কলাম শাস্ত্রে করা যাকো বিষয় এই বিষয় হয় যে আল্লাহ যে কেন তা-ই যে আছে এখানে যা কিছু সবই শয়তানের ওয়াসাওয়াসা ও কুম্ভণা।

তিনি বলতেন, “কুরআন আল্লাহের কলাম, অসৃষ্টি; যে তাকে সৃষ্ট বলার না কাফির। রাবী সহ তার অন্যায় বিশিষ্ট ছায়ার বর্ণনায় যুক্ত হয়। তাতে আল্লাহ তা-আলার সিফাত ও গৌণকৃত নির্দিশা সংগ্রহ আল্লাহ ও হাদিস আলোচনার সময় তিনি সে সবের কোন প্রকার ধরন-প্রকার তুলনা-সাদৃশ্য বর্ণনা না করে এবং তাকে অর্থীন বা বিকৃত ব্যাখ্যা না করে সাবলীলভাবে পূর্বসূরী-সালেরের প্রতি অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেন। ইবনুখায়ামা বলতেন, মুহাম্মদ আলামাকে রক্ত দুদিনে বলতেন, শাফিক রা তার নিজেকে লক্ষ্য করে তার রচিত এ কবিতা আমাদের শুনিয়েছেন:

মাঁ শুনে কান ওনর নমা অশা ও মাঁ শুনে নম অশা লমা মুক্ত
খেলত এই ব্যাপার মানুষকে শাক্তি প্রদান করে।

“আপনি যা চান তা ইহা হয়। আমি না চাইলেও; আর আমি যা চাই তা আপনি না চাইলে হয় না। বাদারের আপনি স্যুটি করেছেন আপনার ইলামের ভিত্তিতে; সে ইলামের ধারায় চলমান থাকে তরঙ্গ ও বয়ক্ত। তাদের কেউ দুর্ম্যোগ, আর তাদের কেউ ভালুকের ভালুক; তাদের মাঝে আছে নিক্ষীত-স্থিরী। তাদের মাঝে আছে উৎক্ষীণ স্থিরী।” একে আপনি করেছেন অনলুম আর একে করেছেন সাহায্য-প্রদান; একে আপনি সাহায্য করেছেন, আর একে সাহায্য করেননি।

রাবী বলেন, আমি শাফিকে বলতে শুনি দিন, “রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরে শুষ্ক মানুষ আবু বকর (রা.)। তারপর উমর (রা)। তারপর উহমান (রা)। তারপর আলী (রা)। রাবী” হতে আরো বর্ণিত হচ্ছে যে তিনি বলেন, শাফিক (র) আমাকে এ কবিতা শুনিয়েছেন- 

ঢা মগ্ন এই নারী তাঁর দেহ উড়িষ্যা হয়েছে, বিদৃষিতি দ্বারা দীর্ঘ মেঝের মধ্যে নতুন বিষয়ের বিদায়ের উত্তর খুঁজছে, যা দিয়ে রাসূলুর প্রেমের হননি।

এমনকি তাদের অধিকাংশ আল্লাহর হক তাঁ ও হেয় প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহর হক বর্জন করে তাঁর অল্পী কর্মফলের দায় বহন করছে।’

তাবাকতুশ শাফিকের কবিতার প্রথমদিকে - তার জীবনী আলোচনায়-আমি সুনাহ ও তার ব্যাখ্যায় তার কবিতা এবং হিমফুর্ত ও উপভোগের দৃষ্টি তার কবিতার একটি উদ্ভিদের পরিমাণ উদ্ধৃত করছে। তার ইহতাকাল হয়েছে। 

তার ইহতাকাল হয়েছে। মিসরের দুই শত চার হিজরীর রজব মাসের শেষ দিককে রুপান্তর আর মাত্র তার। তখন তার বলন হয়েছিল চুম্বন বহু। তিনি ছিলে সুন্দর নৌকার রুখা, দীর্ঘদিনে এবং প্রভাব বিস্তারিত স্বপ্ন ছিলেন। শীতলের বিন্দুকপ্রকার সমর্পণ দ্বারা ব্যতিক্রম ব্যবহার করতেন। আল্লাহঁতাকে রহম করে এবং তার নিবাসকে মহাদেব করেন।

এ বছরের মৃত্যুবরণকারী বিশ্বস্তরের তালিকায় আরো রয়েছে ইসহাক ইবনুল উসমান, আশহর ইবনুল আব্দুল্লাহ মিয়ার মালিকী, হামান ইবনুল যাইদ আল-লুসিয়, আল-কুলী আল-হানাফী, মুসনাদে তায়ালিয়ার অন্যতম আলীর হাদিস অবু দুর্দ সুলামান ইবনুল দাউদ তায়ালিয়া, আবু বাদর তায়ালিয়া। ইবনুল উসমান, অবু বকর আল-হানাফী, আবদুল্লাহ করিম আবদুল্লাহ ওয়াহহাব ইবনুল আল-২০৫ হিজরীর আগমন 

এ বছর মামূন তাহির ইবনুল হুসাين ইবনুল মুসাবেক বাগদাদ, ইরাক ও খুরাসান সন্নিহিত
পূর্বাঞ্চলের নায়িব নিযুক্ত করেন। তার প্রতি সম্ভ্রষ্টি প্রকাশ করেন এবং তার মর্মায় অনেক উন্নতি করেন। এর কারণ ছিল উমাই হাসান ইবন সাহের সুওয়াদ (নার্তের বিশেষ ধরনের) রেলে আকাশ হওয়া। রাকবা ও আল-জাফিরা তাহিরের স্বামী মামুন ইব্বাহিয়া ইবন মুহাম্মদের নিযুক্ত করেন। আবদুর্বালু ইবন তাহিরের ইবনুল হুসায়ন এ বছর বাসস্থানে আগমন করেন। তার পিতা তাকে রাকবা স্বল্পানিকর করে এসেছিলেন এবং নাসুর ইবন মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। মামুন ইসা ইবন ইয়াযিযদ আল-জুলুদীকে যুদ্ধতীরের (জাহানার) বিরুদ্ধে মুক্তির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু খালিদকে আযাবরাইজানের শাসক নিযুক্ত করেন। এ বছর মিসরের নায়িব আসাকার ইবনুল হামাম সেখানে ইনর্ফিকাল করেন। সিদুর নাযিব দাউদ ইবন ইয়াযিযদ ইনর্ফিকাল করলে একলাখ দিনহাম (রাজম) প্রাপ্তের প্রত বিশ্ব ইবন দাউদকে সেখানকার নাযিব নিযুক্ত করা হয়। এ বছর হামামের হজের আমীর ছিলেন হারামায়ের নাযিব উবায়নুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন।

এ বছর মুহাম্মদের তালিকায় রয়েছে ইসহাক ইবন মানসুর সালুমী, বিশ্ব ইবন বকর দামিশে, আবু আমার আকরমী, মুহাম্মদ ইবন উরাযাদ তানাফিরী, ইয়াকব অলাহাযরামী, আবুদুর রহমান ইবন আতিয়া- আবু সুলায়মান দারানী- মতাত্তকে আবুদুর রহমান ইবন আহমদ ইবন আতিয়ায়া অথচ আবুদুর রহমান ইবন আসাকার প্রমুখ।

আবু সুলায়মান দারানী

ইনি নেক আমলকারি শীর্ষ আলিমদের অন্তম (শ্রেষ্ঠবৃহৎ) ; মূল নিবাস ওয়াসিদে। পরে দামিশেকের পশ্চিমাঞ্চলীয় দাদিয়া নামক প্রামে বসবাস করেন। সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ হতে মাী আহরণ করেন। তাঁর কাছে মাী শ্রবণ করেছেন আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারী(হাওয়ারী) ও একদল মনৌষী। হাফিজ ইবন সুনাকের তার সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবুল ইবনুল হাসান ইবন আবুর রবী যাহাদেকে আমি মুক্তি দত্ত হিন্দি বলেন, তিনি বলেন, আমি ইবারাহীম ইবন আদামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবন আজলানকে কাঁকা ইবন হাফিম সুন্ন আনাস ইবন মালিক (রা) হতে উদ্ধৃত করতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা (স) বলেন।

মন ৪। সালালাহ ৪। বেহালে আল্লাহ দের পূর্বে চার রাকআত সুনাত আদায় করে আল্লাহ তাকে তার ঐ দিনের গোনাহ মাফ করে দিবেন। আবুল কাসিম কুশায়িরবায়ে বলেছেন, আবু সুলায়মান দারানী হতে বর্ণিত হবে। তিনি বলেন, আমি এক কিসাসা বর্ণনাকারী পেশাদার (ওয়াজাজ)র মজলিসে আসা-যাওয়া করতাম। একদিন তার কথাবার্তার আমার কলায় ক্রিয়া করল। সেখানে হতে উঠে আসার পর আমার কলায় করার কিন্তুই অবশিষ্ঠ রবার না। আমি দ্বিতীয়বার তাঁকে গোল কথা তার মজলিস থেকে উত্তর পরে এবং রাতায় আমার অন্তরে ক্রিয়া করে রাখল। আমি দ্বিতীয়বার তাঁকে গুলাল। এবার তার কথা আমার বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত ও আমার অন্তরে ক্রিয়া বিশ্বাস করে রাখল। আমি তখন হতে তাসাওফের তরীকের বিক্রমকারের উপকরণসমূহ নষ্ট কর ফেলালাম এবং তরীকার একাংশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলাম। আমি এ ঘটনা ইয়াহ্বিয়া ইবন মুহাম্মদের শেখালে তিনি বলেন, 'চাষ্ট ইকুবকি (বড় পা লধা ঘাড় বিশিষ্ট সারস জাতীয়) পাতি শিকার করেছে। চুদি দ্বারা
পেশাদার ওয়ায়েজকে এবং সারস দ্বারা আবু সুলায়মানকে বুঝালেন। (অব্যাহত ফুঁদে পাখি বড় পাখি শিকার করেছে)

আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারী বলেনছেন, আমি আবু সুলায়মানকে বলতে চেষ্টা করেছি "কারে অন্তরে কোন তাল বিষয়ের ইলেমহ হলেও হাসিরে সে বিষয়টি না শোনা পর্য্যন্ত তা আমালে পরিকল্পনা করার অবকাশ নেই। হাসিরে বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তদন্তার আমল করলে তা হবে নূরুন আলা নূর" (সোনায়া সোহাগা)। জুনায়দ বলেন, আবু সুলায়মান বলেনেন, (সূর্য) সম্প্রদায়ের সূচক রহস্যমূলের কোন রহস্য অনেক সময় আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু আমি দুই বিশ্লেষণ সাক্ষী বাতিতি তা প্রধান কর না। দুই সাক্ষী হচ্ছে কুরআন ও সনাহাত। জুনায়দ বলেন, আবু সুলায়মান আরো বলেনেন, শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে নফসি ও প্রাকৃতির কামনা-বাসনার বিপরীত কর।

তিনি বলেছেন, প্রতিটি জিনিসের একটি আলামত (পূর্ববাহী) রয়েছে। আল্লাহর তাই কান্না বর্ণনা করা আলামত মদদ হতে বিশ্বাস হওয়ার আলামত। তিনি বলেছেন, প্রতিটি বস্তুর জঙ্গ অক্সফোর্ডের নুরের জঙ্গ জট হচ্ছে পেট পুরো করা হয়। তিনি বলেছেন, সী-পরিসর, ধর-সম্পদ ও সত্ত্ব-সত্ত্ব যা কিছু আলামত হতে তাকানো রাখতে আমারের বাতি ও অনুপ্রাণিত রাখতে তাই দুর্ভূগা-অপগৃহ হয়। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি মহিরাবে দু'আ করছিলাম। আমার দুই হাত ছিল প্রসারিত। ঠাঁথা আমাকে কাবু করে ভেলঙে আমি একটি হাত ওটীয়ে নিলাম এবং অন্য হাত প্রসারিত রেখে দু'আ করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে আমার চোখে নিদ্রার চাপ দেখা দিলে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। তখন এক অদৃশ্য আওয়ায়দাতা আমাকে আওয়ায় দিয়ে বলল, হে আবু সুলায়মান! আমরা এ (প্রসারিত) হতে তাঁর যা প্রথা তা দিয়ে দিলাম, অন্য হাতটি থাকলে আমার তাতেও রেখে দিতাম। আবু সুলায়মান বলেন, তখন আমি নিজের উপর এ কস্ম সাবান্ত করলাম যে, শীত-হোক, ঘরম হোক আমি আমার দুই হাত উন্মুক্ত রেখেই দু'আ করল। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি আমার নির্বাচন ওয়ায়া। আদায় না করই ঘুমিয়ে গেলাম। আমি (সংখ্য) দেখলাম যে, এক সুদরী হূঁরী আমাকে বলছে আমাকে বিশেষ পদ্ধতি অন্তরালে (হিফাজতে রেখে) পাঁচ বছর ধরে তাঁর জন্য লালন-পালন করা হচ্ছে, আর তুমি ঘুমিয়ে থাকোক?

আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সুলায়মানকে বলতে শুনেছি, জানাতে কিছু নহর আছে যার দুই তীরে অনেক তাঁরু আছে। যাতে প্রেরণ অবসান করে। আল্লাহ বিশেষ বৃদ্ধিপথ নির্মাণ করেন। তাদের সৃষ্টি পরিপূর্ণ হলে ফেরেশতারা তাদের জন্য তাঁরু স্থাপন করেন। তাদের এক ক্ষেত্র এক বর্গমালা ব্যক্তি প্রশস্ত একটি সৌনার চোখের উপরই থাকেন, তাদের নিঃসরণ চোখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ার উপরের করে। জানাতে তাদের তবনসমূহ হতে বেরিয়ে এসে সব নহরের তীরে বিনিমোক্ত করতে যতগুলো মন চায়। পরে তাকে প্রতোকে এক একজন হুরি নিয়ে নির্বাচনের অন্তরালে। আবু সুলায়মান বলেন, যারা জানাতের নহরসমূহের তীরে সে কুমারীদের সংগঠনের প্রত্যাশী তাদের অবশ্য দুর্বুদ্ধি করে হওয়া বাড়নী।

আহমদ আরো বলেন, আমি আবু সুলায়মানকে বলতে শুনেছি অনেক সময় আমার পাচ রাই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এমন অবস্থায় যে, আমি সূরা ফাতিহার পরে একটি আয়াত ও পাঠ করতাম না; তার মম নিয়ে ভাবতে থাকতাম। অনেক সময় কুরআনের এমন কোন আয়াত এসে
যেত যাতে সুষ্ঠু উড়ে যেত। মহাপাত্র সে সত্য যিনি পরে তা ফিরিয়ে দিতেন। আমি তাকে আরো বলতে হোনি, দুইনিয়া ও আর্থিরাতের মঙ্গলের মূলে রয়েছে মহিয়ান পরিচালনা আপনাকে ভয় করা। দুইনিয়ার চাবিকাঠি পেটপুরে খাওয়া। আর্থিরাতের চাবি কুর্স। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমি আমাদ। অন্য পরিমাণ ক্ষুদ্র, অন্য পরিমাণ বৃহত্ত, অন্য পরিমাণ দ্রাক্ষে। ও অন্য পরিমাণ সবর- এতেই তোমার পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে যাবে। আমাদ বললেন, আপনি সুলায়মানের একদিন নুনসহ গরম রুটির চাহিদা হল। আমি তাঁর জন্য তা নিয়ে এলে তিনি তাতে এক কমড় দিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং কেবল কেদে বলতে লাগলেন, এ পালনকারী। আমার চাহিদা আমাকে নগদ দিয়ে দেয়া হল। আমার মেহত ও আমার দুর্ভাগ্যের দীর্ঘকালের ফেললাম।

অথচ আমি একজন নাযির হওয়ার দায়িত্ব। এর পরে তিনি মহিয়ান পরিচালনা আল্লাহর সংগে মিলিত হওয়ার পর্যন্ত নুনের তাদ আরাম করেননি। আমাদ বললেন, আমি তাকে বলতে চেষ্টা করিয়েছি, আমি আমার প্রবণতা ব্যাপারে এক মুহুর্তের জন্যও তুষ্ট হইনি। এখন যদি আমার নজরের কাছে আমার অবনতি হওয়ার ন্যায় আমাকে অবর্জন করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পৃথিবীর সৌভাগ্যে সম্মত হয় তারা তাতে সমর্থ হবে না। আমি তাকে বলতে চেষ্টায়, যে নিজের সত্য কোন মূল রয়েছে বলে মনে করবে সে বিদমত এর (তৃতীয়তের সাধনার) মূল্য হবে আদান করবে না। আমি তাকে বলতে চেষ্টা করিয়েছি, ‘যে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করল তবে তা গোপন করল না এবং তার আনুগত্য করল না সে আত্মপ্রতীক্ষিত। তিনি আরো বললেন, বাদাম উপর ‘আশা’র চেয়ে ‘ভয়’ প্রবলতর থাকা বাঁধালী; ভয়ের উপরে আশা প্রাধান্য বিনষ্ট করল কল্পন নষ্ট হয়ে যায়।

একদিন তিনি আমাকে বললেন, “সবরের উপরেও কোন গ্রাম আছে?” আমি বললাম, জীবন, অর্থাৎ রিযা (আল্লাহর ফয়সালায় নির্মুক্ত তুষ্ট এবং বাদাম প্রতি আল্লাহর সুস্থিত)। এ কথা হেন তিনি এত জোরে চিকার দিলেন যে তিনি অত্যন্ত হয়ে গেলেন। পরে ঠেনা ফিরে আসলে বললেন, যখন সবরকারীদের অবস্থাই এই যে, (কুরআনের মোহাম্মাদ অনুযায়ী) “বিনা হিসাবে তাদের প্রিয়পাতি পরিপূর্ণ করে দেয়া করে।” তা হলে অপর দল অর্থাৎ “মাদের প্রতি সুস্থিত বিদ্যালয়” তাদের সম্পর্কে তুমি কী ধারণা করতে পারেন তিনি বললেন, আমার কাছে এটা আনন্দদায়াক নয় যে, দুইনিয়া ও তার শুরু হওয়া শেষ পর্যন্ত যা কিছু আছে তার আমার হবে এবং আমি তা সবধর্মনের ভাল কাজে বায় করব আর তার বিপরীতে আমি এক পকেতের জন্য আল্লাহ হতে আমনোয়গী হব। তিনি বললেন, এক যাহিদ (দুইনিয়াত্ত্ব) অপর এক যাহিদ কে বললেন, ‘আমাকে উপদেশ দিন!’ তিনি বললেন, “আল্লাহ যেন তোমাকে সে স্থানে না দেখেন যেখানে তুমি তোমাকে নিষেধ করেছেন এবং যেখানে তোমাকে আদেশ করেছেন সেখানে যেন তোমাকে অনুপ্রাণিত না দেখেন।” অপরজন বললেন, আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমার কাছে আর কোন নেই।

তিনি বললেন, যে তার দিবসে উত্তম কাজ করবে, তার রজনীর জন্য যেযে হবে এবং যে রজনীতে উত্তম কাজ করে। তার দিবসের জন্য যেযে হবে। কোন কামনা-বাসনা বর্জনে যে সত্যশ্রীর হবে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত হতে তা বিবিধত করে দিলেন। আল্লাহর জন্য যে ‘কামনা’ বর্জন করা হল সে অন্তর্কে সে কামনার কারণে আমন দেয়া হতে আল্লাহ অনেক মহান। তিনি বললেন, যখন দুইনিয়া কোন কল্যাণ করতি করে নেয় তখন আর্থিরাত এর কল্যাণ হতে প্রস্থান করে।
আহমদ ইব্রু আরুল হাওয়ারী বলেন, একরাতে আমি আবু সুলায়মানের কাছে অবস্থান করলাম। আমি তাকে বলেছিলেন, হা আলাহাদ! (হা আলাহাদ!) তোমার ইমানের ও মাহেমের কসম! যদি তুমি আমার গোসাইমহের জন্য আমাকে ধর্মপাল কর তবে আমি অবশ্যই তোমার কমান্ড জন্য তোমাকে ধরাধারি করব। যদি তুমি আমাকে আমার কৃপণতার জন্য ধর্মপাল কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার দান-দানান্তর জন্য ধরাধারি করব। তুমি আমাকে জাহানামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলে আমি জাহানামবাদীকে অনিচ্ছিত করব যে, আমি অবশ্যই তোমাকে তালবানি। তিনি বলেন, সব মানুষের যদি সত্যের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় আমি একাকী তাতে সন্তুষ্ট হতে না। তিনি বলেন, আলাহাদ তা'আলা যত কিছু থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্যে ইবলিস আমার কাছে হীনতম। আলাহাদ যদি আমাকে শায়াতান হতে আশ্শো প্রার্থনার আদেশ না দিতেন তবে আমি কখনও তার থেকে আশ্শো প্রার্থনা করতে না। যদি সে আমার সামনে আত্মক্ষেপ করে তবে আমি সরাসরি তার গলায় চড় করে দিব। তিনি বলেছেন, বিবাদ ভাং ঘরের সেলারে সিদ কাটার জন্য চোর আসে না। যেহেতু যে কোন দিক থেকে তাতে প্রবেশ করতে পারে। চোর আসে সমৃদ্ধ আবাদ ঘর। অমূর্ত ইবলিসের শুল্ক (ইবদতে) আবাদ কল্পনার কাছে আসে তাকে খলিত করার জন্য এবং তাকে চেয়ার (সমাধানের অবস্থান) হতে নামার তার সুদর্শন গ্রিয়া ও দামী বন্ধ চিনিয়ে নেয়ার জন্য।

তিনি বলেন, বানান যখন ইখলাস ও নিষ্ঠা সম্পন্ন হয় তখন তার সব ওয়াসওয়াসা (কুচিত্তা ও কুম্মণা) ও স্প্যার অর্থাৎ স্পৃহাদিব বিদূরিত হয়। তিনি বলেছেন, বিশেষ বহু আমি এমন অতিক্ষিত করেছি যে, আমার স্প্রোদেশ হয়নি। পরে আমি মকার গেলাম এবং একদিন আমার ইশারা সালাতের জামাতাতে ছুটে গেল। সে রাতে আমার স্প্রোদেশ হয়। তিনি বলেছিল, আলাহাদ হে সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি (বিশিষ্ট) সম্প্রদায়ের আন্তরিক ও তাতে বিদ্যমান নিম্নাগ্র জাহানার! আলাহাদ হতে তাদের অন্য মানুষের কিন্তু নায়কে। তাই তারা আলাহাদের হে দুইয়ানার প্রতি মানুষের হয়ে উপর তাকে। তিনি বলেছিল, আলাহাদ দুইয়ানার মূলন মশায় পাখার হতেও নেয়া। যদিও তাতে অন্য হোস্তান ও বিনাগাওর মূলন এ আছে? অন্যা (যুদ্ধ) তা হতে জন্মতার ও ঘাটে চোখে হসুরের ব্যাপারে। যত আলাহাদ তোমার অন্থর তাকে বাচাতে অন্য কিছু দেখতে না পান। জুনায়দ বলেন, একটি বিষয় আবু সুলায়মানের নামে বর্ধিত রয়েছে, যা আমার কাছে অন্যতম সুন্দর মনে হয়। তা এই “যে নিজেকে নিয়ে নিম্নগুলো হতে সে মানুষ থেকে নির্লিপ্ত হতে এবং যে তার রবে (পালনকর্তাকে) নিয়ে নিম্নগুলো হতে সে মানুষ ও নিজ সত্য হতে নির্লিপ্ত হতে।” তিনি বলেছেন, উত্ত দান দান যা প্রার্থনার অন্যস্কুলে হয়। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হালালরূপে এবং ভিক্ষা প্রার্থনা ও মানুষের কাছে হতে পারে তাতে আহরিয়ার জন্য দুইয়ানার সম্পাদন করবে সে আলাহাদ সংগে সাক্ষাতের কাছে দিন তাঁর সম্পর্কে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার চেয়ার হতে পূর্বীয় রাতের চোখের নয়া। আর যে গর্ব-পৌরুষ করার জন্য এবং ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে দুইয়ানার সম্পাদন করবে সে আলাহাদ সংগে সাক্ষাতের দিন তাঁর উপরে তাঁর রাগানিত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃ)—৫৬
অবস্থায় সাক্ষাত করবে । মারফত হাদিসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে । তিনি আরো বলেছেন, একদল লোক সম্পদ ও তা সংখ্যায় ধনাধিকার সম্প্রদায়ের দ্বারা বিকাশ করেছে তারা তাদের এ ধারণায় সাধারণ শিক্ষার হয়েছে । শুনে রাখি ধনাদিকার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে অর্থের তুষ্টিতে । তারা আরাম সম্প্রদায়ের (সম্পদের) অধিকারের মধ্যে, অর্থ আরাম রয়েছে সকলকে । তারা বাণিজ্য চায় সুর্য কাঁধে, অর্থ তা রয়েছে তাকায়া ও আলাহু তীতিতে । তারারা আরাম-বিশ্বস্মিতা খুঁজেছে কোমল মিষ্টি পোশাক, সুন্দর খাবার, সুস্বাদ সুদৃষ্টি বস্ত্রসমূহ, অত্যন্ত তা রয়েছে ইসলাম, ইহুদি, নেকার আমল, অন্যরা দোষ আবৃত রাখা ও ক্ষমা-মার্জনা এবং আলাহুর মিষ্টির মধ্যে । তিনি বলেছেন, রাত্রে ইমানত করা না থাকলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকা আমি পান্দ করতাম না । আমি দুনিয়ার গাছরোপণ করা এবং খাল খুন করায় জন্য ভালবাসি না, আমি তাকে ভালবাসি (পরমের) দুর্গন্ধের সিয়াম পালন ও রাত্রের কিয়াম-ইমানতের জন্য । তিনি বলেছেন, ইমানতকারীরা তাদের রাত্রে মৃত্যুমন্ত্রের মৃত্যুর চেয়ে অধিক যাত্রা অনুভব করে । তিনি বলেছেন, অনেক লোক আমাদের দাইরের রাতে আমাকে স্বপ্নাত্মক জানায় এবং অনেক সময় আমি কল্পে অনন্দে হাসতে দেখি । তিনি বলেছেন, কল্পের উপর দিয়ে এমন অনেক সময় অভিবাধিত হয় যখন তা আমাদের মতো নাচতে থাকে। তখন আমি বলি, জ্ঞানার যদি এমন কিছু নিমন্ত্র থাকে তবে অস্বাভাবিক যা সৃষ্টি করেছি।

আহমদ ইবুন আবু তাইমাহানী বলেন, আমি আবু সুলায়মানকে বলতে শেখছি, একবার আমি সিদ্দাত অবস্থায় আমার যুগ চেপে এল । হঠাৎ দেখলাম তাকে । অবস্থান হৃদ্যকে, সে তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে আমাকে নাড়া দিয়ে । সে আমাকে বলল, হে আমার প্রিয় ! তোমার দুই চোখ যুথমাত্র, অথচ বাদশা জেগে জেগে তাহাজুড়ে আনায়কারীদের তাহাজুড়ে আনায় দেখছেন । সংকট (দুর্ঘট) সে চেহরের জন্য যা নিদ্রার বাদকে প্রতাপশালীর সংগে মুখাতের চেয়ে ধাংখ্যন দেয় । উঠ । অবস্থান লাই একে নিকট চলার সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং প্রমাণদারা এক অপরের সংগে সাক্ষাৎ করেছে । এ সময় এ কোন নির্দেশ আমার প্রিয় । আমার চেহারা শীতলতা, তোমার দুই চোখ যুথমাত্র অথচ আমি লালির আচ্ছাদক সর্মিত স্থানে বিশেষ তদ্ব্যুদ্ধনে- এ এত এক কল ধরে ? আবু সুলায়মান বলেন, আমি অবৈধ হয়ে লাফিয়ে উঠালাম এবং তার ভর্ত্তিকার করায় লজ্জায় ঘেমে গেলাম । তার কথা মধুর যাত্রা তখনও আমার কান ও হাতে অনুভব করবৃত্তি হয় ।

আহমদ বলেন, একবার আমি আবু সুলায়মানের কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কাদচেন । আমি বললাম, আপনার কি হয়েছে । তিনি বললেন, গত রাতে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে । আমি বললাম, কে আবু আপনাকে হুমকি দিল । তিনি বললেন, আমি আমার মহিলাবে নিদ্রামণ ছিলাম । হঠাৎ (শ্বেপ্ত) দুনিয়ার সেরা এক সুন্দরী তরুণীর কাছে দাঁড়ালাম, যার হাতে ছিল একটি পৃষ্ঠা এবং সে বললেন, হে শায়খ ! যুথমাত্রে ? আমি বললাম, যার চেহরে যুথমাত্র আসে কি যুথমাত্র বাধাদের সে বললেন, কথ্যে যা, আলাহুর অধিকারীরা যুথমাত্র। পরে সে বলল, আপনি কি পড়তে জানেন । আমি বললাম, হঠা। পরে কাফজি তার হাত হতে নিয়ে নিলাম । দেখলাম তাতে লিখা রয়েছে- (কবিতায়)

লইছে মান দেখো যেন হিন্দু পুরুষের মুখে মহিলায় নিয়ে নিলাম।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া  ব্যাখ্যা নিয়ে করার জন্য দ্বিতীয় দিক হিসাবে জন্ম হয় না। তিনি তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য দ্বিতীয় দিক হিসাবে জন্ম হয়।

আরু সুলায়মান বলছেন, তোমাদের লক্ষ্য হয় না যে তিনি দিয়াছেন ‘আবার পরিহার করে এবং তার অত্যন্ত পাঁচ দিয়াছেন আবার প্রতি আকর্ষণ থাকে।’ তিনি আরু বলছেন, যারা অত্যন্ত কামনা বাসনা রয়েছে এমন কারণ যুদ্ধ ও দুনিয়া বিমুখতা প্রদর্শন করা জাইম যত। যা, যদি তার অত্যন্ত কামনা বাসনা কিছুই না থাকে তখন তার জন্ম ‘আবার পরিহার করে মানুষের কাছে তার দুনিয়াতাত্ত্বিক হওয়া একাক করা জাইম হয়। কেননা, তা দুনিয়াতাত্ত্বিকের আদর্শের অন্যতম আলামত। তবে যদি সে মানুষের দুর্লভ হেতু এবং তার যুদ্ধ ও দুনিয়া বিমুখতা হেতু আহ্মদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুইখনা সাদা কাপড় পরিহার করে তবে তা ‘আবার পরিহারের চেয়ে তার যুদ্ধ দরবেশী রক্ষায় অধিক নিরাপদ হবে।

তিনি বলছেন, যদি কোন সূক্ষ্মের দেখে যে সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মের পশমি পোশাক) পরিহারে সৌন্দর্য প্রদান হয় তবে সূক্ষ্ম নয়। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তুলা (সূক্ষ্মের পোশাক) বাবহারকারীর- আরু বক্র রাত অনুসারিত। অন্য কেউ বলছেন, যদি তুমি কোন ফকিরের পোশাক তুমি তার (ফকিরের) দুম্রি দেখতে পাও তবে তুমি তার সফলতার ব্যাপারে নিরাশ হতে পার। আরু সুলায়মান বলছেন, ‘ভাই’ হচ্ছে সে যার দর্শনই তার কথা বলার আগে তোমাকে উপেক্ষা দিবে। ইহাকে আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে এক ‘ভাইকে দেখতে এবং এক মাস যাতে তাকে দেখে উপেক্ষা হয়েছে। আরু সুলায়মান বলছেন, আল্লাহ তা’আলা বলেন, হে আমার বান্ধা তুমি যতদিন আমাকে লক্ষ্য করে ততদিন আমি মানুষের কোম দেখতে দিয়ে, পৃথিবীর মাটিকে মাতার পাপ বিশ্বাস করে দিব, উম্মতিকে আমার নামে হতে তোমার ক্রটি-বিমুখতিতলা মুছে দিব এবং কিয়ামতের দিন তোমার হিসাব নিয়ে কষাকুষির করব না। আহমদ বলেন, আমি আরু সুলায়মানকে সব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম তুমি তোমার কাজকর্তা বিষয়ে সবার সমর্থ হচ্ছ না। সুতরাং তোমার অপরাধের কিছু করে তাতে সমর্থ হবে।

আহমদ বলেন, আমি একদিন তার সমান (দুর্বল ভারতীয়) দীর্ঘদিন ফেললাম। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দীর্ঘদিনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি তার তোমার বিবাহ কোন পাপের কারণ হয় তবে তা তা তোমার জন্য উজ্জ্বল; আর যদি তোমার কোন কিছু কিংবা কোন কামনা-বাসনা হয় যাওয়ার কারণে তবে তোমার জন্য দুর্ভাগ্য। তিনি বললেন, তারিখের পথ হতে তবে তারা ফিরে এসেছে। (বিমুখ হয়েছে) যারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে ফিরে এসেছে। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথে কেউ করে আসে না। তিনি বললেন, যারা আল্লাহর না-ফরমানী করে তারা আল্লাহর কাছে হয় হওয়ার কারণই তার না-ফরমানী করে।
তারা আলীহার কাছে সমানের পাত্র হলে এবং দামী হলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে তার বিকৃত্তায় করা হতে বাধ্যস্থ করতেন এবং তাদের ও গোপনের মধ্যে অত্যন্ত হয়ে যেতেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন রহমানের সংগে উপবিষ্ট তার সভায় দর্শনপ্রদর্শন তারা, যাদের মধ্যে তিনি এসব চরিত্র গুণ গুছিত রেখেছেন- অস্ত্র-বদনাত্ব, স্বাহা, ইল্ম, হিকমত-প্রজ্ঞা, কোমলতা, দয়ালুতা, অনুমৃৎশিল্প, ধর্ম-মাজরাজা, দান-অনুদান ও করুণা।

মহানুল মাশায়িহ কিতাবে আবু আবদুর রহমান সুলামালি উদ্বুদ্ধ করেছেন, আবু সুলামালির দায়িত্বের দায়িত্ব হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল। কেননা তারা বলবলি করছিল, তিনি ফিরিন্তাদের দেখতে পান এবং তারা তার সংগে কথা বলে। আবু সুলামালির কোন সীমাত্মক অংশের দিকে চলে গেলেন। এসময় জনৈক শাম (সিরিয়া) বাসী স্থগৃহ দেখেল, "সে ফিরে না আসলে তারা ধর্মঃ হয়ে যাবে।" তখন তারা তার সমানে বের হল এবং অনেক অনুমান-বিনয় করে তাকে ফিরিয়ে আনলে।

তার মৃত্যুর সময় নিয়ে অনেক মতবাদ হয়েছে। কেউ বলছেন, দুইশ চার হিজরী সনে তিনি ইনিতিকাল করেন। করো মতে দুইশ পাঁচ সনে এবং করো মতে দুইশ পশ্চিম হিজরীতে এমনকি করো মতে দুইশ পশ্চিম হিজরীতে। আলাহই সমঝিকৃত অবস্থা। আবু সুলামালির মৃত্যুর দিন মারমারাত্মক তারা বললেন, তার কারণে সমগ্র মুসলিম উদ্ধার বিপজ্জন হল। আমার বন্ধু, তাকে দরিয়া গ্রামের সম্প্রদায়ের (ও কিংবা প্রাক্তে) দাফন করা হয়। তার কবর সংখ্যায় আজ (এজ এইসিডিএবি এবং তার উপরে সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। তার সামনের (কিন্তু) দিকে একটি মসজিদ আছে, যা আমার নামেটিতে উমর আন-নাহারাওয়ালী নির্মাণ করেছেন। তিনি সংখ্যায় অবস্থানকারীরদের জন্য কিছু সম্পত্তি ও যোগ্য করেছেন যার আয় দিয়ে তাদের বায় নির্বাহ করা হত। আমাদের (সুন্নাকার) যুগে মায়ারাত্মকের সংস্কার করা হয়েছে। ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় আমি আবু সুলামালির দাবীর স্থান প্রস্তুত করেন আলফন্স দেখতে পাইনি। এটা তার পক্ষে অত্যন্ত আদর্শ বিষয়।

ইবনে আসাকিরের আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে আবু সুলামালির দেখার বসন্ত পার্শ্বর করতে ও। এক বছর পরে তাঁকে আমি দেখেছি। আমি বললাম, আবুল আহমদ অনন্তর কেনা আরেক করেছেন- যে মু'আলিম (উসতাদজী)! তিনি বললাম, তার আহমদ, আমি একমাত্র বায়ুর সাহায্যে হতে প্রবেশ করলাম, সেখানে সুগ্রীস ডালের একটি বোধ দেখতে পেয়ে তা হতে একটি কাঠ নিয়েছিলাম। পরে তা ফেলে দিয়েছিলাম অথবা তা দিয়ে খিলান করেছিলাম তা আমার মনে নেই। আমি এখন পর্যন্ত তার হিসাব প্রদানে বাস রয়েছি। আবু সুলামালির পুত্র সুলামালি তার প্রায় দুই বছর পরে ইনিতিকাল করেন। আলাহই তার উপর তাছিন করেন।

২০৬ হিজরীর আগমন

এ বছর মামূন দাওয়া ইবনে মাসজিদকে বসরা, দজলা উপকূলের বসতী এবং ইয়ামামায় ও বাহরায়ের শাসক নিয়োগ করেন এবং তাকে যুদ্ধ (জাহা) উপজাতীয়দের দাবী করার আদেশ প্রদান করেন। এ বছর প্রলো প্রবণ (বন্যা) দেখা দেয় এবং সাগরাদ অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে মানুষের
ধন-সম্পদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এ বছরের মামুন রাক্কার অঞ্চলের জন্য আবদুর্রাহাই ইবন তাহিরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং তাকে নাসর ইবন শাহের সংগে যুক্ত করার আদেশ দেন। রাক্কার নায়িব ইয়াহিউদাইহ ইবন মুহাম্মদ ইনতিকালের কারণে সোহাইক নায়িবের পদ শূন্য হয়। ইয়াহিউদাইহ মুহতারকে তার পুরু আহমদকে তার স্থানান্তরিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু মামুন তাকে অনুমোদন প্রদান করেননি। আবদুর্রাহাই ইবন তাহিরের আত্মজীবন এবং রাজিয়ে বিবাহাদিতে তার দুরদৃষ্টিতার কারণে মামুন তাকে রাক্কার নায়িব নিয়োগ করেন এবং নাসর ইবন শাহের বিক্রেতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্ধৃত করেন। তার পিতা (তাহির ইবনুল হুসাইন, যিনি ইতিপূর্বে রাক্কার শাসনকর্তা ছিলেন) খুরাসান হতে পুত্রের কাছে একটি বক্তিত্ব করে তাকে নায়িবের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ এবং কিতাব ও সুন্নাহের আনুষ্ঠানিক সাহিত্য উপদেশ ছিল।

ইবন জারীর এটি বিশদরূপে উল্লেখ করেছেন। লোকেরা পাঠের ব্যাপক লেনদেন করেছিল। তারা সোহাইকে পুরুষ করে পরপর তার হাদিয়রূপে প্রদান করেছিল। এমনকি বিষয়টি খুলী মামুনের কাছেও উত্তরাধিকার হলে তিনি তার সামনে পাঠ করে শোনাবার আদেশ দিলেন।

মামুনের সোহাইকে অনুসরণ করলেন এবং পরে সামরিক সমষ্টি প্রদেশের শাসকদের কাছে তার অনুপ্রাণিত পাঠার আদেশ দিলেন। এ বছর হাজীদের নিয়ে হজ সম্পাদন করলেন দুই হাজারের নায়িব উদয়গুনাইহ ইবনুল হুসাইন। এ বছর মুহাম্মদ-কর্মম-রমিয়ের মধ্যে রয়েছে ‘আল মুহতারা’ কিতাবের প্রথমাংশ, আবু হায়ারা ইসহাক ইবন মুহাম্মদ আল-অখাদ ইবন মুহাম্মদ আল-আওয়ার কিতাবুল আকল চিন্তিতা দাউদ ইবনুল মুহাম্মদ, সাব্বা ইবন সিওর (শাবাবা), মুহাম্মদ ইবনুল মাওরিদ (মুওয়ারারাদ), অবজিদান শাখে আল- মুহাম্মদ-এর সংকল্প কুরুতার ওয়ারফ ইবন জারীর এবং ইমাম আহমদের শায়খ ইয়াহিউদাইহ ইবন হারুন (র)।

২০৭ হিজরীর আগমন

এ বছর আবদুর রহমান ইবন আবদুর্রাহাই ইবন মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আলী ইবন আবু তালিব (র) ইসহামের আক্কার অঞ্চলে সরকার বিরোধী আনুদেশন গড়ে ওঠেন। তিনি মুহাম্মদ (নফসে যাকিয়া)-র বংশধর রাজি (রহি)-র ইসহামের অপ্রতিষ্ঠা জানালেন। এর কারণ ছিল এ সব অঞ্চলের শাসক ও রাজ কর্মচারীর চারিত্রিক অধ্যায়ন ও জনগণের উপর তাদের যুদ্ধ-নিপীড়ন। তিনি আত্মপ্রকাশ করলে লোকেরা তার তাকে বায়াত করল এবং তাদের মামুন এক বিশাল বাহিনী সহকারে দীনার ইবনুল আবদুর্রাহাইকে তার বিক্রেতা অভিযান পাঠালেন। তার সংগে আবদুর রহমানের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্রও ছিল- তার আনুগত্য করার শর্ত। বাহিনী প্রথমে হজ পালন করল, পরে ইসহামের অভিযুক্তে রেখা করল। তারা পত্রে আবদুর রহমানের কাছে পাঠালে দিলে তিনি আনুগত্য সীমার করে নিলেন এবং উপস্থিত হয়ে দীনারের হাতে তার হাত রাখলেন।

পরে তারা তাকে নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে সকল কর্মে এবং আবদুর রহমানের সেখানে কাজ পরিচালনা করলেন।

এ বছর ইরাক ও সমগ্র খুরাসানের নায়িব ইবনুল হুসাইন ইবন মুসাবার ইনতিকালে করেন। তিনি রাতে ইশার সালাতে আনুষ্ঠানিক করেছিলেন। সকালে তাকে তার বিষয়ের কাপড় জড়িত মৃত পাওয়া গেল। পরিবারের লোকেরা ফজরের জন্য তার বের হতে বিলম্ব হওয়া
লক্ষ্য করলেন। পরে তার ভাই ও চাচা তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে মৃত দেখতে পেলেন। মামুনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, “দুই হাত ও মুখের কারণে”। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহুর যিনি তাকে আপে নিয়ে গেলেন এবং আমাদের পিছনে রেখে দিলেন। এর রহস্য এই যে, মামুনের কাছে এ মরম সংবাদ পৌঁছেছিল যে, একদিন তাহির ভাষণ দিলেন এবং সে ভাষণে মিষ্টির উপরে মামুনের জন্য দু'আ করলেন না। এত কিছুর পরও তার পুত্র আবদুল্লাহকে তার স্ত্রী ও শামেরা (আঞ্চলিক শাসনকর্তা) নিয়োগ করলেন এবং পিতার শাসনভূক্ত এলাকার সংগে বর্তমান করে আল-জাহিরা ও শামেরা তার শাসনভূত করে দিলেন। আবদুল্লাহ তার ভাই তালাহা ইবুন্ন তাহিরকে সাত বছর খুরাসানে তার সহকর্মী নিযুক্ত করে রাখলেন। পরে তালাহার মৃত্যু হলে আবদুল্লাহ এককরণে এ বিশাল অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করলেন। বাগদাদে তার সহকারী ছিলেন ইসহাক ইবুন ইব্রাহীম। তাহির ইবনুল হিয়ায়নই ছিলেন সে ব্যক্তি যিনি (মামুনের জন্য বাগদাদের মসনদদাসীন হওয়ার পথে সুগম করেছিলেন এবং) আমাদের দখল হতে বাগদাদ ও ইরাক ছিনিয়ে এঙ্গেছিলেন ও তাকে হত্যা করেছিলেন। একদিন তাহির মামুনের দেববারে উপস্থিত হলেন এবং তাকে কোন প্রয়োজনের কথা বললে তিনি তার পূরণ করে দিলেন। পরে মামুন তার দিকে তাকালেন এবং তার চোখ অশ্রু টলমল হয়ে গেল। তাহির তখন তাকে বললেন, হে আলীরুল মুমিনীন! আপনার কান্নার কারণ কি? মামুন তাকে তা অবহিত করলেন না। তখন তাহির (শাহী দদ বাবারের) খাদিম হুসায়নকে এক লাখ দিরহাম দিয়ে আলীরুল মুমিনীনের কান্নার বহু উচ্চতার দায়িত্ব দিলেন। এক সময় মামুন তাকে তা অবহিত করলেন এবং তা অন্য কারে কাছে প্রকাশ না করার কথা বলে তার অনাধি ক্রে তাকে হত্যা হয়নি করি দিলেন। (মামুন বলিয়েছিলেন) তার আমার ভাইকে হত্যা করার কথা এবং তাহিরের হতে তার লাক্ষুনা- অপমানের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহুর কস্ম! আমি কোন তা ভুলব। না। তাহির বিষয়টি নিষ্ঠিত হওয়ার পর মামুনের সামনে থেকে সরে যাওয়ার উপযোগিতা লাগলো। তার চেষ্টা অব্যাহত রইল এবং এক সময় মামুন তাকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ করলেন এবং মামুন তার সংগে নিজের বার্তাগত খাদিমদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেন। মামুন খাদিমকে বলে দিলেন যে, তার পক্ষ হতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলে তাকে বিষ প্রয়োগ করবে। এ কথা বলে তার হতে অবাধ বিষ দিয়ে দিলেন। পরে যে দিন তাহির খুলতাবা মামুনের জন্য দু'আ করলেন না তখন খাদিম তার সিকার (বা ঝোলার) মধ্যে বিষ দিয়ে দিল এবং সে রাতেই তিনি মারা গেলেন। এ তাহিরকে মুহ-ইয়াদিয়ান (দুই দান হাতওয়ালা) নামে অভিহিত করা হত। তাহির এক চোখের টার্গে ছিলেন। এ কারণে কবর আমর ইবুন নাকতাল তার সম্পর্কে বলেছেন।

যা দান এক চেয়ারে !

তার বাম হাত দিয়ে কারা হাতে আঘাত করে তা ফেলেছিলেন। আর কারা কারা মতে কারণ তিনি
আহ্বান হয়ে আসছে অ্যান হিসাব শুরু করুন কমিউনিটি।

একই সংগে ইরাক ও ইরানের নামে রেখে বিশালতম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল অভিজাত; প্রশস্ত ব্রিয়া, কবিদের পরস্পর করতেন এবং তাদের বড় নড় অংশে পুরুষ দিতেন। একদিন তিনি যুদ্ধ জাহাজে আসেন নেতার করলে কবি সে প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করে বললেন—

আমি ইবনুল হসায়নের রন্ধনী দেখে বিস্ময় মনে ছিল- তা যেন কোন দিন নিমজ্জন হয় না।

কিন্তু, তা বের যাচ্ছে না কেন? তা যে দুই সমুদ্রের মাঝে (দোলায়মান), একটি সাগর (ইবনুল হসায়ন) তার উপরে, আর একটি তার নিচে বেষ্টনকারী।

আরও অধিক বিখ্যাত ব্যাপার তার মাঝপাশা (মহিলা) গলা, যেখানে তিনি তুলে দিলামে—তারা পত্র পর্যবেক্ষণ হল না কেন? তাহির কবিকে তিন হাজার দীনারের পুরুষদের দিয়ে বললেন, তুমি আরো গুরুত্ব করে আমি আরো গুরুত্ব দিয়ে।

ইবন খালিকান (প্রসঙ্গ) বললেন, কোন রোগের সাগররোগের উপলক্ষে কোন কবির রচিত এ কবিতা কতই সুন্দর—

লেহ পান্তেকি অর্থ ব্যবহার হয়েছে তাই তাই হয়েছে + যার রকি কাজ করে তার করুন গুরুত্ব প্রাপ্ত।

তাহির ইবনুল হসায়নের মৃত্যু হয়েছিল দুইশ সাত হিজরী সনের ২৫ জুমাদাল উক্ত শনিবার। তার জন্ম হয়েছিল সাতান হিজরীতে। ব্যাপার তার পুত্র আবদুল্লাহকে পিতার আনুষ্ঠানিক ও সাংসারিক শাসনের নিযুক্তির মুসলমানের নাম মামলায় মৃত্যু হয়েছিল।

এবার বাহাদুর, কুফা ও বসরায় ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপোকালে একটি বাহাদুর গুরুত্ব প্রদর্শন পার্থক্য গোপনে ছিল। এরপোকালে লোকের হঙ্গ মেন্টর দেশ মামলায় যা আবু আলী ইবনুল শহীদ। এরপোকালে মুসলমানের বিশ্বাস ইবনে উমর আব্দুল্লাহের আলী, জাফর ইবনে আওস, আবদুর সামাদ ইবন আবুল্লাহ আওরিফ, ফারুক ইবনে নুই। কাসিম ইবনে ইসলাহ, মুয়ামাদ ইবনে মুহাম্মদ। বাহাদুরের নিয়ম এবং বিখ্যাত সীরাও ও মুজাফফর বিশারদ মুহাম্মদ ইবনে আলী ওয়াকার্ড আরো নাম হাসিম ইবনুল কাদিম এবং যুগ প্রত্যেক হায়াহাম ইবনে আলী প্রমুখ এবং আরো বিশিষ্ট ব্যাঙ্গ যারা ইনতিকালের তাদের নিম্পূহ—
ইয়াহইয়া ইবন মিয়াদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মানসুর আল-ফাররা

কুনিয়াতঃ আবু যাকারিয়া, কুর্দান নিবাসী, বাগনাদ প্রবাসী; বনু সাদের মাওলা (আযাদকৃত দাস), ফাররা নাম সামগ্রিক অন্যতম। নাভুবিয়া, আতিদানভিন্দ ও কারীদের শয়খ, যিনি আমীরুল মুহিমিন ফিন মাহ' (নাহ শাকের প্রধান ইমাম) অভিধায় ভূষিত ছিলেন। ইহামি ইবনুল হাসান বসরী হতে মালিক ইবন দীনার হতে আনাস ইবন মালিক (রা) সনদে হাদিস রিওয়াত করেছেন।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (সা) আবু বকর (রা), উমর (রা) ও উমায়ম (রা)

مَالِكَ يُومُ الدِينِ

আয়াতের শেষে আলিফ সহযোগে পাঠ করেছেন। খুদের এটি রিওয়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, ফাররা ছিল (হাদিসে আস্তায়াজ ইমাম ছিলেন)। বর্তমান আছে যে, খলফা মামুন তাকে নাহ শাকের একটি কিতাব প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি বলতে থাকেন এবং লোকেরা তার লক্ষ্য লিখনরূপে লিখে নেয়। মামুন সরকারী কোষাগার তার সংরক্ষণের আদেশ দেন। ইমাম ফাররা খলফা মামুনের দুই পুত্র এবং তাঁর পরবর্তী মুহাম্মদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। একদিন তিনি দাড়ালে মামুনের দুই পুত্র উসমানের জুতা এগোয়া দেয়ার জন্য ছুটে যায় এবং তা নিয়ে তারা কলে লিখে হয়। পরে তারা প্রত্যেকে এক একটি জুতা এগোয়া দেয়ার আগে উপনিষত হয়। এ অবস্থায় সতুষ্ট হয় তাদের পিতা তাদের

দু'জনকে বিশ্বাস হাজার দীনার এবং ফাররাকে দশ হাজার দিয়ে প্রণয়ন করেন। তখন মামুন বলেন, আপনার চেয়ে অধিক সহায়ী কেউ নেই। কেননা, আমীরুল মুহিমিনের দুই পুত্রের সব পরবর্তী

dুই যুবরাজ আপনার জুতা এগোয়া দেয়। বর্তমান আছে, বিশ্বাস আল মুহাম্মদ অথবা ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ফাররাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেউ সিনিয়ার সাহেব লুল করলে তার ছক্ক কি?

ফাররা বললেন, তাকে কিছুই করতে হবে না। প্রশ্নীকারী বললেন, কেন? ফাররা’ বললেন, কারণ

আমাদের মনীষিগণ বলেছেন, ‘মুসা’ বাবার (অর্থাৎ ব্যক্তিত্বিধি অনুসারে কেন কিছু করে তার রূপ বুঝা যায় না) বাবার জন্য বাবার শেষ পরিমাপ– যা তারা নারী নারী কাউকে প্রসব করে। প্রশ্নকারী অভিপ্রেত হয়ে বললেন, আমি মনে করি না যে, কেন নারী আপনার তৃতীয় কাউকে প্রসব করে। প্রসিদ্ধ অনুসারে ইমাম মুহাম্মদই ছিলেন প্রশ্নকারী এবং তারা ছিলেন

ফাররা’র খালাত ভাই। আবু বকর ইবনুল মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আস্তায়াজ বলেছেন, ফাররা’

dুইশ সাত হিজরী সনে ইনিতকাল করেন। খুদের বলেছেন, ফাররা’ বাগরাদে ইনিতকাল করেন।

মতান্তরে মক্কার পথে। লোকেরা তার প্রশ্ন উদাসমূহের ভয়সী প্রশ্না করেছে।

২০৮ হিজরীর আগমন

এ বছর তাহির ইবনুল হুসাইনের ভাই হাসান ইবনুল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ খুরাসান হতে

পালিয়ে কিরমানে চলে যায় এবং সেখানে বিদ্রোহ করে। আহমদ ইবন আবু খলিদ তার বিদ্রোহ

অভিযান চালিয়ে তাকে অবরুদ্ধ করেন এবং সে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। তাকে মামুনের কাছে

নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে কষ্ট করে দেন। খলফার আ আচরণে প্রশ্নসীরিয়ার মনে করা হয়।

এ বছর কাদী মুহাম্মদ ইবন সামাইয়া বিচারপতি পরে ইসলাম দিলে মামুন তাকে অব্যাহতি দিয়ে

তার স্কুলে ইসমাইল ইবন হাসান ইবন আবু হানিফাকে নিয়োগ করেন। এ বছরে মামুন মুহারমার

মাসে আল-মাহদী সেনানিবাসে মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান মাত্রুকীকে কাদী পদে নিয়োগ দান
করেন এবং অন্তিমে তাকে বরখাস্ত করে রবীউল আওয়াল মাসে। তার স্থানে বিশর ইবনু সাইদ ইনুনুল ওয়ালীদ আল-কিদাকে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে কোন প্রকাশ করে মাহমুদী কবিতা রচনা করেন-

"আলে আলে মলুক মহদ্দ রবে ফাতেলাক বন উলাইড জমাই
যুতি শহীদের সময়ে যুদ্ধ নুস কল্পে বালাই
যুগ্ম মন বলে বাহে যুজ তিহীত চরসম্বাধ এক্স হোম এক্স এন্টার।"

“তাদের সহ সম্প্রস্তর এবং আপনার কাজের বিশর ইনুনুল ওয়ালীদ
একটি গাঢ়। যত কিছু যে বলে এবং হাদিস যা বিবৃত করতে তার প্রতি অনুগত
সে তাদের সাক্ষাৎ রদ করে নেয়। আর যত যা বলে যে, সে একজন শায়খ দিগ-দিগত যা করে বৈশ্বে
করে রয়েছে সে তাদের বিশ্বাস মনে করে।”

এ বছর সালিহ ইবনু হারুন আর রশীদ আর মামুনের আদেশে হজের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

এ বছর মুখ্যবরণকারী বিধিদের তালিকায় রয়েছে আসওয়াদ ইবনু আমির, সাইদ ইবনু
আমির, অনাতম শায়খুল হাদিস আবুদুলাহাই ইবনু বাকর। হাজির (আমিরের সচিব) ফায়ল
ইবনুর রাবি, মুহাম্মদ ইবনু মুসাবাব, মুসা ইবনু মুহাম্মদ আল-আমির যাকে আমির তার পরের
মুবাজ ঘোষণা করেছিলেন এবং আল-নাফিসিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তার পিতা
নিহত হয়ে যাওয়ায় তার ক্ষমতা ভাগা সুবসন হয়নি (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। ইয়াহইয়া ইবনু
আর বকর, ইয়াহইয়া ইবনু হাসান, ইয়াকবু ইবনু ইব্রাহিম যুহ্রী এবং ইউনুস ইবনু মুহাম্মদ
আল-মুনাফিক প্রথম।

সায়িদা নাফিসা (রা)-এর ওকাত

ইনি হলেন নাফিসা বিবু আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনু যায়দ ইনুনুল হাসান ইবনু আলী ইবনু
আরু তালিব (রা) কুরায়শী, হাশিমী, তার পিতা (আবু মুহাম্মদ হাসান) মদিনায় পৌঁছ বছর খেলীফা
মানসুরের নামে ছিলেন। পরে কোন কারণে মানসুর তার প্রতি অস্তুস্ত হলে তাকে বরখাস্ত করেন
এবং তার যাত্রীর স্বাভাবিক অত্যাবস্থা সম্পত্তি ও সংস্কৃত ব্যাঙ্গায় করলেন এবং তাকে বাগদাদে
কারুক্তে করে রাখলেন। মানসুরের মৃত্যুর পরামর্শ তিনি কারুক্তে রইলেন। পরে (পরবর্তী খেলীফা)
মাহদী তাকে মুক্তি দিলেন এবং তার সময় সময়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং একস অস্ত্যতি
হইজরিতে তাকে সংগে নিয়ে হজের উদ্দেশ্য রওনা করলেন। হাজির নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি
ইনিত্তিকাল করলেন। তখন তার বয়স হয়েছিল পঁচাটি বছর। নাসাইর ইকরিমা সুরুত ইবনু আব্রাস
(রা) হতে তার এ হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, রাসুলুলাহ (সা) ইহোরম অবহ্য শিংগা
লাভিয়েছেন। ইবনু মঈন ও ইবনু আলী তাকে দুর্বল বলেছেন এবং ইবনু হিব্রান তাকে ছিকা
প্রত্যায় করেছেন। মুমিয়ার ইবনু বাক্কার তার কথা আলোচনা করেছেন এবং তার
মাহমুদী অতিভাবিজের প্রশংসা করেছেন।

এখানে আমাদের মূখে বিষয় এই যে, এ আবু মুহাম্মদের কন্যা নাফিসা তার বাম ইসহাক
আল-বিদায়াও ওয়ান নিহায়া (১০ম খক) — ৫৭
ইবুন জাফর আল-মুতামানের সংগে মিসরে গমন করেছিলেন। তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ধনবদ্ধ ছিলেন এবং মানুষকে সাহায্য-সহায্যকিতা করতেন। কুঠোরী, বিকলাপ, প্রতিবদ্ধ গোলাপকান নিবেদিতে সাহায্য মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন অধিক ইব্রাহিমিক বাড়ি, দুবিয়নাতাফি ও অধিক পৃথিবী। শাহিদী (র) মিসরে পৌছেছেন তিনি তাদের প্রতি সহায্যকিতার হাত প্রসারিত করেন। অনেকে সময় শাহিদী (র) রমণাতে তাকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। শাহিদী (র)-এর ইন্টিকাল হলে সায়দানা নাফীসা তার জানায় নিয়ে আসতে বলেন এবং তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তার জানায় পড়েন। পরে নাফীসা মৃত্যু হলে তার স্বামী ইসহাক ইবুন জাফর তাকে মদিনা শরীফে নিয়ে দাফন করার ইচ্ছা করেন। তখন মিসরবাসী তাকে বাড়ি প্রাদান করে এবং সেখানে তাকে দাফন করার আবেদন করে। তখন তাকে তার বসত বাড়িতেই দাফন করা হয়। এটি মিসর ও কায়সারের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীন কাল হতে দাবরল সিরা' নামে পরিচিত একটি মহাবল। তিনি এ বছরের রমণাতে ইন্টিকাল করেন। এ বর্ষা ইবুন খালিকানের। তিনি আরে বলেছেন, মিসরবাসীরা তার প্রতি অতিশয় ভক্তি আন্তরিক। আমার (প্রশ্নকারের) সম্পর্কে মানুষের আজ পর্যন্ত তার প্রতি এবং এ ধরনের অন্যান্য বৃহত্তর ভক্তি অতিরিক্ত সীমাবদ্ধ করে চলেছে। বিশেষত মিসরবাসীরা। তারা তার সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয়। উমান নিঃর এমন অনেক অলীক কথা বলে যা নির্কি ও কুফিয়া পৌছে দেয়। তাদের ব্যবহার অনেক শর্ম ও বাদ জায় হওয়ার কোন সূত্র নেই।

কেউ কেউ তার বংশধরে যায়নুল আবিদীন (আলী ইবুনুল হুসাইন (রা)-এর সংগে সম্পর্ক করেছেন; বাড়িতে তিনি এ বংশধরার (অর্থাৎ হুসাইনি) নন। (তিনি হাসানী) এবং তার সম্পর্কেও তেমনই পরিসমৃত সৃষ্টির প্রশ্ন পোষণ করা কর্তৃব্য যা তার অনুরূপ অন্যান্য নেতৃক্ষ নারীদের সম্পর্কে পোষণ করা হয়। কেননা, মূর্তি পূজার মূল সূচী হচ্ছে কবর ও তার ব্যাপারদের ব্যাপার ভক্তি অতিরিক্ত। অথচ নিবির না (সা) কবর সমতল করে রাখার এবং চিত্র বিহীন করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া মানুষের ব্যাপারে অতি ভক্তি তো হামাম। আর যে দরী করে যে, তিনি কাঠামোর আবেদন হতে মুক্তি দেয়ার অথবা আলাদা ইচ্ছা ও মর্মী ব্যতীত কোন লাভ-ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। সে তো মুর্কিক। (আলাহ এ পৃথিবীতি নারীদের রহম করুন ও মর্মাণ্ড মজিত করুন!)

উধীর ফাযাল ইবুনুর রাবি'

বংশধরা : ফাযাল ইবুনুর রাবি' ইবুন ইউনুস ইবুন মহম্মদ ইবুন আবদুল্লাহ ইবুন আবু ফারোয়া; কায়সার- উচ্চমান ইবুন আফসান (রা)-এর মাওলা (আফানুক্ত দাস)। ফাযাল হারুনর রশীদের দৃষ্টিতে মোগাতার পাত ছিল ছিল। বারমাকীরের প্রতিপত্তি তার হাতেই নিঃশেষ হয়েছিল। কিছু দিন তিনি হারুনর রশীদের উধীরও ছিল ছিল। তিনি ও বারমাকীরের আচার-আচরণের অকর্ম ও সাদৃশ্য অজন্মে যত্তুন ছিল। তিনি অবিদায় তাদের হাতেই দেয়ার চেষ্টা অমাত্য রাখেন এবং এক সময় তারা নিঃশেষ হয়ে যায় (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। ইবুন খালিকান উল্লেখ করেছেন, একসময় এ ফাযাল ইয়াহইয়া ইবুন খালিদ বারমাকীরের কাছে গেলেন। তখন তার পুত্র জাফর তার সামনে বসে উপস্থ করিয়ে নিয়েছিলেন ও সীমামোহর করিয়েছিলেন। ফাযালের সংগে ছিল দশটি আবেদন পত্র। তিনি এগুলোর একটিতেও কাজ সমাধা করলেন না। তখন ফাযাল সেগুলো


'হবে অচিরে এমন হবে যে, সময় তার লাগাম ঘুরিয়ে দিবে- অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে; আর সময় বড় বিপাক- ঘাটক (ডিগ্রাজী খায়)। তখন বহ গুরুত্বপূর্ণ চাইহা পূরণ করা হবে এবং মর্ম বেদনাগুলোর নিয়ম হবে এবং বহ বিষয়ের পরে নতুন নতুন বিষয়ের উড়তে ঘটবে।'

উমীর ইয়াহুইয়া তা ঘুরতে পেয়ে বললেন, তোমাকে কসম (দোহাই) দিচ্ছি, যদি না তুমি ফিরে আস। তখন তার কাছ হতে আবেদন পত্রগুলো নিয়ে তাতে সাফ্যাক করিয়ে দিলেন।

পরে ফায়ল বারমাকীদের বিকৃতি লেগে থাকেন এবং এক সময় উদ্দেশ্য সফল হল। এমনকি বারমাকীদের বিদায়ের পরে উমীর পরে মনেনীত হন। এ প্রসঙ্গে আবু মুহ্যারের কবিতায় আছে-

\\(রাতি দেহাত বালুক প্রদক্ষিণ মনে এ মিলেক বীর ফতুয়ীর\\

\\েরাহী তাম নিরুপে দাহীর দাহীর রাখু বংশের কোন দাহীর রাখু কবে\\

\\কাল বারম্যাকী যাত্রীর করেন, যখন তারা অক্সার রাজারেখার পতিত হয়েছিল। কাল\\

\\যাহুইয়া (বারম্যাকী)-র কোন দাহীর রাখু করেন; অবশ্য রাখী বংশের কোন দাহীর রাখু কবে\\

\\না।

ফায়ল হারিনুর শহীদের পরে তার পুত্র আমীনের উমীর হয়েছিল। মামুন বাগদাদে অবশে\n
করে ফায়ল আরুগপুর করেন। তখন মামুন তাকে নিরাপত্তাপ পাঠিয়ে দিলে তিনি দীর্ঘ দিনের\\

আরুগপুর অবস্থা হতে বেরিয়ে মামুনের কাছে উপহৃত হন। মামুন তাকে জীবনের নিরাপত্তা দান\\

করেন। পরে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিত্য জীবন যাপন করে এ বছর জনিতাকে করেন। মৃত্যুকালে\\

তার বয়স হয়েছিল আটঘর বছর।

209 কিন্তুর আগমন

এ বছর আবদুল্লাহ ইবনে তাহর নাসর ইবনে শাবহকে অবরুদ্ধ করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছরের\\

যুদ্ধের পর নাসরকে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে ঠেলে দেয়া সম্ভব হয় এবং সে আবদুরকাকে অস্বীকার করে। ইবনে তাহর এ বিষয়ে খলিফা মামুনের কাছে পত্র লিখে তিনি তাকে আমীরুল মুঘলীনের পক্ষে নিরাপত্তাপ লিখে দেয়ার আদেশ প্রেরণ করেন। আবদুর্লাহ\\

তাকে নিরাপত্তাপ লিখে দিলে সে আহ্মদপ্রণ কের। আবদুর্লাহ তখন সে শক্তি সংগ্রহ করে\\

dেয়ার আদেশ দেন যেখানে নাসর দুর্ঘটনা ঘটি তারিং করেছিল। ফলে তার সৃষ্ট বিশ্বাস\\

নির্ভর হয়। এ বছর বাবা আলী-বাবারামী (বিদেশী মু'তামিলা)-র সংগে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত\\

হয় এবং বাবা মুহুসলিম দলের কোন কোন আমীরকে ও সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের কোন
সালারকে প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কাছে বিষয়টি মারাত্মককরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছর হজ্জের আমির ছিলেন সালিহ ইবনুল আবাস ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল আলী ইবনুল আবদুল্লাহ ইবনুল আবাস (রা)। যিনি তখন মক্কার প্রাসাদ ছিলেন। এ বছর রোম স্থান মীসাইল ইবনুল নিকাহর (জরফিজ) এর মৃত্যু হলে রোমানরা তার পুত্র তাওফিক ইবনুল মীসাইলকে রাজা মনোনীত করে। মীসাইলের রাজত্বকাল ছিল নয় বছর।

এ বছর হাদীসের মাঝায়েতের মধ্যে ইনতিকাল করেন হাসান ইবনুল মুহাম্মদ আলী-আশুয়াব, আবু আলী হানাফী, নিশাপুরের কাহিনী হাফস ইবনুল আবদুল্লাহ, উচ্চমান ইবনুল উমর ইবনুল ফারিস ও ইয়ালা ইবনুল উবায়দ তানাফিসী।

২১০ হিজরীর আগমন

এ বছরের সফর মাসে নাসর ইবনুল শাবহ বাগানাবাদে আগমন করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল তাহরিতে তাকে পাঠিয়েছিলেন। নাসরের সঙ্গে সেনার সাধারণের কোন লোক ছিল না। তিনি একজন বাগানাবাদে এসে করেন। প্রথমে তাকে আবু জফর উপশাহরে অবস্থান করানো হয়। পরে সেখান হতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয়। এ মাসেই মামুন ইবনুল ইবনুল মাহদীর হাতে বায়আত প্রহরকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের একটি দলকে করেদ করতে সক্ষম হন। তাদের শাস্ত্রে যেই হয় এবং তাদের মুর্তি রুদ্ধ করে। আর্ডর করে রাখেন। রবীউর ছুনির মাসের তারিখ বরিবার হয় বছরের শুরু যতক্ষণ তা কারণ তারে আকাশগোল অবস্থা হতে বের হয়ে ইবরাহীম রাজার বেলা নারীর সূরজের ডিকে নিয়ে অপর দু'জন নারীর সঙ্গে বাগানাবাদের কোন সড়কের অভিন্ন করার চেষ্টা করছিলেন। পাহারাদার দাঁড়িয়ে তাদের যাত্রায় দিল এবং বলল, এ মুহুর্তে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কোথা হতে আসা হচ্ছে? পরে তাদের রাখিয়ে রাখতে চাইলে ইবরাহীম তার হাতে বিদায় একটি ইয়াকুতের (পাপা) আঁটি খুলে পাহারাদাররা হাতে দিলেন। পাহারাদার সেদেহের দৃষ্টিতে সেটি দেখে তখনকার ইবরাহীম বললেন, এটি একজন উচ্চ স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তির আঁটি। পাহারাদার তাদের নেশ তাতার হামায়কের (পুলিশ প্রধান) নিয়ে গেলে তিনি এদের চেহারা অনার্ত করার আদেশ দিলেন। ইবরাহীম সে আদেশ পালনে অসীম কৃতি করেন। তারা তার চেহারা অনার্ত করে দেখেছে কেন, এতে ‘তিনিই’। পাহারাদাররা তাকে প্রধান পুল রক্ষার কাছে নিয়ে গেল এবং শোকান্ত ব্যক্তি তাকে ঘোষিত হবে না থাকতে দিল দিল। সুতরাং অবস্থা এই দাঁড়াল যে, ইবরাহীমকে মামুন সায়ানের শূলের ওড়া চোখে অবস্থায় সকলে থিলাফত ভেনে পৌছানো হল। যাতে লালকেরা তাকে দেখেছিলেন প্রায় এবং তার প্রেক্ষাপটে হওয়ার অবস্থা জানতে পারে। মামুন কিছু দিন তাকে সাজে পার্থা বলে পার্থার হিসাবে রাখায় আদেশ দিলেন এবং পরে তাকে মুক্তি দিলেন ও তার প্রতি সত্ত্বে প্রকাশ করলেন। অপরদিকে তার কারণে যাদের কারাবক্স করা হয়েছিল তাদের এককলকে শুলুবনিদ্র করা হল। তারা জেলাধারা রক্ষার অন্তর্বর্তে আক্রমণ করার চক্ষু করেছিল। এ অপরাধে তাদের চার জনকে শূলু দেয়া হয়।

বরং আছে যে, ইবরাহীমকে মামুনের সামনে উপস্থিত করা হলে মামুন তাকে তার কৃতক্ষম ভরণ করতেন। এছা মামুনের প্রতি চাচা ইবরাহীমের মমতা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে তিনি বললেন, হে আরবুর্নুল মুমিনীন! শাস্তি দিলে না আপনার অধিকারে আর ক্ষমা করলে তা আপনার
মহানুভবত। মামুন বললেন, বরং হে ইবরাহীম! আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি। কেননা, ক্ষমতা ক্রোধ প্রশমিত করে দেয়। আর অনুভূতিতাই তওবা এবং এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে মহিয়ান গিরিয়ান আলাহুর ক্ষমা, যা আপনার প্রার্থনায় চেয়ে অনেক বড়। এ কথা তোন ইবরাহীম তাক্কুইর ক্ষমা দিলেন এবং মহিয়ান গিরিয়ান আলাহুর উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত হলেন।

ইবরাহীম তার একটি কবিতায় হাত পুরশ্মান মামুনের প্রশ্ন প্রশংসা করেছেন। মামুন সেটি শোনার পর বললেন, আমি তা-ই বলব যা বলেছিলেন ইউসুফ (আ) তার ভাইদের বলেছিলেন:

লা تَقَرِّبْ عَلَيْكَ الْيَوْمُ يَغْفُرُ اللَّهُ كَلِمَةً وَهُوَ أَرْحَامُ الرَّاهِمِينَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই; আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।")

ইবন আসাফির উল্লে� করেছেন, মামুন তার চাচা ইবরাহীমকে ক্ষমা করার পর তাকে একটি গান গেয়ে শোনার অবদান করলে ইবরাহীম তাকে বললেন, আমি তো গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। পুনরায় তাকে আবদান করার জন্য তিনি সারিদা কেলে নিয়ে গিলেন--

هذا مقامه سُروة خرُبَت منازله و دوره + نمُّت عليه عدَّاته كذات فعاقيبه أميره

'এতো সে আনন্দের স্থান যার নিবাস ও বাড়ি-ঘর বিনামন হবে গিয়েছে; তার শক্র তার ব্যাপারে মিথ্যা কূটনামী করেছেন। তাই তার আমীর তাকে সাজা দিয়েছে।'

পুনরায় গাইটে লাগলেন--

ذهبَتُ عن الدنيا وقد ذهبَت عني + لوى الدهر بِعَنها و وَلَّى بها عَنى

فان ابْكَ نُفْسُه إبَكَ نفْسُه عزِّي ز + وَان احتَفْرَهَا احتَفْرَهَا علَى خُفَن

وَان إن كَانَت المسيئ * بِعَيْنِه + فَانِئي برَّي مُدَفْن حسنُ الظُنَّ

عَدَّوتُ على نفْسِي فعَدَّوتُ عفوة + علَى نفْسِي عفوة مَنْ علَى مَنْ.

'আমিও দুনিয়াকে বিদায় দিচ্ছি। দুনিয়াও আমাকে বিদায় দিচ্ছে, কারণ আমাকে দুনিয়ার হতে মুখ ছুরিয়ে দিচ্ছে এবং তাকেও আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন আমি নিজের সত্তার জন্য কাদলে এক প্রিয় মূল্যবান সত্তার জন্য কাঁদব; আর তাকে হেয়-চুরি করলে পবিত্রের সংঘেই তুষ্ণ করব। আর যদি আমি তার চেয়ে মন্দ কর্মচারী হয়ে থাকি। তবে আমি আমার পালনকর্তার মালিকের প্রতি সাহায্য গোষ্ঠকার দৃঢ় বিশ্বাস স্বপনকারী। আমি আমার নিজের প্রতি যুম করতেছি; তিনি আমাকে পুনরায় ক্ষমা করেছেন। সুতরাং ক্ষমা অব্যহত হবে অন্যদের ব্যাপারে রূপ ধারণ করবেই।'

গান তোন মামুন বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সত্যই সুন্দর বলেছেন, ইবরাহীম এ কথা তোন সারিদা ইয়ে কেলে দিলেন এবং সত্যই হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। মামুন তাকে বললেন, বসুন! শান্ত হোন! সত্যতম আপনাকে! আপনি তো আপনাদের কাছে রয়েছেন। আপনি যা সদ্য়ে করেছেন তার জন্য সব করা হয়নি। আল্লাহর কসম! আমার সময়কাল ধরে আপনি
এমন কিছু দেখেননি যা আপনার অপসরনীয়। পরে তাকে দশ হাজার দীনীর প্রদানের আদেশ দিলেন এবং তাকে শীঘ্র রিলাইট দিলেন। পরে তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও ভবনসমূহ ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিলে সে সব তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল এবং তিনি খলিফার নিকট হতে সমান্তরাল ও শ্রদ্ধার পাত্রপথে বের হলেন।

বুরানের বাসর ও বৌ-ভাত অনুষ্ঠান

এ বছরে রমায়ানে মামুন বুরান বিনতুল হাসান ইবন সাহেলের সংগে বাসর যাপন করলেন। অনেক একটি বর্ণনা হতে তিনি রমায়ানে 'ফামুস সুলহ' নামক স্থানে হাসান ইবন সাহেলের সেনানিবাস পরিদর্শন গমন করেন। হাসান তখন তার অসুস্থতা হতে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। মামুন তার সহযোগী শীঘ্রসংগঠিত আমীর-উমারা বিস্তৃত ব্যক্তিবর্গে এবং বনু হাশিমের গণ্যমানী ব্যক্তিদের নিয়ে হাসানের কাছে অবতরণ করলেন এবং এ বছরের শাওয়াল মাসের এক মোহন রাতে বুরানের সংগে বাসর যাপন করলেন। বরের সামনে আকাশের মোম দ্বারা আলোকজ্জ্বি করা হল এবং তার মাথায় মানিসুল ছড়ানো হল। তাকে উপদেশ করানো হল লাল সেনার পাত্র দিয়ে তৈরি মাঝে। তাতে ছিল এক হাজার মুক্ত দুরা। খলিফার ছকুমে সেওয়ালো সেনার তৈরি একটি চীনা পাত্র যাতে পূর্বে তা ছিল— একত্রিত করা হল। লোকের বলল, হে আমীর মু'মিনীন! আমরা এগোলা ছড়িয়ে দিলাম দাসী-বাড়ীদের তুলে নেয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, না, আমি তাদের এগোলা বিনিময় দিয়ে দিব। সুতরাং সেওয়ালো একত্রিত করা হল।

এরপর নববধূর আগমন হল। তার সংগে আগমনকারীদের মধ্যে ছিলেন তার নানী— মামুনের ভাই আমীরের মা মহিয়াইসী যুবায়া। তাকে বরের পাশে বসানো হল। এর মুখাগোলা নববধূর কোলে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, এগোলা তোমার উপহার। এখন তোমার আর কি কি বাসনা আছে বল। নববধূ লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকলে তার নানী তাকে বললেন, তোমার 'মালিকের' সংগে কথা বল এবং তোমার বাসনা প্রকাশ কর। তিনি তো তোমাকে ছকুম দিয়েছেন। তখন নববধূ বলল, হে আমীর মু'মিনীন! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আপনি আপনার চাচা ইব্রাহীম ইবনুল মাহদীর প্রতি সক্ষম হয়ে যাবেন এবং তাকে তার পূর্বকালী মর্যাদার অনুভূতি করবেন। মামুন বললেন, তাই হবে। বুরান বললেন, আর জানোর মা— অর্থাৎ যুবায়াদের হচ্ছে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। মামুন বললেন, তাই হবে। তখন যুবায়াদের তার শাহী সাজ-পোশাক নববধূকে উপহারদেহ প্রদান করলেন এবং একটি সম্বৎ গ্রাম তাকে অনুদানরূপে বর্তৃক করলেন।

কনের পাঠা বিখ্যাত চিরকুটে তার মালিকানাধীন গ্রামসমূহ, তু-সম্পত্তি ও অন্যন্য মালিকানার নাম লিখে চিরকুটগুলো উপার্থী আমীর-উমারা ও গণ্যমানাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। যার হাতে যে গ্রাম বা স্থানের নাম লিখা চিরকুটে পড়ল সে গ্রামের দায়িত্বীক নায়কের কাছে পত্র পাঠিয়ে তার নির্দেশ মালিকানা চিরকুট গ্রামের নামে হস্তাক্ষর করা হল। মামুন ও তার সহযোগী বিশিষ্টদিগ ও সেনাবাহিনীর সদের নির্দেশনা কেন্দ্রীয় অবস্থানাধীন অঞ্চল ফামুস সুলহ ও অন্যন্য সংগঠন।

মামুন যখন বাগদঢ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেন তখন শহরের জন্য এক কোটি টাকার মালিকায় তার অবস্থান ক্ষেত্র অর্থাৎ হাসানের শাসনাধীন অঞ্চল ফামুস সুলহ ও অন্যন্য সংগঠন।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

অঞ্চল তাকে জায়গীর রূপে বরাদ্দ দিলেন। এ বছরের শায়ালের শেষ দিকে মামূন বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বছরে আবদুল্লাহ ইবনে তাহির মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন এবং খলিফার নিদর্শে সেখানে জরুর দখল প্রতিষ্ঠাকারী উবায়দুর ইবনুস সারিয়া ইবনুল হাকামের সংগে বহু যুদ্ধের পর মিসরকে অব্যস্থা ও পুনর্নির্ধারণ প্রতিষ্ঠা করেন (সে সব যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ পরিহার করা হল)।

এ বছরে মূলাবরানকারী বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন আবু আমার আশাবর্ণদী তাহা অভিধানবিদ, যার নাম ছিল ইসহাক ইবনে মুরাদ, মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আত-তাতারী এবং ইয়াহীইয়া ইবনে ইসহাক প্রমুখ। আল্লাহু সুবহানা তাহার সুবিখ্যাত অবিচ্ছিন্ন।

২১১ হিজরীর আগমন

এ বছর আবুল জাওয়াব, তুলক ইবনে গাননাম, মুসানাফ ও মুসনাদ প্রণেতা আবদুর রায়তাক এবং আবদুরাহাম ইবনে সালিহ আল-আজালী ইনিতিকাল করেন।

বিখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়া

তার পূর্ব নাম ইসমাইল ইবনে কাসিম ইবনে সুওয়াদ ইবনে কায়সান। তিনি হিজাজী বাংলাধুপ। খলিফা মাহদীর উত্তরা নামি এক বাদার প্রতি তার প্রেমাসত্ত্বা ছিল। একাধিক বার সে খলিফার কাছে তাকে চান। কিন্তু খলিফা তখন বাদার তাকে দান করেন তখন সে (বাদারটি) তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'আপনি কি আমাকে এমন এক কৃপিত বাদারা হাতে তুলে দিচ্ছেন যে (এককালে) কলম বিক্রি করত? প্রেমাসত্ত্বের কারণে তিনি তাকে উদ্ধার করে প্রায়শই প্রেম কায় আবৃত্তি করতেন। এভাবে তার প্রেমাসত্ত্বের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তার কারণে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। খলিফা মাহদীর তার এই মনোভাব উপলক্ষি করতেন।

ঘটনার ক্রমে একবার মাহদী তার মজলিসে সকলজীবি কবিদের তলব করেন। তখন সমবেত কবিদের মাধ্যমে আবুল আতাহিয়া এবং অন্য কবি বাশ্শার ইবনে বুরাদ উপস্থিত হন। তখন আবুল আতাহিয়ার কথা তুলে পেয়ে বাশ্শার তার পাশের সিদ্ধীকে প্রশ্ন করে, এখানে কি আবুল আতাহিয়া আছেন? সে তখন বলে, হাঁ, এ কথা তুলে তিনি (আবুল আতাহিয়া) উত্তরে ব্যাপারে তার রচিত ঐ কাসীদা আবৃত্তি করতে থাকেন যার প্রথম পঞ্চক হল—

آلا ما لِسَيْدُتِي مَا لِيَّا + أذَّتُ فَلۡجِعُمِ ۚ اۡلَا لِيَّا

তুলে রাখ ! তার যা আছে আমার কবির তা নেই, সে অভিমান করেছে তারপর তার অভিমানকে সৌন্দর্যমূলক করেছে।

তখন বাশ্শার তার সিদ্ধীকে বলেন, এরকমে দুর্যাহতী কবি আমি দেখিনি, এরপর আবুল আতাহিয়া তার এ কথায় উপন্তিত হন—

اتِنُهُ الخِلاَقُةُ مَنْغَالَةُ + الْيَهُ بَنِجَّرُ أَذَّيُّ لِيَّا

খিলাফত তার 'অনুপত' হয়ে আচল বেঁচে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে।
ফ্লম তোক তালিমের জন্য এবং কোন তুলনা হলো না আর তিনিও 'তা' ছাড়া অন্য কিছুর সাথে বেমানান।

ওয়ালো রারাহা একটি গীতি এলাকার অর্থের মধ্যে রিলারন তিনি বাতীত অন্য কেউ যদি তা কামনা করত তাহলে পৃথিবীর প্রচু কমপ্লেক্স ব্রক্স হত।

ওয়ালো লম মোটি কন্যার গল্পের প্রেমে যেখানে আল্লাহর আমলাবাদ

আর 'জুডায় কন্যারা' যদি তার অনুভূতি না হত তাহলে আল্লাহ তাদের আমলসমূহ কবরুল করতো না।

তখন বাশ্বার তার সবীকারী বলেন, দেখ ! (তার প্রশ্নের প্রয়োগ) খণ্ডায় তার আহ্যন থেকে উড়াল দিয়েছেন কি না ? বর্ননকারী বলেন, আল্লাহমের কসম ! সে দিন তিনি ছাড়া অন্য কোন কবি কোন বসন্ত নয়ে কেন যান। ইবন খালিকান বলেন, একবার আবুল আতাহিয়ার সাথে আবু নুওয়াসের সাক্ষাৎ হয়- আর তিনি ছিলেন তার ও বাশ্বারের সমন্বয়ে কবি- তখন আবুল আতাহিয়ার আবু নুওয়াসকে প্রশ্ন করেন, প্রতিদিন তুমি কী করিতা পদ্ধতি রচনা কর ? তিনি বলেন, একটি বা দুটি। এ কথা অনে আবুল আতাহিয়া বলেন, আমি কিন্তু প্রতিদিন একাধিক থেকে নির্দিষ্ট মতো কবিতা পদ্ধতি রচনা করি। তখন আবু নুওয়াস [বিচ্ছেদ করে] বলেন, তুমি সমস্ত তোমার এ জাতীয় কবিতা পদ্ধতি রচনা করে থাকে-

যা উদ্বোধ মালাই ওল্লক + যান সেই নেমেনি ল্য় আরূক

হে উদ্বর্তা ! তোমার আমার কী হয়েছে ? হায়, আমি যদি তোমাকে না দেখতাম ! আমি যদি এ জাতীয় কবিতা পদ্ধতি রচনা করতাম তাহলে প্রতিদিন এক থেকে দু'হাজার পদ্ধতি রচনা করতে পারতাম। আমি রচনা করি এ জাতীয় পদ্ধতি -

মিন কফ উহাত ফি ফি রৌহ দ্বারা + লহাম হোইয়া লোভী রৌহ

পুরুষের পরিধানে বিদ্যমান এক তত্ত্ব হাত থেকে যার দুই প্রথমের একজন সমকামী আর অপরজন বাতিরী।

[ এই কবিতা পদ্ধতি আবর্তী করার পর আবু নুওয়াস বলেন ]

আর তুমি যদি আমার নয়া কবিতা পদ্ধতি রচনা করতে চাইতে তাহলে তা কোন দিন তোমার পর্যায় সম্প্রদায় হত না। ইবন খালিকান বলেন, আবুল আতাহিয়ার অন্যতম কোমল কবিতা পদ্ধতি হল -

আমি তোমার প্রতি আকেশ হয়েছি এবং আসক্তির আধিকারে আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে আমার নিকটবর্তী হলে আমার সদা আমার পরিধানে থেকে সেই আসক্তির গ্রাণ অনুভব করে।
আবুল আতাহিয়া জন্মগ্রহণ করেন এক জন্ম হিজরীতে আর মৃত্যুবরণ করেন দুই এগার মাসের দুই অমালের দুই মাসের তৃতীয় ও নবম সেরা মাসের তৃতীয়। বাদামের অশ্বিনিত তার সমাধির উপর তিনি নেমে নিজ কবিতা পাঠিয়েছিলেন লিখে রাখার জন্য ওসীতে করে যান—

তিনি করেন অানার সারাসারি + লিখিত মুখ শ্লোক ব্যথা।

যে জীবনের পরিসমাপ্তি হল মৃত্যু সে জীবন অতি দুর্বল হয়ে ওঠে।

২১২ হিজরীর সূচনা

এ বছরই খলিফা মামূন আয়াবায়াজান তুর্কের চেয়ে বাবক আল-খারামীর বিদ্যুতে লড়াই করার জন্য মুহাম্মদ ইবন হময়াদ আত-কুরিয়ে মাওসিলের অভিমুখে প্রেরণ করেন। তখন তিনি বাবাকের সমস্তার সমবেতের একটি দলকে বন্ধি করে খলিফা মামূনের কাছে প্রেরণ করেন। এছাড়া এ বছরের রবীউল আওলাম মাসে খলিফা মামূন তার প্রস্তাবের মাঝে বীরত্ব দুটি বিদায়ের প্রচলন করেন, যার একটি অট্টরি চেয়ে জন্ম। প্রথম হল 'কুরআন মখলুক'-এই আকাদিত এবং দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর পর আলী-ই (রা)। হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সেদেহ নেই এই দুটি বিষয়ে তিনি বিদায় সকল তুল করেন এবং মাওসিলের অধিকারী।

এ বছর লোকের নিয়ে হঠাৎ করেন আবদুর্লাহ ইবন উবায়দুর্লাহ ইবন আকাস আল-আকাসান। আর এ বছরই আসাদুস সুনাহ | সুলাহর সিংহ পৃথ্বি | খ্যাত আসাদ ইবন মূসা, হাসান ইবন জাফর, আবু অসিদ আল নাবীল যার নাম খাইধের ইবন মুহাম্মদ, আবুল মুহাম্মদ কুদুস ইবনুল হাজার আশামী আল-দামেশকী এবং ইমাম বুখারীর শায়খ মুহাম্মদ ইবন ইউনুস আল-ফারায়াবী মৃত্যুবরণ করেন।

২১৩ হিজরীর সূচনা

এ বছরই আবদুর্লাহ ইবন আলী তার দুই বাক্তি বিদ্যুতে এবং খলিফা মামূনের বায়াত প্রত্যাহার করে যিতেরিয় ভূখন দখল করেন। নবু কায়সে এবং ইমামানাদের একটি দল এসময় তাদের প্রতি অনুগত প্রদর্শন করে। এদিকে খলিফা মামূন তার ভাই আবু ইসহাককে সিরিয়ার এবং তার পুত্র আবাবকে আল-আমিয়া, সীমান্তবিহীন এলাকা এবং দুর্গায় শায়খানার অর্থ করেন। এরপর তিনি এদের প্রতিযোগীকে এবং আবদুর্লাহ ইবন করিয়ে পান লক্ষ দীনার বা স্মৃত্যু প্রদান করেন। এ বছর তিনি গামুসান ইবন আবাবকে সিল্কুর রেলার নির্ভর করেন। আর হঠাৎ পরিচলন দায়িত্ব পালন করেন বিগত বছরের আমার। এছাড়া এ বছর আবদুর্লাহ ইবন লাদাউন আল-জুওয়াজী, আবদুর্লাহ ইবন ইয়াইদ আল-মিসরী, আবদুর্লাহ ইবন মূসা আল-আবরী এবং আবাব ইবন আলী সালাম আল-দামেশকী মৃত্যুবরণ করেন।

ইবন খালিকান বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এ বছরই ইবরাহিম ইবন মাহান আল মাওসিলী আন-নাদিম, আবুল আতাহিয়া এবং আবু আর আশ-শায়খানী আন-নাবী একই দিন বাদামের মৃত্যুবরণ করেন। কিছু তিনি এটি সাধারণ বলে মন্ত্রণ করেছেন যে, ইবরাহিম ইবন নাদিম একই আতশি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক সুমিতালী বলেন, আর এ বছর ইবন ইসহাক থেকে 'নবী চরিত' বর্ণনাকারী আবদুল মালিক ইবন ইহাম ইনতিকাল
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম ২৩) —৫৮
করেন। ইবন খালিকান তাঁর উদ্দৃতিতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সঠিক হল তিনি দুইশ আঠার হিজরীতে ইনিতিকাল করেন, যেমনটি আবু সাইদ ইবন ইউবুস ‘মিসরের ইতিহাস’ উল্লেখ করেছেন।

কবি আকুরক

(তাঁর পূর্ণ নাম) আবুল হাসান ইবন অলী ইবন জাবালা আল-খুরাসানী। আকুরক হল তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন আযাদকৃত দাস এবং জন্মাষ্টমী। অবশ্য কারও কারও মতে সাত বছর বয়সে অটি বসতে আচ্ছাদিত হয়ে তিনি দৃষ্টিগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কৃষকভাবে এবং ক্ষুদ্রগাত্রী কিন্তু অন্যতম কৃষক, বিশেষত ও অলংকারময় ভাষার অধিকারী কবি। আরবী সাহিত্যের দিকপাল জাহিয়া এবং তাঁর পরবর্তী কাব্য সমালোচকগণ তাঁর কবিতাপ্রশংসা করেছেন। জাহিয়া মন্ত্র করেছেন তাঁর চেয়ে কৃষক কোন শহরে বা প্রাচীন কবি আমি দেখিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা পঞ্জিকা হলঃ

বাইপি মন রাত্রিতে মুক্তিমায় + হৃদয়ে মির শরীর জ্যোতিঃ

আমার পিতা উৎসর্গিত হোন আমার ঐ দর্শনার্থীর জন্য যে সবকিছু থেকে সতর্ক ও উৎকষ্টিত হয়ে নামন্ত্র আমাকে দেখতে এসেছে।

রাত্রিতে তাঁরে উপাসনে + কীফ যুথিত তোলায় বেজুর তুল্যে

কিছু তে তে এমন এক দর্শনার্থী যার নিজ সৌন্দর্যের তাঁর 'কাল' হয়েছে আর রাত কীভাবে পুর্ণিমা চাড়কে আড়াল করে রাখবে?

রচনা মিলে হতে আমি সন্তানের + ও সুন্দর হতে হেঁটে

সে নির্জনতার প্রতীক্ষায় থেকেছে অবশেষে সে তা লাভ করেছে এবং সে নৈশ সহচরকে পর্যবেক্ষণ করেছে এমনকি সে যুমিয়ে পড়েছে।

রক্ষ স্তে বাহু চরহারে + তুমি মাসল হতে রহিয়া

সে তাঁর এই দর্শন যাতায় বিভিন্ন ভাবাবহতার শিকার হয়েছে। তারপর কোন সজ্জায় বায়ীত বিদায় নিয়েছে।

সেই হল ঐ ব্যক্তি যে আবু দুলাফ কাসিম ইবন ঈসা আল-আজালী সম্পর্কে (তাঁর প্রশংসায়) আবৃত করেছে—

ইন্দিরাপি রাসুল লালুম্বর + সন্নাত মুক্তিত্যহু মোহূড়স্তরে

দূর্বল বলতে যা কিছু বোঝায় তাতে আবু দুলাফের আক্রমণশাল ও উপাধিপ্রদক্ষেপের মাঝে সীমাবদ্ধ।

ফচাদ ও লতিব আবুদলাফ + লতির দুর্বলি হুলাল আলের

আবু দুলাফ যখন ফিরে যায় তখন গোটা দুর্বল তাঁর অনুগামী হয়।
কল্লুন মনে ফুটে আরো মনে পাওয়া + বিভিন্ন পাদাধীন এল হ্রাস হয়েছিল।
পৃথিবীতে যত আরম্ভ আছে, তোমার সে শহরের বাগানে।

যি রত্নের নিখেল মমট:রে + বাঁধিয়া যা সত্যিই মশান্ত হয়েছিল।
(সে তোর) বদনাত্য লাবালের প্রতিভায় করে যা তুমি সম্পাদন করে তার সর্বশ্রেষ্ঠের দিন।

খনিকা মামুনের কথায় যখন এই পথক গল্লো পৌঁছে আর তা ছিল দীর্ঘ কালিনা যা দ্বারা সে আবু নুআলের প্রতিভায় করে - তখন তুমি তাকে তত্ত্ব করেন, কিন্তু সেভাবে পলায়ন করে।
তারপর তুকে খনিকা সামনে হামিল্লার করা হল তিনি প্রশ্ন করেন, দূরবাগু - কোন প্রত্যােব তুমি কাসিম ইবন ঈসাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছ? তখন সে (উত্তর দিয়ে) বলে, আমীরুল মুমিনী! আপনায় হলেন আরে বায়ত বা নবী পরিবার আলা তা'আলা আপনাদের মনোনীত
করছেন এবং বিশাল সমাজায় দান করছেন। তারিভ তো তার সাংস্কৃতিক এবং সমকক্ষদের উপর
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছ। তখন তুমি বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি কাওকে বাকি রাখিনি যখন তুমি
বলছেছ।

কল্লুন মনে ফুটে আরো মনে + বিভিন্ন পাদাধীন এল হ্রাস হয়েছিল।
অবশ্য এর কারণে আমি তোমার হ্যাতেকে বৈধ মনে করে না, কিছু তোমার প্রশ্ন এবং কুফীরের
কারণে যেহেতু তুমি এক নিকট বানার ব্যাপারে বলছে-

অনেক যে নির্দিষ্ট আল্লাহ মনোনীত করেন + তনয় তোমার দাহর মনে হল হল 
অপনিভ তো এমন যেন তোমি দিনসমূহ থেকে স্বভাবে প্রতি নির্দিষ্ট করেন এবং কালকে এক অবস্থা
থেকে এক অবস্থায় স্থানান্তরিত করেন। আর কারও প্রতি আপনি কূপ-দুটি প্রসারিত করা মাঝই
তার জীবনে পক্ষন ও জীবনে কলের ফোকসালা করে ফেলেন।

এটাতো নিয়ে আল্লাহ তুমি! এরপর মামুন বলেন তার জিত্বা টেনে খুঁড়ে ফেল। তখন (এ
বছরে) তার জিত্বা টেনে খুঁড়ে ফেলা হয়, ফেলে সে মুক্তি বলে। এ ব্যতীত সে হুমায়দ ইবন
আবদুল হামিদ আত্ত-তুলীর প্রশংসা করায় রচনা করে -

ইন্দ্রিয়ান দিনীয়া হ্রাসে ওআলাহের জ্ঞান 
ফালশাই ওলা হ্রাসে ফুটাই দিনীয়া বসাম।

দুনিয়া বলতে হুমায়দকে বাহামায় আর তার দাসনূহ বিশাল-বিপুল, হুমায়দ যখন বিদায়
হবেন তখন দুনিয়েকে 'সালাম'।

এই হুমায়দ যখন মুক্তি বলেন তখন আবুল আত্তিয়া তার মৃত্যু শোকে রচনা করেন-

আমি জানি আমি জিন্দা ফোসুইস বি পুরক ফাটুর ফজন জিমুই হুমক্স 
ও জানি পুটু মুজ্জুর আত্তরান কোয়ারে এড়া নারি জীলাম মিন মির্জাম।
আরু গানিম ! আপনার চরিত অতি উদার আর আপনার সমাধি সুদৃঢ় এবং লোক সমারেষ্ণ
পূৃঢ় কিছু সমালিঙ্গ লোক সমারেষ্ণ সমাধিমূল-এর কী উপকার করবে যখন তার দেহ ভগ্নাবশেষে
পরিণত হচ্ছে।

ইবুন খালিকান এই কবি আকুকের বেশ কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা পঞ্জকি উল্লেখ করেছেন, যা
আমরা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বাজন করেছি।

২১৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রবীউল আওলাম মাসের পঞ্চিশ তারিখ শনিবার মুহাম্মদ ইবুন হময়দ এবং বাবক
খুররমী (আল্লাহু তাকে অতিষ্ঠ করুন) মূর্মাশুকুল্লা হয়। এ যুদ্ধে বাবক খুররমী মুহাম্মদ ইবুন
হময়দের বহ সংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং তার হত্যার কথা এবং ইবুন হময়দের
অবশিষ্ট যোদ্ধা পরাজিত হয়। তখন খলীফা মামুন ইসহাক ইবুন ইব্রাহীম এবং ইয়াহীয়া ইবুন
আকছামকে আবদুল্লাহ ইবুন তাহিরের কাছে পাঠান। এসময় তিনি তাকে খুরাসান শাসন এবং
পার্বত্য অঞ্চল আযারবাইজান, এবং আরেফনিয়ার শাসন ও কবরকে বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাঝে
ইথিয়োপিয়ার বা ইথিয়োকাি প্রদান করেন। তখন তিনি হারেরাজীর প্রবল হওয়ার আশঙ্কায় এবং
খুরাসানের পরিহিতি নিয়ন্ত্রণের অধিক প্রয়োজন থাকায় খুরাসানের অবস্থানকেই গ্রহ করেন। এ
বছরই রশীদ পুত্র আরু ইসহাক মিশর ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং আবদুন সালাম ও ইবুন জালীনের
কাছে এর কর্তৃত্ব তিনি নেন এবং তাদের উত্তর্কে হত্যা করেন। এছাড়া এ বছর বিলাল
আল্লাহু তাকে অতিষ্ঠ করুন বিলাল আল্লাহু তাকে অতিষ্ঠ করুন বিলাল আল্লাহু তাকে অতিষ্ঠ
কবিতা বিদ্রুপ করে। তখন খলীফা মামুন তার পুত্র আবরাসকে একদল
আলীর উম্মারদের সাথে তার বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তারা বিলালকে হত্যা করে বাগদাদে
প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছর মামুন, আলী ইবুন হিশামকে আল-জাবাল, কুম, ইস্পাহান ও
আমারাইজানের এই সময়কালের শাসক নিয়োগ করেন। এ বছর হজ পরিচালনা করেন ইসহাককে ইবুন আকবাস
ইবুন মুহাম্মদ ইবুন আলী ইবুন আবদুল্লাহ ইবুন আব্বাস এবং এ বছরই মৃত্যুবরণ করেন আহমদ
ইবুন খালিদ আল-মাওহিবী।

আহমদ ইবুন ইউসুফ ইবুন কাসিম ইবুন সাহীহ

এই হলন কাতিব আরু জাফর, খলীফা মামুনের চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।
ইবুন আনাফির তার জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন এবং তার রচিত নিমোত কবিতা পঞ্জকি মূহুর
উদ্ধৃত করেছেন।

কোন কৌশল অবলম্বন ছাড়াই কখনও কখনও মানুষ জীবনের প্রচেষ্টা হয়, আবার কখনও
কৌশলের ও চূড়া বালিকা বিদ্রুপ হয়।

কন্ট ফাতিমাত আলী তার নামে উদাহরণ করেন আল হামদুল্লাহ।

আমাকে কোন দিন কোন ধনাচ্যক কিংবা দায়িত্ব প্রাপ্ত করেনি এমন অবস্থা বহু জ্ঞাত যখন
আমার প্রতিক্রিয়া সে ব্যাপারে “আল-হামদুল্লাহ”।
এ ছাড়া তার রচিত অন্যতম কবিতা পড়া যাচ্ছে।

১

ইদা ফলিত প্রায় শিরী নজরে ফাহীমে + ফান নজম দিয়ে উচ্চর ও হাজার
কোন শব্দের যদি তুমি 'ইাম' বল তবে তা পূর্ণ কর। কেননা 'ইাম' বলা সাধারণ বাক্যের জন্য অবশ্য পরিষ্কার যে না।

ও আ ফলিত। তার ভাবে নয় + লক্ষ যাত্রী নাম অন্যান্য দুই কীজ কাজ
অন্যথায় না বল তবে তুমি বক্তি লিখ করবে যাতে মানুষ তোমারে মিথ্যাচারী বলতে না পারে।

এছাড়া তার রয়েছে-

২

ইদা দুর্ভোগ সের রিসালে + ফ্লাম উপরে ইসলাম হেয়েছ।
কোন বাক্যের যদি নিজে যার গোপন কথা ফাঁস করতে তারপর অন্যকে তার জন্য ভরসনা করে তাহলে সে অতি নির্দিষ্ট।

৩

ইদা সংকেত দুর্ভোগের সিদ্ধান্ত + ফ্লাম নির্দেশ
কোন বাক্যের অন্তর্নিহিত যদি তার নিজের গোপন কথা সংগ্রহের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে যার কাছে গোপন কথা আমান্তে রেখেছে তার অন্তত হবে আরও অধিক সংকীর্ণ।

এছাড়া এ বছর ইরাম আহমদ ইবনু হাবিল শাহখান ইবনু মুহাম্মদ আল-মারওয়াছি আবদুল্লাহ ইবনু হাকাম আল-মিসরী এবং মুহাম্মদ ইবনু উমরু মূর্ত্তিবন করেন।

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আইয়ান ইবনু লায়ছ ইবনু রাহী আল-মিসরী। ইনি হলেন এ সকল বাক্যের অন্যতম যারা সরাসরি ইমাম মালিকের কাছে 'মুহাম্মদ' অধ্যায়ন করেছেন এবং তার মাতাহারের ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর বুদ্ধি বুদ্ধি করেছেন। মিসরে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমান্তরের পাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি বিশাল ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। ইমাম শাফিক (র) যখন মিসরে আগমন করেন তখন তিনি তাঁকে এক হাজার দীর্ঘ দিনই প্রাদেশ করেন এবং তার সঙ্গীদের থেকে তার জন্য আরও দুই হাজার দীর্ঘ দিনই প্রাদেশ করেন এবং তার জন্য নিয়মিত তালাব ব্যবহৃত করেন। আর তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনু অবদুল্লাহ ইবনু হাকাম এর পিতা যিনি ইমাম শাফিক (র)-এর সাবাচ্ছে সাবাচ্ছে। এ বছর তিনি যখন মৃত্যুবন করেন তখন তাকে ইমাম শাফিক (র)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়। আর তার পুতুল আবদুল্লাহ রহমান যখন মাতা যায় তখন তাকে কিবলার দিক থেকে তার পিতার পাশে দাফন করা হয়। ইবনু খালিকান বলেন, সুতরাং এখানে মোট দিনটি কবর ইমাম শাফিক হলেন সিয়ার্রা প্রাপ্তে আর তারা দুই জন হলেন তার কিবলার দিকে। আবদুল্লাহ তাদেরকে রহম করেন।

২৫৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরের মুহাররম মাসের শেষাংশে খলিফা মামুন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য-সমন্তসহ বাগদাদ থেকে রোমক তুষ্ণে অভিমুখে আসের হন। এসময় তিনি বাগদাদ ও তার
আধিনধ্য প্রশাসনিক অঞ্চলসমূহের জন্য ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুসাবাবকে তার স্থলবর্তী নিয়োগ করেন। মামুন যখন তিনক্রীতে পৌছেন তখন দেখানে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মদ জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে হুসায়ন ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব মদিনা থেকে আগমন করে তার সাথে সাকাত করেন। তখন মামুন তাকে তার কন্যা উমুল ফয়ল বিনত মামুনের সাথে সাকাতের অনুমতি প্রদান করেন। আর মুহাম্মদ ইবনে আলি তার পিতা আলি ইবনে মুসার জীবনকালের মামুন - কনার সাথে পরিষেবা সূত্রে আবস্থা হিতকর ছিলেন। তখন মুহাম্মদ ইবনে আলি তাত্ত্বিক সাহিত্য একত্রে মিলিত হন এবং তাকে তার সাথে হিজাবে নিয়ে যান। এছাড়া তার ভাই আবু ইসহাক ইবনুল রশিদ, তিনি মাওসিলে পৌছার পূর্বে মিসর ভূখন থেকে আগমন করে তার সাথে সাকাত করেন। এরপর বিপুল সংখ্যায় কৌজ নিয়ে খলীফা মামুন তারসূস অভিভূতে অপসর হন এবং জুমাদাল উলা মাসে দেখানে প্রবেশ করেন। দেখানে তিনি বল্হায়ারের মাধ্যমে একটি দূর্ঘণ জয় করেন এবং তা বিপুল করে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন এবং দেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি কাসিয়ুন পাখাড়ের পাদদেশে দায়রমারাত মহল্লা আবাস করেন এবং বেশ কিছুদিন দামেশকে অবস্থান করেন। এ বছর আবুদুল্লাহ ইবনে উবায়দুরহান ইবনুল আব্বাস আল আবাসী লোকদের নিয়ে হজ আদায় করেন। এছাড়া একবছর আবু যায়দ আল-আনসারী, মুহাম্মদ ইবনুল মুবারক আস-সুলী, কাহাসা ইবনে উকবা, আলি ইবনে হাসান ইবন শাকিফ এবং মাহ্মুদ ইবনে ইবরাহিম ইনতিকালে করেন।

আবু যায়দ আল আনসারী

তিনি হলেন সাইদ ইবনে আওস ইবনে হাবিব আল-বসরী, বিখ্যাত আবিদা এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও অস্থায়ী বাঙ্কি। বলা হয়, তিনি লায়লাতুল কদর অর্থাৎ শের বেল প্রতাপে করতেন। আবু উদ্দান মাহিব বলেন, আমি (এরপর) আসায়াতকে দেখায় তিনি আবু যায়দের কাছে আসলেন এবং তার মাথা চুবন করে তার সামনে বসে বললেন, পঞ্চাশ বছর বাই আপনি আমাদের নেটা ও প্রধান। ইবনে খালিকান বলেন, তার বহু রচনা বিদ্যামান, তন্মধ্যে ‘মানবসৃষ্টি’, ‘উত্তর বই’ ‘পানির বই’ ‘পারসিকগণ ও মুসলিমের বই’ এবং অন্যান্য বই রয়েছে। তিনি এ বছর ইতিহাস করেন, অবশ্য একথায় বলা হয় যে, এর পূর্ববর্তী বছর কিংবা পশ্চিমী বছর। এসময় তার বয়স ছিল সতর্কের অধিক। মস্তকের একশত কাহাকার আর আবু সুলায়মান, তার জীবন চরিত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

২১৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরই রোমস্বরূপ মীরাইল পুরুষ তুফায়াল একশত মুসলমানের সাথে বাড়াবাড়ি করে।

তাসূস ভূখনে সে তাদের হত্যা করে। তাদের সংখ্যা ছিল খুব মতো। এরপর সে নিজের নাম দ্বারা পরের সূচনা করে খলীফা মামুনের কাছে পত্র প্রেরণ করে। মামুন যখন তার পত্র পাঠ করেন তখন তিনি কোনতর যাত্রা নির্দেশ না করে তৎক্ষণাৎ রোমস্বরূপ কূটনীতে উদ্দেশ্যে রয়েনান হন। এসময় তার ভাই সিরিয়া ও মিসরের শাসক আবু ইসহাক ইবনে রশিদ তাকে সাহচর্য প্রদান করেন।

এ অভিযানে তিনি স্বয়ং ভিত্তি এবং বল প্রদানের মাধ্যমে বহু শহর জয় করেন। আর তার ভাই তিরিকটর দূর্ঘণ জয় করেন। এছাড়া তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আকহামকে উপরিকাবাহিনী দিয়ে
তুমিওনা ভূখে প্রেরণ করেন, তখন ইয়াহইয়া বছ শহর জয় করেন এবং বহুসংখ্যক শক্তকে বন্ধু
করেন এবং একাধিক শক্তপূর্ব জাহিয়া দেন। এরপর তিনি সেনা চৌকিতে ফিরে আসেন। বালীকা
মাম্মুন জুমাদাল অধিপত্র মাকামাকিকাল থেকে শহাব মানুষের মাকামাকাই কাল পর্যন্ত রোমানক্তৃথেকে
অবস্থান করেন। এরপর তিনি দামশেক ফিরে আসেন। এদিকে আবদুল ফিলরী নামক জনিক
ব্যক্তি এ বছরের শাবাব মানুষে মিসর দেশ আক্রমণ করে বসে এবং আরু ইসহাক ইবন্ন রশিদের
প্রশাসকদের বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠে এবং বহুলোক তাকে অনুসরণ করে। তখন বালীকা মামুন
বিলহাজ্জ মানুষের দৌংত তারিখ বুদ্ধবার দামশেক থেকে মিসরীয় ভূখের দিকে রওনা হন।
এরপরের জন্যা আমারা আচরণ উল্লেখ করব।

এ বছরই বালীকা মামুন বাগদাদের প্রাধান্য ইসহাক ইবন্ন ইবন্নহামিকে পত্রপ্রেরণ নিদর্শ
প্রসাদ করেন লোকদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকরার বলার জন্য আদেশ করেন। এরপর
সর্বপ্রথম এই প্রথম প্রচলন হয় রমানাধার চৌদ্দ তারিখে খুবধাব বাগদাদ এবং রসাফার জামে,
মসজিদে। এটা এভাবে করা হত যে, লোকজন যখন নামাজ শেষ করত তখন উর্দ লাড়াত এবং
তিনিলের তিনটি তাকরার বলত। এরপর তারা অবশিষ্ট নামাজসমূহে এ ধরা অন্যহাত রাখে।
এটিও বালীকা মামুনের মূলক্রসবুট ‘বিদানে’ যা তিনি উদ্ধার করেন কোন দলীল-প্রমাণ কিংবা
নির্ভরনোগ্য তিনি ব্যতীত। কেননা তারা পূর্বে কেউ এটা করলে। তবে সহীন বুখাতে ইবন্ন
আব্বাস (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে উচ্চর যিকিরের প্রচলন
ছিল যাতে করে লোকদের ফরম নামাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জাতা যেত। এছাড়া একবল
আলিম এটাকে মুসাতাহব বলেছেন মেমন ইবন্ন হাম্ম প্রমুখ। ইবন্ন বাতুভাল বলেন, ‘মায়হব
চতুষ্ঠ’ এটাকে মুসাতাহব গণ্য করে না। ইমাম নবী বলেন, ইমাম শাফিক (র) থেকে বর্ণিত
আছে যে, তিনি বলেন, এটা ছিল মূলত লোকদের একথা জানার জন্য যে, নামাজের পর যিকির
অনুমোদিত - সীরিয়ার সময়। এরপর যখন তা জাতা হয়ে পেল তখন আর উচ্চ:স্বরে যিকিরের
কোন অর্থ থাকাল না। আর এটা হল মেমন ইবন্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি
জানায় নামাজে উক্ততায় সুরা ফাতিহা পাঠ করতেন মেমন মানুষ জাতে পারে যে, তা সুন্নাত।
এছাড়াও এর একাধিক দৃষ্টিত রয়েছে। আর আল্লাহই সীরাবি জানেন।

আর এই বিদায় যার নির্দেশ বালীকা মামুন প্রসাদ করেছিলেন নিঃসমভে নবসাবড়া বুধপ্রথা সালফে সালেেখনের কেউই এর উপর আমাল করেননি। আর এ বছর প্রায় শরী পড়ে এবং
বিশ্ব বছর যিনি হজ পরিচালনা করেছিলেন এ বছরও তিনিই হজ পরিচালনা করেন, মতামত
অনুভব; আর আল্লাহ সমাব অবগত। এছাড়া এ বছর হিব্বাব ইবন্ন হিলাল। তাহা, ব্যাকরণ,
কল্যান এবং অন্যান্য শাসকের বিশেষত আবদুল মালিক ইবন্ন কুরায়ব আল-আসমাল, মুহাম্মদ ইবন
বাক্তার ইবন্ন হিলাল এবং হাওয়া ইবন্ন শালীকা ইন্টিকাল করেন।

হারুনর রশীদের শ্রী ও পিতৃব্যখতা যুবাবাদা

ইনি হলেন জাফর তন্না উমর অাবিষ্ট ইলাল-আববানায়া অল-হাশিমিয়া ইল-কুরাশিয়া।
তাঁর উপাদি হল যুবাবাদা আর তিনি জাফর ইবন মানসূরের কন্যা। তিনি ছিলেন শালীকা হারুনর
রশীদের প্রিয়তম মানুষ এবং অসামান্য রূপ ও পরিবে সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁর সাথে শালীকা
হারানুর বক্তৃতাতে বহসঘাত বাঁধি ও একাধিক স্তূপ ছিল যেমন আমার তার জীবন চরিতে উল্লেখ করেছিল। আর তার যুবায়া উপাধি লাভের কারণ, তার পিতামহ অবু জাফর মানসুর শৈশবে তাকে আদর করে নাচাতেন এবং তার শুভোতার কারণে বলতেন তুমি হলে 'যুবায়া'। তখন থেকে এই উপাধিতেই তার পরিচয়। তার আসল নাম উয়ল আধিয়ী। রূপ সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, ধার্মিকতায়, দান-সাধারণে এবং সনাতন তিনি ছিলেন অনন্য।

খোলাবর্ণ করেছেন, (একবার) তিনি হজ্জ করেন। তখন (হজ্জ সফরের) ষষ্ঠ দিন তার বয়স হয় পার্চ কটু চরিত্র লঙ্ক দিত্রাহম। তিনি যখন (তার সৎপুরুষ) মা'মুনকে ধিলাফত লাভের অভিনন্দন জানান তখন বলেন, তোমাকে দেখার পূর্বে তোমার পক্ষ থেকে আমি নিজেকে অভিনন্দিত করেছি। আর আমি যদি (িতিপূর্বে) আমার এক দুই লোকের হারারে থাকি তাহলে (আজ আমি) তার পরিবর্তে আরেকজন দুই লোকের পুত্র লাভ করেছি যাকে আমি জন্ম দেইনি। আর তোমার নায়ো পুত্রকে যে বিনিয়োগ লাভ করে তার কোন ক্ষতি নেই। আর এমন মা সন্তানহারা হতে পারে না যার হাত তোমার উপাত্তকে পূর্ণ। আল্লাহ আমার থেকে যাকে সরিয়ে নিয়েছেন তার জন্য আমি তার কাছে বিনিয়োগ প্রার্থনা করছি আর তিনি তার পরিবর্তে যাকে দিয়েছন সে দীর্ঘকাল কামনা করছি। দুইশ ঘোল হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

খানীব বলেন, তিনি হসায়ন ইবন মুহাম্মদ আল-খাললাল সূত্র মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ওয়াসিতি) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন, আমি যুবায়াদের সংগে দেখে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, মক্কা পথের প্রথম যে কৌদহার ঘাত করা হয়েছে তাতেই তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন আমি (তাঁর বিবর্ণ চেহারা দেখে) তাকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এই বিবর্ণতা কিসের? তিনি বললেন, বিশার আল-মুবায়ালীন নামক এক ব্যক্তি আমাদের মাজে দাফন করা হয় তখন জাহান্নাম তাকে গ্রাস করার জন্য সন্দেহ নাই দাউ দায় করে জুল উঠে। এতে তাঁকে আমি কমিত হই এবং এই বিবর্ণতা আমাকে তেলে ফেলে।

ইবন খালিকান উল্লেখ করেছেন, তার এমন একশ বাঁধি ছিল তাদের প্রতোতে সম্পূর্ণ করণের হাফিয়া ছিল। আর এরা ছাড়া যারা কুরান পড়েনি কিংবা যারা আংশিক পড়েছে তারা তো ছিলই। তার প্রাচীন এদের তিলাইয়াতনের কারণে সবসময় মৌমাছির গুহায় গুহায় শোনা যেত। এদের প্রতোতের দৈনিক তিলাইয়াত ছিল কুরানের দশভাগের একভাগ অর্থাৎ তিন পারা পরিমাণ। বর্তমান আছে, কেউ তাকে সংগে দেখে তার দান-সাধারণ এবং হজ্জের পথ তিনি যা করেছিলেন (অর্থাৎ নহার খান) সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, এসব কিছুর

1. 'যুবায়া' শব্দটি আরবী 'যুবদ' শব্দের ব্যঞ্জন ভাষার আপক রূপ আর যুবদ অর্থ হল দুবের মাঝে যা জীবনের প্রতীক।

2. তার নিজ গর্ভজাত পুত্র আমাদেরকে তার সৎপুরুষ অর্থাৎ আমাদের সতর্ক মামুন বিষ্ণুরহের কারণে হতা করে পূর্ণ ঘোষাঙ্গে অভিজ্জ হয়। তখন তিনি তার অভিনন্দন পূর্বে এরূপ দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেন।

3. হাজীবর পানী পানীর সমাবহা করার জন্য যুবায়া মক্কার মধ্যে তার নিজ খরচে একটি নহর খনন করান। যা নহারে যুবায়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল লাভ করে।
সাওয়াব তার উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চলে গিয়েছে, আর আমার উপকার করেছে ঐ নামায যা আমি শেষ রাতে পড়তাম। এছাড়া এ বছর একাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও বিষয় সংঘটিত হয় যার বিবরণ বেশ দীর্ঘ।

২১৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরের মুহাররম মাসে খলিফা মামুন মিসরে প্রবেশ করেন এবং আবদুল্লাহ ফিতারেক আয়তে এনে তাকে পাকড়াও করেন। এরপর তার নির্দেশে আবদুল্লাহের গণ্ডন উদ্ধৃতি দেয়া হয়।

তারপর তিনি (বিজয়ী বেশে) সিরিয়ায় ফিরে আসেন। এ বছরই মামুন রোমক ভূখু অভিমুখে যাত্রা করেন এবং একশ দিন লু'লু'আ শহর অবরোধ করে রাখেন। এরপর তিনি সেখান থেকে প্রশ্ন করেন এবং তার অবরোধের ব্যাপারে আজিফকে তার সহবাবী করেন। এসময় রোমকরা তার সাথে প্রতারণা করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। তিনি আট দিন তাদের হাতেই বন্দী থাকেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

এসময় বয়ঃ রোম সম্যক আকর্ষণ করেন এবং তার সুদর্শনের জন্য আজিফকে পাল্পাদিক থেকে ঘৃতে ফেলেন। এ সংবাদ যখন খলিফা মামুনের কাছে পৌছে তখন তিনি তার দিকে অগ্রসর হন।

এরপর রোম সম্যক তুফানের মধ্যে খলিফা মামুনের আগমনের আকাঙ্ক্ষা পান।

তখন তিনি নিজের পদার্পণ করে তার মুসলমান রাজকীয় পদক্ষেপ করে। তখন পত্র যোগে মামুনের কাছে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস প্রার্থনা করে। তখন মামুন তার নিজের নামের জন্য যোগ দেন। তখন মামুনের তার এই পত্রের জবাবে একটি অলসকাপূর্ণ পত্র রচনা করেন যার বিবেকজন্য হল শান্তিতে বিবর্ধিত ও ভর্তর- "আর আমি শুধু তোমার কাছ থেকে এটা হোক করতে পারি যে তুমি দীর্ঘ ইসলামে প্রবেশ করবে। আন্যায় তয়বারি ও হেজাজের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। আর শান্তি বিষ্ণু হোক হিজাবাতের অনুসারীদের উপর।" এ বছর হইজ পরিচালনা করেন সুলায়মান ইবন আবদুল্লাহ ইবন সুলায়মান ইবন আলিয়া।

এ বছর যারা ইসলামিক করেন তাদের অন্তত হল হাজারা ইবন মিনহাল, তারাহ ইবন নুমান ও মুলাই ইবন দাউদ আযাবারি।

আলারু পরিবর্তন, তিনি সম্মেলন জাত।

২১৮ হিজরীর সূচনা

জুমাদাল উল্লা মাসের প্রথম দিকে খলিফা মামুন তার পুত্র আব্বাসকে 'তুওয়ানা' পুনঃ নির্মাণের ও তার জুমা সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি সম্পদ ছাড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন যেন সম্পদ দেশ অর্থাৎ মিসর, সিরিয়া ও ইরাক থেকে সেখানে কমান্ডার প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে সেখানে বহু মানুষের সমাবেশ ঘটে।

তিনি নিদেশ দিয়ে প্রায় বসে শহরটি দীর্ঘে এক মাইল এবং প্রায় এক মাইল হয় এবং তার বাটনা প্রাচীর হয় তিনি ফারসাখে এবং তাতে তিনটি প্রবেশপথ থাকে।

সংক্ষেপ ও বিভাগিত সূচনা

এ বছরই খলিফা মামুন বাগদাদে তার নিযুক্ত পূর্ব ইসহাক ইবন ইব্রাহিম ইবন মুনসাবেকে লিখিত নির্দেশ প্রবেশ করেন (সেখানকার) কামী (বিচারক) ও মহাদিদেরের "কুরআন 1. এক ফারসাখ হল তিনি মাইলের সমান।

আল-বিদ্যা ওয়ান নিখায়া (১০ম খ্র)-৫৯
সৃষ্টি এই মত প্রকাশের জন্য যাচাই ও পরীক্ষা করতে এবং তাদের একটি দলকে তার কাছে প্রেরণ করতে। তিনি তাদের একটি দীর্ঘ এবং আরও কয়েকটি পত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। ইবনুজারীর এই পত্রগুলোর সর্বকাল উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হল, এ বিষয় প্রমাণিত করা যে কুরআন হল "মুহাদ্দেথ" (অর্থাৎ ইবলাহ তা'আলার সত্তার নায়ক যা অনল নয়; এর সৃষ্টির সূচনা রয়েছে) আর প্রত্যেক "মুহাদ্দেথ" হল মাখলুক বা সৃষ্টি। আর এটা একটি দুর্লভ এবং মূলত কিভাবেই তার সাথে একমত নয়, মূলত মাখলুক তা'আলার যে পরিপ্রেক্ষিত সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করতে তারা একমাত্র বলে যে, আলোচনা তা'আলার ভিত্তি যা তার পরিপ্রেক্ষিত সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করতে তা মাখলুক বা সৃষ্টি, বরং মাখলুক নয়। বরং তারা বলেন, 

কুরআনের বলে, মাখলুক নয়। বরং তা আলাহর কালাম যা তার পরিপ্রেক্ষিত সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভ করতে তা 'মাখলুক নয়। আর আলাহ তা'আলা স্বর্গ বলেছেন যেখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে....

ولقد خلقناكما ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة استجدوا لأدم.

আর আমিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি এবং তারপর ফিরিষ্টতাদেরকে আদমকে সিজা করতে বলেছি-২

অর্থাৎ ইবলাহ তা'আলা থেকে সিজার নির্দেশ প্রকাশ পেয়েছে আদম (أنا)-কে সৃষ্টি করার পর। সুতরাং ইবলাহ তা'আলার সত্তাকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব লাভকারী কালাম মাখলুক নয়। আর এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। ইমাম বখ্তারী এই বিষয়ে একটি এটাত বলেছে যার নাম দিয়েছেন 'বাদানদের ক্রিয়াসমূহের সৃষ্টি'।

এদিকে খলিফা মামুনের ফরমান যখন বাগদাদের পৌঁছে তখন তা লোকদেরকে পাঠ করে শোনান হয়। ইবতুল্লাহ মামুন তার কাছে উপস্থিত করার জন্য একদল মুহাদ্দেথকে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, তারা হলেন- ওয়াক্কারির স্রষ্টিলিপিকার মুহাম্মদ ইবন সা'দ, আবু মুসলিম আল-মুসামালী, ইয়ামিয়ার ইবন হারুন, ইয়ামিয়ার ইবন মুসায়, আবু খায়ামাহা, মুহারর ইবন হায়র, ইসমাইল ইবন আবু মাসূদ এবং আহমদ ইবন দাওরাকী। এরপর ইসহাক তাদেরকে রাখায় অবস্থানসহ মামুনের কাছে পাঠান। তখন তিনি তাদেরকে 'কুরআন সৃষ্টি' এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তারা তার আহানে সাড়া দেন এবং অনিয়মস্থেও তারা সাথে একমত প্রকাশ করেন। এরপর তিনি তাদেরকে বাগদাদে বহু পাঠান এবং তাদের বিয়েত ফক্তীদের মাঝে রাখে করার জন্য ইসহাককে নির্দেশ দান করেন। তখন ইসহাক তাই করেন। এরপর তিনি একদল

1. সূরা আথিয়া ৪২
2. সূরা 'আরাফ ৪:১১
3. এইসময় দুই সাল (২০৬) হিজরির আলোচনায় ইয়ামিয়ার ইবন হারুনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর এখানে পূনর্বার তার কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেখানে কিংবা এখানে থাকেন না।

কিংবা এখানে থাকেন।
মুহাদিস, ফকিহু, মসজিদী ইমাম ও অনাদরের হাঁটি করেন এবং খলিল মামূনের পক্ষ থেকে তাদেরকে সে দিকে আহ্বান করেন এবং এ ব্যাপারে তার মতের সাথে ঐসকল মুহাদিসদের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেন। তখন এরা পূর্ববর্তী মুহাদিসদের সাথে একমত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের জবাবের নয় জবাব দেন। এভাবে লোকদের মাঝে বিরত ফিনার মহাদিগের সৃষ্টি হয়। ইমামসাহাহি ওয়া ইমান ইমানে রাজিউন।

এরপর খলিলা মামূন ইসহাকের কাছে দ্বিতীয় একটি পত্র প্রেরণ করেন যা দ্বারা তিনি খালেক কুরআনের স্বপক্ষে এমন কোর্স সংশয় নির্ভর প্রমাণ তুলে ধরেন যা বিশ্বাসী ও অনর্থক। বরং সেই প্রমাণগুলো হল মুতাশাবি ও দ্বিমুক্তিবাদী। এছাড়া তিনি কুরআনের এমন কোর্স আয়াত উল্লেখ করেন যা তার বিপক্ষে প্রমাণ। ইব্বন জারীর তার সবগুলো উল্লেখ করেছেন। এদিন মামূন তার নায়িবকে লোকদেরকে তার পাড়ে শোনাতে এবং তার দিকে এবং 'খালেক কুরআনের মতবাদের দিকে আহ্বান করতে নির্দেশ দেন।

এমতাবস্থায় আবু ইসহাক একদল ইমাম উপস্থিত করেন। যারা হলেন, আহমদ ইবন হামল, কুতায়বা, আবু হায়দার আরমিয়াদি, বিশেষ ইবন ওয়ালীদ আল-কিনদি, আলী ইবন আবু মুরাদিল, সা'দাওয়াইহ আল-ওয়াস্তী, আলী ইব্বন জাদ, ইসহাক ইবন আবু ইসরাইল, ইব্বনুল হারিশ, ইবন উল্লায়া আল-আরবার, ইয়াইহীয়া ইবন আবুল হামিদ আল-উমুরী, হযরত উমরের অধিকন জাতীয় সাহাজের কাছে ছিলেন, আবু নাসের আতাতাক, আবু মামাউ আল কুতায়বা, মুহাম্মদ ইবন হাদিম ইবন মামূন, মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-জুলীসাপুরী, ইবনুল ফারখান, নয়ার ইবন আমাল, আবু আলী ইবন আল-সিমাম, আবুর আলাওয়াম আল-বারিদ, আবু জাদা', আবুদুর রহমান ইবন ইসহাক এবং ঐদের সাথের একটি দল। এরা যখন আবু ইসহাকের নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি তাদেরকে খলিলা মামূনের ফরমান স্থলিত পত্র পাঠ করে শোনান। এরপর তারা যখন বিয়ানটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তখন ইসহাক বিশ্ব ইবন ওয়ালীদকে প্রস্তু করেন, আপনি কুরআনের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি উত্তর দেন- তার হল আল্লাহর কালাম। তখন ইসহাক বলেন, আমি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি না। আমি জানতে চাচ্ছি তাকে কি মাথুলক (সূত্র) ? তখন বিশেষ বলেন, তা খালিক (প্রত্য) নয়। তিনি ইসহাক বলেন, এ সম্পর্কেও আমার জিজ্ঞাসা নয়।

তখন বিশেষ বলেন, এছাড়া অন্য বিষয় কত উপর। এরপর তিনি এ মতবাদের অবিশ্বাস থাকেন।

তখন ইসহাক প্রশ্ন করেন, আপনি কি সাফল্য দেন যে, আলাহু ছাড়া কোনো উপাসা নেই, তিনি এক ও একক সত্য, তার পূর্বে কোনো কিছু অন্তত ছিল না এবং তার পরেও কোনো কিছু অন্তত থাকবে না। তার কোনো সুষ্টি কোনো দিক থেকে এবং কোনো তাছাড়া তার সদৃশ হতে পারে না? তিনি বলেন, হ্যা! তখন ইসহাক তার কেরানীকে বলেন, তার বদল লিখে নাও। তখন তা লিখে দেয়। এরপর তিনি তাদের এক এক জনকে পরিষদ করেন, আর তাদের অধিকাংশই কুরআনের মাথুলক হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। আর যখন তাদের কেউ বিরত থাকিছিল, তখন তিনি তাকে এই পত্র দিয়ে পরিষদ করিয়েছিলেন যার ব্যাপারে বিশ্ব ইবন ওয়ালীদ মত প্রকাশ করেছিলেন, যে তার কোনো সুষ্টিই কোন অর্থ এবং কোনো তাছাড়াই তার সদৃশ নয়। তখন এ ব্যক্তি বলেন যেমন বিশ্ব বলেছেন। এভাবে পর্যায়ের আহমদ ইবন হামলের পরিক্ষার পালা আসল। তখন ইসহাক তাকে বলেন, আপনি কি বলেন যে, কুরআন মাথুলক বা
সৃষ্টি? তখন তিনি বললেন, —কুরআন আল্লাহর কলাম, আমি এর বেশী কিছু বলব না। তখন তিনি বললেন, এই পদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? তিনি বললেন, আমার চুড়ান্ত কথা হল- লিস -
কোন কেহ শুনে হে সমুদ্রের চিত্র, কোন কিছুই তার মত নয়, আর তিনি হলেন সর্ব প্রেতা, সর্বব্যথা।

তখন জনৈক মু'তাফিলি বলে উঠল, নিষ্ঠায় সে বললে যে তিনি করণ দ্বারা প্রেতা এবং চক্ষু দ্বারা প্রেব্য। তখন ইসহাক তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি সমুদ্রের চিত্র দ্বারা কে বোঝাতে চেয়েছেন? তখন ইমাম আহমদ (র) বললেন, আল্লাহ তা দ্বারা যা বোঝাতে চেয়েছেন আমিও তা দ্বারা তাই বোঝাতে চেয়েছি, আর তিনি তম্মন যেমন তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন। এর বেশী কিছু আমি বলব না। তখন প্রতোকের জবাব পৃথক পৃথক করে লিখিয়ে ইসহাক তা মামুনের কাছে প্রেরণ করলেন। উল্লেখ যে, এসময় উপস্থিতদের অনেকে অনিশ্চিতত্বে মৌখিকভাবে 'খালকে কুরআনের' পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কেননা তারা (শাকসকর্ণ) যিনি তাদের এই মতবাদে সাধা দিতেন না। তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করত, বায়তুল মালে তার ভাবা -রেশন থাকলে তা বন্ধ করে দিত, তিনি মুখতি হলে তার উপর ফাটিও প্রদর্শন তাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত, হাদিসের শাস্ত্র হলে তাকে হাদিস বর্ণনা ও শ্রবণ থেকে বাধা দিত। এভাবে একটি ফিতনা, জান্যা বিপর্যয় এর যুগ্ম বিপদ সংঘটিত হয়। সুতরাং বলতে হচ্ছে লা হাওয়া ওয়ালা কুরআত ইয়াবিবাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাধারণ ব্যাপ্তি করার কোন শক্তি কিছু সামর্থ্য নেই।

এরপর যখন সকলের জবাব মামুনের কাছে পৌছে তখন তিনি সে ব্যাপারে তার নায়িকের প্রশ্নকা করে দৃষ্ট পাঠান এবং প্ররিত একটি পদে প্রত্যেকের বক্তব্যের উত্তর লিখে পাঠান। এসময় তিনি তাদেরকে পুনরায় পরিক্ষার সমুদ্র সমূহের মতো নির্দেশ দেন, তিনি লিখে পাঠান তাদের মধ্যে যে আমাদের আহ্বানে সাধা দেয়, তার বিষয়টি লোকেদের মাঝে প্রকাশ করত দাও, আর যে বিরত থাকে তাকে বেড়ি পড়িয়ে প্রধানী অবস্থায় আমীরুল্লাহ মু'মিনের কোকে পাঠায়ে দাও। তার ব্যবস্থা তিনি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর তার মত হল- যে ব্যক্তি এই মতবাদকে গ্রহণ করবে না তার গদ্য উঠিয়ে দেয়া। এ সময় নায়িক ইসহাক বাগাদাদে অফ্রিকার মজলিস আহ্বান করেন এবং তাদেরকে সমবেত করেন, তাদের মাঝে (এবার) ইবরাহীম ইবনুল মাহদীও ছিলেন, যিনি ছিলেন বিশ্ব ইবন ওয়ালাই কিন্তু শিয়া। আর তৎক্ষণিক সাধা না দিলে মামুন এদেরকে হত্যা করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন।

এরপর ইসহাক যখন তাদেরকে পুনরায় পরিষ্কার করেন তারা সকলে নিরপুর্য হয়ে এতে সাধা দেন। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কথা তাদের আশ্রয়ে গ্রহণ করেন

১. সুরা শরীর ৪:১১
২. সুরা নাহীল ৪:১০৬
করে রাখেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং পরিকাঠামোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন সাঙ্গাদুহ তার মত পরিবর্তন করে তার আহ্বানে সাড়া দেন। তখন তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এরপর ইসহাক তৃতীয় দিন আবার তাদেরকে পরিকাঠামোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন কাওয়ারীর তার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তিনি তাকে মুক্ত করে দেন।

আর এসময় তিনি আহমদ ইবন হামল এবং মুহাম্মদ ইবনু নুহ বিলিখিত করেন। কেননা, তারা দু'জন তাদের বন্ধুর প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে অন্ধ ছিলেন। তখন ইসহাক তাদের দু'জনের বেড়িকে আরও শক্ত করে অভিনূ শূলালে অববাহ করে তাদেরকে অবশ্যই খলিফার কাছে প্রেরণ করেন এবং তাদের দু'জনকে প্রেরণের ব্যাপারে তার কাছে একটি পত্র লিখে পাঠান। তখন তারা দু'জন বেড়ি পরিহিত অবস্থায় একটি উত্তর দু'পাশে আরোহণ করে রওয়ানা হন। এসময় ইমাম আহমদ দু'আ করতে থাকেন যেন আল্লাহ তাদের দু'জনকে মা'মূনের মুখে অস্ত্রী না করেন এবং তারা যেন তাকে না দেখেন এবং তিনিও যেন তাদের দু'জনকে না দেখেন। এরপর এই মৰ্মে মা'মূনের পত্র তারা নায়িবের কাছে পৌছে যে, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, লোকেরা নিরপায় হয়ে এবং নিরোধ আয়তকে আশ্রয় করে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

*আল্লাহ বিশ্বাসি মুহ্মাদুল্লাহ! খান রহমানের অধিকারী! তুমি তাদের সকলেকে আমি সিদ্ধিকে কাছে প্রেরণ কর। তখন ইসহাক তাদের সকলকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে তাদের সহ ব্যাপার করেন। তখন তারা সে অভিনূ রোনা হন। পরিসংখ্যা তাদের কাছে মা'মূনের মূর্ত্তি সংবাদ পৌছে। তখন তাদেরকে রাখায় ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর তাদেরকে বাগদাদে প্রত্যাহারের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এদেরকে আহমদ ইবন হামল এবং ইবনু নুহ এদের পূর্বে রোনা হন। কিন্তু তারাও তারা সাথে মিলিত হননি। বরং তারা দু'জন তার কাছে পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন।

আল্লাহ তাঁর বাংলা ও প্রিয়তাত্ত্বিক আহমদ ইবন হামলের দু'আ করুন, ফলে তারা দু'জন মা'মূনকে দেখেছিলেন এবং মা'মূন ও তাদেরকে দেখেছিলেন। বরং তারা বাগদাদে প্রত্যাহারিত হন।

আর তারা যে ভয়বহ পরিপূর্ণ সময় হন তারা পূর্ণ বিবরণ আঁ-রশিদ তনয় খলিফা মু'তাসিমের থিলাফতকালের সূচনা পর্যন্ত আস্তর। আর অবশিষ্ট আলোচনা পূর্ণ করা হবে ইমাম আহমদ ইবন হামল ওফেরের আলোচনায় দুই একচল্লিশ হিসেবে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে।

## আবদুল্লাহ আল-মা'মূন

বিশ্বাসি আবদুল্লাহ আল-মা'মূন ইবন হামল রশিদ আল-আবাসী আল-কুরাশী আল-হাসামি, আমির মু'মিনীন আবু জাফর। তার মা উমায়ানুল্লাহ। তার নাম মুরাজিল আল-ব্যায়ীয়ি। তার জন্য এক সক্রিয় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের ঐ রাতে যে রাতে তার পিরুজু (খলিফা) আল-হাসামী ইনিকারিচ করেন এবং তার পিতা হামলর রশিদ থিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বে বর্ধিত হয়েছে এটা ছিল শুক্রবারের রাত। ইবনু আলোরিকের বলেন, মা'মূন হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পিতা থেকে এবং হাসিম ইবনু বিশ পুরুষ আবু মুআবিয়া, ইউসুফ ইবনু

1. অর্থাৎ মূলত বাংলা পরবর্তীতে তার উদ্দিন সুন্নাতের জন্য দেওয়ায় বীরের মর্যাদা প্রাপ্ত।
কাহাতবা, আববাদ ইবনুল আওয়াম, ইসমাইল ইবন উলাময়া ও হাজাজ ইবন মুহাম্মদ থেকে।
আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আবু হুযায়ফা ইসহাক ইবন বিবর-তিনি তার চেয়ে বয়স্ক,
কায়ি ইয়াহিয়া আল-আকসাম, তার পুত্র ফরহি ইবন মামুন, মামুর ইবন শাফিব, কায়ি আবু
ইউসুফ, জাফর ইবন আবু উতমান আততায়লিশী, আহমদ ইবনুল হারিং আশাশারী অথবা
আল-ইযাহিদী, আমর ইবন মাসাদা, আবুলসালাহ ইবন তহিব ইবন হুসায়ন, মুহাম্মদ ইবন ইবারাহিম
আসুসালামী এবং পির্ব ইবন আলাই আস-খুয়াই। ইবন আসাফত বলেন, খলিফা মামুন
একাধিকবার দামেশকে আগমন করেন এবং বেশ কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন।

এরপর ইবন আসাফত আবুল কাসিম বাগাবীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেন আহমদ ইবন ইবারাহিম
আল-মাওসিলীর বরাতে। তিনি বলেন, শামাসিয়াতে আমি খলিফা মামুনকে বলতে গোনো, যখন
তিনি সেখানে যোড় নোড়ের ব্যবস্থা করার পর সমর্পিত মনুষ্যের আধিক্য উৎফুল হয়ে ইয়াহিদী
ইবন আকসামকে বলেন, আপনি কি মনুষ্যের ভিজর প্রতি লক্ষ্য করেছেন? তখন ইয়াহিদী
তাকে বলেন, আমাদেরকে ইউসুফ ইবন আভিয়ার বর্ণনা করেছেন ছাড়ি থেকে, তিনি আনাস
থেকে যে নবী (সা) ইরশাদ করেছেন-

الحَبْلُ كَثِيرٌ عِينَ عِينَ اللَّهُ فَاذْهَبَّهُ إِلَيْهِ أَنْفَقُوهُ بِيَدَيْهِ

সবক সৃষ্টি আল্লাহর আশ্রীরি, তাই তার কাছে সে সম্বন্ধে প্রিয় যে তার আশ্রীরীদের সম্বন্ধে
অধিক উপকারী। এছাড়া আবু বরক আল-মুনায়িরী অন্যতম হাসিদা যা তিনি হুসায়ন ইবন আহমদ
আল-মাওসিলী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর তিনি তা বর্ণনা করেছেন কায়ি ইয়াহিদী ইবন
আকসাম থেকে, তিনি মামুন থেকে, তিনি হুসায়ন থেকে, তিনি মাসাদা থেকে, তিনি ইবনুল বাকরা
থেকে যে, রাসুলুলাহ (সা) বলেছেন-'লজ্জা হল ইমানের অংশ'।

যাদে ইবন আবু উতমান আততায়লিশীর অন্যতম বর্ণনা যা তিনি আরাফাহ দিন রন্ধনকাত
মামুনের ছিননে আমরের নামায় পড়েন। তিনি যখন নামায় শেষ সালাম ফেরাত তখন লোকেরা
তাকিবের পড়তে চর করে তখন তিনি (মামুন) বলতে থাকেন, না! তুমি শোরোগালকারী! না! না
হে শোরোগালকারী! তাকিবের আগামীকাল; সেটুই হল আবুল কাসিম সালাহুরাহ আলায়হি ওয়া
সালামের সূনাত। পরবর্তি তিনি মিশ্রের আরাহন করে তাকিবের বলেন, এরপর বলেন, হুসায়ন
ইবন বাশর বর্ণনা করেছেন ইবন হুসায়ন থেকে, তিনি শাইবি থেকে, তিনি বারা ইবন আমিব
(রা) থেকে, তিনি আবু বুরাদা ইবন দীনার থেকে। তিনি বলেন, রাসুলুলাহ (সা) ইরশাদ করেছেন-

من ذُبْبِ قُبْلَ أَنْ يُصَلُّ فَقَامَهَا مَحْمُومًا فَلَمْ يُقَدِّمَهَا لأَهْلِهِ وَمَنْ ذُبَّبَ بَعْضٍ أَنْ يُصَلِّي

যে বাকি (ফজরের) নামায় পড়ার পূর্বে পত্নীর যবাই করল তাহলে সে তা করল তার
পরিবার-পরিজনকে গোপন খাওয়ানোর জন্য আর যে বাকি ফজরের নামায়ের পর যবাই করল সে
স্থিতক্ষেত্রে সন্তুষ্ট পালন করল। এরপর খলিফা মামুন পড়েন-

اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرٌ وَالهَمُّ اللَّهُ كَبِيرٌ وَسَبِيلُ اللَّهِ بَكْرَةٌ وَأَصْبَأَلٌ أَلْلَهُ

اصْبَأَلّي وَأَصِيلَتَيْنِ وَأَصِيلَتَيْنِ وَأَصِيلَتَيْنِ وَأَصِيلَتَيْنِ
আল্লাহ অতিমহন, সকল প্রশংসা তার, প্রভুতে ও সম্ভায় আমি তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সংশোধন করুন এবং আমার সংশোধনের ব্যবস্থা করুন এবং
আমার হাতে অন্যদের সংশোধন নির্ধারণ করুন।

একটি আত্মনিবন্ধ হিজরির মুহারম মাসের পঁচিশ তারিখে মামুন তার সত্ত্বাই (আধীন)-কে
হত্যার পর খিলাফতের দায়িত্ব হারান করেন। একবিংশ বছর পাচ মাস খিলাফতের দায়িত্ব
পালন করেন। তিনি আংশিক শীতোষ্ণ ও মুতাবিলী ছিলেন এবং কিশোর সুলাহ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা
ছিল। দুই এপার হিজরিরতে তিনি তার পরবর্তী (ভারী) খালিফা রূপে আলী আর রেখা ইবনু মুসা
আল-কাবির ইবনু জেফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মদ আল-বাকির ইবনু আলী ইবনু যায়ুদুল
আবদউল্লাহ ইবনু অবু তালিবের অনুকূলে বায়াতের প্রচার করেন এবং কালী
পরিপ্রেক্ষার পরিবেশে সজুজ পরিধেয় পরিধান করেন। এ বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
তখন বাঙ্গালী অবসানপর্যন্ত এবং অন্য আবাসিনীরা তাকে ওপরে ব্যাপারপরে পণ্ডিত করে এবং খলিফা মামুনের
আনুগত্যের বায়াত প্রচার করে ইবরাহিম ইবনু মাহদির তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে।
একবিংশ তারিখের বন্ধু করেন এবং খিলাফতের কর্তৃত্ব তার অনুকূলে সুসংহত হয়।
তিনি মুতাবিলী মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি একটি দলের সংঘে মিলিত হন যাদের
অন্যতম সদস্য ছিলেন বিশার ইবনু সিয়াদ আল-কাবিরী। তখন তার তাকে (নিজেদের চুতরতা
থাকে) প্রমাণিত করতে সম্মত হয় এবং তিনি তাদের থেকে এই ভাব মতবাদ গ্রহণ করেন।
খলিফা মামুন ইলুম ও জানানাগী ছিলেন তবে তাদের কাও কার্যকর দখল ও বিপক্ষতা
ছিল না তার ফলে তার মধ্যে ওয়ল্লাহ অবীর অনুপ্রেশ ঘটে এবং বাতিল মতবাদের গুরুত্ব ঘটে।
একবিংশ তারিখ এর চারদিন হয় এবং জোরপূর্বক লোকজনকে তাদের বায়াত করে। আর এটাও
ছিল তার খিলাফতের সমাপ্তি এবং তার জীবন সাতার-কালে।

ইবনু আবু দুনিয়া বলেন, খলিফা মামুন ছিলেন ফরাসী, মধ্যম গড়ের এবং সুলিয়া মুহাম্মদের
অধিকারী, তার মাঝে বার্ধক্যের চিফ ব্যাপকভাবে একাশ পেয়েছিল এবং তার পাত্রবর্ধন হুদু আত্ত
এবং পত্র পেত। এবার তিনি ছিলেন আয়তনের তানাটানি চোখ, দীর্ঘ ও অবশ্য দড়ি এবং অগ্রসর
লালাটের অধিকারী। তার গভীরের ছিল তিলকবিন্ধী। তার মার্গে ছিল মুরাজিল বলে ডকাত হত।
ছলীবাদার কাসিম ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আববাদ থেকে কালেই যাত্রা করেন। কাসিম বলেন,
খলিফাদের মধ্যে হয়েছে উম্মান ইবনু আফ্তাব (রা) এবং মামুন ব্যাবীত কেউ পূর্ব কুরআন মুক্ত করেন।
কিন্তু এটা অত্যন্ত ‘অভিনব’ বর্ণনা, এর সাথে
একক্রন পোষণ করা সাবধান নয়। কেননা (নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে) এক্ষার খলিফা পূর্ব কুরআন
মুক্ত ছিলেন। খলিফা মামুন রমহান মাদে কুরআন ফিলিসার অংশ সিফত।
একদিন তিনি হাদীসের প্রতিলিপি লেখার জন্য বসেন। তখন তার চারপাশে কামী ইয়াইহিয়া ইবনু
আক্সাম এবং গ্রেলারের একটি দল সম্পত্তি হয়। তখন তিনি তার মুক্ত হাসিদ থেকে তিনটি
হাদীস প্রতিলিপি লেখান। এখান একক্রম তার প্রতিশোধ ছিল যেমন ফিলিস, চিক্খোধা
দিনা, কানাট শাক্ত, সম্ভবত বন্দন দিনা, কালামাঙ্গ, নান বা ব্যাকরণ শাখা, হাসিদ শাখা
এবং জ্যাটিবিন্দা। "মামুনু জোরিলী পল্লিলা" তারাই সাথে সংঘটিত করা হয় থাকে। তিনি তার
নিজ দেশে সানারে 'জীর্ণ পরিমাপ' মাতাই করেন তখন তার ফলাফল পূর্ববর্তী ফকীহদের
ফলাফল থেকে তিনি হয়ে দেখা দেয়।
ইবন আসাফির বর্ণনা করেন, একদিন খলিফা মামুন প্রজা-সাক্ষাতের জন্য মজলিসে বসন।
এসময় তার মজলিসে আমির-উমার এবং আলিম-উলামা উপস্থিত ছিলেন। তখন জনৈক শ্রীলোক
তার কাছে এনে অভিযোগ করে যে, নে অন্যায়-অবিচারের শিকার। সে বলে, তার বাই
মুত্তাকালে হয়ে দীনার রেখে গেছে কিন্তু সে খাত একটি দীনার বাতীত কিছুই পায়নি। তখন
মামুন তৎক্ষণাৎ তাকে বলেন, তোমার প্রাপ্য তো তোমার হাতে পৌছে গেছে। তোমার বাই
মুত্তাকালে দুই কন্যা, মা, শ্রী, শ্রী এবং এক বোন রেখে গিয়েছে, আর সেই বোন হল
হুমি। তখন সে বলে হুমি, আমি বুদ্ধিমান! (আপনি ঠিকই বলেছেন)। তখন মামুন তার
কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, কন্যাদের প্রাপ্য হল দুই-তৃতীয়া অর্থাৎ চার্ষ’ দীনার, মায়ের হল
এ-ষষ্ঠাংশ একশ দীনার, শ্রী হল এক-ষষ্ঠাংশ পঞ্চাশ দীনার। এরপর বাকী থাকল পঞ্চাশ
দীনার প্রত্যেক তাইয়ের দুই দীনার করে চব্বিশ দীনার আর অবশিষ্ট বাকী এক দীনার তোমার।
তখন উপস্থিত আলিমগণ খলিফা মামুনের এই বুদ্ধিমত্তা, শৃঙ্খলচর্চার প্রথম এবং প্রতুলতত্ত্বা
-মতিতে অবু হলেন। হয়ত আলী ইবন আবু তালিব সম্পর্কে অনুরূপ যথাসাধ্য বর্ণিত আছে।
(একবার) জনৈক কবি খলিফা মামুনের কাছে প্রবেশ করে। সে তার প্রশংসায় এমন একটি
কবিতা পঙ্ক্তি রাখা করেছিল যে তার দৃষ্টিতে বিষয়টি প্রশংসা ছিল। কিন্তু সে যখন মামুনকে তা
আবু হুসাইন নিয়ে পাঠায় তখন তুমি তাতে চমকিত হয়নি। ফলে সে তার দরবার থেকে খালি হাতে
ফিরে আসে। তখন তার সাথে আরেক কবির সাক্ষাৎ হল সে তাকে বলে শুনু আমি কি
তোমাকে অবাক করব না? খলিফা মামুনকে আমি নিক্ষেপ পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম কিন্তু
তিনি তার প্রতি কোন আগ্রহ দেখালেন না। তখন সে বলে, তাকি? তখন সে বলে আমি তার
প্রশংসায় বলেছি-

অঁচ্ছি ইমাম হৈদর মামুন মশীহী মুসলিম পলাদের দ্বার তার মহীয় মাসীহী তাহের সুগন্ধ।

হিদায়াতের অর্থপথিক খলিফা মামুন দীন নিয়ে বাস্ত হয়ে পড়েছেন। আর অন্য লোকেরা
দুনিয়তে মশুম হয়ে আসে।

তখন সেই কবি তাকে বলে, তুমি তো তাকে প্রকৃতত্বে অবস্থানরত (অক্ষম) বুদ্ধা বানিয়ে
ফেলেছ। কেন তুমি তার প্রশংসায় তেমন কিছু বললে না যেমন জারীর বলেছে আবুল আমের
ইবন মারওয়ানের প্রশংসায়-

ঐলা হো দুনিয়া মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ মস্তুখ

তিনি তার পাঠিয়ে জীবনের প্রাপ্তকে বর্বাদ করেন না, তবে পাঠিয়ে কোন সাম্বিধানে তাকে দীন
থেকে গাফিল করে না।

একদিন খলিফা মামুন তার এক সভাসদকে বলেন, দুই কবির দুটি কবিতা পঙ্ক্তির কোনো
তুলনা নেই। একটি হল আবু নুর ওয়ালের ।

إذا ابتكر الدَّينيّ لبيبٍ تَكُشَّفت + للهِ عِنَّهُ عَدوٍ فيَّ بَسِيءٍ

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে, তাহলে তার সামনে প্রকাশিত
হয় বড়ুদর পরিধেয় ছয়বেশী এক শতো।
আরেকটি হল কবি গুরায়ে-এর নিম্নোক্ত পাঠ্য-


tেহেনু দ্বিতীয়া ব্লামা এই হয়, ক্রিচ কটু আল হারে সা সাদকি হয়।

দুনিয়ার জন্য তিরস্কার ভব্য সাধনী হয়, কেননাও যে তাকে ভরসা করে সে তার
সংশোধনের ব্যাপারে আরো হয়ে নেই।

মামূন বলেন, একদিন রাজকীয় শোভাযাত্রায় বের হয় ভিড়ের কারণে বাধা হয়ে আমি
নিয়মের পক্ষের সাথে মিশে গেলাম। তখন আমি জীবন কাঁপে পরিহত এক বাধিকে তার
দোকানে দেখতে গেলাম। লোকটি আমার দিকে কূপার দৃষ্টি কিংবা আমার বিষয়ে আচরণবোধক
দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপূর্ব করল।

আর কল মাফুরো তামসিয়া পক্ষে + আর মাছ মাছু মুর্মু সলাম ফাদাল

যখনই এক বছর অপরাধ হয় তখনই আমি দেখতে পাই প্রত্যেক প্রতিরক্ষার দায়িকেকে
সেই নফস পরবর্তী বছরের নিরাপত্তার আশুত্স দেয়।

ইয়াহীদা ইবন আকাবাহ বলেন, কেন এক ইবরের দিন আমি খালিফা মামূনকে লোকদের
উদ্দেশ্য দ্বারা মিশে গেলাম। তিনি হামদ, জানা ও দোকানের পর কলালেন- হে আলাহর বাদশাহ।
ইহকাল ও পক্ষের বিষয় বিশাল আমার ধারণা করেছে এবং আল্লাম ও জানীনের প্রতিক্রিয়া
সমূহে হয়েছে এবং উদ্দেশ্যের অবশেষকাল সুলাংর্গ (সাব্যা হয়েছে)। পুতরাং আবার কোথায়
নিদর্শন তা গৃহস্থান বিষয়, লোহার কিনার, নতুন বিষয়, মিথ্যা নয়। আর তার পরিণতি মৃত্যু,
পুলার অর্থক, ভীষণ কাজ, চূড়ান্ত বায়ুলাল, মীরান (লিঙ্গীপালা) এবং পুলিসসার ভাড়া কিছু নয়।
এরপর রয়েছে তিরস্কার (সাশ্ত্র) কিংবা পুরস্কার। পুতরাং সে দিন যে রঙ্কা পাবে সে 
সর্বসাধারণ -বাইবে সফল হবে। আর সেদিন যার পতন হবে সে 
সর্বসাধারণ বাইবে সফল হবে। সমস্তক্লান্ত
জানাতে আমি সমস্ত অস্ত্রাণ হাঁস করানি।

ইবন আবিরিকের নয় ইবন আয়রাল সুতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একদিন) আমি
খালিফা মামূনের কাছে প্রবেশ করি। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন- হে নারী ! তাদের সকল
কেনা শিকার ? আমি বল নে আমি ও মুমিনীন ! ভাল অবস্থায়। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন
করেন (ওরজাক)১ কি ? আমি তখন বলি, তা হল ধর্ম দীন (ধর্মত) যা রাজা-বাদশাহের
মন্দাকৃত। তা দ্বারা তারা তাদের পার্থিব জীবনের প্রাপ্তি অর্জন করে থাকে এবং তাদের প্রকৃত দীন
হাস করে থাকে। তখন তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তারপর তিনি বলেন, খে নয় তুমি কি
জান আজ সকলে আমি কি বলেছি ? আমি বলি, অনুশীলন জন্য থাকে আমার অবস্থান থেকে
বহনী। তখন তিনি বলেন, আমি কয়েকটি কবিতা পাঠ্য রচনা করেছি, তা হল-

اصبح ديني الاديب الموتن يه و أسست منه الغداعة مغداً

আমি যে দীনের অনুরং করি- আর আমি এই প্রভাতে তা থেকে কেনা অজুহাত পেশ করি

না-

১. হল বিশ্বাস যার মূল কথা হল ইমান থাকা অন্তস্থ কোন পাগে ক্ষতি নেই, তথ্য কার্যের
অবস্থায় কেনা পড়ে লাল নেই।

আল-বিদায়া ওয়ান নিয়ায় (১০ম বং)---৬০
হুমকুলের প্রভাব-প্রভাত তার বিবেছিয়েছে তাই যে দুখ পেতে হয়, তাতে সৃষ্টি হয় আল্লাহর নির্দেশ।

হায় তার অবস্থান তার বিবেছিয়েছে তাই যে দুখ পেতে হয়, তাতে সৃষ্টি হয় আল্লাহর নির্দেশ।

এর পর রয়েছেন ইবন আফ্যান, তাঁর অবস্থান হল জন্মাতে নেকুবাদের সাথে, তিনি হলেন ঐ শহিদ যাকে স্থির মন্ত্রে হত্যা করা হয়েছে।

আল্লাহর মোহর খাঁকার পালনকারী তাদের করনা না যদি কোন কথক তা বলে তবে সে প্রতারণা করল।

খলীফার আমির অস্থায়ীর করনা না, যে তার বিকৃত কুতুহ গায় আমরা তার সাথে সম্পর্ক করি।

এই মায়ার বা মতাদর্শ হল দ্বিতীয় স্তরের শীর্ষ মতবাদ। এতে হযরত আলীর সকল সাহাবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেছিয়ে তার হয়। একদল সালাফের সালাহীন এবং দারা কুরআন বলেন, যে ব্যক্তি আলী (রা)-কে উচ্চ (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গণ করল, সে সকল মুহাজির ও আবার অবজ্ঞা করল। অর্থাৎ উমরের শাহীদদের পর তিনিই পর্যন্ত তাদের খলীফা মনোনয়নের চেষ্টা করে এবং হযরত উমরের ব্যাপারে এবং তাঁকে হযরত আলীর চেয়ে অধিক গণ করার ব্যাপারে একমত হওয়া। এই স্তরের পর শীর্ষ মতবাদের আরও মোটাটি স্তর বিদ্যমান, যার তিনি হল ঐ সকল যথা যা ‘আলাবাদারা আকবর’ ও ‘আন-নামূল আমাদা’-এর চেয়ে দেখক উল্লেখ করেন। এর পর তার হল এমন এক একটি যা তাঁকে যুদ্ধ কুফরাতে পৌছে দিয়েছে। আর ইতিরিসে আমরা আমিরুল মুদিনীন আলী ইবন আবু তালিবের সংস্করণ বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন, আমার কাছে যখনই এমন কাউকে আমি হবে যা আমাকে আবু বকর ও উমরের উপর শ্রেষ্ঠ দান করে তখনই আমি তাকে মিথ্যা অপবাক আরামেরকারী শাস্তি প্রদান করব। এছাড়াও সদযাত্রীতার তার থেকে বর্তমান আছে, তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর পর সরবরাহ মানুষ হলেন হযরত আবু বকর এরপর হযরত উমর। সুতরাং খলীফা মামূন সকল সাহাবীর বিবেছিয়ে করেন এমনকি হযরত আলী ইবন আবু তালিবের উপর তিনি সকল মুহাজির ও আবার সাহাবীদের প্রতি অবজ্ঞারুক্ত এই রিদাবাদের সাথে সেই অপর বিদায় এবং হামাকাদ রুদ্ধিত করেন। এর তালাবা ‘খলেক কুরআনের’ মতবাদ। এছাড়া নেশাজাতীয় পাশীয় এবং একাধিক গুরুত্ব করে তার অস্বীকার ছিল। অবশ্য যুদ্ধের শুরু অবরাহে বিশেষত রোমানদের বিকৃত গৃহীত যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধমুখী ও সীমান্ত তিনি বিষাদ মনোবল ও বিপুল শক্তিমত্তার পরিচয় দেন।

খলীফা মামূন করতেন, উমর ইবন আবুল আরীয়া এবং আবদুল মালিকের দারাগুলী ছিল। কিন্তু আমার দ্বারকায় আমি নিজেই। আর খলীফা মামূন নাযাবিচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এবং নিজেই লোকদের মাঝে বিচার ও চূড়ান্ত ফায়সালা করতেন। একবার এক অস্থায়
নারী তার কাছে এসে তার (খুলিফার) পুত্র আবাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ দায়ের করে অথবা আবাস তখন তার পিতার শিয়রে দুধায়মান। তখন তিনি হারাক্ষেত্রে নিন্দেশ দেন এবং সে তখন আবাসের হাত ধরে অভিযোগকারীর পাশে তার সামনে বসিয়ে দেয়। এরপর সেই শ্রীলোক দাবী করে যে, খুলিফা পুত্র আবাস তার একথাং জমি জবর দখল করেছেন। এরপর বাদী বিবাদী নির্যাতন বাদানুবাদে লিখে হয় এবং কবিতার শ্রীলোকের কঠিন্থ আবাসের কঠিনের বিরূদ্ধে প্রবল হয়ে উঠে। তখন উপস্থিতদের কেউ তাকে ভর্তস্তনা করলে মা’মূন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি চুপ কর। প্রাপ্য হক তাকে সবাক করেছে আর অন্যরাই দাবী তাকে নির্বাক করেছে। এরপর তিনি শ্রীলোকের অনুকুলে তার প্রাপ্য হকের ফায়সালা করেন এবং তার পুত্রের উপর দশ হাজার লিহাম জারিমানা আরোপ করেন।

খুলিফা মা’মূন তার জনক প্রশাসককে লিখেন, এটি কোন কীর্তি নয় যে, তোমার বাড়ি-ঘর হবে স্বষ্ট এবং রোপণ নিরির্দিষ্ট আর তোমার জমি জয়হতে হবে বস্তুহত। প্রতিবেশী হবে অভুত এবং দরিদ্র হবে শুক্রহত। একবার জনক বাড়িতে খুলিফা মা’মূনের সামনে দাড়ায় তখন তিনি তাকে (তার অপরূপের কারণে) বলেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন সে বলে হে আমীরুল মু’মিনীন! আমার সাথে কোমল আচরণ করুন, কেননা কোমলতা হল অধি-কম্য। তখন তিনি বলেন, তোমার দূর্ভিক্ষ ও দূর্বিপ্ল অনিন্দ্য। আমি তো শপথ করে ফেলি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটি বলে, হে আমীরুল মু’মিনীন! কসম ভক্তারি অবহ্র অধীত সাথে আপনার সাক্ষাৎ করা হত্যাকারী অবহ্র সাক্ষাৎ করার চেয়ে উত্তম। তখন তিনি লোকটিকে কী করে দেন। তিনি বললেন, হায়! অপরাধীরাও যদি জানতে যে আমার আদর্শ হল কম্যা তাহলে তাদের ভীতি দূর হত এবং তাদের মন আনন্দে উত্থাপুষ্ট হত।

একদিন তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করে তার মাথিকে তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য বলত শোনান, তোমরা দেখাও পান্ছ এই মামূন তার ভয়ে আর্দ্ধেক হত্যা করে আমার দৃষ্টিতে মহান ও মহাদান। লোকটি যখন এথানে বল তখন সে মামূনের অবহ্র অনুভূত করলেন। তখন মামূন মূল হতে করলেন, তোমরা সেই কোষ্ঠকে কী মনে কর যার মাধ্যমে আমি এই ‘বিশিষ্ট’ বাড়ির দৃষ্টিতে মহাদান ও মহান হলাম। একবার হাদসা ইবন খালিদ মহাদান তোজনের উদ্দেশ্য মামূনের কাছে উপস্থিত হন। আহার শেষে যখন দুর্যোগের উদ্দেশ্যে নেয়া হয় তখন হাদসা দুস্তর খান থেকে ছড়াঁয়ে পড়া খাদ্যের দানা কৃত্তিয়ে থেকে থাকেন। তখন মামূন তাকে বলেন, হে শায়খ! আপনি কি তৃণ হননি। তখন তিনি বললেন, অবশ্যই! তবে হাদসা ইবন সালামা আমাকে হৃদীস বর্ণনা করেছেন ছাড়ি থেকে, তিনি আনাস থেকে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

মনে অকল মালাক্ত মালাক্ত আ মন মন অছাট

-হে বাড়িক তুমি দুর্যোগরে (নীচের)
খাবার ছুটে খায় সে দানির থেকে নিজালাদ থাকবে। বর্তনার্কা বলেন, তখন মামূন হাদসাকে এক হাজার লীনার প্রদানের নির্দেশ দেন।

ইবন আসাকির বর্ণনা করেছেন, একদিন খুলিফা মামূন মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন মুহাল্লাকে বলেন যে আবু ইবনুল্লাহ! (মনে করল) ইতিপূর্বে আমি আপনাকে তিরিশ লক্ষ দীনার প্রদান করেছি আর এখন এক লীনার প্রদান করব। তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! নিঃসন্ধে যা বিদ্যমান তা দান না করা মাবুদের প্রতি মন ধারণা করা। তখন তিনি
বলেন, হে আবু আবদুর রাছ ! আপনি চমৎকার বলেছেন। (এরপর মা'মুন নির্দেশ দিয়ে বলেন,) তাকে তিরিশ লক্ষ দীনার প্রদান কর।

খেলাফা মা'মুন যখন (তার নবপরিবর্তিতা স্ত্রী) বুরুন বিনত হাসান ইবন সাহলের সাথে বাস অনুষ্ঠান করতে চাইলেন তখন লোকজন কন্যার পিতাকে মুলাবান সামর্থী উপহার দিতে লাগল। এসব উপদেশকে সামর্থী সরবাহারকারীদের একজন ছিলেন তাঁর সম্পর্কে এক সাহিত্যিক। তিনি তাকে একটি থাকতে কিছু মূগ্ধি লবণ এবং আরেকটি থাকতে কিছু সুগ্ধি ঘাস উপহার দিলেন এবং তাঁর কাছে পত্রিয়ে লিখেন- এটা আমার অপসার যে, আমার উল্লেখ ছাড়াই সজনদের নামের তালিকা গুটিয়ে ফেলা হবে। তাই আমি আপনার কাছে সুচনা উপকরণ প্রদান করলাম তার বরকত ও কল্যাণের কারণ এবং সম্পত্তি উপকরণ প্রদান করলাম তার সুগ্ধি পরিচ্ছন্তার কারণে এবং তিনি তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন-

প্রাসাত্মিক নিক্ষুত হওয়ার পার্থিবতার স্বরূপে.

আমার (প্রেরিত) সামর্থী আমার মনোবলের নাগাল পায় না, আর আমার মনোবল ও আমার সম্পদের নাগাল পায় না।

فَالْمَلِحُ وَالأَشْتَنَّانُ يَا سَيِّدِيُ + أَحْسَنْ مَا يَهْدِيهِ امْتِثَالُ

সুতরাং হে জনাব, লবণ উষ্ণ ঘাস-ই হল আমার নায় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দেয়া সরোকৃষ্টি উপহার।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাসান ইবন সাহল তা নিয়ে মা'মুনের সাকাতে প্রবেশ করেন, তখন এই (অভিনব) উপহার সামর্থী তাকে চমৎকৃত করে এবং তার নির্দেশে থাকে দুটি খালি করে দীনার পূর্ণ করে ঐ সাহিত্যিক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মা'মুন পুত্র জা'ফরের যখন জন্ম হয় তখন লোকজন তার সাকাতে প্রবেশ করে তাকে বিভিন্নভাবে অভিনন্দন জানায়। এসময় জনহয় কবি তাঁর দরবারে প্রবেশ করে তাঁকে তাঁর পিতৃতের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আবৃত্তি করেন।

مَدَّ لُكَ اللَّهُ الْحَيَاةُ مَدَا + حَلَّى كَرَى ابْنِكَ هِذَا جَدًا

আবাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি যেন আপনার এই পুরুষকে 'পিতামহ' হতে দেখতে পান।

قُلْ يُهْدَى مُثَلُ مَا نُقْدُى + كَانَهُ أَنتَ اذَا تَنَأَّدُ

এরপর তার জন্য যেন সকল প্রাণ উৎসর্গ হয় যেমন আপনার জন্য হয়, সে যেন আপনার প্রতিক্ষ্যে যখন সে প্রকাশ পায়।

أَشْبَهُ مَنْكِ قَامَةً وَقَدَا + مَؤْرَرُهُ بِمَجْدِهِ مُرَيُّودًا

অবয়ব আকৃতি ও দেহ কাঠামোতে আপনার সদৃশ এবং সে মর্মায় শক্তিতে শক্তিমান।

ইবন আসাকির বলেন, তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে দশ হাজার দিমারাম প্রশস্তনির্দেশ দিলেন।
(একবার) তিনি দামেশ্কের অবস্থানকালে তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আসে। আর এরপূর্বে তিনি রিক হত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ভাই মু'তাসিমের কাছে তাঁর অভিযোগ করেন। এরপর তাঁর কাছে খুরাসানের কোয়াগার থেকে তিনকোটি দরহাম আসে। তখন তিনি এর প্রদর্শনীর জন্য এ সম্পদ বহনকারী সুসজ্জিত বাহনসমূহ নিয়ে (শোভাযাত্রায়) বের হন। এসময় তাঁর সাথে ছিলেন কাজী ইয়াহুইয়া ইব্রাহিম আক্তোম। তাফতে যখন এই শোভাযাত্রা শহরে প্রবেশ করে তখন তিনি বলেন, এটা তো মনুষ্যের কাজ হতে পারে না যে আমার এইসবে সব সংগ্রহ করে রাখব আর লোকেরা খুব তাকিয়ে দেখবে। এরপর তিনি তা থেকে দুই কোটি চলিশ লক্ষ দরহাম সকলের মাঝে বক্তার করে দেন আর তাঁর পা তখন রেকাবিতে (পাদানিতে) তিনি তাঁর ঘোড়া থেকেও নামেননি। তার নিজের রাতি হন্ডয়েইং কবিতার অংশ হলো।

লিসানী কতোম লাসারাক মথে ও দুমুয়ি নমূম লসোর মিদু ফলোলা দুমুয়ি কস্মে লোহী ও লোলা হোম নিক হোমু নিক দুমুয়ি

আমার জিহ্বা তোমাদের ভেদ রহস্য গোপন করে রাখে, কিন্তু আমার অশ্রু আমার নিজের ভেদ প্রকাশ করে দেয়। আমার অশ্রু যদি না হত তাহলে আমি আমার আসক্ত গোপন রাখতাম, আর যদি আমার আসক্তি না থাকত আমার চেয়ে অশ্রু ও থাকত না।

কোন এক রাতে তিনি তাঁর এক খাদিম পাঠান (তাঁর) এক বাংলাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য। তখন সেই খাদিম দীর্ঘকাল তাঁর কাছে অবস্থান করে কিন্তু বাংলাকে তাঁর কাছে আসা থেকে বিরত থাকে যতেক্ষন মামুন নিজেই তাঁর কাছে আসেন। তখন মামুন আবৃত্তি করে থাকেন।

বুঝলেন মন্তেহাত ফুঁকয়ে প্রবী ও দাদেল্লি হতি আসার কর তাল্তান

তোমাকে আমি সাহসে প্রেরণ করছি ফলে আমার অগাচের তুমি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ লাভ করেছে এমনকি আমি তোমার প্রতি মন্দ ধারণা গোপন করছি।

ফাতাবিদত মন হোহো ও কলিত সিদ্ধায় + মাযালেব শুরু ও দুরূক মা অফিনি

আমার প্রিয়ের সাথে তুমি নির্ভুক আলাপচরিতায় মশগুল হয়েছে অথচ আমি তখন দূরে। হায় আমার কোনাল! যদি আমি জানতে পারতাম তোমার নৈকটয়ের ব্যাপার তা ক্ষুব্ধ করে এসেছে।

ওরদত তরো ফি মহাসন ও জেবল + মাসতে পাস্তামা নুন্দামী আতনা

তাঁর সুখী মুখবোঝায় তুমি বারবার দৃষ্টি বুঝিয়েছ এবং তাঁর সুরেলা কষ্টে তোমার শ্রবণ তৃষ্ণা তৃপ্ত করেছে।

আতে অয়ো মনে চুপুচু পাঁচা + লসোর তিস্ত মনী হীনী হুসান

আমি তোমাদের উভয় চেয়ে তাঁর সুমধুর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, আর তোমার চক্ষুচিয়ার তাঁর চক্ষুমুগল থেকে সৌদর্য হরণ করেছে।
খলীফা মামূন যখন মু'তামিলা ও শীআদের বিদায়কে সমর্থন করেন তখন মামূনের শায়খ বিশ্ব অল-মুরায়ানী উত্তোলন হয়ে আবৃত্তি করেন:

قَدْ قَالَ مَامُونُ وَسُهَيْدَةُ + قَوْلًا لَهُ فِي الْكِتَابِ تَصِدِّقُ

আমাদের নেতা, আমাদের মামূন এমন কথা বলেন, কিংবা তার সত্যিয়ান রয়েছে।

إِنْ عَلِيًا أَعْمِنَ أَبَا حَسَنٍ + أَفْضَلُ مِنْ قَدْ أَقُلْتَ النَّوْعُ

আর তা হল আলী অর্থাৎ আবুল হাসান হলেন সর্বেভিত উদ্ধারী।

بَعْدَ نَبِيّٖ الْهَدِيِّ وَإِنْ لَتَ ۖ + أَعْمَالَكَ وَالْقُرْآنَ مَخْلُوقُ

হিদায়তের নবীর পর, আর আমাদের কর্ম আমাদের জন্য, আর কুরআন হল ‘মাখলুক’।

এরপর জনৈক আহলে সুন্নাত এর উত্তরে রচনা করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَأَقُولُ وَلَا عَمَلٌ + لَمْ يَقُولُ كَلَّامُ اللَّهِ مَخْلُوقُ

হে লোকসকল! (ওহে রাখ) ঐ ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ প্রাত্যাহরণ নয় যে বলে, আলাহার কালাম ‘মাখলুক’।

مَا قَالَ ذَلِكَ أَبُو بُكْرُ وَلَا عُمَرُ + وَلَا النَّبِيُّ وَلَا يَدْكَرُهُ صَدِيقُ

আবু বকর, উমর কেউই তা বলেননি, আর না বলেছেন আলাহার নবী আর না তা উল্লেখ করেছেন কোন সিদ্দীক।

وَلَمْ يَقُولُ ذَلِكَ الْأَلْبِ مَبْتَدِعُ + عَلَى الرَّسُولِ وَعِبَادِ اللَّهِ ﺑِذِينَٰدِقُ

একমাত্র রাসূলদের শীর্ষী বিদ্যাত্তি এবং আলাহার নাতিক ব্যাতীত কেউ তা বলেনি।

بَشَّرْ أَرَادَ ﻋِيْنَ إِمَاحَ دَينِهِمْ + لَنَّ دَينِهِمْ وَالْلَّهُ ﻢَمْحُوْقُ

বিশ্ব আলাহে তাদের দীনকে নিশ্চিত করতে চেয়েছে, কেননা আলাহার কসম, তাদের দীন অচিরেই নিশ্চিত হয়ে ঘায়ে।

يَقُومُ أَصْبَحُ عَفْلُ مِنْ خَلَٰقِكَ + مَفْضِعُ وَهُوَ ﻦِعْلُ إِلَّا ﺑِذِينَٰدِقُ

হে লোকসকল! তোমাদের খলীফা মিনি, তার আকাক-রুদ্ধি আবদ হয়ে পড়েছে আর তিনি শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

এসময় বিশ্ব খলীফা মামূনের কাছে দাবী জানায় এই পঞ্জিকায় মুজাহিদকে খুঁজে বের করে শায়েস্তা করার জন্য। তখন মামূন তাকে বলেন, আপনি কী বলেন? যদি সে ক্ষুধাহ হত তাহলে আমি তাকে শায়েস্তা করতাম। কিন্তু সে তো কবি। সুতরাং আমি তার পিছু নেব না।

খলীফা মামূন যখন শেষবারের মত তারসূত্র সকলের প্রতি অবহেলা হয়, এবং তিনি তার প্রিয়পাত্রী জনৈকা বাদাকে ডেকে পাঠান যাকে তিনি শেষ বয়সে খরিদ করেছিলেন। এরপর তিনি
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

তাকে জড়িয়ে ধরেন তখন বানীটি কেন্দ্রে বলে, হে আমারুল মু’মিনীন! আপনি তো আমাকে আপনার সাফর দ্বারা শেষ করে দিয়েছেন। এরপর সে আবৃত্তি করে,

সানুমাক দুমোর মুর্তিয়া রোয়া + ব্যা ব্যা ব্যা ব্যা

আমি আপনাকে আহ্বান করব যেমনজানি নিরুপায় ব্যক্তি তার রক্ষা করে আহ্বান করে, যিনি আহ্বানের সাহা দেন এবং প্রতিদান দেন।

لْعَلَّ اللَّهُ أَنَّ يَكْفِيْكُ حَرَّبًا وَيَجْمَعُكَ كَمَا تَهْوَى الْقُلُوبُ

তাহলে আল্লাহ আপনাকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করবেন এবং আমাদেরকে মনের আকাঙ্ক্ষা ও আকৃতি মাফিক একে করবেন।

তখন তিনি তাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে আবৃত্তি করেন-

فِيَ حُسْنِهَا إِذْ يُفْسِلُ الدَّمَّ عَلَيْهَا وَاذْهَبْ دَيْرُ الدَّمَّ عَلَيْهَا الأَنَامِلْ

তার সেই সৌন্দর্যের কি কোন তুলনা আছে যখন তার অশ্রু তার চোখের সুরমা ধ্বংস দিয়ে দিচ্ছিল আর যখন সে তার আগুনের অহংকার দিয়ে অশ্রু সরিয়ে নিছিল।

سَبِيعَةَ قَالَتْ فِي الْعُيُبَابِ قَلَتْنِي + وَقَتْلُي بِمَا قَالَ هَذَاكَ تَحَاوَلْ

এই সকলে যখন সে তিরস্কার করে আমাকে বলল, আপনি তো আমাকে শেষ করে দিয়েছেন, অথচ সেখানে সে যা বলেছে তা দ্বারা সে আমাকে শেষ করার চেষ্টা করছিল।

এরপর তিনি তার খাদিম মাসরকরকে তিনি ফিরে না আসা পার্থক্তি তার সাথে সদাচারের এবং তাকে দেখানা করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা হল, আর তার যেমন বলেছেঃ

قُومَ أَيٌّ حَارِبۡنَا شَدۡوَ مَا زُرۡتُ راَهِمٌ + دُونَ الدَّسَاءِ وَلَوُّ بَالۡتُ بَاطِلٌ

তারা এমন সম্প্রদায় যারা যুদ্ধকালে সম্প্রূর্ণত্বে স্বাভাবিক একটী নিয়ে চলে যাবে যাতে কোন প্রতিবর্তন না থাকে।

এরপর তিনি বাদীটিকে বিদায় জানিয়ে সফরে রওনা হয় যান আর এদিকে বাদীটি তার এই অনুপস্থিতিতে অসুস্থ হয় পড়ে আর খলীফা মামূন ও তার এই অনুপস্থিতিকালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর যখন খলীফার মৃত্যু সংবাদ তার কাছে আসে সে তখন এমন মৃত্যুবরণ ছাড়ে যে তার মৃত্যুকাল যিনিয়ে আসে এবং মৃত্যু যমাতে শুরু হওয়ার পর সে আবৃত্তি করে

إِنَّ الزَّمَانَ سَفَانَا مِنْ مَزَارِعِهِ + بَعْدُ الْحَلَالَةِ كَأَسَاتِ فَاروَانَا

কাল আমাদেরকে তার মিঠাকালের পর বিক্ষিপ্ততা বহুগ্রাস পান করিয়ে তৃপ্ত পরিতৃপ্ত করেছে।

ابْدِ لِنَا تَأَذَّرۡنَا مَنْهَ فَاضِحۡكُنَا + ثُمَّ اشْتَكَلۡنَا نَارَةٌ أَخۡرَى فَلَاۡكُنَا

একবার সে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে আনন্দিত করেছে, আরেকবার বিরূপ হয়ে আমাদেরকে ব্যথিত করেছে।
ইনাএ ইলাহী ফিল্মা লাইবাল বিনা + মিন ক্ষুদ্রাম মিন টলোকুন দনিয়ানাত
আমরা যে সাবক্র্যক ভাষালিপি এবং আমাদের দুনিয়ার বৈচিত্রের মাঝে আছি সে ব্যাপারে আমরা আল্লাহ-মুহাম্মদ।

দনিয়া দুনিয়া আমাদেরকে তার এমন আন্দেশে বন্দনা পরিবক্ত দেখায যার কোনটি ছাড়া হয় না।

ওহে তুমি যে কান না জানি এর আর আর বুঝে নামানাত
আর আমরা তাতে এমন অবশয় রয়েছি যেন জীবন ধারণের ক্ষেত্রে জীবিত কাননদিন আমাদের থেকে পৃথিবী হবে না আর আমাদের মৃত্যুর থেকে।

খলিফা মা’মূনের ইনতিকাল হয় ২১৮ (দুইটি আঠার) হিজরীর রজব মাসের ১৭ (সেঠ) তারিখ বুধপতিবার দিনের মতামতে অপরাহ্ণে তারসূস সমাধিতে। এ সময় তার বয়স ছিল ৫৮ (আটশের দিন) বছর। তার খিলাফতকাল ২০ (বিশ) বছর কয়েক মাস। তার জন্মাহার নামায পড়ন তার বাই তার সংসদের পূর্বোক্তিতে উত্তরাধিকার মু’তাসিম। তাকে তারসূসের দারে খাকান আল-খাদিমে সমাধিকার করা হয়। কারও কারও মতে তার ইনতিকাল হয় মসন্দাবার, আবার কারও মতে বুধবার ২২ (বইল) তারিখ কেউ কেউ বলেন, তিনি তারসূসের বাইরে চার মনিলা বা চারদিনের দুইতে ইনতিকাল করেন। এরপর তারকে তারসূসে বহন করে আনা হয় এবং সেখানে সমাধিকার করা হয়। আবার কারও কারও মতে তারকে রমযান মাসে উড়ন্ত স্থানান্তর করা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা সরবরাহ জাননন। আবু সাইদ মাখমুমি বলেন--

"হলরা রাইত ইনেজুম গাঁথে উনর দীপে + সোন শনিনা ও মল্লে মাসুমসি
খলিফা বুচরাতি টেংসুস + মলিল মাখিতা আবায় বটোসি।"

তুমি কি তারকরাজের দেখেছ যে, তারা খলিফা মা’মূনের কিংবা তার প্রতিষ্ঠিত সামরিকের কোন কাজ এসেছে। লোকেরা তাকে তারসূস শহরের উপকন্ঠে রেখে এসেছে যেমন তার তার পিতাকে তুস নগ্রীতে রেখে এসেছিল।

খলিফা মা’মূন তার বাই মু’তাসিমের কাছে ওসিয়ত করে যান এবং তিনি তার (মু’তাসিমের) উপস্তিতত এবং তার মৃত্যু আবাস এবং একবল কাজী, উমারার, ওয়ার এবং জীবিতদের উপস্তিতত তার ওসিয়থনামাল লিখে যান। এতে তিনি খালকে কুরআনের মতাদান বাঁক করেন, তা থেকে তিনি তখনও তওবা করেননি বরং এই আকীয়া নিয়ে মুত্যুবরণ করেন।

আর এই বিষয়ে বিশ্বাসী হয়ে তওবা না করা অবশয় তার দুনিয়ার আমল নিশ্চেষ্ট হচ্ছে যায়।

এছাড়া তিনি পাশ তাকরের তার জানানায নামায পড়নের জন্য ওসিয়ত করে যান। তার ভাই মু’তাসিমকে আল্লাহ তীতি এবং প্রজাপ্রিয়িত উপকন্ঠে দিয়ে যান এবং তাকে ওসিয়ত করেন ‘কুরআনে’ (খালকের) ব্যাপারে ঐ আকীয়া পোষণ করত যা তার ভাই মা’মূনের পোষণ করত এবং লোকেদেরকে সুদি করে আহ্বান করতে। এছাড়া তিনি তাকে অবনুদ্রাহ ইবন তাহির, আহমদ
ইবুন ইবরাহিম, আহমদ ইবুন আবু দাউদ-এদের ব্যাপারে ওসিয়ত করেন এবং শেষোক্তজনের ব্যাপারে বলেন, তারার বিষয়াদিত্তে তার সাথে পরামর্শ করবে এবং তাকে তাপ করবে না। আর ইহাইয়া ইবুন আব্বাসের সাহায্যের সাহায্য থেকে সাবধান থাকবে। একবার পর তিনি তাহ ইহাইয়ার নিন্দা করে তাকে তার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে নিষেধ করেন এবং তার সম্পর্কে বলে, সে তা আমার সাথেই বিয়নত করে লোকজনকে আমার থেকে দূরে থারিয়ে দিয়েছে। ফলে আমি অনসুথু হয়ে তাকে বর্জন করেছি। এরপর তিনি তাকে আলাবাদের ব্যাপারে সদাচারের ওসিয়ত করেন। তাদের সম্পর্কের সাদরে গ্রহণ করতে, অপরাধীদের মার্জনা করতে এবং প্রতিবছর তাদেরকে তাদের প্রাপ্তি অনুদানের মাধ্যমে সম্পর্কের বদনে বেঁধে রাখতে বলেন।

এছাড়া ইবুন জারীর খলিফা মা'মুনের এক বর্ণালী জীবন চরিত উল্লেখ করলেন, তাতে তিনি এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন যা ইবুন আসাকির তার বহ তথ্যের মধ্যে ও উল্লেখ করেন নি। আর প্রত্যেক জানির উপর রয়েছে এক মহাজানী।

আবু ইসহাক ইবুন হারুন মু'তাসিম বিলাহার খিলাফত

তার ভাই খলিফা মা'মুন যেনিং তারসূনে মৃত্যুবরণ করেন, সেজন্যেই তার খিলাফতের অনুকূলে বায়াত গৃহিত হয়। এ সময় তিনি অনুস্বু ছিলেন। আর তিনিই তার ভাই মা'মুনের জানার নামায় পড়ান। এসময় কোন কোন আমির আব্বাস ইবুন মা'মুনকে কর্তৃপক্ষ প্রদানের জন্য সচেষ্ট হয় কিছু আব্বাস তাদের সে চেষ্টায় বিরোধিতা করে বলেন, এই শীতল বিখ্যাতদের তাত্ত্বিক কী? আমিতা আমার পিতৃব্যের মু'তাসিমের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছি। তখন লোকজন শান্ত হয়, ফিতনা ও বিশ্বাসঘাত আহত তিমিত হয় এবং দৃতপগ মু'তাসিমের অনুকূলে বায়াত গ্রহণের সনে এবং খলিল মা'মুনের মৃত্যুলেকের সাথন্ত্র প্রচারের জন্য ইসলামী সামাজিকের দুর-দূরের তরুণ হয়ে যায়। এরপর খলিফা মু'তাসিম তার ভাই মা'মুন তুওয়ানা শহরে যা কিছু নির্মাণ করেন তা ভেঙ্গে ফেলার এবং সেখানে সে সকল অস্ত্রশস্ত্র ও সামর্থ্য স্থানায়িত করা হয় তা মুসলমানদের দুর্বলসূচী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। আর তিনি সকল নির্মাণ করিয়ে যা যে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি আরূপত আব্বাস ইবুন মা'মুনকে নিয়ে সেনাসেবা ব্যাপারের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং রমজান মাসের শুরুতে শিক্ষার দিন পূর্ণ সাজসজ্জা ও বিপুল জাত্রাকম্বরের সাথে সেখানে প্রবেশ করেন।

এদিকে এ বছর হামদান, ইসপাহান, মাসবাযান এবং মিহরাজান অঞ্চলের বহ সন্ধ্যাকে লোক স্বার্থ্যে সম্পর্কে উল্লেখ করেন, এবং তাদের এক বিশাল জোট গঠিত হয়। তখন মু'তাসিম তাদের বিজ্ঞাপ্ত বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন যাদের সর্বশেষে বিশাল এক বাহিনীর সাহায্যে প্রেরণ করেন ইহাইয়া ইসহাক ইবুন ইবরাহিম ইবুন মূসাবারকে এবং তাকে 'আলজিবাল' (অর্থাৎ সকল পার্বত্য) অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ইসহাক অভিযানের বের হিলকদ মাসে আর তার বিজয়পত্র পাঠ করা হয় সাজসজ্জা মাসের আত তারিখে এই মর্যাদায় যে তিনি বুরুমীদের পরাজিত করেছেন, তাদের বহুজনকে হত্যা করেছেন এবং অবশিষ্ট রোমান ভুক্ত হয়ে পালায় করেছেন।

এহেদের এই খলিফার সামনেই ইমাম আহমদ ইবুন হায়লে সেই নির্মাণমূলক ফিতনা ও পরীক্ষার পরিস্কার হন এবং তাকে তার সামনে উপস্থিত করে বীরেশ্বর প্রহার করে হয়। যার বিশাল বিবরণ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র)—৬১
ইমাম আহমদ ইবন হামল (র)-এর জীবনীতে ২৪১ (দুইশ একচ্ছইন্ত) ইহরই সম্মান অপেক্ষায় নীত্তই আসছে।

এছাড়া এ বছর অন্য সে সকল বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেন তাদের অন্তম হলেন—

বিশির্ষ আল-মুরায়িসী

এই ব্যক্তির পূর্ণ নাম হল বিশির ইবন গিয়াছ ইবন আবু কারিমা আবু আবুদুর রহমান আল-মুরায়িসী কানাম শাফিক এবং মুতাবিলিদের দুই, খলিফা মামুনকে যাত্রা বিভাজ করেছিলে এ হল তাদের অন্তম। প্রথম জীবনে এই ব্যক্তি কিষত্তি ফিকাহশাস্ত্র চর্চা করত এবং তখন সে কাজ আবু ইসাকফ থেকে ইলম বিদ্যা শিক্ষা করে। তার থেকে হামাদ ইবন সালাম থেকে, সুফিয়ান ইবন উয়াইরা থেকে এবং অন্যদের থেকে হাদিস বিশ্লেষণের করে। এরপর তার উপর ইলমুল কালাম শাস্ত্রের প্রভাব দেখে দেয়। আর ইতিপাতে ইমাম শাফিক (র) তাকে তা শিখতে এবং তার চর্চা করতে নিয়ে করেন। কিছু সে তার কথা আইনে করেন। আর (ইলমুল কালাম সম্পর্কে) ইমাম শাফিক বলেন, শিরক বাতীর আর সকল পাপ নিয়ে বাদার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা আমার কাছে ইলমুল কালাম নিয়ে সাক্ষাৎ করার চেয়ে অধিক পসন্দন্তী। ইমাম শাফিক (র) যখন বাদাদের আসেন তখন বিশির তার সাথে মিলিত হয়।

ইবন খালিকান বলেন, সে (বিশির) নতুনভাবে 'খালকে কুরআনের' মতবাদের উত্তর ঘটায় এবং তার সম্পর্কে কর্দম মতামত পরিবর্ত হয়। আর সে মুরজিয়া এবং মুরজিয়ার শাখা মুরায়িসাকে তাদের দিকে সম্পূর্ণ করা হয়। সে বলত, চারু সুর্যকে সিজনা বা প্রাণ করা কুফদী নয়। তা হল কুফদীর চিত্ত মাত্র। সে ইমাম শাফিকের সাথে বিতর্ক করে লিখ হয়। আর নাম্বা ও আরবী ব্যক্তিত্ব শাস্ত্রে তার দুর্বলতা ছিল ফলে সে সূত্রের ব্যাকরণগত ব্যাপ্তির শিকার হত। বলা হয় তবে পিতা ছিল কুফদীর জনক ইয়াহুদী রক্ষক কর্মী। আর সে বাস করত বাদাদের মুরায়িসী গলিতে। আর 'মুরায়িসা' হল যোগ ও রূখার মিশ্রিত চাপাতি (পাত্তলা) রূপ বিদেয়। ইবন খালিকান বলেন মুরায়িসা হল নাওরা অঞ্চলের একটি বুধ্বন্ত যেখানে শীত মূসুমে হেলাল বায়ু প্রায়িত হয়।

এছাড়া এ বছর আবদুর্রাহ ইবন ইসাকফ উল্লাহ-শাহাবী, আবু মুসুহর আবদুল আলা ইবন মুসুহর আল-গাসাসানী আদ-দামেশ্কী এবং ইয়াহুইয়া ইবন আবদুর আল-বাকলতি মৃত্যুবরণ করেন। আরো যাত্রা মৃত্যুবরণ করেন—

আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম ইবন আইয়ুর আল-মুআফিকি

ইনি ছিলেন গিয়াছ ইবন আবদুর আল-বাক্কাল সুরের (নবী জীবনী গ্রহ) আস-সীরাত-এর বর্ণনাকারী তার মূল লেখক ইবন ইসাকফ থেকে। এই সীরাতের হয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ করে সীরাতে ইবন হিশাম বলা হয়। তিনি তিনি এই পরিবর্ধন, পরিবর্ধন ও সংক্রান্ত এবং হল বিশেষে সম্পাদনা ও অন্য কিছুর সংযোগ করেছেন। ইনি ছিলেন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের পুরোধা। ইনি মিসরে অবস্থান করতেন। ইমাম শাফিক যখন সেখানে যান তখন তিনি তার সাথে মিলিত হন এবং তারা উঠে একে অন্যকে বহ সংখ্যক আরবী কবিতা আবৃত্তি করে শেষের ইবন হিশাম এ বছরের রবীউল আধির মাসের তার তাদিকির সময় ইন্তিকাল করেন। তুলনা-
মিসর-এ ইবন ইউসূফ তা বলেছেন। তবে ঐতিহাসিক সুয়ায়লী দাবী করেছেন, তিনি ২১৩ (দুইশ তের) হিজরীতে ইহামই করেন, সেসব ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, আর আলাইহ সর্বাধিক জানেন।

২১৯ হিজরীর আগমন

এ বছর নবী পরিবারের ইমাম রেমার আহ্মাঙ্করে মুহাম্মদ ইবন কাসিম ইবন উমর ইবন আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবু তাবিব খুরাসানের তালকান নামক অঞ্চলে আঘাত করেন। এসময় তার চলাচলে বহু সময়কে সমর্থ হয় এবং আবদুলজাহ ইবন আহীরের সেনাপতিগণ তার বিরুদ্ধে একাধিকবার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এরপর তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে তিনি পলায়ন করেন। তারপর ত্রুটি হয় এবং আবদুলজাহ ইবন আহীরের কাছে প্রেরিত হয়। তখন আবদুলজাহ ইবন আহীরের তারকে খলিফা মু'তাসিমের কাছে প্রেরণ করেন এবং তিনি রবিউল আওয়াল মাসীর মধ্যভাগে পনের তারিখ তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন। এ সময় মু'তাসিমের নির্দেশে তারকে একটি সর্কীর্ষ স্থানে বন্ধী রাখা যায় যার দৈব তিনি হতে এবং অস্থ হইত, সেখানে তিনি দিন অবস্থানের পর তাকে অপেক্ষাকৃত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার আহার ও সেবকের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তিনি ইসুদ ফিততুরের রায় পর্যন্ত বন্ধী থাকেন। এ সময় লোকজন যখন ঈদ উসবে বাঁধত তখন তারকে তার প্রকোষ্ঠের আলো প্রবেশের পথ দিয়ে একটি দড়ি জুলিয়ে সেখান হয় এবং তিনি সেখান থেকে সরে পড়েন, কিন্তু একে জানা অসম্ভব হয়নি তিনি কিভাবে সেখান থেকে সরে যেতে এবং কোন তুষেও গল্ম করেন। আর (এ বছরের) জুমাদাল উলা মাসের ১১ (এগার) তারিখ রবিবার ইস্মাইল ইবন ইবরাহীম খুরাজমীদের যুদ্ধ থেকে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় তার সাথে খুরাজমী অনেক যুদ্ধ বন্ধী ছিল। এ যুদ্ধে একলক্ষ খুরাজমী মোহার নিহত হয়েছিল। এ বছরই খলিফা মু'তাসিম বিপুল সংখ্যার কৌশলসহ আলজিফকে যুদ্ধকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন যারা কাফেলা লুটতো ও শ্যাদি হিসওতাইয়ের মধ্যমে বসরা তুষাহের নৈনাজা সূচি করে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে নয় মাস সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাদের প্রতিক্রিয়া করেন এবং তাদের অনিল দমন করেন এবং তাদের অধিকারকে ধ্বংস ও বরবাদ করেন। মুহাম্মদ ইবন উমর নামক এক ব্যক্তি তাদের কর্তৃত্বাধিকারী ছিল, তার তারে আরেকজন ছিল সাম্প্রদায়িক। তার সেই ছিল কূচকী ও শ্যাদান। এরপর আবদুল মুসলিমনদের তার ও তার অনিল থেকে বন্ধী দান করেন।

এভাবে এই বছর ইমাম আহমদের শায়খ সুলাইয়ান ইবন দাউদ আল-হাসারিমী, ইমাম শাফিউর শাগেরেদ ও মুসনাদ সংকলন আবদুলজাহ ইবন মুবায়র আল-হুমায়দী, আলী ইবন আয়াশ, ইমাম বুখারীর শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-ফযজ ইবন দাকানি এবং আবু বাহাহর আল-হুমায়দী ইনতিকাল করেন।

২২০ হিজরীর আগমন

এ বছর আশুরার দিন আলজিফ সৌপথে বাগদাদে প্রবেশ করেন। এ সময় তার সাথে ছিল সাতার হাজার যুদ্ধী যাদেরকে তিনি নিরাপদ দিয়ে খলিফার কাছে নিয়ে আসেন। প্রথমে তাদেরকে বাগদাদের পূর্ব প্রাঙ্গণে অবস্থান করানো হয়। এরপর খলিফা তাদেরকে 'আয়নে রমা'
অঞ্চলে নির্বাসিত করেন। এ সময় রোমকরা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে নেয় এবং তাদের হাত থেকে একজনও রেখাই পায়নি। আর এটা ছিল তাদের সেবকের পরিণতি।

এ বছরের এলাকা মু'তাসিম আফসীনকে যার নাম হায়দার ইব্রুন কাওস বাবরক আল-হুসাইনীর বিক্রেতা যুদ্ধের জন্য বিশাল একটি ফৌজের কর্তব্য অর্জন করেন। কেননা ইতিমধ্যে তার বিষয়টি মাধ্যত্তক দিয়ে উঠে এবং তার শাসন ও দাপট বৃদ্ধি পায় এবং তার অনুলভানী আহরবায়জান ও তার সংগঠন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রথম উদাহরণ স্মরণ রয়েত দুইশ একটি বিজয়ী। সে ছিল মহানাতিক ও সাক্ষাৎ শয়তান। তখন আফসীন সরাসরি যোগান, দুধ নির্মাণ এবং ফৌজের অ্যামাতার পথ নির্ধারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল নির্দেশ নেতৃত্ব সম্পন্ন করার পর আপাতত হয়। এসময় এলাকা মু'তাসিমটি তার কাছে সেনাবাহিনী ও সমর্থকদের বায়বায় বহনের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রেরণ করেন। এরপর তিনি বাবরকের মুখোমুখি হয় এবং চ্যাম লোড়াইয়ে লিয়ো হন। এ যোগে আফসীন বাবরকের সমর্থক মোহাম্মাদ যোগান। তার বিষয় এক লক্ষ্য হয়।

এদিকে বাবরকের নিজের তার নিজ শহরের পালান করে এবং সেখানে বিনিয়োগ অবস্থায় আইন গ্রহণ করে। এটা হল বাবরকের প্রথম দুর্বলতা। এ ছাড়া তাদের দূর্বলতার মাঝে আরও একাধিক লাফাই সংঘটিত হয়েছে যে আলোচনা রেখে দীর্ঘ। অবশ্য ইব্রুন বাবরকের সব উদ্দেশ্য করেছেন।

এ বছর মু'তাসিম বাগদাদ থেকে বের হয়ে আল-কাতুল নামক স্থানে অত্যাচার করেন এবং সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন। এছাড়া এ বছর মু'তাসিম বিষয়ে মর্দ্দমাদিনী দায়ের পর ফাযর ইব্রুন মারওয়ানের প্রতি রূপ হয় এবং তাকে মাত্র থেকে অপসারণ করেন এবং তার দুধ-সম্পদ বাজারের কাপড় বন্ধ করেন। এ সময় মু'তাসিম তার শুলে মুহাম্মদ ইব্রুন আবদুল মলিক ইব্রুন আদা-কায়াতকের নিয়োগ করেন। এছাড়া এ বছর বিগত বছরের হজের আমার সালিহ ইব্রুন আলী ইব্রুন মুহাম্মদ হজ পরিচালনা করেন।

আর এ বছর আদা ইব্রুন আবু ইয়াসা, আবদুল্লাহ ইব্রুন বার, আফসীন ইব্রুন মাসলামা, বিহিট কারী কালুন এবং আবু দ্ব্যায়া আল-হিদির প্রমুখ বাড়িবর্গ ইনিতিকাল করেন।

২২১ বিজয়ীর সুচনা

এ বছর বড় বাগুগায় এবং বাবরক্ক এর মাঝে এক ভয় সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে বাবরক্ক বাগুগাকে পরাজিত করে এবং তার উদ্ধেখোয়া সংখ্যাসম্পর্ককে হ্যাত। করে। এরপর আমান ও বাবরক যুদ্ধে লিয়ো হয় তখন আফসীন একাধিক দীর্ঘ লোড়াইর পর তাকে পরাজিত করেন এবং তার উদ্ধেখোয়া সংখ্যাসম্মত সহযোগীকে হ্যাত। করেন। ইব্রুন বাবরকের যার বিশদ বিবরণ দিতেছেন আর এ বছর হজ পরিচালনা করেন মকরার নাযিম ও প্রায়সূক মুহাম্মদ ইব্রুন প্রাইমার ইব্রুন ইব্রুন মুস্লিম আল কাবেয়া, আবদুল্লাহ ইব্রুন কাবেয়া। এবং ইব্রুন উমরুব্নারার আরামায়।

২২২ বিজয়ীর আগমন

এ বছরের এলাকা মু'তাসিম বাবরকের বিক্রেতা যুদ্ধের জন্য আফসীনের সাহায্য সরবর বহ সংখ্যক ফৌজ প্রেরণ করেন এবং সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তার কাছে তিন কোটি দিয়াম
৬৮৫
শ্রেণীকরণ করেন। এরপর উভয় বাহিনী গ্রেটা লড়াইয়ে লিঙ্গ হয় এবং সেনাপতি আফসীন, বাবকের শহর আলবায় দখল করেন এবং তথ্যকার সরকার করায়ন করেন। আর এটা ছিল রময়ন মাদনের ২০ (বিষ) তারিখ চতুর্থ। আর তা সত্ত্ব হয় দীর্ঘ অবরোধ, ভাবাব লড়াই, তীরে মুকাবিলা ও প্রাণায়তন চেষ্টা পর। ইবন জারীর তা অন্তর্নিহিত বিষয় ও বিশ্বাসিতভাবে বর্ণনা করেন। সাধক এ সময় তিনি এই ভূমিকা করেন এবং সৌন্দর্য সেখানকার সকল ধন-সম্পদ করায়ন করেন।

বাবকের ধ্রুত হওয়ার আবোধানা

মুসলমান তখন তার রাজধানী ও শাখিদ উৎসবী বায় নামক শহর দখল করেন নেয়। তখন বাবক তার সমন্বয় ও সজ্জনদের নিয়ে পলায়ন করেন। এ সময় তার সাথে তার মতো ও তীর্থ ছিল। এবং তারপরে তার সমস্ত সংখ্যা, হাসে পেয়ে অন্য সংখ্যা মানুষের সংখ্যা দল পরিপূর্ণ হয় এবং পরিবর্ধন তাদের খাদ্য ও রূপ ফুলিয়ে যায়। এ সময় তারা এক কৃষ্ণকের সাধারণ পায় তখন বাবক তার খাদ্যীকে কিছু সর্বমূল্য দিয়ে তার কাছে এই বলে পাঠায়- তাকে এই সর্বমূল্যগুলো দিয়ে তার রূপগুলো নিয়ে আসে। এ সময় এই কৃষ্ণকের সঙ্গী দুর থেকে বাবকের খাদ্যীকে তার থেকে রূপটি দিতে দেখতে যান যে এই ব্যাক্তি তার থেকে রূপটি কেড়ে দিচ্ছে। তখন চে সে স্থানের একটি দুর্গে যান- যেখানে সাহাবা ইবন সাবাব নামক খলিফার জন্ম নাযিব ছিলেন এবং তার কাছে ঐ খাদ্যীকের বিকৃতি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি আবেদন জানায়।

তখন তিনি (নাযিব) নিজেই সর্বব্যবস্থাতে আরোহণ করে অন্ধকার হন এবং ঐ খাদ্যীকের নগাল পেয়ে যান। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার ব্যাপার কি? তখন সে বলে, না তোমার কিছুই না। আমি তাকে করেক্ট দীর্ঘ দীর্ঘ এবং তার থেকে রূপটি নিয়েছি। তখন তিনি বলেন, তোমার পরিবার কি? তখন সে তার কাছে নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি নাযোজী।

তখন সে বলে, আমি হল্লাম বাবকের জন্মক খাদ্যী। তখন তিনি বলেন, সে কোথায়? তখন সে বলে, ঐ তো ওখানে বলে আনারের জন্য অস্তর করেন। তখন সাহাবা ইবন সাবাব তার কাছে যান- তিনি তখন তাকে দেখতে পান তখন বাহন থেকে নেমে তার হাত চুরি করেন এবং বলেন, জানে! আপনি কোথায় যেতে চান, তখন বাবক বলে, আমি রোমান ভূমধ্য ব্যাপার করতে চাই। এ সময় সাহাবা বলেন, আপনি যার থেকে তার আশ্রয় কি আমার এই দুর্গের চেয়ে সুরক্ষিত এমন প্রস্থত যে আমি আপনার খাদ্যী ও সেবক? এভাবে তিনি তাকে দোকা দিয়ে সক্ষম হন এবং তাকে নিজের সাথে দুর্গে নিয়ে যান।

তিনি তাকে সমায়ন সেখানে অবশ্য করান এবং তার জন্য দুর্গের কাজে অবশ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাকে বলেন আমার আফসীনকে লিখে জানান। তখন আফসীন তাকে গৃহের কারণ জন্য দুর্গের আমীরের পাঠান যারা এই দুর্গের কাজে অবশ্য গ্রহণ করে ইবন সাবাবকে তা পালন মধ্যে অবহিত করেন। তখন ইবন সাবাব তাদের উদ্দেশ্য বলে পাঠান আমার পরবর্তী নির্দেশ তোমাদের কাছে পৌত্তল তোমরা তোমাদের স্থানে অবজ্ঞন কর। এরপর তিনি বাবকের বলেন, নিষ্ঠায় এই দুর্গে অবস্থানের কারণে আপনার মনে দুর্ভাবনা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে, আর আজকে আমি পিয়ারে বলিয়া সংকৃত করেছি, আমাদের সাথে থাকে পিয়ারে বাজ ও কুকুরের জীবন। আপনি যদি তাল মনে করেন আপনার এই দুর্ভাবনা ও মানসিক সংকীর্ণতা দুর করার জন্য আমাদের সাথে বলে হাত করে। সে বলল, হ্যা, এরপর তারা সকলে বের।
হয় এবং ইবন সানবাত্ত আমীরবত্ত কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠান, দিনের অক্ষু সময়ে তোমরা অমুক স্থানে থাকবে। এরপর তোমার দু'জন (বাবক এবং সাহল ইবন সানবাত্ত) উত্তোলনে পৌছে তখন আমীরবত্ত তাদের অধিন সিগাহাইদর নিয়ে বাবককে ঘিরে ফেলেন আর ইবন সানবাত্ত তখন পলায়ন করেন। এরপর তোমার তখন তারা দেখতে পায় তখন তার কাছে এসে তারা বলে, তুমি সামার বাহন থেকে নাম। বাবক তখন প্রশ্ন করেন তোমরা দু'জন কি? তখন তোমার বলে যে, তোমার হল আফসিনের পশ্চিম দূত৷ তখন সে তার বাহন থেকে নামে, আর এসময় তার পরে ছিল সাদা পশ্চিম জুবা এবং (পায়ে) সক্ষিপ্ত চামড়ার মোজা, আর হাতে ছিল শিকারী বাজ। এরপর সে ইবন সানবাত্তের দিকে ফিরে বলে, আল্লাহ তোমাকে লাশি করুন! কেন তুমি আমার কাছে তোমার ইচ্ছামত অর্থ সম্পদ চাওনি, এরা তোমাকে যা দিয়েছে আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশী দিতাম। এরপর তোমার তারা বাহনে আরোহণ করায় এবং আমীরবত্তের সাথে তাকে আফসিনের কাছে নিয়ে যায়। এরা যখন আফসিনের নিকটবর্তী হয় তখন তিনি বেরিয়ে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং লোকদের রাস্তার দু'পাশে সারিবন্ধনীভূত দাড়ানোর নিদর্শন দেন। এরপর তিনি বাবকের বাহন থেকে নেমে পায় এটি লোকদের মাঝে প্রবেশ করার নিদর্শন দেন। তখন সে তাই করে। আর এটা ছিল, অতি খারিজী একটি দিন। আর এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের শাওয়াল মাসে। এরপর আফসিন তাকে নিজ হিফায়তে বন্ধী করে রাখেন। এরপর এ বিষয়ে খালিফা মু'তাসিমের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তখন খালিফা তাকে নিদর্শন দেন তাকে (বাবক) ও তার তাইয়ে নিয়ে অসতে। উল্লেখ এ সময় আফসিন বাবকের ভাইকেও বন্ধী করেন। বাবকের এই ভাইয়ের নাম ছিল আবুদ্রুয়াহ। (খালিফার নিদর্শন পালনার্থে) আমীর আফসিনের দু'জনকে নিয়ে এ বছরের সামরিককলে বাগদাদ অভিযুক্ত রওনা হন। কিন্তু তিনি তাদেরকে নিয়ে বাগদাদ পৌরবেই বছর শেষ হয়ে যায়। আর এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন পুনরায় প্রসিদ্ধ আমীরের যার আলোচনা বিগত বছরের আলোচনায় অতিরিক্ত হয়। এছাড়া এ বছর পূর্বে ইন্ডিকাল করেন তাঁর অন্তত হলেন, আল হাকাম ইবন নাফি', ওমর ইবন হাফস ইবন আয়ারশ, মুসলিম ইবন ইবরাহিম, ইয়ায়হুইয়া ইবন সালিহ আল-ওয়াহাই।

২২৩ হিজরীর আগমন

এ বছর সফর মাসের তিন তারিখে আমীর আফসিন বাবককে সঙ্গে নিয়ে 'সামিরা'-তে খালিফা মু'তাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তার সাথে বাবকের ভাইও ছিল বিপুল সাজসজ্জায়। এদিকে মু'তাসিম তার পূর্ব হারুন আল ওয়াফিকের নিদর্শন দেন আফসিনকে অভাবনা জানাতে। খালিফা মু'তাসিম বাবকের ব্যাপারে অতি গুরুত্ব আরোপের কারণে প্রতিদিন তার খবর তারা কাছে পৌছত। বাবকের পৌহার দু'দিন পূর্বে খালিফা মু'তাসিম ডক বিভাগের বাহনে আরোহণ করে বাবকের অভাবে তার সাক্ষাৎ প্রবেশ করেন এবং তাকে দর্শন করে ফিরে আসেন। এরপর যখন তার সাথে বাবকের সাক্ষাৎকরে তিনি উপস্থিত হয় তখন মু'তাসিম তার জন্য প্রতীক্ষা প্রাপ্ত করেন। এ সময় লোকজন দুই সারিতে দাড়ানো হয়। এছাড়া তিনি বাবকের বিষয়টি প্রচার করার জন্য সংস্থাদের নিদর্শন দেন তাকে হাতির পিঠে আরোহণ করাতে এবং রেশমী জুবা এবং বিশেষ ধরনের গোলকার টুপি পরিধান করাতে। আর খালিফার নিদর্শনে তারা
হাতিটিকে সেভাবে প্রত্যক্ষ করে, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতাসকে মেহেদী রঞ্জিত করে এবং তাকে রেশমী কাপড় ও অন্যান্য বহু মূল্যবান পরিষেবায় সজ্জাপোকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করে। এ প্রস্তাবে জনৈক কবি আবৃত্তি করেন?

ফদ় হধস ফিলেল কাদারাহে + যখম শিবন হরাসান
হাতিটিকে মেহেদী রঞ্জিত করা হয়েছে তার প্রথামত; সে খুরাসানের শয়তানকে বহন করবে।

ফিলেল লা নুখসুবে আফসাহে + আলাভ নাই সান মীন শাহাদ
আর 'অতি বিশেষ' কারও জন্যই হাতির অঙ্গ-প্রতাসকে মেহেদী রঞ্জিত করা হয়।

erপর বাবকে যখন কলীফা মুতাসিমের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি তার হাত-পা করিয়ে, মাথা বিচিত্রিকরণের এবং পেট চিরে ফেলার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি তার কর্তিত মনোর খুরাসানে নিয়ে যাওয়ার এবং ধর্ষ সাদরের শুধুমাত্র করে রাখার নির্দেশ দেন।

বাবকে যে রাতে হত্যা করা হয় সে রাতে সে মদাপান করেছিল। আর তা ছিল এ বছরের রবীউল আখ্তর মাসের তের তারিখে বুধীপত্বিবর রাত।

এই অভিধান ব্যক্তি তা বিশ বছরের প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তিকে ২,৫৫,৫০০ (দুই লক্ষ পঞ্চম হাজার পাঁচশ) লক্সের হত্যা করে। ইবুন জাহির তা বর্ণনা করেন। এছাড়া যে অগণিত মানুষকে বন্দী করে। তার বন্দীত্ব থেকে আফসীন যাদেরকে উদ্ধর করেন তাদের সংখ্যাই প্রায় ৭৬০০ (সাত হাজার ছয় শত)। এসময় আমীর আফসীন তার (বাবকের) সহায়তায় মথ থেকে সতেরজন পুরুষ এবং তার ও তার পুত্রদের মধ্য থেকে তাদের ২৩ তেইশজন স্ত্রীর নীরকে বন্দী করেন। বিনতি আছে যে, অতি কুষ্টিত আকৃতির এক বেঁধা মায়ের গর্ভে বাবকের জন্য।

পরবর্তীকালে তার সার্বিক অবস্থা তাকে সেখানে পৌঁছানোর সময়ে পৌঁছায়। তারপর বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং বহু সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর লোকজন তার দ্বারা বিপ্লব হওয়ার পর আলাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ঠ ও অকল্যাণ থেকে স্বাভাব দান করেন।

মুতাসিম যখন তাকে হত্যা করেন তখন আফসীনকে রাজকীয় মুক্ত পরিষেবায় দেন এবং দুইটি বিশেষ পদক দান করেন এবং তাকে নগদ দুই কোটি দিরাম প্রদান করেন। এছাড়া তিনি তাকে সিদ্ধি-অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন এবং কবিদের নির্দেশ দেন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে তার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতে। কেননা (বাবকের হত্যা করে) তিনি মুসলমানদের বিরাট কল্যাণ সাধন করেন এবং তার বায় নামক শহর তহসীল করে তা বিরামাত্র বাধিতে ফেলেন।

tখন কবিতা এ পর্যায়ে অনেক উপকৃত করা রচনা করেন। এদের অন্যতম হলেন আরুত তামুম।

ইবুন জাহির তার সম্পূর্ণ কবিতা উপলব্ধ করেছেন, নিমন্ত্রণ দরকার হল-

১’’ল গোলাদ বৈল্লা ফেহর দীন এর মন যা আলাহর আওয়াজ প্রত্যােতিন’
জাহান (তার) শহরকে পদাতিক করেছে ফলে সে আজ মূর্তপুরী। সেখানে আজ ওধি
ধ্বংসনকলের বাস।

লাম, লেসর এই সিনাফ তা সিরফে এই জানিয়ে এই এই এই এই এই এই এই এই এই এই এই এই 

খন্ডে কোন মুদ্র এই তরবারি এই ধৈর্য-সংঘটিত করেছে তখনই এই দীনের বিজয় ঘটেছে।

ফাইল নটি তাকে (বায় শহর) ছিল (বাবকের) নেতৃত্বে সতীজ্ঞ যা পূর্বাঞ্চলের বীরবন্ধ আফসীন তরবারি 

d্রারা ফাইল করেছেন।

ফাইলাহার তেজস্কার কর্মকান্তা ও প্রশংসা ও নল্ল ত্রুয়া ফাইল ও উচ্চ দেখান ও শিক্ষাও।

তিনি তাকে এমন অবস্থায় ফেরিয়ে দিয়েছেন যে তার মধ্যস্থল শেখালের ডাক শোনা যায়।

আত্ম গতিপক্ষকেও তা ছিল সিন্ধ নিবাস।

স্থানান্তরিত হলেন ছিল বর্ণমালা দ্বারা নিখুঁত।

সাধারণের খুলি থেকে তার উপর প্রলভ বর্ষণ হয়েছে যার চিহ্ন হল সেই বক্তরের প্রবাহ 
পদ্যসমূহ।

কাভিত মি মহবীর তাল মাফার + আসুরা বাণিজ্য ও মিনু মুরুন।

বিজয়ের পূর্বে তা ছিল পাষাণ ও নিকলা আর এখন তা পরিঘট হয়েছে তার সংষ্টাধারায়।

এ বছর অন্ত দুইশ দুইশ হিজরীতে সমৃদ্ধ তুফায়ল ইবন মীরাল মালভিয়া ও তার সহপাহ এলাকাকর্মীর মুসলমানদের বিক্রমে বিভাগ মুদ্রাকে অতীত করে। এ মুদ্রা সে স্বধ সংখ্যক 
মুসলমান হত্যা করে এবং অপরিসীম মুসলমানকে বক্তি করে। তার বন্দীদের মধ্যে ছিল এক হাজার 
মুসলিম নারী। তার হাতে বদ্ধি মুসলমানদের নাক-কান কেটে এবং দৃষ্টিদ্বারা টিন করে সে অঙ্গ 
বিকৃতি ঘটা। আরো তাকে বিলিঙ্গ করেন। আর তার এই আক্রমণের কারণ ছিল নিন্দন।

বাক্তরকে যখন বায় শহরে সেনা সেটি করা হয় এবং তার চারপাশ মুসলিম ফৌজ সমর্থ হয়, 
সে তখন রোম সম্মানে এই মর্ম পত্র প্রকাশ করে— আরবের খলিফা (এই মূহুর্তে) তার 
অধিকাশ ফৌজ অমার বিক্রমে প্রকাশ করেছে। সীমান্ত রক্ষার জন্য চাষাং সেনা এখন তার 
সীমায় সনে। সুতরাং আপনি যদি বিজয় ও পরিগত লাভ করতে চান তাহলে আপনার সমারাজ 
সালগু তুমিদের দিকে দৃঢ় অত্যাচার হয়ে তা দখল করেন নিন, কেননা, তা তেরা আপনাকে বাধা 
দেয়ার কেউ নেই। তখন তুফায়ল এক লক্ষ সন্নাত আত্মহত্যা হয় এবং তার সাথে মাহামারামার 
মমিত হয় যারা পার্টন অঞ্চলে ইহুয়ার বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন করে এবং ইহুয়ার ইবন ইব্রাহীম ইবন 
মুল্লাস তাদের বিক্রমে লড়াই করেন। কিন্তু তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হননি, কেননা 
তারা ঐ সকল পাপান্তে অপ্রশংসা ঘট্ট করে। এপর তখন রোম সম্মানে আত্মহত্যা করে, তখন তারা 
মুসলমানদের বিক্রমে সাথে মমিত হয়। এপর এই সমিলিত বাহিনী মুসলিম মালভিয়া দৌঁ তখন 
তারা সেনাকর্মী স্বধ সংখ্যক অধিকাশিকে হত্যা করে এবং তাদের নারীদেরকে বক্তি 
করে।

এ সংবাদ যখন খলিফা মুরফাদুলহাদের কাছে পৌঁছে তখন তিনি (মুসলমানদের এই বিপরে) 
অভাব বিচিত্র হন এবং তার প্রাসাদে মুদ্রকে যাত্রার উচ্চ কর্তৃ গোষ্ঠী দেন এবং তৎক্ষণ্ড তিনি 
উঠে ফৌজ প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি কার্য এবং সন্ত্রীসের ডোরকে পাঠান এবং 
তাদেরকে এই মর্মে সাম্ভাব্য রাখেন যে, তিনি যে ভূ-সম্পত্তির মালিক তার এক-তৃতীয়াংশ হল না।
এক-তৃতীয়াংশ হল তার সত্ত্ব-সত্ত্বির এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ হল তার মাওলা বা আযাদকুটি দাস-দাসীর। এরপর তিনি বাগদাদ থেকে বিচিত্র, ছিল। উলামাসের দুই তারিখর বিবাদ- জল নদীর পশ্চিম প্রান্তে সৈয়দ সমবেশ ঘটান এবং তার অন্যতম বাহিনীরের আজফিফকে একদল আমীর-উমারা ও সৈন্যসহ যাতায়াতবাসীদের সহযোগিতার জন্য পাঠান। তারা দৃঢ় অস্বার্থ হয়ে দেখেন রোম সম্মান তার কুরম্ম সম্পন্ন করে নিজ দেশে স্থান পাওয়া এবং পরিহিত তখন আয়ত্তরের বাইরে চলে গিয়েছে এবং তার ক্ষতি পুষ্টির উপলে আর সমন্বয় নয়। তখন তারা সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে খ্লিফাকে অবহিত করার জন্য তারা কাছে ফিরে আসেন। খ্লিফা তখন তার আমীরদের প্রশ্ন করেন, রোমকদের কোন শহর সবচেয়ে দুর্বল কেন তারা বললেন, আমুরিয়া। ইসলামের সূচনা থেকে ডেজ পর্যন্ত কেউ তা আক্রমণ করেননি এবং এ শহর তাদের কাছে ইস্তাম্বুলের চেয়ে অধিক সমান্তরাল।

খ্লিফা মুতাসিমের হাতে আমুরিয়ার জয়

খ্লিফা মুতাসিম তখন বায়ক্কৃত হতা এবং তার শহর জয় সম্পন্ন করেন, তখন তিনি তার ফৌজসমূহ নিজের কাছে তলব লেগে পাঠান এবং এখন বিপুল যুদ্ধ সরমান প্রতীক করেন যা তার পূর্বে কোন খ্লিফা করেননি। এ সময় তিনি এই পরিমাণ যুদ্ধপ্রক্রিয়া, বোমা, উট, মশক, বাহন, জলালি তেল, বোভা ও খাঁড়া সারে নেন যে ইতিপূর্বে তা কেউ শোনেনি। আর তিনি পরবর্তী ফৌজী বছর নিয়ে আমুরিয়ার দিকে অস্তর হন। এ সময় তিনি আফসীন হয়ে আসার কাবুকে প্রণয় করেন 'সারাজ প্রাঙ্গ থেকে এবং এখন বায়ক্কৃত দিতক তার ফৌজকে প্রতীক করেন যা কেউ কখনও শোনেনি। তিনি যুদ্ধে পারদী আমীরদেরকে তার আচরণে সম্প্রুত করেন। এরপর তিনি তারসুসের নিকটবর্তী লাসা নদীর তীরে এসে পৌঁছেন। আর তখন শুনি এ বছরের রজনী মাস।

এদিকে রোম সম্মান তার বাহিনী নিয়ে খ্লিফা মুতাসিম অভিমুখে রওনা হন। এরপর তারা একে অন্যের নিকটবর্তী হন এমনকি উভয় বাহিনীর মাঝে তার ফারাসারী পরিমাণ দূরত্ব থাকে। এর আফসীন অন্যদিকে দিয়ে রোমক বৃহৎ প্রবেশ করেন এবং তার বাহিনীর রোম সম্মানের চাকরির মধ্যে এসে পৌঁছে ফলে রোম সম্মান উভয় সরকার পরিত্যক্ত হন। তা হল তিনি যদি খ্লিফার মুকাবিলায় অস্তর হন তাহলে আফসীন পদচাদ দিকে আক্রমণ করেন। তখন তিনি উভয় শক্তবাহিনীর মাঝে থেকে ধাঁস হয়েন। আর তিনি যে কোন এক বাহিনীর দিকে মনোনিনেশ করেন তা হলেও অন্যটি তাকে পচ্ছে দিকে থেকে আক্রমণ করেন। পরিশেষে তিনি আফসীনের নিকটবর্তী হন। 

আর রোম সম্মান তার ফৌজের অন্তর্গত সৈন্যের নিয়ে আফসীনের দিকে অস্তর হন এবং তিনি তার জনৈক নিকট আমীরকে অবশিষ্ট ফৌজে তার হ্রাসবন্দ নিয়োগ করেন। তারপর এ বছরের শায়ান মাসের পক্ষে তারিখ বৃহস্পতিবারের উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়।

এ যুদ্ধে আফসীন শেষ পর্যন্ত অবিচলিত পরিচয় দেন এবং উল্লেখিত সংখ্যার রোমক সদস্যদের হাত হতাহত করেন এবং রোম সম্মানের সিক্রিত বিজয় লাভ করেন। এ সময় রোম সম্মান কাছে যুদ্ধের পৌঁছে যে, তার অবশিষ্ট বাহিনী তার হ্রাসবন্দ নিকট আমীরের তাত্ত্বিকতার বিশ্লেষণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি দৃঢ় করে আসেন কিন্তু এসে দেখেন যে খ্লিফার ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত। তখন তিনি উদ্নয় করে তার নিকট আমীরের গর্ব উদ্ধৃত দেন। এসব সংবাদ যখন খ্লিফা মুতাসিমের কাছে পৌঁছে তখন তিনি আনন্দিত হন এবং তৎক্ষণাত রওনায়া

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্যাত)—৬২

সনাপতির নাম উল্লেখ করে। এরপর তাদেরকে মু’তাসিমের কাছে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদেরকে প্রকৃত পরিচয় প্রকাশে বাধা করেন। তখন দেখা গেল তাদের কাছে রয়েছে আমুরিয়া প্রশাসক মানাতিসের পত্র রোম স্মাট বরাবর। পরে সে তাকে মুসলমানদের অবরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং একাধিক অবহিত করেছে যে, সে নগর ধারসমূহ দিয়ে তার সহযোগিতার নিয়ে অক্ষশাখ বের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরবরাহকে আক্রমণে দুর্গ প্রতিষ্ঠা, ফলাফলে যাই হোক না কেন। খলীফা মু’তাসিম যখন এই বিষয় অবগত হন তখন যুক্তিযোগ্য তত্ত্ব করে পাঠান এবং তাদেরকে তার মূল্যবান পরিধি দান করেন এবং যুক্তিযোগ্য প্রতিক্রিয়াকে একটি করে রূপমাত্রার থেকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর খলীফার নির্দেশে সেই মূল্যবান পেশাকে পরিহিত অবস্থায় তাদেরকে শহরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং তাদেরকে মানাতিসের দুর্গের নিকট থাকতে অসম্ভব করে এবং গলি দিতে থাকে। এরপর খলীফা মু’তাসিম রোমকের অতর্কিত আক্রমণের আশ্চর্য শ্রদ্ধা, সতর্কতা ও সংক্রমণ যোগ্যতাকে নবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এতে রোমকে বিচিত্র হয়ে পড়ে এবং মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে অবরোধ তীব্রতার করে। এছাড়া মু’তাসিম এসময় মিনজানিক, দাবাবার ও অন্যান্য যুদ্ধের উপরাধ সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি যখন আমুরিয়ার চতুর্থাংশের পরিবার গাঁটিত এবং নগর পার্থিবের উচ্চতা প্রতিক্রিয়া করেন তখন নগর পার্থিবের মুকাবলার জন্য মিনজানিক কাজে লাগান। এই অভিযানে পরিমাপে তিনি বিপুলসংখ্যক মেশ ও ছাগল লাভ করেন, এরপর তিনি যোজকদের মাঝে তা বন্ধ করে দেন এবং প্রতিক্রিয়াকে একটি একটি করে মেশ ভ্রষ্ণ করে তাদের চামড়া মাটিতে পূর্ব করে সেই পরিবারের নিকটে রাখতে চেষ্টা করতে। তখন সকলে তাই করে, ফলে নিষ্ক্রিয় মেশ চামড়ার মাটিতে পরিধি পূর্ব হয়ে মাটির সমান হয়ে যায়। এরপর তার নির্দেশে তার উপর পুনরায় মাটি ফেলা হলো যা চালচ্ছে উপরের পানি পথ পরিণত হয়। এরপর তিনি সহ নামে ‘দাবাবার’  স্থাপনের নির্দেশ দেন কিন্তু আল্লাহর তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। মুসলমান বাহিনী যখন যেমন কি এই পুরুষের উপর অবস্থানস্থ তখনই মিনজানিকের আঘাতে নগরপার্থিবের দুর্বল ও ক্রমিক অংশ ধসে পড়ে। তাপর দুই দুর্ঘুত মধ্যবাহির পার্থিবের যখন ধসে পড়ে তখন লোকজন পতনের ভয়বহ শব্দ তুলতে পায়। তখন যারা তাদের নিজেরা ধারণা করে যে রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ করেছে। এই ভুল ধারণা দুটো করার জন্য খলীফা মু’তাসিম যোগ্য প্রেরণ করেন, যে লোকদের মাঝে যোগাযোগ করতে থাকে) এটা হল নগর পার্থিবের ধসে পড়ার শব্দ। তখন মুসলমানরা এ তথ্য জেনে অত্যন্ত খুশি হয়। কিন্তু নগরপার্থিবের সেই ভুলবশত অসহায়ী ও পদাতিক যোজকদের প্রধানের জন্য যথেষ্ট পূর্ণ ছিল না। এদিকে অবরোধ তীব্রতার যোগ্য আর রোমকরা নগর পার্থিবের প্রতীক বুজ (পিলার, কাম)-এ একজন সনাপতিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করে। এসময় নগর পার্থিবের ভগাঙ্গের দায়িত্ব নিয়োজিত সনাপতির তার বিরুদ্ধে সৃষ্টিতে অবরোধ মুকাবলায় দুর্বলতা অনুভব করে। তখন সে মানাতিসের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রস্তাব করে। কিন্তু কোন রোম সনাপতি তাকে না জানে।

1. যুদ্ধপক্ষে বিশেষ যে ভর্ত্তাকে অন্তঃ সংক্রণ।
সাহায্য করতে সম্মত হয়নি। তারা বলে, আমাদের দায়িত্বে যার রক্ষণাবেক্ষণ নয় করা হয়েছে আমরা তার তায় করতে পারি না।

এই ব্যক্তি যখন তাদের সাহায্যের ব্যপারে নিরাশ হয় সে তখন খলিফারা মু’তাসিমের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। সে যখন খলিফার কাছে পৌছে তখন খলিফা মুসলিম বাহিনীকে সেই অর্কটিফ যোদ্ধাশূন্য স্থান দিয়ে শহরের প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেন। তখন মুসলিম আস্তারের সদিকে অঘনস হয় আর রোমক মোহারা সদিকে ইলিত করতে থাকে কিন্তু কোন প্রতিস্থাপন স্থাপন করা হয় না। মুসলিম যোদ্ধারা তাদের দিকে কোন অঘনপা না করে অঘনস হতে থাকে। এরপর শহর বিস্তৃত তাদের সর্বত্র বৃদ্ধি পায় এবং তারা বিপরীত শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এ সময় একের পর এক মুসলিম সৈন্যা তাকৃষ্ণর ধনী দিতে দিতে সদিকে অঘনস হয় আর রোমক যোদ্ধারা তাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন মুসলমান যোদ্ধারা তাদেরকে বায়োপ্রতি হতা করতে থাকে। তারা তাদেরকে এক বিশাল গির্জায় সমর্বত করে এবং বিপরীত তার উন্মুক্ত করে। তারপর সেখানে অবস্থানকালের হতা করে এবং তাদেরকে ভিতরে রেখে গির্জার দানায় আন্তর্জাতিক দেয়। ফলে গির্জাটি গুঞ্চ্ছ যায় এবং তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত জুটিত দিতে হয়। এরপর আমুরিয়া শহরে শহর প্রশাসক মানাতিসের স্থানব্যবহীত আর কোন সুরক্ষিত স্থান ছিল না। আর আশ্বাস নেয় একটি দুর্ভিক্য দুর্ভিত। এসময় খলিফা মু'তাসিম তার অধীন আরোহণ করে ঐ দুর্ভিত বিপরীতে এসে থামেন যেখানে মানাতিসের অবস্থান। তখন জনক যোগান তাকে আরোহণ করে বলে: হতাহত মানাতে। এই দেখা স্বীয় আমীররূপ মু'মীনীন মোহার বিপরীতে উপস্থিত হয়েছেন। তখন তারা দুর্ভিতে একথা বলে, এখানে মানাতিস নেই। এমতব্যস্ত যুদ্ধের ক্ষুদ্র হেতু সেখানে ত্যাগ করতে উদ্যোগ হন। তখন মানাতিস নিজেই বলে উঠে এই যে মানাতিস, এই যে মানাতিস, তখন খলিফা ফিরে আসেন। এরপর দুর্ভিত সিদ্ধি স্থাপন করা হয় এবং দুর্ভিত তাতে আরোহণ করে তার কাছে দিয়ে বলেন, হতাহত। আমীররূপ মু'মীনীনাদের স্থায় দেন নেমে আস। কিন্তু প্রথমে সে বিষ্ঠা থেকে এরপর তবরার কাছে বুলিয়ে নেমে আসে। তখন তার গর্ভন তবরার রেখে তাকে মু'তাসিমের সমন্বয় দাড়িয়ে রাখা হয়। এসময় খলিফা তার মাথায় চারক দিয়ে আঘাত করেন। এরপর তিনি নিদর্শন দেন তাকে খলিফার অবস্থানস্থল পর্যন্ত অপদত্ত অবস্থায় দেহে যেতে। তারপর তাকে সেখানে বেঁধে রাখে হয়। এই যুদ্ধগতিযুক্ত মুসলমানগণ আমুরিয়া থেকে বিপুল ও বর্ণনামূলক পরিমাণ ধন-স্পদ লাভ করেন। যতদূর সব তারা বহন করে নিজে যান। আর খলিফা মু'তাসিম অবশিষ্ট ধন-স্পদ এবং সেখানে বিদ্যমান মিনজানকার ও অন্য সকল যুদ্ধাপরকরণ জালিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন যাতে রোমক তারা কোন কিছু থেকে মুসলমানদের বিকৃত দিতে শক্তি অর্জন করতে না পারে। এরপর খলিফা মু'তাসিম এই বছরের শাওয়াল মাসের শেষে তারসূত্রের দিকে ফিরে আসেন। আর আমুরিয়াতে তার অবস্থানকাল ছিল পর্যস্ত দিন।

আক্সাস ইবন মা’মুনের হত্যাকাণ্ড

আমুরিয়া অভিযানে আক্সাস তার পিতৃত্ব মু'তাসিমের সাথে ছিলেন। আর ইতিপূর্বে তার পিতা মা’মুন যখন তারসূত্রে মৃত্যুবরণ করেন তখন খিলাফতের কর্তৃক গ্রহণ না করার জন্য আজীব ইবন আবুসারা তাকে লঙ্ঘন দেয় এবং তার পিতৃত্ব মু'তাসিমের হাতে বায়াআত করার
কারণে তারকে ভর্তনা করে। আর এই ব্যাপারে আজীব সর্বস্ব তার পিছে লেগে থাকে।
অবশেষে তিনি তার পিতৃব্যকে হত্যা করা এবং নিজের অনুকুলে আমীরদের থেকে বায়াত গ্রহণের ব্যাপারে তার আবারে সাড়া দেন। এ উদ্দেশ্যে আবাস তার জনকী যন্ত্র বন্ধ হারিয়ে আস-সমর্কনাথী নামক এক ব্যাধিকে প্রস্তুত করেন। সে তখন গোপনে একদল আমীর থেকে আবাসের অনুকুলে বায়াত গ্রহণ করে এবং তাদের থেকে দৃঢ় অস্তিকার গ্রহণ করে এবং তাদেরকে আবহিত করে যে আবাস তাঁর পিতৃব্যকে হত্যা করবেন। এরপর মুসলিম কৌজ যখন প্রথম আদায় এবং সেখান থেকে আমীরদের অভিভাষে রোম ভূত্রমে গিয়ে থেকে আজীব আবাসকে প্রমাণ দেয় তাঁর পিতৃব্যকে এই সিদ্ধপথে হত্যা করে তার অনুকুলে বায়াত গ্রহণের পর বাগাদান ফিরে যেতে। তখন আবাস বলেন, লোকের এই যুদ্ধাদি থেকে আমি নষ্ট করতে চাই না। এরপর যখন মুসলিম আরো জয় করেন এবং লোকজন নিয়ম নিয়ে বাছ হয়ে পড়ে তখন আজীব পুনরায় তাঁকে পিতৃব্য হত্যার প্রমাণ দেয়। তখন তিনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, কৌজের প্রত্যাবর্তনকালে গিয়ে যেন তিনি পিতৃব্য মু'তাসিমকে হত্যা করবেন।

এদিকে প্রত্যাবর্তনকালে খলিফা মু'তাসিম বিষয়টি আচরণ করতে পারেন। তখন তিনি আবাসকে সর্বাধিক হিয়ামত ও প্রহারের দারুণ নির্দেশ দেন এবং দূর্গ্রীষ্টিয় হয়ে দূর্বলতার সাথে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ হন। প্রথমে তিনি হারিয়ে সমর্কনাথীকে চেক পাঠান এবং তার কাছে বিষয়টির সত্যতার স্বীকৃতি চান, তখন সে তার সমন্বয় সম্পর্কে বিষয়টি স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে যে, সে আবাস ইবন মামুনের অনুকুলে একদল আমীর থেকে বায়াত গ্রহণ করেছে। এসময় সে সকল আমীরদের নামেও তার কাছে উল্লেখ করে। তখন মু'তাসিম তাদের সংখ্যা অধিক দেখতে পান এবং অত্যন্ত আবাসকে চেকে পাঠায় বাড়ি করেন। এ সময় তিনি তার প্রতি তুষ্ণ হন এবং তাকে অপরাধিত করেন। তারপর তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেন যে, তিনি যেন তার প্রতি সম্মান হয়েছে এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি তাকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। এরপর রাতের বেলা তিনি তাকে তার পান-আসনে চেখ পাঠান এবং তাকে নির্দেশে পান করিয়ে তার পরিকল্পিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আবাস তাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, প্রকৃতঘটনা খুলে বলে। খলিফা দেখতে পান বিষয়টি ছবছ তেমনই যেমন হারিয়ে সমর্কনাথী উল্লেখ করেছে। এরপর সকলে বেলা তিনি হারিয়ে পুনরায় চেকে পাঠান এবং নির্দেশনা তার সাথে সংক্ষিপ্ত করে তাকে দ্বিতীয়বার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করেন। তখন হারিয়ে তাকে প্রথম যেমন বলেছিল তেমনই বলে। তখন তিনি বলেন, দুর্গায় তেমন! আমি তার ব্যাপারে আল্লাহ হিসাবে, কিন্তু এই ঘটনায় আমার সাথে তোমার সত্য বলার কারণে আমি তোমাকে উপায় পেলাম না। তারপর মু'তাসিমের নির্দেশে তার প্রতিবাদ আবাসকে বড় করে আমীরের অফসীনের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তার নির্দেশে আজীব এবং অন্য আমীরদেরকে সর্বাধিক হিয়ামতে রাখা হয়। তারপর তার প্রশ্নের একাধারে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শান্তি প্রদান করা হয়। ফলে তাদের তোমাকে তিনি তোমাকে প্রহার হত্যা করতে। আবাস ইবন মামুন মানবের মৃত্যুবরণ করলে তাকে সেখানেও দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর কারণ ছিল নির্মল প্রথম তাকে তীব্রভাবে কম্প্রেশ করা হয়, তারপর তার কাছে প্রহর পরিমাণ ধাবার আনা হয়, তখন তিনি তা থেকে খাওয়ার পর পানি পান করতে চান কিন্তু তাকে পানি দেয়া হয় না, ফলে তিনি পিপাসায়
মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া ম'তাসিম তাকে (জুমুআর নামায়ের খাতবাকে) মিষ্টাষ্টে দাড়িয়ে অভিশাপ করার নিদেশ দেন এবং তাকে অভিশাপ বলে চিহ্নিত করেন। এসময় তিনি মামুনের পুত্রদের একটি দলকেও হত্যা করেন।

এ বছর হজ পরিচলন করেন মুহাম্মদ ইবন দাউদ। এছাড়া এবছর যে সকল বিষাদ মৃত্যুবরণ করেন, তাদের অনান্তভ হলেন বাবক আল-খুররমী। তাকে হত্যা করার পর শুলিবিষ্ক করা হয় সেনাদের আমার পূর্বে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া এলে মৃত্যুবরণ করেন, আবদুল্লাহ ইবন সালিহ তিনি লাফ ইবন সাদর কৃত্ব, মুহাম্মদ ইবন সিনান আল-আওফী এবং মুসা ইবন ইসমাইল।

২২৪ হিজরীর সূচনা

এ বছর তাবরিজের মায়ুয়ার ইবন কারিন ইবন ইয়ায্যাদহাররমায নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে। এই ব্যক্তি খুসানের প্রাঙ্গন আবদুল্লাহ ইবন তাহর ইবনুল হুসায়েনের নিকট খারাজ-কর আদায়ে অসমর্থ ছিল বলে সে সম্বন্ধে খ্রিস্টান খাদ্যস তাকে প্রেরণ করেন। আর খ্রিস্টান তার থেকে তাতে প্রচুভ হলে এমন কাদি প্রেরণ করতেন যে কোন শহর পর্যন্ত তার বহন-ত্বরাধান করত এবং তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এরপর তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং সে সকল অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে এবং খ্রিস্ট মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর মায়ুয়ারের নামক এই ব্যক্তি পূর্বে বাবক খুররমীর সাথে পত্র যোগাযোগ করত এবং তাকে সহযোগিতার আস্থায় দিত। অবশ্য একথাও বলা হয় যে মায়ুয়ারের এ বিষয়ে মদদ যোগাযোগ আমির আফসীন যন আবদুল্লাহ ইবন তাহর তার মুক্তিলায় অক্ষম হন এবং তার সুলেখ খ্রিস্টা তাকে খুসানের অঞ্চলের প্রাঙ্গন নিয়োগ করেন।

এই বিদ্রোহ সমনিরুণের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টা তখন এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে ইস্তাহাক ইবন ইবররেমের দাতা মুহাম্মদ ইবন ইবরাহিম ইবন মুসাবাবকে প্রেরণ করেন। এসময় ওভায় বাহিনীর মাঝে দীর্ঘ লড়াই ও যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার সম্পর্কে ইবন জারীর উল্লেখ করেছেন।

১২১ হিজরীর সূচনায় তখন এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করে ইস্তাহাক ইবন ইবররেমের দাতা মুহাম্মদ ইবন ইবরাহিম ইবন মুসাবাবকে প্রেরণ করেন। এসময় ওভায় বাহিনীর মাঝে দীর্ঘ লড়াই ও যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার সম্পর্কে ইবন জারীর উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে মায়ুয়ারকে বন্ধ করে ইবন তাহরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি তাকে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতে তাকে বাবক করেন এবং আফসীন তার কাছে প্রেরণ করেন। এরপর ইবন তাহর প্রতিষ্ঠাতে মু'তাসিমের কাছে প্রেরণ করেন। 

চেষ্টায় তাদের তাদের প্রতিক্রিয়া নিবন্ধন করেন। সে সময় তারার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তার ক্ষমতা ছিল কম। তখন খ্রিস্টার নিয়োগ করেন। যে বাবক ধারা প্রহার করে। এই মৃত্যুবরণ করে, তারপর তাকে বাগানদের সেতুর উপর বাবক খুররমীর পাশে শুলিবিষ্ক্র করে রাখা হয়। এ সময় তার বিশিষ্ট সহযোগী ও সমর্থকদের হত্যা করা হয়।

এছাড়া এবছর হাসান ইবন আফসীন আতরাজাহ বিনত্তে আশ্বাসকে বিবাহ করেন এবং জমাদ মাসে খ্রিস্টা মু'তাসিমের সামাজিক প্রাসাদে বিবাহ-সাতের উদযাপন করেন। আর এটা ছিল বিবাহের বিবাহের খ্রিস্টা মু'তাসিম নিজে যার তার তত্ত্বাধান করেন। এমনকি বলা হয় এসময়
এই বিবাহোৎসবে লোকজন (আনন্দের আতিথিদের) সাধারণ মানুষের দাড়িতে সুগন্ধি বিয়ার লাগিয়ে দেয়।

এ বছরেই আফসীনের নিকটায় মানকুড়ার আলীমানী আযাবাইজান তুখেও খালিফার আনুষ্ঠানিক প্রধানত্ব করে বিবাহ করে। আর ইতিপূর্বে আফসীন বাবাদের বিয়া থেকে অবসর হয়ে এই ব্যাপারে আযাবাইজান অঞ্চলে তার স্বল্পনিমিত্ত প্রশাসনে নিয়োগ করেন। তখন সে কোন কোন অঞ্চলে বাবাদের সংহতি বিপুল অর্থ-সম্পদ করাতে করে এবং খালিফা মু'তাসিমের কাছে তা গোপন করে নিজেই কুশিত করে। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান নামক জনক ব্যাপক তা অবগত হয়ে এ বিষয়ে পত্র লিখে খালিফাকে অবহিত করেন। তখন মানকুড়ার সে বিষয়ে লোকটির বক্তব্য মিথ্যা দাবি করে পত্র প্রেরণ করে এবং ঐ ব্যাপারে হত্যা করতে উদ্দেশ্য হয়।

তখন তিনি আরবীবাল বাসীর আশ্রয়ে নিয়ে তার থেকে আশ্রয় করেন। একথা খলিফা যখন মানকুড়ার মিথ্যাচারের ব্যাপারে নিশ্চিত হন তখন তিনি 'বড় বাগানাক' তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাগানা তার বিবর্ধন লাভায় লিপ্ত হয় এবং জিজ্ঞানের নিরাপত্তা নিয়ে তাকে ধরে খালিফার কাছে নিয়ে আসে। এছাড়া এ বছর আমুরিয়ার হৃদয়ের গভীরতার মানাতের ক্ষুব্ধ মৃত্যুবরণ করে।

আমুরিয়ার জন্যের পর খলিফা মু'তাসিম তাকে নিজের সাথে বন্ধী অবস্থায় নিয়ে আসেন এবং সামারিতে আটকে রাখেন। অবশেষে এ বছর সে (বানারিক) মৃত্যুবরণ করেন। এ বছর রহমান মানসে খলিফা মু'তাসিমের পিতায় ইব্রাহীম ইবনে মাহান ইবনে মানসুর ইন্তিকাল করেন যিনি 'ইব্রুনাক্কিলি' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশালভী, কণ্ঠকায়, বিশিষ্টভাবী এবং গোল্ল ব্যাপ্তি। ইবনে মাক্কা বললেন, কৃষ্ণাঙ্গ করাতে তাকে 'চীনা' (চীন দেশে) বলা হত। ইবনে আসাক্তির তার বর্ণনা জীবন চরিত উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইব্রাহীম তার ভাই খলিফা রশিদের পক্ষ থেকে দুই বছর দীর্ঘ দামেশকের গভর্নর ছিলেন। এই বছরে তিনি তাকে অপসারণ করেন এবং পুনরায় ইসলামিক তাকে সেই দায়িত্বে বহাল করেন। দ্বিতীয়বার ইব্রাহীম চার বছর দায়িত্ব পালন করেন। তার নায়কপ্রাপ্তি ও চারিত্রিক দৃষ্টান্ত সম্পর্কে ইবনে আসাক্তির একাধিক সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। তার সম্পর্কে তিনি এ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন চুরাশি ইহুদীদের হাল পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দামেশকে ফিরে আসেন। খলিফা মামুনের ভিলাফতকালের সূচনায় যখন তার মামুনকে খিলাফতের বায়ুমণ্ডল গৌরব হয় তখন বাগাদিদের গভর্নর হাসান ইবনে সাহলের বিকৃতে লাভায় অর্জুনী হন। তখন এই ইব্রাহীম তাকে পরাজিত করেন। এরপর হুমায় আততাসী তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যা করেন, যিনি ইব্রাহীমকে পরাজিত করেন। এরপর খলিফা মামুন যখন বাগাদিদে আগমন করেন তখন ইব্রাহীম সেখানে আয়োগপন করেন। পরবর্তীতে খলিফা মামুন তাকে ফেরাতের সক্ষম হন কিন্তু তিনি তাকে কষ্ট করে সমাবেশ রূপান্তর করেন। তার খিলাফতকাল ছিল একবছর এক মাস বায়ু নিয়ন্ত্রণ। আর তিনি আয়োগপন করেন ২০৩ (নিউশ তিন) হিজরীর ফিলহাজ মাসের শেষদিকে এবং দীর্ঘ কয় বছর চার মাস দশ দিন আয়োগপন করে থাকেন। খালিফা বাগাদদী বললেন, এই ইব্রাহীম ইবনে মাহান ছিলেন, অতি অস্বাভাবিক, শান্তচরমন্ডন, উদাসমন্ডন, বদনায় এবং প্রস্তুতি ও কৃশলী মূর্ত্য বাগাদদের তার খিলাফতকালে তিনি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট বলতাত্ত্বিক বিষয় হয়। তখন বেদেশী আবরণ তাদের দান ও বখশিশের জন্য তাকে পীড়াঘোষ করতে থাকে। তখন তিনি তাদেরকে আবাস
দিতে থাকেন। এরপর জনৈক দৃষ্ট বের হয়ে এসে বলেন, আজ তাঁর কাছে দেয়ার মত কোন অর্থ নেই। তখন তাঁদের একজন বলে বসে, ঠিক আছে তাহলে খলীফা আমাদের সাক্ষাতে বের হয়ে আসুক এবং এদিকের লোকদের জন্য তিনটি এবং ওদিকের লোকদের জন্য তিনটি সুরে গান গেয়ে শোনাক, পরবর্তীতে খলীফা মা’মুনের দরবারী কবি দিব্যে এ ব্যাপারে ইবরাহীম ইব্রান মাহদীর নিদর্শন করে রচনা করে—

যা মুখুন্তে আল্লাহর লাগ্নুক্ত হয় হবে তা তুমি না জান।

তোমার ভুল করে না, তোমার তোমাদের বক্ষে ধর্ম কর, তুমি কর না।

ফসুফ যুগ্মকর হত্যা কর না, তুমি তাঁকে দেখ না।

অচিরেই তিনি তোমাদেরকে হুনায়নী সুর উপহার দিয়ে ছিলেন না, তাই করেন এবং প্রবেশ করে, না হয় বাধা যায়।

একেক নিয়ম এবং সূর বাদাম নিয়ে কর না।

আর তোমাদের সেনাপতির জন্য রয়েছে মা’বাদী সংগীতসমূহ আর এই বক্ষের কারণে কেউ ঈরান পাত্ত হয় না।

ফেকে দি যোর সাহায্যে।

এভাবেই জনৈক খলীফা তাঁর সহচরদের বক্ষে দিয়ে থাকেন যার মুসহাফ বা কুরআন হল বাদামকে।

তাঁর আয়গোপনকাল যখন দীর্ঘতর হয় তখন তিনি তাঁর তাতুস্পুর মামুনের কাছে এক পত্র লিখে পাঠান—

প্রতিশোধ ধর্মের বিধিমত অভিভাবক যিনি তিনিই কিসানের ব্যাপারে হালিফ ছিল তাঁর ফাসালার অধিকারী। তবে ক্ষমা করা তাঁকে তুমি করো একটি অধিকার নিকটবর্তী। আর আল্লাহ তাঁর আলাদান মুমিনিনকে সকল ক্ষমার উদ্দেশ্যে রেখেছেন এমন সকল অভিজ্ঞতাতে মুঘলীয়েরা তাঁর নিম্নে রেখেছে। তিনি যদি (আমাকে) ক্ষমার তাহলে তা হবে তাঁর অনুশ্চে আর যদি শান্তি দেন তাহলে তা হবে তাঁর প্রাপ্য অধিকারী।

তখন এ উদ্দেশ্যে খলীফা মা’মুন তাঁকে লিখে পাঠান-সক্রমতা ক্রোধকে দূর করে, আর প্রাণের অনুপ্রেরণে অনুতপ্ত-ই যথেষ্ট। আর আল্লাহর ক্ষমা সবকিছুতাই চেয়ে বাঙ্গ ও প্রশংস। এরপর ইবরাহীম যখন তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন তিনি আবৃত্তি করেন—

না একে মুক্তি দিয়ে যুগ্মকর হত্যা কর না।

আমি যদি অপরাধী হয়ে থাকি তাহলে আমার ভাগতিকয়িত্ব ভুল করেছি, সুতরাং আপনি আমার অধিক ভরসা করবেন না।

ফল কমা বলা যোসফের বিভক্তি কর না।

1. অবধি তিনি তা করতে সক্ষম।
আপনি তেমন বলুন যেমন ইউসুফ ইয়াকুব পুত্র তার কাছে আসার সময় তাদেরকে বলেছিলেন- কোন অভিযোগ নেই।

তখন খলিফ মা'মুনও বললেন, কোন অভিযোগ নেই। খতীর বললেন, ইবরাহীম যখন মা'মুনের সামনে উপস্থিত হন তখন তিনি তাকে তার কৃতকর্মের কারণে তর্কসনা করতে শুরু করেন। তখন তিনি (ইবরাহীম) বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! একবার আমি আমার পিতা অর্থাৎ আপনার পিতামহের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তার কাছে জনৈক ব্যক্তিকে হারিয়ে দিন যার অপরাধ আমার অপরাধের চেয়ে গুরুত্ব ছিল। তখন তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মুবারক ইবন ফয়লালা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি যদি এই ব্যক্তির হত্যাকে আমি আপনাকে একটি হাদীস বর্ণনা করব এতটুকু সময় পর্যন্ত বিলুপ্ত করা ভাল মনে করেন তাহলে আমি আপনাকে হাদীসটি বলব। তিনি বললেন, ঠিক আছে বল। তখন তিনি বললেন, আমাকে হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবন হাসান থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

ঈদতে বেশুর বলে তা করে মনে হয়েছে তা সত্য হোক না দাতা সত্য হোক, না তার অনেক অফার নেই না।

কিয়াডের দিন আরোহণের অভাবের থেকে জনৈক থেকে জনৈক ঘোষণা করলেন- খলিফের মতো যারা লোকদেরকে জমা করেছেন তারা জরুরি হিসাবে বিবিধ হওয়া অসাধ্য। তখন ধুরু তারাই উঠে দাড়ানবেন যারা করেছেন।

তখন মা'মুন বললেন, তিনি মেহতু এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাই আমিও তা গ্রহণ করলাম এবং পিতৃত্ব, আপনাকে কমা করলাম। দুইশ চার হিজরীর আলোচনায় আমরা এর চেয়ে অতিরিক্ত তথ্য দিতে উদ্দেশ করছি। তার সন্তানীর খবর বহু বিশিষ্ট বিচারক এবং সকল লোককে আলালাহ তাকে ক্ষমা করেন। ইবন আসাকির তার রচিত কবিতাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

এই ইবরাহীম জন্মোহন করেন ১৬২ (একশ বায়টি) হিজরীর বিলকাক মাসের শুরুতে। আর ইন্তাকাল করেন এই বছর মুহারাম মাসের সাত তারিখ অক্টোবার ৬২ (বায়টি) বছর বয়সে।

এ বছর যারা ইন্তাকাল করেন তাদের অর্থন্তম হলেন সাইদ ইবন আবু মাযরাখাই আল-মিসরী, সুলায়মান ইবন হারব, প্রথমক্ষে আবু মাযরাখাই কমলালীন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আলী ইবন মুহাম্মদ আল-মাদাইহী এবং ইমাম বুখারীর শাস্ত্রে আর ইবন মাযরুক-ইনি এক সহস্র নামকে বিবাহ করেন। এছাড়া এদের মধ্যে বেশ বিশিষ্ট ভাষাবিদ, ফকীহুদ, মুহাম্মদ, কৌরাজন ইতিহাস ও মুহু বিশিষ্ট মহরুক ইবন সালাম আল-রাবাদী। তার রয়েছে সুবিধায় এবং স্প্রেলিত বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং সকল। একমন্ত্র বলা যায় যে, ইমাম আহমদ ইবন হারব হাদীসের দুর্বোধ্য শাস্ত্রবিদ বৈদ্যে তার রচিত গ্রন্থটি নির্দেশ করেন। আবদুর্লাহ ইবন তাহর কথাটি অবশ্যই অবগত হন তখন তিনি তার জন্য প্রতি মাসে পাঁচ দিন তাতে জারি করেন এবং তার মূর্ত্তুর পর তার সন্তানের জন্য অবহেলা রখেন। ইবন খালিকান উল্লেখ করেছেন যে, (আমির) ইবন তাহর তার রচিত গ্রন্থের শুরুর্খানির প্রসঙ্গ করে বলেন, যেই জান-বুদ্ধি আল-বদায়া: ওয়ানান নিহায়া (১০ম খৃ)—৬৩
নাহাইত করেন, যারা এই বছর বড় বাগান মানুষের সাথে নিয়ে (বাগদাদে) প্রবেশ করেন। আর সে নিরাপত্তা শর্তে আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। এছাড়া এই বছর কুরআন মূল্যের ব্যাপার হয়ে জাফর ইবনে উল্লাহ দীনারকে ইয়ামানের পত্নীর পাশ থেকে অপসারণ এবং ইতাহের ইয়ামানের নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। এই বছর আব্দুল্লাহ ইবনে উল্লাহ আমাদ মাত্রারকে বাগদাদে প্রবেশ করেন। আর সে জিন বিশিষ্ট

১. এখানে শায়খ শের অর্থ বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ধর্মীয়।
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

খন্ডে আরোহণ করে বাণীদাঙ্গে প্রবেশ করে। তখন মু'তাসিম তার শরীরের অগ্নিভাগে চারণ পক্ষাশ্রেষ্ঠ চারুক্যাত করেন এমন তাকে পানি পান করানো হয় এভাবে সে মূলায়নর করে এবং তিনি তাকে বারবকের পাশে শুলবিদ্ধ করার নির্দেশ দেন। মাহিয়ার তার প্রহর কালে একধা সীকার করে যে আমীর আফসীন তার সাথে পরালাপ করত এবং তাকে খালিফার আনুগত্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্য করত। ফলে খালিফা মু'তাসিম আফসীনের প্রতি ক্ষুদ্র হয়ে তাকে কেয়ড করার নির্দেশ দেন। এ সময় তার জন্য দারুল খিলাফতে মিনার সদৃশ একটি প্রকৃষ্ট নির্মাণ করা হয় যার মাঝে সুধু এক বাটিক স্থান সংকলন হত। এটা তিনি করেন যখন তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল হন যে আফসীন তার বিরুদ্ধচরণ ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফৌজ সংঘাতের জন্য কাপিয়ানার অঞ্চলে যেতে বেদনাপর। তখন খালিফা এসব কিছু বাদানারের পূর্বে তাকে দ্রুত বন্দী করেন। এরপর তিনি তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মজলিস আহমান করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন তার কাহী আম্মান ইবন আবু দাউদ আল মু'তাসিম, ওবীর মুহাম্মদ ইবন আবুল মালিক ইবন যাহ্যা এবং তার নাইব ইসমাইল ইবন ইবারাহিম ইবন মুহাম্মাদ। এই মজলিসে আফসীনের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, সে তার পারিস্থিতিক পিতৃপুরুষদের অনুসারীই রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল সে খ্যাতনামাহী। এ ব্যাপারে সে অজ্ঞাত পেশ করে বলে, তার ব্যাখ্যার ভাব করে। তখন ওমির যিনি সকলের পক্ষ থেকে তার সাথে আলোচনা করেছিলেন বলেন, অপনি যুদ্ধে বিধান নিয়ে লড়াই করেন, তার আয়তনকে জাত করেন না অর্থ শরীরের এক টুকরা চঙ্গা কাটাকে তা করেন? এছাড়া সে একজন ইমাম এবং একজন মু'মাওমিনকে এক হাজার বেরাজাত করে। কারণ তারা একটি মসজিদের ভিত্তি তা মসজিদের রূপান্তরিত করেছিলো। দ্বিতীয় অভিযোগ হল- তারা কাহী কুফীর কালমের ধরক 'কালীলা ও দিমনা' গ্রহণের মুল্যবান রত্নাদি ও স্বর্ণচিত্র একখানি সচিত্র কপোল ছিল। এ অভিযোগের উপরে সে অজ্ঞাত পেশ করে বলে, এটা যে তার পিতৃপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সৃষ্টি লাগে করেছে। এরপর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে পারিস্থিতিক তার সাথে পত্র বিনিয়ম করে এবং তার কাছে প্রেরিত পত্র তারা তাকে উপসাদরের উপাস্য সহধন করে, আর সে তাদের এই সহধন অনুমোদন করে। তখন সে অজ্ঞাত পেশ করে বলে, তাদেরকে এই সহধন বহাল রয়েছে মাত্র সে সহধন দ্বারা তারা তার পিতা ও পিতামহকে সহধন করতে আর সে আশঃশ্রেষ্ঠ করেছে যে, এই সহধন বর্জনের নির্দেশ দিলে সে তাদের দৃষ্টিতে নীচ হয়ে যায়।

তার এই যুক্তি হল ওমির তাকে বলেন, তুমি তো নিজেকে ফিরিয়া ওনা বানাতে কিছু বাকী রাখি, তারাতে তা দাবী ছিল। "আমাই তোমাদের প্রতি তম রব।" এছাড়া তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে সে মাহিয়ারের সাথে পত্র বিনিয়ম করত এই মর্যাদায় যে সে খালিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং মাজুরীদের (আপুলুজারিদের) সাহিত্য ধর্মকে মদদ করে আরবদের কর্মের বিরুদ্ধে বিজয়ী না করা পর্যন্ত তার বস্তু নেই। এছাড়া সে ব্যাখ্যায় মুল্য আলীর গোষ্ঠে যবহৃত প্রাণীর গোষ্ঠের চেয়ে অধিক পদন করত এবং প্রতি বৃক্ষার সে একটি কাল বক্রী আনত, তার দোষ মাঝের আঘাতে দুটিকে লুটেরা করে তার মাঝখানে হীত, এরপর তার গোষ্ঠে ছেড়ে তখন মু'তাসিম 'বড় বাগালাকে' নির্দেশ দেন তাকে অপসার ও লালিত করে।
অবস্থায় বন্ধী করে রাখতে। এ অবস্থায় আফসীন বলতে থাকে, আমি তোমাদের থেকে এর আশ্রয় করতাম। আর এ বছর আদুদুলাহ ইবনু তাহির হাসান ইবনু আফসীন ও তার স্ত্রী ‘আত্রাজাহ’ বিন্তু আশনাসকে সামিয়া শহরে স্থানান্তরিত করেন। এ বছর হজ পরিচালনা করেন মুহাম্মদ ইবনু দাউদ।

এছাড়া এ বছর যে সকল বিষয় ইতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন- আসবাবগ ইবনু ফারাজ, সা'দাওয়ায়িহ, ইমাম বুখারীর শায়খ মুহাম্মদ ইবন সালাম আল-বায়াকাশী, আবু উমর আল-জারমী, বিশিষ্ট দাবীর আরু দুলাফ আল-আজারী আত-তামিমি আরো বিষয় ব্যাখ্যা ইতিকাল করেন তাদের নিম্নরূপ—

সাইদ ইবনু মাসআদা

ইনি হলেন আবুল হাসান আল-আখাফাশ আল-আওসাত- প্রথমে বল্লী এরপর বস্তু নাহাবী। তিনি সীবাওয়ায়াহ থেকে নাহাশ শিক্ষা করেন এবং বহুশৃঙ্খল রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'কিব্বারু আস্তান ফি দেহাম তক্ষণের জননের, কিব্বারু ফি দেহাম তক্ষণের'। এছাড়া আরুল রিলিভার হ্যান্ড বিভেদে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে যেখানে তিনি আরুল রিলিভার 'খালেদের উপর খাবার' ব্যুঝি করেছেন। ১ আর তারকে আলফার বলা হয় তার চেয়ের প্রতিফল ও দৃষ্টি খান্তন করার। এছাড়া দাত-উছু খারার কারণে তিনি উভয় ঠোঁট একসাথে করতে পারতেন না।

বড় আখাফাশের অর্থৎ সীবাওয়ায়াহ এবং আবু উবয়ার শায়খ আবুরু খাতার আবুদুল হামিদ ইবনু আবদুল মজীদ আল-হাজারীর গ্রন্থের গ্রন্থের করে তাকে ছোট আখাফাশ বলা হত। এরপর যখন আলী ইবনু সুলায়মানের আরুল রিলিভার হল এবং তিনি আখাফাশ উপাধি লাভ করলেন তখন সাইদ ইবনু মাসআদা হলে ‘মধ্য’ আল হাজারী হলেন ‘বড়’ আর আলী ইবনু সুলায়মান হলেন ‘ছোট’। তিনি এ বছর ইতিকাল করেন। অবশ্য করা হয়েছে এরপর হিজরীতে।

আল-জারমী আনন্দাবী

ইনি হলেন সালিহ ইবনু ইসহাক আল-বসরী। ইনি বাগদাদের আগমন করেন এবং সেখানে ফারুরার সাথে বিতর্কের লিখত লিখেন। ইনি আবু উবয়ার, আবু যায়দ এবং আসমাই থেকে নাহী শিক্ষা লাভ করেন এবং একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল আল ফারাজ (খানা) অর্থাৎ সীবাওয়ায়াহ-এর আল কিতাবের খানাত। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট ফাকিহ, কুষ্টী নাহাবী এবং ভাষাবিদ।

উপরন্তু ধর্মশাস্ত্র, আলাহুজিরু, সুতরা মাইহার এবং সহিত আকীবার অধিকারী এবং হাদিস বর্ণনাকারী। ইবনু খালিকান তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং আল-মুবারাকার তাঁর থেকে বিভাগ করেছেন।

আবু নুআম ‘ইসপাহানের ইতিহাস-এ’ তাঁর উল্লেখ করেছেন।

২২৬ হিজরীর সূচনা

এই বছর মসূর মাসে বন্ধী অবস্থায় আফসীন মৃত্যুবরণ করে। তখন খলিফা মু'তাসিমের নির্দেশে তাকে প্রথমে শুলাবিদ্যা করা হয়, এরপর তার মরদেহ অধ্যুক্ত করা হয় এবং সেই ভ্রম দাজলা দাতীতে উড়িয়ে দেয়া হয়। এ সময় তার যাত্রীর ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পদ বাজেঝাট কর

১. 'খাবার' এবং 'খাবার' উভয়টি অরুলের ছন্দশালের পরিভাষা।
হয়। তখন তার মধ্যে রণ্ড ও সর্বনাশিত একাধিক প্রতিমা, মাজুদীদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণকারী গৃহস্থা এবং এমন বহ কিছু পাওয়া যায় যা দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করা হত এবং যা তার কুফরী ও নাতিকূটকর প্রমাণ ছিল। এভাবে তার সম্পর্কে তার মাজুদী পিতৃপুরুষদের ধর্মনূতের হওয়ার যে আলোচনা হয়েছে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ বছর হজ পরিচলন করেন মুহাম্মদ ইবন দাউদ।

এছাড়া এ বছর আরও যাবার ইনিতিকাল করেন তারা হলেন, ইসহাক আল-কারাবী, ইসমাইল ইবন আবু আওস, তফসীরবিদ মুহাম্মদ ইবন দাউদ, গাসান ইবন রাবী, মুসলিম ইবন হাজারের শায়খ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আব্দ-তামিমী এবং মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন তাহির ইবন হুসায়ন। আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ইনিতিকাল করেন তাদের নিম্নরূপ—

আবু দুলাফ আল-আজালী

ইনি হলেন আমার আবু দুলাফ আল-আজালী ইসা ইবন ইর্দিহীস ইবন মাকল ইবন শায়খ ইবন মুআবিয়া ইবন খুয়াই ইবন আবদুল আলাইয় ইবন দুলাফ ইবন জশাম ইবন কায়স ইবন সাদ ইবন আজাল ইবন লাহিম, খলিফা মা'মুন ও মু'তাসিমের বিপিন সেনাপতি। 'জিতারুল ইকমাল' গ্রন্থের রচয়িতা আমার আবু নসর ইবন 'মা'কুলাকে তার দিকে সমৃদ্ধ করা হয়। দামেশের হেমী কার্য জালানুদীন কায়বিনী দাবী করতেন যে তিনি তার অধ্যায এবং তার সাথে সমৃদ্ধতার বংশ পরিচয় উদ্বেগ করতেন। এই আবু দুলাফ ছিলেন মহৎপ্রাঙ্গন বদান এবং প্রংসার পাত।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিতা তার কাছে আসতেন। কবি আবু তামাম আতেহলী ও তার গৌমুক্তি ও নানাপ্রকারের অন্যতম। তার কাছে সাহিত্য ও সংগীতের সমাদর ছিল। তিনি একাধিক প্রসঙ্গ চর্চা করেন, তন্দ্রা রাজা-বাদশাহদের রাজা পরিচলনা, শিকার ও বাজার্নী এবং অতৃল্প ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি গ্রাস চর্চা করেন। কবি বাকুর ইবন নাতা আমি ব্যাপারে কি চমকরাই না বলেনেন—

প্রাতেলিয়া লকিম্মায় নিলেহ ও মহবিন উনীয়েল লকিম্মায়ে অগ্নিচয়ে নিলেহ নিলেহ নিলেহ নিলেহ নিলেহ নিলেহ নিলেহ নিলেহ।

হে (সৌভাগ্যের) পরশমানী অবেনিকারী! হেন রাখ, ইবন ঈসার প্রগা করাই হল 'গ্রুপ্ত পরশমানী'। (কেননা) গোটা পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র দিরহাম থাকে আর তুমি তার প্রশংসা কর, তাহলে সেই দিরহামটিও তোমার কাছে পোষে যাবে।

বলা হয় এই পৃথিবীতে তোমি তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। তিনি ছিলেন অপরিটের বীর। তিনি সংগ্রহ করে পেশিতি প্রদান করতেন। তার পিতা কার্য শহর নির্মাণ তুর করেন। কিছু তা সম্পূর্ণ করে পূর্বেই মূলঃকরণ করেন, তখন আবু দুলাফ তা সম্পূর্ণ করেন।

তিনি শীর্ষ যেখান ছিলেন। এমনকি তিনি বলতেন, যে বাবু কর্তৃ শীর্ষ আ নয় সে জাতি সন্তান। তখন তার পুত্র তাকে বলে, হে পিতা! আমি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমন নই। তখন তিনি বলেন, আদ্যাকার কমস! ঘরীর করার পূর্বেই আমি তোমার মায়ের সাথে সহাবস করেছি।

১. এখনে ভাষার কিমিয়া। এর অবস্থান পরিবর্ধন করা হল।
আর এটা সেই কারণে। ইবুন খালিকান উল্লেখ করেছেন যে, তার পুত্র নিজ পিতার মৃত্যুর পর বস্ত্র দেখেন যে, তার কাছে জনক আওতাকে এসে বলল, আমিরের আহারে সাড়া দাও। তার পুত্র বলে, তখন আমি তার সাথে চললাম, সে তখন আমাকে কানা প্রাতীর বসতি দরজা ও ছাদ বন্ধ এক নির্জন ও জীবিকাপ্রদ ঘরে প্রবেশ করাল। এরপর আমাকে একটি নিদ্রিতে আরোহণ করাল এবং একটি কক্ষে প্রবেশ করাল। তখন আমি সে কক্ষের দেয়ালে আওনের চিহ্ন এবং তার মেঝেতে ছায়ার চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং আঁখা সখে আমার পিতাকে দেখলাম তিনি বিদ্যুৎ অস্থায় উভয় হাতের মাঝে মাথা চুকিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাকে দেখে প্রশ্ন করলেন দুলফ নাকি? তখন আমি বললাম, দুলফ। তখন তিনি আবৃত্তি করলেন

**প্রতিটি বিউন মৃত্যুর পর হয়েছি আমি সুরক্ষী বারবারে। আমি যা কিছু করেছি তার প্রত্যেকটি সশক্ত জিজ্ঞাসাত হয়েছি। সুতরাং তোমারা আমার একাকীত্ব এবং আমি যে অবস্থার সম্পূর্ণতার তাতা তথ্য রহম।**

তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি বুঝেছ? আমি বললাম, হ্যা। তখন তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন-

**ফনো আন যা মিসানা তুর্কানা + লক্ষ মুহূর্ত রাখে কবরাই হী। ওকান তা মিসানা বয়ব্য ও ন্যাটাল বদুরা মুক্ত।**

মৃত্যুর পর যদি আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে মৃত্যুর প্রত্যেক পাথীর জন্য 'মহাপ্রশান্তি' হত। কিছু মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরায় করা হয় এবং তারপর সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছ। আমি বললাম, জি হ্যা! এবং তৎক্ষণাত আমার ঘুম ভেঙে গেল।

**২২৭ হিজরীর সূচনা**

এ বছর অবগতকারী আবু হারাব ইয়ামানী নামক জনক সীমাত্বাসী ব্যক্তি সিরিয়াত বিদ্বেষ করে। খলিফার আনুগত্য বর্জন করে সে নিজের আনুগত্যের প্রতি (সকলকে) আহারান জানায়। আর তার বিরোধারে কারণ ছিল, তার অনুপ্রাণিতে জনক সীমাত্বার তার স্বরূপ তার অভিজ্ঞতায় গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু তার জন্য তা বা পান করে তখন সেই সীমাত্বার তার হাতে আগত করে ফলে তার হাতের ক্ষতিতে সে আঘাতের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এরপর তার ব্যঙ্গী আবু হারাব যখন উপস্থিত হয় তখন সে তাকে বিষয়টি অবহিত করে। তখন আবু হারাব জিজ্ঞাসা করে অস্তরক অবস্থায় এ সীমাত্বাকে হত্যা করে। তারপর সে অগ্নিধর্ম করে পাহাড়ের চূড়ায় জিজ্ঞাসা করে, আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর যখন কেউ তার কাছে যেত তখন সে তাকে "ভাল কাজের আদেশ এবং মদন কাজে নিষেধ"-এর দিকে আহারান করত এবং খলিফার সমালোচনা করত। তখন তার এই আহারানের ফলে বৃহৎ ও অন্যদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক লোক তার অনুসরণ করে এবং
তারা বলতে থাকে ইনি হলেন সেই আলোচিত সুফিয়া যিনি সিরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করেন।
এতের হওয়ায় তার বিষয়টি অত্যন্ত উৎসাহিত রূপ ধারণ করে। এমনকি এক লক্ষের মত যোগ্য তার অনুসরণ করে। এখন মৃত্যু বা বিয়ার থাকা অবস্থায় খলিফা মু'তাসিম তার বিরুদ্ধে এক লক্ষের মত যোগ্য প্রণয়ন করেন। খলিফা মু'তাসিমের সেনাপতি যখন তার সহযোগিতাদের নিয়ে সেখানে আগমন করেন তখন তিনি দেখতে পান আরু হারবকে কেন্দ্র করে বিশাল ও বিপুল সংখ্যায় যোদ্ধা সমবেত হয়েছে। তখন তিনি আশ্চর্য করেন যে এই অবস্থায় (হয়ত) আরু হারব তাকে আক্রমণ করে।
তাই তিনি ফসলের চাষাবাদ খুশুর মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ফলে সমস্ত লোকজন নিজ নিজ ক্ষেত-খামারের ছড়িয়ে পড়ে এবং আরু হারবের সহযোগিতার সংখ্যাত্মক পেয়ে সুদর দলে পরিণত হয়। তখন খলিফার সেনাপতি তার বিরুদ্ধে মুক্তিরূপ অবস্থার হন এবং তাকে বন্ধু করেন আর তার সহযোগিতা তাকে ছেড়ে পলায়ন করে। এরপর (খলিফার) অবলীলা খাটিকা বাহিনীর আমার রজা ইবন্ন আইয়ুব তাকে নিয়ে মু'তাসিমের কাছে উপস্থিত হন। তখন খলিফা মু'তাসিম তাকে সিরিয়ায় পৌঁছার পর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলুপ্তির জন্য তিনক্ষ করেন। তখন তিনি বলেন, তার সাথে এক লক্ষ বিহিত তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় যোদ্ধা ছিল।
তাই আমি তা (এই যুদ্ধ) বিলুপ্তির করি। অবশেষে আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সুযোগ করে দেন। একথা শুনে খলিফা তাকে গুরুর জানান।

এ বছর রবীউল আওয়াল মাসের আঁধার তারিখ বৃহস্পতিবার আরু ইনহাক মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইবন্ন হারব আর-রশিদ ইবন্ন আল-মাহদী ইবন্ন মানসুর ইনতিকলতার করেন।

খলিফা মু'তাসিমের জীবন চরিত

তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন আবু ইনহাক মুহাম্মদ আল-মু'তাসিম ইবন্ন হারব আর রশিদ ইবন্ন মাহদী ইবন্ন মানসুর আল-আবালী। তাকে মুহাম্মান বা অট্টমনক বলা হয়। কেননা তিনি তার উদ্ভিত পুকুর আবারের অট্টম অধ্যায়, তার বংশধরদের মাঝে অট্টম খলিফা, তিনি আটিট বিজয় অর্জন করেন। তিনি আট বছর আট মাস আটদিন মন্ত্রনদের দুই দিন খিলাফত পরিচালনা করেন এবং তিনি একশ আমি হিজরীর শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন যা হল (চত্বর) বছরের অট্টম মাস এবং তিনি ৪৮ (আচারপ্রণীত) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া তিনি আট পুরুষ ও আট কন্যা রেখে মারা যান এবং তিনি তার আই মামলুরের মৃত্যুর পর বছরের আট মাস পূর্ণ করে দুই অঠার হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে সিরিয়া থেকে বাগ্দাদে আবশ্যক করেন।

পূর্বনাম্য জানেন, তিনি ছিলেন নির্ভর, তালভাবে লিখিত পারেন না। এর কারণ ছিল, একটি বলক, তার সাথে মকর্দতে যাওয়া-আসার করত, কিন্তু ঘটনার্দ্র বলকটি মারা যায়। তখন তার পিতা আর-রশিদ তাকে বলেন, তোমার সহায়তা বলকটি কোথায়? উত্তরে মু'তাসিম বলেন, সে মারা গিয়ে মকর্দত থেকে নিষ্ঠার লাভ করেছে। তখন রশিদ বলেন, মকর্দতের প্রতি তোমার এই বিতর্কের যে তুমি মৃত্যুকে তার থেকে 'নিষ্ঠার' বলছ। হে বঙ্গ! আল্লাহর কসম! আজকের পর আর তুমি মকর্দতে যাবেন না। তখন তারা (তার অভিভাবকগণ) তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেন ফলে তিনি নির্গত হয়ে থাকেন। অবশ্য কারও কারও মতে তিনি কোন রকম লিখিতে পারেন না।

১. অর্থাৎ আট সংখ্যার সাথে বিশেষেরা সম্পুর্ণ।
তাঁর পিত্রপুরুষদের থেকে তাঁর সুত্রে ধর্মীয় দুটি ‘মুনকার হারিম’ উল্লেখ করেছেন। একটি হল বনু উমায়ার খলীফাদের সমালোচনা না ও নিন্দা এবং বনু আবাকাসের খলীফাদের প্রশংসায়। আর অপরটি হল বৃহস্পতিবার শিশু লাগানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। তিনি নিজে সন্দেহ খলীফা মু’তাসিম থেকে উল্লেখ করেছেন যে, (একবার) রোম স্থান তাকে হুমকি প্রদর্শন করে তার কাছে একটি পত্র দেখানো করেন। তখন তিনি তার উত্তর লেখার জন্য তার করেনীকে বলেন, লেখ- আগে অপার্নার পত্র পাঠ করেছি এবং অপানার উদ্দেশ্য অবগত হয়েছি। তার জবাব আপনি দেখেন, শুনবেন না। আর অতিকায় তাকে পাঠে পরিকল্পনায় শুরু করার তাদের জন্য। মুহাম্মদ বলেন, দুইশত তেইশ হিজরীতে খলীফা মু’তাসিম রোমক দুই হেলুন্সিয়ান পরিবর্তন করেন এবং শরীফদের তীর্থভাবে পরাজিত ও পরাজিত করেন। এ সময় তিনি (দূর্বলদের রোমক শহর) আমুরিয়ার জয় করেন এবং তার তিরিশ হাজার অধিবাসীকে হত্যা করেন এবং সমস্ত তথ্যসূত্রকে বন্ধী করেন। ঐ সকল বন্ধীর মাঝে যাত্রী পাঠী ছিলেন। আমুরিয়ার চর্চায় আতঙ্ক বাণিজ্যী তিনি তার অঙ্গিয়ে দেন এবং তার প্রশংসকে (বন্ধী করে) বাণিজ্যে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে তিনি নগর দ্বারবে তার সাথে নিয়ে আসেন। আর তা এখন পর্যন্ত রাজ্য প্রাদেশের জামে‘ মসজিদ সংগ্রহ দারুল বিলাফতের একটি শ্রেষ্ঠ দ্বারে প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ আহমেদ ইবনে আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কখনও বা খলীফা মু’তাসিম তার বাচের বে করে আমার কাছে বলতেন হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি তোমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমার বাহ্যে কামড় দাও। তখন আমি বলতাম, হে আমুরিয়ার মু’মিনীন! অপার্নার বাহ্যে কামড় দেয়া আমার মনঃপূর্ণ নয়। তিনি বলতেন, তা আমার কান্তি করতে না। তখন আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার হাতে কামড় দিয়ে দিতেন কিন্তু তার হাতে এর কোন চিন্তা দেখা মেতে না।

একদিন তিনি তার ভাইরের বিলাফতকালে খোঁজ তাঁর পাশ দিয়ে অভিন্ন করেন এসবকে তিনি জনৈক স্ত্রীলোককে হয়। আমার ছেলে। হায়! আমার ছেলে বলে বিলাপ করতে থাকেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার কী হয়েছে যাকে স্ত্রী লোক বলে, এই তাঁর মালিক আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছেন। তখন মু’তাসিম সেই লোকটির কাছে এসে বলেন, এই বালককে ছেড়ে দাও। কিন্তু লোকটি তার কথা মানতে অদৃষ্ট করে। তখন মু’তাসিম তার হাত দিয়ে লোকটির শরীর (শত্রুভাবে) ধরেন। এ সময় তার হাতের নীচে লোকটির হাড় ভাঙ্গ শব্দ শোনা যায়। তারপর তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে লোকটি মৃত অবস্থায় মাটিতে পতিত হয়। এরপর তিনি বালককে তার মা এবং নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যখন বিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি বিচ্ছেদ ও দূরদৃষ্টি ছিলেন। মুজাফর ব্যাপার তিনি উচ্চ মনোক্তির অধিকারী ছিলেন আর প্রজাদের অন্তরে তাঁর প্রতি জীবনি ও সমীহ বিদ্যমান ছিল। তার একবার আসক্তি ছিল যুদ্ধ-ব্যাপার ধর্মনির্মাণ কিংবা অন্য কিছুতে নয়।

আহমেদ ইবনে দাউদ বলেন, খলীফা মু’তাসিম আমার হাতে যে পরিমাণ দান-সাদাকা করত তার অর্থ মূল্য দশ বিটি দিয়ে হারিম। অন্য কোন বলেন, খলীফা মু’তাসিম যখন মৃত হতেন তখন তিনি কোন পরামর্শ করেননা, কারণ হতান করলেন অথবা কী করলেন। ইসমাইল ইবনে ইবারাহিম আল-মাওলিসা বলেন, একদিন আমি খলীফা মু’তাসিমের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত করে দেখি তার এক সুরা পরিবেশনকারিগী যাদী তাকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করেন।
করে বলেন, তোমার কি মন হয়? গায়িকারপে সে কেমন? তখন আমি তাকে এর উত্তরে বলি-আমি তো দেখেছি সে তাকে (গান বা তার সুর) কৌশলের সাথে আঘাতে রাখছে এবং কোমলতার সাথে টেনে যাচ্ছে এবং তার প্রতিটি পরবর্তী সুর তার পূর্ববর্তী সুরের তুলনায় চমৎকার হচ্ছে। তার কল্পনা শক্তিশালী হল সর্বক্ষণসমূহ যা কষ্টপূর্ণ মুক্তার মালার চেয়ে আকর্ষণীয় ও সুদৃশ। তখন তিনি বলেন, তোমার এই অলংকারময় বর্ণনা তো তার চেয়ে এবং তার গনের চেয়ে সুদৃশ। এরপর তিনি তার পুত্র হারান আল-ওয়াহিককে বলেন- যিনি ছিলেন গোষ্ঠি বাবু খলিফা- একথা শন রাখ। খলিফা মু’তাসিম বহুসংখ্যক তুকীকে কাজে নিয়োগ করেন। তার নিজের বিশ হাজারের কাছাকাছি তুকী দাস-দাসী ছিল। তিনি এমন সব মুদ্রাট্র ও বাহনের অধিকারী হন যা অন্য কেউ হতে পারেনি। যখন তার মূত্র উপস্থিত হয় তখন তিনি বলেন হে! খন্নিতাহে! যদি তোমার সাথে আমাকে মিলিয়ে না তখন তারা তোমাকে দেখা যায়।


dhā́t̪ 3

তার কল্পনা শক্তিশালী হল সর্বক্ষণসমূহ যা কষ্টপূর্ণ মুক্তার মালার চেয়ে আকর্ষণীয় ও সুদৃশ। তখন তিনি বলেন, তোমার এই অলংকারময় বর্ণনা তো তার চেয়ে এবং তার গনের চেয়ে সুদৃশ। এরপর তিনি তার পুত্র হারান আল-ওয়াহিককে বলেন- যিনি ছিলেন গোষ্ঠি বাবু খলিফা- একথা শন রাখ। খলিফা মু’তাসিম বহুসংখ্যক তুকীকে কাজে নিয়োগ করেন।

তার নিজের বিশ হাজারের কাছাকাছি তুকী দাস-দাসী ছিল। তিনি এমন সব মুদ্রাট্র ও বাহনের অধিকারী হন যা অন্য কেউ হতে পারেনি। যখন তার মূত্র উপস্থিত হয় তখন তিনি বলেন হে! খন্নিতাহে! যদি তোমার সাথে আমাকে মিলিয়ে না তখন তারা তোমাকে দেখা যায়।

এ বছর অর্থাৎ দুইশ সালাত হজরত আয়েহুদ আওয়াল মাসের সতের তারিখ বৃহস্পতিবার পূর্বে তিনি সুররা মানারাই (সেরা মৃত্যুয়ের শহরের ইন্তিকোল করেন। আর তিনি খিলাফতের সময় গ্রহণ করেন দুইশ আঠার হজরতের রজব মাসে।

খলিফা মু’তাসিম ছিলেন শরীফ এবং লখন ও দীর্ঘকালিন অধিকারী। তার স্বাভাবিক ছিল মাধ্যম গড়নের এবং গাত্রকর্ম ছিল মিশ্র রঙের তার মা ছিল উদ্বুদ্ধত যার নাম ছিল মরিদা।

তার তিনি হলেন খলিফা হামনর রূপের হয় পুত্রের অন্যতম, যাদের প্রত্যেকের আসল নাম নামারাদ। তারা হলেন আবু ইসমাইল মুহাম্মদ আল- মু’তাসিম, আবু আব্বাস মুহাম্মদ আল-আমিন, আবু ইসমাইল মুহাম্মদ, আবু আহমদ, আবু ইয়াকুব এবং আবু আইয়ুব। হিশাম ইবন কালারি বলেন, তার পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার পুত্র হারান আল-ওয়াহিক। ইবন জাহির উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা মু’তাসিমের ওয়ীর মুহাম্মদ ইবন মালিক ইবন যায়তাত তার মৃত্রুশোচে আবৃতি করেন।


dhā́t̪ 3

যখন লোকেরা আপনাকে (সমাহিতে) অদৃশ্য করল এবং আপনার মৃত্রু উপর মুষ্টিতে মাটিপৃষ্ঠ হাঁটুলা বেড়ে ফেলা হল তখন আমি বললাম।

1. সূরা আনআম: 44
2. অর্থ যে শহর তার (সৌদর্শনের কারণে) দর্শনার্থীকে অনন্তর করে। পূর্ববাক্য রীতিযুক্ত বা বুদ্ধির নাম রাখার প্রচলন আরোহী করা যায়নি। যমন যমনের একটি অংশের নাম হাযরামাইউত হ্যাত হয় নি।

আল-বিদিয়া ওয়ান নিয়াহা (১০ম খ্র)——৬৪
নেহব নুরুল হাফিজ খান কানন্দ, দুনিয়ার বিষয়ে আপনি কত উত্তম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, আর দীনের বিষয়ে কত উত্তম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

লাজবর লালে এমাদে ফকেদ + মল্লেলে আইমেলে হারোন

আপনার নামে যোগ্য নেতাকে যে সম্প্রদায় হারিয়েছে আল্লাহ যেন হারোনের নাম ব্যক্তিত্ব অন্য করও ঘরা তার কর্তিকুণ না করেন। হফসর আখুত প্রাথমিক ইব্রুন আবুল জানুর বলেন:

أبو إسحاق مات ضمحى فمثلا + وايميسيني بهارون حبيثا

لَنْ يَجِئُ الْخَميِسُ بِمَا كَرَهَتْهَا + لَقَدْ جَاءَ الْخَميِسُ بِمَا هَوَىْتُهَا

পূর্বীতে আবু ইসাহের মৃত্যুতে আরমাও মৃত্যুত হয়ে পড়লাম, আর অপরদিকে হারোনের (খিলাফতের) আমরা নবাব্বান করে পেলাম। বৃহত্তরতাবাদী যদি আমাদের অপর বিষয়ের অবতারণ করে তাহলে একথা বলতে হবে সে আমাদের প্রিয় বিষয়েরও অবতারণ করেছে।

হাব্বন ওয়াহিফ ইব্রুন মুতাশিরের খিলাফত

এ বছর অর্থাৎ দুঃখ সাতাল্লাহ হিজ্জীরীর রবীউল আওয়াল মাসের আট তারিখ বৃহবার তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তার অনুকূলে খিলাফতের বায়াত গৃহীত হয়। তার উপনাম আবু জাফর, তার মা হলেন রোম দেশীয় উম্মু ওয়ালিয়া যাকে করাতাসক বলা হত। তিনি এ বছর হজ্জের উদেশ্যে বের হন কিতু পথিমধ্যে হীরাতে মৃত্যুত করেন এবং কুফায় দারে দাউদ ইব্রুন ইসলামে সমাধিস্থ হন। আর তা সংলাপিত হয় এ বছর মিলকদ মাসের চার তারিখ। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন জাফর ইব্রুন মুতাশির।

এছাড়া এ বছর রোম সমৃত তুফাইল ইব্রুন মীখালিস মৃত্যুত করেন। তার রাজত্বকাল ছিল বার বছর। তার মৃত্যুর পর শাসন কমতার অধিকারী হন তার স্ত্রী তাকিয়ারাহ কেনান। তার পুত্র মীখালিস ইব্রুন তুফাইল অজ্ঞ বয়স্ক ছিল। এছাড়া এ বছর ইটিকাল করেন-

প্রসিদ্ধ যাহিদু বিশ্বর হাফী

তিনি হলেন বিশ্ব ইব্রুন তাহির ইব্রুন আবদুর রহমান ইব্রুন আতাই ইব্রুন হিলাল ইব্রুন মাহান ইব্রুন আবদুলহার আল-মারওয়াই আবু নসর আবুযাহিদ যিনি আল-হাফি নামে পরিচিত। তার অবস্থান ক্ষেত্র ছিল বাগদাদ। ইব্রুন খাদ্দীকান বলেন, তার পিতামহ হলেন ‘আলসমানী আবদুলহার’ যিনি আলী ইব্রুন আবু তালিবের হাতে ইসলাম প্রহর করেন। আল-বিদায় প্রথমকাল বলেন, তিনি একশ পঞ্চাশ হিজীরতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি হামাদ ইব্রুন যায়ন, আবদুলহার।

1. দুনিয়ার বিরানী, দুনিয়ার প্রতি বীরত্ব।
2. অর্থাৎ মারবের অধিবাসী।
ইবন মুবারক, ইবন মাহদী, মালিক এবং আবু বকর ইবন আয়াশ এবং অন্যদের থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তার থেকে আলিম হাদীস শ্রবণ করেন যাদের অন্যতম হলেন, আবু খায়তার, যুহাইর ইবন হারব, সারি সাক্কিত, আকবাস ইবন আবদুল আরিয়ম এবং মুহাম্মদ ইবন হাতিম। মুহাম্মদ ইবন সাইদ বলেন, বিশ্ব বহুসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি ইবাদত বন্দনা তে আহ্মিনিয়ার করেন এবং লোক সশ্রবব বর্জন করেন। ফলে তিনি হাদীস রিওয়ায়তও করেননি। একাডিক ইমাম তার ইবাদত বন্দনা, পার্থিব নির্মাণকা, আলাদাহিতি এবং কৃত্ত্বাধিকার প্রথম করেন।

ইমাম আহ্মদ ইবন হাবেলের কাছে যেদিন তার মৃত্যু সংবাদ পৌছে সেদিন তিনি বলেন, আমি ইবন আবদ কায়স বায়তী তার কোন দুঃখের নেই। আর যদি তিনি বিবাহ করত তালেব তার সাধনার পূর্বতন লাভ করত। এছাড়া ইমাম আহ্মদ থেকে আরেকটি রিওয়ায়ত আছে যে তিনি বলেছেন- বিশ্ব তার মত কাউকে রেখে যাননি। ইব্রাহিম আল-হারবী বলেন, বাগদাদ শহর তার চেয়ে অধিক অক্কলুকির পশ্চিম এবং বাক্সপক্ষ কাউকে জন্ম দেয়নি। তিনি কোন মুসলমানের অগাড়তে তার নিদী বা সমালোচনা করেছেন বলে শোনা যায়নি। তার শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে অক্কলুকি বিদায় ছিল। তার অক্কলুকি যদি গোটা বাগদাদবাসীর মাঝে ব্যবহার করা হত তাহলে তারা সবাই অক্কলুকির অধিকারী হয়ে যেত এবং তার অক্কলুকি সাধারণতম হ্রাস পেত না।

একাডিক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে বিশ্ব তার প্রথম জীবনের 'মদলোক' ছিলেন। আর তার তদ্বারা কাজ করলেন তিনি (একবার) আলাহু তা'আলার নাম লিখিত একটি চিন্তাপথ এক হামামাশানার ভূমিতে। তখন তিনি সেখান থেকে তা উঠান এবং আসানের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আমার মনি! এখানে আপনার মাথা অবস্থায় পদ্ধত হচ্ছে। এরপর তিনি একজন সুগন্ধি বিক্রেতার কাছে যান এবং তার কাছ থেকে এক দিরহমের বিনিময়ে মিশ্র সুগন্ধি ক্রয় করেন এবং সেই চিন্তাপথটিতে তা মাথিয়ে তাকে সকলের নগদের বাইরে সর্বদা ফেকাত করেন। তখন আলাহু তার অত্যন্ত জীবন করেন এবং তার হাদেয় কল্যাণ চিত্ত ও সুবোধ প্রক্ষিপ করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে তিনি যে ইবাদত বন্দনা এবং যুহের যোগথা অর্জন করার কথা করেন।

তার নির্বাচিত উদহ- যে বাক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হল যে মন লাভনা-আমানারের জন্য প্রভুত থাকে। বিশর শুধু রেন (তরকারিহিনহ) খেতেন এ ব্যাপার যখন তাকে গ্রাস করা হয়, আপনার কি কোন তরকারী নেই? তখন তিনি বলেন, অবশ্য আছে। আমি 'আফিয়াত' । কে শ্রেষ্ঠ করি এবং তাকে আমার তরকারী বাণিজ্যে নেই। তিনি পাদুকা ব্যবহার করতেন না, খালি পায়ে হাতনেন। একদিন তিনি কোন এক নরজায় এসে করায়ত করেন, তখন গ্রাস করা হয় কে? তিনি উতরে বলেন, বিশ্ব হাফিজ অর্থাৎ নগুপথ অবস্থার। তখন এক ছোট বালিকা মাত্র করে, এক দিরহমের বিনিময়ে যে যদি একজনা পাদুকা কিনে নিত তাহলে তার এই 'নগুপথ' উপাধি দর হয়ে যেত। ঐতিহাসিক বলেন, তার পাদুকা বর্জনের কারণ হল যে একবার তিনি জনের জুটু বিক্রেতার কাছে এসে তার জুটার জন্য একটি ফিশা চান। তখন সে বাক্তি বলে উঠে, হে

1. আফিয়াত অর্থাৎ গোপোহাস্ত ও বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ অবস্থা।
দরিদ্রের দল, মানুষের কাছে তোমাদের চাহিদা কত বেশি ! তখন তিনি তার হাত থেকে জুটা ছুড়ে ফেলেন এবং অন্যান্য পা থেকে খুলে ফেলে দেন এবং শপথ করেন যে আর কখনও কোন পাপুকা পরেন না।

ইহন খালকিকান বলেন, তিনি বাগদাদ শহরে আশুরার দিন ইনিতিকাল করেন। মতানুপ্রাপ্ত রম্য মানে। কারও কারও মত তিনি মারমশ শহরে ইনিতিকাল করেন। তবে ভ্রে মত হল তিনি এ বছর বাগদাদে ইমনিতিকাল করেন। অবশা কারও কারও মত দুইশ ছাবিকা হিসেবে, তবে প্রথম মতটি বিশ্বাসী। আর আল্লাহই সর্বধিক জানেন। তিনি যেদিন মূর্ত্তিকরণ করেন সেদিন গোটা বাগদাদবাসী তার জানায় শরীক হয়। এসময় তাকে ফজর নামাজের পর দাখনের উদ্দেশ্যে বের করা হয় কিন্তু সখ্যার পর বাহির তিনি কবরে স্বীকার হতে পারেননি। আলী ইবনুল মাদাউসীন এবং হাদিসের অন্য ইমামগণ তার জানায় উত্তর দেন যে বলেছিলেন, আল্লাহু করম ! এটা আখ্যানের মর্যাদা পূর্বে দুনিয়ার মর্যাদা। বর্ণিত আছে, তিনি যে গৃহে বাস করতেন (তার মৃত্যুর পর) জিনিরা সেখানে তার মূর্ত্তি ধারণ করে দিল করত। জনক বাক্ত তাকে স্নেহে দেখে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনার সাথে কোনো বিপদ আছে কিনা? তখন তিনি বলেন, তিনি আমাকে কষ্ট করেছেন এবং কিমা পর্যন্ত আমাকে যারা ভালবাসেন তাদেরকেও কষ্ট করেছেন।

তাদের একজন (একবার) ইমাম আহমদ ইবনে হাবেলের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কখনও কখনও আমার বাতি নিয়ে যায় তখন আমি চিদের আলোয় মুত্তা বুনি। তাহেল কে এ বিদ্ধির সময় আমাকে এ দুর্বল মাণ্ডল পরিষ্কার করিতে হবে? তখন ইমাম আহমদ বলেন, যদি উভয়ের মাঝে (মানের ক্ষেত্রে) পর্যন্ত তাহলে কতক্ষণ জন্য উভয়টি পুরুষ করতে দেবে?

একবার তাদের তিনজনের একজন ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেন, কখনও কখনও বনু তাহিরের লজনসমূহ আমাদেরকে অতিমন করে যায় আর সে সব অবস্থা বুদ্ধ করে দিয়া। আর এভাবে আমরা (সেই লজনের আলোয়) বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুতায় বুলি ফেলি। আপনি আমাদেরকে এই সাঙ্গের বিষয় থেকে নির্বর্তি দিন। তখন ইমাম আহমদ সনদেহর অংশিক অর্থক স্বত্বীর সাথে মিশে যাওয়ায় ঐ সুতার সুর্যক সাদা করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি তাকে ব্যাধিত্র বাক্তির কার্যকর। (উহ! আহ!) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তাতে কেন অভিযোগ আছে কি না? তখন ইমাম আহমদ বলেন, তা হল আল্লাহু কে সকাতর প্রার্থনা। এরপর তিনি বেরিয়ে পড়েন তখন ইমাম আহমদ তার পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন। বলস এই কিশোরকে অনুসরণ করে আমাকে তার পরিচয় বল। আবদুল্লাহ বলেন, তখন আমি তাকে অনুসরণ করে দেখি তিনি বিশ্বের গৃহে প্রবেশ করেন এবং তিনি বলেন বিশ্বের ভূগুলি।

খুব বিশ্বের ভূগুলি যুদ্ধরা থেকে বর্না করেছেন। তিনি বলেন, কেন এক রাতে আমার ভই বিশ্বে এসে তার এক পৃথিবী রাখেন আর অপর পা বাইরে থেকে যায় এবং এভাবে তার সম্পূর্ণ রাত কেটে যায় এমনকি সকাল হয়ে যায়। তখন তাতে এ রাত প্রশ্ন করা হয় রাতে আপনি কী পদ্ধতি থেকেছেন? তখন তিনি বলেন, আমি চূঁটি বিশ্ব, ইয়াহুদী বিশ্ব, মাজুমী বিশ্ব।

1. এই কবরের সোয়াং এভাবে নয়।
এবং আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা নামন করেছি, কেননা তাদের ন্যায় আমার নামও বিশ্র। আমি মনে মনে তেমনি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার অনুকুল কোনোকে অগ্রণী হয়েছে যে কারণে তিনি তাদের মধ্য থেকে আমাকে বিশেষভাবে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন। তখন আমি আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ডালাল এবং এইজন্য তার শোকে আসাম করলাম যে, তিনি আমাকে ইসলামের সন্ধান দিয়েছেন এবং তার বিশেষ বাণারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার প্রিয়জনদের পেশাক পরিয়েছেন।

ইবুন আসাকবির তার সুন্দরি ও বিস্তৃতিতম জীবনী উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি তার বেশকিছু ভাল করিতা পয্যাক উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ এই সকল পয্যাক আব্দুর করতেন -

নুআফুল কাদিনী বা আল্লাহ আল্লাহ বা তুমি পরিহার কর, তা তোমার মনঃপূর্ত হয় না অথচ তুমি (পঙ্কিল) 'পাপ-সরাশর' থেকে আকৃষ্ট করে না।

তোর হলি কাদিনী তুমি না উল্লেখ কর।

আর তুমি সুবাদুদ্দীম খাবারকে নিয়ন্ত্রণ থেকে থাকি কিন্তু কীভাবে তা উপার্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা কর না।

ব্যাপারের জন্য সব দুর্বল হয়ে আছে আর তোমার অন্তর্ভুক্ত সেলিমান অপ্লিক থেকে তোমাকে গ্রাস করার জন্য উল্লেখ হয়ে আছে।

ফিকহের মতে তুমি না নিন্দিক ভেঙে যা পাপ আছে বং তোমার শান্তির ছায়া পায়।

আর কতকাল তুমি মৃত্যুর ঘোরে অচেতন হয়ে তোমার দীন নিয়ে কিডাকোডাকে মন্ত্র থাকবে অথচ তুমি সত্ত্ব বছরের বৃদ্ধ।

এছাড়া এ বছর আরও যারা ইহসান করেন, তাদের অন্য হলেন, আহমদ ইবন ইউবুন, ইসমাইল ইবন আমর আল-বাজালী, প্রসিদ্ধ সুনান প্রেস্ট সাইদে ইবন মানসুর যার সাথে এ বিষের আল্লাহ ক্যাবিতে শরীক, অপর সুনান প্রেস্ট মুহাম্মদ ইবন স্বাহ আদালী, আবুল ওয়ালিদ আত-তালিসী এবং ম্যাটার্নী কালামান্ডর্ডিব আবুল হায়ল আল-আলাক। আর আলাকে সর্বোচ্চ আলাপন করেন।

২২৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রম্য মাসে লিঙ্গাস ওয়াইচ আমার আশানসকে বিশেষ সমান ভূমিকা বিতরণ করে।

t

t

t

t

t

t

t

t
	n

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t
	n

t

t

t

t

t
	n
কবলে পড়েন। এসবই সংগঠিত হয় এক মূহূর্তের মধ্যে। আর মিনায় অবস্থানকালে তাদের উপর এমন একটি বৃত্ত নামে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। (এই একটি বর্ণিত কারণে) জামায়াতে আকারের সুলিকটি পাহাড়ের একাংশ ধারে পড়লে তাতে চাপা পড়ে একদল হাজি নিহত হন।

ইব্রুন জাহারের বলেন, এ বছর শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবেতা আবুল হাসান আল-মাদায়ানী ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম মাওসিলীর গৃহে ইনতিকাল করেন এবং কবি আবু তামাম হাজাব ইব্রুন আওস তিনি ইনতিকাল করেন। আল-বিদায়ার প্রথমকাল বলেন, আবুল হাসান আল মাদায়ানী এর নাম হল আলী ইব্রুন মাদায়ানী যিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবেতা এবং তার কালের পুরো ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই বছরের আলোচনার পূর্বে আমরা তার ঘটনার আলোচনা করেছি।

কবি আবু তামাম আত্তাই

তিনি হলেন আল হামাসা (যা দীওয়ান হামাসা নামে অধিক পরিচিত) -এর সংকলক যা তিনি হামাদান শহরে শীর্ষকালে সেখানকার ওয়ার্ল্ডের গৃহে সংকলন করেন। তার পূর্ব নাম হল হাজাব ইব্রুন আওস ইব্রুন হাজাব ইব্রুন কায়য়স ইব্রুন আবু তামাম ইব্রুন ইয়াহেইয়া আবু তামাম আত্তাই বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিক। জীবন বাগাদাদী মুহাম্মদ ইব্রুন ইয়াহেইয়া আহমদীর থেকে উদ্ভূত করেন যে, একাধিক বাণ্ড থেকে বর্ণিত আছে যে, তার বলেন, (তার পরিচায় জাপান নাম হল) আবু তামাম হাজাব ইব্রুন তামাম আল-নাসরানী পরবর্তীতে তার পিতা তামাম এর পরিবর্তে তার নাম রাখনে হাজাব ইব্রুন ইব্রুন খালিকা, তার আদি নিবন্ধ হল তামাতরার নিকটবর্তী আল জাদুর অধিকের জাতি নামক গ্রাম। তিনি দামেশকে এক তাতীর কাছে কাজ করতেন। এরপর সেই তাতীর তাকে নিয়ে তাদের মিসরে যাত্রা করেন। আর ইব্রুন খালিকা এই তথ্য সংগ্রহ করেছে ইব্রুন আসফেরের তারিখ থেকে। আর তিনি (ইব্রুন আসফের) আবু তামামের সুদর জীবন চরিত সংকলন করেছেন। জীবন বলেন: এই মূলত সিরিয়া। খৈশোরে তিনি মিসরের জামে’ মসজিদে পানি পান করাতেন। এরপর কোন কোন সাহিত্যিকের আসরে উঠা-ঠাকুর করেন এবং তাদের থেকে জানা আহরণ করেন। এর তারী হলেন বোধস্পন্দ এবং বৃক্কিমান বালক। (এসময় থেকেই) কবিতার প্রতি তার আসফকি ছিল। ফলে তার কাব্য অনুরাগী অন্যান্য থাকে, অবশেষে তিনি নিজে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং উত্তরাধিকারিয়ে প্রবৃত্ত হন। এরপর তার কার্য ছড়িয়ে পড়ে এবং কল্লীয়া মু’তাসিম তার সম্পর্কে অবহিত হন। তখন তিনি ‘সুররামানরা’ শহরে অবস্থানের অবস্থায় তাকে সেখানে নিয়ে আসেন। তখন তিনি তার (কল্লীয়ার) প্রশংসায় একাধিক কাসিদা (কবিতা) রচনা করেন এবং মু’তাসিম তা অনুমোদন করেন এবং সমসময়ের কবিদের মাঝে তাকে অপগোনী বিবেচনা করেন। বাগাদাদে আগমন করে আবু তামাম সাহিত্যিক আংশিক উঠা-ঠাকুর করেন এবং আলিমদের সাহস লাল করেন। এর তার তিনি ছিলেন পোস্ক ও সদাচারী। আহমেদ ইব্রুন আবু তাহির তার থেকে তার সনে একাধিক কবর রিয়ায়াত করেছেন। ইব্রুন খালিকা বলেন, দীর্ঘ কাসিদা এবং কাব্য ইত্যাদি দ্বারাই আরবদের চৌরাহ হাজার কবিতা পড়ে তার কল্লোর ছিল। বলা হত যে গোপে তিনি দিকপাল

1. এখানে আরোহীতে প্রস্তাবনা হবে। কেননা দীওয়ান হামাসার সংকলনের ইতিহাস এটাই সমর্থন করে।
রয়েছেন, হাতিম তাঁর বদন্তাত্ত্ব, দাউদ তাঁর দুনিয়া বিমূখতায় এবং আবু তামাম তাঁর কাব্য কুশলতায়। তাঁর সমকালীন একদল কবি ছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হলেন আবুশশিক্স, দিবাল এবং ইবনে আবু কায়স। ঐদের মাঝে শিট্টাচার, ধার্মিকতায় এবং সভাপতি চরিত্রে আবু তামাম ছিলেন সর্বত্রোম।

তাঁর অন্যতম কোশল কবিতা পঙ্ক্তি হলো:

যাইহোক আরবি ও উইলি মুর্তিতে তত্ত্বী উল্লেখ করেছেন যে, আবু তামাম দুই একাডেমিতে কাজ করেন। আর ইবনি জারিরও এমন বলেছেন। কারণ তাঁর কর্তা হিজরীতে ইসলামী করেন। তাঁর দুই একাডেমিতে হিজরীতে। আর আল্লাহ সর্বরাধিক জানেন। আবু তামাম মাওসিলে মুসলমান করেন এবং তাঁর কবরের উপর গুহা নির্মাণ করা হয়। তৌরাহ মুহাম্মেদ ইবনে ইব্রাহিম মালিক আযাযাযায় তাঁর মৃত্যু শোকে আবৃত করেন।

নবী আতি মুহাম্মেদ আলাম মুক্তিতে আহ্মায়:

বলা হইতে মোহিতে নাদেখিতে কাহুলো তানালাল- এক মহা সংবাদ উপস্থিত, যখন তা আবর্তিত হল তখন তা আমার দেহে উদ্যানকে প্রক্ষিপ্ত করল। শোভায় ঘোষণা করল, 'হাশিম' মূসলমান করেছেন। তখন আমি তাদেরকে দেহাই দিয়ে বললাম, তাই তাঁকে 'তাই' বানিয়ে দিয়েছেন।

অপর এক কবি আবৃত করেন:

ফজুল-ফরিদ হাতির শেষায় + উদীর প্রশস্ত হবীব মালায় +

কাব্য উদাহরণের সর্বাধিক এবং শিক্ষার শেষের প্রস্তাবে কাব্য-শাস্ত্র শেখাতে। তাঁর উদাহরণের মূর্তি গটছে একই সাথে, ঐরূপ তাঁর এক অযৌর প্রতিজ্ঞা হয়েছে। এক সমাধিতে আর ইতিপূর্বতে জীবনের মাঝেও তাঁর এমনই (অবিযোগ্য) ছিল।

সূরী বর্ণক্রম অনুযায়ে আবু তামামের কবিতাসমূহ সংকলিত করেছেন। ইবনে ইব্রাহিম বলেন, আবু তামাম তাঁর ধর্মীয় নিয়মের পদ্ধতি অবৃত্তি করেছেন তাহারা তিনি আহমেদ ইবনে ইব্রাহিমের প্রশংসা করেছেন, অবশ্য কেউ কেউ বলেন ইবনে মাহমুদের:

ইফ্তাদে লোহের সমাহার হাতে + ফি জল হাঁটেন ফি নোংলায়
নাশ্তার আমায় আমার, বদনায় হাতিয়ম, বিচ্ছ্বাত্ত আহানায় এবং মুক্তিমত্তা ইয়াস হলেন আরারে প্রথম পুরুষ।
229 হিজরীর সূচনা

এ বছর খলিফা ওয়াফিক রাজ-কোয়ানগারের হিসাব রক্ষকদের দিয়ানত ও অপচার প্রকাশ পাওয়া পর তাদেরকে দৈহিক শাস্তি প্রদান এবং তাদের কবল থেকে সকল রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে দেন। এদের মধ্যে কাউকে কাউকে এক হাজার কিংবা তার চেয়ে অধিক বেতাবী করা হয়, আরাব কাউকে কম। আবার কারও থেকে এক লক্ষ দীনার উমুল করা হয়।

কারও থেকে তার চেয়ে কম। ওহীর মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক সকল সিপাহী প্রধানদের বিচারকে এরকম শার্কতায় প্রবৃত্ত হন, ফলে তারা পরিচ্ছন্তন ও বন্দিতের শিকার হয় এবং মহা-আপদ ও সিকার সংস্থা নিষিদ্ধ হয়। এ সময় ইহুদি ইবন ইবরাহিম তাদের বিয়ে তদন্ত করার জন্য বলেন, আর তাদেরকে এবং কোয়ানগারদেরকে জনসমক্ষে তীর্থভাবে অপবদ্ধ ও লালিম করা হয়। আর তার কারণ ছিল একরাতে খলিফা ওয়াফিক দারুল থিলাফতে তার সহচরদের সাথে নৈশ আলাপচরিত্র মঞ্জুর হন। তখন তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোথা আছে যে আমার পিতামহ রশীন কর্তৃক বারমাকাদির শাস্তি প্রদানের কারণ জানে।

তখন উপস্থিতদের একজন বলে হায়। আমিরমল মুমিনীন। তার কারণ ছিল এই যে, খলিফা রশীনের সমন্বাদ জন্য বার্দীকে উপহার করা হয়। তখন তার সৌন্দর্য তাকে মুখ করে এবং তিনি তার ব্যাপারে তার মানবের সাথে দরদাম করেন। তখন সে (বাদীর মালিক) বলে, হে আমিরমল মুমিনীন। আমি সকল প্রকার পশু করেছি যে, তাকে এক লক্ষ দীনারের কমে বিক্রি করব না। তখন রশীন এই (বিশ্বাস মূল্যের বিনিয়োগ) তার থেকে তাকে কম করেন এবং তার ওহীর ইয়াহইয়া ইবন খালিদের কাছে দুটি পাঠান যেন তিনি বায়তুল মাল থেকে এ পরিমাণ অর্থ তার কাছে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু ওহীর তার কাছে নেই বলে এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর রশীন তাকে বিচারকে করে পাঠান বায়তুল মালে কি এক লক্ষ দীনার নেই। একথা বলে তিনি আরও কথোপকথন করে তার চেয়ে পাঠান। তখন ইয়াহইয়া ইবন খালিদ তার অধিনস্থদের বলেন, সম্মুলের দিরহাম তার কাছে পাঠাও তাহলে তিনি তার অধিক গণ্য করে বাদীটি তার মানবকে ফিরিয়ে দেবেন।

তখন তারা এককাল দীনার সম্মুলের দিরহামের শ্রেষ্ঠতাকে পৃথিবীর নামাচে সামনে পাঠান, যেহেতু তারা স্ত্রীশালীর পর তাদের উপর গরু শাস্তি করেন। এরপর খলিফা যখন তার অধিকার করে যান তখন সেখানে দিরহামের সূচকসমূহ দেখতে পান। এসময় তিনি প্রশ্ন করেন এগুলো কি? তখন অন্য বলেন, 'বাদীর মূল্য'। তখন তিনি তার অধিক গণ্য করেন এবং দারুল থিলাফতে তার জনৈক প্রেরকের কাছে তার সরকার নামকরণ নেন এবং তার আয়তে অর্থ সরকার তাকে মুখ করে।

এরপর তিনি বায়তুল মালের খোজের ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে দেখেন বারমাকাদির তার নিষুঁষ্ঠা করে ফেলেন। তখন তিনি একবার তাদেরকে এর শাস্ত্রীর কথায় বাকুড়াও করে হতা করতে উদ্যত হন, আরেকবার তার থেকে বিচল থাকতে মন্দির করেন। অবশেষে কোন এক রাতে তার কাছে আবুল আওদ নামক জনৈক ব্যক্তি নৈশ আলাপে শহীদ হয়। তখন তিনি তাকে তিরিশ হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন। এরপর এই ব্যক্তি ওহীর ইয়াহইয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাকাদির কাছে গিয়ে তার প্রায় চাই, কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন তার আদায়ে গড়িয়ে দে করেন।

এরপর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্‌)—৬৫
কেন এক্রান্তে আবুল আওদ যখন পুনরায় খালিফার সাথে নৈশ আলাপপাঠিতায় শরীর হয় তখন 
সে কবি উমর ইব্ন আবু রাবিয়ার করিতা পত্নী আবুর করিতে ইসলামে সেদিকে খালিফার মন্যোগ 
আকর্ষণ করে?


du'ud ḍinda wamā kastu τud + līb ḍinda an'jariya mā τud 
waṣṣānibat mura wa'idā + ʾismā al-aʿlajīm mīn la yistiṣībī

হিন্দ (কবির ব্রিয়া) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর সে তো প্রতিশ্রুতি দিতেই চায়নি, হায যদি 
‘হিন্দ’ আমাদের সাথে তার প্রদেয় প্রতিশ্রুতি কার্যকর করত এবং একবার সে এক্ষণ কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করত, আর যে এক্ষণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না সেই অক্ষম।

তখন খালিফা রশিদ তার উক্তি 'ইন্স আলাজ মিন লাইস্তসিব' অক্ষম সে যে এক্ষণ কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করতে পারে না- বারবার মুক্তার সাথে আওড়াতে থাকেন। পরদিন সকালে যখন 
ইয়াহীয়া ইব্ন খালিদ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন রশিদ তাকে প্রশংসার সাথে এই প্রতিস্পৃতি 
আবুর্তি করে শোনান, আর তার মর্যা উলপ্রিয় করে ইয়াহীয়া শক্তিত হন এবং খালিফা রশিদকে তা 
আবুর্তি করে বিতর্কিত হন এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাকে বলা হয় আরুল আওদ। এরপর 
ইয়াহীয়া আবু আওদকে ডেকে পাঠান এবং তাকে তিনিই হাজারর দিয়মান প্রদান করেন, এছাড়া 
তিনি তাকে তার নিজের পদক্ষেপ থেকে বিশ হাজারর দিয়মান অতিরিক্ত প্রদান করেন এবং এরপরই 
ছিল তার প্রত্যেক ফারাও ও জাফার।

এরপর কিছুদিন অতি বিদ্যমান হতে না হতেই খালিফা রশিদ বারমাকীদের পাকড়াও করেন।
ফলে তাদের পরিস্থিত যা হওয়ার তাই হয়েছিল।

খালিফা ওঁয়াছিল এই ঘটনার জন্য চমকতু হন কবির এই উক্তি ইন্স আলাজ মিন লাইস্তসিব 
বারবার আওড়াতে থাকেন। এরপর তিনি হিসাব লিখেন আর্থিক কোষাগার রক্ষাকরের 
পাকড়াও করেন। এসময় তিনি তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থদান আদায় করেন। আর এ 
বছরও হজ পরিচালনা করেন গত প্রথমের আমীরর আর তিনি হলন বিগত দুই বছরের হজের 
আমীর।

আর এ বছর আরো যারা ইনিতালাল করেন তাদের অন্যতম হলেন, খালিফ ইব্ন হিশাম 
আল-বায়্যায়র যিনি সুবিধায় কিতাবীলে বিশেষজ্ঞ, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ অসলিনী, নুআরাম 
ইন্স হামাদ আল-খুয়েরি যিনি জাহাংরের পেনের কর্তৃত্ব থাকার পর সুনাম অন্যতম 
দিকপালে বিগত হন এবং সুনাম ও অন্যান্য বিশিষ্ট যের রচনার ও সংকল্প বিদ্যামান এবং বাবাসার 
ইব্ন আবদুল্লাহ যার দিকে সম্পূর্ণ করা হয় তার সম্পর্কে বা তার থেকে সংকল্প দৃষ্টিযোগ্য
�বশ্য তার সনদ উচ্চমানের কিতু তা জাল।

২৩০ হিজরীর সূচনা

এ বছর জমাদার মাসে সুলায়ম গোগী মদিনার চারপাশে বিদ্রোহ করে সেখানে ব্যাপক নৈরাজ্য 
ও বিশ্বাসযুক্ত মূল্য করে এবং পথচারীদের সংকল্প নিরাপত্তা বিদ্রোহর করে। তখন মদিনাবাসীরা 
তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিন্তু তারা তাদেরকে পরাজিত করে এবং মদিনা-মদিনার মধ্যবর্তী
সকল জনবসতি ও পানির উৎস দখল করে নেয়। এসময় খলীফা ওয়াছিচক তাদের বিরুদ্ধে 'বড় বাগানে' আবু মূসা আতুর্কীকে এক বাহিনিসহ প্রেরণ করেন। তিনি শাস্ত্র মাঝে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তিনি তাদের পশ্চিম অভ্যাসিত হতা করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যাকে বন্ধী করেন আর অবস্থিতা পরাজিত হয়। তখন তিনি তাদেরকে জীবনের নিরাপদ দিয়ে আমীরুল মুমিনীনের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেন। তাদের মধ্য থেকে বহুলকে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার পাশে সমেত হয়। এরপর আবু মূসা তাদেরকে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেন এবং তাদের নেতৃস্থানীয়দের ইস্রায়েল ইবন মুহাম্মাদ গৃহে বন্ধী করে রাখেন এবং (সেখান থেকে) এ বছর হজরের উদ্দেশ্যে বের হন। আর এই হজে মৌসুমে ইরাকের গভর্নর ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবন মুসা তার সাথে ছিলেন। এ বছরও হজে পরিচালনা করেন পূর্ববর্তমান মুহাম্মাদ ইবন দাউদ। এছাড়া আরও যারা এ বছর ইনিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন?

আবদুল্লাহ ইবন তাহির ইবন হুসাইয়া

ইনি ছিলেন খুরাসান ও তৎসংগ্রু এলাকার গভর্নর। তার শাসনাধীন অঞ্চলের বাংলার ধর্ম মানসিক বাঙালি বা বাঙালি ছিল চারকান্টি আশি লঙ্কা দেখতান। তার মূুড়ের পর খলীফা ওয়াছিচক তার পুরুষ তাহিরকে তার হতা নিয়োগ করেন। তার মূুড়ের নয় দিন পূর্বে এ বছর বাঙাল মালাকের এগার তারিখের সমাবর অনুসারে তার হতা নিয়োগ করেন। ইবনে খালিকান বলেন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবন তাহির) আটিশ হিজরীতে মার্বেল শহরে ইনিকাল করেন, অবশ্য কারো মতে নিশাপুরে। তিনি ছিলেন মহানন্ড ও বাহাদুর বাহাদুর। তার রয়েছে উক্তী কবিতা। দুই হিজরীতে পর তিনি মিজরাতে গভর্নর নিযুক্ত হন। ওভারি আবুল কাসিম ইবনুল মাওরিক উল্লেখ করেছেন যে, মিজরার 'আবদালীবি তরুজ' এই আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের নামের সাথে সম্পর্ক।

ইবনে খালিকান বলেন, এর কারণ তিনি তা থেকে পাল্লিয়ে করেন। তার কারো মতে তিনিই সেখানে সর্বপ্রথম এর চাবাবাদ শুরু করেন। আর আল্লাহর সর্বত্রে জ্ঞানেন। তার অন্যতম উল্লেখমূল কবিতার নাম হল -

কোলান রানিতি হেফত ফোশল শিক্ষা মিলি ও বিয়েতলাই জেরি
কোলান হেফত হামলার পাল্লি

আমার পক্ষ থেকে শোকের ফরিদত সংক্রান্ত করার জন্য আমার পদাধিকার করা 
করুন, 
আমার বিনিময় আপনার হাতে হবে না। আর আমাকে আপনার 
কাজ হোক বলা হয। 
কেননা, আমি সত্যিকারে আমার অজুহাত পেশ করতে পারব না।

ন্যান্য নোমিতা নাসিদা হাদ্দ ও নোমিতা 
 নোমিতা নোমিতা নোমিতা নোমিতা 

আমারা এশার এক সম্প্রদায় যে আমাদেরকে গওদেশ এবং ক্ষমতা বিগলিত করে অগ্ন 
আমারা লাহকে বিগলিত করে থাকি।

তোমরা আমার সাধ্য মোক্ষ গ্রহণ ও মন্ত্রিন স্বীকার সাধন এবং অনিলায়ের অসাদি ও অসাদি।
আমরা প্রেমাসক্তির অনুগত, আয়তলোচনা নারীরা আমাদেরকে শিকার করে অথচ আমরা সিংহ শিকারের অভাব।

নিম্নকলাপের অফিসার স্ত্রী তরুণী কর্তৃক শোকসৃষ্টি ও তার মিশ্রিত আত্মায়ন্ত্র এবং অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আমরা রাজা-বাদশাহের কন্ঠ তো লাভ করি, এরপর আমাদের কর্তৃত্ব লাভ করে তিনি দেহের স্বল্প এবং ধ্রুতিময় চক্ষু ও পবিত্রের অতিক্রান্ত নয়।

সংহিতায় আমাদের জোড়া এরোড়ে চলে অত্যন্ত আমরা তাদের সামনে আমাদের ক্ষত-বিচ্ছিন্ন সম্পর্কে জীবন্ত থাকি।

ফুরাও যিইম ক্রিকেটের পাতা + রাগি নস্লের গোয়ালী মিশ্রিত।

আর যুথের লিডে আমাদেরকে বাধ্য ও অপরকে দেখে আর শান্তিপূর্ণ দিনে আমাদেরকে সুদর্শন রূপের অনুগত দাস দেখতে।

ইবন খালিফার বলেন, তিনি খুলিয়া এবং তালহা উদ্দীন আল-খুর্দার আয়ান করে গোলাম ছিলারা। আর আবু তামাম তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। একদিন তিনি তার সাক্ষাৎ প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে তাদের কাছে আপাত অর্জন করতে তখন তিনি তার জন্য তার জন্মের বিশেষ গৌরব সম্পর্কে জীবন্ত থাকি।

খালিফা মালুম যখন তাকে সিয়ারিয়া ও মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন, তখন তিনি সেখানে সম্পাদনা করেন। আর এসময় খালিফা শেষ মিসরের অধিষ্ঠানের কর-ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা প্রশংসায় করেন। এ করণে তিনি প্রতিপাদনে থাকা অত্যধিক তরিত লক্ষ্য দীর্ঘ তার কাছে বহন করে আনা হয়। তখন তিনি এক কৌল তাকে বস্ত্র করে দেন। এই তন্ত্র তিনি যখন মিশরে উপনীত হলে তখন প্রতি কর্মকাণ্ড তাকে তুচ্ছ করে তখন তার নগ্ন করে বলেন, আলাহ্স তার উদ্দেশ্য ফিরিয়ে আনে না।

সে কত নীচ এবং দুর্বল মনোবলের অধিকারি ছিল ফলে সে এই (সাধারণ) জনগণের সাম্রাজ্য নিয়ন গর্ব ও বড় করে ছিল। আর বলেছিল, "আমি তোমাদের প্রেট প্রতিগালক এবং বলেছিল "মিসর সাম্রাজ্য কি আমার নয়।" সে যদি বাগাদাদ ও অন্যগুলো শহর দেখতে তাহলে কি করত।

আর এ বছর যারা বিভিন্ন করেন তাদের অর্জন হলেন, আলী ইবন জাদ আল-জাহাজ কিন্তু তো আকার ও অন্যান্য এটের গৃহীত ও আর্মান মুহাম্মদ ইবন সাদ এবং সাইদ ইবন মুহাম্মদ আল-জাহাজ।

২৩১ হিজরীর কোনা

এ বছর আমাদের খানান আল-খাদিমের হাতে মুসলমানদের এ সকল অঙ্গ বিনিময় সম্পাদন হয় যারা শরমকরের হাতে বদন ছিলেন। আর তা সম্পাদন হয় এ বছর মুহাররম মাসে। এই বছরের সংখ্যা ছিল চার-হাজার তিনশ বাছুড়ি। এছাড়া এই বছর আহমদ ইবন নাসর ইবন খুর্দার নিহত হন। আলাহ্স তাকে রহম করেন এবং সমাধিকরণ করেন।
আমার তার কারণ ছিল নির্দেশনা! এই ব্যক্তি হলেন আহমদ ইব্রুন নাসর ইব্রুন মালিক ইব্রুন হায়েহাম আল-ইয়াহীয়া, তার পিতামহ মালিক ইব্রুন হায়েহাম ছিলেন অব্বাসীয় ব্রিগেডের অন্তর্গত প্রধান সংগঠক ও আহমাদ ইব্রুন নাসর ছিলেন নতুন্নাইনী ও সমানান্ত ব্যক্তি। তার পিতা নাসর ইব্রুন মালিকের কাছে আহমেল হাদিসগুলি যাত্রার করত। আর যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে বাগদাদে খেলিয়া মা'মুনের অনুপস্থিতিকালে হখন লম্পট ও দুইলোকদের উপর বৃদ্ধি পায় তখন দুইশ এক হজরতীতে জনসাধারণ তার অনুগত ও কর্তৃত্বের অনুভূকে বায়াত গ্রহণ করে। আর বাগদাদের 'নাসর বাজার' তারিখ নামে পরিচিত হয়।

আর (তার পুরুষ) এই আহমদ ইব্রুন নাসর ছিলেন জানি, ধামানি, সত্যমূলক, কল্যাণকরী তথ্য এবং সুন্নাহার এসকল ইমামদের অন্তর্গত যারা সংকোচের আদেশ এবং সংকোচের নিষেধের দায়িত্ব পালন তপস্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি এই মতবাদের প্রচারক ছিলেন যে, কুরআন হল আল্লাহর নাফিলকৃত কালাম যা 'মাখলক' নয়।

পদাতিতে খেলিয়া ওয়াহিফ ছিলেন 'খালকে কুরআন' মতবাদের কটিব সমর্থক ও প্রচারক। নিন-রায়ে এবং গোপন-প্রকাশে তিনি তা প্রচার করতেন। আর এ ব্যাপারে তার নির্দেশনা ছিল তার পূর্বে তার পিতা মু'তাব্বিস এবং পিত্র মা’মুনের অবস্থানের উপর। তার কাছে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক কোন দীর্ঘ প্রমাণ কিংবা স্বীকার ছিল না। তাই এ সময় আহমদ ইব্রুন নাসর তপস্ত হয়ে সকলে আল্লাহর দিকে এবং সংকোচের আদেশ এবং সংকোচের নিষেধের দিকে এবং এই মতবাদের দিকে আহমান করতে থাকেন যে কুরআন আল্লাহর নাফিলকৃত কালাম মাখলক নয়। এছাড়া তিনি লোকজনকে আরও অনেক আনুমানিক তালকেজার দিকে আহমান করতে থাকেন। তখন তার কেন্দ্র করে হাজার হাজার বাগদাদবাসী সমবেত হয়।

এ সময় আহমদ ইব্রুন নসরের দিকে আহমানের জন্য দুই ব্যক্তি তপস্ত হন, তারা দুর্গাম হলেন আবু হারান আদস সারাজে পূর্ব বাগদাদের লোকদের আহমান করত আর অপরূপ হল তালিব নামক ব্যক্তি যে পশ্চিম বাগদাদের লোকদের আহমান করত। ফলে তারা কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয় এবং বিপুল সংখ্যক লোকজন একত্র হয়। এরপর যখন এ বছরের শা'রান মাসে আসে তখন গোপনে আহমদ ইব্রুন নসরের অনুকুলে বায়াত সম্পন্ন হয়।

আর এ বায়াত ছিল সংকোচের আদেশ, সংকোচের নিষেধ এবং অনুকুলে এবং খেলিয়ার বিদায়ে ও খালকে কুরআনের মতবাদ ও এরাও এবং তিনি ও তার আমির-উমারা এবং সহচর-অনুচরতাতে নাফরমানী ও অন্যতম লিঙ্গ ছিল তার বিরুদ্ধে। এরপর তারা এ ব্যাপারে একমত হয় যে শা'রানের তার বিদায়ে রাতে ছিল খুতবারের সময় তার-কোন এক প্রহর তুলনা বাজানো হবে এবং তখন বায়াতকালীন নির্ধারিত একটি স্থান সমর্পিত হবে। এবং এ কম্পল কাজ সুষ্টিকর সমাপ্ত করার জন্য তালিব এবং আবু হারান তাদের অনুসারীদের প্রত্যেককে এক দীর্ঘ করে প্রসন্ন করেন। তারা যাদেরকে দীনার প্রদান করে তাদের মাঝে মদ্যপানে অভিবদ্য বন্ধ আশারাকের দুই ব্যক্তি ছিল। ধূমপাতিদের রাতে এই দুই ব্যক্তি তাদের বন্ধদের সাথে শায়ার পান করে। তারপর (নেশার ঘোষে) ধারণা করে যে সেই রাতেই হল তাদের প্রত্যক্ষ রাত কিছু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তার পূর্বের রাত-তখন তারা লোক সমবেত করার জন্য (পূর্বের সিদ্ধান্ত)
মাফিক) তবলা বাজাতে শুরু করে, কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দেয় না, আর তাদের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এদিকে নৈশ প্রাইভারা (রাতের) এই কোলাহল অনে গভর্নর মুহাম্মদ ইব্রাহিম ইবন মুসা আব্ব যিনি তার তাহি ইসলাম ইবন ইব্রাহিমের বাগানে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার স্ত্রীর গভর্নর ছিলেন-তা অবহিত করেন। এ ঘটনার ফলে লোকজন গোলামোগ ও নৈরাজ্য কর্মিত হয়ে পড়ে। এরপর গভর্নর এ দুই ব্যাপারে হাসির করতে উদ্বেগী হন। তাদেরকে উপস্থিত করে তিনি যখন শান্তি প্রদান করেন তখন তারা আহমদ ইবন নাসরে সাথে জড়িত থাকার কথা বীর্যকে করে। তখন গভর্নর তাকে তলব করেন এবং তার জনৈক খাদিমকে পাকড়াও করে এ ব্যাপারে তার বীর্যকে চান। তখন সে তার সততা বীর্যকে করে যা ঐ দুই ব্যাপার বীর্যকে করে। এরপর আহমদ ইবন নাসরের সাথে তার অনুসারীদের নেতৃস্থানীয় একটি দলকে সমবেত করা হয় এবং তাদের সকলকে খলিফার কাছে ‘সুররা মানসা’-তে অভিষেক করা হয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয় এ বছরের শা'বান মাসে। এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দল উপস্থিত করা হয় এবং কান্তজা আহমদ ইবন আবু দাউদ মুরাওয়ালী উপস্থিত হয়। এ সময় আহমদ ইবন নাসরকে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তার পক্ষ থেকে আহমদ ইবন নাসরের প্রতি কোন ভর্তা প্রকাশ পায়নি। এরপর আহমদ ইবন নাসরকে যখন খলিফা ওয়াহিকের সামনে দাঁড়া করানো হয় তখন তিনি তাকে লোকজনকে ভালোকের নির্দেশ এবং মন্দকামের নিষেধ ও অনায়ার বিষয়ে বায়াত করা সম্পর্কে কোনরূপ ভর্তা করেননি। বরং তিনি এসব বিষয় এড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করেন, কুরআনের ব্যাপারে তোমার বক্ত্বা কি? তখন আহমদ বলেন, তা হল আলীআলুর কালাম। ওয়াহিক বলেন, তা কি মাখাকৃত? আহমদ বলেন, তা আলাউর কালাম। আর আহমদ ইবন নাসর পূর্বেই অনুমান করেন যে তাকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি সুরঞ্জি ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং আইনীস্বাক্ত পোশাক পরিধান করে আসেন। এরপর ওয়াহিক তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার রক্ষা ব্যাপারে তোমার বক্ত্বা কি? তুমি কি কৃষিতের দিন তাকে দেখতে পাবে? তখন আহমদ বলেন, তার আমীরুল মুরাওয়ান! কুরআন ও সুন্নিতা তা এর অনুগুলো প্রমাণ রয়েছে। আশাবাদ তাআলা ইরশাদ করেছেন। ওয়াহিকের দৌহিনী আলিফ বিজ্ঞানের দৌহিনী সেদিন কোন কোন মুখ্যকল্য উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপাদকের দিকে তাকিয়ে থাকবে (সূরা কিয়ামা : 22-23)।

আর রাসুলুল্লাহ মহা বলেন, "ক্যাম রিয়াজ ক্যাম রিয়াজ এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই ক্যাম এই}

এই দুষ্কৃতি বলেন, খলিফা ওয়াহিকের এই মন্তব্য অসংগত এবং তা কোন কিছু সার্ব্বত্রিক করে না এবং তার দ্বারা এই সতীর্থ হার্দিস রহন করা যায় না। আর আলাহু সমর্ক অবহিত। এরপর আহমদ ইবন নাসর ওয়াহিককে বলেন, সুফিয়ান আমাকে হার্দিসের মারফতুর বর্ণনা করেছেন, "ইন ফল্লু,
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আদম সত্তারের অন্তর দয়াময়ের দুই আব্দারের আয়তানে। তুমি তারা যে মেমন ইচ্ছা উটালাল করে। আর নবী (সা) তার দু'আ অর্জন করেন। তখন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম তাকে বলেন, দূর্বত্ত তোমার! তুমি কথা, অন্তর্ভাবে বেরে দেখ। তখন তিনি বলেন, তুমিই তো আমাকে এর নির্দেশ দিয়েছ। তখন ইসহাক শক্তি হয়ে বলেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি। তখন তিনি বলেন, হয়ত তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ তার হিতোপদেশ প্রদান করতে। এরপর খোলা বাঁচাচ্ছি তার চারপাশের লোকদের সূচনা করে বলেন, এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের মতমত কি? তখন তারা তার সম্পর্কে অনেক কথা বলে। তখন আবুদুল্লাহ ইবন ইসহাক বলেন- তিনি ইতিপূর্বে বাগদাদের পশ্চিম অঞ্চলের কার্য ছিলেন, তারপর অপরাধিত হন এবং তিনি ইতিপূর্বে ইহুদ ইবন আবু সালত তাদের তাহাকান্ত ছিলেন- হে আমেরুল মুমিনীন, তাকে হত্যা করা বৈধ। আর আহমদ ইবন আবু দাউদের শায়েস্তা আবু আবদুল্লাহ আল-আরদালী বলেন, হে আমেরুল মুমিনীন। আমাকে তার রক্ষা করান। তখন ওজনাক বলেন, তুমি যা চাও তা অবশ্যই আসে। আর ইবন আবু দাউদ বলেন, যে তোমার কথাটা তোরাও অপরাধহীন। সন্ধ্যা রাতে আলো কিংবা রুদ্রভুবন। এরপর ওজনাক বলেন, তোমরা যখন আমাকে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখে তখন যেন আমার সাথে কেউ অগ্রসর না হয়। কেননা আমি আমার পদক্ষেপপত্র হাওয়ার আলোর কাছে প্রতাপ করি। এরপর তিনি 'সামসামা'- যা ছিল সুপ্রসিদ্ধ আবদুল্লাহ আমর ইবন মাদীকারিব আহমদুবায়দীর তৎকালীন এবং যা মূল। আল-হাদিকে তার খিলাফতকালে উপলব্ধ প্রথম দেখা হয়েছিল। আর এটি ছিল নিয়মান্ত পেরেকুক চওড়া ও ধরালো পাতের তর্কবাদ- হতে নিয়ে তার লক্ষ্য আহমদের দিকে অগ্রসর হয়। এরপর তিনি যখন তাকে তর্কবাদের নগালান পান তখন তা দ্বারা তার কাছে অগ্রসর হয়। আর ইতিপূর্বেই আহমদ ইবন নাসরকে দাড়ি দিয়ে বেঁধে হত্যার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের চামড়ার উপর দাড়ি করানো হয়- এরপর তিনি তা দ্বারা তার মাধ্যাও প্রায়তন করেন এবং সামাসাম দ্বারা তার পেটে আত্মা করেন তখন আবদুল্লাহ ইবন নাসর মৃত অবস্থায় উক্ত চামড়ার উপর তুফাতিত হয়। ইমাম ইবনুল ওয়া ইন্দাই ইলায়হি রাজিউন। আদাহ তার প্রতি রহম করন এবং কর্ম করন। এরপর সীমায় আদ-দামেশেকি তার তারারি কোষ্ঠশেষ করে তা দ্বারা অগ্রসর করে তার মতক বিচ্ছিন্ন করেন। এরপর তার দেহ বহন করে ঐ খোয়াড়ে নিয়ে আসা হয় যেখানে বালক ঘুরমীরি ছিল। পরে ঐ অবস্থায় তাকে শুলিবিক্ষ করা হয়। আর এসময় তার পায়ে ছিল জোড়া বেঁধে এবং পরে কোর্তি ও পাজামা। আর তার মাথা বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েকদিন শহীদের পূর্বদিক এবং কয়েকদিন পশ্চিম দিকে জামাস্তম্বক প্রদান করা হয়- এসময়ের রাত- দিন পর্যন্ত তা প্রহরহীন ছিল এবং তার কানে একটি চিরকুট ছিল যেতে এ কথা লেখা ছিল-এটা হল গোমারাহ কাফিফ ও মুসরিক আহমদ ইবন নাসর আল-বিদায়া যাকে আমেরুল মুমিনীন ইমাম আবদুল্লাহ হারুন আল-ওয়ারিদ বিলাহ নিজ হত্যা করেছেন। আর তিনি তা করেছেন সাদৃশ্য নাকচ এবং খালকে খুবানের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত করা, তার সামনে তাওয়া পেশ করা এবং তাকে সত্যে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদানের পর যখন এ বিষয়ে তার হত্যাকারী ও সম্প্রতিবিধায় কোন পরিবর্তন হয়নি।
সুতরাং সকল প্রশ্নে আল্লাহর যিনি তাকে কুফরীর কারণে ব্যতির তার জাহানারের যথার্থতায়ক
শাস্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আর তার কারণেই আমীরুল মুনিনীন তাকে হত্যা করা বৈধ
বিবেচনা করেছেন এবং তাকে অগ্নিপুলিত করান হয়েছে।

এরপর খলনা ওয়াছি নির্দেশ প্রদান করেন তার নেতৃত্বম্যান অন্যান্যানের ব্যাপারে অনুমতি
করতে। ফলে এদের মধ্য থেকে উল্লিখিতকেন পাক হয় এবং 'যালিম' চিহ্নিত করে
তাদেরকে জেলেখানায় বন্দি করা হয়। (শাস্তির কতারগত বৃদ্ধির জন্য) তাদের সাথে কারণ
দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। তাদেরকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং তাদেরকে
কর্মদীরের জন্য নির্বাচিত বিরোধ তাতাতি থেকেও বিক্ষিত করা হয়। আর এটাতো মহা অনায়া।

এই আহমদ ইব্রুন নাসর ছিলেন 'সৎকাজে নির্দেশ দান এবং সৎকাজে বাধা প্রদান'-এর
দায়িত্বপালনকারী শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের অন্যতম। তিনি হাদিস শ্রবণ করেন হামাদ ইব্রুন যায়দ,
সুফিয়া ইব্রুন উয়ায়না এবং হাশিম ইব্রুন বশীর থেকে। তার কাছে হাশিমের সকল রচনা ও
সকল বিবাদন ছিল। এছাড়া তিনি ইমাম মালিক ইব্রুন আনাস (র) থেকে উল্লিখিত এই সংহত
উত্তোক হাদিস শ্রবণ করেন। কিন্তু তিনি তার হাদিস খুব একটা রিভিউয়ারাত করেননি। আর তার
থেকে হাদিস রিভিউয়ারাত করেছেন আহমদ ইব্রুন ইব্রাহিমী আদুদাওরাকী, তার তাই ইসাকরব ইব্রুন
ইব্রাহীম এবং ইয়াহেইয়া ইব্রুন মুহীন। একবার তিনি (ইয়াহেইয়া) তার কথা সংযুক্ত করে তার
রহমতের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদত নিশ্চিত করেছেন, আর
সাধারণত তিনি হাদিসের বর্ণনা করতেন না। তিনি বলতেন, আমি এর যোগ নয়। ইয়াহেইয়া ইব্রুন
মুহীন তার ভুলের শ্রদ্ধাগ্রস্থ করেছেন। কোন একবার ইমাম আহমদ ইব্রুন হাসন তার কথা উল্লেখ
করে বলেন, আল্লাহ তাকে রহম করেন। আল্লাহর ওয়াতে তিনি নিজের প্রণ-বিবর্জনের ব্যাপারে
কেত উদার ছিলেন। তার জন্য তিনি নিজের প্রণের দিকে বিভক্ত দিয়েছেন। খেলার জাদুকর ইব্রুন মুহাম্মদ
বলেন, আমার চক্ষুদ্বন্ধ যদি দর্শন করে না থাকে তাহলে যেন সেগুলো দৃষ্টিভক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং
আমার কর্মরাজ্য যদি শ্রবণ না করে থাকে তাহলে যেন সেগুলো শ্রবণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। যখন
আহমদ ইব্রুন নাসরের গাঢ়কি উড়িয়ে দেয়া হয় তখন তার মাথা থেকে লা ইলাহা ইব্রাহাইম-এর
সম্পূর্ণ উপার্জন শুনা যাচ্ছিল। শূন্যস্থল অবস্থায় জনেজ ব্যাক্তি তার মাথা থেকে এই আযাতের
তিলাওয়াত জন্মে।

হেম আহসান্ন নাসর যিনি শ্রদ্ধা করেন যে, আমির ঈসমাইল এখনই- একথায় বলেন তাদেরকে
পরিষ্কার না করে, অসংযুক্ত দেওয়া হবে (সুরা আনকুর: ৪২-২)। এই ব্যাক্তি বলে, তখন আমি
প্রক্ষিপ্ত হুই। জনেজ ব্যাক্তি তাকে ব্যর্থ দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপনার রব আপনার সাথে কেমন
আচরণ করছেন। তখন তিনি বলেন, সংক্ষেপে একটি যুমের পর আমি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ
লাভ করেছি, তখন তিনি আমার প্রতি প্রসন্নতার হাসি সৃষ্টি করেছে। এছাড়া একবার খেলে রাসূল
(সা)-কে হযরৎ আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর সাথে দেখতে পায়, সে তাদেরকে তালিকায়
দিয়ে গমন করেন দেখে যেখানে আহমদ ইব্রুন নাসরের মতই বিভাজিত ছিল। তারা যখন তার
মতক অতিরিক্ত করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নেদিক থেকে তার সচেতন মুখোমুখি করিয়ে নেন।
এ সময় তাকে বলা হয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী ব্যাপার! আপনি আহমদ ইব্রুন নসর থেকে মুখ
ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তখন তিনি বলেন, আমি লজ্জাবশত তার থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছি। কেননা এমন এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, যে দায়ী করে যে সে আমার রজনীকুট।

এ বছরের অর্থাৎ দুইশ একক্রিয় হিজ্রীর শাহাদান মারে আটাশ তারিখ বৃষ্টপতিবার থেকে দুইশ সাইয়ির মুহাম্মদ ফিঘারের একদিন বা দু'দিন পর পর্যন্ত তার মাথা এভাবে শূলবিদ্ধ অবস্থায় ছিল। এরপর মাথা ও ধারা একত্রিত করা হয় এবং পূর্ব বাগানদের বস্তিক কবরস্থান আল মালিখিয়াতে দায়িত্ব করা হয়। আলাহু তাকে প্রভু রমণ করেন। আর এত হয় মালিখী মুতাওয়াকিল আলাদা এর নির্দেশে যদিও তার ভাই ওয়াকিলের পর বিলাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। এসময় 

কাবুল হিজ্দের এর প্রশ্নে আবদুল আলিয়া ইবন ইয়াহইয়া আল-কাতানী মুতাওয়াকিলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে আহমদ ইবন নাসরের মৃত্যুতে নামিয়ে দায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন যে তার কার্যকর করেন। আর মুতাওয়াকিল ছিলেন উক্ত মালিখাদের অন্যতম। কেননা তিনি তার হাত ওয়াকিল, পিতা মুতাসিম এবং পিতৃব্য মামুসুলের আচরণের বিপরীত আহলে সদৃশতের প্রতি সদাচার করেন। কেননা তারা তাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করতেন এবং বিদ্যাহীন ও অভিজ্ঞ মুত্রা শিলা ও অন্যদেরকে নেক্টার প্রদান করতেন। পাক্ষিকতার মালিখী মুতাওয়াকিল ইমাম আহমদ ইবন হালালকে অত্যধিক সমান করতেন, যার বিবরণ যথাহ্যতে আসছে। আর এখানে মালিখাকে নির্দেশ দানের অর্থ হল- 

কাবুল হিজ্দের -এর সেবায় আবদুল আলিয়া মালিখী মুতাওয়াকিলকে বলেন, যে আমির মুমিনীন। আমি মালিখী ওয়াকিলের বিষয়ের চেয়ে আদর্শ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি। সে আহমদ ইবন নাসরকে হত্যা করে অর্থাৎ দায়ন করা পর্যন্ত তার জিহ্বা কুরআন পাঠের ছিল। তখন মুতাওয়াকিল তার কথায় শুধুত হন এবং তার ভাই ওয়াকিল সম্পর্কে তিনি যা বলত তা মুক্তিহারত করে। এরপর যখন ওয়ারাম ইবন আবদুল মালিখ ইবন যায়াত তার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন অংশাত তাকে বলেন, আহমদ ইবন নাসরের হতার (বিখ্যাত) ব্যাপারে আমর অত্যন্ত একটি দ্বিতীয় রয়েছে। তখন সে বলেন, যে আমির মুমিনীন, মালিখী ওয়াকিল যদিও তাকে কাফির অবস্থায় হত না করে থাকেন তাহলে আলাহু মেন আমাকে আহলামীর আওয়ণে দাড়ি করে। এরপর হারাহমা তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলে মুতাওয়াকিল তাকেও এ ব্যাপারে তার খ্যাতির কথা বলেন- তখন সে বলেন, তিনি যদি তাকে কাফির অবস্থায় হত না করে থাকেন, তাহলে আলাহু মেন আমাকে টুকরা টুকরা করে খাটেন।

এরপর কাফির আহমদ ইবন আবু দাউদ তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলে তিনি তাকেও তার খ্যাতির কথা বলেন, তখন সে বলেন, মালিখী ওয়াকিল যদিও তাকে কাফির অবস্থায় হত না করে থাকেন তাহলে আলাহু মেন আমাকে প্রবিধাত্র করেন।

মুতাওয়াকিল বলেন, ইবন যায়াতকে আমি নিজেই আওয়ণে দাড়ি করেছি, আর হারাহমা সে পলায়নকালে খুঁজা গোরের আবাসস্থল অতিক্রম করে তখন সে গোরের জন্য ব্যক্তি তাকে চিনে উক্তরকায় ঘোষণা করে, হে খুঁজা সুপ্রদায় এই যে তোমাদের পিতৃব্যব্য আহমদ ইবন নাসরের ঘর্তক, তোমরা তাকে টুকরা টুকরা কর। তখন তারা তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলে।

আর ইবন আবু দাউদকে আলাহু মেন আলা তার চর্ম বন্ধ করেন অর্থাৎ মুহূর্তের চার বছর পূর্বে তাকে পক্ষায়ত্ত করেন এবং তার সহায়-সহায়তা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর বর্ণনা যথাহ্যতে আসছে।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খৃ)–৬৬
'কিতাবুল মাসাইলে' অবু দাউদ বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন ইবরাহিম আলিদাওরকীর সূত্রে আহমদ ইবন নাসর থেকে। তিনি বলেন, আমি সুফিয়ান ইবন উয়ানাকে প্রশ্ন করেছি, (এই হালিস সম্পর্কে)-

"বান্দাদের অত্ররত্মগুলি আলাহুর আঘাতসম্পূর্ণ দুই আঘাতের মাঝে, আর যে আঘাতে বাঙারসমূহে স্বার করে আলাহুর তাঁর কারণে হাসেন।" তখন তিনি বলেছেন, তা যেভাবে এসছে সেভাবে রিওয়ায়াত কর কিন্তু তাঁর স্বার ঘ实事 করতে যেতো না।

এছাড়া এ বছর খলিফা ওয়াহিক হজ করার মানসে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন কিন্তু যখন তাঁকে অবহিত করা হয় যে পথে পানির বন্ধ হবে তখন তিনি সে বছর হজের ইরাদা ত্যাগ করেন।

আর এ বছরই ইযরাবের প্রশাসক জাফর ইবন দীনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরপর চার হাজার অশ্ব খিমের (ছাদা) নিয়ে সূত্রকে যাত্রা করেন। এ বছর সাধারণ লোকদের একটি দল বয়েজুল মালের কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিনিয়ে নেয়। এরপর ধৌত ও বন্ধী হয়। এছাড়া এ বছর রাবীআ অধিবে জনকের খারিজী আঘাতভাঙ্গা করে। তখন মাওসিলের প্রশাসক তাঁর বিবর্তন লাড়াই করে তাঁকে পুরুষ করেন এবং তাঁর অন্তর্সারে পরাস্ত হয়। এ বছর ওয়াহিক আল-খাদিম পাচশ'র মত কুর্সিকে শূন্যলিপি অবশ্যক নিয়ে উপস্থিত হন যারা জনসাধারণের চলার পথে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল এবং পথচারীদের জন্য মাথার লুঠন করেছিল। তখন খলিফা তাঁকে বিশেষ প্রশ্নে পঁচাহুর হাজার দীনার প্রদান করেন এবং তাঁর মূল্যবান পরিষেবা দান করেন। এছাড়া এ বছর রোমাকদের সাথে সন্ধি ও বন্ধী বিনিময় সম্পন্ন করার পর খাওয়া আল-খাদিম রোমাকদের থেকে আগমন করেন।

এক্ষেত্রে তাঁর সাথে সীমায় প্রকাশের নেতৃত্বাধীনদের একটি দল আগমন করে। তখন খলিফা ওয়াহিক তাঁদেরকে 'খালকে কুরাসন বিষয়ে এবং আমিরাতে আলাহুকে দেখা যাবে না' এই বিষয়ে তাঁদের মত যাচাই করার নির্দেশ দেন। তখন চারজন ব্যাঙের সকলেই তাঁর মতের অনুকূলে সাড়া প্রদান করে। তখন তিনি এদের গার্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন যদি তাঁরা 'খালকে কুরাসন এবং আমিরাতে আলাহুকে না দেখতে' মত সাড়া দেয়া না দেয়। এছাড়াও ওয়াহিক এ সকল মুসলিম বন্দীদের ও মত যাচাইরের নির্দেশ দেন যাদেরকে ফারাঙ্গজের বন্ধীত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিনিময়ে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহিত হয়। তাদের মধ্যে যে 'খালকে কুরাসন' এবং আলাহুকে আমিরাতে দেখা যাবে না- এই মত সাড়া দেয় তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত প্রদান করা হয় অন্যথায় তাকে কাফেরদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। নিঃসরণে এটি কুতুহ্রার জন্যে এবং তাবাব বিদ্বেষ যাকে অনুকূল করত, সূন্নিকে সূরহ বিপ্লবিতক কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। বর্ত কিন্তু, সূন্নিকে এবং সূরহ বিদ্বেষ তাকে বিপরীত এটি যথাযথতা বিবৃত হয়েছে। আর সাহায্য হিসেবে আলাহুর হাত থেকে।

আর এই বন্ধী বিনিময় সম্পন্ন হয়, তারসুস শাহরের কাছে সালুকিয়া নামক স্থানে আলুলামিস (নামক) নদীর তীরে। রোমাকদের হাতে বন্ধী প্রতিটি মুসলিম (নর বা নারী) কিংবা যদি মুসলমানদের নিরাপত্তা চুক্তির অধিন ছিল এর বিনিময়ে রোমাকদের একজন বন্ধী যে মুসলমানদের হাতে রয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। এসময় তারা উক্ত নদীর উপর দুটি অস্থায়ী সাংকেট।

১. মিনসরীয় সংকলনে আহমদ ইবন দীনার রয়েছে।
নির্দেশ করে, রোমকপণ যখন কোন মুসলিম বন্ধী কিংবা বন্ধনীকে তাদের সাক্ষোতে পাঠাতে এবং সে মুসলমানদের কাছে পৌছে যেত তখন সে তাকবীর বলতে এবং মুসলমানরাও তাকবীরের বলতেন। এরপর মুসলমানগণ রোমকদের একজন বন্ধীকে তাদের সাক্ষোতে পাঠাতে। সে যখন তাদের কাছে পৌছে যেত তখন সে ও তাকবীরের ন্যায় কিছু কথা বলত। একজনের বিনিময়ে একজন করে এভাবে চারদিন পর্যন্ত বন্ধী বিনিময় চলতে থাকে। তারপর খাকানের কাছে বন্ধী রোমকদের একটি দল অবশিষ্ট থাকে। তিনি তাদেরকে বিনিময় ব্যতীত মুক্ত করে দেন যাতে তাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

ইবন জারীর বলেন, এ বছর রম্যখান্মান মাসে তাহির তাহি হাসান ইবন হুসাইন আবরিনতান মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া এ বছর খাদীব ইবন ওয়াজাহ আল-ফালস মৃত্যুবরণ করেন। আর বিশিষ্ট রাবী আবু আবদুল্লাহ ইবনুল আবাবী আশী বহর খানের এ বছরের শাবার্নাসের তারিখ বৃহদার ইনিতকাল করেন। এছাড়া এ বছর আলি ইবন মুসা রিয়ার ভূপী উদ্দী আবীহা বিনত মুলা, গায়ক মুহারিক, আসমায়ার রাবী আবু নাসর আহমদ ইবন খাতিম, আমর ইবন আবু আমর আশ-শায়াবনী এবং মুহাম্মদ ইবন সাদান আন-নাহিরী ইনিতকাল করেন। ইবন জাদায়া প্রগ্রেসিয়াদে বলেন, এ বছর আরও যাহা ইনিতকাল করেন তাদের অন্ততম হলেন, আহমদ ইবন নাসর আল-যুসাইদ যেমন পূর্বে বর্তমান হয়েছে, ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আরায়া, উমায়া ইবন বুসতাম, আবু তামাম আতাতাই (একমতে) তবে প্রসিদ্ধী মত হল যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, কামিল ইবন তালহা, মুহাম্মদ ইবন সালাম আল-জমাহী, তার ভাই আবদুর রহমান, দুহীহান মুহাম্মদ ইবন মিনহাল, হাজারের ভাই মুহাম্মদ ইবন মিনহাল, হারুন ইবন মালফ, ইমাম শাফিত্তর লজরি বরোয়াতী যিনি খালকে কুরআনের পক্ষে মত প্রকাশ থেকে বিতর্ক থাকার কারণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় জেলকানায় ইনিতকাল করেন এবং ইয়াহুইয়া ইবন বুকায় যিনি ইমাম মালিক (র) থেকে মুওয়াতা রিওয়ায়ত করেছেন।

২৩২ হিজরীর সুচনা

এ বছর বনু নুমায়র নামক গোত্র ইয়ামামা অঞ্চলে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশ্বাসঃলা সৃষ্টি করে। তখন খলিফা ওয়াহিক্কি হিজাজ ঢুকলে অবশ্যই রাত্রি বোড়া বাগানে এ প্রতিক্রিয়ার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। খলিফার নির্দেশ পেয়ে তিনি তাদের বিকৃতে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এ সময় তিনি একদলকে হতাশ করেন এবং আরো করে বন্ধী করেন। আর অসন্তোষদের পরাজিত করেন। এরপর তিনি দুই হাজার অ্যাক্সারেই মোহা নিয়ে বনু তামিমের তিন হাজার অ্যাক্সারেইর বিকৃতে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। তখন তাদের মাঝে একাধিক মুক্ত সংঘটিত হয় এবং অবশেষে বাগানা তাদের বিকৃতে জয়লাভ করেন। এর আয়ুর সংঘটিত হয় জমাদাল আবরিনতা মাকামারি সময়। পরিশেষে তিনি তাদের নেতৃত্বীয় বিশিষ্ট বাজিরের একটি দলকে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় বন্ধী করে বাগানাদে নিয়ে আসেন। বনু সুলায়ম, নুমায়র, মুরা, কিলাব, ফায়ারা, চা'লা, তান্দ, তামিম ও অন্যান্ত গোত্রের দুই হাজারের অতি সংখ্যক নেতৃত্বীয় ব্যক্তি বিভিন্ন যুদ্ধ বিচার নিতে হয়। এছাড়া এ বছর হজ থেকে ফেরার পথে হাজিতে ভীষণ পেরিয়ের জলের সংকটে নিপৃত্ত হন এবং নিদর্শন পিপাসা করে শিকার হন। এমনকি একবার পিপাসা নিবারণের
পরিমাণ পানি বহু দীর্ঘ বিনমিয়ে বিক্রি হয়। এসময় পিপাসার যথাযথ বহুলক মুথামূথে পালিত হয়। এ বছর খলীফা ওয়াহিদ সম্প্রচারী সমূহের কর মাওকুকের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এ বছরের খলীফা ওয়াহিদ ইবনু মুহাম্মদ আল- মু'তাসিম ইবনু হারুন আর শীলার আরু জাফর হারুন আল-ওয়াহিদ মুম্বার করেন। তার মৃত্যু সংঘটিত হয় এ বছর মিলাহজ মাসে ইব্রাহুল ইসলামিকা (عَلَّةُ الْإِسْتِسْلاَف) নামক গুরুত্ব প্রাপ্ত এক প্রকার ব্যাখ্যা। ফলে সে বছর তিনি ঈগার নামায় উপস্থিত হতে অক্ষম হয়ে তাঁর কাজ অহমদ ইবনু আরু দাউদ আল-এরাদারী আল মু'তাসিমকে তাঁর সহনামরীর নামায় ইমাম নিয়োগ করেন। তিনি এ বছর মিলাহজের পতিচ তারিখ মুম্বার করেন। তার বিবরণ হল- তাঁর এই ব্যাখ্যা তীব্রতর হলে ব্যাখ্যাত উপলক্ষের জন্য তাঁকে উপরে তুলনার অভ্যেষণ বিষয়ভাবে বসানো হয়। তখন তাঁর যেনা কিছুটা লাঘব হয়। পরিবার তিনি তুলনের সাধারণ অবস্থার চেয়ে অন্যটি অঙ্কিত করার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁকে সেখানে বসানো হয়, সেখানে থেকে উঠে (স্ট্রিচার জাতীয়) হাওনা বিশেষ রাখা হয় এবং তাঁতে তাঁকে বহন করা হয়। এসময় তাঁর আশা আছে, তাঁর আমির-উমরা, ওয়াহিদ এবং তাঁর কাজ উপস্থিত ছিল। এই নূতন বহন করা অবস্থায় তিনি মুম্বার করেন, কিন্তু তাঁরা অনুমতি করতে পারেননি এমনকি মৃত অবস্থায় তাঁর কপাল হাওনায় কাট হয়ে পড়ে তখন কাজ তাঁর চক্ষুর বদন করে দেন এবং তাঁর গোলাম, জানায় নামায়, এবং খলীফা হাদীর প্রাসাদে তাঁর দাস্যের দায়িত্ব আগ্রহ দেন। আল্লাহ তাঁদের উত্তরকে প্রাপ্ত প্রতিদান প্রদান করেন। খলীফা ওয়াহিদ ছিল, লালত ফরসাই, সুদর্শন, সুইতমেহি কিন্তু অবিন্দ অন্তর ও মস্ত ইহুদির অধিকার।

তার বাক্যচক্র ছিল লালতে চূড়ার বর্ধিততাঘট। তাতে ছিল একটি সাদা ফুটক। তিনি জলাভূমি করেন একশ ছিয়ান বর্ষ হয়ে মুম্বার করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল, পাচ বছর নয় মাস পাঁচ দিন, মাত্র তাঁর সাধারণ বারবার। আর অনাচারী বিশ্বাসলাইকী এবং বিদায়গ্রস্থীর কর্তৃক সরকার এমন সুলাহ হয় থাকে। খলীফা ওয়াহিদের ব্যাখ্যা যখন তীব্রতর হয় তখন হয়ে তিনি তাঁর কলার জ্যেষ্ঠতাদের সমীক্ষা করেন। আর আহমদ ইবনু নাসরকে হত্যা করার পর তাঁকে তাঁর অনুগ্রহ হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করার জন্য তাঁর এই ব্যাখ্যা তীব্রতর হয়। তিনি তাদেরকে সমন্বয় করে নির্দেশ প্রদান করেন তাঁর জন্ম-তিথি নির্দেশ, যে জ্যোতির্ব্যাপী মুম্বার তাঁর রাজত্বকাল আর তদ্বর্তী স্বাস্থ্য হয়। তখন এই উপলক্ষে একে সীমান্ত সাধারণ লজ্জা হয়ে থাকে। যাদের অন্যতম হল, হাসান ইবনু সাহল, ফাসল ইবনু ইসহাক আল-হাশিমি, ইসমাইল ইবনু নাখাবাখত, মুহাম্মদ ইবনু মুয়ায়া, আল-থাহাওয়াতিরা আল-মাজুঝী আল-কোতবারা এবং মুহাম্মদ ইবনু হায়হামের শিয়া সিদ্ধ এবং সুকলাদী অধিকাংশ জ্যোতির হয়। এরপর তাঁর তাঁর জন্ম-তিথি নির্দেশ করে এবং তাদের বিদ্যানুসারী সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সকল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে তিনি আরও সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর তাঁর নির্দেশ দিবস থেকে আরও পঞ্চ বছর তাঁর আরু ও খিলাফতকাল নিবন্ধন করে। অনুবুদ্ধীর্য বা আরু অসুস্থ লজ্জার। তিনি ও তাঁর তাঁর এই নির্দেশ ও নির্দেশনার পর মাস দশিড়ি জ্ঞাত থাকেন। ইমাম আরু জাফর আতাতাবারী তা উল্লেখ করেছেন এই আল্লাহ তাঁর রহম করেন।

ইবনু জাফর বলেন, হসায়ন ইবনু যাহাহাক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খলীফা মু'তাসিমের
মৃত্যুর কয়েকদিন পর কোলাপ্রদীপপুর কিছু বিশ্বাসে অভিযুক্ত হওয়ার পর প্রথম মজলিসে প্রত্যক্ষ করেন। আর সে মজলিসে সর্বপ্রথম যে গান গাওয়া হয় তা হল ইবনীমাদ ইবনুল মাদীর বান্দি শাহরিয়ার গাওয়া নিম্নে দেওয়া গান।

মা দরি হামলে তুই ইসলাম আর তোকে মাত্রায় নিয়ে পারেনি।

যেদিন বহনকারীরা তার খাটিয়া বহন করেছে সেদিন তারা তাকে জানতে পারে যে কি মৃত্যুর স্থানের জন্য না সাধারণের জন্য।

ফিতফিত ফিলাফিত ফিলাফিত + সুখ বিনোদন + সুখ 

সুতরাং তোমার শোক ক্ষুদ্রনকার্যের তোমার সম্পর্কে অনুভূত সদ্যায় বিলাপ চিত্রকর যা ইচ্ছা বলক।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি কাদেলেন এবং আমারা কাদলাম এমনকি কান্না আমাদের আসলে কিছু থেকে বিরত রাথতি এরপর উপস্থিতদের কেউ আবৃত্তি করতে লাগল।

ওঁ ওহু ওহু ওহু ওহু ওহু

“হামলারা” বিদায় জানিয়েছে, কেননা যালীফল পথনাওদ্যত, আর তোহ লোক, তুমি যে বিদায় যাত্রা হয়ে করতে পারবে?

তখন কোলাপ্রদীপপুর কান্না আরও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি বলেন, আজকের নয় অন্তর সামান্য সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে কখনও নিজে নি। তারপর সেই মজলিস ভেঙে যায়। মহাতীর বর্ণনা করেছেন যে, হামলার যখন বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন তখন কবি দিবল ইবনী আলী একবার কাজ করেন কবিতা পত্তিকে লিখেন এবং কোলাপ্রদীপপুর তার হাতে দিয়ে বলেন, আমিরল মুমিনীনকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, এই কবিতা পত্তিকে কয়েকটি দ্বারা দিবল আপনার প্রশংসা করেছে। এরপর কোলাপ্রদীপপুর যখন তা খুলেন তখন দেখেন তাতে রয়েছে।

أَنْحَمَّلَهُ لَهُ لَا صَبِيرٌ وَلَا جَلَدٌ وَلَا عُزَّاءٌ إِذَا أَهْلُ الْهَوَى رَقَدُوا

বিদায়প্রদীপলীলায় যখন মৃত্যুবরণ হয়ে তখন আলাহুর শোকার, কোন দীর্ঘ, মানসিক দৃঢ়তা কিংবা সাদ্ধানা নিপ্পোজন।

খ্যাতি মাত্র লম্ব যুদ্ধে হে এক্ষেত্রে লম্ব + অস্ত যাত্রী হে এক্ষেত্রে

এমন এক কোলাপ্রদীপে যুদ্ধে তারা যখন প্রাণীর শোক হয়নি এবং এমন একজন তার স্থলবিত্ত হয়েছে তার কারণে একে উত্থাত হয়নি।

فَمِلَّ هذَا وَمَرَّ الشَّوَى يَشْهُدُهُ + وقَامَ هذَا فَقَامَ الْوَيّلُ وَالنَّكَدُ

তিনি চলে গেলেন ফলে তার অনুগমী, কুলকাণ্ডের অবসান হল। আর ইনি আবির্ভূত হলেন, ফলে সর্বনাশ ও সকটের আবির্ভাবটি ঘটল।
বর্ণনাকারী বলেন, এই কবিতা পঞ্জিকাসমূহ পাঠ করার পর খলীফা ওয়াহিক সহায়তা সকল উপায়ে তাকে মজু করেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাকে আয়ত্ত করানি। খুশীর আরও বর্ণনা করেন, খলীফা ওয়াহিক যখন ঈদের দিন ইবন আবু দাউদকে তার স্থলে নামায়ের ইসমাইল নিয়োগ করেন তখন নামায়ে সমুদ্রে সে তো তার কাছে আসেন। এ সময় খলীফা তাকে প্রশ্ন করেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমাদের ঈদ কোন ছিল? তিনি বলেন, আমাদের ঈদ তাদের দিনে কোন সূর্য ছিল না। তখন তিনি (ওয়াহিক) হসে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি তোমার দারা সমর্পিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত। খুশীর বলেন, এই ইবন আবু নাউদ খলীফা ওয়াহিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে খালকে কুরআনের মতাবাদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কাঠামত প্রচার করেন এবং লোকজনকে খালকে কুরআনের অনুসূচি মত প্রকাশের দিকে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, বলা হয় খলীফা ওয়াহিক তার মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তওবা করে তার মত প্রত্যাহার করেন। আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আবুল ফাতেহ বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবন ইবারাইম ইবন হাসান সুতে, তিনি ইবারাইম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবারাইম থেকে, তিনি হামিদ ইবন আব্দুর থেকে, তিনি জনক ব্যাক্তি থেকে মাহদীর উত্তরিতে যে, খলীফা ওয়াহিক মৃত্যুর পূর্বে খালকে কুরআনের মতাবাদ থেকে তাওবা করেন। বর্তমান আছে, একদিন খলীফা ওয়াহিক সাথে তার গৃহিজনক সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাকে অনেক সমায় করেন। এরপর যখন তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন, ইনি হলেন প্রথম ব্যাক্তি যিনি আমার জিহাদকে আল্লাহর স্বর্ণে সিজ করেছেন এবং আমাকে আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী করেছেন। জনক কবি তার কাছে লিখে পাঠান।

জীবন নূআলি নিত্যে উল্লাস ও উল্লাসের উল্লাস উল্লাস + মদান রহমান ইসলাম সাহায্য নিশ্চিত।

সঙ্গীত শুনায় থেকে মনে আকাশাসমূহ নিশ্চিত হয়ের পড়েছে, আর আমি তাকে (মনে) প্রবাহ দিয়ে বলেছি সামাজিক পরিবারের সঙ্গে থেকে নিয়ত থাক। কেননা আমার মুন্মিতনের হাতে জীবিকা চক্রের নিয়ন্ত্রণ যা সদাসচল।

তখন খলীফা ওয়াহিক তার চিত্রকূটে স্বাক্ষর করে তাকে লিখে পাঠান- তোমার মন তোমাকে বিদ্যমান রেখেছে তাকে লাভিত করা থেকে ও তোমাকে আহ্বান করেছে তার সমাজ রক্ষা। সুতরাং তুমি যা প্রত্যাশা করেছো তা সহজে নিয়ে না ও এবং তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে বর্ণিশ দেন। তার রচিত অন্যতম কবিতা পঞ্জিকা হল-

হয় মুফাসার ত্রীরী ফি আঁটিতা + ফাস্তার ফলিস লিয়া সিলা উল্লাস।

হল যাতে বিধানসমূহ যা নিক্ষু দুর্দুর চল্লো। সুতরাং আমি দৈর্ঘ্যবাহী করব, কেননা তা (ভাগ্য বিধানসমূহ) কেনা অবশ্য হির নয়।

এছাড়াও ওয়াহিকের রচিত অন্যতম কবিতা পঞ্জিকা হল-

নিন্নুন ফলিস ফলিস লিয়া + মনো আলিহনে হুভান নর্তৃ

সৈক্যেরি ফু দুর্দু ফু কিত + এই কাদু মানত নইল কিউ কিউ।
কদর্শকার্য থেকে দূরে থাক, তার ইচ্ছা করো না, আর যাকে কোন অনুগ্রহ কর তাকে তা বাঁধিয়ে দাও।

শঁক্রের সকল চক্রন্ত থেকে তুমি রক্ষা পাবে যদি শঁক্র চক্রন্ত করে (তোমার বিচ্ছেদ) কিন্তু তুমি তার বিচ্ছেদে কোন চক্রন্ত না কর।

কায়ি ইয়াহুদিয়া ইবন আকহাম বলেন, আবু তালিব পরিবারের প্রতি খলিফা ওয়ালিফ যে সদাচার করছেন বনু আকবারের অন্য কোন খলিফা তা করেননি। ওয়ালিফ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাদের মাঝে একজন দরিদ্র ছিল না। মুম্বাত অবস্থায় তিনি বারবার নিঃসৃত পদ্ধতিদ্বায় আবৃত্তি করতে থাকেন,

 Alamot niahe jumil al khalif moshtarak + losowtha minum baho wola malok

মৃত্যুতে সকল সৃষ্টি অঙ্গীয়, কোন সংগগণ বাক্য যেমন জীবিত থাকবে না, তৈমি কোন রাজা-বাদশাহ নয়। ব্রাহ্মণস্তর তাদের দারিদ্র্যে কোন ক্ষতির শিকার হয়নি, আর রাজা-বাদশাহা যার মালিক হয়েছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলে তার ফরাশ উঠিয়ে নেয়া হয়, তারপর তার গোদামকে মাটিতে লাগানো হয়। আর এসময় তিনি বলতে থাকেন হে ঐ সত্য, যার রাজত্ব কখনও শেষ হবে না। ঐ ব্যাক্তিকে রহম করুন যার রাজত্ব লোপ পেয়েছে। জনক বর্ণনাকারী বলেন, খলিফা ওয়ালিফ যখন মৃত্যুক্ষেণ উপস্থিত হন তখন আরমা তার চরমপাশ, এমন সময় তিনি অচেতন হয়ে পড়েন, তখন আরমা বলবালি করি, লক্ষ্য করে দেখ, তিনিনি শেষ নিপ্পন্থ তাক করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আমি তার হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য তার দিকে আসতে হই।

তখন তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান, ফলে আমি তার থেকে ভয় পিছু হই যাই, এসময় কোন কিছু আমার তদন্তের হাতে অটুকে যাওয়ায় আমি (অবাধ্যতাধ্যুম হয়ে) মারা যাওয়ার উপক্রম হই। এর কিছুক্ষেণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি যে গৌরী ছিলেন তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তিনি একত্র হয়ে যান। এসময় লোকজন তার তাই জাফর আল-মুতাওয়াকিলের বায়ানাতে ব্যতি হওয়ার কারণে তার দাফন-কাফনের বিষয়টি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আর আমি দরজায় পাখায় থাকি, এমন সময় আমি সেই ঘরের ভিতর থেকে নড়াচড়ার শব্দে শুনে ভিতরে প্রবেশ করি, তখন আমি দেখে পাই তিনি যে গোচর দিয়ে আমার দিকে আঁকিয়ে ছিলেন সেই গোচর এবং চরাপাশের গোদামের একটি ইন্দুর থেকে ফেলেছে।

এ বছর অর্থাৎ দুই বছর বরিশ হিজরীর খিলাহাজ মাসের চত্বর তারিখ বুধবার তার আবাসস্থান
‘সুনাম মানারাশি’ শহরের আল-কাবসকুল হাদজিতে তিনি ইনিজিয়াল করেন। এসময় তার বয়স ছিল দরিদ্র হয়ে মৃত্যুতে বরিশ বছর। তার খিলাফতকাল ছিল পাঁচ বছর নয়মাস পাঁচদিন মৃত্যুর পরে পাঁচ বছর দুই মাসে একই রকম। আর তার জানায় নামাজ পড়েন তার তাই জাফর আল-মুতাওয়াকিল আলোকাত্ত। আর আলানগুলো অধিক জানেন।

মুতাওয়াকিল আলানগুলো জাফর ইবনুল মুতাসিমের খিলাফত তার মৃত্যুর পর খিলাহাজ মাসের চত্বর তারিখ বুধবার মধ্যাহ্নকালে তার খিলাফতের অনুকূলে বায়মাত গৃহীত।
হয়। তুর্কীরা অবশ্য মুহাম্মদ ইবনুল ওয়াছিককে খলিফা বানানের ব্যাপারে বদনপরিকর ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাকে অল্পবয়স্ক মনে হওয়া তারা তার পরিবর্তে এই 'জা'ফরকে আহ্মন করে। এসময় জা'ফরের বয়স ছিল ছয়বিষ বছর। কার্য আহমদ ইবন আবু দাউদ হলেন ঐ ব্যক্তি যে তাকে খলিফার পোশাক পরিয়ে দেন। এছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম তাকে 'খলিফা' স্বর্ণধন করে সালাম করেন। এরপর বিশিষ্ট এবং সাহারাগ সকলে তার হাতে বায়াহ করে। আর সফরিয়ার সকল পর্যট তার নাম আল-মুনতাসির বন্ধু থাকার ব্যাপারে সকলে একমত ছিল। এরপর ইবন আবু দাউদ বলেন, তার জন্য আল-মুতাওয়াক্কিল আলামার উপাধি হওয়া আমি তার মনে করি। তখন সকলে তাতে সমত হয়। এরপর খলিফা দৌর-দৌরাতে ফরমান লিখে পাঠান এবং শাকিবীর সৈনিকদের আট মাসের, আফ্রিকার সন্নাটের চার মাসের এবং অন্যদের তিন মাসের ভাষা পরিমাণ বখশিশ প্রদানের নির্দেশ দেন। আর প্রজাসাধারণ তাকে পেয়ে উৎসুক হয়। খলিফা মুতাওয়াক্কিল তার ভাই হামন আল-ওয়াছিকের জীবনশায় সপ্ত দেখেন যেন আসমান থেকে কোন কিছু তার উপর নামিল হয়েছে যাতে লেখা রয়েছে জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল আলামার। এরপর তিনি যখন তার ব্যাখ্যা জানতে চান তখন তাকে বলে হয়, এটা হল 'বিলাফত'। এদিকে তার ভাই খলিফা ওয়াছিকের কাছে যখন এ সংবাদ পেয়ে তখন তিনি তাকে কিছুকাল বলত করে রাখেন এবং এরপর মুক্ত করে দেন।

আর এ বছর হজ পরিচলিত করেন হাজিদের আমার মুহাম্মদ ইবন দাউদ। এছাড়া হাকাম ইবন মূসা এবং আমর ইবন মুহাম্মদ আনাফকিদ এ বছর মৃত্যুবরণ করেন।

২৩৩ হিজরীর সূচনা

এ বছর সফর মাসের সাত তারিখ বুধবার খলিফা মুতাওয়াক্কিল ওয়াছিকের ওই মুহাম্মদ ইবন আবুদুল মালিক ইবন যায়তেকে গ্রেফটারের নির্দেশ দেন। তিনি তাকে কয়েকটি কারণে অপসারণ করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল ইতিপূর্বে মুতাওয়াক্কিলের ভাই ওয়াছিকের কোন এক সময় তার প্রতি ক্ষুদ্র হন- আর এই ইবনুন্য যাতাত তার প্রতি তার (ওয়াছিকের) গ্রোধ বৃদ্ধি করে। ফলে বিষয়টি মুতাওয়াক্কিলের মনে থেকে যায়। আর মুতাওয়াক্কিলের প্রতি ওয়াছিকের যিনি সতীষ্ট করেন তিনি হলেন, আহমদ ইবন আবু দাউদ। ফলে তিনি মুতাওয়াক্কিলের বিলাফতকালে তার কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। আরেকটি কারণ হল এই ব্যক্তি খলিফা ওয়াছিকের পর তার পুত্র মুহাম্মদ ইবন ওয়াছিককে খলিফা বানানের পরামর্শ দেয় এবং এই মতের সমর্থনে লোকজন সমবেত করে। আর সে সময় জা'ফর মুতাওয়াক্কিল দারুল বিলাফতের একপাশে ছিলেন কিন্তু সে তার প্রতি কোন অক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইবনুন্য যায়তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জা'ফর মুতাওয়াক্কিল আলামার-ই খলিফা নির্বাচিত হন। এজন্য তিনি তাকে দ্রুত গ্রেফটারের নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় তিনি তাকে তলব করে পাঠান। তখন সে এই ধারণায় বাচেন আরেক করে যে খলিফা তাকে সাকাতের উদ্দেশ্যে ডাকে পাঠায়। কিন্তু দৃঢ় তাকে নিয়ে উপস্থিত হয় সিরাইহ প্রধান ঈস্টারের বসভবনে। এ সময় তাকে চতুরিক থেকে থেকে করে। বেড়ি পরিয়ে গ্রেফটার করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তার বাসগৃহে লোক পাঠিয়ে সেখানকার তাতি ধন-সম্পদ, মস্ত-মুক্তা, গৃহসম্পত্তি ও দানীখানা বাঙ্কিয়ে রাখা হয়। আর এসময় অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে তার খাস মজলিসে শরব
পানের উপরেরদিকে পাওয়া যায়। এছাড়া খলিফা মুতাওয়াক্কিল তৎক্ষণাং সামিরাতে বিদ্যমান তার সমিতির অর্থ-সম্পদ, স্বাভাবিক সম্পত্তি এবং যাবতীয় সবই বাজেয়াপ্ত করার জন্য লোক প্রবণ করেন।

এরপর খলিফা মুতাওয়াক্কিল যখন ইবনুল্লাহ যায়তকে শাস্তি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন তখন নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাকে কথা বলা থেকে বিরত রাখে এবং রাত-জাগরণে বাধা করে। রাতে যখনই সে তন্দ্রায়ন্ত্র হয় তখনই তাকে লৌহ দও থেকে যোত্রা মেরে জাপিয়ে দেয়া হয়। এরপর এসব কিছুর পর তাকে একটি কাঠের চুলার মধ্যে রাখা হয়, যার তলদেশ ছিল খারা করা পেরকসমুহ। তাকে এই পেরকসমুহের উপর দাড়ি করিয়ে রাখা হয় এবং তার প্রহরী এসব বয়ক্তে নিয়োগ করা হয় যে তাকে বনা ও শোয়া থেকে বিরত রাখবে। কয়েকদিন এ অবস্থায় অতিবাহিত করার পর সে এই তন্দ্রিরের অভায়কের মৃত্যুবরণ করে। অবশ্য একথাও বর্তমান আছে যে মুম্বুর অবস্থায় তাকে সেখান থেকে বের করা হয়। তারপর তার প্লেট ও পিঠে আঘাত করা হয় এবং এই আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। আবার এও বলা হয় যে তাকে জীবন দোষ করা হয় এরপর তার দেহাবশেষ তার পুত্রদের কাছে হাতাত্তক করা হয় তখন তারা তাকে দাফন করে। এরপর বুক্কুরের দল তার কর খুঁড়ে তার দেহাবশেষ খেয়ে ফেলে। তার মৃত্যু সংখ্যিত হয় এ বছর বহুল আওয়াল মাসের এঘর তারিখ। তার সংখ্যা ধন-ভাগারের অধ্যাত্মিক ছিল প্রায় নকষই হাজার দীনার। আর ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে মুতাওয়াক্কিল তাকে আহমদ ইবুন নাসর আল খুমাইর হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তবে সে বলে, হে আমি মুহাম্মদ খলিফা ওয়াহিদির যদি তাকে কাফরের অবস্থায় না কর তখন তালে আল্লাহ যেন আমাকে অগ্রিদ্ধ করে। মুতাওয়াক্কিল (এরপর) বলেন, তাই আমি তাকে অগ্রিদ্ধ করলাম। ইবনুল্লাহ যায়তের মৃত্যুর পর এ বছর জমাদাল উলা মাসে কাফরী আহমদ ইবুন আবু দাউদ পদ্ধতিতে হন। চার বছর পক্ষায়ত্ত থাকার পর সে অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যেমন তিনি নিজের জন্য বন দু'আ করেন যখন মুতাওয়াক্কিল তাকে আহমদ ইবুন নাসরের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ইতিপূর্বে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। এরপর খলিফা মুতাওয়াক্কিল একদল হিসাবরক্ষক ও রাজকর্মচারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাদের থেকে বিশাল অনান্ত অর্থের আদায় করেন। এছাড়া এ বছর খলিফা মুতাওয়াক্কিল তার পুত্র মুহাম্মদ আল-মুনতসারকে হিজায়াও এবং ইয়ামেনের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তিনি তাকে এর অধিকাংশের শাসন কর্তৃত্ব অর্গাণ করেন এবছর রমণী মাসে।

এ বছর তৎকালীন রোম সম্রাট মীরাহাইল ইবুন হুসায়েন তার মাতা তারুরা'কে শামস শহরের বাণিজ্যমূলকভাবে যাজক-নিবাসের অবতীর্ণ করে রাখেন এবং তার সাথে অনুরূপ সম্পর্কের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরের হত্যা করেন। আর তার রাজকীয় স্বর্ণবিদ্রোহ ছিল হয়ে বছর এ বছর হেজ প্রতিচ্ছাড়া করেন মক্কার আমির মুহাম্মদ ইবুন দাউদ।

এ বছর বাঙ্গা ইতিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ইবরাহিম ইবুন হাজাজ আশুত্তামিয়া, হায়ান ইবুন মূরা আল-আরামি, সুলায়মান ইবুন আবুদুর রহমান, আদ-দামেশকী, সাহল ইবুন উসমান আল-আসাকীর, কাফরী মুহাম্মদ ইবুন সামাইয়া, মগাবী প্রথম মুহাম্মদ ইবুন আবু আদ-দামেশকী ইয়াহীয়া ইল-মুকারিয়া এবং হাদিস নির্ভুক্ষ শাস্ত্রীর অন্যতম ইমাম ও এই শাস্ত্রীর তৎকালীন পূর্বলোক ইয়াহীয়া ইবুন মুঈন।

阿ল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ)---৬৭
২৩৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর মুহাম্মদ ইবনে বাইস্তিহ ইবনে হালাবাস তার সদর আযারবার্যাঞ্জনে খেলিরাফার আনুগত্য প্রত্যাহার করে বিদ্রোহ করে এবং এমন অবস্থা প্রকাশ করে যেন খেলিরাফা মুতাওয়াকিল মূত্রপরাণ করেছেন। তখন ঐ সকল জনগণের একদল লোক তার চারপাশে সমবেত হয় আর তাদেরকে নিয়ে সে মারাত্মক শহরে আগ্রহ গ্রহণ করে এবং সে সুরক্ষিত করে তোলে। এরপর সকল দিক থেকে প্রেরিত লোকজন তার কাছে আসতে থাকে। এসময় খেলিরা মুতাওয়াকিল তার বিরুদ্ধে একের পর এক সেনাদল গ্রেন করতে থাকেন। এরা এসে ইবনে বাইস্তিহের শহরের চতুর্দিকে মিনজানীক বা প্রত্য কামান স্থাপন করে এবং তাদের ব্যাপকভাবে অর্ধেক করে।

এরপর যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ইবনে বাইস্তিহ তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ লড়াইয়ে লিখ হয় এবং সে ও তার সহযোদ্ধারা চরম ধর্মের পরিচয় দেয়। ইত্যাদির বাপ্তাগা আশ্রাবাবী তাকে অর্ধেক করার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অন্যতম প্রচুর পর তিনি তাকে বন্দী করেন এবং তার ধন-সম্পদ ও স্ত্রীরকে করায়ত করেন। এসময় তিনি তার নেতৃত্বাধীন অনুসারীদের হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদের বন্দী করেন। এভাবে ইবনে বাইস্তিহের বিদ্রোহ মূল্যায়ন হয়।

এছাড়া এ বছর জুমাদাল উলামাসে খেলিরাফা মুতাওয়াকিল মাদাইনের উদ্বেগে বের হন।

২৩৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর জুমাদাল উলামাসে ইতাখার কার্যকরে মুহাম্মদ তুম্লাস্ত্র পাতিত হন। ঘটনার বিবরণ হল, ইতাখ হজ্জ সমাপন করে ফিরে আসার পর তার নিকট খেলিরাফার কিছু হালিয়া এসে পৌঁছে। তবে সময়ে মুতাওয়াকিল যে আসার অবস্থান করছিলেন, তিনি তাতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে খেলিরাফার নির্দেশ বাগদাদের নায়িয়ে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম তাকে এই বলে ডেকে পাঠান যে, জনগণ ও বনু হামিম আগারার সাক্ষাৎ প্রত্যাহার করছে। ফলে, ইতাখ আড়ালে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু ইসহাক ইব্রাহীম তাকে, তার দুই হেলে মুজাফ্ফর ও মানসুরকে এবং তার দুই লেখক সুলায়মান ইবনে হামর ও বুদ্দামা ইবনে মিয়াদ আল-নাসরানীকে প্রেরণার করে ফেলেন।

ইতাখ নির্যাতনের মুখে আধ্যাত্মপর্যাপ্ত করেন। তিনি মূত্রপরাণ করেন পিপাসায়। তা এভাবে যে, তিনি প্রথম কৃষ্ণাণ পর প্রচুর আহার করেন। তারপর পানি চাইলে পানি দেওয়া হয়নি। ফলে পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি এ বছরের জুমাদাল উলামাসে ২৫ তারিখ বুধবার মূত্র মুখেপাত হন।

তার দুই হেলে মুতাওয়াকিল-এর খিলাফত আমলে পর্যন্ত কার্যকরে আটক থাকে। পরবর্তীতে মুতাওয়াকিল-এর হেলে মুতাক্তির খেলিরাফা হওয়ায় পর তাদেরকে মৃত্যু দেয়।

এ বছরের শাওয়াল মাসে মুসলমান খেলিরাফার দরবারে আগমন করেন। তখন তার সঙ্গে ছিল মুহাম্মদ ইবনুল বাইস্তিহ, তার দুই তাদী সাকর ও খালিদ, নায়িয়ে আলা এবং শীর্ষস্থানীয় প্রায় একশত আশিকের সহচর। তারা উঠে চড়ে প্রবেশ করে, যাতে মানসুর তাদেরকে দেখতে পায়। ইবনুল বাইস্তিহ যখন মুতাওয়াকিল-এর সমুদ্রে দোয়ায় মাসে, তখন মুতাওয়াকিল তার গদান উড়িয়ে দেওয়ায় আদেশ করেন। সমতে তরবারি ও চামডার বিধান উপস্থিত করা হয়। জরায়ুসারা এসে তার চতুরপার্দে ডাঁড়িয়ে যায়। মুতাওয়াকিল তাকে বলেন ২ ধরনের ঠোঁটায় জন্য, তুমি যা করেছ কিন্তু তোমাকে তার প্রতি উদ্দু করল ২ ইবনুল বুআইছ বলল ২ দুর্ভাগ্য, হে আমিরুল মুমিনীন!
আপনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে অশুচি রশি। আর আপনার ব্যাপারে আমার দুটি ধারণা
রয়েছে। তন্মধ্যে যে ধারণাটি অধিক প্রচলিত, আপনার জন্য সেটি-ই উত্তম। তা হল, কমা। তারপর
তিনি স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করতে শুরু করেন।

অবি নাস্তার তোমাদের দিন খাওয়ান + ইমাম হেডের সাথে মাছামাছি অগ্রিজু 
হল আবৃত্তি খুঁজে। এবং যিনি নাম নাম বিপ্রীতি পেয়েছেন।
ফাইনক খুঁজের প্রথম অবদান দিলেন।

“মানুষের দৃষ্টি দৃষ্টি যে, আপনি আমাকে তুমি যা করে ছাড়া দেন। আপনি ঠা বিভাজনের
ইমাম। মানুষের কমা করার পার্থী কাজ। আমি পাপের ভয়ে না। আর আপনার কমা তো
নবুওয়াতের নূরের দ্বারা সূর্য। আপনি উদ্দীপনার ধরনের মুক্তি উদ্দেশ্য। আপনি বলে,
ত যে শুনে কর। তাই কোন সময়ে। নেই।”

অনে মুহাম্মাদীকে আলেন। লোকটি তো সাহিত্য জান। তারপর তিনি তাকে কমা করে
দেন।

এক বর্ণনায় আছে, মুহাম্মাদীকে এর ছেলে মুহাম্মাদী তার কমার সুপারিশ করেছিলেন।
ফলে, মুহাম্মাদীকে তাকে কমা করে দেন।

অনেক এক বর্ণনায় আছে, মুহাম্মাদীকে তাকে শুখলাব্দ্র করে করার কারণে তাঁকে আটকে করে
ধরেন। কিন্তু, পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। পলায়নের সময় তিনি বলেছিলেন-

কেম কেম খুঁজে যে তুমি তাঁকে কর।

কম, কেম যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে যে তুমি তাঁকে 

“আপনি অন্যের ফেলে রাখা বহু হস্ত আমার দিবসে। তথাচ, দাস্তায় আপনাকে ব্যবস্থান
করে থাকেন। যা আমাকে কোন উপকার করবে না, সে বিষয়ে আমাকে তিন্তু করবে না।
আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। ভাগ্য যা আছে তা দিতে হয়। অবশেষে যে উদ্দেশ্য
অবস্থাতেই আমি সম্পন্ন বিশ্বাস কর। দানশীল তো সেই শুনে যে অভাবের সময়ে দান করে।”

এ বছরই মুহাম্মাদীকে যে নির্দেশ দেন, যেন তারা পোস্তাক, পাগড়ি ও কাপড়-
চাপড়ে মুসলিমদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন কর। আক্রমণীয় রং-এর জুরা পরিহার না করে,
পাগড়ির উপর পোস্তাকের ভিন্ন রংরের একও কাপড় ব্যবহার করে, আজকালকার কৃষিকার
তাঁর নিয়মে কোন ভাগ্য ব্যবহার করে, পলায়ন কাঠের পৃষ্ঠতে ব্যবহার করে, ধোঢায় আরোহণ না
করে এবং বাহন যেন হয় কাঠের তরী ইত্যাদির অপমানজনক নির্দেশ জারি করেন। আরো
নির্দেশ জারি করেন যে তারা সেই কাপড় ব্যবহার না করে, যাতে মুসলিমদের ব্যাপার লিপিবদ্ধ
রয়েছে। তিনি তাদের নতুন নতুন গির্জাগুলোকে ধর্ম করে ফেলেন, তাদের শুদ্ধ বাস-
গৃহগুলোকে কর্মকাণ্ড করে ফেলেন, তাদের থেকে উশর আদায় করার তাদের বাড়ি বড়ো
ভবনগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করার এবং তাদের কবরগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সকল রাজা ও শাহরে এই মর্মে নির্দেশনামা পৌঁছিয়ে দেন।

এ বছরই মাহমুদ ইবনুল ফারজ আন-নিশাপুরী নামক ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে। এই লোকটি তাদের একজন, যারা বাবিক-এর কাঠের নিকট যাওয়া-আসা করত। বাবিক তখন শুলে চড়ানো। মাহমুদ ইবনুল কাজত তার নিকট গিয়ে বসে থাকত। স্থানটি দারুল বিলায়তের সন্ত্রক্ষিত সুরা মান রাখা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

যা হোক, মাহমুদ ইবনুল কাজত নান্দি করে যে, সে বনী এবং সেই মুলকারনায়ন। বল্লভসংখ্যার মানুষ তার এই মতবাদের অনুসরণ হয়ে উঠে এবং তার এই অজ্ঞতার প্রতি সমর্থন ব্যাক করে।

তারা হল উদিনেশ্বর। সে তার অনুসারীদের জন্য কিছু বক্তব্য গড়ে নিয়ে গ্রহণের করে নেয়। মহান আল্লাহ। তাকে ধার্ম করে। সে বিব্যাহের করে, জিবরিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এগোলা নিয়ে এসেছেন। তাকে ধরে খেলা মুতাবার্কিল-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তার নিদর্শনে তাঁর-ই সমুদ্রের তো বেতামাতে রাখা হয়। অগত্যা সে তার বিকির্ণ আলোকিত অভিযোগ থেকে করে নেয় এবং তাওয়া করার এবং মতবাদের প্রত্যেক করার কথা খোঁজা দেয়। খেলা তার উনাতিশ অনুসারীর সর ক'জনকে তাকে চড়ে থাকে মারাত্মক নির্দেশ দেন। তারা তাকে দশটি করে চড়ে থাকে মারায়। তার ও তার অনুসারীদের উপর আমান-মুর্শীনের প্রভুর অভিযোগ। তারপর এ বছরের মুল-হাজা মাসের তিন তারিখ বৃহদার সে মারা যায়।

এ বছরের মুলহাজা মাসের ২৭ তারিখ শনিবার খেলা মুতাবার্কিল আল-লাহ তার মুর্শিদ পর তার ছেলের জন্য খিলাফত খোঁজার করেন। তারা হল মুহাম্মদ আল-মুনতাসির, আবু আব্বুল্লাহ আল-মু’তায়, যার নাম কারা মুহাম্মদ, কারা মুহাম্মদ, যার উপাচি হল মুতাবার্কিল বিলায়ত। তবে এই ছেলে খিলাফতের মসনদে আসান হতে পারেনি। তিনি তাদের প্রতোকের জন্য আলাদা আলাদা তৃতীয় নির্দেশ করে দেন যে, তার নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করবে এবং সেখানে সত্য মুদ্রা চালু করবে। খেলা মুতাবার্কিল ছেলেদের কাছে কোন রাজা দান করেছেন, ইবন জারির তার নাম-ধামও উল্লেখ করেছেন। মুতাবার্কিল তাদের প্রতোকের জন্য দুটি করে পতাকা স্থান করে দেন। একটির লেগ কালো। এটি মসনদের জন্য। অপরটি আলাদার জন্য। তিনি জনতার উদেশ্যে তাদের প্রতি সমূহ বিষয়ক পত্র লিখে দেন এবং অধিকাংশ আমার এ ব্যাপারে তাঁর হাতে বায়ুটা করে। দিনটি ছিল গুরুতর।

এ বছরের মুলহাজা মাসে দোলার পাল্লির রং পরিবর্তন হয়ে হিন্দুর রং ধারণ করে। এ অবস্থায় তিনিনি থাকার পর পাল্লি গাড়ের রং ধারণ করে। তাতে মানুষ ভয় পেয়ে যায়।

ইবন জারির বলেন ৪। এ বছর মুলহাজা মাসের ২৩ তারিখ মঙ্গলবার বাগদাদের নামক ইসহাক ইবন ইবরাহীম মুহাম্মদ মুসলিমুর পতিত হন। মুতুরার আগে তিনি আপন ছেলে মুহাম্মদকে নিজের স্বল্পভিত্তিক করেন এবং তাকে পাঁচটি খাস‘আত (রাজ পোশাক) দান করেন ও তার প্রাচীন তবুবার চুলিয়ে দেন।

আমার মতে ৫। ইসহাক ইবন ইবরাহীম খেলা মামুনের আমলে ইরাকের নামক ছিলেন এবং আপন নতুন মুর্শিদের অনুসরণ খালেকে কুরআনের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন। এই চরিত্রের লোকদের সম্পর্কেই আলাহ তা আলা বলেন ৫।
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথঢেকে করেছিল (সূরা আহ্মদ ৪:৬৭)।

এই লোকটি মানুষকে কষ্ট দিত এবং ধরে ধরে তাদেরকে খলিফা মামূন-এর নিকট প্রেরণ করত।

এ বছর যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন তাদের একজন হলেন—

ইসহাক ইবন মাহান

ইসহাক ইবন মাহান আল-মুসলিম। অতিশয় বিচক্ষণ, সাহিত্যিক পিতার সাহিত্যিক সন্তান, সমকালের সুপরিসম্মান সুপরিহার এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সে যুগের সব মানুষ তাকে বিনিয়োগ করত। ফিকাহ, হাদিস, রাসূলুল্লাহ, ভাষা ও কবরে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তবে তার বেশী পরিচিতি ছিল গায়ক হিসেবে। কেননা, তৎকালে তার সমকক্ষ কোন গায়ক ছিল না।

মু'তাসিম বলেন: ইসহাক যখন গান গাইত, তখন মনে হত যে আমার রাজত্ব বৃদ্ধি করে হুলেছে। মামূন বলেন: ইসহাক ইবন মাহান যদি গায়ক হিসেবে পরিচিত না হত, তাহলে আমি তাকে বিখ্যাতি নিয়োগ করতাম। কেননা, আমি তার চরিত্রের পরিচয়, নির্মলতা ও আমানতদারী সম্পর্কে জানি।

তার রচিত সুন্দর সুন্দর কাব্য ও বৃহৎ পাতালুলির রয়েছে। তার সংক্ষেপে সকল বিষয়ের বিপুল সংখ্যক কিতাব ছিল। তিনি এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কারন মতে এর আগের বছর। আমার কারন মতে পরের বছর।

ইব্রুন আসাকরের পূর্বাঞ্চলের বর্ণনা করেছেন এবং তার বহ মূলাবান উদ্বোধন যুগ, সুন্দর কাব্য ও রোমাঞ্চক কাহিনী বর্ণনা করেছেন, কলের বৃদ্ধির ভয়ে এখানে সেসব উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে একটি মজা কাহিনী এইরূপ থেকে, একদিন তিনি ইয়াহুইয়া ইবন খালিদ ইব্রুন বারমাককে গান শোনালে ইয়াহুইয়া তাকে দশ লাখ দান পুরস্কার প্রদান করেন। ইয়াহুইয়ার ছেলে জাফরও সম্পর্কিতর দান করেন। ছেলে ফায়ালাও সে পরিমাণ দান করেন। তার সুন্দর কাহিনীতে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

এ বছর বায়ুয়াহ ইব্রুন ইউলিনুস, শায়াবান ইব্রুন ফরহুথ, উবায়দুল্লাহ ইব্রুন উমর আল-বাওয়াইরী ও আবু বকর ইব্রুন আবী শায়াব মৃত্যুমুখে পতিত হন। শোষিত ব্যক্তি বিশিষ্ট মনীষী ও ইসলামের ইমামগণের একজন। তিনি এমন একজন লেখক যে, তার সমকক্ষ লেখক তার আগেও ছিল না এবং পরেও নায়।

২৩৬ হিজরীর সুলতান

এ বছর খলিফা মুতাওয়াকিল হুসায়ন ইব্রুন আবী ইব্রুন আবী তালিব-এর কবর এবং তার আশ-পাশের বাম্বি-দর ধাক্ক করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং মানুষের মাঝে ঘোষণা দেন যে, তিনিনদিনের পর তাকেই এখানে পাওয়া যাবে, আমি তাকে পাতাল বন্ধীশালায় পাঠিয়ে দেব। ফলে
সেখানে একজন মানুষের অবশিষ্ট রইল না। তিনি সেই স্থানটিকে কৃষি ভূমিতে পরিণত করে ফেলেন।

এ বছর মুহাম্মদ ইবনুল মুনাফির ইবনুল মুতাওয়াকিল মানুষের হার্জ করার ব্যবস্থা করেন।

এ বছর মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম ইবন মুসা আব মুতায়মেন পরিব্যবস্থা করেন। তার ভাতাপূর্ব মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এই মুহাম্মদ ইব্রাহীমের পীর্বর্ষীয় আমীরদের একজন ছিলেন।

এ বছর খলিফা মামূন-এর সাথে বুরাম-এর পিতা হাসান ইবন সাহল আল-ওয়াদির মৃত্যুমুখে পরিত হন। খলিফা মামূন ও বুরাম-এর আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। হাসান ইবন সাহল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন: গায়ক ইসহাক ইবন ইব্রাহীম এ বছর মৃত্যুমুখে পরিত হন। মহান আলাদায় তাল জানেন।

এ বছর আবু সাইদ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-মারওয়ার্য আকর্ষণকরতার মৃত্যুমুখে পরিত হন। ফলে তার হুদ তার হেলে ইউসুফকে আরমিনিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। হয়।

এ বছর ইব্রাহীম ইবনুল মুনিয়ার আল-হারাবী, মুসা আব ইবন আবদুল্লাহ আয়-যুবারিয়ে, হুদবা ইবন খালিদ আল-কাইসি এবং আবুস সালত আল-হারাবী মৃত্যুমুখে পরিত হন।

২৩৭ হিজরীর সূচনা

এ বছর আরমিনিয়ার নায়েব ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আরমিনিয়ার প্রধান কর্মকর্তাকে গ্রহণ করে খলিফার নায়িব-এর নিকট প্রেরণ করেন। যটনাক্রমে এ সময়ে উক্ত নগরীতে ব্যাপক ত্বরাপতি হয়। ফলে নগরবাসী দেশবন্ধ হয়ে ছুটে গিয়ে ইউসুফকে নগরীতে অবস্থান করেছিলেন, সেই শহরটিকে বিলুপ্ত করে ফেলে। ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ তাদের মুক্তিবিজয়ী জন্য বিশেষ সেবা করেন। জন্ম তাকে ও তার সঙ্গে বধিক বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। বহ সংখ্যক মানুষ তীব্র ঠাণ্ডায় প্রকোপে মৃত্যুমুখে পরিত হয়।

খলিফা যখন এই রোমার্ক ঘটনাটি জানেন তবে, তিনি বাগা আল-কবিরকে বিপুল সংখ্যক সেনাসহ বিদ্রোহী জনতার প্রতি প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত এলাকার হেল লোক নগরীতে আবর্ধ করেছিল, তাদের প্রায় কৃষি হারার লোককে হত্যা করেন এবং বহ সংখ্যক লোককে বন্দী করেন। তারপর তিনি কুরুল বুসফরজান এলাকার প্রধানের আলাবতে নগরীর দিকে রোধ হন এবং বড় বড় বিদ্রোহ শহরে গণন করেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যক সাধারণ করেন এবং শহর ও প্রত্যেক এলাকাগুলোকে শক্তিশালী করেন।

এ বছরের সময় মাসে খলিফা মুতাওয়াকিল কাজ ইবন আবু দাউদ আল-মাতামিমি-এর উপর রুষ্ট হন। মুতাওয়াকিল তাকে দিয়ে মানুষের উপর যুদ্ধ করাতেন। তিনি তাকে পদচ্যুত করে ইয়াহুইয়া ইবন ইব্রাহীমকে দেখে এনে কাজ করার পদে আস্তেন। তাকের মানুষের উপর যুদ্ধ-অভ্যাস পরিচালিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসে খলিফা ইবন আবু দাউদ-এর সম্প্রতির উপর নজরদারির
লো কত্তে ফি রোহাইল মোসমারা তালী রেশ্মাই + কেতু মুসমার উল্লাসে ফি তোবিয়া কলাক ফি তোবিয়া লো কত্তে না + কেতু মুসমার উল্লাসে ফি তোবিয়া মানায় আলীকে রাশুলডাই রিজাম মোসমার + কেতু মুসমার উল্লাসে ফি তোবিয়া।

"তোমার চিতারা যদি সোঠ হত এবং তোমার মোকালী প্রাত্যাহরণীয়ী হত, তাহলে তুমি দীন চর্চা ব্যাপৃত এবং তুমি আরোহ কিভাবেক মাঝাকর বলা থেকে বিরত থাকতে। অক্ষতা-নিবিষ্টা না থাকলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। ফুট-নাটি বিষয়ে বিষয়ে অটল থাকলেই মানুষ গীনের মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার।"

এ বছরের ইসলাম মুসলিমের দিন খলিফা আব্দুল্লাহ তোরা আল-মুতাওয়াক্কিল আহমদ ইবন নাসর আল-মুহাম্মদের মরদেহ শুল থেকে নামিয়ে মা এবং মোকৃ একটি করে তার অভিভাবকদের হতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। তাতে মানুষ প্রচু আনিয়ে হয় এবং তার আলায়া বিপুলতথ্য লোক সমবেত হয়। তারা তার মরদেহ এবং খাটিয়া স্পষ্ট করতে শুরু করে। দিনটি ছিল ওগোলার। তারপর তারা যে ভালভাবে তাকে শুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার নিকট এসে সেটিকে স্পষ্ট করতে লাগল এবং আননদর সাথে জনতাকে সে কাজ করতে উৎসাহ দিতে লাগল। ফলে খলিফা মুতাওয়াক্কিল জনতাকে এই আচরণ থেকে বিরত রাখা ও বাঢ়ারায়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তার নামিয়-এর নিকট পত্র লিখেন। তারপর তিনি সর্বে ইসলামে কালাম বিয়ে কথা বলে নিষেধ করে এবং কুরআনের মাঝাকিল বলা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে ফরমান জারি করেন। সাদে এই ঘোষণাও প্রদান করেন যে, যে বাণিজ্য ইসলামে কালাম শিক্ষা করে সে বিষয়ে কথা বলবে, মূখ্য না হওয়া পর্যন্ত পাতালপুরী-ই হবে তার আবাস। খলিফা মুতাওয়াক্কিল জনতাকে নির্দেশ দেন, যেন কেউ কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যাত অন্য কিছুই প্রবৃত্ত না হয়। তারপর তিনি ইসলাম আহমদ ইবন হাসাবের প্রতি শর্ত নিদেখান করে তাকে বাঞ্ছায় থেকে নিজের কাছে দেওয়া পাতাল। ইসলাম আহমদ ইবন হাসাবের নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি তাকে সমান করেন এবং তাকে মুলাবান উপস্থাপন প্রদান করার নির্দেশ জারি করেন। কিছু, ইসলাম আহমদ উপস্থাপন প্রদান করেন। ইসলাম পোশাক মোকালী প্রতি রোকান করতে পরিহার্য করে গত্বার গিয়ে পোশাক অবজার থেকে সেটি খুলে ফেলেন। পোশাকটি খুলার সময় তিনি জুন্নাম করেছেন। মহান আলাহু তাঁর প্রতি দয়া করেন।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল প্রতিনিধি ইসলামের নিকট তার বিশেষ খাবার থেকে খাবার প্রেরণ করতেন এবং মনে করতেন, তিনি তা থেকে আহার করছেন। কিছু, ইসলাম আহমদ কোন
খাদ্যর-ই খেতেন না; বরং সেই দিনগুলোতে তিনি না খেয়ে লাগতার রোয়া রেখেছেন। তার কারণ হল, সে সময়ে তিনি তার পশুমণীয় কোন খাদ্য পাননি। তবে তার ছেলে সালিহ ও আবদুল্লাহ উভয়ের উপর দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, তিনি তা জানতেন না। সে সময়ে যদি তারা শীত বাগনাদ ফিরে না আসতেন, তাহলে ইমাম আহমদ অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা ছিল।

খলিফা মুতাবওয়াকিল-এর আমলে হাদিস শাস্ত্রের বেশায় উদ্ভিদ সংবিধান হয়। মহান আল্লাহ তাকে কমা করেন। তিনি ইমাম আহমদ-এর সংস্করণ না করে কাউকে গভর্ন নিযুক্ত করতেন না। ইবনুল আবু দাউদ-এর স্থলে ইয়াহইয়া ইবনুল আকামদ-এর বিচারকের পদে নিযুক্তি তারই পরামর্শে হয়েছিল। এই ইয়াহইয়া ইবনুল আকামদ হাদিস শাস্ত্রের ইমাম প্রখ্যাত আলিম ফিকাহ, হাদিস ও ফকীহদের একজন। তার-ই পক্ষ থেকে হিন্দু ইবনুল বিশুদ্ধকে পুর্বাঞ্চলের ও সাওয়ার ইবনুল আবদুর্রাসের পক্ষিমাধ্যমের বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা উভয়েই কান ছিলেন। ইবনুল আবু দাউদ-এর কোন এক অনুসরী এ ব্যপারে বলেন-

হীমা একটে উজানব পাচারী + হীমা একটে উজানব পাচারী
হীমা একটে উজানব পাচারী + হীমা একটে উজানব পাচারী
হীমা একটে উজানব পাচারী + হীমা একটে উজানব পাচারী

হীমা একটে উজানব পাচারী + হীমা একটে উজানব পাচারী

হামাত মুলমান বললে হইবে + আহমদ হামাব বললে হইবে।

আমি নিজে বিচারকের বিশ্বকর অবস্থা দেখেছি, যারা দুই প্রাতের একটি উপাখ্যান। তারা
অন্যান্যকে লক্ষ্যপথভিত্তি দুইভাগ বিভক্ত করে নিয়েছে, যেমনটি বক্তা করে নিয়েছে দুই প্রাতের
বিচারের পক্ষ। তাদের কিছু মাত্রা দোলালেই অনুমান করা যায় যে, তিনি উত্তরাধিকার ও ধরনের
প্রতি মনোনিষ্ঠ করেন। যেন তারা তার উপর একটি মাত্র রেখেছে, যার ছিলো তুমি তোমার
একটি দোহা দ্বারা পূর্ণ রেখেছে। বিচারের কার্যক্রম যখন দুইজনে একচাহা মানুষের দ্বারা গুরু
হবে, তখন ইয়াহইয়ার মৃত্যুর পর তারা দুর্নিয়াটাকে অঙ্গস-ই করে ফেলবে।

আলী ইবনুল ইয়াহইয়া আল-আরমানী এ বছর সাক্ষীকর যুদ্ধ করেন এবং হজারের আমার
আলী ইবনুল ইসা ইবনুল জা'ফর ইবনুল আবু জা'ফর মানুষকে হত্যা করেন। এ বছর হতিম
আল-আসায় ইন্টিকাল করেন। এ বছর আরো যারা ইন্টিকাল করেন, তারা হলেন আবদুল
আলা ইবনুল হামাদ, উবায়দুর্লাহ ইবনুল মু'আব আল-আবারী ও আবু কামিল আল-ফুযায়ীল ইবনুল
হাসান আল-জাহারী।

২৩৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরের রবিউল আওয়াল মাসে বাগা তাফসীর শহর অবরোধ করে। বাহিনীর অভিযানের
দায়িত্ব ছিল গীর্জারা আত-রুকী। তাকলিফের শাসনকর্তা ইসহাক ইবনুল ইসমাইল বেরিয়ে এসে
তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু, বাগা তাকে বন্দী করে ফেলে এবং তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ
দেয়। অবশেষে ইসহাককে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। তারপর বাগা তেলে আগুন ধরিয়ে
নগরীতে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই নগরীর অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ছিল দেওয়ানুর জাতীয় কর্তব্যের তারিখ। সেগুলো আত্মা পুড়ে যায় এবং মায়া পঞ্চম হাজার মানুষ অগ্রিম হয়ে প্রাণ হয়। দুইদিন পর আত্মা নিহত যায়। কেননা, দেওয়ানুর কাঠের আঁধানি বেশি সময় স্থায়ী হয় না। তর্কগোল শহীদ সৈন্য প্রবেশ করে তারা অবশিষ্ট অধিবাসীকে বন্ধী করে ও পতাকাঁ ছিনিয়ে নেয়।

তর্কগোল বাগা অপর এক নগরীতে প্রবেশ করে, যার অধিবাসীরা আগোষিতের নামী ইহুদী ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন ইহুদী হতাকারীকে সাহায্য করেছিল। বাগা ইহুদী হতাকারের প্রতিশ্রুতিতে গ্রহণ করে এবং যারা তার উপর বাড়াবড়ি করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে।

এ বছর শ্রেণীর ফরিশ্তা মিশরের উদ্দেশ্যে দিমিয়ানের দিক থেকে আমৃতির কার্যকর করে। তারা আহুরামজি থেকে মিশরের প্রবেশ করে তার বিপুলসংখ্যক অধিবাসীকে হত্যা করে, জামে মসজিদ ও মিশর জালিয়া দেয় এবং প্রায় ছয় মহিলাকে বন্ধী করে, যাদের একে পিত্ররাজ হবে মুসলিম, আদিম কিস্তী। তারা বিপুল পরিমাণ মাল-সম্পদ ও অর্থশক্তি ছিনিয়ে নেয়। তাদের ওপর মানুষ ছড়ার পালিয়ে যায়। তারা সমুদ্র নিমজ্জিত হয়ে যায় প্রাণ হারায়, তাদের সংখ্যা বন্ধীদের চেয়ে বেশি। তারা সম্পন্ন থেকে যায়। কেউ তাদের পচাধাবন করেনি। তারা নিজ এলাকায় ঘিরে গেছে।

এ বছর আলী ইব্রুন ইয়াহুইয়া আল-আরামানী সাহিকায় যুদ্ধ করেন এবং বিগত বছর যে আমীরের লোকেরকে হজ্জ করিয়েছিলেন, তিনি এ বছরও মানুষকে হজ্জ করান।

এ বছর বিখ্যাত আলিম ও মুজতাহিদ ইসহাক ইব্রুন রাহুয়াই, বিশ্ব ইব্রুন ওয়ালিদ আল-ফকিহু, আল-হামায়, ইব্রুন ইব্রুন ইব্রুন বাক্সার ইব্রুন যাহুগাত, মুহাম্মদ ইব্রুন বজাজী ও মুহাম্মদ ইব্রুন আবুসূ সারি আল-আকালানী মুহুর্তমুখে পরিপূর্ণ হন।

২৩৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর খুলিয়া মুতাওয়াকিল পেশাকের তারতম্য বিধানের ক্ষেত্রে যমিনের উপর আরো কঠোরতায় আরোগ করেন এবং ইসলামের যুগ নির্মিত জিরিয়ালো ভেঙে ফেলার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেন। এ বছর মুতাওয়াকিল আলী ইব্রুন হুমকে খুরাসানে দেশান্তরিত করেন। এ বছর ঘটনাক্রমে নাসারাদের উৎসাহ ও নওরোজ একই দিনে অনুস্থিত হয়। দিনটি ছিল যুদ্ধ-কাদা মাসের বিশ তারিখ রবিবার। নাসারাগণ ধরণা করে, ইসলামের যুগে এ বছর বাড়িতে অন্য কোন বছর এমনটি ঘটনি।

এ বছর পূর্বেই আরো আলী ইব্রুন ইয়াহুইয়া সাহিকায় যুদ্ধ করেন এবং পবিত্র মকরার গভর্নর আবুদুরাছ ইব্রুন মুহাম্মদ ইব্রুন দাউদ মানুষকে হজ্জ করান。

ইব্রুন জারার বলেন। এ বছর আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইব্রুন কাজি আহমদ ইব্রুন আবু দাউদ আল-আযাদী আল-মুতাবিলিয় মুহুর্তমুখে পরিপূর্ণ হন।

আরো মতে। এ বছর আরো যার মুহুর্তমুখে পরিপূর্ণ হন তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকজন হলেন দাউদ ইব্রুন রশীদ, দামেশক-এর মুতাওয়াকিল সাফতুয়ান ইব্রুন হামিলহ, আবদুল মালিক ইব্রুন হামিত আল-ফকিহু আল-মালিকী, তফসীর ও বিখ্যাত মুসনাদ বিশারদ উসমান ইব্রুন আবু আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খণ্ড) ৬৮
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মিহ্রাম আর-রায়ি, মাহমুদ ইবন পায়লান ও ওহাব ইবন মুসাকবিহ। এ বছর যারা মৃত্যুতে পতিত হন তাদের একজন হলেন-

আহমদ ইবন আসিম আল-আনতাকী

আবু আলী। বক্তা, দুনিয়াবিমুখ ও আবিদ। দুনিয়া বিমুখিতা ও হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে তার সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আবু আবুদুর রহমান আস-সুলামী বলেন: আহমদ ইবন আসিম আল-হারিস মুহাম্দিয়ের ও বিশ্ব আল-হারিসের জীবনের মানুষ ছিলেন। তীব্র শাস্ত্রীয় কারণে আবু সুলামান আবুদ-ফারাজের তাকে 'হুদায়ের গুদাম' নামে অভিহিত করতেন।

তিনি মু'আবিয়া আয-খালমির ও তার সমাজের লোকদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনুল হাওয়ারি, মাহমুদ ইবন খালিদ ও আবু যুরুর আ দামেশকী প্রমুখ।

আহমদ ইবনুল হাওয়ারি তার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান হুমায়ন ও হিশাম ইবন হাসান তুরে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন হুসাইন আল-বসির নিকট গমন করলাম। তখন তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। সময়টা ছিল রাতের এক ঘণ্টা। আমি বললাম: হে আবু সাইয়েদ আল-সাইয়েদ! আমার মত মানুষ এই সময়ে বসে আছেন। তিনি বলেন: আমি উঝা করে নামায় পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু, আমার নফস তা অস্বীকার করল। অপরদিকে নফস থেকে ইচ্ছা করল আর আমি তা অস্বীকার করলাম।

তার উদ্ধ বালীসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপঃ

* তুমি যখন তোমার হৃদয়ের গুশিল্প করানা করবে, তখন তোমার আল-সাকার হিফারের মাধ্যমে সে কাজে সাহায্য করানা করবে।
* সন্তা গোষ্ঠীতের একটি হল, তুমি তোমার অনিজিত জীবনকে পরিণত করে ফেল; তাহলে তোমার অতিথি জীবনের পাপশালা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
* সামান্য বিশ্বাস তোমার হৃদয় থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করে দেয়। পন্থাতের সামান্য সন্দেহ তোমার হৃদয় থেকে সমস্ত বিশ্বাস দূর করে দেয়।
* যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তান হয়ে যায় সে সেই বন্ধকে বেশী জানে, যা সবচেয়ে বেশী ভাবঃর।
* দুনিয়াতে তোমার উমর বিস্মৃতি হল চিন্তা। চিন্তা দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে তোমাকে আক্রিয়তের সঙ্গে জড়িত দেয়।

তার কয়েকটি কবিতা নিম্নরূপঃ

হেমস্ক্রিয়তি ও লোক দুর্ভিক্ষু সঞ্চারি + ক্ষতি বিদ্বেষ + চিন্তার বাতাস শীতল।
লোক আন্তরিক স্বভা঵ পাইছে পাইছে তার।
লোক হল নিঃসন্তান স্বভাবত - ইমানে বাদটি।
লোক হল নির্দিষ্ট উপলব্ধি - ইমানে বাদটি।
“আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি; কিছু দৃঢ় প্রতায় গ্রহণ করিনি। যদি আমি সত্যবাদী হতাম, তাহলে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনিত হতাম। কিছু দৃঢ় ছাড়ানো তো কঠিন কাজ।

আমার যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বাসীর বিশ্বাস থাকত, তাহলে আমি সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। হয় আমার যদি সুলোক ব্যতীত অন্য কাজে প্রবৃত্তি থাকত। কিন্তু, আমি তদীয় থেকে সর্ব কিছু ভালো নয়।”

তিনি আরো বলেনঃ


c

তিনি আরো বলেন অনেক অনেক বিশেষ হয়ে উঠেছেন।

“আমার কিংকত্রিম বিদ্যমান, বিজ্ঞ আমার সত্য সংস্কার। কিন্তু সত্যের কোন পথ আমার পাচ্ছি না। প্রকৃতির উপকারণ আমাদের জন্য হালকা। পক্ষপাতের, প্রকৃতি বিরোধী উপকারণ অভিযান ভারি। সত্যতা আজ সর্বভাবে অনুপ্রাপ্ত। আজ সত্যের পক্ষে প্রমথ বিজ্ঞ পাওয়া দুর্বল। আমার এর কোন ত্রীীতি প্রদর্শনকারীর দেখিয়া না, যার মাধ্যমে ভয় আমাদের উপর চেপে বসবে। আর এর ব্যক্তিকেও বিজ্ঞ পাচ্ছি না, যে নিজে বক্তব্য সত্যবাদী।”

তিনি আরো বলেনঃ


c

তিনি নিজের সঙ্গে কোমল অচারণ কর। সব কিছুই এককিন্তু নিশ্চিত হয়ে যায়। তিনি নিজের থেকে তিনি তার পাথারকে দুরে সরিয়ে দাও; তা দুর হয়ে যাবে। সকল বিপদের পর-ই প্রশ্নটা আসে। যে বিপদ, যেন সঞ্চীয় হয়ে যায় তার পরে তা প্রশ্ন হয়ে যায়। বিপদ যত-ই দীর্ঘকাল শেষ করে, মৃত্যু তাকে দুরূহ করতে দেয় কিংবা অচিরেই তা দূর হয়ে যায়।”

হাফিজ ইবনে আসাকির আহমদ ইবনে আসিম আন্তার্ক দীর্ঘ জীবন চরিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি তার মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেননি। আর আমি এখানে উল্লেখ করলাম অনুমানের ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ তালা জানেন।

240 হিজরীর সূচনা

এ বছর ইম্মান-এর অধিবাসীরা তাদের পর্যায়ে আবুল গায়হ মূসা ইবনে ইব্রাহীম আর-রাকিকের বিদ্যমান বিদ্যমানে করে। কেননা, আবুল গায়হ তাদের নেতৃত্বাধীন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো। প্রতিশোধে তারা তার একসঙ্গে হত্যা করে ও তাকে তাদের মধ্য থেকে
তাকে দেয়। ফলে মুতাওয়াকিল অপর এক ব্যক্তিকে আমির নিযুক্ত করে তাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং সঙ্গে তৃতীয় বলে দেন, যদি তারা একে গ্রহণ করে, তো তাল। অন্যথায়, আমাকে সংবাদ দিবে। কিন্তু, হিমসবাসী তাকে গ্রহণ করে নেয়। তিনি তাদের মাঝে অনেক বিষয়কর কাও করেন এবং তাদেরকে যারপরনাই অপনন্দ করেন।

এ বছর মুতাওয়াকিল কামার ইয়াহিয়া ইবন আকছামকে বিশারদদের পদ থেকে অব্যাহতি দান করেন এবং তাকে আশি হাজার দীনার পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেন ও বসরার ভূমি থেকে তার প্রচুর জমি ফিরিয়ে নেন এবং তার স্থল জাফর ইবন আবুল ওয়াহিদ ইবন জাফর ইবন মুলায়মান ইবন আলীকে বিদায় দিতে বলেন।

ইবন জাফর বলেন যে এ বছরের মুহাররাম মাসে আহমদ ইবন আবু দাউদ তার ছেলের মৃত্যুর বিশ্বাসন পর মৃত্যুর প্রতিটি হন।

আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর জীবন-চরিত

আহমদ ইবন আবু দাউদ, তিনি ফারজ বা দাল্মিন নামেও পরিচিত। মূলত উপনাম আমাদী।

তিনি মুসলমানদের মতের অনুসারী।

ইবন খারিজান-এর মতে তার বংশ পরম্পরা হলো যে আবু আবদুর্রাখা আহমদ ইবন আবু দাউদ ফারজ ইবন জাফর ইবন মালিক ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ ইবন সালাম ইবন আবু হিন্দ ইবন আবু ইবন নাজর ইবন মালিক ইবন ফাইজ ইবন মান‘আ ইবন বুরজান ইবন দাউদ আল-ক্যালিম ইবন উমাইয়া ইবন মুহায়রা ইবন হহায়র ইবন ইয়ায় ইবন ইদর ইবন আদবান মাদাদ ইবন আলানান।

খামীর বলেন যে ইবন আবু দাউদ প্রথমে মুতাসিম-এর কামার নিযুক্ত হন। পরে ওয়াদিক-এর।

তিনি দানশীলতা, উত্তম চরিত্র ও পরম অভিতর গুণ হিসাবিত ছিলেন। কিন্তু, তিনি জাহিমা মতবাদ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং মুসলমানকে ভাবে বুঝতে পারায় কুরআন ও পরকালে আলাহিকে দেখা যাবে না। তাদের জনগণকে পরীক্ষিত করে প্রত্যাহার করান।

ক্ষুদ্রীয় বলেন যে বামিকের পর তার চেয়ে বড় মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ আর ছিলেন না। তিনি যদি নিজেই নিজেকে বিতর্কিত না করতেন, তাহলে সব মানুষ তার পিছনে সমবেত হত।

ইতিহাসবিদগণ বলেন যে তিনি একশত খাট হিজ্রীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যোগে ইয়াহিয়া ইবন আকছাম অপেক্ষা বিশ বছরের বড় ছিলেন।

ইবন খারিজান বলেন যে তিনি ছিলেন কানসারান নগরীর অধিবাসী। তার পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সিয়ারা যাতায়াত করতেন। পরে তিনি ইরাক চলে যান। সে সময়ে তিনি তার এই ছেলেকে সঙ্গে করে ইরাক নিয়ে যান। আহমদ ইবন আবু দাউদ বিদায়জন্মে মনোনিবেশ করেন।

তিনি সিয়ারা ইবন আতার পশ্চা হিয়াজ ইবনুল আসার শিক্ষাত্মক ব্যাপার করেন এবং তার থেকে মুতাসিম মতবাদ অভিযুক্ত করেন। অন্য বর্ণনামতে আহমদ ইবন আবু দাউদ ইয়াহিয়া ইবন আকছাম-এর সাহের অবলম্বন করেছিলেন এবং তার-ই থেকে ইসলাম অভিজ্ঞ করেছেন। ইবন খারিজান কিভাবে ওফিসে তার দীর্ঘ জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। কোন এক কবি তার প্রশংসায় বলেন।

رسول الله و الخلفاءُ منا + ومنا أحمد بن أبي دواد
“আল্লাহুর রাসূল এবং খলীফাগণ আমাদের-ই থেকে। আবার আহমদ ইবন আবু দাউদ ও আমাদের-ই লোক।”

এই উক্তির জবাবে অপর এক কবি বলেছেন।

فنقل للفاخرین على نزار + وهم في الأرض سادات العباد
رسول الله والخلفاء منا + ونبرأ من دعي بنى يافد
وما منا اياه إذا أقرت + بدعاء أحمد بن أبى دواد

“নাযার বংশ নিয়ে গৌরবকর্মীদের বলে দাও, পৃথিবীতে তারা মানুষের সরদার। আল্লাহুর
rাসূল ও খলীফাগণ আমাদের লোক। আর আমরা বনূ ইয়াদের দাবি থেকে পবিত্রতা ঘোষণা
cরেছি। ইয়াদ আমাদের লোক নয়, যখন তে আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর আহানে সাহ্তা
dিয়েছেন।”

বর্ণনাকর্মী বলেন। আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর নিকট যখন এই সংবাদ পৌছে, তখন তিনি
বলেন। আমি যদি শান্তি প্রদানকে অপসার না করতাম, তা হলে এই কবিকে এমন শান্তি প্রদান
cরতাম যা কেউ কাফতে দেয়নি এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

জাতীয় ইবন আহমদ আবু মালিক থেকে যথাক্রমে উমর ইবনুল হাসান ইবন আলী ইবন
মালিক, আহমদ ইবন উমর আল-ওয়ায়িয় ও আযাহারী সৃষ্টি কর্না করেন যে, জাতীয় ইবন
আহমদ বলেন। আমার পিতা তথা আহমদ ইবন আবু দাউদ যখন নামায পাড়তেন, তখন তার
হস্ত্রয আকাশগণে উত্তোলন করে তার প্রতুয সুদ কেলোপকথন করতেন এবং বিদ্যা আবৃত্তি
cরতেন।

ما انت بالسبب الطبيع + نجع الأمور بقوة الاستباب
واليوم حاجتنا اليلك وانما + يدعى الطبب لساعة الأوصاب

“তুমি একটি দুর্বল উপকরণ। কাজ-কর্না সফলতা অর্জন করতে প্রয়োজন শক্তিশালী
উপকরণ। আজ তোমার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। ভাবাকে তে ব্যাধির সময়ই তবে
cরা হয়।”

খাতির আরো বর্ণনা করেন যে, একদিন আবু তামাম আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর নিকট
gমন করে বলেন। আপনাকে (আমার প্রতি) রক্ষা মনে হয়। তিনি বলেন। মানুষ তো রক্ষা হয়
ব্যাধি বিশেষ প্রতি, অপরি তো সমস্ত মানুষ। উত্তরে আবু তামাম জিজ্ঞাসা করেন, অপরি এই
dর্মে কথা হতে অর্জন করেছেন। আহমদ ইবন আবু দাউদ বলেন। আবু নুওয়াস-এর উক্তি
থেকে।

وليس على الله يستنكر + أن يجمع العالم في واحد

জগতকে এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করে দেওয়া মহান আলাহুর পক্ষে অসম্ভব নয়।
আবু তামাম একদিন আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর প্রশংসায় বলেছেন।
লক্ষ অন্য মসারী কলি হার + মাহান অহম বন আর ওদান +

কিংবা সাতরা ফি আলফাফ অল + কিং জেড ওলফ রাইলি ওলাই।

না দেখি এন্ড প্রলায ও ওঁ কলত রকাই ফি বলাই।

“সর্বকালের সকল দোষ-ক্রুটি আহ্মদ ইবন আবু দাউদ-এর আগে পরিণত হয়েছে। তুমি জগতের শূন্য এই জন্য তমন্ন করও যে, আমার বাহন ও পাথে তোমার-এর দানকৃত। তোমার ব্যাপারে ধারণা ও আশা কতই না উত্তম। যদিও আমার বাহন শহরময় অস্থিরচিত হুরে বেড়ায়।”

ধন আহমদ ইবন আবু দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই কিংবা তোমার নিজের উদারিত, নাকি অন্য কারো তার আহরণ করেছে? আবু তোমাম বলেন এ আমার-এ উদারিত। তবে সূরক্তা লাভ করেছি আবু নুতুয়াস-এর বক্তব্য থেকে তাই জর্জলে স্যামুয়েল মিডল ভারতী আব্দুল-তাকে তানু নতুন।

“কোন যদি নিঙ্কা মালা তোমামকে ছাড়া অন্য কারো প্রশংসায় চালিত হয়, তখনো আমামের উদেশ্য তুমিন থাকবে”।

মুহম্মদ ইবনেস সাওলি বলেন: আবু তোমাম কর্তৃক আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর কৃত নির্বাচিত প্রশংসার কয়েকটি পদ্ধতি নিক্রিয়পঞ্জিত:

ঋন্তু আলগ মুহামদ কেন্দী বাহিনী + মালকে আনে করাক তোমাম

হল মাদ্রাসা ভালুকম মুক্তাতা + মুনাম হাফিজ ও তানান ফখরুর

ফেক উনৈ ফেক ফেকে + যেক ওন নাল সম্পা ফেকি

আলিক তাহানী মুজাদে সেলফ জের + জেরে ফেক ফেকে জের

বদ্রিয়ার আদহে নানতক ছাত তোমাম ফেক + কাহার আদ

জেমির আন তে আলী দাস ফেক + যেক লেন যদে আলী ফেক

ফিন মানুক মানুক মানুক + ফিন রাখোর এলায় ফেক।

“ওহে আহমদ! হিংস্কুকের সংখ্যা অনেক। তবে যদি স্বাভাবিক লক্ষ পরিসংখ্যান নেওয়া হয়, তা হলে তোমামের কোন জুটি নেই। তুমি মর্যাদা ও পোর সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। ধর্মী- দর্শনির্দেশের সকল মানুষের জন্য তারা আকাশ ছুয়ে যায়, তোমাম মুখামুখি। চারদিক থেকে বহুভূতিতে তোমাম-এর কিছু এবং সেটি তুমি যেখানেই জগজন করো, কেউ তোমামকে অতিক্রম করতে পারে না। তুমি ইমামের পূর্বিক চান্দ, মানুষ ও অধিকার করে না। যেমন বাদকে ইমাম ও মানুষের জন্য পূর্বিক চান্দ। তুমি বিভিন্নভাবে নিজেকে আমামকে দানী করা থেকে বিরত রয়েছে।
বর্তমান যামার আধিক্রমে উপাদিত হয় করা হয় থাকে, তুমি আমাম অধিকার। এমন কোন হত নেই, যা তোমামকে প্রতি প্রসারিত হয় না। এমন কোন মর্যাদাও নেই, যা তোমাম প্রতি অন্যুষ্ঠি নির্দেশ করে না।”
আমার মতে কবি এই পংক্তিগুলো বছর ভুল করেছে এবং অনেক জন্য উক্তি করেছে।
একজন দুর্বল ও অসহায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা বিভ্রান্তকর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাহানারী বলেই আমি মনে করি।"

ইবন আবু দাউদ একদিন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমার নিকট চাও না কেন?
জবাবে লোকটি বলল: তার কারণ হল, আমি যদি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, তাহলে আমাকে আপনার দানের মূল্যে পরিশোধ করতে হবে। ইবন আবু দাউদ বললেন: তুমি সত্যি বলেছ এবং তার নিকট পাচ বারান্দ দিয়ে পাড়িয়ে দেন।

ইবনুল আলানীব বললেন: এক ব্যক্তিই ইবনুল আবু দাউদ-এর নিকট আরোহণের জন্য একটি গাথা প্রার্থনা করে। ইবনুল আবু দাউদ বললেন: ওহে গোলাম! একে একটি গাথা, একটি চক্র, একটি টাটস্থ ঘোড়া ও একটি দালী দিয়ে দাও। আরো বললেন: আমার জানা মতে যদি বহনযোগ্য আরো কিছু থাকত, আমি অবশ্যই তোমাকে তাও দান করতাম।

খেতীব তার সনদসহ একদল লোক থেকে এমন কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যা তার মহানুভবতা, বাণিজ্য, শিল্পী, সহস্রীলতা, মানুষের সমস্যার সমাধানে প্রতিষ্ঠাপিত ও খেলোয়াড়ের নিকট তার সুমধুর মর্মান্তিক গ্রন্থ বহন করে।

তিনি মুহম্মদ আল-মাহদী আল-ওয়াস্তাক থেকে বর্ণনা করেন, জনের প্রধান ব্যক্তি ওয়াস্তাক-এর নিকট গমন করে সালাম প্রদান করে। কিন্তু, ওয়াস্তাক তার সালামের জবাব তো দিলেননি না, বরং বললেন, (লাস্লেলল্লাহ উল্লেক) (আলাহু তোমার উপর শান্তি বর্ণনা না করলেন) লোকটি বললেন: চে আমিরুল মুমিনিন! আপনার শিক্ষক আপনাকে যা শিখা দিয়েছেন তা খুবই মন্দ। আলাহু,
তাঁর আলাই ইসরাদ করেন।

ওই হৃদয়ের ব্যথা হচ্ছে তিনি পাঁচ ঘোড়া যাত্রা নিয়ে যাওয়া।

তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরা তা অপেক্ষা উত্তম প্রতিভাবাদ
করবে অথবা তাঁরই অনুরূপ করবে (সুরা নিসা ৪.৮৬)।

কিন্তু আপনি উত্তম প্রতিভাবাদ তো করলেনই না, অনুরূপ অভিবাদনও করেননি। তখন ইবন
আবু দাউদ বললেন: আমি রুল মুমিনিন। লোকটি মুতাকাদিম। আমিরুল মুমিনিন বললেন: তুমিও তার সঙ্গে বিতর্ক কর। ইবন আবু দাউদ বললেন: তার শায়াখ! কুরআন করীম সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? কুরআন কি সূত্র? শায়াখ বললেন: আমার সঙ্গে আপনি নায় বিচার করলেন না। প্রশ্ন তো আমার করার কথা। ইবন আবু দাউদ বললেন: আমি আপনি বললেন। শায়াখ বললেন: এই যে বিষয়টি আপনি বললেন, আলাহুর রাসূল (সা), আবু বকর, উমম, উসমান ও আলী (রা) তা শিখা
দিয়েছেন কি না। ইবন আবু দাউদ বললেন: না তারা শিখা দেননি। শায়াখ বললেন: তাহলে
আপনি এমন একটি বিষয় জানেন, যা তারা শিখা দেননি। তখন ইবন আবু দাউদ লজ্জিত ও
নিরুদ্ধ হয়ে গেলেন। পরে তিনি বললেন: মাফ করলেন তারা বরং তা শিখা দিয়েছেন। শায়াখ
বললেন: তাহলে আপনি যেভাবে মানুষকে তার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, তারা কেন আহ্বান
জানাননি? তারা যা সংবরণ করতে পেরেছে, আপনি তা কেন সংবরণ করতে পারেছেন না। তখন
ইবন আবু দাউদ লজ্জিত ও নিষ্কুপ হয়ে যান এবং ওয়াস্তাক শায়াখের প্রায় চারু দীনার পুরস্কার
প্রদানের নির্দেশ দান করুন। কিন্তু, শায়খ তা প্রহর করলেন না। মাহদী বলেন: পরে আমার পিতা ঘরে এসে তোমার হয়ে পড়োন এবং শয়খের বক্তব্য মনে মনে আওঝাতে থাকেন ও ‘তারা যা সংবরণ করতে পারলেন না’ উকটি বলতে লাগলেন। তারপর তিনি শয়খকে চুরি দেন এবং চার দিনের উপরকোল দিয়ে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেন।

এই ঘটনার পর ইব্রুন আবু দাউদ তার চোখ থেকে পড়ে যান এবং তারপরে আর কাউকে পরিকায় নিপতিত করেননি।

থাহিব তার ইতিহাস এই বর্ণনাটি এমন সনদে উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু অপরিচিত রাবি রয়েছে। তিনি বিশ্বাসিতভাবে কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন।

চাহার বর্ণনা করেন যে, আবু হাজার আল-আরাবী ইব্রুন আবু দাউদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত পঞ্জিকা আবৃত্তি করেছেন:

লেক্সট আলেহা যা আবু দাউদ নামে আনজ মুরতাব দিয়েছে, হে ইব্রুন আবু দাউদ যে তামার অনুগত করেছে, সে মুরতাব হয়ে গেছে। তুমি ধরণা করেছ, মহান আল্লাহর কায়ম স্লেট। আব্বাস, তুমি কি পুনরুত্থিত হয়ে তামার প্রাক্তন নিকট উপস্থিত হবে না। কুরআন মহর্ম তো মহান আল্লাহর সেই কালাম, যাকে তিনি ইলম সম্পন্ন করে জিবরীল-এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রতি নাথিয় করেছেন। যে বক্তি তামার মেহমান হওয়ার মানে তামার হনরের দিনের তালিকাভাবে করল, সে ঐ বক্তির নয়া, যে পাথেয় বায়ুতি বনে দুকে পড়ে। হে ইব্রুন আবু দাউদ! আমি ইয়াদার গোপরের মানুষ, একথা বলে তুমি একটি উম্মি উকিয়ে করুন।

থাহিব কাহী আরম্ভিতবাবীর তাহির ইব্রুন আবুদুল্লাহ তাবরী বর্ণনা করেন, যুমীআরী ইব্রুন যাকারিয়া আল-জারায়ী ইব্রুন আবু দাউদকে গালাগাল করে নিম্নোক্ত পঞ্জিকা আবৃত্তি করেছেন:

লেখটি কি রায়ে মুসলীমার লাল রঙে মুখে মুঘলে দিয়েছে?

“তামার অভিন্ন সুতরান্য এবং আল্লাহ তোমাকে তামার প্রত্যায় বাবাভাবীর তাওফিক না দিন।” এই কবিতাগুলো উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

থাহিব আহমদ ইবুনুল মুআফাক মাতাতের ইয়াহিয়া আল-জালা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

ওয়াকিফ গোপরের এক বক্তি খালকে কুরআন বিষয়ে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। লোকটি আমার সঙ্গে অনুশীলন করেন এবং তাদের তুমি নিকট ফিরে আসি। সূত্রের জন্যে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু, আমি কিছুই থেকে পারলাম না। আমি যুমীয়ে
পড়লাম। বলতে দেখলাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) জামে' মসজিদে অবস্থান করেছেন। তখন দেশ কিছু লোকের সমগ্র, যার মধ্যে আহমদ ইবন হামল এবং তার অনুসারীরা রয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)
ফাই নিফক রেবা হোলার (যদি তারা এগুলোকে প্রত্যাখ্যাত করে) আযাতাদাতার পাঠ করে ইবন
আরুদ আলাউদ-এর দলের” প্রতি ইস্তিদ করেন এবং যদি এগুলো কে বিস্তৃত করে, যারা এগুলো প্রত্যাখ্যাত
করবে না।) এই আযাতাদাতার পাঠ করে আহমদ ইবন হামল এবং তার অনুসারীদের প্রতি ইস্তিদ
করেন।

কেউ কেউ বলেন । আমি বলে দেখলাম, এক ব্যক্তি বলেছে, এই রাতে আহমদ ইবন আলুর
দাউদ ধর্ষস হয়ে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার ধর্ষস হওয়ার কারণ কি? বলল : তিনি
মহান আল্লাহকে নিজের উপর রূপ করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ-সাত আসামের উপর থেকে
তার প্রতি রূপ হয়েছে।

কেউ বলেন । যে রাতে ইবন আবু দাউদ মৃত্যুমুখে পতিত হন সে রাতে আমি বলে
দেখলাম, মায়া ব্যাপকভাবে আঘাত প্রজ্ঞালিত হয়েছে। তার থেকে শিখা উঠিয়ে হয়েছে। আমি
জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? বলল হুল ইবন আবু দাউদ-এর জীবনবাসন ঘটেছে। আহমদ ইবন
আবু দাউদ এ বছরের মহারম মাসের কেইশ তারিখ শনিবার দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার
ছেলে আব্বাস তার নামায় জানায় ইমামতি করেন। বাগদাদে তারই বাড়িতে তাকে নাকান করা
হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল আমি বছর। মৃত্যুর চার বছর আগে তাকে পঙ্ক্ষায় রোগে
আক্রান্ত করে শাস্তি ওদান করেন। এ বছরগুলোতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন যে দুর্দান
কোন একটি অস নায়কতাও করতে পারেন না। আর আল্লাহ তাকে খাদ্য, পানীয় এবং বিবাহের বাদ
ইত্যাদি থেকে বর্ধিত করে রাখেন।

এক ব্যক্তি আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর নিকট গিয়ে বলল । আরাহুর শপথ! আমি আপনার
ইয়াদাত করতে আসিনি। আমি এসেছি, আপনার প্রতি সমবৈদন আপন করতে। আমি সেই
আল্লাহর প্রশংসা করিনি, যদি আপনাকে আপনারই দেহের মধ্যে কারাবাদ করেছি, যা শারিতে
আপনার জন্য তাকে করারাগ অপকার করিয়েছি। তারপর দোকান তাকে এই বদবু আ করতে
করতে বেরিয়ে যায় যে, মহান, আল্লাহ তার বিপদ মেন না করিয়ে সফল হয়ে দোকান। ফলে তার
রোগ আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া গত বছরে-ই তার থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে নেওয়া
হয়েছে। যদি তিনি শাস্তি সহা করতেন, তাহলে মুতাবাকিল তার উপর আরো শাস্তি আরোপ
করতেন।

ইবন খালিকান বলেন । আহমদ ইবন আবু দাউদ এক্ষেত্রে যাছ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।
আমার মতে এই হিসাবে আহমদ ইবন আবু দাউদ, আহমদ ইবন হামল ও ইয়াহীয়া ইবন
আকবাহ অপেক্ষা বয়সী ছিলেন। ইবন খালিকান উল্লেখ করেছেন ইবন আরবিহ খ্লিফার
মামুন-এর সঙ্গে ইবন আবু দাউদ-এর সমর্পণ মধ্যস্থতা করেছেন। মৃত্যুর সময় খ্লিফার
মামুন তার ব্যাপারে তদীয় ভাই মুতাসিম-এর নিকট অস্বীকার করে যান, যার ভিত্তিতে মুতাসিম
তাকে বিচারক নিয়োগ করেন। উজ্জীর ইবনুম্যালীন তার প্রতি বিবেচনা পোষণ করতেন। দু'জনের
মাঝে বিরোধ-বিসংবাদ বিরাজ করতিল। খ্লিফার মুতাসিম তাকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করতেন না। তিনি ইবন আফজালকে পদচূৰ্ত করে তার স্কুলে তাকে কারী নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সমস্যাবলীর এটিও ছিল মূল ভিত্তি। যে ফিতনা মানুষের সম্পর্কে প্রাপ্ত করতানার দ্বার উন্মোচন করেছিল, এটি-ই ছিল সেই ফিতনা।

পরে ইবন খালিকান উরে করেন যে, আহমদ ইবন আবু দাউদকে পক্ষায়ত ও আক্রমণ করেন, তার সম্পদগুলি ছিলেন নেওয়া হয়নি। তবে তার ছেলে আবুল ওয়ালীর থেকে বার লাখ দীনার ছিল এবং তার পিতার এক বছর আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইবন আসাকিরের আহমদ ইবন আবু দাউদ-এর জীবন-চরিত্রে বিস্তারিত ও খোলামুল্লা আলোচনা করেছেন। লোকটি ছিলেন সুসাহিত্যিক, স্পষ্টভাবী, মহানবুদ্ধির দানীবান ও প্রশংসাপূর্ণ। তিনি অকালের দান করতেন এবং সংবাদের পরিবর্ধনে বিলিয়ে দেওয়ার প্রাধান্য দিতেন। ইবন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, একদিন তিনি ওয়াসিক-এর বে হওয়ার অপেক্ষায় সঙ্গীদের নিয়ে উপবন্ধ ছিলেন। সে সময় তিনি বলেন, এই পদক্ষেপের দুটি আমাকে চিন্তাকৃত করে থাকে।

ওলে নোয়ারে লো কান জি হান। নাস্তা বিন তুস্তা অশা এ কিনা। কিনা এই নোয়ারে তান্তা বিন নোয়ারে তান্তা বিন নোয়ারে।

“কারা ঢাকের দুটিতেই যদি একজন নারী গর্ভধারী হত, তাহলে সে আমার দুটিতে গর্ভবতী হয়ে যেত। যদিও ঢাকের দুটিতেই সে নয় মাসে সন্তান প্রাপ্ত করে, তাহলে তার সেই সন্তান আমার।”

এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যারা, তাদের একজন হলেন বিশ্বাস করা ফকীহ আবু হাঘার ইবরাহীম ইবন খালিদ আল-কালী।

ইমাম আহমদের মতে তিনি ছাত্রের অনুসারীদের একজন। এ বছর আরো যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তারা হলেন, ইতিহাসবিদ খালিদা ইবন খায়ত, সুয়ায়দ ইবন নাসর, বিখ্যাত মালেকী ফকীহ আবদুল্লাহ সামলার ইবন সাইদ- যিনি সাহিন অ্যাক্যাপে প্রভৃতিতে, আবুল-ওয়াহিদ ইবন গিয়াস, শায়খুল আরিয়ামা ওয়ারা সাহাবা ইবন সাইদ। আবদুল্লাহ ইবন তাহরিকের রেখার তথ্য ও কবি আবুল উমাই ছিল আবদুল্লাহ ইবন খালিদ। ইনি একজন ভাগবিদ ছিলেন। এ বিষয়ে তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে, ইবন খালিকান যার কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন তাহরিকের প্রশংসা রচিত তার কয়েকটি কাব্য নিম্নরূপঃ

বা মিন হামলো, কথা করিতে কত সন্তান + কসতাত বিখ্যাত ইবাদ- ইবলুখান নামহাম + দাম +
ফল নিহাঁত নিহাঁত নিহাঁত নিহাঁত + হাজারা হাজারা হাজারা হাজারা +
সেলফ নাম নাম নাম নাম নাম নাম + হাজারা হাজারা হাজারা হাজারা +
ফল নিহাঁত নিহাঁত নিহাঁত নিহাঁত + হাজারা হাজারা হাজারা হাজারা +

dেরা এই বাংলা, যে কামনা করে, রেমার ছাত্রী আবদুল্লাহ ওয়ারা যায় হয়ে থাকে, তুমি চুপ কর এবং শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এমন সব চরিত্র অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করব,
হজ গমনের পথে যায় তোমার প্রভাব জানি। তুমি ভিড়ে করে কিছু তাগ কর। তুমি সত্য বল, পবিত্রতা অবলম্বন কর, সৎকর্ম কর, শ্রীধরণ কর, সহিন্নতা অবলম্বন কর, ক্ষমা কর, বিনিময় দান কর, চক্ষু দাও, বৈধ অবলম্বন কর ও বীরত্বের পরিচয় দাও। তুমি করুণা কর, কোমল আচরণ কর, সদাচরণ কর, হদয়বান হও, সত্যত্ব মেজাজের অধিকারী হও, দানশীল হও, সহযোগিতা কর, বোধ বহন কর ও প্রতিষ্ঠিত হও। আমি উপদেশ দিলাম। তুমি আমার উপদেশ গ্রহণ করবে কি না এবং সঠিক-সরল পথে পরিচালিত হবে কি না, তা তোমার ব্যাপার।

পাপুলিপির সংকল্প সাহনুন আল-মালেকী

আবু সাইদ আবদুল্লাহ সালাম ইবুন সাইদ ইবুন জুনুদ ইবুন হাসান ইবুন হিলাল ইবুন বাজার ইবুন রবী‘আলি আল-বানাবী। জন্ম হিসাম নজরিতে। তার পিতা তাকে হিমসের যোগের যোগ পশ্চাদ্ধেয় চলে যান এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে মালেকী মায়ের সেতুবাটি তার হাতে চলে আসে। তিনি ইবুনুল কাসিম-এর ফিকাহ আয়ত করেন। তার প্রতি তুষ্ণী হল, ইমাম মালিক-এর বন্ধ আসাদ ইবুনুল ফুরাত আবর থেকে মিসরে চলে আসেন। সেখানে তিনি আবদুর রহমান ইবুনুল কাসিমকে বহ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তিনি সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন। আসাদ ইবুনুল ফুরাত উত্তরসূচী লিপিবদ্ধ করে পরিচয় চলে যান। সাহনুন তার থেকে সেগুলো কপি করে রাখেন। তারপর সাহনুন মিশরের আবদুর রহমান ইবুনুল কাসিম-এর নিকট গমন করে। উত্তরসূচী পুনরায় উত্তর দেয়। কিন্তু, জবাবে ইবুনুল কাসিম-হৃদয়-বুদ্ধি করেন এবং কিন্তু বিষয় প্রত্যাহার করে নেন। সাহনুন তার বিষয় লিপিবদ্ধ করে পাপুলিপি দিয়ে পশ্চাদ্ধেয় ফিরে যান।

ইবুনুল কাসিম তার সঙ্গে আসাদ ইবুনুল ফুরাত-এর প্রতি এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনার কপিটা এই কপির সঙ্গে মিলিয়ে নিন এবং সংশোধন করে নিন। কিন্তু ইবুনুল ফুরাত তা গ্রহণ করলেন। ইবুনুল কাসিম তাকে অভিসমাপ্ত করলেন, যার ফলে তিনি তার দ্বারা ও তার পাপুলিপি দ্বারা উপকৃত হতে পারলেন না। মানুষ সাহনুন-এর দিকে ছুটে আসতে লাগল এবং পাপুলিপি তার-ই থেকে প্রচার লাভ করল। সাহনুন সমকালের সকলের নেতৃত্বশীল বাক্তিতে পরিষ্কার হলেন এবং আশি বছর পেয়ে এ বছর মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পার্শ্ব কায়ারোয়ানের বিচারকের পদে আসীন থাকেন। মহান আল্লাহ তার প্রতি ও আমাদের প্রতি দয়া করন।

২৪১ হিজরীর সূচনা

এ বছরের জুমাদাল-উল্লা কিংবা জুমাদাল উথরা হিসাব-এর অধিবাসিগণ তাদের গভর্নর মুহাম্মদ ইবুন আবদুরিয়ার বিচক্ষণ বিভ্রাহের মোকারা করে। তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যোগ হয়। হিসাব-এর খৃষ্টানগণ ও তাদের সহযোগিতা করে। ফলে মুহাম্মদ ইবুন আবদুরিয়া পত্র লিখে

কলিফাকে বিষয়টি অবহিত করেন। কলিফা পরে মারফত্তি তাকে বিদ্রোহীদের বিচক্ষণ যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি দুয়েআলের গভর্নরের প্রতি মুহাম্মদ ইবুন আবদুরিয়াকে সেনা দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ প্রেরণ করে। কলিফা মুহাম্মদ ইবুন আবদুরিয়ার প্রতি আরো নির্দেশ প্রেরণ করে, বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য তিনি ব্যাক্তিকে বেতারাহত করে মেরে ফেলে। তারপর তাদেরকে নগরীতে একটি শুনিতে বিচ্ছিন্ন কর। অপর বিশ ব্যাক্তির প্রতি তাকে তিনি করে বেতারাহত করে শূন্যলাভ করে সামরিয়ার পাঠিয়ে দাও। সবক 'জন খৃষ্টিয়ানকে বিভক্তি করে জামে'
মসজিদের সন্নিকটে তাদের গির্জাটি ধ্বংস করে দাও এবং সে স্থান পর্যন্ত মসজিদকে সম্প্রসারণ করে নাও। খলিফা গভর্নর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহের জন্য পঞ্চাশ হাজার নির্ধার এবং তার সহযোগী আমিরদের জন্য মূল্যবান অনুদানের নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ খলিফার নির্দেশ পুনর্নির্ধারণে বাস্তবায়ন করেন।

'এ বছর খলিফা মুতাবোয়াকিল আলালাহা ঈসা ইবন জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবন আসিম নামক রাজকীর্তির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তাকে বেদম প্রহার করা হয়। কথিত আছে যে, লোকটিকে এক হাজার বেতাহাত করা হয়। ফলে লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তার কারণ, সত্তরজন লোক পূর্বঞ্জুলের বিচারক আবু হাসানান আহ-বিয়ারাদারের নিকট সাক্ষাৎ প্রদান করে যে, ঈসা ইবন জাফর আবু বকর, উমর, আয়াশা ও হাফসা (রা)-কে গালাগাল করে।

বিষয়টি খলিফাকে অবহিত করা হলে খলিফা বাগদাদের নাযিব মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির ইবনুল্লাহ ঈসান-এর নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন তাকে জনসাধারণে গালাগালের হত হিসেবে প্রহার করে এবং পরে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেরাহাত করে। মৃত্যু হবার পরে মুক্ত তাকে দাঙ্গায় ফেলে রাখা হয় এবং যেন তার রানায় আদায় করা না হয়, যাতে এই শাস্তি দেখে ইসলামপূর্বী ব্যক্তিরা তীব্র হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেন। মহান আলাহাত তাদের অনুশোচনা করেন এবং তাদের অতিসংপাদ করেন।

উল্লেখ যে, কেউ যদি হয়ত আয়াশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার সমস্তক্ষেপে কাফির বলে গণ্য হবে। এটার উমুয়াহুতুল মুমিনিন-এর ব্যাপারে দুটি অতিমত রয়েছে। তবে সঠিক হল, কেউ অন্যান্য উমুয়াহুতুল মুমিনিন-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে ও সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, তারা ও রাসুল্লাহ (সা)-এর কী। মহান আলাহাত তাদের প্রতি সত্যি ভাবে হোন।

ইবন জার্যার বলেন: এ বছর বাগদাদে তারকা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছিল জুমাদাল উদ্বরার প্রথম রাত বৃহস্পতিবার। এ বছর অগস্ত মাসে চাই বৃষ্টি হয়। এ বছর প্রচুর পানি পড়ে, বিশেষত পরে মারা যায়। এ বছর রোমানরা আইনে যুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার যুদ্ধ গোষ্ঠীর সকল মানুষকে বন্ধী করে এবং তাদের নারী-শিশু ও পুত্রকে ধরে নিয়ে যায়।

ইবন জার্যার বলেন: এ বছর প্রধান বিচারপতি জা'ফর ইবন আবদুল্লাহ ওয়াহিদ-এর উপস্থিতিতে, খলিফার অনুমতিক্রমে এবং ইবন আবুরু শাওয়ারিত-এর নেতৃত্বে তারসূন নগরীতে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে বন্ধী মৃত্যু অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের বন্ধীর সংখ্যা ছিল পুরুষ সাতশ পঞ্চাশজন, মহিলা একশ পঞ্চাশজন। বাদশাহের মা তাদুরা (মহান আলাহাত তাকে লান্নাত করেন) তাদের হাতে যারা বন্ধী ছিল, তাদেরকে কৃষ্ণধর্ম প্রহার করা প্রস্তাব প্রদান করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। যারা তার প্রেরণে সাড়া দিয়ে কৃষ্ণধর্ম প্রহার করে, তাদের ব্যাপ্তি অন্যদেরকে সে হত্যা করে। এই মহিলা বার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। অন্যান্য কৃষ্ণধর্ম প্রহার করে। তার বাইরে প্রায় নয়শ নারী-পুরুষ অবশিষ্ট ছিল যাদের পথ দিয়ে মৃত্যু করা হয়।

এ বছর বাজা গোষ্ঠী মিসরের একটি বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বনে। ইতিপূর্বে বাজা

রেহাই দিল না। তাতে তাদের কত লোক যে খুন হল, তার সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। তারেবেলা অবশিষ্টা এক হাজারে পারে ছিল জড়ো হল। তাদের উপর তাদের অজাতে আক্রমণ করে বসলেন। তাদের অধিকাংশকে হত্যা করে এবং নিরাপদে তাদের রাজ্যকে ধরে সঙ্গে করে খালিফাকে নিকট নিয়ে যান।

এ ঘটনা ঘটেছিল এই বছরের প্রথম দিন। খালিফা রাজাকে তার এলাকায় শাসক নিযুক্ত করে, যেমনটি সে পূর্বে ছিল এবং ইবনুল কাশীকে উক্ত অঞ্চলের দেহান্তের দায়িত্ব প্রদান করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহরই জন্য।

ইবন জায়রিয়ার বলেন: এ বছর জুম্মাদাল উক্বরায় ইয়া’কুব ইবন ইবরাহিম-যিনি কাওসারা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন- মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমার মতে এই লোকটি খালিফা মুতাওয়াকিলের পক্ষ থেকে মিসরের নায়িব ছিলেন।

এ বছর আবুদুল্লাহ ইবন মাহার ইবন নাউদাদ মানুষকে হত্যা করা এবং হত্যার মার্গে মূত্যু পেতে হয়। এ বছর বিশ্বত্য বন্দীদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হামল ও জায়রা ইবনুল মুসলিম আল-হামারি, আবু হাওরা আল-হামারি, ইসুস ইবন হায্যম সাজাদাদ ও ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসির মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইমাম আহমদ ইবন হামল (র)

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হামল ইবন হীলাল ইবন আসাদ ইবন ইদরীস ইবন আবদুল্লাহ ইবন হামল। ইবন আনাস ইবন আবদুল্লাহ ইবন আফব ইবন কাসিদ ইবন মাহিল ইবন শায়াবান ইবন যাহার ইবন হামল। ইবন হীলাল ইবন হীলাল ইবন আনাস ইবন আফব ইবন কাসিদ ইবন মাহিল ইবন শায়াবান।

আল-হামারি কাজীর আবু করক আল-বায়াহকী তার রচিত সাহিত্য মানানকে আহমদ-এ তারই শায়খ মুসত্তাদরাক-এর চরিয়াত হাসিম আবু আবদুল্লাহ আল-হামারি-এর সূত্রে এই বংশধরার-ই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ-এর ছেলে সালিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমার পিতা আমার এক কিছু এই বংশধরায় থেকে পেয়ে বলেন: এ দিয়ে তুমি কি করবে? তিনি এই বংশধরারকে অমিতাকার করেন নি।

ইতিহাসগত বলেন: ইমাম আহমদ-এর পিতা তাকে নিয়ে মার্বেঙ্গ থেকে বাগদাদ চলে যান। তিনি তখন তার মায়ের গত্তি। তারপর এক চৌকিটি হিজরীর ঘোষিত আওয়াল মাসে তার মা তাকে বাগদাদে প্রবেশ করেন। তার পিতা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তার বয়স তিনি বছর। পরে তার মা তাকে লালন-পালন করেন। সালিহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি
বলেন: তখন আমার মা আমার উভয় কান ছিন্ন করে তাছে দুইটি মুক্ত স্থাপন করে দেন। বড় হওয়ার পর মা মুজালোলা আমাকে দিয়ে দেন। আমি সেগুলো শিশ দিয়ে বিক্রি করি।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হা�askell দুইশ একচরিত্র, হিজরীর বার রবীউল আওয়াল জুমআর দিনে ইনিফিকাল করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল সাতাব্দুর বছর। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হা�askell শৈশবে কর্মী আবু ইউসুফ-এর মজালিসে যাওয়া-আসা করতেন। পরে তা ছেড়ে দিয়ে হাদিস প্রবন্ধে প্রতি মনোনিবেশ করেন। বীর শায়খদের থেকে তাঁর সর্বপ্রথম হাদিস অনুষ্ঠান ও প্রবন্ধের ঘটনা ঘটায় একাধি শায়খের হিজরীতে। তখন তার বয়স ছিল খোল বছর। তিনি সর্বপ্রথম হজ করেন একাধি শায়খের হিজরীতে। তারপর একাধি একানবাই সনে। এ বছর ওয়ালীদ ইবনে মুহাম্মদও হজ করেছেন। তারপর একাধি ছিরাবাই হিজরীতে। একাধি সাতাব্দুর হিজরীতে তিনি ইতিফাকে বলেন। তারপর একাধি আটানবাই হিজরীতে আবার হজ করেন এবং একাধি নীরাবাই হিজরী পর্যন্ত ইতিফাক পালন করে। তারপর আবদুর রায়াক-এর নিকট ইমামানে চলে যান। সেখানে তিনি, ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইবনে রাজহওয়া আবদুর রায়াকে থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেন।

ইমাম আহমদ বলেন: আমি পাচবার হজ করেছি। তার মাঝে তিনি বলে হেক্তে। এর প্রতি হজে আমি বয়ে করেছি শিশ দিয়ে বিক্রি করে।

তিনি বলেন: একাধি হজের উদেশ্যে রওনা করে আমি পথ হারিয়ে ফেলি। তখন আমি হেক্তে চলছিলাম। ফলে, আমি বলতে হয় করলাম কে আল্লাহর বাদাম! তোমারা আমাকে পথের সদর দাও। আমি এ কথাটা বলে চলছি। এর মধ্যে আমি সঠিক পথ পেয়ে গেলাম।

ইমাম আহমদ বলেন: একাধি আমি কুফার উদেশ্যে রওনা হই। পথে এক বাড়িতে আমি মাটির নীচে ইট রেখে রাত যাপন করি। যদি আমার নিউকট নকবাই দিয়ে তাক, তাহলে আমি রাই এলাকায় জায়ির ইবনে আবদুল্লাহ নিকট চলে যেতে। আমার অনেক সংগী গিয়েছিল। কিন্তু, আমি যেতে পারিনি। কারণ, আমার নিকট একটি কর্পকার্ড ছিল না।

ইবন আবু হাতিম তাঁর পিতার সুরে হামালা থেকে বর্ণিয়া করেন যে, হামালা বলেন: আমি ইমাম শাফেককে বলতে দুইটি হজ করেছি। আহমদ ইবনে হা�askell মিশরে আমার নিকট আমন করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আসসনি।

ইবন আবু হাতিম বলেন: সঙ্গত বাধ্য সংকল্পের কারণে তাঁর এই ওয়াদা পূরণ করেন। আহমদ ইবনে হা�askell বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন এবং সমকালীন শায়খদের থেকে হাদিস শ্রুতি করেছেন। তাঁর হাদিস শ্রুতিকারী শায়খগণ তাঁকে প্রশংসা করেন।

আমাদের শায়খ তাঁর 'তাহিয়া' নামক গ্রন্থে আবরে বর্মালার ধরাবাহিকতার অনুযায়ী তাঁর শায়খদের নাম সংকলন করেছেন। অনুরূপ যারা তাঁকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাদের নামও।

ইমাম বায়াহাকী ইলম আহমদ-এর একক শায়খ-এর উলেখ করার পর বলেছেন: ইমাম আহমদ তাঁর মুনাফাদ প্রতি কিভাবেই ইমাম শাফেক থেকে রিওয়াযাত উলেখ করেছেন এবং তাঁর
থেকে কুরায়শ-এর বংশধরা এবং উদ্ভেদের ফিকাহ আয়ত্ত করেন। ইলম আহমদ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তার তাজা সম্পত্তির মধ্যে ইমাম শাফিকীর দুটি পুত্র আল-কাদিমা ও আল-জাদিদা পাওয়া গিয়েছিল।

আমার মতে: ইমাম আহমদ ইমাম শাফিকী (র) থেকে মে কাঁটা হাদিস বর্ণনা করেছে, ইমাম বায়াহাকী এককভাবে সেগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তার পরিমাণ কুটিলরূপ কম হবে।

ইমাম শাফিকী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণিত মূল হাদিস আমারা বর্ণনা করেছি, তার মধ্যে সর্বোচ্চ হাদিস হলো কাবর ইবুন্ন মালিক থেকে যাহারকে আব্দুর রহমান ইবুন্ন কাবর ইবুন্ন মালিক, যুহুরী, মালিক ইবুন্ন আনস ও ইমাম মালিক সুরের ইমাম আহমদ ইবুন্ন হাদিস বর্ণনা করেন যে, কাবর ইবুন্ন মালিক বলেন এ। তামুলাহ সা ইরশাদ করেন।

নমস্কা, মুমিনদের জন্য এই একটি পাঠ, যা আপনাদের বৃহ্সে কুলে থাকে। তাপর পুনর্বার সময় তাকে তার দেহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ইমাম শাফিকী (র) একক নবিদেহ হিজরাতে তার দ্বিতীয় বাগদাদ সফরে যখন ইমাম আহমদ-এর সঙ্গে মিলেছিল, তখন তিনি ইমাম আহমদকে বলেছিলেন যে, আব্দুর রহমান পিতা। যখন আপনার নিকট কোন হাদিস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে, তখন বিষয়টি আমাকে অবহিত করবেন। আমি তার নিকট যাব যে তিনি হিয়াজী হোন, শামী হোন, ইরাকী হোন বিন্দু ইয়ামনী। অর্থাৎ ইমাম শাফিকীর অন্যদিন হিয়াজী মূল ফখীর মূল নাম নয়, যারা হিয়াজীদের বর্ণনা ব্যতীত হয়। করতেন না এবং তাদের বাহ্যিক অন্যদের হাদিসসমূহকে অহলে কিতাবের হাদিসের নিয়ম মূল্যবান করতেন। ইমাম আহমদ (র) হে ইবেদের ইমাম শাফিকী (র) এর এই উদ্দেশ্য বলেছিল, ইমাম আহমদ-এর প্রবন্ধ প্রদর্শন এবং একথা বুঝানো যে, তার অবস্থান এতেই হে ইবেদের যে, সহীহ ফখীর সকল ক্ষেত্রে তারা শরণপত্তা হওয়া যায়। ইমাম ও অলিম্বারের নিকট ইমাম আহমদ (র) এর এই মায়া ছিল। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা আসে যে, ইমামগণ ইমাম আহমদ ইবুন্ন হাদিস-এর প্রশ্ন করেছেন এবং ইমাম ও হাদিসের তার সুবিধা মূর্তিতাত্ত্বিক কথা শুনিয়ে বলেছেন। মূর্ত্তি যজ্ঞেই সর্বত্র তারা সুবিধা ছড়িয়ে পড়েছিল। উল্লেখ যে, ইমাম শাফিকী যখন উক্ত ব্যক্ত প্রদান করেন, তখন ইমাম আহমদ (র) এর যাস ছিল তিনি-এর অন্য বেশী।

তাপর বায়াহাকী ইমাম বিবেকে ইমাম আহমদ-এর অতিমত বর্ণনা করেন যে, তার মতে ইমাম বলা ও উমরের নাম এবং ইমাম বাড়ে ও করে। তাণাহ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার অভিমত হলো, কুরআন মনোদর আব্দাল্লাহ বাণী-মাখুল নামালের যারা বলেন, পত্র কুরআনের ভাষা মাখুল, ইমাম আহমদ তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তারা পবিত্র কুরআনকেই বুঝিয়ে থাকেন।

ইমাম বায়াহাকী বলেন যে, ইমাম আহমদ-এর বিয়ে এবং বিয়ে আবু উমরা ও আবু আফর আহমদ সুরে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমদ বলেন যে ভাষা হলো নবসূত্র এবং পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন।
না যাতি মো পৌরো, নাকের রোমিত
অথ মানুষে কথা-ই উক্তারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে (সুরা কাফ ৪: ১৮)।

তিনি বলেন: এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষা মানুষের কথা।

অন্যান্য ইমামগণ আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: পবিত্র কুরআন-তাকে যেভাবেই উপস্থাপিত করা হোক না কেন-সূত্র নয়। পক্ষান্তরে, আমাদের কর্মকাণ্ড সূচী।

ইমাম বুখারী মানুষের কর্ম-ক্রিয়া বিষয়ে এ অর্থ-ই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সহীহ বুখারীতে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার মতামতের পক্ষে এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরাশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের কঠ দ্বারা কুরআনকে শোধিত কর।" এ কারণেই অনেক ইমাম বলেন: কলম কলাম নাটির, শুনছি করার কল।

বায়াহাকী ইন্ত সবার উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম আহমদ থেকে ইসমাইল ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আস-সুলামী সূত্রে বায়াহাকী বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমদ বলেন: যে বাকী বলে। পবিত্র কুরআন নবসূচী না কেন।

আবার আলুল হাসান আল-মায়মূরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাহিম্যারা যখন ইমাম আহমদকে পবিত্র কুরআনের আযায় - মায়ানিম্ত সত্যের কথা ও সত্যের অসম্মুখী ও প্রাক-কাল যথেষ্ট। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা কৌতুকশ্ল শব্দ করে (সুরা আরিয়া ৪: ২)। দ্বারা দলিল পেশ করে, তখন তিনি এই বলে তাদের জন্য প্রদান করেন যে, এক হতে পারে, আমাদের প্রতি কুরআনের অবতরণ সৃষ্টি-মূল যুগ নয়।

হায়ল সূত্রে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদ বলেন: হতে পারে এই অন্য পবিত্র কুরআন নায়। তা না, রাজাসুলাহ (সা)-এর উল্লেখ কিংবা মানুষের প্রতি তার উপদেশ।

তারপর বায়াহাকীর পরামর্শে মহান আব্দুর রহমান দীনার বিষয়ে ইমাম আহমদ-এর অভিভাস উল্লেখ করেছেন এবং দীনার বিষয়ে সুহারেল (রা)-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তা হল অতিরিক্ত। তাহাদের বায়াহাকী সাদৃশ্য অবস্থান না করা, তবে শান্তি প্রাপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং বায়াহাকী (সা) ও সাহাবগণ থেকে কুরআন-সুদ্রাহয় বর্ণিত বিধি-বিধানকে অক্ষর ধরার বিভর্ষে ইমাম আহমদ-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

বায়াহাকী হাকিম, আল আমর ইবুনুস সামাক ও হাসল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম ইবন হালম মহান আব্দুর রহমান (রা)-এর ব্যাখ্যা করেছেন, অনে জাহ তোমাহ (তার প্রতিদান একে দেওয়া) বলে। তারপর বায়াহাকীর বলেন: এই সমান কোন প্রতিযোগিতা নেই।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে যথাক্রমে মির, আসিম ও আবু বকর ইবন আইয়াশ সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন: ৪ মুসলমানগণ যাকে উত্তম বলে ইমাম আহমদ বলেন।
সাব্যস্ত করবে, তাই উত্তম। আর তারা যাকে মন্দ বলে স্থির করবে, তা-ই মন্দ। সাহাবগণ সকলে আবু বকর (রা)-কে ক্ষতি নির্বাচন করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। এই হালনার সনদ সহীহ।

আমার অভিমত হলঃ এই বর্ণনায় আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে খলিফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহাবগণের ঐকমত্যের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত বিষয়টি তা-ই যা ইবন মসুদ (রা) বলেছেন। এ ব্যাপারে একাধিক ইমাম সপ্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আহমদ যখন ইহমদ গমন করেন, তখন আবার পরীক্ষা আমলে যখন তাকে খলিফা মা’মুন-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন আমর ইবন উসমান আল-হিমসী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, থিলাফতের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? জবাবে তিনি বলেনঃ প্রথমে আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান, তারপর আলি। আর যে ব্যক্তি আলিকে উসমান-এর উপর প্রাধান্য দিল, সে শুরু সনদ্যাদের উপর অবদার আরোপ করল। কেননা, তারা তো উসমান (রা)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাশিল (র)-এর তাকল্য়া, কৃষ্ণুতা ও দুনিয়ারবিমূখতা

বায়হাকী মূমিনী সুজ্জে ইমাম শাফিতু (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিইতু (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিইতু (র) খলিফা মা’মুন রশীদকে বলেন ৪ ইয়ামানের জন্য একজন বিচারকের প্রয়োজন। জবাবে মা’মুন রশীদ বলেনঃ আপনি লক্ষ ঠিক করন, আমি তাকে ইয়ামানের বিচারপত্রের পদে অধিষ্ঠিত করব। ইমাম আহমদ ইবন হাশিল তখন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইমাম শাফিইতু (র)-এর নিকট যাওয়া-আসা করতেন। ইমাম শাফিইতু তাকে বলেনঃ তুমি ইয়ামানের বিচারের দায়িত্বটা প্রাপ্ত করবে কি? আহমদ ইবন হাশিল (র) প্রত্যাহার করেন বলেন এবং শাফিইতু (র)-কে বলেনঃ আমি আপনার নিকট সেই ইলেমের জন্য আসা-যাওয়া করে থাকি, কেননা ইলেম মামুনের দুনিয়ারবিমূখতা করে। আর আপনি কি না আমাকে বিচারক হতে বলছেন! ইলেম-ই যদি না থাকে, তা আজকের পর থেকে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব না। জবাব হতে ইমাম শাফিইতু (র) লজিত হলেন।

বলিষ্ট আছে যে, ইমাম আহমদ ইবন হাশিল তার চারা ইসহাক ইবন হাশিল তার হেলের পিছনে নামাজ পড়তেন না এবং তাদের সঙ্গে কখনও বলতেন না। কেননা, তারা বাদশাহের উপতোকন প্রাপ্ত হয়েছিল।

একবার তিনিদিন এমনভাবে অতিবাহিত হল যে, ইমাম আহমদ ইবন হাশিল খাওয়ার জন্য কিছুই পেলেন না। অবশেষে এক বন্ধুর নিকট থেকে কিছু ছাড়া ধরে আনলেন। এবার পরিবারের লোকেরা বুঝতে পারল যে, তার খাদ্যের প্রয়োজন। ফলে তারা তাড়াহুড়া করে রুটি তৈরি করে আনল। তিনি বলেনঃ এত তাড়া কেন? রুটি কিভাবে তৈরি করেছে? তারা বলল ৪ সালিহ-এর ঘরের চুলাটা পরম পেলাম। তাই, তাতে রুটি তৈরি করান বাবা। তিনি বলেনঃ নিয়ে যাও। তিনি রুটি পেলেন না এবং সালিহ-এর ঘরের সঙ্গে সংযোগকারী দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বায়হাকী বলেনঃ তার কারণ ছিল, সালিহ খলিফা মূতাওয়ানকিল আলাল্লাহ-এর উপতোকন প্রাপ্ত হয়েছিল।
ইমাম আহমদ-এর ছেলে আবদুল্লাহ বলেন ৪ আবরাজান একবার বোলদিন খলিফার সনাবাহিনীর নিকট অবস্থান করেন। এই দিনগুলোতে তিনি সিকি মুদ্র ছাড়া ছাড়া আর কিছুই আহর করেননি। তিনি তিনিদিন পরে সমাজ ছাড় খেয়ে ইফতার করতেন। বোলদিন পরে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত এড়াকে জীবন অতিবাহিত করেন। তখন তার সৃষ্টা ফিরে আসতে ছয়মাস সময় লেগেছিল। আমি দেখেছি, তার চক্ষুগুলো কেটে থাকতে গিয়েছিল।

বায়হাকি বলেন ৪ খলিফা তার নিকট রকমরি খাবারের পরিপূর্ণ খাবা প্রেরণ করতেন। কিন্তু আহমদ তার কিছুই খেতেন না।

তিনি বলেন ৪ খলিফা মা’মুন একবার হাদিস শিক্ষার্থীদের মাঝে বন্ধ করাজ জন্য কিছু সোনা প্রেরণ করেন। সকল হাদিস শিক্ষার্থী-ই তা থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, আহমদ গ্রহণ করেননি। তিনি তা গ্রহণ করতে অহিম্যকৃতি জানান।

সুলায়মান আশ-শাযকুদী বলেন ৪ আমি আহমদ-এর নিকট উপহার হলাম। তিনি ইয়ামানের এক ব্যক্তির নিকট একটি তাঁদের বাড়ি রেখেছিলেন। পরে তিনি পাটিটি ছাড়িয়ে আনেতে গেলে লোকটি দুটি পাথর বের করে একে বলল ৪ এই দুটি থেকে আমাদের পাটিটি নিয়ে নিন। কিন্তু, ইমাম আহমদ বিশাল পড়ে গেছেন যে, তার পাথর কোনটি। ফলে তিনি বলেন ৪ তুমি দায়িত্ব, পাথর আমার ছাড়তে হবে না। বলে তিনি পাটিটি রেখে কিরে যান।

ইমাম আহমদ-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন ৪ ওয়াসি-এর আমলে আমরা পুত্র সংকট পড়ে গিয়েছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট পড়ে লিখল, আমার নিকট চার হাজার দিনহাম আছে যেখানে আমি পিতা থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পেরেছি। সেগুলো সাদাকো নয়, যাকাতো নয়। আমি ইচ্ছে হলে মুড়গুলো নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অহিম্যকৃতি করলেন।

লোকটি গীর্জাতীত করলেও আবরাজান রাহী হলেন না। কিন্তু পর বিষয়টি উদ্ধাপন করলে তিনি বলেন ৪ আমারা যদি সেগুলো গ্রহণ করতাম তাহলে আজ তা শেষ হয়ে যেত এবং আমারা তা খেয়ে ফেলতাম।

এক ব্যক্তিগত ইমাম আহমদকে দশ হাজার দিনহাম গ্রহণ করতে আবেদন করে, যে অর্থগুলো এমন কিছু প্রয়ের ব্যবসায় অর্জিত হয়েছে যা তার নামে বিনিয়োগ করেছিল। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা গ্রহণ করতে অহিম্যকৃতি করলেন এবং বললেন ৪ আমাদের যেতে আছে। তোমার এই সদিক্ষা জন্য মহান আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিয়োগ দান করল।

অপর এক ব্যক্তিগত তাকে তিন হাজার দিনহাম প্রদান করতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ না করে উঠে চলে যান।

ইমাম আহমদ যখন ইয়ামানে অবস্থান করছিলেন তার পয়সা-পাতি শেষ হয়ে যায়। তার শাযখ আববুর রায়ে তাকে একমুটি দীনার দিতে চাইলেন। কিন্তু, তিনি বললেন ৪ আমার চলচ্চ তো এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

ইমাম আহমদ-এর কাপড় ছুরি হয়ে যায়। তখন তিনি ইয়ামানে। তিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রইলেন। সেদিন তাকে হাতিয়ে ফেলল। অবশেষে তারা এসে বিক্ষোভ করলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করেন। তারা তাকে কতগুলো বর্ণ দিতে চাইলে তিনি তা থেকে

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
একটি মাস্ত দীনার গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য যাতে তারা সওয়ার থেকে বঞ্চিত না হয়। মহান আল্লাহ তাকে রহম করলেন।

আবু দাউদ বললেন: ইমাম আহমদ-এর মজলিসগুলো ছিল আরিফাতের মজলিস, যাতে দুনিয়ার কোন বিষয় আলোচিত হয় না। আমি কখনো ইমাম আহমদকে দুনিয়ার আলোচনা করতে দেখিনি।


আবু জাফর মুহাদ্র ইবন্ন ইয়াকুব আস-সাফাফার থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: আমার আহমদ ইবন হাশেম-এর সঙ্গে সুরা মানারা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন আমার বললাম: আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসি। কাজেই, তুমি যা ভালবাস, আমাদের সব সময় তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। তাপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমার বললাম: আল্লাহ দু'আ করুন। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমার তোমার নিকট তোমার সেই শক্তি প্রার্থনা করছি, যা তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে বলছিলে যে- 'ন্যান্যান্যান্যান্যান্।'

তোমার উদ্যোগে আসে ইসলাম অথচ অনিচ্ছিয়। তারা বলল, আমার আসলম অনুগত হয় (সূরা হামিদ ৪:১১)। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার সুখীতি অর্জনের তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ! আমার দারিদ্র্য থেকে থেকে তোমারই নিকট আমার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই বৈশিষ্ট্য দিও না, যার ফলে আমারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি এবং এত কমও দিও না, যার ফলে আমারা তোমাকে তুলে যাই। তুমি তোমার অনুগতে আমাদেরকে জীবিকার সঞ্চালন দান কর, যা দুনিয়াতে আমাদের জন্য যোগ্য হয়ে এবং আমাদেরকে তুমি সঞ্চালন দান কর।

বায়হাকী বললেন: আবুল ফায়স আল-তামিমী ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ইমাম আহমদ নিজের দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! এই উদ্দেশ্যের দ্বারা সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তাকে তারা সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদেরকে তুমি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা সতর্ক হয়ে পারে। তিনি আবু বললেন: হে আল্লাহ! তুমি যদি উমরে মুহাম্মদ (সা)-এর নাফরান লোকদের পক্ষে ফিদইয়া গ্রহণ করে থাকে, তাহলে আমাকে তুমি তাদের ফিদইয়া হিসেবে গ্রহণ করে নাও।

সালিহ ইবন আহমদ বললেন: আমার আকার কখনো কতো নিকট উদ্যুর পানি তল করতেন না; বরং তিনি নিজেই পানি সংগ্রহ করতেন। বালতি যখন পূর্ব হয়ে বেরিয়ে আসত, তখন
বলতেন আল্হামমুলিনিহারা ! আমি বললাম : আবারাজান ! এতে উপকার কি ? তিনি বলেন : বৎস !
তুমি কি মহান আল্লাহর বাণী শোননি -

আরোহ্তে ন আমি মাকে মুরাই, মানিন যাতিকে মানাম, মুরাই -

আর্থাৎ - বল, তোমার ভেতে দেখেছি যে পানি তু-পর্দে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কে তোমাদেরকে এনে দেব প্রবাহমান পানি (সুরা মুলক : ৩০)।

এই মর্যে ইমাম আহমদ থেকে বছর বর্ষ উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আহমদ দুনিয়াবিমূখতা বিষয়ে বুঝি কলেবরে একটি গুঁট রচনা করেছেন, যেমনটি পূর্বে কেউ রচনা করেনি। ধারণা, বর্তমান বিশ্বাস, তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই কিতাবখানা রচনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করেন।

ইসমাইল ইবন ইসহাক আস-নিরাজ বলেন : আহমদ ইবন ইবন ইসহাক আমাকে বলেন : হারিস আল-মুহাসিবী যখন আরামের ফাতের অবস্থায়, তখন তাকে আমাকে দেখাতে পারলেন কি ? আমি বললাম : ইচ্ছা এবং আমি তাকে আনন্দিত হই। তারপর আমি হারিস-এর নিকট গিয়ে বলাম : আমি আশা করছি, আপনি ও আমার সাহিত্য আজ রাত আমার নিকট উঠিয়ে হবেন। হারিস আল-মুহাসিবী বলেন : তার তো অনেক, তাদের তো থাকাকালীন ব্যবস্থা করতে হবে।

যা হোক, মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে তারা আসলেন। ওদিকে ইমাম আহমদ আপেক্ষ এছাড়া এক কাঁকে এরনেভে বসে থাকেন, যেন তিনি তাদেরকে দেখতে পান ও তাদের কথা শুনতে পান; কিন্তু তারা তাকে দেখে না।

ইস্লাম নামায় আদায় করার পর তারা আর কোন নামায পড়ল না; বরং এর হারিস-এর সম্যকে মাথা বিকীর্ণ হয়ে বসে রয়েছে, যেন তাদের মাথার উপর পার্শ্ব বেস আছে। মধ্যাহ্নে এক বাকি হারিস আল-মুহাসিবীকে একটি মাসালগা জিজ্ঞেসা করে। হারিস সে বিষয়ে এবং তৎসম্পর্কে দুনিয়া বিমূখতা, তাকওয়া ও উপদেশ বিষয়ে কথা বলতে চুরি করেন। প্রশ্নাদের কেউ বুদ্ধি করে করতে কেউ টাকারে এবং কেউ চাইকার করতে চুরি করল।

ইসমাইল ইবন ইসহাক বলেন : এরার আমি কল্প ইমাম আহমদ-এর নিকট গলাম।

দেখলাম, তিনি কাদ্রান্ত, এমনকি তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছেন। এই অবস্থা তোর পর্যন্ত অবহেল থাকে।

অবশেষে যখন তারা ফিরে যেতে উদার হল, আমি বললাম : এদেরকে কেমন দেখেছন যে আবু আবদুর্রাহ ! তিনি বলেন : দুনিয়াবিমূখতা বিষয়ে এই লোকটির নায় আর কাউকে কথা বলতে আমি দেখিনি। আর এই লোকটির নায় মানুষের আমি দেখি। কিন্তু, আমি তোমার তাদের সংখ্যা অবলম্বন করা আমি সমীচীন মনে করি না।

বায়াহকে বললাম : হতে পারে ইমাম আহমদ তাদের সঙ্গে তার সাহচর্য অবলম্বন এই জন্য অপসর্গ করেছেন যে হারিস ইবন ইসহাক দুনিয়াবিমূখ ছিলেন বটে, কিন্তু ইলমুল কালানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। আর ইমাম আহমদ তা অপসর্গ করেছেন। কিন্তু, তিনি ইসমাইল ইবন ইসহাক-এর জন্য তাদের সাহচর্য এই জন্য অপসর্গ করেছেন যে, তাদের তীর্কায়, দুনিয়াবিমূখতা ও তাকওয়ার উপর চলা তার পক্ষে অস্বীকার ছিল না।
আমার অভিমত হল, ইমাম আহমদ-এর বিষয়টি অপসার করার কারণ হল, তাদের কৃষ্ণতা ও সুলুক এটি করিন ছিল, যা শরীআত অনুমোদন করে না। এ কারণেই আবু যুসুফ আর-রাজিই হারিব ইবুন আসাদ-এর কিতাব 'আর বিআযাহ' সম্পর্কে মন্দ করেছেন যে, এটি বিদ্বেষিত। এক ব্যক্তি তার নিকট কিতাবখানা নিয়ে আসলে তিনি বলেছিলেন। তুমি মালিক, হাওয়ারি, আওয়াই ও লাইছ-এর আদর্শ মত চল এবং এটি পরিহার কর। কেননা, এটি বিদ্বেষিত।

ইবরাইম আল-হারবী বলেন: আমি আহমদ ইবুন হাসানকে বলতে শেখেছি, তুমি যদি কামানা কর যে, তুমি যা ভালবাস, আলাহ তোমার জন্যা তা বিদ্যমান রাখবেন, তাহলে আলাহ যা পসন্দ করেন, তুমি তার উপর অটল থাক।

তিনি আরো বলেন: অভাব-অন্তনে ধৈর্যপূর্ণ করা এমন একটি মর্যাদা যা রূপ বাড় আলাহ ওয়ালারা লাভ করতে পারা না।

তিনি আরো বলেন: দর্শনীয় হোল্টতার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। কেননা, অভাব-অন্তনে ধৈর্যপূর্ণ করা তিক্ত এবং অবিচল থাকা কৃত্রিমতা অপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ। তিনি আরো বলেন: আমি দাসগুলোর মর্যাদাকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করি না। তিনি বলতেন: মানুষের উচিত নৈতিক শক্তির পর জীবিকা গ্রহণ করা এবং লোক ও মানুষ জ্ঞাত হয়ে তা গ্রহণ না করা। তিনি হিসাব যাতে সহজ হয়, সে জন্য দুনিয়ার সহায় সম্পর্ক কম হওয়া পসন্দ করতেন।

ইবরাইম বলেন: এক ব্যক্তি ইমাম আহমদকে আপনি কি এই ইলম মহান আলাহার জন্য শিক্ষা লাভ করেছেন? জবাব ইমাম আহমদ বলেন: এ এক কড়েন শর্ত। কিন্তু মহান আলাহ আমার নিকট একটি বিষয় রিয়ার করে দিলেন আর আমি তা একটি করলাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন: আমার এই ইলম যদি মহান আলাহার জন্য হরা থাকে, তবে তো আল।

কিন্তু, ব্যাপার হল, আমার নিকট একটি বিষয় রিয়ার করে দেওয়া হয়িছে, আর আমি তা সমর্পিত করছি।

বায়হাকী বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ-এর নিকট একটি বিষয় দেখে দিলেন আর আমি তা একটি করলাম। কিন্তু, কথাটা ছেন তিনি রূঢ় হলেন এবং বলেন: আমি তার জন্যা দু'আ করার পরিবর্তে বর্ণ আমি তার দু'আর জন্যা কল্পনা করিয়ে। তারপর তিনি মহিলার জন্যা দু'আ করলেন।

লোকটি তার মায়ের নিকট ফিরে গিয়ে দরজায় আমার করল। তার মা পালিয়ে হেই এসে দরজায় খুলে দিল এবং বলল: মহান আলাহ আমাকে সুখ কর দিয়েছেন।

বায়হাকী আরো বর্ণনা করেন যে, এক বিভক্ত ইমাম আহমদ-এর নিকট বিভক্ত চাইলে তিনি তাকে একটি টুকরা দান করলেন। দেখে এক ব্যক্তি বিভক্তকে নিকট এসে বলল: এই টুকরাটি আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাকে এক দিনহাম বিনিময় দেব। কিন্তু বিভক্ত অধিকার করল।

এবার লোকটি পাখায় দিনহাম দিয়ে চাইল। বিভক্ত তাতেও অনিস্তুত জনাল এবং বলল: তুমি এর যে বরকত লাভ করার কামনা করছ, আমিও সেই বরকতের আশা করছি।

তারপর ইমাম বায়হাকী খলিফা মামুন, মু'তাসিম ও ওয়াসান-এর আমলে পরিচ ক্রুকান
-এর সুবৃত্ত ইমাম আহমদ ইবুন হাসান যে নির্যাতন, দীর্ঘ বদীত্ব, বেদন প্রহার ও নির্মিত নির্যাতনে
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

খুন হওয়ার হুমকির সম্পুর্ণতায় হয়েছিল এবং এসব ব্যাপারে তাদের প্রতি তাঁর বেপরওয়া দৃষ্টিভঙ্গি, ধৈর্য্যাধরণ এবং সঠিক দীন ও সরল পথের উপর অবিচল থাকা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা যায় যে, ইমাম আহমদ যে রপরিক্ষিত সম্পুর্ণতায় হয়েছিল, সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আযাত ও বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বপ্প্ত-জাপণের তাঁকে যে ব্যাপারে উপনৈশ দেওয়া হয়েছিল তিনি তাতে নিষ্পত্তি করেছেন। ফলে তাঁকে তিনি সত্য হয়েছেন এবং ইমাম থাকায় ও প্রতিদিনের আশায় তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন এবং তিনি ইহুদিগের কল্যাণ ও পরকালের নিঃসৃত লাভ সফলকরণ হয়েছেন। উল্লিখিত বিপদপন্দের সম্পূর্ণতায় করে মহান আল্লাহ তাঁকে বিপদবরণকারী তাঁর নীলগীরের সুউচ্চ স্তরে পৌছার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় ব্যানারের অনুত্তুর করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহরই নিকট তাঁকে ও নিরাপত্তা কামনা করিয়। আল্লাহ তাঁআলা ইরাশাদ করেন র:

اللهم — أحسِبِ النُسَاءَ أن يُتَّرِكُواَ أَنْ يُقْعُولُواُ أَمْنًا وَهُمْ لَا يَقْعُولُونَ، وَلَقَدْ قَفَتُنَا

الذين مِنْ قَبْلِهِمْ قَبْلَ مِنَ اللَّهِ الدَّيْنِ صَدَقَوْا وَلَيْغَطُشنَ السَّيِّدَيْنِ

আলিফ লাম মীম। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ইমান এনেছি বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে ?

আমি তো তাদের পূর্বতনেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম ; মহান আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী (সূরা আনকুরুত ° ১-৩)।

অন্যত আল্লাহ তাঁআলা ইরাশাদ করেন র

وَاصْبِرُ عَلَيْهِ مَا أُصِبَّكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عُزْمٍ

‎‘আপদ-বিপদ দৈর্ঘ্যাধরণ করবে; এটা তো দুঃখ সংকল্পের কাজ (সূরা বুলকমান ° ১৭)।”

এই মর্মে আরো বহু অযত্ত রয়েছে।

আসিম ইবন বাহাদুলাহ থেকে যথাযথে ও’রা মহামায় ইবন জাফর সুত্রে ময়লাম ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আসিম ইবন বাহাদুলাহ বলেন : আমি মূলার ইবন সাদকে সাদ থেকে বর্ণনা করে বলতে শুনি, সাদ বলেন, আমি রাসূল লাহ (সা)-কে জিজ্ঞসা করলাম । কারা অধিক বিপদপন্ত হয় । তিনি বলেন ৷ ‘নবীরণ। তারপর তাদের পরবর্তী তীরের লোক। তারপর তাদের পরবর্তী তীরের লোক। মহান আল্লাহ মানুষকে যার যার দীন অনুপাতে পরীক্ষা করে থাকেন। যার দীন দুর্বল, তাকে সে অনুপাতে পরীক্ষা করেন। যার দীন শক্ত, তাকে সে অনুপাতে পরীক্ষা করেন। বিপদ মানুষের সঙ্গে লেগেই থাকে। এমনকি মানুষ পৃথিবীর বিচরণ করে অচ তার কোন অপরাধ নেই।

আনাস (রা) থেকে যথাযথে আবু কিলাবা, আইয়ুব ও আবদুল উহুম ছাত্রাকী সুত্রে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ-এ বর্ণনা করেন, আনাস (রা) বলেন, রাসূল লাহ (সা) বলেন ° ‘তিনটি গুণ এমন আছে, সেগুলো যার মধ্যে বিদায়ান থাকবে, সে ঈমানের মাধুর্য পাবে। যার নিকট মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্যদের তুলনায় বেশী প্রিয়। মানুষকে একমত মহান আল্লাহর জন্য ভালবাসা। মহান আল্লাহ কুফ্র থেকে রক্ষা করার পর কুফ্রের দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা আশেপাশে নিকটে হওয়া অধিক প্রিয় হওয়া।”
ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদিসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ করেছেন।

আসিম ইবন্ন হুমায়ুদ থেকে যথাক্রমে আমর ইবন্ন কায়স আস-সাকলী, সাফওয়ান ইবন্ন আমর আস-সাকলী, আবু মুহাম্মদ ও আহমদ ইবন্ন হাসাল তুলে আবুল কাসিম বাগাবী বর্ণনা করেন যে, আসিম ইবন্ন হুমায়ুদ বলেন ৪ আমি মুহাম্মদ ইবন্ন জাবাল (রা)-কে বলতে শুনেছি ৪ ‘তোমরা বিপদ আর ফিতনা ছাড়া কিছুই দেখেছে না। পরিভবিশ্বত করিন থেকে করিনতর-ই হতে থাকবে এবং মানুষের হয়ে মোহ ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পাবে না।’

উপরিভাষিণ সনদে মুহাম্মদ (রা) আরো বলেন ৪ ‘তোমরা শাসক গোষ্ঠীর মাঝে কঠিনতর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তোমরা অন্য একটি ভাবিক ও করিন পরিভবিশ্বত সৃষ্টি হওয়ার পর তদপক্ষে আরো করিন পরিভবিশ্বত এলে উপস্থিত হবে।’

বাগাবী (র) বলেন ৪ আমি আহমদকে বলতে শুনেছি ৪ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতি সতুষ্ট হয়ে যান।

বায়াহাকী রবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রবী বলেন ৪ ইমাম শাফিকু (র) একখানা পত্র দিয়ে মিসর থেকে আহমদ ইবন্ন হাসাল-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হই।

তিনি ফজর নামায় থেকে কর্তব্যে হয়েছেন। আমি পরখানা তার হতে তুলে দিলাম। তিনি বলেছেন আপনি কি পরখানা পড়েছেন? আমি বললাম ৪ না। তিনি পরখানা হতে নিয়ে পাঠ করলেন।

সংস সংস তার চক্ষুস্বরূপ দৃষ্টির উদ্ধৃত হয়ে উঠল। আমি বললাম ৪ হে আবু আবদুল্লাহ! এতে কি আছে? তিনি বলেন ৪ ‘তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন ৪ তুমি আবদুল্লাহ আহমদ ইবন্ন হাসাল-এর নিকট পর লিখ এবং যে আমার সালাম জানাও। পরে লিখ যে, তুমি আমার জন্য সম্মান হবে এবং তোমাকে খালকে কুবরানের পক্ষে সমর্থন প্রদানের আবাহন জানান। কিন্তু, তুমি তাদের আহবানে সায়া দিবে না। মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার ইসলাম উন্নত করে দিবেন।’

রবী বলেন ৪ শেষে আমি বললাম ‘সৃষ্টিবদ্ধ পুরুষকার পরিকার? বললাম তিনি গৌরব আমাটা খুলে আমাকে দিয়ে দেন। আমি শাফিকুর নিকট ফিরে এলে তাকে সৎসাহ জানাই। তিনি বলেন ৪ জামার ব্যাপারে আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। তবে তুমি জামাটা পানিতে ভিজিয়ে আমাকে দিয়ে দাও, আমি তা থেকে বরং হস্তি করি।

হাদিস বিশারদদের বক্তব্য থেকে ফিতনা ও পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপরে উল্লেখ করেছি যে, খলিফা মামুনকে একদল মুহাম্মদ ঘিরে রেখেছিল। তারা তুল পরমার্শ দিয়ে তাকে সত্যের পথ থেকে ভাস্তিতে পথে নিয়ে গিয়েছিল এবং খালকে কুবরান বিষয়টিকে তার সামুদ্রিক সোজিত করে উপস্থিত করেছিল ও মহান আল্লাহর ধন্যবাদকে অস্তিত্ব করেছিল।

বায়াহাকী বলেন ৪ খলিফা মামুন-এর আগে বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস-এর সব খলিফা পূর্বসূরীদের মত ও পথের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু, মামুন খিলাফতের মনস্তাতে আসীন হওয়ার পর এই লোকগুলো তার কাছে এসে ভিড় জমায় এবং তাকে ভিড়ানো করে ফেলে। রোমের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে তিনি তারসুস গমন করেছিলেন। তখন তিনি তার বাগাদাদের নায়ব ইসহাক ইবন্ন
ইবরাহিম ইবন মুসার্রাকে পত্র মারফত নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তিনি মানুষকে খালকে কুরআন-এর দিকে আবাহন জানান। এ কাজটি তিনি করেছেন খোলায় মূর্তার মাসকে কয়েক আগে দুইশ আরে হিজরীতে। পত্রে পেয়ে ইসহাক ইবন ইবরাহিম একদল স্ত্রীলোক বিশারদকে তালে করে তাদেরকে খালকে কুরআন-এর প্রতি সমর্থন জানানের আহবান জানান। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইসহাক-ইবন ইবরাহীম তাদেরকে প্রহর ও ভাস্ক করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। ফলে, তাদের অধিকাংশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে সমর্থন যোগ করেন। তবে ইমাম আহমদ ইবন হাফেজ ও মুহাম্মদ ইবন নুহ আল-জুন্দ ইয়াসিনী তাদের মতের উপর অবিচল থাকেন। ফলে, খালিফ নির্দেশে দু'জনকে এক উটে চড়িয়ে খালীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তখন তারা দু'জন ছিলেন শৃঙ্গলাব্দ এবং একসময় এক উটে আরামী। রাহাবা নামক নগরীতে পৌছার পর এক বেদুইন কীর্তিতাস- যার নাম জাবির ইবন আমির তাদের নিকট এসে ইমাম আহমদকে সালাম দিয়ে বললেন: আপনি জন্মপ্রতিনিধি। কাজেই, তাদের জন্য আপনি অকল্যাণের কারণ হবেন না। আজ আপনি মানুষের মাথা। কাজেই, তারা আপনাকে যেদিকে আন্দোলন করে, তাতে সাড়া দেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। অন্যথায় যিয়ামের দিন সব মানুষের পাপের বোধ আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনি যদি মহান আত্মাকে তালেবে থাকেন, তাহলে এই পরিস্থিতিতে শীঘ্রের করণ করবেন। কারণ, আপনার ও জানাদের মাঝে আপনার খুন হওয়া ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। আপনি খুন প্রাপ্ত হন, তবে আপনি মৃত্যুমূখে পতিত হবেন। আর যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে বেঁচে থাকবেন প্রশংসিত হয়ে।

ইমাম আহমদ বললেন যে খালকে কুরআনের প্রতি সমর্থন দানের ক্ষেত্রে আমি অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, লোকের বন্ধু তাতে আমার প্রত্যাশায় আসা শক্তিশালী করে।

যাহোক, তারা দু'জন যখন খালিফ বাহিনীর নিকট গিয়ে পৌছানেন এবং বাহন থেকে অবতরণ করলেন, তখন খাদিম কাপড় দ্বারা তার চোখের অশ্রু মুখার্জ্জ মুখ এতে এক মনে হয়ে আরু আবদুল্লাহ! আমি মূষ এক তরবারি কেশকুকর করে নিয়েছি যা তিনি ইতিপূর্বে কেশকুকর করেছিলেন। আমি বিয়াট সহ্য করতে পারছি না। আর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তার আমার দেহাই দিচ্ছেন। কাজেই, আপনি যদি থাকেন কুরআনের প্রথেতে তার মতে একমত না হন, তাহলে সেই তরবারি দ্বারা অবশ্যই তিনি আপনাকে শহীদ করে ফেলবেন।

বর্ণনাকারী বললেন যে একসাথে দাবী ইমাম আহমদ ইন্টি গেপে বলে পড়েন এবং লোকের নেত্রে আকাশ পানে কিন্তু তাকি তাকি থাকলেন এবং দু'আ করলেন, যেন আমার প্রতিপালক! তোমাদের সহনশীলতা এই পাপিষ্টি বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি লোকটি তোমার বস্ত্রগণকেও প্রহর ও হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেছে। হে আল্লাহ! কুরআন যদি তোমার কানাল এবং অস্তি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের তুমি তার অভ্যাস থেকে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বললেন যে সেদিনই রাতের তৃতীয় প্রহরে প্রথায়তার খালিফা মুহাম্মদ-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসে। ইমাম আহমদ বললেন যে আমারা মহিলা হলম থাক। তাদের সাথে আল্লাহ মুরাত আলাফতের মনসব আর হয়েছে, আহমদ ইবন দাউদ তাঁর কাছে গিয়ে ভেরেছে এবং অবস্থা খুবই জটিল। আমাদেরকে কষ্টপ্রাপ্ত বস্তির সঙ্গে নৌকায় করে বাগাদান ফিরিয়ে দেওয়া হল। তাদের দ্বারা আমার অনেক কষ্ট পেলাম।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খা) — ৭১
তখন ইমাম আহমদ ও তার সঙ্গী শুংখলাবদ্ধ ছিলেন। তার সঙ্গী মুহাম্মদ ইবন নুহ পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইমাম আহমদ তার নামায় জানায় আদায় করেন।

বাগদাদ ফিরে এসে ইমাম আহমদ রমযান মাসে নগরীতে প্রবেশ করেন। তাকে প্রায় আতাশ মাস কারাগারে আটক রাখা হয়। কারণ তে ত্রিশ মাসেরও বেশি সময়। তারপর মার্গর করার জন্য তাকে খলিফা মু'তাসিম-এর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েদখানায় ইমাম আহমদ পায় বেঁড়ি বাধা অবস্থায় কয়েদীদের নামায় ইমামতি করতেন।

মু'তাসিম-এর সমুদ্রে ইমাম আহমদ ইবন হামলকে প্রহার করার আলোচনা

ইমাম আহমদকে কয়েদখানা থেকে বের করে খলিফা মু'তাসিম-এর সমুদ্রে উপস্থিত করা হলে মু'তাসিম তার শূংখল আরো বাড়িয়ে দেন। ইমাম আহমদ বলেন যে আমি শিক্ষার জন্য হাতে পরামর্শ না। ফলে, সেখানে পার্শ্ববর্তী মু'তাসিম না। তারপর তারা আমার নিকট কি একটি পথ এতে আমাকে তাদের চলতি দেয়। আমি শিকলের ভাবে আমরা তে উপস্থিত হয়। তখন আমাকে ধরে রাখার মত কেউ আমার সঙ্গে ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেন। আমি মু'তাসিম-এর কথা এতে উপস্থিত হল। আমাকে একটি গুড়ে তুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। সেখানে আমার নিকটে কোন বাধা ছিল না। আমি উঠে উঠে মন্ত্র করলাম। হাত বাড়িয়ে পানি ভরিয়ে একটি বরণ পেয়ে গেলাম। আমি তা ধরা উঠে করলাম। তারপর দাঁড়ালাম। কিন্তু কিবলা ঠাঁহা করতে পারলাম না। তোর হলে বুঝতে পারলাম আমি কিবলামুক্ত হয়েই নামায় পড়েছি। সুকল প্রশ্নাম মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য।

তারপর আমাকে তবের করা হল। আমাকে মু'তাসিম-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। খলিফা মু'তাসিম বিহ্রাই আমার প্রতি দৃষ্টিপ্রাপ্তি করে বলেন তাকে যে মনে করেছিলে, ইনি নওজায়পান? ইনি যে বয়সেঁ লোক! ইবন আবু দাউদ তখন তার নিকট উপস্থিত না। আমি নিকট গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে। তিনি বলেন তাকে আমার আরে কাছে নিয়ে আস। এবারে তিনি আমাকে তার কাছে টানতে লাগলেন। আমি তার একবারে সম্মিলিতে চলে গেলাম। তারপর তিনি বলেন বস। আমি বস পড়লাম। কথাগুলো আমাকে বারো করে রেখেছে। আমি কিছু সময় নীরব বসে থেকে বললাম। এমন মুমিন। আপনার ভাইত্তিজা রাসূলুল্লাহ (সা) কিসের প্রতি আবহাও করেছিলেন। তিনি বলেন অর রাসূলুল্লাহ নাই। আমি দুনিয়ার নিম্ন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তারপর তাকে আবুপাশ কায়স প্রতিনিধি দল সম্পর্কে ইবন আবদুর হাদিসটি তথ্যে আমি বললাম। আল্লাহর রাসূল (সা)-এরই প্রতি আহবান করেছিলেন।

আহমদ ইবন হামল বলেন যে তার ইবন আবু দাউদ কিছু কথা বলল, যার মর্ম আমি বুঝিনি। তার কারণ, আমি তার বর্তমান সমস্তে অবহিত ছিলাম না। তারপর মু'তাসিম বলেন যে আমন্ত্রণ যদি আমার পূর্বের খলিফার কাজে না থাকতেন, তাহলে আমি আপনার পাশে পাঁচ লাগাম না। তারপর তিনি বলেন যে আবু আবদুর রহমান। আমি তোমাকে অতাচার নির্যাতন করার নিদর্শ দেইনি। ইমাম আহমদ বলেন যেন আমি বললাম। আল্লাহ আকবার। এবং মুসলমানদের জন্য সুবেদার কথা। তারপর তিনি বলেন যে আবু আবদুর রহমান। তুমি তার সঙ্গে বিতর্ক কর, তার
সঙ্গে কথা বল। সনে আবরুন রহমান আমাকে বললু। কুরআনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? কিন্তু আমি জাব্বাব দিলাম না। ফলে, মু'সাতিসম বললেন ও আপনি জাব্বাব দিন। আমি বললাম ও ইলম সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি নিশ্চিত চাইলেন। আমি বললাম ও পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর ইলম বিশেষ। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল, আল্লাহর মাঝলুক, সে আল্লাহকে অস্তিত্বকর করল। খেলিয়া কোন কথা বললেন না। উপস্থিত লোকেরা বললু ও আমীরুল মুহম্মদই। উনি আপনাকে ও আমাদেরকে কাফির বলল। কিন্তু খেলিয়া তাদের কথায় কর্মপাদ করলেন না। আবরুন রহমান বললাম ও আল্লাহ ছিল; কিন্তু কোনো ছিল না। আমি বললাম ও আল্লাহ ছিল; কিন্তু ইলম ছিল না। এবার তিনি চূপ চেনল। তারা পবিত্র কুরআন করতে লাগল। আমি বললাম: আমীরুল মুহম্মদ! তারা আমাকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস থেকে কিঞ্চিৎ গ্রামণ দিক; তাহলে আমি খালকে কুরআনের প্রতি সমর্থন জানাব। সনে ইবুন আবু দাউদ বললাম: আপনি পবিত্র কুরআন-হাদিস ছাড়া আর কিছুই বলেছেন না। আমি বললাম ও এই দু'টি ছাড়া কি ইসলাম দাড়াতে পারে? এভাবে দীর্ঘ বিতর্ক চলল। তারা তাদের মতের পক্ষে নিম্নলিখিত আযাত দ্বারা দলিল পেশ করে।

মাহলিয়াম মনে নামানন রে যেমন মুহাদ্র মুহাদ্র

যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন মুহাদ্র উপদেশ আসে (সূরা আস্তিয়া ৪: ২)।

আল্লাহ হাওহ কালে প্রশ্নক

মহান আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা (সূরা রাদ ৪৬)।

ইমাম আহমদ এই বলল জাব্বাব দেন যে, আলেচা আরাহ হল 'আম মাতবুস'। তার স্পষ্টে তিনি নিম্নলিখিত আযাত দ্বারা দলিল পেশ করেন।

‘দেব দেব প্রপন্ন বামন রে প্রপন্ন’

‘আল্লাহর নির্দেশে তা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে (সূরা আহকাফ ৪: ২৫)।

জবাবে ইবুন আবু দাউদ বললাম ও তিনি আল্লাহর শপথে, হে, আমীরুল মুহম্মদ! তাত, বিভ্রান্তকরী ও বিদ্ধীত। আপনার এখানে অনেক বিধারো ও ফকিরুই উপস্থিত রয়েছেন। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। খেলিয়া জিজ্ঞাসা করুন। আপনাদের অভিমত কিব? তারা ও সেই উত্তর প্রদান করে, যা ইবুন আবু দাউদ বলেছিলেন।

তারপর দ্বিতীয় দিনে তারা ইমাম আহমদকে উপস্থিত করে এবং তৃতীয় দিনেও তারা তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইমাম আহমদ-এর কথা তাদের কথা থেকে উঠে ছিল এবং তাঁর দলিল তাদের দলিলকে পরাজিত করেছে। সবাই চূপ করলে ইবুন আবু দাউদ সকলের উদ্দেশ্য কথা বলতে শুরু করেন। ইলম-কালে লোকটা ছিল সকলের চেয়ে বেশী অজ্ঞ। বিতর্কের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ওঠ। কিন্তু পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ উক্তিতে দেওয়ার মত যোগাযোগ তাদের করা ছিল না। তারা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ দলিলাদি অস্তিত্বকর করে যুক্তির অবতারণ করতে থাকে। আমি তাদের এমন সব বক্তব্য শনালে, যা কেউ বলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। ইবুন গাওস আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করে, যাতে সে দেহ ইত্যাদি নিয়ে
অহেতুক বিষয়ের অভাবার্থণা করে। আমি বললাম : আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে পারিছি না।
আমি শুধু এটিকে জানি যে, মহান আল্লাহ এক অমুখাপেক্ষা এবং তার মত কিছুই নেই। এবার তিনি চুপ থাকেন। আমি তাদের সমুখে পরজগতে মহান আল্লাহর দীনর সংক্রান্ত হাদিস উপস্থাপন করি। তারা হাদিসের সনদ দূর্বল আখ্যায়িত করা এবং ক্ষতিগত মুহাম্মদ-এর কাতাক্ষপূর্ণ উক্তি করতে চুরু করে। কিছু অস্বপ্ন! এর দূরবস্তু স্থান থেকে তারা তাদের নাগাল পারে কিভাবে? এহেন বাক-বিতার্থের মধ্যে খলিফা তার প্রতি কোমল আচরণ দেখতে থাকেন এবং বলছিলেন : আহমদ ! আপনি প্রশংসার জবাব দিন। আমি আপনাকে আমার একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের এবং যারা আমার ফরাশ মাড়ায় তাদের অস্বীকৃত করে নিব। আমি বললাম : হে আমীরল মুহম্মদ ! তারা আমার সমুখে মহান আল্লাহর কিছুদের একটি আয়াত কিংবা রাসূল (সা)-এর একটি হাদিস উপস্থাপন করকে। তখন আমি তাদেরকে জবাব দিব।
তারা যখন করুন-আল্লাহর দীলী-প্রমাণকে অধীকীকার করল, তখন ইমাম আহমদ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা তাদের মুকাবিলা করেন।

যা আইত লম তবীব মা লায় সেম উল ইয়াসে উল ইন উল নিয়েন উল 

"হে আমার পিতা! তুমি তার ইবাদত কর কেন, যে অনে না, দেখে না এবং তোমার কেনই কাজে আসে না (সূরা মারমাম ৪: ৪২)।"

ওয়াকল্ল ললে মোসলী ত্যালাম 

"মুসার সঙ্গে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যপাল করেছেন (সূরা নিসা ৪: ১৬৪)।"

ইন্ন ইন যাহা ললে অল লে অল ইন ইন লাভম লাভম 

'আমি-ই আল্লাহ, আমা বায়ীত কোন ইন্দু নেই। কাজেই আমার ইবাদত কর (সূরা তোহা ৪: ১৪)।'

ইন্ন আমায় রাজিল লেন ইন ইন আর্দ নেন আর নেন লেন নেন নেন লেন নেন লেন রিকান 

'আমি কোন কিছুই ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, হও; ফলে তা হয়ে যায় (সূরা নাহল ৪: ৪০)।'

ইমাম আহমদ এর পর আরো অন্যেক আযায় দ্বারা দীলী পেশ করেন। অবশেষে তার দীলী-প্রমাণের সঙ্গে পেরে না উঠে তারা খলিফার বাক্তিতুল্ককে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। তারা বলল : হে আমীরল মুহম্মদ ! লোকটি কাফরি, ভার্ক্স এবং বিধর্ষকারী। বাগানের নাইব ইসলাহ ইবন ইবরাহীম বললেন : আমীরল মুহম্মদ। এটা থিলাফত পরিচালনা নীতি হতে পারে না যে, আপনি তার পথ উন্মুক্ত করে দিবেন আর সে দুই দু'জন খলিফার উপর জয়লাভ করবে।

এবার খলিফার আযামর্থীদের ভেগে উঠে এবং তার কেউ বিভূত আকার ভারণ করে। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন স্বভাবে তাদের সর্বচেয়ে কোমল ব্যক্তি। তার মন স্বীকৃত জন্য যে, তার লোকেরা সত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম আহমদ বললেন : তখন খলিফা আমাকে বললেন : আল্লাহ তোমাকে অভিসম্প করুন।
আমি আশা করেছিলাম, তুমি আমাকে জবাব দিবে। কিন্তু, তুমি কৌন জবাব দিলে না। তাপর বলেন একে ধরে উদেশ করে ফেল। তাপর হেঁচড়াও।

আহমদ বলেন আমাকে তারা ধরে উদেশ করে ফেলল এবং হেঁচড়াল। শান্তিদানকারী ও বেঝাইয়াতকারীদের আনা হল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখিলাম। আমার কাপড়ে বীর্য রাসুলুল্লাহ (সা) -এর কয়েকটি মুখ দেখা দিল। সেগুলো আমার থেকে ছিনিয়ে নিল। আমি চরম শান্তিতে শিকার হয়ে পড়লাম। আমি বললাম আমিরুল মুমিনীন! মহান আল্লাহকে ভয় করুন। মহান আল্লাহকে ভয় করুন। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন।

লাইলে দ্বারা আমি স্বামীরে যেন না লাইলে আল্লাহ ব্যাপী কোন ইলাহে নেই, তিন কারণের একটিও না পাওয়া গেল তার রক্ত হালাল নয়।

রাসুলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন।

োমর তাঁ আল্লাহর নামে যদি যেতে না আল্লাহর নামে যেতে না তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নিল।

এমত বস্তুত আমি কিসের উপর ভিত্তি করে আমার রক্ষকে হালাল ভাবছেন, অথচ আমি তো সেরূপ কোন অপরাধ করিনি? হে আমিরুল মুমিনীন! স্বীকার করুন, আজ আমাকে যেন আপনার সম্পূর্ণ দাঁড়াতে হয়েছে। তেমনি আমাকে একদিন মহান আল্লাহর সম্পূর্ণ দাঁড়াতে হবে। মনে হল একথা বলে তিনি কোন গেলেন। কিন্তু তারা অনবরত বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনীন! নিশ্চয় লোকটি হাজি, বিশালকায়ি ও কাফফি ফলে খেলাফা আমার ব্যাপারে নিদর্শন দিলেন। আমি না রক্ষণ শান্তিতে মাঝে দাঁড়ির রাইলাম। একখানা চোয়ারে আনা হল। আমাকে তার উপর দাঁড়ি করা হল। এক বার্তা আমাকে কোন একটি কাঠ ধরান করার নিদর্শন দিল।

আমি বিষমরা বুকে পাললাম না। আমার হাত দু'টি দু'টিকে ছড়িয়ে গেল। হাতাহাত আমার আনা হল। তাদের হাতে কোদা। তারা একজন জন আমাকে দুটি করে চারুক মারতে শুরু করল। একজন দুটি চারুক মেরে সরে যাচ্ছে, আর আরেকজন এসে অনুরূপ দুটি চারুক মারছে। তারা আমাকে আঘাতে আঘাতে জরিত করে ফেলে। আমি কয়েকবার চেনা হারিয়ে ফেলি। আমার বুকে পাললাম না। আমার বুক ছিল কী। তারা মুহাম্মদ আমার সর্বক্ষণে দাঁড়িয়ে তাদের মতাধরণ গ্রহণ করার আহ্বান জানান নেন। কিন্তু, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তারা বলতে শুরু করল, তুমি হাস্য হও, খেলাফা তোমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আচ্ছন। কিন্তু, আমি তাদের বক্তব্য গ্রহণ করলে না। তারা পুনরায় পৃথক করে শুরু করে। খেলাফা আবার আমার নিকট এলেন। আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তারা পুনরায় আমাকে প্রহার করতে শুরু করে। খেলাফা তৃতীয়বারের মত আমার নিকট এসে আহ্বান জানালেন। কিন্তু, বেদম মজার চোটে আমি
তার বক্তব্য বুঝতে পারিনি। তারা আবারো আমাকে মারতে শুরু করে। আমার চেতনা হারিয়ে যায়। আমি ধৈর্য ও অনুভব করতে পারিলাম না। তাতে খলীফা ভয়ে পেয়ে যান এবং আমাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন আমি একটুটে পেয়েছি যে, আমি একটি ঘরের একটি কক্ষে অবস্থান করছি। আর কেন অনুভূতি ছিল না। আমার পায়ের বেড়িগুলো খুলে ফেলেছেন। ঘটনাটা ঘটেছিল দুইশ একুশ হিজরীর রমজান মাসের পঞ্চিত তারিখ।

আরপর খলীফা তাকে মুক্তি দিয়ে তার পরিবারের নিকট পৌছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেদিন ইমাম আহমদ ইবন হামলকে তিনি অধিক বেতায়ত করা হয়। কেউ বলেন, আশিত। কিন্তু, আয়াত ছিল অত্যন্ত বেদনা ও তীব্র। উদ্রেখ, ইমাম আহমদ ইবন হামল দীর্ঘকাল এবং হালকা গাড়নের মানুষ ছিলেন। পায়ের রং ছিল গোর। ছিলেন অত্যন্ত বিনীত। মহান আল্লাহ তাকে রহম করেন।

ইমাম আহমদ ইবন হামলকে যখন দারুখ খিলাফত থেকে ইসহাক ইবন ইবরাহীম-এর গুঁজ নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি রোয়াদার ছিলেন। রোয়া ভেঙে দুর্বলতা দূর করার জন্য তাকে ছাড় এনে দেয়। কিন্তু, তিনি রোয়া ভাঙ্গে অধিকার করলেন এবং তিনি রোয়া পূর্ণ করলেন। যুত্র নামায়ের ওপারে হলে তিনি লোকদের সঙ্গে নামায় আদায় করলেন। তখন কাযের ইবন সামায়া বলেন। আপনি রক্তমাখা গায়ে নামায় পড়লেন। উত্তরে ইমাম আহমদ বলেন। উমর (রা) এমন অবস্থায় নামায় পড়েছেন যে, তখন তার জন্য রক্ষা প্রার্থিত করছিল। একথা শুনে ইবন সামায়া নিশ্চিত হয়ে গেলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমদকে যখন প্রহার করার জন্য দাড় করানো হয়, তখন তার পায়ের ফিতা ছিড়ে গিয়েছিল। তিনি শংকিত হয়ে পড়েন পায়ের বসে পড়ে যায় কিনা। তাই তিনি সতর দেখে নিয়ে ঠোট নেড়ে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করানে। ফলে মহান আল্লাহ তার পায়ের ধরে নামায় করেন। আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছিলেন: তা হলে সখ্যার মা'বদার তুমি যদি জেনে থাকো, আমি তোমারই সত্ত্বিক লাখে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তাহলে তুমি আমার ইমানের সন্তান হবে দিয়ে না।

নিজ গৃহে ফিরে আসার পর জারাইয়ি এসে তার দেহ থেকে নিস্ত্রাণ গোপন করে ফেলেন এবং তার চিকিৎসী করতে থাকেন। খলীফার নায়ব সর্বক্ষণ তার যোগ-খবর রাখতে শুরু করেন। তার কারণ হল, খলীফার পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ-এর প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল, তাতে তিনি ভিত্তিশ অনুভূত হন। একাধারে নায়ব তার যোগ-খবর রাখতে শুরু করেছিলেন। পরে যখন তিনি সুস্থ হয়ে যান, তখন মু'তাসিম ও মুসলিমানগণ তাতে আনন্দিত হন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করার পর তিনি কিন্তু জীবন থাকেন এবং তারা লাগল দুই বৃহাঙ্গুলী তাকে কষ্ট দিত। যারা তার উপর অত্যাচার চালিয়েছিল বিদ্যা আতী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দিন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুতুবআনের নিম্নোক্ত আযাটাইয়ের উল্লেখ করেন।

লিখিত ও লিখিত হয়ে।

"তারা যদি তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোঢ় করে (সূরা নূর ৪: ২২)।"
সহীহ মুসলিমে আবু দুরায়ার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

ঘাটে আল্লামা কর্তৃক বিনা সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তিনি ইমাম আহমেদ বলেছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সমস্তে বিনিয়োজিত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

অত্যাচার-নির্বাহের জন্য তিনি তিনটি বিষয়ের উপর কর্ম কেরিয়ে পারেন। তারা হলো ধন, ধর্ম ও মানুষ।

ইমাম আহমেদ ইবনে হামদের উক্তি হলো, ইবনে হামদ ইবনে ইবনে মুসা আল-জরুদ নৈশাপুরী, যিনি তাদের প্রধান ছিলেন, মুহাম্মদ ইবন বাহাদুর আল-শাহাদা, যিনি কার্যক্ষেত্রে আইক থাকার অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবু ইয়াকুব আল বুওয়াইটী, যিনি থাকেন কুরআনের বিস্তার করার জন্য মহান ছিলেন এবং আহমদ ইবনে নাসর আল-খুয়াইত।

আমরা তার মৃত্যুর ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ইমাম আহমেদ ইবনে হামদ-এর প্রশংসায় ইমামগণ

ইমাম রুকহরী বলেন যে ইমাম আহমদকে বিস্মার করা হয়, আমরা তখন বসরায়। আমি জানি যে, আবু উল্লাহ তায়ালি বলেন যে আহমদ বর্তমান ইসরাইলের লোক হতেন, তাহলে তিনি তিনটি উপাধিকে পরিণত হতেন। ইসমাইল ইবনে নুয়াল্লাহ বলেন যে আহমদ যদি বর্তমান ইসরাইলের লোক হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তিনি হতেন। মুহাম্মদ বলেন যে ইমাম আহমদ নির্বাহের অন্তর্ভুক্ত আগামি, আবু বকর (রা) দীনে দায়ের অন্তর্ভুক্ত, উমর (রা) অবস্থায় দায়ের অন্তর্ভুক্তের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে আলাদা থাকে।

হারামালা বলেন যে আমি সাহিফে (রা) কে বলতে গেলেন যে আমি যখন ইকরম তাত্ত্বিক করে আসি, তখন আমি ইমাম আহমদ ইবনে হামদ অপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করি বড় অলিম্পিয়া এবং মুহাম্মদ এর কাছে স্পষ্ট আসি দিতে যান।

যার আহমেদ ইয়াহীয়া ইবনে সাইদ আল-কাফতান বলেন যে বাগদাদে ততে লোকের আগমন ঘটেছে, তাদের মাধ্যমে আমার নিকটও ইমাম আহমদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসি কেউ ছিল না।

কুত্তায়া বলেন যে সুফি হাওরী ইসলাম করেন, তাকিয়াও মারা গেল। সাহিফে ইসলাম করেন, সংস্কারে সুলামও মারা গেল। ইমাম আহমেদ ইবনে হামদ ইসলাম করেন আমি বিদ্যমান মাধ্যম চারা দিয়ে অবস্থায়।

তিনি আবু বলেন যে ইমাম ইবনে হামদ উত্তমের মাঝে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বায়হাকী বলেন যে অর্থ হল, মহান আল্লাহর যাত্রা-এর প্রেক্ষা অত্যাচার-নির্বাহের প্রকৃতি হয়ে তিনি যে দৈবিকরণ করেছিলেন, তাতে তিনি একজন নবীর আদর্শের প্রমাণ দিয়েছেন।

আবু উমর ইবনেরহান একদিন ইমাম আহমদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে মহান আল্লাহর
তাঁর প্রতি দয়া করুন। দীনের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ, দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে দৈবশীল, দুনিয়ার বিমুখতায় তাঁর চেয়ে সচেতন, সত্ত্বশীলদের সঙ্গে তাঁর চেয়ে সুসম্পর্কশীল এবং পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর চেয়ে সামাজিক মানুষ আর কেউ ছিল না। তাঁর সমুদ্র দুনিয়া পেশ করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর সামনে বিদ্যমান উপস্থাপন করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা অধীক্ষ করলেন।

ইমাম আহমদকে প্রহার করার পর বিশ্ব আল-হাফী বলেছিলেন: আহমদকে হাঁপার দুকানে হয়েছিল। ফলে তিনি লাল সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

আল-ময়মুনী বলেন: ইমাম আহমদ নির্মাণ্য হওয়ার পর- কারো মতে নির্মাণ্য হওয়ার আগে- আলী ইবনুল মাদানী আমাকে বলেছিলেন: মায়মুন। ইসলামে আহমদ ইবন হাসাল যত্তর্কু সোচার ছিলেন, অথচ কেউ তত্তর্কু সোচার ছিলেন না। এ কথা শুনে আমি যার পরনাই বিগত হলাম এবং আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম-এর নিকট গিয়ে তাকে আলী ইবনুল মাদীনীর মতব্য বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন: তিনি সত্য বলেছেন। দীন ত্যাগের সময় আবু বকর (রা) সহযোগী পেয়েছিলেন। কিন্তু, আহমদ ইবন হাসাল-এর কোন সাহায্যকারী ছিল না। তাঁকের আবু উবাইদ ইমাম আহমদ-এর প্রশংসা করে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন: আমি ইসলামে তাঁর সমক্ষ কাউকে জানি না।

ইসহাক ইবন রাঘওয়াইহ বলেন: আহমদ মহান আলাহর যমীনে মহান আলাহ ও তাঁর বন্ধুদের মাঝে দলীল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন: আমি যখন বিপদগ্রস্ত হই, আর আহমদ ইবন হাসাল আমাকে ফাটেওয়া প্রদান করেন, তাহেল আমি যখন আমার রব-এর সঙ্গ সংহাত করব, তখন তিনি কেমন ছিলেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়া থাকবে না। তিনি আরো বলেন: আমি আমার ও মহান আলাহর মাঝে আহমদ ইবন হাসালকে দলীলরূপে বর্ণ করে নির্দেশঃ তিনি আরো বলেন: আবু আবুনবস্তার যার উপর ক্ষমতা আছে, তাঁর উপর কার ক্ষমতা আছে?

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন: আমি আহমদ ইবন হাসাল-এর মাঝে এমন কোন কিছু চরিত্র দেখেছি, যা অন্য কোন আলমের মধ্যে কখনো দেখিনি। তিনি মুহাদিস, হাফিজে কুরআন, আলিম, পরিহারাগ, দুর্গীরিমুখ এবং জানবান।

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন আরো বলেন: আমাদের কিছু লোক ইচ্ছা পোশাক করেছিল যে, আমারা আহমদ ইবন হাসাল-এর নায়ক হব। কিন্তু, আলাহর শখ ঠায়। আমাদের তাঁর মত হওয়ার শক্তি নেই, তাঁর পথে চলার সাহায্য নেই।

মুহাদী বলেন: আমি আহমদকে আমার ও মহান আলাহর মাঝে দলীল বানিয়েছি।

হিলাল ইবনুল মুঈন আর-রুকী বলেন: চার ব্যক্তি দ্বারা মহান আলাহ এই উমতের উপর অনুগ্রহ করেছেন। শাফিখ দ্বারা। তিনি হাদিস বলেছেন, তাঁর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাঁর মুজামাল-মুফাস্সল, খাস-আম ও নাসিক-মানসুভ-এর ব্যাখ্যা নিয়েছেন। আবু উবাইদ দ্বারা তিনি হাদিসের অভিলক্ষ্য খোলানো করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনুল মুঈন দ্বারা তিনি হাদিসের মূখে দুর্দৃষ্ট থেকেছেন। এই চার ব্যক্তি না হলে মানুষ ধর্ম হয়ে যেত।
আবু বকর ইবনে আবু দাউদ বলেন যে আহমদ ইবনে হাবিল তৎকালে যত লোক কলম-কালি হাতে নিতেন, তাদের সকলের অর্থগণ ছিলেন।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে রাজা বলেন যে আমি আহমদ ইবনে হাবিল-এর মত মানুষ দেখিনি।
আর তার মত লোক দেখেছেন, এমন কাউকে দেখিনি।

আবু খুরাই আ আর-রায়া বলেন যে আমি আমার বন্ধুদের মাঝে কালা মাথাওয়ালা কাউকে ইমাম আহমদ অপেক্ষা বড় ফকহে দেখিনি।

বায়হাকী হাকিম সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ আর-আমবারী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ বলেন যে, আবু আবদুল্লাহ আল-বুনাসাদী আমাদেরকে আহমদ ইবনে হাবিল (র) সম্পর্কে নিম্নলিখিত পত্তিকিলে আবৃতি করে শোনান ৪।

আন্বেন হতেল আন সালাহ ইমামাতাই আন অধিন অধিন হয়েছিল অধিন হয়েছিল।

খলফ নবী মুহাম্মদ আল আলিয়া খলেম খলেম ভাবে বাস্তবিক করেন হাতুকের অধিকাংশ মানুষের মাজান্তরকে বাস্তব করেন হাতুকের অধিকাংশ মানুষের মাজান্তরকে বাস্তব করেন।

হুমায়নের রের কিং তেন একটি অপরটির সমান সমান হয়ে থাকে, তিনিও ছিলেন সম্পাদক।

সহৃদয় বুদ্ধিমানে পরিত্যাগ ত্বরিত আছে যে, রাসূল সালাতুল বলেছেন ৪।

লা নাদান নাদান ও অগ্নিতে উপর দায়িত্ব করে শুধুমাত্র না যাতে প্রথম না যাতে প্রথম না যাতে প্রথম না যাতে।

খলফের হতে নামিয়া উসমান আল ইব্রাহিম উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ।

“আমার উমরের একদল মানুষ সবসময় নতুন করে থাকে। কারা লাঞ্জুনা ও বিচক্ষণ তাদের কেন ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থার-ই মহান আবদুল্লাহ বিধান এসে পড়ে।”

ইবনুল বারুন ইবনুল রহমান আল-আফিনী থেকে মহাকাশে মুঠ সুহার ইবনুল ফিফারা বাবিলোন ইবনুল রহমান, আবু আরুফ আর-খালিমা, আবু চাম্বাস আর-আলীর এই সূত্রে এবং ইবরাহীম ইবনুল আবদুল্লাহ রহমান, মুমিন, মুবাক্তর, বিবাহ ইবনুল আইয়ুব ও বাওয়ার এই সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, রাসূল সালাতুল (হ) ইমরাদ করেন ৪।

যোখল হিসাবে আল ইস্তামুল হিসাবে আন্তরিক হিসাবে আন্তরিক হিসাবে আন্তরিক 

মুম্বতালিনি।

“পূর্বসূরীদের নিকট থেকে এই দৃষ্টিকোণে নায়েব পাল্টো বহন করে থাকে। তারা তার 

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খন) ৭২
থেকে সীমালঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপদ্ধতির সংযোজন-বিযোজন এবং জন্মের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে থাকে।

এই হাদিসের মূখ্যতায় এবং এ সনদে দুর্বলতা আছে। তবে বিষয়কর হল, ইব্রুন আবদুল্লাহ বাহর এ হাদিসকে সত্যী আখ্যা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে ইলম বহনকারী প্রতোভকের বিশ্বাসতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ, ইলমধারিণী ইমামগণের একজন।

মহান অলাহ্মুতুর্দুহ তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে সমানজ্ঞাকে ঢিকানা দান করেন।

নির্যাতনের পর ইমাম আহমদ-এর অবস্থান

দারুল খিলাফত থেকে বেরিয়ে ইমাম আহমদ নিজ বাড়িতে চলে যান। এক সময় তিনি সুখতা লাভ করেন। সকল প্রশ্নে মহান আলাহ্মুর-ই জন্য। তারপর তিনি বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি তুমুলীয় নামায়ে শরীক হতেন না জামাইতেও নয়। হাদিস বর্ণনা থেকেও বিরত থাকেন। নিজ মালিকানার সমস্যা থেকে প্রতি মাসে তার সতের দিমূহ আয় আসত। তা-ই তিনি পরিবার-পরিজনের পিচ্ছনে বায় করতেন এবং তাদের পরিতৃষ্ণ থাকতেন ও দৈনিকধারণ করতেন। খলিফা আল-মুতাসিম-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত তিনি এভাবেই জীবন অতিবাহিত করেন।

তদ্রূপ মুতাসিমের ছেলে মুহাম্মদ আল-ওয়াসিক-এর অমলতেও। তারপর মুতাকফিকীল যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন মানুষ তার ক্ষমতাঘ্রেণে অনন্ত হয়। কারণ, তিনি সুলতান ও তার অন্যান্য ভালবাসতেন। তিনি নির্যাতনের ধরা তুলেন এবং সবক্ষেত্রের প্রতি লিখেন যে কেউ খালকে কুরআনের পক্ষে কোন কথা না বলে। তারপর তিনি তার বাগদাদের নাযিম ইসহাক ইব্রাহীমের নিকটে আহমদ ইব্রুন হামলকে তার নিকট করার জন্য পত্র লিখেন। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইমাম আহমদকে ডেকে আনান এবং তাকে যথাযথ সমান করেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, খলিফা তাকে প্রদূষ করেন। তারপর একবার তাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইমাম আহমদ বলেন । এই প্রশ্ন থেকে দেওয়ার জন্য, নাকি হিদায়াত লাভের জন্য। ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম বলেন । হিদায়াত লাভের জন্য। এবার তিনি বলেন । পরিবর্ত কুরআন মহান আলাহ্মুর কালাম, যা মানুষকৃত-সংস্কৃতি নয়।

ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম আর কোন প্রশ্ন না করে আহমদ ইব্রুন হামলকে খলিফার নিকটে সুবর্ধান মানারার উদ্দেশ্যে রতন করিয়ে নিজের আগে খলিফার নিকট পৌছে যান।

ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম তন্তে পোলন করেন যে, আহমদ ইব্রুন হামল তার ছেলে মুহাম্মদ ইব্রুন ইসহাক-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন ; কিন্তু তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, তাকে সালামও দিলেন না। তখন ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম ইমামের প্রতি কুমড় হন এবং খলিফার নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়রে করেন। খলিফা মুতাকফিকের বলেন । তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি তিনি আমার শয্যা পদলিপিত করেন। ফলে ইমাম আহমদ রাত্রিতে হয় বাগদাদ ফিরে যান।

ইমাম আহমদ তাদের নিকটে মুরুক অনোয়া ছিলেন। কিন্তু যার তার পক্ষে য সহজ ছিল না।

কিন্তু যদি ইসহাক ইব্রুন ইব্রাহীম-এর কথায় তিনি ফিরে গেলেন তার কারণে তাকে প্রহার করা হয়েছিল।

তারপর ইবনুল বাল্লী নামক এক বিদালী খলিফার নিকট নালিশ করলে যে, এক আলাবী
আহমদ ইবনে হামল-এর ঘর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তিনি গোপনে লোকদের থেকে তার পক্ষে বায়াত নিচ্ছেন। ফলে খলিফা বাগানদের নায়িবকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি রাতে আহমদ ইবনে হামল-এর ঘর হানা দেয়। ইমাম আহমদ ও তার পরিবার টের পান তখন, যখন অনেকগুলো প্রশিক্ষা চারিদিক থেকে তাদের ঘর থেকে ফেলে, এমনকি ছাদের উপর থেকেও। তারা ইমাম আহমদকে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে গুঁড়ে উপবিষ্ট দেখতে পায়। তারা তাকে অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন: এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই, এমন কিছু ঘটেনি এবং এমন কোন নিয়তও আমার নেই। আমি তো গোপন-প্রকাশ, সংকট-স্বাভাবনা, আনন্দ-বিষয়কে খলিফার আমীরুল মুমিনীন-এর আনুগত্য-ই করে থাকি। আমার উপর তার প্রতার বিদ্যমান। আমি রাতে-দিনে সব কথায় মহান আল্লাহর নিকট দুর্ভাগ্য করি, যেন তিনি তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং শক্তি-সামর্থ্য দান করেন।

খলিফার লোকেরা ইমাম আহমদের ঘরে তলাশী চালায়। এমনকি কিছু বছরের ঘর, মহিলাদের ঘর এবং ছাদ প্রহরিত ও বাদ দেইনি। কিন্তু কিছুই বড় পায়নি।

খলিফা মুতোয়ায়কিল-এর নিকট যখন এ সংবাদ গেছে এবং জানতে পারলেন, আরোপিত অভিযোগে ইমাম আহমদ নির্দেশ, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা আসলে ইমাম আহমদ-এর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা বলছে। ফলে, তিনি তার দায়িত্বী ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিমকে যিনি কাওয়ারা নামে পরিচিত-দশ হাজার দিরহাম দিয়ে ইমাম আহমদ-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং বলে দেন, তাকে বলবে, খলিফা আপনাকে সালাম বলবেন এবং এগুলো বায় করতে বলবেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ মুঘলেল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম বলেন: তে আবুআবদ ডাইফ। আমার ভয় হয় এগুলো ফিরিয়ে দিলে আপনার ও খলিফার মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। আমি মুঘলেল গ্রহণ করাই আপনার জন্য কল্যাণকর মনে করছি। এই বলে ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম দিরহামগুলো ইমাম আহমদ-এর নিকট রেখে চলে যান।

শেষ রাতে ইমাম আহমদ তার পরিবার-পরিজন, চাচার ছেলেগণ ও তার পরিজনের লোকদের ডেকে বলেন: এই সম্পদের কারণে এরাতে আমি মুহামাদ। যখন তারা বসে বাগান ও বস্ত্রর হারিস চর্চাচরখের প্রমুখ একজন অভিযুক্ত লোকের তালিকা লিপিবদ্ধ করেন। রাত পোহারের পর তারা পঞ্জাব থেকে একশ, দুইশ করে মুঘলেল মানুষের মাঝে বস্তন করে দেন। এমনকি তিনি একটি দিরহামও রাখলেন না। সেখান আবুআইয়ুব এবং আবুসাইদ আল-আশাবকাঁও দান করলেন। তিনি মুঘলেল যে হেলজে ছিল, সেটি তাদের করে দেন। সেখানে থেকে নিজ পরিবারকে কিছুই দিলেন না। অথচ তারা চাম অভাব-অনেকে জীবন যাপন করেছিল। তার এক ছেলে এসে বলল, আমাকে একটি দিরহাম দিন। তখন ইমাম আহমদ ছেলে সালিহ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। সালিহ একটি টুকরা নিয়ে বালকটিকে দিয়ে দিন। ইমাম আহমদ কিছু বললেন না।

খলিফার নিকট সংবাদ গেছে যায় যে, ইমাম আহমদ উপত্যকাগুলো সম্পূর্ণ দান করে দিয়েছেন। এমনকি হলো পর্বত। আলী ইবনুল আহমদ বলেন: আমীরুল মুমিনীন। তিনি সেগুলো আপনার থেকে গ্রহণ করে আপনার মাঝে দিয়েছেন। আহমদ সম্পদ দিয়ে করেন কি? তার তো একখানা রুটি-ই যাত্রিত। খলিফা বলেন: তুমি সত্য বলেছ।
ইসহাক ইবুন ইব্রাহীম মূত্র মুখে পতিত হন। কি দিন পর-ই মারা গেলেন তার পুত্র মুহাম্মদ। আবদুল্লাহ ইবুন ইসহাক বাগদাদের নাযিব নিয়ূক্ত হলেন। মুতাওয়াকিল ইমাম আহমদকে তার নিকট নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবুন ইসহাককে পত্র লিখিলেন। আবদুল্লাহ ইবুন ইসহাক ইমাম আহমদকে বিয়ার অর্হতি করিলেন। ইমাম আহমদ বলেন: আমি বৃদ্ধি ও দুর্বল। নাযিব ইমাম আহমদের জন্য ক্লিফার নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু, ক্লিফার পুনরায় সংক্রান্ত পাঠান যেকানে নতুনের হোক ইমাম আহমদকে আমার নিকটে নিয়ে আসতে ইচ্ছে। পাশাপাশি তিনি ইমাম আহমদ-এর নিকট পত্র লিখিলেন: 'আমি আপনার নয়ন ত৷ যার কারণ এবং আপনাকে এক জর দেখার প্রয়োজন হবে এবং আপনার দুঃখার বরকত অর্জনের আশা করছি।'

ইমাম আহমদ-অধ্যায় তিনি অসুস্থ হেলেন এবং এক স্তানে নিয়ে ক্লিফার উদ্দেশ্যে রাখা হয়ে যান।

তিনি সেখানে নিয়ন্ত্রকের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছেন, তখন ক্লিফার পরিচারকারী বিশাল এক সন্ত্রাশ্ব নিয়ে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরিচারকারী ইমাম আহমদকে সালাম করে। ইমাম আহমদ সালামের জন্য দেন। পরিচারকারী তাকে বলল: মুহাম্মদ আলাহিউ আপনার শপে ইবুন আবু দাউদকে আপনার কাহিনি করে দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ কেন জবাব দিলেন না। ইমামের ছেলে ক্লিফার এবং পরিচারকের জন্য মুহাম্মদ আলাহিউ নিকট দুর্বল, তার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইমাম নিয়োগ জানিয়ে পেরু লেখার থেকে চলে যান এবং তার জন্য অন্যের ঘর ভাড়া করার নিদর্শন প্রদান করেন। শীর্ষান্তরবৃত্তি প্রতিদিন ইমাম আহমদ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্লিফার সালাম পৌঁছেন। তারা গায়ের সাজ-সজ্জা ও আত্ত্ব না খুলে তার নিকট প্রায় করতে না। ক্লিফার তার নিকট জুদু পুরুষের উপযোগী কোলস বিশুদ্ধ এবং অন্যান্য সর্ব মালি পাঠিয়ে দেন। তাতে ক্লিফার উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারণের দিনোলাতে এবং তৎপরতা দীর্ঘ কয়েক বছর জনগণ তার সহচর্চ থেকে উল্লেখ হয়েছিল, সেই ভূতিপূর্ণ নেওয়ার লক্ষ্য সেখানে অবস্থান করে তিনি মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা বলেন। কিন্তু তিনি এই দলে জুরখাবী করেন যে, তিনি অসুস্থ, টুকেও নড়েছে এবং তিনি দুর্বল। ক্লিফার প্রতিদিন তার নিকট খাও ভর্তি রক্ষার খাদ্য, ফল-ফলাদি ও বরফ পাঠিয়ে দিতেন, যার মূল্য ছিল প্রতিদিন এক কিলো বিশ দিনের বিশ। ক্লিফার ভাবতেন, তিনি তা থেকে আহর করতেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা থেকে কিছুই ঝাড়েন না। তাস তিনি লাগাতার রোথা রাখতেন। এর মধ্যে কেন খাদ্য গ্রহণ না করে তিনি আটনিক অবস্থান করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন অসুস্থ। তারপর তার ছেলে তাকে করিম ডিলে আটনিক পর তিনি সামান্য চাু পান করলেন। উবায়দুল্লাহ ইবুন ইয়াহইয়া ইবুন খাকান ক্লিফার কর্ম থেকে উপালোকিত হিসেবে বিপুলতা পরিমাণ সম্পদ নিয়ে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু, ইমাম আহমদ সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। উবায়দুল্লাহ ইবুন ইয়াহইয়ার পিয়াুঞ্জিয়া সত্ত্বে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অগত্যা আমার সম্পদগুলো নিজে হাতে ইমাম আহমদ-এর চেহারে ও পরিবার-পরিজনের মাঝে বন্টন করে দেন এবং বলেন: দেখুন, এগুলো ক্লিফার নিকট ফেরত নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্লিফার তার জন্য এবং তার পরিবারের জন্য প্রতি মাসে চার হাজার দিনের করত চালু করে দেন। কিন্তু, আবু আবদুল্লাহ ক্লিফারকে নিষেধ করেন। উত্তরে
খুলিফা বলেন প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো আপনার সত্তায় নয়। তথাপি ইমাম আহমদ অহীকুতির উপর অটল থাকেন এবং পরিজন ও স্ন্য চাচাকে তিনিকের করতে শুরু করেন। তিনি তাদেরকে বলেন আমার আর অন্য কঁটা দিয়ে না করো। আমার মৃত্যুর সময়ে এসেছে বলা চলে। তাপমুখ জানাতে যাব, নয় জাহানারে। আমরা এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাব যে আমাদের পেট এসব সম্পদ গ্রহণ করেছে। এরপর দীর্ঘ আলাপচরিত্র মাধ্যম তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তারা সহীত হালিসের মাধ্যমে তার বিপক্ষে দুষ্কর্পণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন।

মাজেক মন হিসাবে আর নাই না।

"বার্ষিক এবং মোহ ব্যাপিত এই সম্পদ থেকে যা কিছু তোমার নিকট আসবে, তা তুমি গ্রহণ কর।"

তাফার তারা এই যুক্তিও পেশ করে যে, ইরশুল উমার ও ইরশুল আবাস (রা) বাদশাহর উপদেশ গ্রহণ করেছেন। জানাতে তিনি বলেন এটা আর ওটা সমান নয়। আমি যদি জানতাম যে, এই সম্পদ যোগ-যুক্ত যোগীর দৈনিকে সংগঠিত হয়েছে, তাহলে আমি পরওয়া করতাম না।

ইমাম আহমদ ইরশুল হােলন-এর দুর্বলতা অব্যাহত থাকে। খলিফা আল-মুতাওয়াকিল হাহাকার ইরশুল মাসুমিয়াকে তার চিকিৎসার জন্য পরিচালনা করেন। দাসার ফিরে এসে বলেন আমার মুর্মিন। আমাদের ইরশুল হাহাকার-এর শীর্ষে কোন রোগ নেই। তার রোগ হল খাদের অপরত্তা এবং রোগ ও ইস্বাদের অদ্বিতীয়। হয়ন মুতাওয়াকিল নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন। তাপমুখ খালিফার মা ইমাম আহমদকে দেখার জন্য তার নিকট আসেন জানালেন। ফলে মুতাওয়াকিল এই নিবেদন নিয়ে তার নিকট লোক প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তার হেলে মুর্মিন-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাকে কোন নিয়ে তার জন্য দুঃখ করেন। ইমাম আহমদের প্রথম পরামর্শ প্রকাশ করেন ও পরে এই আশায় সম্পতি প্রদান করেন যে, তাতে হয়ত তিনি তাড়াতাড়ি বাগান ফিরে যেতে পারবেন। ওদিকে খলিফা তার নিকট মহামূল্যবান উপদেশ ও মজলিস একটি বাহন পাঠিয়ে দেন। ইমাম আহমদ তাতে আরোহণ করে অহীকুতির করেছেন। কেননা, তার উপর সিংহের পাঢ় ছিল। জাতীয় জনাব ব্যবসায়ীর একটি খাট নিয়ে আসা হল। ইমাম আহমদ তাতে আরোহণ করে মুর্মিন-এর মজলিসসহ এসে উপহার করেন। খলিফা ও তার মা উইজ মজলিসের এক কোণে পাহাড় পার্শ্ব আরোহণ করেন। ইমাম আহমদ মেয়ার মালামূস আলাইকুম বলে বলেন। কিন্তু, তাতে রশ্তায় নিয়ে মালামূস জানানো হয়নি। খলিফার মা বলেন যে তার বাক্স, কিন্তু লোকটাকে তার পরিজনের নিকট ফিরিয়ে দাও। কেননা, তোমরা তো আশা করছ ইনি তো কাজ করবার লোক না। ওদিকে খলিফা যখন ইমাম আহমদের দেখালেন, তার তাতে বলেন ও আমাজান।

ইমাম আহমদ বলেন যে ইমাম মুর্মিন-এর নিকট গিয়ে বসলাম, তখন তার দীক্ষাগুরু
বলেন ৪: মহান আল্লাহ আমারকে সুরুক্তি দান করলেন, ইনি-ই সেই ব্যক্তি, যাকে খলীফা তোমার দীক্ষাধর হওয়ার আদেশ করেছেন। জবাবে মু'তায় বলল ৪: ইনি যদি আমাকে কিছু শিখা দেন, তাহলে আমি তা শিখা প্রাণ করব।

ঈমাম আহমদ বলেন ৪: আমি তার বুদ্ধিমত্তা দেখে বিশ্বিষ্ট হলাম। কেননা। সে ছিল নেহায়ত ছট্ট।

তারপর ঈমাম আহমদ তাদের নিকট থেকে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে এবং তার নিকট তাঁর অনাথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে বরিয়ে যান।

কিছুদিনে থেকে খলীফা তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁর জন্য একটি ফয়রশিদ প্রস্তুত করে। কিন্তু ঈমাম আহমদ তাতে আরোহণ করতে অসম্মতি জানান করেন।

কিন্তু ঈমাম আহমদ কিছুদিন পর্যন্ত খলীফা ও তার লোকদের সঙ্গে মেলামেলার জন্য আক্রেপ করতে থাকেন এবং বলে থাকেন ৫: আমার জীবনের দীর্ঘ সময় তাদের থেকে নিরাপদ ছিলাম।

কিন্তু শেষ যাবে এসে বিপদগ্রস্ত হলাম।

খলীফার নিকট অবস্থানকালে ঈমাম আহমদ তীর্থ অনাহারে কাটার যে পড়েছিলেন। এমনকি ফ্যাক্ট তাকে মেরে ফেলার উপরূপ হয়েছিল। সে সময় জনক আমার মুতায় অফিসিলে বলেছিলেন ৫: ঈমাম আপনার কোন খাবার আহার করছেন না, আপনার কোন পানীয়ও পান করছেন না, আপনার শয্যায় উপবেশনও করছেন না এবং আপনি যা পান করেছেন, তাকে তিনি হারাম মনে করছেন।

তাই খলীফা বলেন ৫: মু'তায় তার সিদ্ধি পুনর্জীবন লাভ করে এবং ঈমাম-এর ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি তাঁর বজ্ঞা প্রাণ করব না।

খলীফার দুর্গতি প্রতিদিন তাকে ঈমাম আহমদ-এর খবরা-খবর ও হাল-অবস্থা অবহিত করতে পূর্ব করে। তিনি তার নিকট ইবন আবু দাউদ-এর সমাদ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করেন।

কিন্তু, ঈমাম আহমদ কোন জবাব দিলেন না। পরে খলীফা তার সহায়-সমাদ ও জমিদারী বিক্রির ব্যাপারে তাকেই সাক্ষী হিসেবে তাকে সূররার মানসরায় থেকে বাগদাদ তাড়িয়ে দেন এবং তার সময় সম্প্রতি নিয়ে নেন।

ঈমাম অবদুল্লাহ ইবন ঈমাম বলেন ৫: আব্বাস জামারা থেকে ফিরে আসার পর আমরা দেখতে পেলাম, তাঁর চক্ষুযুক্ত কোটকে ফেরা গিয়েছে। এই মাসের আগে তাঁর নিকট তাঁর প্রা ফিরে আসেনি। তখন বাদশাহের সমাদ প্রাণ করার কারণে তিনি তাঁর আদর্শ-বৈজ্ঞানিক গৃহে কিংবা যে গৃহে তারা অবস্থান করছে, তাতে প্রেরণ করতে এবং তাদের কোন সমাদ দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

খলীফার নিকট ঈমাম আহমদ-এর সময় ঘটনাটি ঘটেছিল দুইশ সাতিশ হজরী সন।

তারপর ইতিকালের বছর পূর্বত্তি মুতায় অফিসিল প্রতিদিন তার সমাদের জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করে মিত্রবী বিষযে তাকে পরামর্শ দিতেন এবং উত্তরের বিষয়ে তাঁর থেকে পরামর্শ প্রাণ করতেন।
খলীফা মুতাওয়াকিল যখন বাগদাদ গমন করেন, তখন তিনি ইবুন খাকানকে মানুষের মাঝে বন্ধন করে দেওয়ার জন্য এক হাজার দীনার দিয়ে ইমাম আহমদ-এর নিকট গ্রেপ্তর করেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ তা গ্রহণ ও বন্ধন করতে বিরত থাকেন। তিনি বলেন। আমিরুল মু'মিনীন। আমাকে আমার অপসরদানীয় বিষয় হতে অবহ্রান্ত দান করেছেন। ফলে, ইবুন খাকান মুদ্রাগোলা ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এক ব্যাপ্তি মুতাওয়াকিল-এর নিকট এই মর্যা একটি চিরকুট লিখে গ্রেপ্তর করে যে, আমিরুল মু'মিনীন। আহমদ আপনার পৃথিবীর গ্রামে বাস করেছেন এবং তাদের বিশ্বে নান্তিকেলের অপবাদ মিলেছেন। মুতাওয়াকিল এ প্রসঙ্গে লিখেন। মা'মুন- তিনি গড়তে বলেছিলেন। পরিস্থিতিতে মহান আলহাক জনসাধারণকে তার পর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আমার পিতা মু'তাসিম- তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধবাজ লোক। ইলমের কালামে তার কোন যোগ্যতা ছিল না। আমার বাই ওয়াসিক- তিনি তো আরোপিত অভিযোগের হুমার ছিলেন।

তারপর যে লোকটি তার নিকট চিরকুটখানা বহন করে এনেছিল, তাকে দুইশ বেতারাত 
করার নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ ইবুন ইসহাক ইবুন ইব্রাহীম তাকে ধরে পাচার বেতারাত করেন।
খলীফা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, পাচার বেতারাত করলে কেন? আবদুল্লাহ ইবুন ইসহাক বলেন।
দুইশ আপনার অনুগতের জন্য, দুইশ আলহাক অনুগতের জন্য আর একশ সৎকর্মশায়রুব্দ আহমদ ইবুন হাকিম-এর প্রতি অপবাদ আরোপের দায়।

খলীফা ইমাম আহমদ-এর নিকট পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে অভিমত জানতে চেয়ে পত্র লিখেন। তার এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল হিয়াত লাভ উপকৃত হওয়া-কম দেওয়া, পরীক্ষা করা বা তুর্কুতা গোষ্ঠীকর করা নয়। জবাবে ইমাম আহমদ (র) তার নিকট চমৎকার একখানা পত্র লিখেন, যাতে সাহারী প্রয়োজনের উপস্থিতি এবং সরসরী রাসুলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ-এর চেলে সালিহ সংকলিত নির্ণয়স্থ কাহিনীতে সেসবের উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত বর্ণনাতি তার থেকেই বর্ণিত। একাধিক হাফিজে হাদিসেও তা উক্ত করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবুন হাকিম (র)-এর ইনিতিকাল

ইমাম আহমদ-এর চেলে সালিহ বলেন। ইমাম আহমদ দুইশ একচল্লিশ হিজরীর রবীউল-আওয়াল মানের প্রথম দিন রোগাঙ্গরহিত হন। আর আমিরুল রবীউল আওয়ালের দুই তারিখ ব্যাপারে তার নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি জরাজিহ, দীর্ঘকাল ফেলছেন এবং দুর্বল। আমি বললাম।

আব্বাজান। নাতা কি থাকেন? তিনি বলেন। দুইশ পায়িনি। তারপর সালিহ তাকে দেখার জন্য
শীর্ষস্থানীয় এবং সাধারণ লোকদের ব্যাপারহীন আগমন এবং তাকে বিরত করার কথা উল্লেখ
করেন। তার সঙ্গে এক কথা কাপড় ছিল, যার মধ্যে কিছু দিরহাম ছিল। ইমাম আহমদ সেখান
থেকে নিজের জন্য বায় করতেন। তিনি তার চেলে আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি
জ্যাদার নিকট থেকে পাওয়া উমুল করে তার পক্ষ থেকে কোন কাজ করার অপারেন।

আবদুল্লাহ ভয়ানক কিছু অর্থ আদায় করে তা দ্বারা খোজ করেন এবং পিতার পক্ষ থেকে
কাজ করার আদায় করেন। পরে সেখান থেকে তিনিটি দিরহাম বেঁচে গিয়েছিল। তারপর ইমাম
আহমদ অসীমত লিখেন।
বিদিদ্যার রাহমানির রাহমান রাহমান।

এটা আহমদ ইব্রুন হাফিল-এর অসীমৈত্র সে সাক্ষাৎ দিছে যে, মহান আলোর বাত্তিত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অন্যপোক্ত আর মুহাম্মদ (সা) তার বাদা ও তার রাসূল। তাকে তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রবেশ করেছেন, যাতে তিনি তাকে সকল দীনের উপর জরী করেন, যদিও মুমাজরকারা তা অপসর করে। নিজ পরিবার-পরিকরগুলি ও অন্যরা তারা অন্যের সে তাদেরকে উপদেশ দিছে, মে তারা ইবদাত্তকারীদের সেদের যুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর ইবাদত করে, ইশুখতার করে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য হিতকামনা কর্তৃ। আমি অসীমিত করছি যে, আমি বল হিসেবে মহান আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং নহি হিসেবে সায়িযুদুনা মুহাম্মদ (সা)-কে মেনে নিলাম।

আর আমি আবদুল্লাহ ইব্রুন মুহাম্মদ-এর জন্য পঞ্চাশ দীনার অসীমৈত্র করছি, যে আলী নামে পরিচিত। লোকটি বিশ্বাস। এর দায়া সে ঘরের খাদ্য-বোঝার প্রমাণ পুরো করে ইনশাআল্লাহ। তার অভাব পুরো হয়ে গেল সালিল-এর এখানে প্রতীক্ষা নারী ও প্রুফকে দুর্শি দিন কর্তৃ তার করে।

তারপর তিনি উদ্দোসী শিখবার ডেকে এনে তাদের জন্য দু’আ করতে শুরু করলেন। ইনতিকালের পঞ্চাশ সম আগে তার একটি সমস্ত জনুলাভ করেছিল। তিনি তার নাম রেখেছিলেন সাইন। তার আরো একটি সত্য ছিল যে তার নাম মুহাম্মদ। তিনি যখন রোগাকাত হন, হেলটিত তখন হুটে। তিনি তাকেও ডেকে এনে জড়িয়ে ধরেন এবং তাকে চুনে করেন। তারপর বলনে পোশ বয়সে আমি সত্য দিয়ে কি করব । বলা হল, আপনার বংশধর। আপনার ইনতিকালের পর আপনার জন্য দু’আ করবে। তিনি বললেন পুরো যে তিনি চিক, যখন জোটে। তারপর তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে শুরু করলেন। অনুসরণ ঠাকুর অধিবাস তিনি সমন্বয় পান যে, তাতে রুপপ্রাপ্ত ক্রমান্বয় করকে অপসর করে। ফলে ইমাম আহমদ ক্রমান্বয় করে দেন। তিনি আকর্ষ করলেন। শুধু যে রাতে তিনি ইনতিকাল করেন, সেই দিন সম্প্রসার তিনি কর্তৃ। 

রাধাত ছিল এই সময়ের রবিউল আওরাজ মালের বার তারিখ জুমুআর রাত। বারে তীব্র আকার কর্তৃ তিনি কর্তৃ।

ইমাম আহমদ-এর ডেকে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বললেন পৃথিবী উপাসিত হলে আমায় পিতা বর্তমান করলে শুরু করেন যা বলো নাথ। তার আল্লাম । এই মুহর্তে আপনী এটা কী বলছেন? তিনি বললেন পৃথিবী ইরাস দাত আলাসল কাপড়ে ঘরের কোন দৃঢ়িয়ে বলেছে পৃথিবী। তিনি আমাকে পরীক্ষা কর। তার জবাবে আমি বলছি নারী।

লাবুদ

অবাক তাওহীদের উপর আমার দেহ থেকে প্রাণ বের না হওয়া পর্যন্ত সে সমুদ্রে অস্তর হতে পারবে না। যেমন পৃথিবীতে আছে পৃথিবী বললেছি পৃথিবীর রাখ তোমায় রাখ ও মূর্দ্ধর শপথ। আমি তাদেরকে বিধৃত করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রাণ তাদের দেহে বিদ্যমান থাকবে। জবাবে মহান আল্লাহ বললেন পৃথিবী ইমায়ত ও মূর্দ্ধর শপথ। আমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।

ইমাম আহমদ-এর জীবনের শেষ মুহূর্তের সবচেয়ে চমৎকার ঘটনাটি হল, তিনি পরিবারের
লোকদেরকে ইংরেজিতে তাকে উঠু করিয়ে দিতে বলেন। তারা তাকে উঠু করাতে শুরু করে।
তখন তিনি ইংরেজিতে তার আদেশে থিলাল করে দেওয়ার জন্য বলেন। এই পুরো সময়ে তিনি মহান
আল্লাহর মিয়ির করতে থাকেন। তারা পূর্বাঞ্চলে তাদের উঠুর কাজ সম্পাদন করার পর পরই তিনি
ইনিটিয়াল করেন। মহান আল্লাহ তাকে রহম করুন ও তার প্রতি সতু হোন।
তার ইনিটিয়াল হয়েছিল তুলবার দিন। দিনের ঘষা দু'জনক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর।
সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রান্নায় এসে তিড় জমায়। মুহাম্মদ ইবন তাহির তার দারুজংমকে প্রণেত করেন।
তার সঙ্গে কয়েকটি বালক এবং বালকদের হাতে কতগুলো রোমাল। রোমালগুলোতে কয়েকটি
কাফন। তিনি বলে পাঠান, এগুলো খেলাফর পশ্চিম থেকে। কেননা, খেলাফর যদি উপস্থিত থাকতে,
তাহলে তিনি এগুলো প্রণেত করতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ-এর ছেলেগণ বলে পাঠায়, আমারুল
মু'মিনীন ইমামের জীবনদ্রষ্টা তাকে তার অপসারণী বিষয় হতে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তারা
তাকে উক্ত কাফন দ্বারা কাফন দিয়ে অবৈকৃতি জানায় এবং এন্ন একটি কাপড় নিয়ে আনা হল,
যেটি ইমাম আহমদ-এর দাসী বুনন করেছিল। তার সঙ্গে একটি লিফায় ও হালুত বুন করে নেটি
দ্বারা ইমাম আহমদকে দাফন করে। তারা একটি পানির মশক করে আনে এবং তাদের
তাদের ঘরের পানি দ্বারা গোলাম দেওয়া থেকে বিভূত থাকে। কেননা, ইমাম আহমদ তাদের
গৃহগুলোকে বন্ধন করেছিলেন। ফলে, তিনি সেসব ঘরে আহত করতেন না এবং তাদের থেকে
কোন বন্ধ ধারা নিতেন না। তিনি সব সময় তাদের উপর রুটি থাকতেন। কারণ, তারা বায়ুচূল
মালের ভালো ভোগ করত। তার পরিমাণ ছিল চার হাজার সিকম। তাদের পরিবারের অনেক
সদস্য ছিল এবং তারা ছিল দরিদ্র।
ইমাম আহমদ-এর গোলাম বনু হাশিম-এর দ্বিতীয় পরিবারের একশ মত লোক উপস্থিত
হয়েছিল। তারা তার এ দুই দোকা চুনা খেতে, তার জন্য দু'জন করতে এবং তার জন্য রহমত
কামনা করতে শুরু করে। মহান আল্লাহ তাকে রহম করুন। মানুষ তার জানায় নিয়ে ছুটতে শুরু
করে। তার চারপাশে অসংখ্য পুরুষ ও নারীর সমাগম, যার সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ
জানে না। নগরীর নাম্বার মুহাম্মদ ইবন আবদুদ্দৌল ইবন তাহির জন্য মারা দাঘামান। পরে তিনি
এগিয়ে গিয়ে ইমাম আহমদ-এর সত্তানদেরকে সমবেদনা জানান। তিনি-ই ইমাম আহমদ-এর
জানায় ইমামতি করেন। বিপুল জনসমাগমের কারণে পুনর্বার কর্মের নিকট এবং হামলাদের
পর আবারো কর্মের উপর ইমাম আহমদ-এর নামে জানায় আদায় করা হয়। একই কারণে
তাকে করে সমাধিক্ষ করিতে আসর নামাজের পর হয়ে যায়।
বায়হারি প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আমির মুহাম্মদ ইবন তাহির মানুষের সংখ্যা পরিমাণ করার
নির্দেশ দেন। হিসাব করে তের লাখ লোক পাওয়া গিয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় জাহাজে
অবস্থানান্ত লোকের ব্যতীত নাট লাখ।
ইবন আবু হাসিম বলেন: আমি আবু যুবরের প্রতি বলতে গেছি। আমি জানতে পেরেছি,
মানুষের স্থানটি দাঁড়িয়ে ইমাম শামিলের জানায় নামায় আদায় করেছিল, খেলাফা
মুতাওয়াফিকের স্থানটির পরিমাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে আনুমানিক পচিশ হাজার
লোকের হিসাব পাওয়া গেছে।
আবদুল ওহেব আল-ওয়ারাকে থেকে মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া আয-হানাজানী ও আবু বকর
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খণ্ড)---৭৩
আহমদ ইবন কামিল আল-কায়ী ও হাজিম সুতে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, আবদুল ওহ্মাব আল-ওয়ারাকী বলেন : আহমদ ইবন হায়ম-এর জানায় যে পরিমাণ লোকের সমাগম হয়েছিল, জাহানী কিংবা ইসলামের যুগে অন্য কারো জানায় অত লোকের সমাগম হয়েছে বলে আমি তাঁদের জানায়।

ইমাম আহমদ ইবন হায়ম-এর প্রতিবেশী আল-ওয়ারাকী থেকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল আকাস আল-মক্তী ও আবু হাতিম সুতে আবদুর রহমান ইবন আবু হাতিম বর্ণনা করেন যে, ওয়ারাকী বলেন : যেদিন ইমাম আহমদ ইবন হায়ম ইনিতিকাল করেন, যেদিন ইয়াহুদী-নাসারা ও মাজুলীদের বিশ হাজার মানুষ ইসলাম এগে করেছিল। কোন কোন নাসারের বিশ হাজারের সঙ্গে দশ হাজার লিখিত আছে। মহান আলাহাহ ভাল জানেন।

দারা কুতুন্তে বলেন: আমি আবু সাহুল ইবন বিয়াদাকে বলতে জেনেছি যে, তিনি বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমদকে বলতে জেনেছি। তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে জেনেছি তোমারা বিদায়েদেরকে বল দাও, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মীমাংসা করবে জানায়াসামূহ। যখন তা অতিক্রম করবে। আর মহান আলাহাহ এ কেন্দ্রে ইমাম আহমদ-এর উকিলে সত্য প্রমাণিত করেছেন। কেন্দ্র, যেন তাঁর যুগের সুলাহ ইমাম ছিলেন। তাঁর বিশালের নেতা ছিল পৃথিবীর প্রধান বিচারাধিকারী আহমদ ইবন আবু দাউদ যার মৃত্যুকে একজন মানুষের পরওয়া করেন এবং তাঁর দিকে ফিরে তাকায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর, বাদশাহ অলম কর্জন সহচর ব্যাঙীক কেই তাকে বিদায় জানাতে আসেন। অনুরূপ দুরিয়ামিথিতা, তাক্কওয়া, খায়তা, আমলখোলামীর হওয়া থেকে সবেও হারিস ইবনে আসাদ আল-মুয়াদ্দীন তিনি কিংবা চারজন লোক ছাড়া কেউ তাঁর জানায়া পড়েনি। তেমনি ওটি করক লোক ছাড়া বিশ্ব ইবন গিয়াস আল-মুযাযরিসীর জানায়া পড়েনি। পূর্বাপর সকল কমতাই মহান আলাহাহ ছিল।

বায়হাকী কবি হাজার ইবন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি মহান আলাহাহ পথে শহীদ হব আর ইমাম আহমদ-এর জানায়া নামায় পড়ব না, তা আমি প্রসন্ন করি না।

জনৈক আসিম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যেদিন ইমাম আহমদকে দাফন করা হয়, সেদিন তিনি বলেছিলেন: আজ পৃথিবী-এর সমাধিস্থ হল। তারা হলেন, আবু বকর, উমর, উম্মান (রা), আলিয়া (রা), উমর ইবন আবদুল্লাহ আযুর্ব্য এবং আহমদ।

মৃত্যুকালে ইমাম আহমদ-এর বয়স ছিল সাতাশ কয়েক দিন। মহান আলাহাহ তাকে রহম করেন।

ইমাম আহমদ ইবন সম্পর্কে দেখা বল্পনামূহ
সহীহ হাস্তিদে বর্ণিত আছে:

লি ব্যক্তি, মনে ব্যক্তি, এলা মিশ্রিত, 'মুহাম্মদ ইবনে আল-মিস্রাত।'
'মুহাম্মদ ইবনে আল-মিস্রাত।'
অপর বর্ণনায় আছে:
তুমি নিষেধ নাই নিষেধ; প্রত্যেক রোগীর সাধ্য যা মুমিন দেখে থাকে, কিংবা তাকে দেখানো হয়।

সালামা ইবনে শাবিব থেকে যথাসাধ্যে জানা যে, ইবন মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়েন। ইবনুল মুহাম্মদ ও হাকিম সুরে বায়হাজী বর্ণনা করেন যে, সালামা ইবনে শাবিব বলেন: আমি আহমদ ইবনে হাসাল-এর নিকট ছিলাম। সে সময়ে তার নিকট এক গ্রহণ বাড়ি আগমন করেন। তার হাতে লাহোর পাথ লাগানো একটি লাঠি। এসে লোকটি সালাম দিয়ে বসে পড়ে বলেন: আপনাদের মধ্যে আহমদ ইবনে হাসাল কে? আহমদ বলেন: আমি। আপনার প্রয়োজন? তিনি বলেন: আমি চারশ ফারাকাখ (প্রতি ফারাকাখ প্রায় আট কিলোমিটার) পথ পাড়ি দিয়ে আপনার নিকট এসেছি। আমি জিজ্ঞাসা করেন: আমি তুমিই হোন, বলুন। তিনি আমাকে বলেন: আপনি আহমদ ইবনে হাসাল-এর নিকট গিয়ে তার যৌক্ত-ক্ষম নিন এবং তাকে বলুন: আশেরের মালিক এবং ফেরেশতাগন মহান আল্লাহর জন্য আপনি যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন, তার জন্য আপনার প্রতি সুস্তুতি।

আবু আবুদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হুযায়মা অল-ইস্কান্ডারানী বলেন: আহমদ ইবনে হাসাল যখন ইনিকাল করেন, আমি প্রভূত দেখেছি, ইমাম আহমদ অহংকারীর নায় ইটিহাল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি আবুদুল্লাহর পিতা! তকন দিলাম কাজ করেন? তিনি বলেন: এ হল শাক্ত নিকটের খাদিমের হাট। আমি বললাম: মহান আল্লাহ আপনার সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? তিনি বলেন: মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমাকে মুক্তি ও এক জোড়া সোনার জুতা পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে বলেন: আহমদ! এ হল তোমার পরিধি কুরআনের আমান কালাম বলার পুরুষকার। তারপর বলেন: আহমদ! তুমি সুফিয়ান ছাত্রী থেকে যে দু'আ ও শিখনা শোনানি এবং দুনিয়াতে তুমি দু’আ ও করতে, যখন আমার নিকট ডু'আ ওলো কর। আমি বললাম: তা সব কিছুক প্রতিপালক! সব কিছুক উপর তোমার শক্তির উপরিযুক্ত আমার সব কিছু ক্ষমা করে দাও, যখন আমাকে তোমার কাজ প্রশ্ন করতে না হয়। মহান আল্লাহ বলেন: আহমদ! এটি জানাত। তুমি দাড়াও; এটি প্রচেষ্ট কর। আমি প্রচেষ্টা করলাম। হঠাৎ দেখি, আমি সুফিয়ান ছাত্রীর সঙ্গে। তার দুটি সবুজ ডানা আছে। তার দিয়ে তিনি এক খেজুর গাছ হতে অপর খেজুর গাছে এবং এক গাছ হতে আরেক গাছে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন:

ওয়ালো হামদ লাহোরে যোগ দেন ও আবু আরম্ভ আর্থিক নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করেন।

হিসেবে নিষেধ আরো গুরুত্বপূর্ণ।

“তারা প্রবেশ করে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, তুমি আমাদের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই তুমির। আমরা যেখানে ইচ্ছা বসাবাস করব। সদাচারীদের পুরুষকার কভু উত্তম (সুরা যুমার ৮৪)।”

ইমাম আহমদ বলেন: আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশেষ আল-হাফি-এর কী হল? তিনি
বলেন । বাহ ! বাহ ! বিশ্বাস!-এর মত কে আছে ? আমি তাকে মহান সত্তার নিকট রেখে এসেছি। তার সমুদ্রে খানার খাঁধা। আর মহান সত্তা তার পানে তাকিয়ে বলছেন । খাও হে ঐ ব্যক্তি যে আহর করেনি। পান কর হে ঐ ব্যক্তি, যে পান করেনি। সুখ উপভোগ কর হে ঐ ব্যক্তি, যে কোন সুখ উপভোগ করেনি।

আবু মুহাম্মদ ইবন আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন ওয়ারাহ থেকে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবন মুসলিম বলেন । আবু বুরু আবু মুহাম্মদ পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম । আল্লাহ আপনার সঙ্গে কি আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন । পরাক্রমশালী বলেন । একে আবু আবুদুল্লাহ, আবু আবুদুল্লাহ ও আবু আবু আবুদুল্লাহ- মালিক, শাফিই ও আহমদ ইবন হায়্যল-এর সঙ্গে নিয়ে জুড়ে দাও।

আহমদ ইবন ইবন খারামায় আল-আন্তাকায়ি বলেন । আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে এবং মহান প্রতিপালক বিচারের জন্য আত্মপ্রকাশ করেছেন। এক ঘোষক আরের চীনা থেকে ঘোষণা করেছে । তোমরা আবু আবুদুল্লাহকে, আবু আবুদুল্লাহকে, আবু আবুদুল্লাহকে এবং আবু আবুদুল্লাহকে জানাতে প্রবেশ করাও। বর্ণাকারী বলেন। আমি আমার পাখ্যন্ত্রী কর্মকারী জিজ্ঞাসা করলাম । এরা কারা । কর্মকারী বলে । মালিক, ছাওরি, শাফিই ও আহমদ ইবন হায়্যল।

আবু বকর ইবন আবু খায়ামা ইয়াহিয়া ইবন ইয়াহিয়া ইবন আইমুব আল-মুকাদ্দসি থেকে বর্ণনা করেন। যে, ইয়াহিয়া বলেন । আমি রাসূলুর্রহ সা এ স্বপ্নে দেখলাম। দেখি, তিনি একটি কাপড় এবং এটি বর্তমানে আছে। আর আহমদ ইবন হায়ল ও ইয়াহিয়া ইবন মুহীন তার থেকে কাপড় সরাচ্ছেন।

আহমদ ইবন আবু দাউদ-এ জীবন চরিতে ইয়াহিয়া ইবন-জালে থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখেছেন, আহমদ ইবন হায়ল আমার মসজিদের এক মজলিসে উপস্থিত আর আহমদ ইবন আবু দাউদ আরেক মজলিসে। রাসূলুর্রহ (সা) উভয় মজলিসের মধ্যবর্তী দ্বারা আমার তালিকায় ছিল। তিনি দেখেছেন যে, আমার কোন তালিকা ছিলো না। আমার কোন তালিকা ছিলো না। আমার যে এমন সম্প্রদায়ের প্রতি এগোলাম তার অর্গন করেছি, যা এগোলা প্রত্যাখ্যান করে না) আমার তালিকা ছিলো না। আমার আহমদ ইবন হায়ল ও তার সঙ্গীদের প্রতি ইস্তফাত করেছেন।

242 হিজরীর সূচনা

এ বছর বিভিন্ন জনপদে ধ্বংসায়ক ভূমিকপ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে একটি হল কুমার নগরীর ভূমিকপ্রস্ত। এই ভূমিকপ্রস্তকে অনেক ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং তার অধিবাসীদের প্রায় পতিতাধিক হাজার হিসাবে জন্মে প্রাণ হয়। অপর ভূসম্পত্তির সচরাচর হয় ইয়ামান, খুরাসান, পারসা, সিরিয়া প্রভৃতি নগরীতে। এ ভূমিকপ্রস্ত ব্যাপক কৃপালাভ করে।

এ বছর রোমানরা আল-জামার বিভিন্ন জনসাধারণের উপর আক্রমণ করে তাদের বহু সম্পদ
লুট করে নিয়ে যায় এবং প্রায় বিশ হাজার মানুষকে বন্দী করে। (ইন্না লিখিতাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

এ বছর পরিচত মকার নায়িব আবদুস সামাদ ইবন মুসা ইবন ইব্রাহিম আল-ইমাম ইবন মুহাম্মদ ইবন আলিয়া মানুষকে হজ করান।

এ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে আল-মানসুর নাগারীর বিচারক হাসান ইবন আলী ইবনুল জাদ ও আবু হাসান আম-যিয়াদী ইনতিকাল করেন।

আবু হাসান আম-যিয়াদী

পূর্বঞ্জলের বিচারক, নাম হাসান ইবন উসমান ইবন হামাদ ইবন হাসান ইবন আবদুর রহমান ইবন ইয়ামিয়া আল-বাগদাদী। ওয়ালিদ ইবন মুসলিম। ওয়ালিদ। ইবনুল জারারা, ওয়ালিদি এবং আরো অনেকের নিকট থেকে হাদিস বন্ধেন। তার থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন আবু বকর ইবন আবদুননিয়া, আলী ইবন আবদুলাহু আল-ফারাগানী আল-হাফিজ- যিনি আন-তিফল নামে পরিচিত ছিলেন এবং অন্য একজন লোক।

ইবন আসাকির তার ইতিহাসে আবু হাসান আম-যিয়াদীর জীবন-চরিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আবু হাসান আম-যিয়াদী যিয়াদ ইবন আবদুর-রহমান বর্ণনা ত্বরান। তার কোন এক পূর্বপুরুষ যিয়াদী এক উড় ওয়ালাদকে বিবাহ করেছিল। তাতেই তিনি আম-যিয়াদী বলে পরিচিত লাভ করেন। তারপর ইবন আসাকির জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তার একটি হাদিস বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন: "الحلَّال بِينَ الحَرَام بَيْنَ الحَلَّالَ وَالْحَارَامَ بَيْنَ. 47" হলালর্লাও স্পাই, হারামও স্পাই।'

ইবন আসাকির উত্তরাধিকার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উত্তরাধিকার বলেছেন: আবু হাসান আম-যিয়াদী শেষ আরিফ, নিরভরশীল এবং বিশ্বাস আল্মুকামরের একজন ছিলেন। তিনি মূলতাওয়ালিদ-এর খিলাফতকালে পূর্বঞ্জলের বিচারক ছিলেন। সমাজতন্ত্র তার একটি ইতিহাস প্রচুর রয়েছে। তার বছর হাদিস রয়েছে।

অন্যায় বলেছেন: আবু হাসান আম-যিয়াদী সর্বম্যানা যুগের লোক ছিলেন এবং অনেক কিছু রচনা করেছেন। যুগ সম্পর্কে তার রচনাতে অভিজ্ঞতা ছিল। তার সুন্দর ইতিহাস রয়েছে। তিনি মহানবুভ ও মহানসম্পন্ন লোক।

ইবন আসাকির তার থেকে সুন্দর সুন্দর যুগের বর্ণনা করেছেন। তনুর্ধে একটি ঘটনা হল: তার এক বছর তার নিকট এসে কোন এক ঈদের দিনে তা অর্থ সংকটের কথা জানান। এ সময় তার নিকট একজন দীনের স্বাধীনতার অর্থ ছিল না। তিনি তখন দীনের বাবুগাও তাকে দেন। তারপর উত্তরা বাবুর এক বছর তার নিকট প্রার্থনা করে এবং তিনি ইমামদের নিকট যে অভিযোগ করেছিলেন, এক বারে তার নিকট একই অভিযোগ করেন। ফলে তিনিও তাকে খেললু দিয়ে দেন। অবশেষে আবু হাসান শোয়েক্স লোকটির নিকট- যার কাছে খেললু সর্বশেষ পেয়েছিলেন- কিছু পরে প্রমাণ দেন। তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ফলে লোকটি খেললু মুদ্রাগুলো তার নিকট পাঠিয়ে দেন। খেললু দেখে আবু হাসান আম-যিয়াদী
বিশিষ্ট হন এবং তার নিকট গমন করে বিষয়টি জানতে চান। লোকটি বলল । অমুক আমার নিকট প্রেরণ করেছে। এবার তিনজন একত্র হলেন এবং দীনারগোলা পরস্পর বলতে করে নেন।
মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করল এবং তাদের মানবতাবাদের জন্য তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করল।

এ বছর আবু মুসাবা আম-মুহৰ্র, যিনি ইমাম মলিক থেকে মুছাতার বর্মনাকারীদের একজন ছিলেন- বিখ্যাত কারীদের অন্যতম আবদুররাহ ইব্বন বাকরীওয়ান, মুহাম্মদ ইব্বন আসলাম আত-ফ্রীস, মুহাম্মদ ইব্বন রুমাহ জারহ- তাদের ইমামগণের একজন মুহাম্মদ ইব্বন আবদুররা ইব্বন আমার আল-মুসলিলি ও কর্মী ইয়াহিয়া ইব্বন আকসাম ইনতিকাল করেন।

২৪৩ হিজরীর সূচনা

এ বছর মুল-কাদা মাসে খলিফা আল-মুতাওয়াকিল আল্লাহ দামেশক-এর উদ্দেশ্যে ইরাক ত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন এবং সেখান থেকে যিনিকে পরিচালনা করবেন। এ বছর ইন্দুল আয়াহ তিনি সেখানেই পালন করেন। ইরাকবাসিগণ তাদের মাঝে থেকে খলিফার চলে যাওয়ায় অনুপ্রান্ত হয়। ইয়াহীদ ইব্বন মুহাম্মদ আল-মাহলারী এ ব্যাপারে বলেন

أُلْعَنُ الشَّامُ تَشْتَمِّتُ بِالْعَرَّاقِ وَإِذَا عَزْمَ اللَّهِمَّ عَلَى انتَطَلُّق
فَإِنَّ يَدُّغُ انْعَرَاقٍ وَسَاكِنَنْهَا وَفَقْرُ حَلَّى الْمِلْخَيْلَةِ بِالْتَّطَلُّق

“ইমাম যখন চলে যাওয়ার দূর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমার ধারণা, শাম ইরাকের বিপদে খুশী হবে। খলিফা যদি ইরাক ও তার অধিবাসীদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে লালামিয়া নারী তালাকের পরিকার সমৃদ্ধীন হবে।”

বিগত বছর যিনি লোকদেরকে হজ করিয়েছিলেন, এ বছরও তিনি লোকদেরকে হজ করান।

তিনি হলেন পবিত্র মকার নায়ব।

এ বছর বিশিষ্ট বাণিজ্যের মধ্যে যারা মৃদুবর্ণ করেছেন, ইব্বন জারির-এর বজ্র্য অনুসারে তাদের একজন হলেন ইবরাহীম ইব্বন ইন্দুল আকসাম।

ইবরাহীম ইব্বন ইন্দুল আকসাম

জায়গারামহাদের বিখ্যাত। আমার মতে তার নাম হল ইবরাহীম ইব্বন ইন্দুল আকসাম ইব্বন সাওল আস-সাওলি আশ- শায়রি আল-কাতিব। তিনি মুহাম্মদ ইব্বন ইয়াহিয়া আস-সাওলি-এর চাচা।

জুরাজান-এর রাজা সাওল বকর তার দান ছিলেন। ছিলেন জুরাজান বংশোদ্ভুত। তারপর এথেন তিনি মাজুরী ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরে ইয়াহীদ ইব্বন মুহাম্মদ ইব্বন আবু সাফরা-এর হাতে ইন্দুল একাধিক হে। এই ইবরাহীম-এর একটি কাব্য গ্রন্থ রয়েছে, ইব্বন খন্ডিকান যার উল্লেখ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য চমক্তিকার দুটি পত্র নিম্নরূপঃ

ولَرِبْ نَذَّلَةٍ يُصِيبُ بِهَا الْفَتِّى ذَرَّةٍ وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا مُخْرَجٌ
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فَرُجَتُ وَكَانَتِ أَظُنُّهَا لَمْ تُفْرُجُ
কেন্দ্রস্থ সাওয়াদ মুক্তিতে + ফেব্রুয়ারি নাতোলি

এর শেষে বস্তুকৃত ফিলম + ফিল্মের কেঁটে আধার

“তুমি আমার চেয়ে দুর্ভীর ছিলে। আমার চক্রু তোমার জন্য ক্ষুণ্ন করেছ। তোমার পরে
সে মুখী মরে যাক। আমার তো শুধু তোমারই মূল্যবান ভয় ছিল।”

তত্ত্বায় কয়েকটি পাণ্টকি হল, যেখানে তিনি মুম্বাতিম এর উদ্ভিদ মুহাম্মদ ইবন আবদুল
মালিক ইবনুস্যায়াত-এর প্রতি লিখিতেছিলেন:

কিছু ওয়ান + ফলমেল নিভটি ভাষায় উওনানো

কিছু আন্দামান গলান + ফাসভাইটে ওনান হলানামান

কিছু আন্দামান + ফেন এখন আব্দুল বুলানামান

“কার্নাওয়ালের বক্সে আব্দুল করার ফলে তুমি আমার ভালু হয়েছিলেন। অব কার যখন
মুখ ফেরিয়ে নিল, তুমি কঠিন মুখে পরিণত হয়ে গেছ। বিপদপণ্দে আমি তোমার শরণার্থী
হতাম। আর এখন আমি তোমার থেকে নিরস্তা করায়া করছি।”

তার আরো দুটি পাণ্টকি হল:

লাইনম্যান ম্যানো এই যে তূর্ভূমি + নুন নিয়ে আল্লামান ও ওয়াতান

টলভাঁ বলার হলেন যায় + আল্লামান হলেন + আল্লামান বাবান

“পরিতৃপ্ত জীবন ও বিলাসিতার মাঝে তোমাকে পরিজন ও বড়দের প্রতি ফিরে আসতে
আত্মীয়েরকে উৎসাহ করা হয়নি। তুমি যে জনপদেই অনুপ্রবেশ কর না কেন সেখানেই তুমি
পরিজনের পরিবর্তে পরিজন এবং মাতৃভূমির পরিবর্তে মাতৃভূমি পেয়ে যাবে।”

ইবরাহীম ইবনুল আব্বাস এ বছরের মধ্যে শাবান সুররা মানরায়াল ইন্টিকাল করেন। সে
সময় হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবনুল জাবরাহ ইবরাহীম ইবন শাবান-এর খোদায় ছিলেন। কর্মনারী
বলেন: হাশিম ইবন ফাইজুর এ বছরের মূলহাজা মাসে ইন্টিকাল করেন।

আমার মতে: এ বছর আহমদ ইবন সাইদ আর-রবাই, সুফীবাদের ইমাম হারিস ইবনুল
আসাদ ইবনুল আল-মুহাম্মদী, ইমাম শাফিকুল (র)-এর বন্ধু হারমালা ইবন ইয়াহুদিয়া আত-তাজিয়া,
আবদুলরাহমিন ইবনুল মুহাম্মদী আল-জরাহী, মুহাম্মদ ইবন উমর আল-আদানী, হারুন ইবন আবদুলরাহ
আল-হায়ানী ও হানালা ইবনুল-সাদী ইন্টিকাল করেন।
২৪৪ হিজরীর সূচনা

বর্ষাব্দে খলিফা আল-মুতাবোয়াকিলির জীবন-জর্জাকের সস্তাদের দামানীকে নির্দেশ দেয়। দিনটি ছিল জুমা। খলিফার সীমান্তে স্থানীয়ে রাজনীতি বাস করার সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি রাজ্যের নির্দেশ দামানীকে স্থানটি স্থানস্থানের করার এবং খালিফা সাধারণ নির্দেশের নির্দেশ প্রদান করেন।

দারিয়ার পথে প্রাসাদ নির্মাণ করা হল। খলিফা সীমান্তে কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর তিনি সে স্থানটি অনুপযোগী মনে করেন এবং দেখতে পান যে, ইরাকের তুলনায় সীমান্তকার বাতাস বেগী ঠান্ডা এবং পানি নেই। তিনি আরো সীমাতে পান যে, ইরাকের সীমান্তকার বাতাস দুই-ঘরের পর আন্দোলিত হয় এবং রাজ্যের এক-দৌডিয়াল পর্যন্ত বাতাসের তীব্রতা ও তীব্রতামূলক বাড়তে থাকে। সীমান্তে তিনি অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন দেখতে পান। সীমার মাঝে আসলে তিনি উত্তরাধিকারী বৃক্ষ ও বরফপাত দেখতে পান যে, তিনি বিনিয়োগ হেতু যচ্ছেন যান। তার সম্প্রদায় তুর্কির দৌড়কার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিনীত হয় যোগে। তিনি বিগতকে রোমের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজের দুই মাস দুইদিন সীমান্তে অবস্থান করার পর বছরের শেষে দিকে ছামিরায় ফিরে যান। তাকে পেয়ে রাগাদাবাসী অবিশ্বাস অন্যতম হয়।

এ বছর মুতাবোয়াকিলির দৈব বর্ষাও প্রদান করা হয়, তুর্কি রাসূলক্সার (সা)-এর সময়ে বহন করা হয়। বর্ষার পায়ে খলিফা অভ্যন্ত অন্যায় হন। এই বর্ষার সীমান্তে হাস্য হয় এবং নাফা দিনের সাথে মুসলিম আওয়ামকে দান করেছিলেন। আরামের বর্ষার দিনে দেন রাসূলক্সার (সা)-কে। এর আর খলিফা মুতাবোয়াকিলির বর্ষার সময় সামনে বহন করার জন্য প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন যেমনই রাসূলক্সার (সা)-এর সামনে সামনে বহন করা হয়।

এ বছর থেকে মুতাবোয়াকিলির বাবরা বাবরা-এর উপর রূপ হয়, তাকে দেশাত্তর করেন এবং তার ধরন-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন। এ বছর আবদুল সামান্দকে লুটেল করার পূর্বে তার আলাপ করা হয়েছিল।

ঋতুনামত্র এ বছর ইদুল আযহা, ইযাহুদীদের খামির সিদ্ধ এবং নাসরিয়াদের ওষুণেন একই দিনে হয়ে পড়ে। সেদিনের ধরনেরি পাড়া ঘটনা।

এ বছর আহমাদ ইবন মুনী, ইসহাক ইবন মুনাসা আল-খাতমী, হুমায়ুন ইবন মাসাইদা, আবদুল হামিদ ইবন সনান, আলি ইবন হিজর, আল-ওয়ায়ীর মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক আয়-যায়িত এই সাফখন মান্ডিতকে এর লেখক ইযাসুরীর ইবনুল-সাকেট মূর্ত্তমুত্তে পাতিত হন।

২৪৫ হিজরীর সূচনা

এ বছর খলিফা মুতাবোয়াকিলির মুহুর্তে শহর নির্মাণ এবং তার নবী খননের নির্দেশ প্রদান করেন। কথিত আছে যে, এই শহর নির্মাণ ও লুটুদুলি নামক খালিফত তবে নির্মাণে তিনি বিশাল দীনার বায় করেন।

এ বছর বিভিন্ন নগরীতে অনেক তৃতীয় সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে একটি হল ইন্তাকিয়া শহর। তৃতীয় শহরের এক হাজার পাঁচ বছর বিরল হয় এবং নবায়-এর অধিক
দেওয়ালের স্থল তেঁতে পড়ে। মানুষ অতি স্বর্ভঙ্গ শব্দ হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেয় বেরিয়ে যায়। নগরীর এক পার্শ্বে অবস্থিত আকরা নামক পাহাড়টি বিশৃঙ্খল হয়ে নদীতে ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নদী উত্তল হয়ে উঠে এবং নদী থেকে দূর্ঘটনায় অক্ষরাঙ্গন কালো ঘোড়া উঠিত হয় এবং এক ফরাসাখ পর্যন্ত নদী শুরু করে। নদীর পানি কোথায় চলে যায় জানা যায়নি।

আবু জা'ফর ইবন্ন জায়ির বলেন: এ বছর তানিস গোরের লোকেরা স্বায়ি ও দীর্ঘ এক বিকট শব্দ শুনতে পায় যাতে অনেক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আবু জা'ফর ইবন্ন জায়ির আরে বলেন: এ বছর রোহা, রিকা, হাররান, রাশূন আইন, হিমস, দামেশুক, তাহরসুল মসীহা, উমনা এবং শামের উপকূলীয় অঞ্চলের ইন্দুর মুক্তিকে আক্রান্ত হয়। এ বছর লায়েরিয়া নগরীতে অস্থির হয়ে প্রকাশিত হয়। পরিণামে ধংসের হাত থেকে তার একটি বাড়িয়ে রক্ত পায়নি, খলিফার মানুষ ব্যাপী তার সকল অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পর্যন্ত তার অধিবাসীদেরহ ধ্বংস হয়ে যায়।

এ বছর পরিত্র মার্ক মুশাশ কৃপা করিয়ে যায়। ফলে পরিত্র মার্ক এক মশাব পানির দাম আশি দিয়ে মশায় করে। পরে মুতাওয়াকিল লোকের ক্ষেত্রে কৃপা করে প্রাপ্ত অর্থ বান করেন। ফলে কৃপা পন্যালা পানি প্রভাবিত হয়।

এ বছর ইসহাক ইবন্ন আবু ইসরাইল, সাওয়ার ইবন্ন আবদুল্লাহ আল-কায়ী এবং হিশাম আল-রাশী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এ বছর নাজাহ ইবন্ন সালাম মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি নাধিকরণ বিভাগের দায়িত্বী ছিলেন। খলিফা মুতাওয়াকিল এ নিকট তিনি মৃদাদাসাপ লোক ছিলেন। কিন্তু, পরে কোন এক গীতিয় খলিফার সঙ্গে তার সম্পর্কের এত অবনতি ঘটে যে, মুতাওয়াকিল তার সকল সাহায্য-সম্পত্তি এবং সাঙ্গিত সম্পদ নিয়ে নেন। ইবন্ন জায়ির বিতর্কিতভাবে তার কাহিনী উল্লেখ করেন।

এ বছর আহমদ ইবন্ন আবদ আহমাদী পরিত্র মার্ক কার্য আবুল হায়াস আল-কায়াস, আহমদ ইবন্ন নাসর আল-নসীহী, ইসহাক ইবন্ন আবু ইসরাইল, ইসরাইল ইবন্ন মুসা ইবন্ন নিতুসুম্বী, যুনুস আল-মিসরী, আবুবর রহমান ইবন্ন ইব্বাহিম দুহযাম, মুহাম্মদ ইবন্ন রাফি' হিশাম ইবন্ন আমার এবং আবু তুরাব আল-নাঝরিয়া ও ইবন্ন রাওয়ানী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইবন্ন রাওয়ানী

নাশিক। নাম আহমদ ইবন্ন ইয়াহিয়া ইবন্ন ইসহাক আবুর হায়েন ইবন্ন রাওয়ানী। কাশাস নগরীর একটি প্রামাণের নাম তাকে রাওয়ানী বলা হয়। পরে তিনি বাগদাদে বিশিষ্ট গণবিজ্ঞান হন। সেখানে তার নাশিকদী বিষয়ে গুরু রচনা করতেন। তার অনেক গুই ছিল। কিন্তু, সেই প্রশ্ন তিনি ক্ষতিরক্ষার এবং দুনিয়া-আখিওতার কোন উপকারে আসতে না এমন ক্ষেত্রে সবাই করেছেন। ইবন্ন জাহীরের বর্ণনা মুহাম্মদকে আমরা দুইশ আটাররেই হিসাবে সনের আলেহামনায় তার দীর্ঘ জীবন-চরিত্র মানে ছিলো এই বছর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু, তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তিনি তার সমালোচনা করে ব্যাপ্তি করেছেন। তিনি বলেছেন: তার নাম আবুল হায়স
আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খ্র) —৭৪
আহমদ ইবন ইসহাক আর-রাওয়ানাদী। তিনি বিখ্যাত আলিম ছিলেন। ইলমুল কালাম বিষয়ে তার বক্তব্য রয়েছে। তিনি তৎকালের বিশিষ্ট বাজিদের একজন ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশ জুড়ের মত। তন্মধ্যে দুর্লভ কয়েকটি হল ফাতিহাহতুল্লা মুঘলীম, কিউবুল হজর, কিউবুল সালাদাহ ও কিউবুল কাশ্মীর ইত্যাদি। তার অনেক গুণ আছে এবং ইলমুল কালাম-এর একদল আলিমের সঙ্গে তার কথ্যাপুরকথন হয়েছিল। মায়াহার বিষয়ে তার সত্যিই চিন্তাধারা রয়েছে, যা ইলমুল কালাম-এর আলিমগণ তার থেকে উদ্ভূত করেছেন।

তিনি দুইশ পায়তালিশ হিজরীতে মালিক ইবন তাউফ আহ-তাগলিবীর প্রাসঙ্গে মুতাহুমেখ পতিত হন। কেউ কেউ বলেন বাগাদাদে। তবে ইবন খালিকান বর্ণিত এই তথ্য তুল। ইবনুল জাওয়ি তার মৃত্যুর তারিখ দুইশ আটানকই হিজরী উল্লেখ করেছেন। সেখানে তার বিষয়ে জীবন-চরিত আলোচিত হবে।

যুনুন আল-মিসরী

হাওবান ইবন ইবরাহিম। কেউ কেউ বলেন ত ইবনুল ফায়জ ইবন ইবরাহিম। আরুল ফায়জ আল-মিসরী। বিখ্যাত মাসায়খগের একজন। ইবন খালিকান আল-ওয়াকিয়াতে তার জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন, তার ফাযরিল ও হালদাল উল্লেখ করেছেন এবং তার মৃত্যুর তারিখ দুইশ পায়তালিশ বলে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি এর পরের বছর মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ তার মৃত্যুর দুইশ আটানক হিজরী সন। মহান আলাহ তাল জানেন। ইমাম মালিক থেকে যা আমাদের বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন বলে পরিগণিত। ইবন ইউনুস মিসরের ইতিহাসে তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ত যুনুন আল-মিসরীর পিতা নাওয়ীর অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলে ৰ আখমীয়-এর অধিবাসী। তিনি ইলাঙ্গ ও স্পিতাভাবী ছিলেন। কেউ কেউ বলে তাকে সে দিনের বাজারে কারণ সন্দেহে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ত তিনি দেখতে পান যে, একটি দৃষ্টিহীন কাব্যর পক্ষ তার বাসা থেকে রেলিয়ে আসে। সেস সঙ্গে আসি তার জন্য বিবর্ণ হয়ে দুইটি সোনা-রাপির পাতে পরিণত হয়ে যায়। একটি সেলে এবং অপরটি পানি। পাথী একটি থেকে আহার ও একটি থেকে পান করল।

একদা খলিফা মুজতাওয়াকিল-এর নিকট তার বিবৃতে নালিশ দায়ের করা হল। খলিফা তাকে মিসর থেকে নিয়ে ইরাক হামিদ করান। তিনি খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করেন। তার ওয়ায খলিফা কেন্দ্রে ফেলেন। ফলে, খলিফা তাকে সমানের সাথে বিদায় করে দেন। তারপর থেকে যখনই খলিফার নিকট তার আলোচনা হত, খলিফা তার প্রশংসা করতেন।

২৪৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরের আশুরার দিনে মুতাওয়াকিল মাহুয়া নগরীতে প্রবেশ করে সেখানকার করমে খিলাফতে অবস্থান প্রাপ্ত করেন এবং প্রথমে কাজেরগণের ও পরে গায়কদের তলব করে তাদের উপহার-উপোষ্টকে দিয়ে বিদায় করে দেন। দিনটি ছিল শুভেচ্ছায়।
এ বছরের সফর মাসে মুসলমান ও রোমানদের মাঝে পন বিনিয়ম হয়। মুক্তিপণ আদায় করে অন্তত চার হাজার মুসলমান বন্ধীকে মুক্ত করা হয়।

এ বছরের শাবার মাসে বাগাদাদে বাধ্য বৃষ্টিপাত হয়, যা প্রায় একশ দিন পর্যন্ত ফায়া হয়। বললেও বৃষ্টিপাত হয়, যার পানি ছিল টাটকা রক্ত।

এ বছর মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আয-যানীবী মানুষকে হজ করান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির মঞ্জুর বিখ্যাত বিখ্যাত বিখ্যাত হজ পালন করেন।

এ বছর মুতামুখে পতিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজন হলেন আহমদ ইবন ইবরাহিম আদ-দাওয়ারী, হায়ের ইবন ইবুল হাসান আল-মারুফী, বিখ্যাত করিগনের অন্যতম আবু আমার আদ-দাওয়ারী, মুহাম্মদ মুসাফিফা আল-হিমীসী এবং দা’বাল ইবন আলী।

দা’বাল ইবন আলী

ইবন রহীম ইবন সুলায়মান আল-ধুমাহী। তার এক বুদ্ধিমান, অতাধীক প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী কবি গোলাম ছিল। তিনি একদিন সাহূল ইবন হারুন আল-কাতির-এর নিকট উপস্থিত হন: সাহূল কৃপণ লোক। তিনি নাতা তলব করেন। কিন্তু রাত্র শেষে তার আলাপে বললেন, একটি মুরগী উপস্থিত কর্ম হল। কিন্তু, মুরগীটি এই শত্রু যে, বিপাকে তাঁকে ফেলতে না এবং মাত্র দারো ছেড়ে যাই না। মুরগীর মাথা নেই। তিনি বাবুরিতে বলেন । ধর্ষ হও, তুমি কি করেছ? মুরগীর মাথা কোথায়? বাবুরিতে বলে, আমি তো মুরগী ছাড়ি করেছিলাম, আপনি ওটা ছাড়েন না। তাই আমি ওটা ফেলে দিয়েছি। সাহূল বলেন । তুমি ধর্ষ হও, আল্লাহর শপথ! আমি তো সেই বিকিরকে নোনারো করি, যে পা দুটো কেনে দেয়। এমতাবিষ্ট মাথার কোথা হয়, বল। চার ইন্দ্রয়ের সব কাটিয়ে তো মাথায়। মাথার একটি ইন্দ্রিয় বারাই মুরগী বাক দেয়। চক্ষুহাও এই মাথায়। এই দুই চক্ষু বারাই উপমা দেওয়া হয়। এর বারাই বরক হাসিত করা হয়। এর হাড় হল সব চেয়ে আকর্ষণীয়। তোমার যদি ওটা খাওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে নিয়ে আস। বাবুরিতে বলে, ওটা কোথায় আমি জানি না। সাহূল বলেন । আমি জানি, ওটা তোমার পেটে। মহান আল্লাহ তোমাকে অর্ঘ্য করেন। ফলে, বাবুরিতে তাকে কবিতার মাধ্যমে তার প্রতি নিন্দাবাদ জানান করেন, যাতে তার কাপোর্টের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারী

নাম আবুদুল্লাহ ইবন মায়োন ইবন ইয়ায়ার ইবনুল হারিম আবুল হাসান আত-তফলিবী অল-গাতফাহী। বিখ্যাত দুনিয়াবিমূখ আল্লাম, আলোচিত আবদ ও সনামধ্যে সৎসাহসরাপ্ত লোকদের একজন। সুখ চিংড়িরাম ও সুপরিচিত করামাতের ও প্রমুখ রেখে দীক্ষা লাভ করেন। সুফিয়া ইবন উইয়ানা ওয়াকাই’ ও আবু নাদা প্রথম থেকে হাদিদ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদিদ বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, ইবন মজাজ, এরা হাতিম, আবু মুরআ নামেশ্বরী এবং আবু মুরআ আর-রাওয়ি প্রমুখ। আবু হাতিম তাঁর উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ইয়াহিয়া ইবন মুঈন বলেন । আমার বিখ্যাত, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে সীমাজনক পরিপূর্ণ করেন। জুনায়া ইবন মুহাম্মদ বলেন । আহমদ ইবন আবুল হাওয়ারী হলেন সীমাজনক মুখুন।
ইবনুন আসাকির বর্ণনা করেন যে, আহমদ ইবনুন আবুল হাওয়ারী আবু সুলায়মান আদ-দারামীর সঙ্গে অঙ্গীকারের হয় যে, তাকে রুপকরণ করেন না এবং তারি বিশ্লেষারচনা করেন না। একদিন তিনি দারামীর নিকট আগমন করেন। দারামীর তখন মানুষের সাথে কথা বলছিলেন।

এলিয়া আহমদ বলেন: হয়ত তারা তুলা গরম করেছে। আপনার নির্দেশ কী? কিন্তু, আবু সুলায়মান ব্যাপ্ততার কারণ কেন জানি দিলেন না। আহমদ বিতৃটীয়বার প্রশ্নটি করেন।

তৃতীয়বার দারামীর বলেন: তুমি গিয়ে তার মধ্যে বসে থাক। বসে আবু সুলায়মান পুনরায় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা ফিরে গেয়ে তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন: তুমি তো আহমদকে বলেছিলেন যে: গিয়ে চুলার মধ্যে বসে থাক। আর আমার বিশ্বাস, সে তা করেছে। চল তো গিয়ে দেখে আসি। তারা গেলেন। দেখতে পেলেন, আহমদ চুলার মধ্যে বসে আছে। কিন্তু তার কিছুই পোড়েনি। এমনকি একটি পশমও নয়।

ইবনুন আসাকির আরো বর্ণনা করেন যে, একদিন সকাল বেলা আহমদ ইবনুন হাওয়ারীর একটি সন্তান তুমিতে হয়। কিন্তু নবজাতকের পরিচয় করার মত কিছুই তার ঘরে ছিল না। তিনি খাদিমকে বলেন: লও, আমাদের জন্য কিছু আট ধাঁচ করে আন। তিনি এমন সময়ে এক বাঢ়ি দুই দিন দিয়ে নিয়ে এসে তার সম্ভে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে অপর এক বাঢ়ি তার নিকট এসে বললেন: রাতে আমার একটি সন্তান জমলাতে করেছে; আমার কিছুই নেই। তখন আহমদ আকাশের দিকে চেখ তুলে বলেন: হে আমার প্রতিপালক! এতে তাদুঢ়াড়ি করলে? তারপর লোকটিকে বলেন: এই দিয়ে মোকাল্লা নিয়ে যান। সেই তিনি দিয়ে মোকাল্লা সম্পূর্ণ তাকে দিয়ে দেন। তার কিছুই নিজের কাছে অধিষ্ঠিত রাখেন না। তারপর পরিবারের জন্য তিনি আটা ধাঁচ করে আনেন।

তার খাদিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার সীমান্ত প্রহরী নিমিত্ত ছাউনি ফেলার জন্য বের হন। সে সময়ে প্রভাত থেকে দিএ-হর পর্যন্ত তার নিকট হাতিয়া আসতে থাকে। পরে তিনি মাগরিব পর্যন্ত সেলাম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন: এমনই হও। মহান আল্লাহর নিকট কিছু ফেরত দিয়েও না, তার থেকে নিজের কাছে কিছু সঞ্চিতও কর না।

তাঁরপর খলেফা মা'মুন-এর আমলে যখন খালকে করুনার সূচনা নির্ধারিত হয়ে বাগদাদ এসে পৌছে, তখন আহমদ ইবনুন আবুল হাওয়ারী, হিসাম ইবনুন আমার সুলায়মান ইবনুন আবুদুর রহমান ও আবুদুল্লাহ ইবনুন যাকওয়ানকে নির্দেশ করা হয়। ইবনুন আবুল হাওয়ারী তারা প্রত্যেকে সম্ভ্রতি জাপান করেন। ফলে তাকে দোরক হিজারা অটিক করে হুমকি প্রদান করা হয়। বাধা হয়ে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌশলটি কারণে সম্ভ্রতি প্রকাশ করেন। তাঁরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহর তাকে রহম করুন। এক রাতে সীমান্ত পারার দানকালে তিনি বিবেক পর্যন্ত এই অবস্থায় অতিবাহিত করেন। এক সময় তিনি তার কিন্তু এর ফলে ফেলে দিয়ে বলেন: মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের নিমিত্ত তুমি আমার জন্য উত্তম দলীল ছিলে। কিন্তু, লক্ষ্যের পরিচয় লাভ ও লক্ষ্যের পরিচয় পৌছে যাওয়ার পর দলীল নিয়ে ব্যতি থাকা অসম্ভব।

আহমদ ইবনুন আবুল হাওয়ারীর বাণী

* আল্লাহর অস্তিত্বের পকেতে তিনি ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই।
বিদ্যা তো অভিষেক করা হয় সেবার রীতি-নীতি জানার জন্য।

ব্যক্তি দুর্নিয়ার পরিচয় লাভ করল, সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি আরিকালের পরিচয় লাভ করল, সে তার প্রতি আকৃষ্ট হল। আর যে ব্যক্তি আদর্শকে চিনল, সে তার সত্যিই প্রাধান্য দিল।

ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপথ করল এবং তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করল, আদর্শ তার অন্ত্র থেকে বিশ্বাসের নুর এবং দুনিয়ার বিমুখতা বিদ্রুপিত করে দেন।

তিনি বললেন: আমি আমার শুরু জীবনে একবার আরূ সুলায়মানকে বললাম যে আমি আমার উপদেশ দিন। তিনি বললেন যে তুমি কি উপদেশ গ্রহণ করবে? আমি বললাম যে ইন্দিয়া আদর্শ তা আলো শুন। তিনি বললেন যে প্রতিটি কামনাবাসনয় তুমি তোমার প্রবৃতির বিদ্রুপচারণ কর। কেননা, প্রবৃত্তি মধ্য কাজের নির্দেশ প্রদান করে থাকে। তুমি তোমার মুসলিম ভাষার চাঁদ্য করা থেকে বিরত থাক। মহান আদর্শ আনুগত্য করার সংঘটন, তার নিয়মে প্রতীক, তার প্রতি একমাত্র হওয়াকে পাথায় এবং সত্যকার প্রেমদর্শন বানিয়ে নাও। আর তুমি বিশেষভাবে অন্য এই একটি কথা গ্রহণ করে নাও, তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন হয়ে না। তা হল যে ব্যক্তি প্রতি মুক্ত, প্রতিটি অবস্থায় ও প্রত্যেক কাজের মহান আদর্শকে লঙ্ঘন করে চলে।

মহান আদর্শ তাকে তার তলিগণের স্বর পূর্ণির দেন।

আহমদ ইবন আলুল হাওয়ারী বললেন যে আমি তার এই ব্যাপারের সরবরাহ আমার সামনে রাখি

বিশ্ব অভিভত্ত হল। আহমদ ইবন আলুল হাওয়ারী এ বছর ইন্টাকাল করেন। কেউ বললেন যে দুই শত ত্রিশ হিজরীতে। আবার কেউ কেউ তিনটি অভিনত ব্যক্তি করেছেন। মহান আলুল হাওয়ারী হল জানেন।

২৫৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরের শাওয়াল মাসে খলিফা আলু-মুতাওয়াকিল আলালহাম আপন ছেলে মুতাসির-এর হাতে ধরেন। ঘটনার পত্তা হল এই যে, খলিফা মুতাওয়াকিল আপন ছেলে আবদুর হাম আলু-মুতায়কে— যিনি তার পরে খলিফা হবেন— জমুয়ার দিন জনতার উদেশ্যে ভাষণ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি অতিশয় চমৎকারভাবে ভাষণ প্রদান করেন। সংবাদটা খলিফার অপেক্ষা ছেলে মুতাসির-এর নিকট পৌছে যায়। মুতাসিরের তার পিতা ও তাঁহার উপর ক্ষুধা হয়। বলে তার পিতা তাকে ডেকে নিয়ে অপসার করেন এবং তার মাধ্যম গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং তাকে চড়-ঘাটও মারেন। পাশাপাশি তার ভাইয়ের পর তাকে খলিফা হওয়ার অধিকার থেকে বিক্ষিত করার নিদর্শন গ্রহণ করেন। তাতে মুতাসির-এর ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি যায়। ইমরুল ফিতরের দিন মুতাওয়াকিল জনতার উদেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তখন রোগের কারণে তিনি বেশ দুর্বল ছিলেন। তারপর সুং তারমালায় চলে যান, সেখানে চার মাইল জায়গা জুড়ে তার জন্য স্বপন করার হয়েছিল। তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর রীতি অনুযায়ী তিনি তার বুদ্ধ-বাশ্বকে শাওয়াল মাসের সিলতারিখী আসে নিম্ন করেন। এসময়ে তার ছেলে মুতাসির ও একদল আমীরের অতিক্রিয় তার উপর আক্রমণ করে। তারা শাওয়াল মাসের চার তারিখ বুধবার
বাংলা অনুবাদ

রাতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। কেউ কেউ বলেন এ বছরের শাবান মাসের চার তারিখ। সে সময়ে তিনি আহারে রাত ছিলেন। তারা তরবারি নিয়ে তার উপর বৃষ্টি পড়ে তাকে হত্যা করে। তারপর তারা তাঁর ছেলে মুতাওয়াকিলকে ধিলাফতের মসনদে আস্থন করে।

মুতাওয়াকিল আলাল্লাহ-এর জীবন চরিত

জাফর ইবনুল মু'তাসিম ইবনুন রশীদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনুল মানসূর আল-আবারী। মুতাওয়াকিল এর মা ছিলেন উম্মু ওয়ালাদ, যার নাম ছিল ওকা', জাফর ও বুলিম্মতায় তিনি স্বাতন্ত্র্য মহিলাদের একজন। দুইশ সাত হিজরীতে কামুস-সুলাহ নামক স্থানে মুতাওয়াকিল-এর জন্ম। দুইশ বর্ষের হিজরীর যুগলহাজ মাসের চক্ষে তারিখ বুধবার আপন ভাই ওয়াসিকের পর তার হাতে ধিলাফতের বায়াত অনুষ্ঠিত হয়।

নবী করীম (স) থেকে যথার্থক্রমে জায়রের ইবন আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবন হিলাল, মূসা ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ, আল-আমাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ও ইয়াহুদিয়া ইবন আকছাহ্য সূত্রে কীভাবে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন:

মন হঁরম রফত হঁরম খিয়ার

যে ব্যক্তি কোম্বলা থেকে বর্জিত হয়, সে সকল কল্যাণ থেকে বর্জিত হয়।

তারপর মুতাওয়াকিল আবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

রফত যেন ইলানাত সুসেদা + ফাস্তান বনে রফত তুলান নজাহা

কীভাবে খুরম ভগবানের মধ্যে রফত তুলানা নজাহা

“কোম্বলা হল বর্কত আর সহনশীলতা হচ্ছে সৌভাগ্য। কাজেই তুমি কোম্বলায় বীরতা অবলম্বন কর; সফলতা লাভ করে। তাবনা-ঘিসা যাতাতে বুলিম্মতায় কোন কল্যাণ নেই। তুমি যদি বন্দীদশা থেকে মুক্তি কামনা কর, তা হলে সম্ভাব্য একটি দুর্বলতা।”

ইবন আসাকির তারা ইতিহাস গ্রহে লিখেছেন: মুতাওয়াকিল তার পিতা মু'তাসিম ও কারী ইয়াহুদিয়া আকছাহ্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন কবি আলী ইবনুল জুহ্বা ও হিশাম ইবন আমার দামেশকী।

তিনি তার ধিলাফত আমলে দামেশক গমন করেন এবং সেখানে দারিয়া নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

একদিন তিনি উপষ্ঠিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন: খলীফাগণ প্রজাদের উপর কৃষ্ণ হন, যাতে তারা তাদের আনুগত্য করে। আর আমি তাদের সঙ্গে কোম্বল আচরণ করি, যাতে তারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আনুগত্য করে।

আহমদ ইবন মারওয়ান আল-মালেকী বর্ণনা করেন যে, আহমদ ইবন আলী আল-বসরী বলেন: মুতাওয়াকিল আহমদ ইবনুল মু'খিল প্রথম আলিমগণের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাদের তার বাসভবন সমবেত করেন। তারা এসে উপষ্ঠিত হলে মুতাওয়াকিল তাদের নিকট আগমন করেন। তিনি এসে গৌর্জ মাত্র লোকেরা তার সমানে দাড়িয়ে যায়। কিন্তু, আহমদ ইবনুল মু'খিল
মন হয় এমন যেন তামাকীনের হাত দ্বারা সহায়তা করা হয়।

তবু তারা ফাঁদ ফেলে দিলে, যেখানে তারা পানিতে হয়।

এবং তারা মুহূর্তের পরিবর্তনে সদ্বিদ্যা করে দেন, যেখানে দুই জাতি তাদের পানি দিয়ে দেন।

ফর্তানির মতে যেন সত্যি একাধিকঃ নির্দেশিত পরিবর্তনে সত্যিই সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যि -

সুবর্ণবালী একজন আহমদ হয়। তারা সমুদ্র থেকে আজলা ভরে সমুদ্রমালা। তারা নিকট আশাও করা হয়, তাকে ভাল করা হয়। যেহেতু তিনি আন্তঃ জাহানাম দুই। ততদিন রাত-দিনের পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে, তৎদিন পর্যন্ত রাজত্ব তারা ও তার ছেলেদের হাতেই থাকবে।

ফর্ভুনাইকরা বলন ছিল সুবর্ণবালী প্রতি কোষে পালিত হয়।

তারা দান হাত কিছু দান করে অমনি বাম হয়ে অনুরূপ দান করে।

ফর্ভুনাইকরা বলন ছিল একজন মুতাওয়াকিল চার বাম হাতের মুক্তাইটি তাকে দিয়ে দেন।

ফর্ভুনাইকরা এই পঞ্চগুলো আলী ইব্রুন হারুন আল-বাহতারী মুতাওয়াকিল সম্পর্কে বলেছিলেন বলেও বিশ্বাস করে।

ইব্রুন আসাফির বর্ণনা করেন যে, আলী ইবনুল জুহম বলন ৪ মুতাওয়াকিল-এর পত্নী
ফতুহিয়া তাঁর সমুদ্ধে এসে দাড়ায়। মহিলা তাঁর গালে গালিয়া দ্বারা 'জাফর' লিখে রেখেছিল। খলিফা বিষয়টি নির্দেশ করে দেখেন। তারপর নিম্নলিখিত পাংক্তিগুলো আওতিত করলেন:  

ওকাতিবে নিষেধ বাদ থেকে তাঁকে জিক্র করা। বন্ধুরা তাঁর মনের সাথে লেখা হয়েছিল। তাঁর ওজন সংখ্যার হস্ত আলোচনা করেছিল। যে লেখা তাঁকে চরিত্র মনে করছে। তাঁহার মনের সাথে সত্যি ফিল্ডের সাথে অনুভূতি দেখে নাতিশীতোষ্ণতা করেছিল। যারা তাঁকে জিক্র করেছিল।

চমৎকার হয়ে কতৃক দ্বারা 'জাফর' লিখিত বদ্ধক্ষিণের মহিলার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হেঁক। তুমি কতৃক দ্বারা নিজ গালে একটি স্থাপন করে থাকে, যে আমার অন্তর ভালবাসার হস্তে লিখেছে কয়েক লাইন। ওহে সেই বাক্সি, যার জন্য জাফরের কামানা বিদ্যমান, আলসাহ তামার দল্লার দ্বারা জাফরকে পরিপূর্ণ করলে। আমি তাঁকে কি বলি? চেন মাঝের! সে তো গোপনে-একাধারে তাঁকে অনুমতি!

খতীব বলেন: তারপর খলিফা আদেশ করলেন আরে তাঁকে গান গেয়ে শোনায়।

ফাতুহ ইবন খাকান বলেন: আমি একদিন মুতাওয়াকিল-এর নিকট গমন করলাম। দেখালাম, তিনি মাথা বুঝিয়ে দিয়ে মেন ভাবছেন। আমি বললাম: আমীর মুমিনন। আপনাকে চিনতে দেখতাঁ কেন? আমি তো আলাহুর পথ করে বলতে পারি, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে সুখী মানুষ আর নেই। তিনি বলেন: আছে। এই বাক্সি আমার চেয়ে সুখী, যথেষ্ট একটি ধর্ম আছে, একটি সেকার স্বর্ণ আছে এবং অবশ্যই পরিরক্ষামূলক সম্পদ আছে। সে আমাদেরকে চিনে না যে, আমরা তাঁকে কষ্ট দিয়ে। আমাদের কাছে হাত পাতে না যে, আমরা তাঁকে কুষ্ঠ করব।

মুতাওয়াকিল তাঁর স্মরণে আল্লাহর নামে এবং সুন্নাতের অনুসারীদের সাথে এক পায় খাদা থাকবেন। অনেকে মুর্তম হতান্তর ক্ষেত্রে তাঁকে আরু বক্র সিদ্ধীক-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, তিনি সত্যি সাহা করেছেন এবং সত্যি পুনরথাহস ঘটিয়েছেন। ফলে, মানুষ দীর্ঘ পথে কিছু এসেছিল। যখন তিনি বনু উমাইয়ার মুহম্মদের মুক্তাকিল করলেন, তখন মানুষ তাঁকে উদ্ধ ইবন আব্দুল্লাহ ইব্ন-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বিদায়ের মূলে প্রায় করে সুন্নাতের বিক্ষা ঘটিয়েছেন এবং সমাজে বিতর্ক লাগ করার পর বিদায়ঙ্গে বিশেষ বিবেচনা করেছেন।


খতীব সালিহ ইবন আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সালিহ এক রাত্রি যে ধ্বংস দেখেছেন, মুতাওয়াকিল মারা গেছেন, যেন একটি লোক তাঁকে নিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে এবং বলছে।
মল্ক যাচাই করিল মুলক গোপাল +তফস্লির অনুশীলনকে অনুপ্রস্তুত নির্দেশ

"এক রাজকো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরেক এমন ন্যায় রাজার কাছে যিনি ক্ষমাকে করে এবং যিনি অত্যাচারী নন।"

খাতিব আমর ইবন শায়বান আল-হালবী থেকে বর্ণনা করেন, যে, আমর বলেন: আমি এক রাত্রে মুতাওয়াকিলকে সঙ্গে দেখেছি, তিনি বলছেন: 

যান্ত্রিক দুর্বলের বিরুদ্ধে জনপ্রচার + অপর দেশের সম্প্রদায় + প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান

মানুষ উদ্বেগ ও ক্ষমতা জন্য পাবে + প্রেক্ষা করে + মানুষের দৃঢ়তা + নিজেকে নির্দেশ

ফাবক্স উপর উপর ব্যাখ্যা + নির্দেশ করে + বিশ্বাস করে + মানুষের দৃঢ়তা +

"সেই দিন যখন থেকে আমর ইবন শায়বান! তুমি তোমার অন্তর প্রশিক্ষার কর। তুমি কি শায়তানের গোষ্ঠীর দেখি যে, তারা হারামী ও ফাতুহ ইবন খাকান-এর সদে কৈ আচরণ করলে? তিনি ময়লুম অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ফলে আকাশের অধিবাসীর দু-জন দু-জন ও একজন একজন করে তার জন্য চিত্তকর করে। অন্যে বিষয়ে তাঁর জন্য তেমনি নিয়মকারী বিষয় নেমে আসবে, যাকে আল্লাহ আল্লাহ ধর্ম থাকবে। কাজেই, তোমাদের জাফর-এর জন্য তৃপ্ত কর। তৃপ্ত কর তোমাদের খুর্দাফ জন্য। তার জন্য তৃপ্ত করছে মানুষ যা জিন জিন।"

আমর ইবন শায়বান আল-হালবী বলেন সেই রাত্রে মুতাওয়াকিল-এর সঙ্গে হওয়ার সুন্দর আসে।

আমর বলেন: তাঁর এক মাস পর আমি সঙ্গে দেখালাম মুতাওয়াকিল আল্লাহর সুন্দর দাড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনার সঙ্গে কিসুকি আচরণ করছেন? তিনি বলেন: তিনি আমাকে কমা করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিসুকি উসিলায় তিনি বলেন: এই সমানে যা সুন্দর পুনর্জীবিত করছিলাম তাঁর উসিলায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তা এখানে আপনি কি করছেন? বলেন: আমার একটি মুহাম্মদ-এর অপেক্ষা করব। আমি সহানুভূতির মানুষ ও মহান নবাব আল্লাহর সুন্দরের তাঁর বিরুদ্ধে মামলাম দায়ের করব।

একটি আগেই আমরের তাঁর নিহত হওয়ার ধর্ম উল্লেখ করেছি যে, তিনি এই বছর তাঁর দুই সাত চলন হিজরী সনের শায়বাল মাসের চার তারিখ বুধবার রাতে মাহুষিয়ায় নিহত হয়েছিলেন বুধবারই তাঁর জানায় অনুষ্ঠিত হয় এবং জাফরিয়ায় দাতাক করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল চলন বছর।

তাঁর খিলাফতকাল ছিল চৌদ্দ বছর দশ মাস কয়েকদিন। তিনি ছিলেন সৌদির বর্ণ, চক্ষু মূর্ত, কীর্তি ফল ও হালকা চৌলাবিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত বেটে। মহান আল্লাহ তাঁকে জানেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০ম খঙ্ক) — ৭৫
মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্তিল-এর খিলাফত

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ইবনুল মুতাওয়াক্তিল এবং একদল আমীর মিলে আক্রমণ করে তার পিতা মুতাওয়াক্তিলকে হত্যা করেছিল। মুতাওয়াক্তিল নিহত হওয়ার পর পর্যন্ত মুহাম্মদ আল-মুনতাসির-এর হাতে খিলাফতের বায়াত অনুষ্ঠিত হয়। শাওয়াল মাসের চার তারিখ রুধির সাথে জন-সাধারণের নিকট থেকে তার বায়াত গ্রহণ করা হয় এবং তার ভাই মুতায়াক্তিরকে তার সমূহের উপরিবিন্যাস করা হয়। মুতায় ও তার হাতে বায়াত নেন। বলা বাহুল্য যে, মুতায়-ই ছিলেন তার পিতার পর ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, মুনতাসির তাকে বাধ্য করেন ও ভয় দেখান। ফলে তিনি আত্মসমর্পণ করে বায়াত নেন।

বায়াত পর্যন্ত হওয়ার পরে মুহাম্মদ আল-মুনতাসিরের সর্বপ্রথম মে কাজটি করেন, তাহলে তিনি ফাতহ ইবন খাকান-এর উপর পিতৃতাত্ত্বিক দায় আনেন করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তারপর তিনি বিভিন্ন প্রাতে বায়াত এর অধিযায় প্রদেশ করেন।

খিলাফত লাদের দ্বিতীয় দিন তিনি বনু হামিদ-এর গোলাম আবু আমুরা আহমদ ইবনে সাইদকে শাহীন-নির্যাতনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

পাদিযুগে ইসলামের লাল মালী + মোসেলান নামাশোরু অবু উমর

সভাজ মামুনানু উপাল অফ + নলিন মামুনানু উপাল

"হায় ইসলামের ধর্ম আবু আমুরাকে কেন মানুষ নির্যাতনে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। যে স্থানকে পত্ত একটি বিষাল আমানতদার হতে পারে না, তাকে উপরের আমানতদার বাণানো হল।"

মুহাম্মদ আল-মুনতাসির-এর বায়াত গ্রহণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুতাওয়াক্তিলায় যার নাম মাহীর। এখানে দশদিন অবস্থান করার পর তিনি ও সমস্ত পরিষদ সেখানে থেকে ছাড়িয়ে চলে যান।

এ বছরের ফুলহাজা মাসে মুনতাসির তার চাচা আলী ইবনুল মুতাসিমকে ছাড়িয়ে থেকে বাগদাদ প্রদেশ করেন এবং তাকে সেখানকার পাবনার নিয়োগ করেন। এ বছর মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আবু-যায়ানবী মানুষকে হজ করান।

এ বছর মুতায়মুকে পতিত বিষয়ে ব্যক্তিগতের মধ্যে কর্মকাজে হলেন ইবরাহিম ইবন সাইদ আল-জাওরাই, সুফিয়ান ইবন ওয়াকিলা, ইবনুল জার্তাহান, সালাম ইবন শাবিব ও আবু উসমান আল-মামিনী আন-লাহী।

আবু উসমান আল-মামিনী আন-লাহী

নাম বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন উসমান আল-বসরী। তৎকালের নাহর ইসমাইলের ওপর ছিলেন। তিনি ইলেমে নাহর অর্জন করেছেন আবু উবায়াদা, আসামিঙ ও আবু যায়াদ আল-আনসারী প্রমুখ থেকে। তার থেকে গ্রহণ করেছেন আবুল আবু আল-মুবারকাদ। তিনি তার থেকে উত্তরূপে ইলেমে নাহর শিক্ষা লাভ করেছেন।
ইলেম নাহ বিষয়ে অনেক রচনা রয়েছে। তাকেও দুনিয়ারিবিদের ও বিশ্বগুলোয় তিনি
ফক্তুরাতের তুলনা ছিলেন। মুবারাদ বর্ণনা করেন যে, এক যথিকে তার কিছুটা আগাশ জানায়,
“আপনি আমাকে সিবওয়াহিস-এর কিভাবা পড়েন, আমি আপনাকে একশ দীনার প্রদান করব।
কিন্তু, তিনি তার প্রস্তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে এক ভক্ত এ বাপারে তাকে তিরিক্ষা করলে
তিনি বলেন: আমি কিভাবা পড়িয়ে পারিপ্রকাশ নিতে অর্থীর এ জন্য করেছি যে, তাতে
করার ভয় আয়ত রয়েছে। অন্তত অন্তত কিছুদিন পর এক নামি ওয়াসিক এর বর্ণনার গান
পাইলে।

ওয়াসিক-এর বর্ণনার লোকেরা এই পঙক্তির পৌঁচ করলেন যে,
"আপনি মসাবক রজ্জল + রা সলাম নির্দীপ + ওয়াসিক-এর বর্ণনার লোকেরা এই পঙক্তির পৌঁচ করলেন যে,
শব্দটি হবে নাকি মসাবক এবং কী কারণে? তা ছাড়া শব্দটি নাকি অন্য
কিছু? নাস্তি জোর দিয়ে বলল যে, এই পঙক্তি তাকে মানুষ মুখ্য করিয়েছে এবং এভাবেই
করিয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন: ফলে খলিফা মানুষ ডেকে পাঠান। তিনি তাকে খলিফার সম্মুখে
থাকিয়ে হলে খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মানুষ? বলেন: হা। খলিফা
জিজ্ঞাসা করলেন: কোন মানুষ? মানুষ তারা, নাকি মানুষ রবীন, নাকি মানুষ কাবীস?
মানুষ বলেন: আমি বললাম: মানুষ রবীন। এবার তিনি আমার সঙ্গে আমার ভায়া কথা
বলতে শুরু করেন। তিনি বলেন: ওসমক (তোমার নাম কি) তুঁরা মীমকে বা-এ এবং
বাকে মীমে রুপার্থিত করে উচ্চারণ করতেন। আমি মকর বলা অপার করলাম। তাই বললাম:
কি আমার নাম বর্ক, কিন্তু আমার মকর না বলে কিন্তু আমর নিধিত হলেন তিনি আমার
উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: রজ্জল। এসব হল কিনের ভিত্তিতে?
আমি বললাম: নামকরা মাসদার-এর মানুষ।

বর্ণনাকারী বলেন: অনেক ইয়াহীদী তার বিশ্বাস করার বলতে লাগলেন। কিন্তু, দলিলান্ধলি
রুক্তুর তাকে থাকিয়ে দিলেন। ফলে খলিফাতাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার প্রদান করে
বহুমূখে পরিবারের কিছুটা পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মহান আল্লাহ তাকে পাকিন কুরআন পাঠের
বিনিয়োগে একশ দিনার ব্যাখ্যান করার বিনিয়োগে এক হাজার দিরহাম দান করলেন। এ হাজার
দীনার হল শত দীনারের দশক।

মুবারাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষ বলছেন: আমি এক ভক্ত কিন্তু সিবওয়াহিল-এর কিভাবা
আদিক শোনালাম। শেষ হওয়ার পর লোকটি বলল: শায়খ! আপনাকে তা মহান আল্লাহ
উত্তম বিনিয়োগ দান করলেন। আর আমি? আল্লাহর শপথ! আমি এর একটি বর্ণক ও বুকিন।

মানুষ এই বছর মুতরাতুমুখে পাত্তিত হন। সেই সেই বলেন হুদ আটচিলিস হিজরী সনে।
248 হিজরীর সূচনা

এ বছর মুনতাসিফ রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওয়াসিক তুর্কীকে সায়িফায় প্রেরণ করেন। কেননা, রোমের বাদশাহ শাম আফরোদির মনস্ত করেছিল। তখনই মুনতাসিফ ওয়াসিককে প্রস্তুত করেন এবং তার সঙ্গে পাখেন ও বহু সৈন্য প্রস্তুত করে দেন। তিনি ওয়াসিককে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে অবসর নেওয়ার পর চার বছর সীমান্তে অবস্থান করেন। ওদিকে ইরাকের নায়িব মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন তাহির তাকে বিশাল এক পত্র লিখেন যাতে মানুষকে জিহাদের প্রতি উদ্যোগ ও উৎসাহ করে তোলার নিমিত্ত জিহাদ বিষয়ক বহু আয়ত উল্লেখ করেছেন।

এ বছরের সফর মাসের তেইশ তারিখ শনিবার রাতে আবদুল্লাহ আল-মুতায় ও মুহাম্মদ ইবরাহিম খিলাফতের দাবী প্রত্যাখানের অঙ্গীকারের হয়। তারা খিলাফতের দারিদ্র পালনে অপরগতা প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, মুহাম্মদনরা তাদের বায়াত থেকে মুক্ত। তারা এ কাজটা করেছেন তাদের তাই মুনতাসিফর তাদেরকে হয়তো দেওয়ার এবং হয়তার ভয় দেখানোর পর। তার উদ্দেশ্য ছিল, তার হেলে আবদুল ওয়াহহাবকে ক্ষমতাপূর্ণ করা। তিনি এ কাজটা করেছিলেন তুর্কি আমীরদের ইংরেজ। তিনি প্রশস্তনিক কর্মকর্তা, বিচারপতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এ প্রসঙ্গে অফিস প্রদান করেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন অঙ্গের পর লিখেন, যাতে মানুষ এ ব্যাপারে অগতি লাভ করে এবং ইমামগণ মিন্দরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে ক্ষতি দান করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তার কর্মকাণ্ডের উপর ক্ষমতাপূর্ণ। মুনতাসিফ চাইলেন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ থেকে ক্ষমতা খিনিয়ে নিয়ে হেলের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু, তাকর্দীর তা প্রত্যাখান করল ও তার বিরোধিতা করল। মুনতাসিফর তার পিতার নিহত হওয়ার তার ছায়াটি মস্ত ে পূর্ণ করতে পারল না। এ বছর সফর মাসের শেষ দিকে মুনতাসিফর রোগারাত্রে হয়ে পড়েন এবং এই রোগেই তার মৃত্যু হয়।

মুনতাসিফ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সিদ্ধি বেঁয়ে উপরে আরোহণ করছেন। এভাবে তিনি প্রচ্ছদতম সিদ্ধির সেক্ষেত্রে পৌছে গেলেন। পরে তিনি এক স্বপ্ন ব্যাখ্যাকরীকে খুনায় জানালে তিনি বলেন: আপনি প্রচ্ছদ বছর খিলাফতের মসনদে আসীন থাকবেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাখ্যা হল, তিনি প্রচ্ছদ বছর বেঁচে থাকবেন। আর এ বছরই তার বায়াস প্রচ্ছদ বছর পূর্ণ হল।

কতিপয় লোক বর্ণনা করেন যে, আমরা একদিন মুনতাসিফর-এর নিকট গমন করলাম। দেখতে, তিনি বাংলাদেশ এবং সেচের নিপ্পুল ফেলেছেন। তারই এক সহচর তাকে কানার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আমি আমার পিতা মুতায় ইবনে স্বপ্ন দেখলাম। তিনি বলেছিলেন: তোমার ধর্মে হে মুহাম্মদ! তুমি আমাকে খুন করেছ, আমার উপর অত্যাচার করেছ এবং আমার থেকে আমার খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার পরে তুমি স্বপ্ন করে তোমার উপরে বারদান পারবে না। তারপর তোমাকে আল্লাহর চলে যেতে হবে। মুনতাসিফর বলেন: এখন আমি আমার ছন্দ ও তীক্ষ কোনোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। তবে তার ধাপ্পারজ সম্প্রদায়- যারা মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে বেঁধে এবং মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়- বলল: এটি একটি স্বপ্ন। স্বপ্ন সত্য হয়। মিথ্যা হয়। আপনি
আমাদের সঙ্গে মদের আসরে চরান; আপনার চিত্তে-অহিরিতা দূর হয়ে যাবে। মুনতাসিসের মদের আদেশ করলেন। মদ হাঁটে করা হল। সহচররা আসলেন। তিনি ভগ্ন সাহসে মদ পান শুরু করলেন। অবশেষে এই ভাং মন নিয়েই তিনি মারা গেলেন।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসিসকে রেগে মারা যান, সেটি কি রোগ ছিল, সে ব্যাপারে ইতিহাসবিদ-দের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ৪ রোগটি ছিল মাথায়। তার জন্য তার নাকে ভেলা দেওয়া হুল। সেই ভেলা তার মস্তিশে পৌছায় পরিত তার মৃত্যু ঘটে।

কেউ বলেন ৪ রোগটি ছিল, তার যকৃত ফুলে গিয়েছিল। এই ফোলা পৌছে যায় হস্পিটাল পর্যন্ত সেখানে পৌছে গেলে তিনি মারা যান। কেউ বলেন ৪ বর্গ তিনি কর্তনালীর কাছে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রান্ত দশদিন থাকে। তারপর তার মৃত্যু হয়। কেউ বলেন ৪ না, রং হাঁজাম তাকে বিষাক্ত ছাড়ু দূধে সিকা লাগায়। আর সেদিনই তার মৃত্যু হয়।

ঈবন জারীর বলেন ৪ আমার এক বদু আমকে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাঁজামের যখন বাড়ি ফিরে, তখন সে জুড়ায় ছিল ছিল। সে তার এক শিয়াকে ডেকে তাকে সিকা লাগাতে বলে। শিয়া শুরুর সম্পাতি নিয়ে তা দ্বারা তাকে সিকা দিল। সে জানত না যে, এই যত্ন বিষাক্ত। আর আল্লাহ হাঁজামকেও বিষাক্ত তুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারও মনে ছিল না। ইতিমধ্যে শিয়া সিকা দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছে এবং তার ভিতরে বিষ ক্রিয়া করে ফেলেছে। তখনই হাঁজাম অসীমত করে এবং সেদিনই সে মারা যায়।

ঈবন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুনতাসিসের যে রেগে মারা যান, সে রেগে আকৃষ্ট থাকা অবহায় তারা তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেন। তোমার অবস্থা কেমন? তিনি বলেন ৪ আমার দোদিয়া-আধিরাত দুই-ই শেষ হয়ে গেছে।

কথিত আছে যে, মুনতাসিসের যখন পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যান, তখন তিনি কবিতাআবৃত্তি করেছিলেন।

ফুম ফরোখত নফসি বীর্যে অস্তিত্ব + বলন্ন তালীর কেরামী অসিয়ার।

আমি যে জগতটা অর্জন করেছিলাম, আমার হৃদয় তা দ্বারা আনিত হয়নি। আমি বরং মহান রব-এর নিকটই ফিরে যাচ্ছি।

মুহাম্মদ আল-মুনতাসিসের ঈবনুল মুতাওয়াকিল এ বছরের রবীুল আবির্ম মাসের পঞ্চিশ তারিখ বিবার দিন আসারের সময় মারা যান। তখন তার বয়স ছিল পঞ্চিশ বছর। কারা কারা মত পঞ্চিশ বছর ছয় মাস। তবে এতে কোন বি-মত নেই যে, তিনি খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ছয় মাস— তার বেশী নয়।

ঈবন জারীর তার কোন এক সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনতাসিসের যখন খিলাফতের মসনদে আসন হন, তখন মানুষ বলবল করতে শুরু করেছিল যে, তিনি ছয় মাসের বেশী ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। খিলাফতের জন্য যারা আপন পিতাকে হত্যা করে, এটাই তাদের খিলাফতের মেয়াদ। যেমন ৪ শায়রুবিয়া ঈবন কিসরা রাজত্বের জন্য পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে ছয় মাসই টিকেছিল। মুনতাসিসের-এর ফেরো অনুরূপ ঘটেছে।
মুহাম্মদ আল-মুনতাসির ছিলেন ডাগরচোখা, বেটে, ভয়ানক ও সুঠাম দেহ। ইনিই বনু আব্বাস-এর প্রথম খলিফা, যিনি তাঁর মা হাবিশিয়া আররমিয়ার ইংরিতে নিজের কবর চিহ্নিত করে যান।

তাঁর উত্তম বাণীর একটি হল, আল্লাহর শপথ! কোন বাতিল কথনো সম্মান পায়নি, যদিও তাঁর কপালে চন্দ্র উদয় হয়। আর কোন হৃদপ্রবৃহ কথনো লাগিত হয়নি। যদিও সমগ্র জগত তাঁর বিরুদ্ধে সমবেত হয়।

দশম খণ্ড সমাপ্ত